

গান্ধীজীবন

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

গান্ধীজীবন

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্‌ট প্রেস প্রাইভেট লিঃ
পরিবেশক—শোভনা প্রেস পাবলিকেশনস্‌
এ-১২৭, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক :
দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার ভাদুড়ী
১৬, সৈয়দ আমির আলি এভেনিউ
কলিকাতা—১৭

পরিবেশক :
শোভনা প্রেস পাবলিকেশনস্
এ ১২৭, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
বুকরেঞ্জ
কলিকাতা—১২

গ্রন্থ সমাপ্ত—১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২
প্রকাশ—গুরুপূর্ণিমা, ১৩৭২

প্রচ্ছদ—শ্রীচারুচন্দ্র খাঁন

বাইণ্ডিং :
খলিলার রহমান এণ্ড কোং
১৬, পাটোয়ার বাগান লেন
কলিকাতা—৯

মূল্য : পনের টাকা

মুদ্রক :
শ্রীদুলালচন্দ্র ভূঞ্যা
শ্রীময়ী প্রিন্টার্স
২৪, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা-৬

॥ উৎসর্গ ॥

তাঁদের উদ্দেশে—

সেদিন, আজকে এবং
আগামী কালে যাঁদের
কণ্ঠে উচ্চারিত মন্ত্র—
"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

2806

॥ পরিচিতি ॥

ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে 'সাহিত্য-বাসর' আয়োজিত সাহিত্যিক-কবি-মনীষীদের চৈত্রমেলায় (৩১শে চৈত্র, ১৩৭১) সভাপতি রবীন্দ্রোত্তর যুগের অগ্রগণ্য রোমান্টিক কবি **শ্রীকৃষ্ণধন দে** প্রদত্ত ভাষণ :

পৃথিবীর ইতিহাসে বিংশশতাব্দী বিশেষভাবে চিহ্নিত হলো গান্ধী-দর্শনের ভিত্তিভূমিতে। ইহার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও নৈতিক-বিপ্লব-সাধনার সিদ্ধির অবদান সার্বভৌম সম্পদ্-রূপে পরিগণিত হয়েছে দেশে দেশে। ভারতে জাতীয় আন্দোলনে গান্ধী-প্রদর্শিত পথ ও মত কেবল একটি বিশেষ জাতির স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসের মধ্যে সীমিত নয়—অন্তঃদৃষ্টির সঙ্গে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর শান্তির সম্ভাবনাময় আদর্শবাদ। অহিংসা রাজনীতির ক্ষেত্রে সামাজিক ও নৈতিক শক্তিকে প্রতিষ্ঠাদান করে অগ্রগতি ও পরিণতির পথে শক্তিসঞ্চার করেছে রাষ্ট্রীয় অধিকার ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সঙ্গে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধে। শুদ্ধ অহিংসা—অর্থাৎ প্রেমের সঙ্গে ও সত্যের সঙ্গে যুক্ত থেকে চিন্তায় সত্য, বাক্যে সত্য এবং কর্মে সত্য থাকার এক মহা আহ্বান। গান্ধী-দর্শন বলে "অহিংসা ও সত্য পরস্পর এতটাই জড়িত যে, উহাদের বিচ্ছিন্ন এবং পৃথক করা কার্যতঃ সাধ্য নয়।" তাই সত্যাগ্রহী সর্বোত্তম কর্তব্যরূপে অহিংসা গ্রহণ করে শক্তিমদ-মত্ততামোহজাত সংঘর্ষের সম্মুখেও বীর্যবত্তার সহিত দণ্ডায়মান হয়—সত্যের অভয়-মন্ত্রের চেতনায়, দেখে সত্যের পথ অহিংসার পথ, বীরের পথ—কাপুরুষের পথ নয়। কারণ যাঁরা নির্ভীক তাঁরাই প্রকৃত বীর—কেবল তরবারী-বন্দুক ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত হলেই বীর হওয়া যায় না।

'অহিংসায়ন' তথা গান্ধী-দর্শনভিত্তিক 'গান্ধীজীবন' মহাকাব্যের অন্তর্নিহিত রূপটির তত্ত্বগত একটি দিক আছে—তা মহাভারতের গীতার মত আন্তর-প্রজ্ঞাকে বিকশিত করে তোলে একটি grand style অর্থাৎ বিরাট-ভাব-দ্যোতক মহিমময় আদর্শকে সমুদাত্ত করে। মহাকবির কণ্ঠে চিরদিনের সঙ্গীত সমুচ্চারিত—গান্ধীজীর ধীরোদাত্ত মহৎ ও বৃহৎ চরিত-কথা কেবল নয়, গান্ধী-হৃদয়-বোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছে অহিংসা তথা প্রেমের সহিত সত্যের জীবনব্রত উদ্‌যাপনে এই মহাকাব্যের সর্গে সর্গে।

পৃথিবীর দেশে দেশে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বীর-উপাখ্যানগুলি মহাকাব্যের জাতীয় কল্পনা ও মননকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে। গান্ধীজীবন

সেই প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম—এখানে জাতীয় ক্ষাত্রশক্তি অস্ত্রপাণি নয়, অহিংসাকে যুদ্ধাস্ত্র করে এখানে হিংসার সম্মুখে যুদ্ধার্থী। অভিভূত হয়ে উঠে অন্তর—এই মহাকাব্যে যখন সেই চিত্রের পরিচয় মূর্ত হতে দেখি—

"রক্ষ-রাঘবে কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধেতে কালে কালে
ট্রয় ধ্বংসেতে ইতিহাসে দেখি কতই আগুন জ্বালে—
এবার নতুন আলোক দিব্য বিভা
গান্ধীজীবন তিমিরবিদারী আনিল নতুন দিবা
মুগ্ধজগৎ-দৃষ্টি আলোক আনে বিস্ময় কিবা
অহিংস-রণে গান্ধীবাহিনী বুকের রক্ত ঢালে
রক্তক্ষুধায় নাহি মাতে কভু অসহযোগেই সাধ ॥
মানুষ-পশুর বিজয়ে মানুষ শান্তির পরিবেশে
নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ-বোধে যুদ্ধে দাঁড়ায় এসে
সত্যনিষ্ঠ প্রশান্ত অন্তরে
ক্ষাত্রবলের সমুখেতে জ্বলে আত্মিক বল ধরে
নৈতিকতায় বিনম্রতায় বাধাকে তুচ্ছ করে
গান্ধীজীবন চিন্তার আলো দিকে দিকে পড়ে ভেসে
আত্মার বলে পাশববলের হিংসার উৎখাত।"

এই ত গেল—অহিংসা-আদর্শে নৈতিক ও সত্যচেতনার সঙ্গে সত্যাগ্রহীর আদর্শের দিক। ব্রিটিশ-শাসনের হিংস্রতার চিত্র দেখি—

"স্বার্থের প্রেত ফিরে দিকে দিকে ভীতি-বিহ্বল-কায়া
হিংস্রমূর্তি স্বৈরতন্ত্রে মেলে আতংক ছায়া—
চক্ষে লালসা—করে লক লক জিভা
শ্মশান মৌন-মুখরি ডাকিছে প্রহরে প্রহরে শিবা
নরমাংসের আস্বাদে ভাবে জঠরে শান্তি কিবা
প্রেতদল ফিরে আঁধারে আঁধারে ঘোরতর কালমায়া
ছেয়ে আছে শুধু দিকে দিকে মেলি অন্ধ-তিমির রাত ॥
স্বার্থসুখের উল্লাসে ছুটে প্রেত কংকাল দল—
ক্ষুধা-অগ্নিতে জ্বালায় ছড়ায় আকাশ-জল-স্থল
ক্রন্দন ভরা আর্তিতে জনতার

কাতরতাময় অসহ্য দুখে উঠে সদা চিৎকার
প্রেতদল ছুটে উদর ভরণে—বিস্তারে অধিকার
বিশালস্থখের দাপটে জনতা হীনবল-বিহ্বল—
চলে প্রেতরাজ ভারতবর্ষে স্বাধীনতা উৎখাত ॥"

মহাকাব্যের একটি গুণ উপাখ্যানধর্মিতা। কিন্তু উপাখ্যান গৌণ—উপাখ্যানের সঙ্গে একটি মহৎ বাণী, একটি উদার-প্রাণদায়িনী চিন্তা থাকে। ভারতবর্ষের "রামায়ণ-মহাভারত-রঘুবংশ" সেই দৃষ্টান্ত বহন করে। গান্ধী-জীবন মহাকাব্য অনুরূপ আদর্শ ধারণ করে আছে। গান্ধীজীবনে অবশ্য উপখ্যান-অংশ কম—তবে বড়ই কম নয়। এই মহাকাব্যের অবলম্বন গান্ধী-দর্শন—গান্ধীজীবনের বাণী। সর্গে সর্গে মহাকাব্যকার গান্ধীজীবনের যোদ্ধরূপ এমন করে সাজিয়েছেন,—বর্ণনায় এই ভাবটিই এমন করে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, অহিংস্র-যুদ্ধের সামগ্রিকতায় ভারত-আত্মার সঙ্গে গান্ধী-আত্মার অভেদাত্মক স্বরূপটি ঐতিহ্যবোধে একীভূত এবং ভারতবর্ষের হৃদয়রাজ্যের রাজাসনে গান্ধী-মহারাজ সমাসীন। তাই মামুলী ধারায় উপাখ্যানের বিস্তারে নয়—এর স্বার্থকতা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভিত্তিভূমিতে এই মহাকাব্যের রসাত্মক উপস্থিতিতে ও গান্ধী-চরিত-মানবের মহিমময় মাধুর্য-আস্বাদনের রসোপলব্ধিতে। দাণ্ডী যাত্রার অপূর্ব-মনোহর ছবিটি মহাকাব্যে দেখি ঃ

"দাণ্ডীযাত্রা—সত্যাগ্রহে সত্যের আরাধনা—
স্তব্ধ ব্রিটিশ—রক্ষিবাহিনী দেখে অনন্যমনা
মহান্ পুরুষ গান্ধীর সাথে সাথে
সত্যাগ্রহী সেনাদল চলে—শান্ত দৃষ্টিপাতে
নক্ষত্রেরা জ্বলিছে বুঝিবা গভীর তিমির রাতে
নীরবতা বুকে—নাই হিংসার অস্ত্রের ঝন্ঝনা
একটি লক্ষ্য অনধিকারীর স্পর্দ্ধার উৎখাত ॥"

নবযুগের উদয়তীর্থ দৃষ্টির উপর সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠে গান্ধীর দাণ্ডীযাত্রায়—ধর্মবিজয়-অভিযানে,—হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করে আগামী দিনের দিক্চক্রবালে নব-আদর্শের পরম প্রকাশে। মহাকাব্যে এই চিত্র—

"পশু মানুষের যুগ-অবসানে সত্যের অবতার
আত্মায় দেখে আসে নবযুগ অবসানে হিংসার
মহাভারতের ধর্মক্ষেত্রে তাই

দাণ্ডীযাত্রা—ধর্মদণ্ডে হিংসার ঠাঁই নাই
সবার উপরে মানুষ সত্য—ভয় নাই ভয় নাই
অহিংসা বলে হিংসাকে জয় প্রতিষ্ঠা স্বাধিকার
মানুষ সত্য সমুত্তরণে—হিংসার উৎখাত ॥"

ভারতবর্ষের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে রূপকের ধারা প্রবাহিত—রূপকের দৃষ্টিতে সত্যের শাশ্বত রূপটি বহুরূপে প্রকাশিত। শালগ্রামশীলাটিতে যে পূর্ণ ব্রহ্মত্ব আরোপিত—তার অন্তরালেও রূপকের আশ্রয়। এই মহাকাব্যেও রূপক, প্রতীক ও রূপকল্প অন্তরকে আলোড়িত করে। এই মহাকাব্যে গান্ধী-জীবন প্রমূর্ত হয়েছে মানুষকে মহৎ হওয়ার শক্তিদানে—তাঁর কর্মচিন্তার আলোড়নে, তাই ইহা মানুষকে সত্যের পথে, অহিংসার পথে, শ্রম ও কল্যাণের সাধনায়, জাগৃতির আহ্বান ঘোষণা করে। গান্ধীজীবনের এই মন্ত্র-শক্তির শাশ্বত সারস্বত অবদান এই মহাকাব্য—'গান্ধী-জীবন', সত্যের পরীক্ষায় আদর্শ মানুষ ও আদর্শ যোদ্ধার মূর্ত প্রতীক গান্ধীজীবন—ভারতবর্ষের জাতীয় বীরচরিত্রসমূহের অপরিসীম সাহসিকতার অনুরূপ সাহস-দৃপ্ত ভাস্বর সেই প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বিশিষ্টতাপূর্ণ। গান্ধীজীবনে বীরত্বের আদর্শ উদ্গীত অভয়ের চেতনায়, পরিপূর্ণ ভয়শূন্যতায়—তাই তা' ব্রিটিশ-অস্ত্র-শাসনের বিরোধিতা করে সত্যে, অহিংসায় ও ত্যাগে। প্রত্যেকটি আচরণে ঈশোপনিষদের বাণী "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"—পার্থিব পদার্থ ত্যাগ করেই ভোগ করা এই মহৎ-উপদেশ সত্য হয়ে উঠেছে এবং সর্বধর্মে সমদৃষ্টি আধ্যাত্মিক অন্তঃদৃষ্টিরূপে বিভিন্ন ধর্মের সত্যকে একটি মূল-নীতি ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আধুনিক তথাকথিত বিজ্ঞান-যুগের হিংসাপরায়ণতার বিরুদ্ধে গান্ধী-চিন্তার বিকাশ—এবং এই ভাববোধেই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শুনতে পাই স্বদেশী'র নতুন ভাষ্য, "স্বদেশীর অর্থ পার্থিব বন্ধন থেকে আত্মার চরম মুক্তি।" গান্ধীর সমুদার দৃষ্টিতে তাই "স্বদেশী ঘৃণার ধর্ম নয়, ইহা নিঃস্বার্থভাবে সেবার শিক্ষা—যার ভিত্তিমূল বিশুদ্ধ অহিংসা অর্থাৎ প্রেমের সহিত যুক্ত রয়েছে।" ভারতে জাতীয় আন্দোলনে গান্ধী-আদর্শের বৈশিষ্ট্য এখানে দেশ-কল্যাণের সঙ্গে বিশ্বকল্যাণ-ভাবনাকে ধারণ করে আছে।

জাতীয় বীরের লোকোত্তর কাহিনীকে ভিত্তি করে মহাকাব্য-রচনার নিদর্শন পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে—ভারতবর্ষের রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ ইত্যাদি স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ভাবে চিন্তায় এখানে ধর্ম ও অধর্ম, ক্ষুদ্র ও বৃহতের

প্রকাশ দেখি। প্রাচীন গ্রীসের ইলিয়াদ ও ওডেসী, ঈরাণের শাহনামা, আয়র্ল্যাণ্ডের দেরড্রিউ, জারমানির ব্রুনহিল্ড্, রুশের স্লভো-ও-পলকু ইগোরিভি এবং আরও বহু-জাতির জাতীয় মহাকাব্যগুলির কথা-আখ্যান দিগ্-বিজয়-বীরত্বকে ভিত্তি করে বিরচিত—সেখানে হিংসাও আছে, প্রেমও আছে। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের প্রজ্ঞাদৃষ্টি সেগুলিতে অনুপস্থিত। গান্ধীজীবন—ভারতীয় ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছে—মহাকাব্যকারের অন্তর্দৃষ্টি তাই সমসাময়িকতার কোলাহল অতিক্রম করে শাশ্বত-সত্যের সন্ধানে গান্ধী-সিদ্ধির মৌলিকতাকেই উপস্থাপিত করেছে রসাত্মক বাণীবিস্তারে। প্রবল রাজশক্তির শস্ত্র-শাসন ও অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে গান্ধী-সত্যাগ্রহ একটি যুদ্ধ—গান্ধীনেতৃত্ব অতুল সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে পৃথিবীর রাজনৈতিক আন্দোলনে এতদ্বারা একটি নূতন অধ্যায় রচনা করেছে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধী-দর্শনে একটি নূতন বাণী শ্রুতিগোচর হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য রাজনীতি-অর্থনীতি-সমবায়-আন্দোলন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করলেও—তাঁর সহজাত প্রতিভা কাব্যিক ও সাহিত্যিক উপাদানে গঠিত। এজন্যই তিনি রাজনৈতিক-রঙ্গমঞ্চে কিম্বা কর্মের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্ল্যাটফরম থেকে দূরে থেকে তাঁর অন্তরের প্রবণতা, কোলাহল-গলাবাজি-দলাদলির আবর্তের বাইরে সাহিত্যের সাধনায় নিরলসভাবে আত্মমগ্ন থেকে যে সৃষ্টির সাধনা করে চলেছেন, তারই অপরূপ সিদ্ধি-অবদান এযুগে মহাকাব্য-রচনা, প্রতিভা-প্রকাশক শক্তি-শালিত্বের নিদর্শন।

সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও নানা প্রতিবন্ধকতা আছে—সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে না পারলে সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিভার ছাপ যতই উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হোক না কেন, সমসাময়িক সাহিত্যের কোলাহল-মুখরিত বৈঠক থেকে পরিত্যক্ত জীবন-যাপন করতে হয়। ফলে লোক-সমাজে যশঃ-প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত ঘটে—যশোহীন, গোষ্ঠিহীন থাকা এযুগের অপরাধ। দেশাত্মবোধক রসসৃষ্টির যে উৎকর্ষ প্রদর্শিত হয়েছে "জালালাবাদের যুদ্ধ" মহাকাব্যে—সে সম্পর্কে উদাসীনতা একশ্রেণীর সাহিত্যিক-সমাজেও যেমন, পাঠক-পাঠিকা সমাজেও তেমনি সেই মনোভাবই প্রতিফলিত, কারণ, এযুগের কবিতার ধারা স্বতন্ত্র।

প্রতিভার শতদল পদ্মরূপেই মহাকাব্যের সৃষ্টি—সময়ের সীমারেখায় মহাকাব্যের মহত্ত্ব সীমাবদ্ধ থাকে না, ঊর্দ্ধলোকের প্রাণপূর্ণ আবেগ রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব আস্বাদ ও প্রেরণা সঞ্চার করে বলেই,

মহাকাব্য অখণ্ড সৌন্দর্যের দ্যোতক। 'জালালাবাদের যুদ্ধ' ও 'গান্ধীজীবন'—দুইটি মহাকাব্যে যে দুইটি চিন্তাধারার বর্ণোজ্জ্বল চিত্র প্রকাশিত—প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ভাস্বর,—দেশাত্মবোধক-সাধনার অমৃতসিদ্ধি রূপে ও কালোত্তীর্ণ সৃষ্টিরূপে অভিনন্দনযোগ্য। এটা বিশেষ আনন্দের সংবাদ যে, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্যের মূল পরিকল্পনা—"ভারত যুদ্ধ" সুবৃহৎ মহাকাব্য সৃষ্টি। এই দুইটি গ্রন্থ "ভারত যুদ্ধের" অঙ্গীভূত—ভারতের জাতীয় আন্দোলন, সেই সঙ্গে অধ্যাত্ম-সাধনার বিচিত্র প্রকাশকে, চিন্তা, অনুভূতি ও সিদ্ধিকে বাঙ্‌ময়ী করে তুলে ধরা। যদি এই পরম পুণ্যব্রত তিনি উদ্‌যাপন করেন—বঙ্গসাহিত্যে এই মহাকাব্য হবে চিরন্তন মহাগ্রন্থ—জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শাশ্বত রসভাণ্ডার। এই ভারত যুদ্ধ মহাকাব্যের আর একটি কাণ্ড আজাদ-হিন্দ্ নেতাজী" প্রকাশের অপেক্ষায়।

'আত্মকথা ও সত্যের প্রয়োগে' গান্ধীজীবনের বহিরঙ্গ চিত্রের সঙ্গে অন্তর্জীবনের চিন্তা-ভাবনা রূপায়িত। তাঁর কণ্ঠে তাই উচ্চারিত হয়—"আত্মদর্শনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই আমি যা-কিছু লিখি ও বলি। রাজনৈতিকক্ষেত্রে আমি যখন ঝাঁপিয়ে পড়ি, তখনো উহার পিছনে বিরাজমান থাকে আমার আত্মদর্শনের প্রেরণা। সত্যরূপী পরমেশ্বরের পূজায় আমি আমাকে নিবেদন করেছি। সে সত্য অদ্যাবধি আমি লাভ করতে পারিনি—কিন্তু সেই সত্যের অনুসন্ধানে আমি অনুক্ষণ আমাকে নিয়োজিত রেখেছি। সেই অনুসন্ধানের হোমাগ্নিতে আমি আমার যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।" "গান্ধীজীবন" মহাকাব্যে এই আত্মদর্শনের পুণ্যকথা—গান্ধীর চিন্তা, মনন ও কর্মের সুস্পষ্ট প্রতিফলন। অহিংস-যুদ্ধের মূলগত দর্শন ও কলা-কৌশল অসহযোগ-আন্দোলনরূপে ভারতবাসীর চিত্তে স্বরাজলাভের দৃঢ় সঙ্কল্পকে জাগ্রত করে। সেনাপতি গান্ধীর এই যুদ্ধযাত্রা—ধর্মবিজয়। অহিংসাকে হিংসার দ্বারা আঘাত, নেতৃবৃন্দ ও সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকদের কারাবাস, আইনের সন্ত্রাস-বিভীষিকা, জনগণের অশেষ দুঃখকষ্টবরণ ইত্যাদি গান্ধী-প্রভাবকেই বিস্তৃততর করেছে,—গান্ধী-চিন্তাধারার অভিনবত্ব এখানে একটি নূতন যুগের স্বর্ণদ্বার মুক্ত করেছে। সত্যদীপ্তিভূষিত সত্তায় গান্ধীজীবন এখানে নবযুগের অভ্যুদয় সূচনা করছে যুগপুরুষের ভূমিকায়।

'গান্ধীজীবন' মহাকাব্য গান্ধী-চরিত-মানস,—প্রচলিত জীবনকাহিনীর মত নহে। ইহাকে গান্ধীজীবনের আত্মিক ভাষ্যরূপে অভিহিত করা যায়।

বস্তুতঃ—মহাকাব্য কোনদিন জীবনচরিত হতে পারে না, মহাকাব্য ইতিহাসও নয়। মহাকাব্যের প্রকৃত সত্তা আত্মিক চিন্তার প্রতিফলনেই—মহাভারত-রামায়ণ-রঘুবংশে ইহার পরিচয় পরিস্ফুট। মহাকাব্যকার প্রত্যেকটি সর্গে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন—যেখানে গান্ধীদর্শন ও জীবনসত্য অভিব্যক্তি লাভ করেছে। গান্ধীর কথা—"ধর্মছাড়া কেহই বাঁচতে পারেনা, এমন অনেকে আছেন, যাঁরা অহংকারের সহিত বলেন, ধর্মের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্বন্ধ নেই। যদি কেউ বলে যে, সে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে, অথচ তার নাক নেই—ইহা সেই শ্রেণীর কথা।" এই মহাকাব্যে গান্ধীর কর্ম ও ধর্মচিন্তা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হয়েছে। গান্ধীর ঘোষণা—"আমার সত্যানুরাগই আমাকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে টেনে এনেছে; যাঁরা বলেন, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ নেই তাঁদের আমি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে বিনয়ের সঙ্গে বলব—তাঁরা ধর্মকে বুঝেন না।"

ধর্মদর্শী গান্ধীর অন্তরের দিক ধর্মকেই ধারণ করে আছে। গান্ধীজীবনের দুইটি ধারা এখানে—একটা বাইরের, একটা অন্তরের। এই সাধক-মূর্তিটির সুন্দর রূপ বাইরে দেখি যোগিবেশে। গান্ধীজীবন মহাকাব্যের চতুর্থ সর্গে—

"গান্ধী জাগিছে আত্মমগ্ন ধীরতায় নিশ্চল
মুখমণ্ডলে অপার শান্তি-আলোক সমুজ্জ্বল
যথা অবৃষ্টি-নিশ্চল মেঘে মেঘে
তরঙ্গহীন সমুদ্রে যথা প্রশান্তি থাকে জেগে
তেমনি গান্ধী-জীবন জাগিছে শান্তি-পরশ লেগে
আত্মা নিবাত-অকম্প-দীপ সম জ্বলে সুশীতল
দাণ্ডী পথিক জাতীয় লক্ষ্যে সুখে করে পদপাত ॥
শত্রুকে নয় হিংস্রহনন বিজয় বিবেকবলে
বক্ষ-রুধিরে জয়লিপি লিখি মৃত্যু-বিজয়ে চলে
নীলকণ্ঠের সম করি বিষপান
পরমযত্নে শত্রুজনের সাধি চলে কল্যাণ
সারাপৃথিবীতে সত্যবলের ঘোষি চিরজয়গান
একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর বুকে শক্তি সমুচ্ছলে
বিরাট বাহিনী সত্যের বল করে বলে সম্পাত ॥"

আর অন্তরের রূপটিতেও

"অন্তর হতে অন্তর্লোকে জাগে কোন্ সন্ন্যাসী
উদাসী প্রাণের অনুরাগে শুধু সত্যকে ভালবাসি
মানুষের দুখে অনন্ত ক্রন্দন
জ্বালায় জ্বলিছে—চোখের অশ্রু করি চলে বিমোচন
দুখী-জগতের আন্তর-দুখ জান্তব-নিপীড়ন
জীবনে বহিছে ব্যথার প্রবাহ—আগ্নেয় জ্বালারাশি
চেতনায় তুলে আর্তিমোচনে শুধু অবিরাম সাধ ॥"

রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীর চিন্তা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—গান্ধীচিন্তা প্রমাণিত করেছে যে, কার্লমার্কসের বক্তব্য রাজনীতির শেষ কথা নয়। রাজনৈতিক চেতনা-বিস্তারে গান্ধী-সাধনা নবধর্ম প্রচারিত করেছে, গণ-সংযোগ দ্বারা গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করে' ইহা আগুন নিয়ে খেলা করেছে। সেনাপতি গান্ধীর অহিংস-সত্যাগ্রহ-আন্দোলন পর্বে পর্বে কংগ্রেসকে যেমন শক্তিশালী করেছে—তেমনি দেশে নৈতিক মানসিকতা বিস্তার করেছে। চরকা ও খদ্দর দেশাত্মবোধক ভাবনার প্রতীকরূপে চরিত্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক স্বরাজের বাণী প্রচার ও প্রসার করেছে। অসহযোগ-আন্দোলনের অহিংসক-দৃষ্টির সার্থকতা কালজয়ী সত্যকেই প্রসারিত করেছে—বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ তাই কেবল একটি আন্দোলন নয়, ইহা একটি সার্বভৌম বাণী, রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ একটি নূতন ইতিহাসের প্রবর্তন। গান্ধীজীবনে উদ্গীত—

"সত্যের বুকে পেয়েছে জানিতে অহিংসা মনোময়
জীবন করেছে মৃত্যুঞ্জয়ী—মরণেতে নাই ভয়
সত্যাগ্রহে অগ্নিশুদ্ধ করি
আত্মসত্যে দিব্য অস্ত্র-অহিংসা বুকে ভরি
চলে সম্মুখে—ঘোরসংগ্রামে বেঁচে থাকি আর মরি
স্বদেশ-মন্ত্র বিশ্বমন্ত্র—স্বরাজের জয় জয়
চলে সম্মুখে সত্যাগ্রহে ঘোষি জয় ভেরীনাদ ॥"

কাব্যছন্দে বা পদ্যে গান্ধী-চরিত রচনা এক কথা—গান্ধীজীবনের মত মহাকাব্য লেখা আর এক কথা। বঙ্গসাহিত্যে 'গান্ধীজীবন' শাশ্বত সারস্বত অবদান—ইহা আগামী দিনে বিশ্বসাহিত্যরূপে পরিগণিত হওয়ার ভাব-ঐশ্বর্যযুক্ত। এই সংক্ষিপ্ত ভাষণে আমার প্রযত্ন এইটুকু—মহাকবি ও মহাকাব্য

সম্পর্কে কথঞ্চিৎ আলোচনার দ্বারা ইহার আন্তর-সৌন্দর্যকে পাঠক-পাঠিকার নিকট উপস্থাপিত করা এবং আগ্রহ-সৃষ্টি করা। যথাসম্ভব গান্ধী-জীবন থেকে উদ্ধৃত করে গান্ধী-জীবন-দর্শনের আলোচনা করেছি, মহাকাব্যের বিষয়েও কথঞ্চিৎ আলোকপাত করেছি। গান্ধী-সিদ্ধির অমৃত-আলোকে মহাকবি-মানস আলোকিত বলেই আমরা শুনতে পাই—

"সত্যের থেকে স্বাধীনতা বড়ো নয়
এই আদর্শে রাষ্ট্রনীতির ঘটিল সর্বোদয়—
ভূগোলের সীমা মানে না সত্য—সত্য বিশ্বময়
সেই সত্যের সেবার ধর্ম অন্তরে জাগি থাকে
হিংসার থেকে সদা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রনীতির সাধ ॥
হিংস্র শক্তি অশক্তকরি—সত্যে শক্তিমান
প্রবলের সাথে অসহযোগেই আত্মার উত্থান
অমঙ্গলের পাপ প্রতিরোধ করে
দম্ভের কাছে বিনয়ে দাঁড়ায় শান্ত মূর্তি ধরে
ক্রূর শৌর্যকে নিষ্ক্রিয় করে প্রেমময় অন্তরে
অহিংসা দেয় আত্মিক-যুগে জীবনের সন্ধান
হিংসা-আঘাত—বিবেকে কেবল প্রেম আনে প্রতিঘাত ॥"

C. M. Bowra—From Virgil to Milton গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে Some Characteristics of Literary Epic সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার প্রারম্ভে যে মূল সংজ্ঞাটি উপস্থাপিত করেছেন তা হলো—

"An epic poem is by common consent a narrative of some length and deals with events which have a certain grandeur and importance and come from a life of action, especially of violent action such as war. It gives a special pleasure because its events and persons enhance our belief in the worth of human achievement and in the dignity and nobility of man."

মহত্ত্ব-মহিমার বিকাশে গান্ধী-জীবন—Sublime—এখানে বীরত্ব আছে, যুদ্ধ আছে, কিন্তু—Violent-action নেই, আছে non-violent war-এর বীরত্ব কাহিনী। এই মহাকাব্যের অন্তঃপ্রেরণা জীবনের মহত্তর স্বার্থকতার

সন্ধানেই আবিষ্ট—মূল স্বরে যুদ্ধের তূর্যনিনাদ ও কোদণ্ডটঙ্কার আছে, কিন্তু যুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে—অধর্মের বিরুদ্ধে—ন্যায় ও ধর্মযুদ্ধের অনাহত রাগিনী অখণ্ড ভাবাদর্শকে চিন্তা ও কর্মে প্রাণময় করে তুলেছে।

ইংলণ্ডে সপ্তদশ-শতকে কবি ড্রাইডেন মহাকাব্য সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধে—Apology on Heroic Poetry and Poetic Licence এবং An Essay on Heroic Plays-এ মহাকাব্য সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করে বলেছেন—মানুষের সৃষ্টির চরম ও পরম রূপ হচ্ছে মহাকাব্য। বস্তুতঃ মহাকাব্যের মধ্যেই জাতির আত্মা বিধৃত থাকে—মহাকাব্যের বিশালতায় বস্তুগত কাহিনী চিরদিনের গীতি ঝঙ্কারে উদাত্ত হয়ে থাকে।

দার্শনিক-মনীষী হেগেল মহাকাব্য-সম্পর্কীয় আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন—

"Collective world-outlook and objective presence of a national spirit, displayed as an actual event in the form of its self-manifestation, constitutes and nothing sort of this does so, the content and form of the true epic poem."

যুগ-মানসের পরিচয়ে মহাকাব্য নানারূপে ব্যঞ্জিত হয়ে উঠে বলেই সাহিত্যিক-মহাকাব্য অতীতের যুদ্ধকাণ্ডের গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে—জীবনের সুবিচিত্র আস্বাদের রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। এ-যুগের "সাবিত্রী" শ্রী অরবিন্দের কেবল অমর-সৃষ্টি নয়, মহাকাব্য ধারায় সাহিত্যিক-মহাকাব্যের নূতন স্বর। গান্ধী-জীবন মহাকাব্য বৈচিত্র্য-সৃষ্টির দিক থেকে দেখলে মনে হয়—C. M. Bowra-র কথাই সত্য। From Virgil to Milton-গ্রন্থে দেখি—

"The writers of literary epic set themselves a task of uncommon difficulty when they tried to adopt the heroic ideal to unheroic times and to proclaim in poetry a new conception of man's grandeur and nobility. Each had his new approach, his own solution,and his own doubts and reservations, but because all were* concerned with ultimately the same issues and used the same kind of poetical form, their labours belong to a single chapter in the history of the human spirit."

মহাকাব্যের মহাকাব্যত্ব সম্পর্কে এই আলোচনা দীর্ঘ করতে চাই না—গান্ধী-জীবন মহাকাব্যে সাহিত্যিক মহাকাব্যের যে গৌরব ও দীপ্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি, সেই উদাত্ত-গাম্ভীর্যে নগাধিরাজ হিমালয়ের মহিমময় পটভূমিকাই মহান্‌ভাবের অনুভূতিরসে আপ্লুত হয়।

গান্ধীজীবন মহাকাব্যে মহৎ ও মহাভাব আছে—বিশ্বরাজনীতির দরবারে গান্ধী-সিদ্ধির বৈশিষ্ট্য যেমন স্বীকৃত এই মহাকাব্যও বিশ্বসাহিত্যে বাঙ্গালী-প্রতিভার মৃত্যুঞ্জয়ী সারস্বত মহা-অবদানরূপে স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি রাখে। গান্ধীজীবন মহাকাব্যের ভাবধারা, শব্দ-সম্পদ, শব্দ-বিন্যাস এবং ছন্দ-বৈশিষ্ট্য মহান্ গান্ধীচরিত্রকে প্রাণময় করেছে। অলৌকিক সৃষ্টি ও অমানুষী কল্পনা যদি মহাকাব্যত্ব প্রতিপন্ন করে, তাহলে 'গান্ধীজীবন' সে ধরণের মহাকাব্য নয়, ইহা পরস্পর-সম্বন্ধ ঘটনাবলীর চিত্রণে গান্ধীসাধনার মহান্ ইতিহাস, অস্ত্রের সঙ্গে নিরস্ত্রের বিরোধবার্তা, উদার ও সুবৃহৎ চিন্তা ও কর্মের পরিসরে একটি জাতির আত্মিক-অভ্যুদয়ের কথা। বঙ্গ-সাহিত্যে ইহা উদাত্ত ভাব-গম্ভীর ধ্বনিতে অপূর্ব সৌন্দর্য ও রস-সৃষ্টি করেছে—অকৃত্রিম সহজ স্বচ্ছন্দতায় ইহার সঙ্গীতাত্মক সপ্তপদী ছন্দে গান্ধীসাধনা ও সিদ্ধিকে সুমধুর ভাবে প্রস্ফুটিত করে তুলেছে, সাহিত্যে কেবল নয়, এই মহাকাব্য চিরন্তন জাতীয় মহাকাব্য রূপেই গান্ধী-আদর্শকে তথা ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক জাতীয় সাধনাকে সুস্পষ্ট আদর্শরূপে সর্বজন-গ্রাহ্যরূপে তুলে ধরেছে। গান্ধী এখানে প্রেম ও করুণার প্রতিমূর্তি—ক্ষমাসুন্দর, আবার সত্যসঙ্কল্পে ব্যক্তিত্বের মহনীয়তায়—প্রতিকূল ঝড়ঝঞ্ঝায় অনমনীয় বীরাচারী সাধকের মত বীর-ভৈরব, রুদ্রসুন্দর। মহাকবির ভাব-তন্ময় অন্তরে মানবজাতির চরম মুক্তি ও পরম অভ্যুদয়ের দূতরূপেই গান্ধীর মহাপ্রকাশ মহাকাব্যের উদার পরিমণ্ডলে নীতি ও ধর্মের সঙ্গে গান্ধী-আদর্শ-চরিত্ররূপে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, তাই এই মহাকাব্য সার্বভৌম গান্ধীজীবন কথা।

সাহিত্যে জাতির আত্মার আত্মবিকাশ ঘটে। আলট্রা-মডার্ণ তথা অতি-আধুনিক সাহিত্যে জাতির আত্মা অবহেলিত, দেশাত্মবোধক-চিন্তার প্রতি অনুরাগের অভাবের পরিণামেই এই অবহেলা। পররাজ্যের আক্রমণে ভারতবর্ষের মৈত্রী ও শান্তিনীতি যখন বিঘ্নিত, তখন পেশাদারী-সাহিত্যের গতানুগতিকতা থেকে সাহিত্যিক-মানসকে বড় একটা সরে এসে দেশাত্মবোধক-সাহিত্য-সৃষ্টির সাধনায় আত্ম-জাগৃতি ঘটাতে দেখা যায় নি। 'গান্ধীজীবন'

এই দৃষ্টি-কোণ থেকে স্বাতন্ত্র্যের ও বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে—এখানে দেশাত্মবোধের গুরুগম্ভীর ধ্বনি যেমন সোচ্চার, তেমনি বিশ্বজনীন-চিন্তার বাতাবরণও উন্মুক্ত। এযুগের মহাভারতরূপে ইহা জাতির আত্মাকে প্রকাশিত করেছে—মহাভারতের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্তার আনন্দ-বেদনাকে ভাষা দিয়েছে। সেদিন দূরে নয়—হয়তো আমি থাকব না—মহাকাব্যকার থাকবেন না, গান্ধী-জীবন মহাকাব্য বিশ্বময় হবে দেশে দেশে অনুবাদের মাধ্যমে এবং গান্ধীজীবন মহাকাব্যের মহাকবি বিশ্বের অন্যতম মহাকবি রূপে স্বীকৃতি লাভ করবেন। সেদিন বিপুলা পৃথিবী ও নিরবধি কাল ধারণ করবে গান্ধীজীবনের দার্শনিক-পরমপ্রজ্ঞা। আগামী দিনের বিশ্বসংস্কৃতির পটভূমিকার উদয়-পূর্বাশায় গান্ধী-জীবন মহাভারতের বাণীমূর্তি কেবল নয়—গান্ধীজীবন বিশ্বজনীন প্রেম, সত্য, অহিংসা ও কল্যাণের দিব্যমূর্তি। মহাকবি শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্যের গান্ধীজীবন মহাকাব্যে সেই পৌরুষ-দীপ্ত মহাপুরুষের চরিত-মানস হিংসার উর্দ্ধে করছে অহিংসার জয়গান, সত্যের মধ্যে করছে ঈশ্বরের সন্ধান।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে—ইহা একান্ত সত্য যে, গান্ধীজীবন সাময়িকতার সীমানা অতিক্রম করে চিরন্তনত্ব লাভ করেছে—মানবতাবাদী বিশ্বমনীষা দেখেছে গান্ধী-আদর্শ-অনুসরণেই আছে রাষ্ট্রনৈতিক,সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংঘাত সমাধানের পথ, সেই সঙ্গে ধর্ম-গত বিভ্রান্তি ও সাম্প্রদায়িকতাজনিত মানসিকতা-বিলোপের পাথেয়। বর্ত্তমান পৃথিবী একটি সংকটজনক পরিস্থিতি সম্মুখে নিয়ে বসে আছে—আনবিক-যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা ভেবেই শুধু নয়, একটি নৈতিক-শান্তিপূর্ণ সভ্যতার সার্বভৌম মহাপ্রকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে এ চিন্তা এসেছে যে—গান্ধীনীতিতেই আসতে পারে সর্বসংকট থেকে পরিত্রাণ। মহাকবির প্রজ্ঞা ও চিন্তায় এই জীবনাদর্শ উজ্জ্বল দীপ্তি বিকাশ করছে মহাকাব্যের সর্গে সর্গে। গান্ধীজীবন মহাকাব্যে গান্ধীনীতির মূলকথা সত্য ও অহিংসার প্রাণময় বাণী। গান্ধীজীবনের প্রাণপূর্ণ বেগোচ্ছল ভাষা ও সঙ্গীতাত্মক ছন্দের ললিত সুরে সুরে কোথাও ভৈরবী সুর নিনাদিত—হয়েছে কোথাও শান্তির সুর-সপ্তক সুরে সুরে মহাকাব্যকারের প্রতিভার উজ্জ্বলতর অবিরাম লেখনী-শক্তির রূপকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। 'গান্ধীজীবন'—সাহিত্যের অখণ্ড সৌন্দর্যে প্রাণময়, আবেগে সমুদার, গাম্ভীর্যে ও মাধুর্যে ভাস্বর এবং বিশালতায় সত্য ও প্রজ্ঞার অনবদ্য রসে ঘনীভূত, মধুর।

—শ্রীকৃষ্ণধন দে

"ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুর্দ্ধর্মোধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণ প্রযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

মহাভারত—কর্ণপর্ব।

চিরন্তনী সরস্বতীরে করি সুখে প্রণিপাত
শব্দ-অর্থ-রস-চৈতন্যে চতুর্বর্গ স্বাদ
বিতরি জননী—সন্তানুভূতি ভরে
রূপে অপরূপে রস-অনুরাগে মিলাও পরস্পরে
মানবিকতায় দেবসাযুজ্যে স্বর্গ-আলোক ঝরে
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের আনন্ত্য-আহ্লাদ—
তুলে মহাকালসাগরের বুকে আনন্দ কলনাদ ॥

সৃষ্টি-প্রবাহ-অধিষ্ঠাত্রী—তোমারে নমস্কার
নিত্যকালের বৈচিত্র্যে দেখি প্রগতির সঞ্চার
চিরসুদূরের আকর্ষণেই ছুটে—
পরমা-শক্তিরূপিণী তোমার দৃষ্টিতে প্রাণ ফুটে
পদক্ষেপের ধ্বনি-তরঙ্গে সঙ্গীত-সুর উঠে—
ভক্তের বুকে ভাগবত-বোধে জাগ্রত আত্মার
চিন্ময় সুখে হিরণ্ময়ের আনন্দ-আহ্লাদ ॥

নমো নমো নমো দেবী-শাশ্বতী ভারতী-চরণে নতি
প্রজ্ঞা-পথিক ভারত-আত্মা তোমাতেই খুঁজে মতি—
প্রবাহি' জীবনে সাহিত্য-রসধারা
রস-সুন্দর-সত্য-শিবের অমৃত-সাগরে হারা
করি চেতনারে রসসঞ্চারে—আন আন নব সাড়া
মানব-সত্যে ভাগবত-রূপ দেখাও সরস্বতী
বর্ণ-অর্থ-রস-ছন্দেতে দিয়ে বিচিত্র স্বাদ ॥

মহাকাব্যের মানস-পদ্মে কবি রচে সংসার—
ভাব-সূর্যের দিব্য জ্যোতিতে মোহের অন্ধকার
বিদূরিত করি অনুভূতি-আঁখি খুলে—
সহস্রদল ফুটে দলে দলে—ভারতী-চরণ-মূলে
মহাজাগতিক সৃষ্টি-রচনা চেতনা-সাগর দুলে
ভারত-ভারতী নয়ন-দৃষ্টি আবেগের সঞ্চার
ঢেউ-এ ঢেউ-এ তুলে সঙ্গীত সুরে কল্লোল কলনাদ ॥

গান্ধীজীবন-কথা সুধাময় হৃদয়ে পাতিয়া কান—
শুনি অবিরাম ভারত-জীবনে জাগায় নবীন প্রাণ
সমসাময়িক কালের গণ্ডিহীন
মহান্-আত্মা মানব-রাজ্যে বাজায় সত্য-বীণ
সুরে সুরে ফুটে নবযুগ-ফুল প্রকাশে নতুন দিন—
মানুষের প্রেমে মানুষ জাগিছে—দিকে দিকে নব গান
মৈত্রীর পথে উদার উদয়-তীর্থে দৃষ্টিপাত ॥

জননী ভারতি তোমার আরতি—আনি নব বিশ্বাস
গান্ধীজীবন সাধনা-সিদ্ধি মানবতা-উল্লাস—
ভারতীয় মন—ভারতীয় ভাবনায়
অবিরোধীভাবে বিশ্ব-মানব-মৈত্রীর চিন্তায়
শুনাল মহান্ জীবন-মন্ত্র সত্য অহিংসায়
শান্তির পথ—স্বাধীনতা-পথ দূরীভীতি সন্ত্রাস
অবৈরিতায় ধর্মবিজয় সিদ্ধ জীবন সাধ ॥

শান্তি-পথিক ভারতবর্ষ—আদর্শ সনাতন
সম্মুখে রাখি গান্ধীজীবন লভিছে উজ্জীবন
নবীন জীবনে দেশহিতে লোকহিতে
সার্বভৌম-মানব-জীবনে আত্মিক-দৃষ্টিতে
সর্বমানব-সমাজ-জীবনে সমুদার-সিদ্ধিতে
সর্বোদয়ের কল্যাণ-রস করিছে আস্বাদন—
উদার প্রেমের মন্ত্রে তন্ত্রে সভ্যতা-বুনিয়াদ ॥

গান্ধীজীবন-ভারত-ভারতী-চরণ-তীর্থে এসে
করে উচ্চার মৈত্রী-মন্ত্র পৃথিবীরে ভালবেসে
চির-আনন্দ চির-মঙ্গল চেয়ে—
চিরসত্যের চেতনা-আলোকে অনুভূতি চলে ধেয়ে
শস্ত্রেতে নয়, হিংসায় নয়, অহিংসা-গান গেয়ে
ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধে জীবন দীপ্তসাহসে এসে
দাঁড়াল সহসা—শস্ত্র-শাসন করিবারে উৎখাত ॥

স্তব্ধ দৃষ্টি—পৃথিবী দেখিল রক্তের সন্ত্রাস
অভিযানে নাই—আত্মবলের রচে নব ইতিহাস
দম্ভস্ফীত ক্ষাত্রবলকে ধিক্—
সত্যাগ্রহী সত্যবীর্যে চলে পথ নির্ভীক
সত্যের প্রতি অতন্দ্র-ধ্যান দৃষ্টি নির্নিমিখ
অস্ত্র উঠিছে মাথার উপরে—অস্ত্রের অভিলাষ
তবু প্রাণে নাই—শস্ত্রে করিতে শস্ত্রের উৎখাত ॥

হে মাতঃ ভারতি—শান্তির পথে যুদ্ধযাত্রা চলে
গান্ধী-নয়নে নব পৃথিবীর সূর্য-দৃষ্টি জ্বলে—
অন্তরে জাগে শান্তির পারাবার
উঠে কল্লোলি—জীবন-ধাতুতে আলোক-অহিংসার
মাথা উঠে দেখি মহাকাশ ফাড়ি'—সত্তার আত্মার
মহান্ অভ্যুদয়ের মূর্তি সত্য চেতনা বলে—
সে-মহাসত্য ঈশ্বরময় ঐশীর আহ্লাদ ॥

একি মাহাত্ম্য-মহাত্মা-প্রাণ করি চলে কীর্তন
সুরে সুরে চলে মহাকাব্যের সঙ্গীত বিরচন
হে মাতঃ ভারতি গান্ধীজীবন-বাণী
হিংসা-ক্ষিপ্ত শস্ত্র-শাসিত পৃথিবীতে দিল আনি
আগামী দিনের বিশ্ব-চেতনা—সত্য মানুষে জানি
মানুষের সেবা-ধর্মে করিতে মানবতা দর্শন
উদয়-রশ্মি বিকিরিত দেখি তিমিরে অকস্মাৎ ॥

যুদ্ধ দেখেছি—মহান্ যুদ্ধে আত্মার শক্তিতে
সকল বিরোধী প্রতিকূলতার সামনে উদ্ভাসিতে
দেখেছি সত্যে—মিথ্যা-তিমির নাশি
বিশ্বচেতনা—বিশ্বমানব জীবনেতে উল্লাসি
সত্য করিল-স্বাধীনতা-সুখ মানুষকে ভালবাসি—
পরবশ্যতা-পরাধীনতার তিমিরকে বিদূরিতে
প্রচারে বিশ্বে যুদ্ধের জয়ে অহিংসা সংবাদ ॥

পরমসত্ত্ব। বিশ্বমানব-হৃদয়ে আবিষ্কার
করি চলে দেখি মানবাত্মার শাশ্বত-অধিকার
জীবন-ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা স্বাধীনতা
করিবার লাগি সুরু সংগ্রাম—উদার মানসিকতা
শত্রু মিত্র সকলের হিতে বিরচি আত্মীয়তা
সবহারাদের মাঝখানে আসি করুণার মমতার
মর্ত্যমূর্তি সাথে অমর্ত্য আলো করে সম্পাৎ ॥

বিচিত্র পথে আত্মবিকাশ সত্যের সাধনায়
কারাগারে আসে মুক্তি-আলোক আত্মায় আত্মায়
ঈশ্বর করে সত্যেতে বিচরণ—
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র—অচ্ছুৎ-হরিজন
সকলের মাঝে সত্যস্বরূপ নররূপে নারায়ণ—
বন্ধনভাঙা যুদ্ধযাত্রা—জাতীয় অধীনতায়
উচ্চার করে ভৈরব-সুরে বন্ধন প্রতিবাদ ॥

জননী ভারতি—সেই জীবনের আলোকে দৃষ্টি রাখি
জাতির আত্মা সূর্য-আলোক সত্যের অনুরাগী—
তিনি যে সঙ্গী—সঙ্গীহীনের ঘরে
কর্মসূত্রে সার্বজনীন ঐক্য প্রসার করে—
চরকায় উঠে গুঞ্জনগান সবাই সবার তরে
দীনের সঙ্গী দীননাথ আছে দীনের ব্যথায় জাগি
হে মাতঃ ভারতি মহাকাব্যেতে রচি সে-জীবন-সাধ ॥

পৃথিবী শুনিছে অহিংসাবাদী ভারত যুদ্ধ-কথা
গান্ধীজীবনে—সার্বভৌম-চিন্তার অসীমতা
দেশে দেশে আর মানুষের ব্যবধান
বিদূরিত করে সন্ধান দেয় একপ্রাণ বহমান
মানব-আত্মা খুঁজে রূপে রূপে সত্যেই ভগবান—
সবার ঊর্ধ্বে সত্যের বল—সত্যেই স্বাধীনতা
সে-মন্ত্রে উঠে ব্রিটিশের সাথে ভারতের রণনাদ ॥

বিবর্তনের নব ইতিহাস চলিল সম্মুখীন—
গান্ধীজীবন বিশ্ব-জীবনে আনিল নতুন দিন
হিংসার থেকে অহিংসা নীতিমত
দেখাল জাতীয়-স্বাধীনতা-রণে আদর্শ ধ্রুবপথ
মানুষেতে আছে পশু-আকাঙ্খা আবার রয়েছে সৎ
বুদ্ধিদীপ্ত মনীষা-আলোক—মিথ্যা করিয়া লীন—
জীবনে জীবনে অমৃত বিলায়—আনে দিব্যের সাধ ॥

জননী ভারতি ! সত্যের বলে শাশ্বত বলশালী
গান্ধী-আত্মা দেখেছি চলেছে তিমিরে আলোক জ্বালি
সে চোখে মূর্ত ভবিষ্যতের আশা
হৃদয়-উৎসে মানুষের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা—
ব্রিটিশ-শক্তি স্তব্ধ করিল সত্যে সমুদ্ভাসা
নবযুগ-জ্যোতি তিমির বিদারী নতুন অংশুমালী
অমৃত সমান সে-যুদ্ধ-কথা—তুলে বুকে কলনাদ ॥

রক্ষ-রাঘবে কুরু-পাণ্ডবে যুদ্ধেতে কালে কালে
ট্রয় ধ্বংসেতে ইতিহাসে দেখি কতই আগুন জ্বালে—
এবার নতুন আলোক দিব্য বিভা
গান্ধীজীবন তিমির বিদারী আনিল নতুন দিবা
মুগ্ধ জগৎ-দৃষ্টি আলোকি আনে বিস্ময় কিবা
অহিংস-রণে গান্ধী-বাহিনী বুকের রক্ত ঢালে—
রক্ত-ক্ষুধায় নাহি মাতে কভু—অসহযোগেই সাধ ॥

মানুষ-পশুর বিজয়ে মানুষ শান্তির পরিবেশে
নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ-বোধে যুদ্ধে দাঁড়ায় এসে
সত্য-নিষ্ঠ প্রশান্ত অন্তরে
ক্ষাত্রবলের সমুখেতে জ্বলে আত্মিক বল ধরে—
নৈতিকতায় বিনম্রতায় বাধাকে তুচ্ছ করে
গান্ধীজীবন-চিন্তার আলো দিকে দিকে পড়ে ভেসে
আত্মার বলে পাশব-বলের হিংসার উৎখাত ॥

সর্ববিজয়ী অটলশক্তি বিশ্বাসে আত্মার
ব্রিটিশ-শাসন-নাশন-যুদ্ধে সত্য অহিংসার
মন্ত্র-দীক্ষা—আনে একি আলোড়ন
প্রেম-অহিংসা গড়নে রাষ্ট্র জাগায় আন্দোলন
জাতি পাঁতিহীন মানবতন্ত্রী—চেতনার স্পন্দন
নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধের অস্ত্রে ক্ষাত্র-অহংকার
হয় চুরমার—মিটে ভারতের স্বাধীন হওয়ার সাধ ॥

জননী ভারতি ! ভারতবর্ষ বিশ্বজীবনে দেখে
বিশ্বভারত-উদয়তীর্থে নব-আদর্শ এঁকে
চলেছে সমুখে—গান্ধীজীবন-বাণী
রাম-রাজ্যের নীতি-নির্ভর সত্যের জ্যোতি আনি
মানব-প্রেমের অমৃত-ভাষ্যে মিথ্যা-তিমির হানি
বিস্তার করে বিশ্ব-মৈত্রী মহাভাবনায় জেগে
সকল মানুষ সকলের তরে ঐক্যজীবন সাধ ॥

মহান্ যুদ্ধে একদিকে দেখি সত্যেই ঈশ্বর
আর একদিকে কুৎসিত লোভে দম্ভ-ভয়ংকর
শাসন-শোষণে হানি চলে মানবতা
বীভৎসতার কারাগারে চলে নিদারুণ আবিলতা
ভারত-আত্মা-পথিক গান্ধী—চোখে নিয়ে অসীমতা
সেদিন জানাল—সত্যেই শিব শাশ্বত-সুন্দর
সত্যের পূজা মিথ্যাকে করে চিরতরে উৎখাত ॥

স্বাধীনতা জানি ইষ্টমন্ত্র গান্ধীর অভিযান
আত্মত্যাগের আদর্শে দেখি ভারতের উত্থান
সত্যাগ্রহের নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধে
শত্রু-বিজয়ে অহিংসাবোধে শত্রুরে প্রেম বোধে
ক্ষমা করি চলে—করুণা-দৃষ্টি মন নাই প্রতিশোধে
আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠা চেয়ে সত্যের উদগান
ব্রিটিশ-শাসন-নাশন-যজ্ঞে উঠে নব ভেরীনাদ ॥

বিশ্বেশ্বরী জননী ভারতি ভারত-আত্মাধ্যানে
গান্ধীজীবন মহাকাব্যের রহস্য সন্ধানে
দৃষ্টি-চেতনা কর মাগো বিস্তার
আত্মত্যাগেই—বিসর্জনেই দেখেছি প্রতিষ্ঠার
অমৃত-মন্ত্র—অশোক-মন্ত্র কালজয়ী সত্তার
মহান যুদ্ধে সত্য পূজারী জীবনের গানে গানে
করে উচ্চার শস্ত্রবলের চেয়ে বল আত্মার
ধর্মবিজয়ে সত্য অস্ত্রে মিথ্যারে অভিঘাত ॥

করুণা উদার আত্মায় জ্বলি এ কী বলে তেজোময়
কুটিল হিংসা ঘোরসংকটে পথ চলে নির্ভয়—
হে মাতঃ ভারতি নতুন দিনের রবি
বিশ্ব-জীবনে আগামী দিনের মহামিলনের ছবি
অঙ্কিত করে সত্যের জয়ে—গান গেয়ে মহাকবি
বলে সত্যের জয়েই উদয় মানুষের চিরজয়
গান্ধীজীবন আলোকে পোহায় ভারতের কালরাত ॥

নমি কবিগুরু বাল্মীকি-ব্যাস মহাভারতের হিয়া
অমিয়া মথিয়া—অনন্তকালে প্রজ্ঞা-দৃষ্টি দিয়া
দেখেছ সত্য—রাক্ষস-অশিবের
নিঃশ্বাসে ছুটে ধর্ম-নাশন ধ্বংসের মারণের
তোমাদের চোখে জ্বলিল আলোক পরম কল্যাণের
যুগে যুগে আসে স্বয়ং ধর্ম—ধর্ম সত্য নিয়া
অবতাররূপে দুষ্কৃতি দূরি মিটাতে সৃষ্টি-সাধ ॥

হে মাতঃ ভারতি ! মহাকাব্যের চেতনায় জাগি মন
গান্ধীজীবনে ধর্মমূর্তি করি আমি দর্শন
স্তব্ধ করিয়া হিংসার ইতিহাস—
অহিংসা-রূপ-সত্য-অস্ত্র আনে এ কী উল্লাস
মানব-নিধন-যুদ্ধকে করি নির্মম পরিহাস
আত্মার তেজ-অগ্নিকণায় করি চলে বিরচন
বিশ্ব-মানব-মৈত্রী-বোধিতে জীবনের জয়নাদ ॥

মুগ্ধদৃষ্টি দেখে শুধু চেয়ে—নবীন অরুণোদয়
গান্ধীজীবন পৃথিবীর চোখে প্রশান্ত বিস্ময়
আত্মশুদ্ধি শক্তিসঞ্চয়ের
সাধনার পথে অসীম ধৈর্য তিতিক্ষা সাধনের
ইতিহাস রাখি তিলে তিলে জাগে মাধুর্যে অমৃতের
আত্মার রস-ভুঞ্জন-সুখে সত্যে জ্যোতির্ময়
অমৃত-আলোক অভয়-মন্ত্রে আত্মার আহ্লাদ ॥

ঘোরদুর্যোগে দীপ্তচক্ষু জ্বলিছে বিবস্বান
যুদ্ধ-ঝড়ের গর্জ্জনে উঠে মুখে প্রশান্তি-গান
সত্যমন্ত্র নিয়ত উচ্চারণ
ক্ষাত্রতেজের মুখর বাচাল হিংস্র আস্ফালন
স্তব্ধশক্তি—সত্যের কাছে মিথ্যার বিলোপন
মহান যুদ্ধ গান্ধীজীবন—দিয়ে চলে সন্ধান
আত্মার বলে জাগিলে মানুষ জীবনে অমৃত-স্বাদ ॥

রাজনৈতিক নবদর্শন সম্বোধি-প্রজ্ঞান
ঘোষিল জগতে চাই হিংস্রতা অবসান অবসান
শ্বাপদ-স্বভাবে মানুষের হত্যায়
পশু-মানসের নরনারীমেধ ঘোর আসুরিকতায়
আর নয় নয়—সত্য প্রেমেতে মানবিকতায় ন্যায়
চাই প্রতিষ্ঠা অহিংসাবোধে চিরজাগ্রত প্রাণ
আত্মারামের রামরাজত্বে আত্মার আহ্লাদ ॥

সবার উপরে মানুষ সত্য—সত্য মানুষ প্রেমে
মানবিকতায় করুণা কোমল চিরসুন্দর ক্ষেমে
মনুষ্যত্ব পরম সত্যময়—
মৃত্যুতিমির ভেদ করি আনে জ্যোতির অভ্যুদয়
হিংসায় নয় সত্যের বলে সত্যের নির্ভয়
অহিংসাবাদী-চেতনায় আসে স্বর্গ মাটিতে নেমে
বিশ্বজগতে স্বর্গকে চেয়ে অহিংসা প্রেমে সাধ ॥

মহাভারতের অভিষেক চলে সত্য-অহিংসাতে
গান্ধীজীবন-সিদ্ধিতে তাই দিব্য-আলোকপাতে
অসহযোগের শান্তি-ধর্মঘট
ব্রিটিশ দেখিছে শান্তিরবুকে অনাগত সংকট—
তাই ভাঙ্গে ঘট—টুকরা টুকরা করি গান্ধীর পট
চাহে বিলুপ্তি গান্ধী-সিদ্ধি হিংস্রতা-অভিঘাতে
সূর্য-আলোক পেচকের চোখে আনে যথা উৎপাত ॥

ভারতবর্ষ-জনতা-জীবন ধ্বংসের অভিমুখে—
তাই চাহে প্রাণ স্বরাজে বিকাশ—আর্তি-কান্নাবুকে
করে প্রার্থনা—ঈশ্বর ঈশ্বর
মুখ তুলে চাও—বিজাতীয়-রাজে নিপীড়িত অন্তর
নিরন্ধ্র-কারা-অন্তরালেই—তিমিরে ভয়ংকর
আসুরী-স্পর্দ্ধা অদম্যলোভে ফেলি জনতাকে দুখে
শোষণে শাসনে আত্মশক্তি করে চলে উৎখাত ॥

স্বার্থের প্রেত ফিরে দিকে দিকে ভীতিবিহ্বল-কায়া
হিংস্রমূর্তি স্বৈরতন্ত্রে মেলে আতংক ছায়া—
চক্ষে লালসা—করে লক্ লক্ জিভা
শ্মশান-মৌন-মুখরি ডাকিছে প্রহরে প্রহরে শিবা
নর-মাংসের আস্বাদে ভাবে জঠরে শান্তি কিবা—
প্রেতদল ফিরে আঁধারে আঁধারে ঘোরতর কালমায়া
ছেয়ে আছে শুধু দিকে দিকে মেলি অন্ধ-তিমির রাত ॥

স্বার্থ-সুখের উল্লাসে ছুটে প্রেত-কংকালদল—
ক্ষুধা-অগ্নিতে জ্বালায় পুড়ায় আকাশ-জল-স্থল
ক্রন্দনভরা আর্তিতে জনতার
কাতরতাময় অসহ্য-দুখে উঠে শুধু চিৎকার
প্রেতদল ছুটে উদর ভরণে—বিস্তারে অধিকার
পিশাচ-সুখের দাপটে জনতা হীনবল-বিহ্বল—
চলে প্রেতরাজ ভারতবর্ষে—স্বাধীনতা উৎখাত ॥

অত্যাচারের তলোয়ারে কাটে নীতি-ন্যায়-সত্যের
মানব-বিধান—প্রেতের রাজ্যে কেবল আতংকের
শস্ত্র-শাসন শ্বাপদ-স্বভাবে ফিরে
স্বার্থরক্ষা দুর্গপ্রাচীর উঠেছে আকাশ চিড়ে—
জঠরাগ্নির দাহন জনতা ভিজাতে অশ্রুনীরে
করে ক্রন্দন—এদিকে জাহাজ ব্রিটিশ-বাণিজ্যের
মুনাফায় ভাসে—দুর্ভিক্ষের জাগায়ে আর্তনাদ ॥

শিশুকণ্ঠের হাহাকার রবে আর্ত-পর্ণকুঠী—
কুলকামিনীরা 'হা-অন্ন' রবে করে চলে ছুটাছুটি
দেশের সকল সুখ-সম্পদ নাশে
বিদেশের থেকে মুনাফা লুটিতে বাণিজ্য-তরী আসে
কোথায় অর্থ—ভারতলক্ষ্মী চক্ষের জলে ভাসে
অভাবে-দৈন্যে—ব্রিটিশ চলেছে সব সম্পদ লুটি
শাসনে শোষণে লুণ্ঠনে চলে নিদারুণ উৎপাত ॥

গান্ধীজীবন সত্য-ধেয়ানে জাগিছে নিরন্তর—
ইতিহাসে শুধু হিংস্রতাময় মূর্তি অসুন্দর
পাপে-গড়া দেহে ভোগসুখ-ইচ্ছায়
ক্ষমতা-দম্ভে সম্রাট-মন মাতে সদা হিংসায়—
গান্ধী-চেতনা জাগে সত্যের অপার মানবতায়
অহিংসাময় রামরাজত্বে যেথা প্রজা-অন্তর
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষেই খুঁজিছে জীবন সাধ ॥

রক্ত-প্রবাহে যুগে যুগে উঠে রক্তের রণরণি—
হিংসা-লালসা-ক্ষমতা-দম্ভ রাষ্ট্র-চোখের মণি
জ্বলিছে নিয়ত হিংস্র-ভীষণ ফণা
তুলি সন্ত্রাসে আঘাতে শাসনে কেবল উদ্দীপনা
সমুখে পেছনে লোভের দুর্গে অস্ত্রের ঝনঝনা
করালগ্রাসের উন্মাদ-ক্ষুধা অগ্নি-উদ্দীপনী—
আগুনের তাপে জনতার সাধ করিছে ভস্মসাৎ ॥

ইতিহাসে লেখা—অর্থনীতিক বিপর্যয়ের থেকে
ভারতবর্ষ দৈন্যমূর্তি বিদেশী বস্ত্রে ঢেকে
আপন অঙ্গ—পাঠায় নির্বাসন
দেশীয় শিল্প—মরিল ডুবিল দেশীয় সংগঠন
ঘরে ঘরে উঠে হাহাকার ধ্বনি অভাবের ক্রন্দন
বিদেশী বণিক পণ্য বিকাতে দ্বিগুণ মূল্য হেঁকে
দেশের অর্থ লুণ্ঠনে করে রাজ্য সূত্রপাত ॥

সাথে সুরু হলো—শোষণে শাসনে বণিক-অরাজকতা
বণিক-স্বার্থে রাষ্ট্র-স্বার্থ একনীতি এককথা—
রাষ্ট্রস্বার্থে বেনামে বণিকরাজ
সৈন্য-পুলিসে হিংস্রতা ঢাকা পরাইল রাজসাজ
ভারতবর্ষ-লুণ্ঠনে হলো অধিকার রাখা কাজ
সেই কাজে জাগে সাম্রাজ্যের ক্ষমতা-উদ্দামতা
স্বৈরশাসনে নাশন-পীড়ন আনে শত উৎপাত ॥

সুদীর্ঘকাল ব্রিটিশ-শাসনে—হিংস্রতা-হিংসায়
রক্তপ্রবাহে ব্রিটিশের সাধ শতধারা বহি যায়
ভারতবর্ষ অধিকার সংগ্রামে
অস্ত্র ঠেকাতে অস্ত্রশক্তি—নিয়েও যুদ্ধে নামে
শেষ পরিণামে ক্ষতবিক্ষত দেহে অভিযান থামে
সেই ইতিহাস করুণ ব্যথায় গান্ধীর চিন্তায়
বলে নহে পথ—হিংসার পথে হিংসার উৎখাত ॥

হিংসার এই রক্তক্ষুধার অবসান কোন্‌খানে
ক্ষমতা-বিলাসে রক্তধারায় মাতে সবে অভিযানে
অন্তরে জাগে—অহিংসা-যুগ আনি
পৃথিবীরে বলা সত্যপ্রেমের সত্যমন্ত্র-বাণী
স্বরাজের পথ সত্যের পথে, নহে নহে হানাহানি
নতুন যুগের সন্ধানে জাগে মানুষের প্রাণে প্রাণে
হিংসার থেকে অহিংসাবোধে জীবনের আস্বাদ ॥

বিদেশী-শাসন-পীড়িত ভারত-আত্মার হাহাকারে—
গান্ধীজীবন খুঁজিছে কেবল মানবতা-সত্তারে
হিংসা-আঘাত পাশবতা-ভীতিনাশে
সত্যের জ্যোতি বিকাশে দৃষ্টি—চিন্তায় উদ্ভাসে
পশু-শাসনের যুগ-অবসানে মানুষের যুগ আসে
সেখানে মানুষ সব মানুষের হিতে দেখে আত্মারে
শোষণ-নাশন-নৈতিক-বোধে সাধে সমাজের সাধ ॥

যেই বনে সদা দাবাগ্নিজ্বলে পশুরা সে বন ছেড়ে
আত্মরক্ষা করিতে পালায়—অগ্নি-শংকা হেরে
তাই দেশে চাই অহিংসা-অগ্নিকে
ব্রিটিশ যখন দেখিবে সত্য অহিংসা দিকে দিকে
তখন ব্রিটিশ-শাসনের ঠাট—হিংস্রতা শক্তিকে
দেখি নৈতিক-মনোবলহীন—দেখি অহিংসা ঘেরে
আপনি পালাবে ভারতকে ছেড়ে ছাড়ি সব উৎপাত ॥

গান্ধীজীবন দেখে ইতিহাসে প্রমত্ত হিংসার—
সন্ত্রাস ছাড়া—আছে ব্রিটিশের নৈতিক-আত্মার
বহু অবদান মনুষ্যত্বময়
বিশ্বজীবন-ভাবনা-চিন্তা-আলোক অভ্যুদয়—
পাপকেই ঘৃণা—পাপীর হৃদয় পরিবর্ত্তন হয়
সেই চেতনায় সত্যপ্রেমের মন্ত্র-অহিংসার
করি উচ্চার অসহযোগের সংগ্রাম-ভেরীনাদ ॥

ব্রিটিশ জাতির সংস্কৃতি-জ্ঞান—বিদ্বান-মতিমান
ভারতবন্ধু ব্রিটিশ এনেছে নব নব সন্ধান—
জাতীয় জীবনে অকল্যাণের পারে
জাগাতে চেয়েছে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয়-সত্তারে
প্রথম যুগের কংগ্রেসে আর খ্রীষ্টীয় সমাচারে
প্রচারে জেগেছে—কত মহাপ্রাণ পুণ্য-হৃদয়-সাধ ॥

গান্ধীজীবনে নব অভিষেক সত্য-উজ্জীবনী
স্বপ্নের মত ছড়াইছে ধ্বনি আঁকড়ি প্রতিধ্বনি
শব্দে শব্দে সহসা বিস্ফোরণ
দৃষ্টিতে ভাসে হিংসা ঠেকাতে অহিংস-আয়োজন
সুরু মহারণ—অসহযোগের জাগে নব দর্শন—
হিংসামত্ত ব্রিটিশ চলেছে সংগ্রামে রণরণি—
এদিকে ভারতবর্ষ জাগিছে অহিংসা প্রেমে সাধ ॥

সত্যাগ্রহ অস্ত্র মহান্ অহিংসা-দম্ভোলি
পাপের পতনে হানিছে আঘাত সত্যকে কলরোলি
বিরামবিহীন সৃষ্টির গানে গানে
গান্ধী-আত্মা দেখিছে খ্রীষ্ট পরম জীবন-ধ্যানে
অহিংসাবোধে চাহে শত্রুকে প্রেম খুঁজি প্রাণে প্রাণে
বুদ্ধজীবন পরিনির্বাণে অহিংসা-কল্লোলি
শুনায় অমৃত-বারতা নিত্য প্রাণে আনে আহ্লাদ ॥

হিংসায় নয়—গান্ধীজীবন উচ্চার করি বলে—
পৃথিবী এবার চলুক ছুটিয়া সকল মিথ্যা দলে
অসহযোগের নিষ্ক্রীয় শক্তির
তদ্‌গত-ধ্যানে শত্রু-চক্র করি সদা অস্থির
বিবেক-বুদ্ধি শত্রুর বুকে জানি শুভ-বুদ্ধির
পরশ জাগাবে—জানিবে সত্য মহা-আকাশের তলে
সকল মানুষ সকলের তরে—বৃথা এ দ্বন্দ্ববাদ ॥

সত্যধর্ম ভারতধর্ম ধর্ম অহিংসায়—
সবমানুষের সাম্যসমাজে কল্যাণ-ভাবনায়
গান্ধী-মানস আগামী দিনের পানে
আলোক-দৃষ্টি বিস্তার করি হিংসার অবসানে
খুঁজিছে বিশ্বজীবন-বিকাশ একটি হৃদয়-টানে
সকলের তরে সকল মানুষ ঐক্যে অসীমতায়
মিলিত হয়েছে স্বার্থ-সীমার বন্ধন প্রতিবাদ ॥

ব্রিটিশের চোখে বিদ্বেষ কেন—কেন আগ্নেয় রোষ
হিংস্রদমনে কোথা ব্রিটিশের শাসনের পরিতোষ ?
দম্ভস্ফীত-ভীতি-বাতিকতালীন
বিদ্বেষ থেকে দুর্গে দুর্গে তাই জাগে উড্ডীন
হিংস্রক্ষমতা নৈতিক-বল মানস-ঋদ্ধিহীন
কেবল চিন্তা শোষণে শোষণে পূর্ণ স্বার্থকোষ
কোথা ব্রিটিশের ভারতের হিতে স্বরাজ দেওয়ার সাধ ॥

হে মাতঃ ভারতি ! তেয়াগ-বীর্য-মহত্ত্ব-উজ্জ্বল
হিমালয়সম অটল-ধৈর্যে ন্যায়নীতি-মনোবল
বৃহস্পতির মতন বুদ্ধিমান্
অন্তর্গূঢ় আগ্নেয়-ধ্যান সত্যের সন্ধান—
মহান্ পুরুষ গান্ধীজীবন পৃথিবীতে গায় গান
জ্যোর্তিলোকের তীর্থযাত্রী—মিথ্যার কোলাহল
শুন থামি আসে, ওই উঠে শুন সত্যের গীতিনাদ ॥

আগামী দিনের বিশ্বভাবনা-চিন্তার গভীরতা
বিস্তার করে ইতিহাস থেকে ইতিহাসে অসীমতা
বিকশিত করি রচে নব ইতিহাস
কল্পনা-রূপ সত্য-স্বরূপে প্রাণময়-উল্লাস—
সত্য সেখানে কুটিল-কালের মিথ্যাকে করে নাশ
মানুষের প্রেমে মানুষ-সমাজে খুঁজে পায় সজীবতা
সকলের মাঝে মিলিত জীবনে সর্বজীবন সাধ ॥

অহিংসা আনে নবযুগ-আলো ভাসি উঠে দৃষ্টিতে
যুদ্ধে যুদ্ধে রক্ত-প্রবাহে ভাসি এই পৃথিবীতে
মানুষ পেল কি আত্মার অধিকার ?
রাজপুত গেল পাঠান-মোগল-বর্গির তরবার
ভারতের বুকে ক্ষমতা-দ্বন্দ্বে সাধিল অত্যাচার—
ব্রিটিশ আসিল—সাম্রাজ্যের স্বাধিকার-শক্তিতে
ভারতের বুকে শোষণে-পীড়নে চালাইছে কশাঘাত ॥

দেশের আত্মা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশালতর
পৃথিবার বুকে আত্মপ্রসারে হয়ে উঠে তৎপর—
গান্ধীজীবন সবমানুষের দেশে
দেখে সত্যকে শাশ্বতরূপে আলোকে রয়েছে ভেসে
বাহিরে ভিতরে পরিপূর্ণতা মিলিত নির্বিশেষে
দেশের আত্মা বিশ্বজীবন-সত্যেই সুন্দর—
দিকে দিকে নামে অসীম শান্তি-আনন্দ আহ্লাদ ॥

অটল ধৈর্য অন্তরে—যথা পর্বত হিমালয়—
ক্ষোভের কারণ সম্মুখে দেখি চিত্তবিকার নয়
জীবন্মুক্ত জাগে সদা সুখে দুখে
সদ্‌হৃদয়ের ন্যায়নীতিবোধে রুদ্র-সাহস বুকে
পৃথিবীর যত হিংসা-গরল পান করিবারে সুখে
গান্ধীজীবন লভে জাগরণ—অহিংসা নির্ভয়
সব মানুষেরে করুণা মমতা করিতে জীবন সাধ ॥

সত্যাগ্রহ-ধর্মমর্ম-অভিষেক অন্তরে—
সত্য-বিবেক জাগ্রত করি চেতনা-রূপান্তরে
গান্ধীজীবন সত্যেতে বলিয়ান
দেখে দিকে দিকে সত্যের বলে সব কিছু গতিমান
মিথ্যার বুকে মিথ্যা ধ্বংস—সত্যেই উত্থান
তীরভূমি যথা মহাসমুদ্র নিয়ত রক্ষা করে
তেমনি সত্য সব বিরোধিতা করি চলে উৎপাত ॥

ধূমকেতুসম ব্রিটিশ-উদয় ভারত-ভাগ্যাকাশে
সত্যসূর্য শাশ্বত-জ্যোতি চিরকাল উদ্ভাসে
হিংসা-দর্পে ব্রিটিশ-প্রভুত্বের
ধ্বংসের বীজ অহিংসা-বুকে সত্যের সূর্যের
আলোকেই আছে, ফুটিল গান্ধী-জীবন-চৈতন্যের
সহস্রদল—ব্রিটিশ-স্পর্দ্ধা সামরিক সন্ত্রাসে
পীড়িছে ভারতবর্ষ ঘটায়ে অঘটন উৎপাত ॥

সত্যসূর্য গান্ধীজীবনে আলো করে বিস্তার
মিথ্যার ধুমকেতুর পুচ্ছে সেই আলো-সঞ্চার-
পরশে জাগায় দারুণ বিস্ফোরণ—
হিংস্রতা নিয়ে ফাটি ফাটি পড়ে উল্কার বর্ষণ
তারপর এ কী স্তব্ধ শান্ত সব কিছু আলোড়ন
ধুমকেতু যেন বাষ্পের মত হয়ে যায় একাকার
ভারতবর্ষ-আকাশে-আকাশে নবআলো সম্পাৎ ॥

মনশ্চক্ষে অতীত ভাসিছে—আলোকে বর্তমান
ভবিষ্যতের ছায়াময়রূপ কল্পনা-নির্মাণ
দেহময়ী করে রচে মনোমন্দিরে
ধ্যান-চিন্তার প্রতিমা মূর্তি—প্রাণ-চেতনায় ঘিরে
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে ধীরে ধীরে—দৃষ্টির দূরতীরে
মনে হয় যেন প্রাণ নিষ্প্রাণে ঘুচে গেছে ব্যবধান
আত্মায় তুলে প্রতিমা-মূর্তি অনন্ত আহ্লাদ ॥

কার্যকারণ-নিয়মে সৃষ্টি দেহাত্মবাদ কথা
পুরাণকাহিনী মানস-বৃক্ষে ফুটায় পদ্মলতা
গান্ধী-বিশ্ব কার্যকারণ মূলে
মহাজাগতিক-শক্তিছন্দে সৃষ্টি-সাগরে দুলে
প্রত্যক্ষের প্রমাণ-সিদ্ধ দর্শন-জ্ঞানে তুলে
নবজীবনের তপস্যা সুরু—মানব একাত্মতা
আত্মশক্তি হিংস্র-চেতনা করি চলে উৎখাত ॥

মানব-মুখীন উদার-দৃষ্টি—অহিংসা-প্রজ্ঞার
আলোকে বিশ্বধর্ম-ঐক্য আধ্যাত্মিকতার
সহজ সরল একটি মহান্ পথে
মৈত্রী-সাধনা মানুষ মিলিছে সর্বোদয়ের ব্রতে—
বাগীশ্বরী মা কর্মযোগের সমন্বয়িত মতে
শ্রমের মূল্যে সাম্যনীতির প্রকাশে সত্যসার—
গান্ধীজীবন মহাকাব্যের সুরে সেই গীতনাদ ॥

দেবমানবের বিশ্বমূর্তি গান্ধীজীবনে হেরি
জননী-আত্মা অন্তরে শুনি নবযুদ্ধের ভেরী
মহাকাব্যের ছন্দিত শিহরণে
গান্ধীজীবন তুলে স্পন্দন ভাষা-রসে আলোড়নে
ভাব-অনুভবে সত্য-বিভবে চেতনার জাগরণে
হিংসা-ভীতিকে বিজয়ে সাহস জাগে অন্তর ঘেরি—
প্রেম-সম্বোধি-অহিংসা বুকে লভি অমৃতের স্বাদ ॥

হে মাতঃ ভারতি—অন্তর্দেশে ভারত যুদ্ধ-কথা
তরঙ্গময় সাগরের বুকে ঊর্মি-উচ্ছলতা—
পশ্চাতে রাখি শান্তির সুশীতল
স্বর্গরাজ্য হতে নেমে আসা জ্যোতিধারা-নির্মল
বুকে মনে আনে—ফুটে চেতনার আনন্দ-শতদল
খুঁজে অন্তর গান্ধীজীবন-সিদ্ধির গভীরতা
দেখি মাগো তুমি শতদলে কর অমল-চরণপাত ॥

ভারত যুদ্ধে মহত্ত্বময় গান্ধীজীবনে এসে—
চিরদিনকার সঙ্গীত সুরে চলে যেন ভেসে ভেসে
মহৎআত্মা অনন্যসাধারণ
অমরতা ভরা বীরত্বময় কীর্তি-উদ্দীপন—
রামলক্ষ্মণ-পাণ্ডব আর কৃষ্ণ-জনার্দ্দন
ঘোষিছে সত্য—আদর্শরূপ ধর্মকে ভালবেসে
মানুষের সুখে দুখে সহচর—মিটায় মানব-সাধ ॥

মানব-আত্মা গান্ধীজীবনে বিমুক্ত-বন্ধন
সকলশক্তি আত্মবিকাশে অনুভবে জাগরণ
সত্যাগ্রহে বীর্যে অধিষ্ঠান
মনুষ্যত্বে—ত্যাগ-আদর্শে বিশ্বে দীক্ষাদান
আধ্যাত্মিক অমিত-আলোকে জাগ্রত মহাপ্রাণ—
সার্বজনীন মিলনক্ষেত্র মৈত্রী-সম্মিলন
সর্বংসহা উদার-নীতিতে—ক্ষুদ্রতা-উৎখাত ॥

গান্ধী-সাধনা-সিদ্ধি-অমৃত সত্য দীপ্তিময়—
বলিছে বিশ্বে মানব-আত্মা সত্যে অভ্যুদয়
লভিতে জাগিলে ধর্মের মহিমায়
দেখে সত্যেই মানবাধিকার—সত্য অহিংসায়
সর্বলোকের হিতসাধনায়—কল্যাণ-ভাবনায়
মানবিকতার সত্যাদর্শে ঘোষে জীবনের জয়
মনুষ্যত্ব—বন্ধন ভেদি করে প্রাণ-আস্বাদ ॥
জাগে ইতিহাস-রাষ্ট্রমঞ্চে অভিনয়ে অভিনয়ে
কত বিচিত্র চরিত্র-লীলা কত রূপ পরিচয়ে—
হিংস্রতা নিয়ে পশুমানুষের মন
দেশে দেশে করে নরনারীঘাতী যুদ্ধের আয়োজন
সব কোলাহল পশ্চাতে রাখি আত্মার নিরজন-
চেতনায় জাগে একি সংবাদ—অনুভূতি বিস্ময়ে
সত্যবোধির অমৃতভূমাকে করি চলে আস্বাদ ॥
ভাবী ইতিহাস নব পরিচয়ে গান্ধীর আত্মায়—
সত্যবোধির অমৃত-ভূমার প্রকাশ অহিংসায়
মানুষের প্রাণ মানুষের প্রাণে প্রাণে
প্রীতি-মৈত্রীর করুণা-মধুর অমরতা-সন্ধানে
হিংস্র-ক্ষুধার তরবারি-যুগ চিরতরে অবসানে
গান্ধীজীবন ধর্মমূর্তি উজ্জ্বল মহিমায়—
দিগ্ দিগন্তে থামিল সহসা প্রলয়ের কশাঘাত ॥
ধর্মনূর্তি—রাজনীতি খুঁজে কল্যাণে বরাভয়
হিংস্র-আসুরী-শক্তি-স্পর্ধা অহিংসাতেই জয়—
মৈত্রীর পথে থামাইতে দুরাচার
অবিরোধী হয়ে স্তব্ধ করিতে ক্ষুরধার তরবার
মনুষ্যত্বে পাশবতা-জয়—হয়ে শেষে চুরমার
দম্ভকঠিন-পাষাণ-পাহাড় অনুরেণু হয়ে লয়
সাম্রাজ্যের স্বার্থ-দুর্গ-ভিত্তি ধূলিসাৎ ॥

ইতি গান্ধীজীবন মহাকাব্যে সমুদ্‌বোধিনী নামীয় প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

ভারত-যুদ্ধ আরম্ভ হলো—সত্যের জয়নাদ
শান্তিপূর্ণ-আইন-অমান্য-অভিযান করি সাধ
মহান্‌পুরুষ গান্ধী আত্মা-বলে
বলিয়ান হয়ে পশুশক্তির বন্ধন প্রেমে দলে
অসহযোগের বিদ্বেষহীন যজ্ঞ-অগ্নি জ্বলে
অপমানকর ব্রিটিশ-শাসন-শোষণের অভিঘাত
হিংসা-বিজয়ে অহিংসা-বলে পাশবতা-উৎখাত ॥

বুকে নৈতিক শক্তির জ্যোতি—আত্মিক-শক্তির
মৈত্রী-করুণা-সত্য-চেতনা মানুষের প্রকৃতির
দিব্যমূর্তি—ভাস্বর-সনাতন
সত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে জীবন-উজ্জীবন—
সত্যমন্ত্র-সত্যাগ্রহে-সাধনা আন্দোলন—
ডাণ্ডীর পথে অভিযান চলে অন্তরে শান্তির
সার্বিক-সুখে ন্যায়-অধিকারে প্রতিষ্ঠা মনোসাধ ॥

স্তম্ভিত হয়ে বিশ্ব দেখিছে—একি নব অভিযান
সত্যপ্রেমের অমৃত-মন্ত্রে একি নব আহ্বান—
যাহা অসত্য—যাহা কিছু অন্যায়
মহিমোজ্জ্বল-মনুষ্যত্ব আত্ম-প্রতিষ্ঠায়—
বিশ্বমানব-মৈত্রীদীপ্ত মানবতা-ভাবনায়
অনধিকারীর বিবেক-জাগাতে—জাগাতে সত্যে প্রাণ
দুর্নীতি-গত-নীতি-বিধানের ঘোষি চলে প্রতিবাদ ॥

ভারতে ব্রিটিশ-শাসন-মাতাল—পশ্চাতে ইতিহাসে
স্বৈরতন্ত্রী ব্রিটিশ-দম্ভ শস্ত্রের সন্ত্রাসে
লোভ-প্রমত্ত নিত্যনতুন বেগে
রাষ্ট্রতন্ত্র-বে-আইনি-ধারা-বিকৃত-বুদ্ধি লেগে
ভারতবর্ষ শোষণের লাগি ক্ষমতায় উঠে জেগে
অমঙ্গলের ঘূর্ণিহাওয়ায় মানব-সত্তা নাশে
স্বাধিকারগত মানসিক-বোধ করি চলে উৎখাত ॥

জাতির আত্মশক্তি-প্রকাশে অবিধি-নিয়ন্ত্রণ
দিকে দিকে করে শোষণে-শাসনে অবিরাম নিপীড়ন—
স্বাধীনতা-আলো অন্তরে যদি জ্বলি
দেখায় আলোক—ব্রিটিশ-বাহিনী ফিরে চলে চঞ্চলি
যেখানে শক্তি ফুটে নবরাগে—পথে পথে চলে দলি
জনজীবনের ভাগ্যে আঘাত নিয়ত উৎক্ষেপন
শান্তি যেখানে বিকশিত হয়—সেথা আনে উৎপাত ॥

ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী-রাজে—সিপাহী-বিদ্রোহের
জাতীয় ঐক্যে রাষ্ট্র-চিন্তা জাগে মহাভারতের—
বিদেশী-দেওয়ান-কোম্পানী-রাজ-শেষে
ব্রিটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠা হলো শোষণের পরিবেশে
বণিকের সেই মানদণ্ডের মানরক্ষায় এসে
স্বার্থ-ধারক-ব্রিটিশ-রাষ্ট্র বণিকের স্বার্থের
প্রতিভূরূপেই ভারত শোষণে করে চলে উৎখাত ॥

হানাহানিভরা ষড়যন্ত্রের নিষ্ঠুর চালবাজি
ইতিহাসে লেখে পর্বে পর্বে যুদ্ধ-রঙ্গে সাজি
ব্রিটিশ-শক্তি ভারত-শক্তি নাশে
রণনীতি নামে কূটনীতিখেলা নিদারুণ সন্ত্রাসে
মারাঠা-মোগল-রাজপুত দলি মিত্র-রজ্জু পাশে—
বাঁধে কত রাজ—ভারতে ব্রিটিশ ডঙ্কা উঠিল বাজি
সামন্ত যত পদানত ঘোষে ব্রিটিশের জয়নাদ ॥

বণিক-স্বার্থ রক্ষায় জাগে ব্রিটিশ-'পার্লামেণ্ট'—
গতানুগতিক অনুবর্তনে ফাঁপিল ব্রিটিশ-শেঠ
চাষের ফসল রপ্তানী ভারে ভারে
বিদেশের হাটে দুনো দামে বেচি সম্পদ লুটিবারে
চাষী-তাঁতী মরে এদিকে তখন অনিদ্রা-অনাহারে—
ভূরি-ভোজনের উৎসব চলে পূর্ণ ব্রিটিশ-পেট
ভারত-শিল্প-বাণিজ্য-ধারা বন্ধ্যা অধঃপাত ॥

আসে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে ছুদিন-নিদারুণ
কলের বস্ত্র স্বদেশী-তাঁতকে ভাঙ্গল ধরায়ে ঘুণ
শিল্প-পণ্য করি বেশী আমদানী—
ব্রিটিশের চলে ধন-লুটপাট—স্বদেশী-শিল্প হানি
শোষণের ঘোর বিভীষিকা স্বজি জৌলুষ-ফাঁদ আনি
ঠগ-রাজত্ব চালায় ভারতে দেড়াদামে তেলনুন
বিকায়ে লুটিছে ভারতের ধন মিটায়ে শোষণ সাধ ॥

মহান্ খ্রীষ্ট স্বর্গেতে কাঁদে—খ্রীষ্টধর্ম নামে—
সাম্রাজ্যের স্বার্থের রথ-ভারতের বুকে থামে
মানবের প্রেমে কোন্‌খানে জাগে প্রাণ—
খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারে কোথায় লোকহিত-কল্যাণ
ধর্মের নামে বিভেদ-আগুন জ্বলি উঠে লেলিহান
কোথা সংস্কার-মুক্ত-মানস পুণ্য-ভারত ধামে
পেতে চলে ছলে ধর্মান্তরে কত বিচিত্র ফাঁদ ॥

রাজায় প্রজায় ঘোর ব্যবধান—তবু আশা-ভরসায়
ব্রিটিশ-ভারত সংস্কৃতিগত মৈত্রীর চিন্তায়
ভারতের বুকে কতই আন্দোলন
খুঁজে অখণ্ড ভারত-জীবনে জাতীয় উজ্জীবন
'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম'—আদর্শ বিরচন
মিলাইতে চায় ধর্মঐক্যে-সকল সম্প্রদায়
স্তব্ধ করিতে ভারত-জীবনে ধর্মীয় ভেদবাদ ॥

মনোজগতের বুকে বিপ্লব—সুরু ভাব-বিপ্লব
রাজনৈতিক উন্নতি-পথে জাগি উঠে অনুভব
ইংলণ্ডের সাহিত্য-অনুরাগে
স্বদেশপ্রেমের সম্বোধি জাগে স্বাদেশিক-বোধ জাগে
জ্ঞানবিজ্ঞান-ঋদ্ধি-সাধনা জীবনের পুরোভাগে
নব-আদর্শ বিস্তার করে—চৈতন্য-উদ্ভব
আত্মসত্তা দেখে সম্মুখে জীবনে নতুন স্বাদ ॥

বিরাট বিশ্বমূর্তিতে দেখে নহে নহে কেহ দূর
বিশ্ব-হৃদয়-চেতনার বুকে একটি জীবন সুর
কত বিচিত্র ধ্বনি-তরঙ্গ তুলে
বিশ্ব-জীবনে ভারতবর্ষ—জীবন-চেতনা তুলে
তিমিরের থেকে চলে উদয়ের-আলো-পারাবার কূলে
মনের আকাশে জাগে নব রঙ ভাব-বীজ অঙ্কুর
সে রঙেই খুঁজে আত্মবিকাশ সে-রঙে দৃষ্টিপাত ॥

ভারতবর্ষ স্বদেশ-প্রতিমা আত্মার মন্দিরে
প্রতিষ্ঠা করি স্বাদেশিক-বোধে জাগে জাতি ধীরে ধীরে
জাগে সন্ন্যাসী বিদ্রোহী-ব্রিটিশের
স্বাবলম্বনে উদ্ধার করে স্বাদেশিক মন্ত্রের
চৈতন্য-বীজ—লেখে ইতিহাসে কাব্য-সাহিত্যের
জীবন-মন্ত্রে আত্ম-উদয় রস-প্রবাহিনী তীরে
জননী জন্মভূমির স্বর্গে আত্মার আহ্লাদ ॥

ব্রিটিশ অত্যাচারকে ঘিরেই ব্রিটিশ মনস্কাম
সন্ত্রাসবাদী আঘাতের থেকে সন্ত্রাস পরিণাম
পুলিসী-জুলুম অসহ্য-যাতনার
আঘাতের থেকে সন্ত্রাসনের স্ফুলিঙ্গ বারবার
অগ্নিজ্বালায়—ব্রিটিশ-পুলিশ ক্ষমতা-মত্ততার
নেশায় মাতাল রাষ্ট্র-বৈর-দমনেতে উদ্দাম
ব্রিটিশ পীড়নে জাগে ভারতের দিকে দিকে সংঘাত ॥

রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্রিটিশ-নীতির দুর্নীতিগত জরা
জাতির আত্মশক্তি-বিনাশে ছড়ায় মৃত্যুভরা
বিষ-বীজাণুকে জাতির চরম ক্ষয়ে
বিশাল ভারত লুণ্ঠন করি রাখি চির-পরাজয়ে
শোষিয়া রাজ্য চলে বাণিজ্য জাতীয়তা-বোধ লয়ে
চলে কূটনীতি রাজনৈতিক চেতনা লুপ্তকরা
মহান্ অতীত সংস্কৃতি-বোধ করি চলে বরবাদ ॥

নিখিল ভারত কংগ্রেসে উঠে জাতি-জীবনের সাড়া
ভাঙ্গিতে হইবে পরাধীনতার অমাবস্যার কারা
একটি মন্ত্র ভারতের স্বাধীনতা
এক-আদর্শ সার্বজনীন জীবন-সমগ্রতা
একটি লক্ষ্য সমদৃষ্টিতে ন্যায়নীতি-উদারতা
জাতিভেদহীন মহাজাতি-বুকে একটি জীবন ধারা
ভারতরাষ্ট্র-জীবনে স্বরাজ—পররাজ উৎখাত ॥

ছলাকলা আর বলের দাপটে বন্ধন-নাগপাশে
ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী-চিন্তা-বিকাশ নাশে
সাম্প্রদায়িক-হীনতা-বুদ্ধি দিয়ে
সমাজ-মানসে স্বার্থ-দ্বন্দ্ব চলে শুধু মিশাইয়ে—
দ্বৈতনীতিতে-শাসন শোষণ-নীতির অস্ত্র-নিয়ে
বিভেদ জাগায়—জাতীয় ঐক্য যাতে নাহি কভু আসে
জাগরণ-রোধে ব্রিটিশ-কেবল চঞ্চল উন্মাদ ॥

ধ্বংসাত্মক কর্মপন্থা—সন্ত্রাসে অনুসরি
স্বাধীনতা লাগি হাসিতে হাসিতে ফাঁসির মঞ্চোপরি
তরুণ-ভারত মরণ-আলিঙ্গনে—
স্বাধীনতা পথে চলিতে চলিতে—স্বাধীনতা-আয়োজনে
বিপ্লব পথে ব্রিটিশ-শক্তি আঘাতে উদ্দীপনে—
কারাগারে আর ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যু বক্ষে বরি
মহাসৃষ্টির পথ পানে চেয়ে—বিকাশে মুক্তি-সাধ ॥

হিংসার থেকে হিংসায় জাগে দারুণ প্রতিক্রিয়া
বলপ্রয়োগের দারুণ আঘাতে পীড়িত জাতির হিয়া—
আগুনের থেকে আগুন আরো যে জ্বলে—
অস্ত্রসহায়ে প্রতিরোধে আরো অস্ত্র-আঘাত-বলে
ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সন্ত্রাসে চলে জন-অধিকার দলে—
শস্ত্র-শক্তি দলিতে ব্রিটিশ দারুণ শক্তি নিয়া
সম্মুখে আসে শক্তির বীজ করিবারে উৎখাত ॥

দেশমাতৃকা ব্রিটিশ-পীড়ন-কারাগার-বন্দিনী
দারিদ্র্য-দুখ বিস্তারি ছুটে শোষণের অনীকিনী
মানস-চিন্তা-জাগরণ-বিস্তার
রাষ্ট্রস্বার্থে ব্রিটিশ-ঘাতক করি চলে চুরমার
মানুষের যত অধিকার-কাড়া স্পর্ধা অহংকার—
ব্রিটিশ-ইচ্ছা সদা সন্ত্রাসে যেন রণ-রঙ্গিনী
বিকট দ্রংষ্ট্রা ব্যাদানিয়া ছুটে রক্তক্ষুধার সাধ ॥

ভারতবাসীর সমাজ-মানসে-স্বাধীনতা করি আলা
ভারতবাসীর চিত্তে চিত্তে ফুঁসিছে অগ্নি-জ্বালা
ব্রিটিশ-শক্তি শঙ্কিত সে-আলোকে
বজ্র-আঘাত উদ্যত করি দাঁড়ায় ক্ষিপ্ত চোখে
ফাঁসির মঞ্চে নিরন্ধ্র-কারা-অতল-তিমির শোকে—
অত্যাচারের পুঞ্জিত ক্রোধে বুকের রক্তে ঢালা
জাতি-জীবনের ক্ষয় তিলে তিলে—মৃত্যুতে অপঘাত ॥

মানুষের মত জীবনধারণে বঞ্চিত অধিকার—
ব্রিটিশ-পেষণে মানুষের দাবী ব্যর্থ বারংবার
স্বাধীনতা লাগি জাতীয় আন্দোলন
কূটনীতিচালে দ্বৈতনীতিতে রাষ্ট্রীয় আয়োজন
ব্যর্থ করিছে—ক্ষুদ্র-স্বার্থে সুখের আস্বাদন
বড় করি তুলি—সাম্প্রদায়িক আকাংখা-ভাবনার
জাল পাতি ধরি সমাজে ঘটায় আদর্শ সংঘাত ॥

ক্রোধের রৌদ্রদাহন-দাপটে অনাচার দিকে দিকে
অসাধুতাভরা দুস্কৃতি যত ইতিহাস চলে লিখে
স্বৈর-শাসনে বিবেকবুদ্ধিহীন
নীতি-আদর্শ শূন্য কথার ব্যর্থতা-পরিলীন—
রাষ্ট্রভোগের শ্রেষ্ঠ মূল্যে অন্যায় উড্ডীন
ব্রিটিশ পতাকা—ব্রিটিশ-স্বার্থ-শকুনি-দৃষ্টিটিকে
জাগ্রত রাখি শাসনে-শোষণে নিয়ত দৃষ্টিপাত ॥

রাজশক্তির নীতিহীন কত অন্যায় আচরণ
প্রস্তাব রচি প্রতিবাদে করে কংগ্রেস নিবেদন—
বিধি-সম্মত নিষ্ঠার পরিচয়ে
ভারতবর্ষ চাহে অধিকার জাতীয়-অভ্যুদয়ে
অসীম-সাহসে রাখে আদর্শ—লোক দেখে বিস্ময়ে
স্বাদেশিক-বোধে জাতির আত্মা দেশপ্রেম-কীর্তন
করি উচ্চারে সবার উর্ধ্বে স্বাধীনতা-মনোসাধ ॥

শতাব্দী-কাল ব্রিটিশ-শাসনে স্বাধীনতা-অধিকারে
জাতির আত্মা জয়ে-পরাজয়ে মাতিয়াছে বারেবারে—
পরিবর্তন কতই বিবর্তন
রাজনৈতিক-অর্থনীতিক-চিন্তার স্পন্দন
ঐতিহ্য ও-সংস্কৃতিবোধে-দৃষ্টি-উন্মীলন—
জাতি দেখে শুধু পরাধীনতার অসীম অন্ধকারে—
কাঁদিছে পরাণ মুক্তি-পাগল দিকে দিকে অভিঘাত ॥

আত্ম-বিকাশে আসে অভিঘাত মানস-স্বাধীনতায়
ভারত-জীবন স্তব্ধ করিতে ক্ষমতার স্পর্দ্ধায়—
ব্রিটিশের হাতে প্রবল অস্ত্রবল
ইসারায় ছুটে দমন-কার্যে সৈন্য-সিপাহী দল
আইন-অধিকারে শাসনের ঠাট—স্বৈরিতা-উচ্ছল
কে করে বিচার মানুষ মরিলে রাষ্ট্রীয় যাতনায়—
প্রতিকারহীন অত্যাচারেই দুর্নীতি-উন্মাদ ॥

এদিকে বিদেশী-অনুগ্রহের মানসিক-জড়তায়
স্বদেশমাতার দুর্দ্দশা ভুলি পরবশ-চেতনায়
অনুকরণের অন্ধমোহের টানে
আত্মঘাতের মারণ-অস্ত্র জাতীয় জীবনে হানে—
ওদিকে আবার গঙ্গার তীরে বেদান্ত-উদ্গানে
যত মত তত পথের সত্যে ভারতীয় প্রজ্ঞায়
নবীন-সিদ্ধি বিতরে অমৃত—জীবনে নবীন হ্লাদ ॥

জাতি-বৈরীর ষড়যন্ত্রের কতই বিস্ফোরণ—
স্বদেশবোধের চেতনায় জাতি সহিছে নির্যাতন
তবু হাসি মুখে—সত্য জেনেছে দেশ
দেশমাতৃকা চির-চিন্ময়ী মৃণ্ময়ী ধরে বেশ—
জাতি-বৈরীর স্বজাতি-ঘাতন-মানবতা-বিদ্বেষ
অবসান চাহি স্বাদেশিক-বোধে সংস্কৃতি-বর্দ্ধন
পুরাণ ঘোষিতে বলে—'যেখানে ধর্ম সেথা জয়'-সংবাদ ॥

ঝড়ঝঞ্ঝার কতই আঘাত—বন্যার জলে ভাসে
শতাব্দী-বুকে কত আশা-সাধ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে—
সাধনা-সিদ্ধি ভাঙ্গি যায় বারবার
তবু উদাত্ত সেই ইতিহাসে উঠে জয়-জয়কার
অমিত-বীর্য-অশোক-মন্ত্রে ভারতের আত্মার—
পরমসিদ্ধি মৃত্যু-তিমির ভেদিয়া প্রভাত আসে
আকাশে বাতাসে সুরে সুরে ভাসে বিজয়-শঙ্খনাদ ॥

রাষ্ট্র প্রজার ন্যায়-অধিকার অস্বীকারের ফলে—
জাগে সন্ত্রাস—বুকের অনলে রাষ্ট্র ধ্বংসে জ্বলে
অন্যায় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া:ক আনে
প্রতিফল দিতে ধ্বংস-আগুন জ্বলি উঠে সবখানে
দমন-নীতির কঠোরতা ভাঙ্গি—বিপ্লব-উদ্‌গানে
দণ্ডনীতির চণ্ডদর্প রাখি ব্যর্থতা তলে—
জাতীয় শক্তি অসন্তোষের অগ্নিতে উন্মাদ ॥

পশ্চাদ্‌পটে এই ইতিহাস পর্বে পর্বে লেখা—
আলোছায়াভরা বিচিত্রতায় নানারূপ রঙ-রেখা
করেছে মূর্ত পরাধীনতার দুখে
ভারতবর্ষ জাগিছে নিয়ত ব্যথার পাষাণ বুকে—
এদিকে ব্রিটিশ—অস্তবিহীন সূর্য-আলোক-সুখে
সাম্রাজ্যের রাজ্যে রাজ্যে পেয়েছে নিজের দেখা
সৈন্য-সিপাহী-শক্তির বলে—সিদ্ধ সকল সাধ ॥

মহাভারতের ইতিহাস খোলা—পাঠ চলে অবিরাম
বহুশতাব্দী ভারতবর্ষে ঘটে কত সংগ্রাম
রক্তবন্যা মাটিতে চলেছে বহি—
দুর্ভিক্ষের মহাশূন্যতা বক্ষে নিয়ত সহি
জেগেছে মানুষ—চোখের উপর যুদ্ধ-আগুনে দাহ
ভস্ম হয়েছে গৃহসংসার—শত্রুর উদ্দাম
হুড়মুড়-করা চলে অভিযান ভারত-বিজয়ে সাধ ॥

দৃশ্যে দৃশ্যে কত সংকট—জীবনের অপচয়
বিদেশী-কবলে ধিক্কৃতপ্রাণ দাসত্ব-বোঝা বয়—
মাঝে মাঝে শুধু বিদ্যুৎ-শিহরণে
বিদ্রোহী-প্রাণ ফাটে বেদনায় সরকারী-নিপীড়নে
অধীনতা-জাল-ছিন্নকরার আলোকের পরশনে
আত্মা জাগিছে—সব বন্ধন দলি চলে নির্ভয়
জনতা দেখিছে স্তব্ধদৃষ্টি—দারুণ আত্মঘাত ॥

গান্ধীজীবন দেখে বিস্ময়ে—স্বার্থ-ভোগেরপুরে
জনতা জাগিছে আত্মমুগ্ধ—বিদ্রোহী থেকে দূরে
খণ্ড খণ্ড ছোটো-খাটো পরিধির
সীমানায় বাঁধা সকল চেতনা—সীমায়িত দৃষ্টির
লক্ষ্যে কেবল ফিরিছে চিন্তা নিজ সুখ-বৃদ্ধির—
এদিকে তখন বিদ্রোহিগণ-বরি ফাঁসি রজ্জুরে
কণ্ঠমালিকা—ঘোষিছে দেশের স্বাধীনতা করি সাধ ॥

মনে জিজ্ঞাসা—ভারত-যুদ্ধে কোথা জনসাধারণ ?
সিদ্ধি কি আনে সন্ত্রাসনের হিংস্র-বিস্ফোরণ
আগুন জ্বালায়—সে-আগুনে জ্বলে দেশ
খণ্ড খণ্ড সংগ্রামে ঘটে প্রাণশক্তির শেষ—
কোথা অখণ্ড জাতীয় জীবনে অখণ্ড সমাবেশ
স্বরাজের দাবী ঘোষণায় জাগে শৃংখল-বন্ধন
চুরমারে মন—ঘোর গর্জ্জন বাধা করে উৎখাত ॥

গান্ধী-আত্মা শুনে আত্মায়—যারা দুষ্কৃতিকারী
তাদের পতনে সত্যকে চাই—পাপের বোঝায় ভারী
হিংস্ররাষ্ট্র অহিংসাতেই জয়
অহিংসাবোধে জাতীয় জীবনে অখণ্ড-প্রাণময়
সত্তা জাগিয়ে—খণ্ড স্বার্থ অসীম স্বার্থে লয়—
জাতীয়-জীবন সত্যাগ্রহ জ্যোতিধার-তরবারী
হাতে যদি চলে ব্রিটিশ-শাসন হবে হবে উৎখাত ॥

শিক্ষক হয়ে নব দর্শন ঘোষি চলে ইতিহাস
সন্ত্রাস শুধু সন্ত্রাস আনে—ঘটায় সর্বনাশ
যুদ্ধের থেকে যুদ্ধেতে একটানা
অস্ত্রে অস্ত্রে চলে উন্মাদ দেশে দেশে শত হানা
বিষ-বীজ থেকে বিষ-বীজ ফলে—এ-সত্য আছে জানা
তাই ইতিহাস নবীন প্রকাশে খুঁজিছে সমুল্লাস
শান্তির পথে জীবন বিকাশে করিছে দৃষ্টিপাত ॥

খণ্ড খণ্ড স্বার্থ-চিন্তা-সীমানায় দিন কাটে—
দুখ-অপমান-গ্লানি-বিষন্ন-সমাজ-হীনতা ঠাঁটে
শৃঙ্খল সম সংস্কার-দেশাচার
আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে অবিরাম অনৈক্যে-বিস্তার
জাতির মানুষ স্বাতন্ত্র্যে দেখে স্বার্থকে আপনার—
দুর্ভাগ্যের নিশীথ-তিমিরে কে-পথিক পথ হাঁটে
দেখে বিস্ময়ে গান্ধীজীবন-উদয়ে দৃষ্টিপাত ॥

দণ্ডীর পথে মহান্‌পুরুষ গান্ধী-সম্মুখীন—
অহিংস-সেনা চলে সাথে সাথে পুরোভাগে উড্ডীন
ত্রিবর্ণ-রাঙা জাতীয় পতাকা দুলে
বে-আইনি লবণ-আইন অমান্য করিতে সাগর কূলে
সত্যাগ্রহে প্রতীকমূলক—জাতীয় লক্ষ্যমূলে
সত্যাগ্রহ-সত্যপ্রচার চলিছে রাত্রি-দিন—
ভারতে জাতীয় সপ্তাহ-কালে যাত্রা সূত্রপাত ॥

সারাভারতের প্রাণ-চঞ্চল—নবনীতি দর্শনে
অহিংসা-নীতি রাজনীতিবুকে আলোড়নে আলোড়নে
নবনীতি করে বিশ্বে আবিষ্কার
নিরুপদ্রব-অসহযোগের মন্ত্র-অহিংসার
সংযমে আর আত্মত্যাগের আধ্যাত্মিকতার
নির্ভরতায় স্বরাজের পথ—ভীতির বিসর্জনে
আত্মায় হয় আত্ম-উদয়-আলোকের সম্পাৎ ॥

সত্য-পথিক সত্যের বলে—সত্যকে বুকে বরি
শুনায় জগতে স্বরাজের পথে সত্যকে অনুসরি—
লবণ-আইনে জনতার অধিকার
দেখি বঞ্চিত—দেখি লবণের সরকারী ব্যবসার
বে-আইনি-সনদ জনতার বুকে চাপায়েছে করভার—
সমুদ্র-জল জন-অধিকার—তাই প্রতিষ্ঠা করি
লবণ আইন অমান্যে এই সত্যাগ্রহে সাধ ॥

জনবিপ্লবে নতুন অস্ত্র—আইন-অমান্য করা—
ব্রিটিশ-শাসক ব্রিটিশ-স্বার্থ পূতি-গন্ধেতে ভরা
যে-আইন রচেছে—গণ-অধিকার হানি
পরাধীনতার নিরন্ধ্র-কারা ভারতের বুকে আনি—
মানবাত্মার বিবেক জাগিয়ে—সকল শিক্ষা হরা
দীপ্ত সত্য করিল প্রচার গান্ধী-সত্যবাণী
সত্যাগ্রহে ঘোষিল সত্যে জীবনের চিরসাধ ॥

নবভারতের নির্মাণে চলে সত্যাগ্রহ-সেনা—
মন্ত্র-সাধন অথবা মরণ—হিংসাতে সঁপিবেনা
অহিংসা-বোধি আলোকে দীপ্ত মন
আত্মায় জাগে মহাভারতের আত্মার জাগরণ
ব্রিটিশ-শাসন-নাশনের রণ—অহিংসা আয়োজন
অবিনশ্বর স্বরাজের পথে—হিংসায় থামিবেনা
সমুখে চলিবে—জীবন তুচ্ছ স্বাধীন-ভারত সাধ ॥

ত্যাগ-নিষ্ঠায় চলে সেনাগণ—সত্যের বলে বলী
মহান্ পুরুষ গান্ধীনয়নে প্রজ্ঞায় উজ্জ্বলি
যে-আলো-প্রকাশ—সে-আলোর দীপ্তিতে
জাগে আনন্দে সত্য-পূজায় জীবন ভরিয়ে নিতে—
চিরজ্বলন্ত-আদর্শ আছে ভাস্বর আলোকিতে
মহান্ পুরুষ গান্ধীজীবন অনুসরি সবে চলি
দেখে সম্মুখে সত্যজ্যোতিতে সূর্য-আলোকপাত ॥

ভারতাত্মার পূর্ণ প্রতীক—গান্ধীজীবন ফুটে—
কোটী কোটী নর-নারীর হৃদয়ে একি আনন্দ লুটে—
হিমালয় থেকে বিস্তার কুমারিকা
একি উদয়ের আনন্দ-ঘন নব-ইতিহাস লিখা
মানস-দৃষ্টি—দেখিছে বিশ্ব প্রোজ্জ্বল-জ্যোতি শিখা
সীমাবন্ধন ভেদিয়া-আত্মা-চেতনা ঊর্ধ্বে উঠে
গান্ধীজীবন ভারত-যুদ্ধে করিছে দীপ্তিপাত ॥

মাতৃভূমির মহান্ সেবক—অহিংসা সার জানি
স্বাধীনতা পথ সত্যাগ্রহে শুনি অন্তরবাণী
চলিছে সমুখে—হিংসা করিতে জয়
ব্রিটিশ-সৈন্য সিপাহী-শক্তি দেখে নাই কোন ভয়—
সত্যের বলে চেয়ে স্বাধীনতা—দেখিছে জ্যোতির্ময়
সত্যাগ্রহ-দিব্য-অস্ত্রে-হিংসা-মিথ্যা হানি—
আনে অধিকার মানবাধিকার—অধর্ম উৎখাত ॥

দাণ্ডীর পথে গান্ধীযাত্রা—সত্যাগ্রহে চলে—
লবণ-তৈরী-গণ-অধিকার খুঁজি সমুদ্র-জলে
সেই অধিকারে আছে আছে স্বাধীনতা
সেই অধিকারে ভারতে ব্রিটিশ বে-আইনি-শাসন কথা
সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা হলে ভারতের মানবতা
স্বাধীকার আর স্বাধীনতা-বোধে মিথ্যারে চলে দলে
পূর্ণ হইবে সত্য-সাধনা—মিটিবে স্বরাজ-সাধ ॥

দিকে দিকে সাড়া—বিদেশী পণ্য বর্জন বর্জন
জন-সমুদ্রে জাগে জাগরণ—উঠে ঘোর গর্জন
চাই প্রতিষ্ঠা স্বদেশের সাধনায়
উজ্জীবনের মন্ত্র ঘোষিত সত্যের নিষ্ঠায়—
সত্যাগ্রহ-মন্ত্রে উঠিছে—জনতার একতায়
স্বদেশী-বরণ, স্বদেশী গ্রহণ—জাগিয়ে স্বদেশী-মন
স্বরাজের পথে চলা শুধু চলা—পুরাতে স্বরাজ-সাধ ॥

জনতার প্রতিরোধক-শক্তি সত্যাদর্শে ফুটে—
অহিংসাবোধে বিদেশী-শাসনে উপেক্ষা ভাব লুটে
হৃদয়-গভীরে জাতীয়তা-উদ্ভব
ভারতের মহাজাতীয়-ঐক্যে চেতনার অনুভব—
চোখের উপরে অহিংসাবাদী-সংস্কৃতি-গৌরব
দেশ-দেশান্ত সীমা পার হয়ে অনন্তকালে ছুটে
বিদেশী-স্বার্থ-বন্ধন থেকে মুক্তির আহ্লাদ ॥

নবযুগ এল—মনোজগতের অহিংসা-বিপ্লবে
গান্ধীজীবন বিশ্বজীবনে জাগে নব-অনুভবে
পাশব-বলেই অস্ত্রের সন্ত্রাস
পৃথিবীর বুকে চিরদিন আনে ধ্বংস-সর্বনাশ—
এবার বৃদ্ধি অহিংসা-বলে পৃথিবীর নব আশ
নিরাশ-বিশ্বে এইবার পূজা—অহিংস-ভৈরবে
মানুষের বুকে মানবতা-প্রেমে বিতরি আশীর্বাদ ॥

দাণ্ডীযাত্রা—সত্যাগ্রহে সত্যের আরাধনা—
স্তব্ধ ব্রিটিশ-রক্ষিবাহিনী দেখে অনন্যমনা
মহান্‌পুরুষ গান্ধীর সাথে সাথে
সত্যাগ্রহী সেনাদল চলে—শান্ত-দৃষ্টিপাতে
নক্ষত্রেরা জ্বলিছে বুঝিবা গভীর-তিমির রাতে
নীরবতা বুকে—নাই হিংসার অস্ত্রের ঝনঝনা
একটি লক্ষ্য অনধিকারীর স্পর্দ্ধার উৎখাত ॥

ব্রিটিশের রাজ-রাক্ষসী-মায়া—সংগ্রামী-উদ্দাম
অহিংসা-যোগী-মহান্ পুরুষ গান্ধী-আত্মারাম
দাণ্ডীর পথে সমুখে অগ্রসর
পাছু রাখি চলে পাশবিকতার যুদ্ধ-ভয়ংকর
আগ্রাসী ক্ষুধা—নব-ইতিহাসে শাশ্বত-সুন্দর
অহিংসাবাদী-সভ্যতা লাগি পরম মনস্কাম—
ব্রিটিশ-শাসনে ঘৃণা—তবু নয় ব্রিটিশে নিন্দাবাদ ॥

জাতির আত্মা অবিনশ্বর জীবনের দীক্ষায়—
চারণ-কণ্ঠে উঠে আহ্বান অধীনতা-যাতনায়
আর বাঁচা নয়—মরণ বরণ শ্রেয়
সত্যাগ্রহ-জীবন-যজ্ঞে জাগো জাগো আগ্নেয়
বীর প্রাণ অভিঃ সত্য-আলোকে অমৃত-অপ্রেমেয়—
মিথ্যা দলিয়া আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠা-স্পর্দ্ধায়
জাগো—উঠ চল শত্রু দমনে—ঘোষিবীর-ভেরীনাদ ॥

গান্ধী-আত্মা দেখে বিস্ময়ে ভেদ করি কুহেলিকা
মানব-আত্মা জ্যোতি-প্রোজ্জ্বল-সত্য-অগ্নি-শিখা
আলোকিত করে অহিংস-সমাধানে
সকল বিরোধ—শস্ত্র-শাসিত-দম্ভের অবসানে
অহিংস-যুগ মানব-মৈত্রী পৃথিবীর সবখানে
ভাস্বর করে—আত্মশক্তি-চেতনায় প্রেমলিখা
বিশ্ববাসীকে আত্মীয় করে হিংসার উৎখাত ॥

পশুমানুষের যুগ-অবসানে—সত্যের অবতার
আত্মায় দেখে আসে নব যুগ-অবসানে হিংসার
মহাভারতের ধর্মক্ষেত্রে তাই
দাণ্ডী-যাত্রা-ধর্মদণ্ডে হিংসার নাই ঠাঁই—
সবার উপরে মানুষ সত্য—ভয় নাই ভয় নাই
অহিংসা-বলে হিংসাকে জয় প্রতিষ্ঠা-স্বাধীকার
মানুষ-সত্যে সমুত্তরণে—হিংসার উৎখাত ॥

ইতি গান্ধীজীবন মহাকাব্যে উজ্জীবনী নামীয় দ্বিতায় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

ধর্মক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রে অহিংসা-জয়নাদ
হিংসা-বিজয়ে সত্যসন্ধ গান্ধীর পদপাত—
দাণ্ডীর পথে পদযাত্রায় চলে
জাগে ভারতের মানস-চেতনা সত্য-মন্ত্রবলে
পদপাতে পূত প্রতিধূলিকণা সত্য-আলোকে জ্বলে
সত্যাগ্রহী-সেনাদের ভালে জ্যোতির আশীর্বাদ
তিমির বিহারী-হিংস্র-ব্রিটিশ মানে মনে পরমাদ ॥

দাণ্ডী যাত্রী-বাহিনী চলেছে—জনমনে ঢেউ দুলে
পথ-পাশে পাশে মঙ্গল-ঘট-জাতীয় পতাকা তুলে
আনন্দে দেশ করে অভিনন্দন
পথ পাশে লোক 'জয়তু গান্ধী' করিছে উচ্চারণ
গাছে গাছে লোক ডালে ডালে লোক করিছে প্রদর্শন
স্বস্তি-চিহ্ন জাতীয় পতাকা—বনস্পতির মূলে
মঙ্গলঘট পত্রে পুষ্পে প্রচারে জনতা-সাধ ॥

শাশ্বত-প্রভ-জীবনজ্যোতিতে ভাস্বর মহিয়ান্
মহান্-পুরুষ দণ্ড হস্তে—সম্মুখে আগুয়ান
ডাণ্ডীর পথে ভারতের মহাজাতি
দেখিছে পোহায় পরাধীনতার অন্ধ-তিমির রাতি
আলোকিত হয়ে আসিছে উদয়—স্বাধীনতা-সুখে মাতি
গাহে মহাগান—সত্যেই প্রাণ নিত্য দীপ্যমান
গান্ধীজীবনে এসেছে ভারতে সেই সত্যের স্বাদ ॥

জনতা-মানসে উঠে উদ্ভাসি—আলো নিয়ে রাশি রাশি
'কাথিয়াবাড়ে'র ভারত-সূর্য হাসিল সোনার হাসি—
ক্ষীণকায় এই ব্যক্তির মুখে চোখে
করুণা-স্নিগ্ধ-মানবতা-ফুটে মানব-আর্তি-শোকে—
অপার শান্তি-দৃষ্টিতে ঝরে দেবতা বিশ্বলোকে
মানুষের রূপে প্রকাশিত প্রাণ—স্বর্গ-সমুদ্ভাসি
মূর্তিমন্ত—এ যুগেও তাই রামরাজ্যের সাধ ॥

মুখের কথায় মন্ত্রশক্তি করিছে সঞ্চরণ
সর্বজীবেই সমদর্শন প্রেম-আপ্লুত মন—
    ক্ষীণকায় যেন বিরাট স্বরূপ নিয়া
ধারণ করেছে মহাভারতের বিপুলজনতা-হিয়া
শুদ্ধ-শান্ত-রসের স্বরূপ আত্মায় বিকশিয়া
রামরাজত্বে মন বিচরণে—সত্যের দর্শন—
মোহ-বিমূঢ়তা-অজ্ঞান-তমে করিছে আলোকপাত ॥

আত্মসুখের ভোগ-আস্বাদে আত্ম-চিন্তাহীন
সকল চেতনা খুঁজিছে কেবল বিশ্বে সুখের দিন—
    সকলের সুখে জীবন-ধারণ করা
সকলের চোখে ফুটাইতে হাসি—অনুরাগ-মনভরা
হিংসা-আবিল-কপটতাভরা—নিখিল বসুন্ধরা
রামরাজ্যের আদর্শবাদে অন্তরে পরিলীন
সেই চেতনার সকল কর্মে আত্মার আহ্লাদ ॥

বহির্ভারতে ভারতীয়দের সংকট-ইতিহাসে—
জনতা-দৃষ্টি বারবার সেই অতীতের বুকে ভাসে
    সেই হীনদশা—ভারতীয় নিপীড়ন
সেই দক্ষিণ-আফ্রিকাবুকে সত্যাগ্রহ-রণ—
সেই দিন হলো পরম সত্য—শস্ত্র-আস্ফালন—
অহিংসা কাছে মানে পরাজয় সত্যে মুক্তি আসে
অস্ত্রদামামা স্তব্ধ তখন—শান্তির জয়নাদ ॥

স্বার্থযুদ্ধে হিংসা আনিছে চিরকাল হিংসাকে—
অস্ত্রশক্তি বৈরিতা নিয়ে হিংসাকে এনে থাকে
    শান্তিপূর্ণ অসহযোগিতার জোরে
এল আহ্বান শান্তি উজল-উদয় রাত্রি-ভোরে
শত্রুরে করি সত্যে আঘাত—মোহ-কপটতা ঘোরে
বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত করি মানবাধিকার ডাকে
দূরিতে হিংস্র-শস্ত্র-শাসন—পাশবিক-উৎপাত ॥

জনতার চোখে গান্ধীমূর্তি বীরত্বে সংগ্রামী—
স্মৃতির সূত্রে দৃশ্যে দৃশ্যে সম্মুখে আসে নামি
আফ্রিকা থেকে ভারতে আসিয়া ফিরে
ভারত-তীর্থ-যাত্রী গান্ধী জন-মনোমন্দিরে
নানাজনপদে বন-পর্বত-নদী-সমুদ্র-তীরে
পার হয়ে কত সূর্য-উদয়—তিমির-অন্ধযামী
অন্তরে নিয়ে ভারতাত্মার পরিচয়-সংবাদ ॥

কত সমস্যা—সমাধান-পথ অন্তর-ধ্যানে খুঁজি
সিদ্ধ-সাধক সত্যের বলে দাঁড়াইল সোজাসুজি
হিংসার পথে হিংসার শেষ নাই
দেখিয়া গান্ধীজীবন ঘোষিছে—"শুনহে মানুষ ভাই
সত্যাগ্রহ-অস্ত্রের বলে স্বরাজকে দেশে চাই
শত্রুর সাথে অসহযোগেই সত্যেরে তাই পূজি—
নীতির বিবেকে দুর্নীতিগত মিথ্যার উৎখাত ॥"

সত্যাগ্রহ-প্রযুক্তিপথে সেদিন 'চম্পারণে'
ব্রিটিশ-শক্তি ভবিষ্য-ভাবি সহসা প্রমাদ গণে—
চম্পারণের নীলচাষীদের লাগি
করুণা-মমতা-গান্ধী-হৃদয়ে মানবতা-অনুরাগী
'নীলকমিটি'র সদস্যরূপে দিবস-রাত্রি জাগি
কৃষক পীড়ন-দানবা-শোষণ-তন্ত্র উৎসাদনে
কৃষক-স্বার্থে সুপারিশ রচি—মিটিল চাষীর সাধ ॥

গুজরাটে 'খেড়া' জেলাময় রাট দারুণ অজন্মায়
খাদ্যকষ্ট—দুভিক্ষের নিদারুণ যাতনায়—
খাজনা মকুব চায় চাষী-সাধারণ
খাজনা-আদায়ে চলিল ব্রিটিশ-রুদ্র-নির্যাতন—
গান্ধী সেখানে জনতার সাথে সত্যাগ্রহে মন
অটল দাঁড়ায়ে—আপোষ-রফায় ব্রিটিশ রক্ষা পায়
সত্যাগ্রহ-নীতির প্রয়োগে সিদ্ধ জনতা-সাধ ॥

আমেদাবাদেতে মিল-মালিকের শ্রমিক-শোষণ ফলে
মালিকে শ্রমিকে অশান্তিময় দ্বন্দ্ব-আগুন জ্বলে—
ন্যায়সঙ্গত-শ্রমিকের দাবীগুলি
শিল্প-মালিক উপেক্ষা ভরে দেখিছে দৃষ্টি তুলি—
গান্ধী সেদিন অনশনে জাগি—প্রাণ-যন্ত্রণাভুলি
পরার্থে প্রাণ-বিসর্জনেতে হাসিমুখে সুখে চলে—
পরাজয় বরি শেষে মালিকেরা মিটায় শ্রমিক-সাধ ॥

তারপর সুরু মহান্ নেতার—আগুন লইয়া খেলা
ভারতজীবনে গান্ধীরে ঘেরি মানুষের মহামেলা—
আত্মার জ্যোতি-আলোকিত ছুটি আঁখি
কণ্ঠধ্বনিতে সত্যে দীপ্ত অমৃত-আলোক-মাখি
প্রতিটি বাক্য উচ্চার হয়—নিঃশ্বাসে থাকি থাকি
স্পন্দিত হয় ভারতের দাবী—ব্রিটিশের অবহেলা
গান্ধী-আত্মা করে উচ্চার জাতির আর্তনাদ ॥

চক্ষু থাকিতে অন্ধ-মানুষ—তাই নৃশংস-চাল
ব্রিটিশ চালায় নিয়ে ভারতের বলদ-লাঙল-হাল
পরের ধনেই পোদ্দারী কারবার
কুঠিয়াল যেন ধন-দাসত্বে মানবিক-সত্তার
অস্তিত্বকে রুদ্ধ করেই টানিছে স্বার্থ-সার—
অন্ধ-মানুষ নির্যাতনের নরকে কাটায় কাল
গান্ধী ঘোষিল অসহযোগের অহিংস-ভেরীনাদ ॥

পর-শাসনের শক্তিদম্ভ-উদ্ধত-অন্যায়
পাশব-পীড়নে ভারত যখন স্তম্ভিত নিরুপায়—
দিগন্তে দেখে বিষাদশূন্যতারে
যোদ্ধা গান্ধী সত্যাগ্রহে স্বজাতির আত্মারে—
অসহযোগের অস্ত্রে তখন—পরাভূত সত্তারে
জাগায়ে ঘোষিল ঈশ্বর আছে সাথে যারা অসহায়
চাই অনলস সত্য-নিষ্ঠা—সত্যে জীবন-সাধ ॥

নবভারতের জাগৃতি-বাণী—গান্ধীচরিত-কথা
জনতা-মানসে প্রকাশিত হয়—অনন্ত নীরবতা
বিস্তার করি অনাহত মহাগান—
"সত্যেই আছে রামরাজত্ব পাইয়াছি সন্ধান
সত্যের বলে বাঁচিব মরিব সত্য প্রজ্ঞা-গান
হিংস্র-স্বার্থে জানি নাশে নাশে হিংসা সুন্দরতা
মানবাধিকার মানব-বিবেক হিংসায় উৎখাত ॥"

"মহামানবের মহান্-উদয়ে সত্যাগ্রহ-রণ
অসহযোগেই স্বার্থভোগের রাষ্ট্র-বিসর্জন
পাপকেই ঘৃণা—পাপীর রূপান্তর
বিবেক-বুদ্ধি-জাগ্রত হলে সত্যেই সুন্দর
কল্যাণ-রূপ-প্রকাশে দেখিবে কেহ নহে নহে পর
সকলের তরে সকল মানুষ—এ-আত্ম-দর্শন
রাষ্ট্রতন্ত্রে বিপ্লব-বোধি জাগাবে অকস্মাৎ ॥"

দৈবধ্বনিতে উঠে যেন ধ্বনি—জাগ দেশ-অন্তর
সত্যের পথে লাভ কর-কর আপন প্রাপ্যবর—
সেইধ্বনি রচি উচ্চ স্বরগ্রাম
ঘোষে—"স্বরাজের এই সংগ্রাম পুড়াবে মনস্কাম
শান্তিপূর্ণ-অসহযোগেই সত্যেতে অবিরাম
চাই শুধু প্রাণ—নিঃশেষে প্রাণ কর দান কর দান
সত্যের বলে সত্যাগ্রহে সত্যের জয়নাদ ॥"

সংগ্রাম শুধু বাহিরেতে নয় সংগ্রামী-মানুষের
জাগরণ ঘটে সত্যাগ্রহে আন্তর-সত্যের
উদার-আলোকে—হিংসার শেষ করি
বিশ্ব প্রকাশে মৈত্রীবদ্ধ-সত্যমূর্তি ধরি—
সেখানে গান্ধীমহারাজ জাগে মহানুভবতা ভরি
অভীষ্ট শুধু মানুষের হিত—মানুষের জীবনের
বিশ্বধর্মে মানবাধিকারে সীমাহীন আহ্লাদ ॥

মহামানবের সুহৃদ্‌-গান্ধী—ব্রিটিশের-আইন ভাঙি
চাহে ভারতের স্বরাজ-সত্যে নতুন উদয়ে রাঙি
স্বাধীন জীবন—বন্ধন-নাগ-পাশ
ছিন্ন ভিন্ন করিতে কেবল অসহযোগেই-আশ
শান্তিপূর্ণ-যুদ্ধযাত্রা নাই কোন সন্ত্রাস—
অস্ত্রের বলে ব্রিটিশ-শক্তি পথে পথে আছে জাগি
অসহযোগের আঘাতে স্বরাজ আসে রটে সংবাদ ॥

গান্ধীচরিত উদাত্ত হয়ে প্রচারে বাতাসে গান
পরমশত্রুপ্রতিও অগাধ স্নেহ-সৌজন্যে প্রাণ
চিরজাগরিত—কূটনীতি-আশ্রয়
নাহি নিয়ে কভু—অসীম দীনতা সচেতন সদাশয়
'ভুল করিয়াছি'-একথা স্বীকারে কাতর কখনো নয়
বিরাট ধৈর্য-স্থির-বুদ্ধিতে স্থিতধি-প্রজ্ঞাবান
মানুষের প্রতি ভালবাসা করে নিত্য-আলোকপাত ॥

এই সেই নেতা অস্ত্র বিহীন ভারতে ব্রিটিশ-রাজে
সত্যাগ্রহ-অস্ত্রে শুনায় রুদ্র-অশনি বাজে—
সকল কর্ম প্রেরণার পশ্চাতে
ধর্মাদর্শ—ঈশ্বরবোধ-অনুভূতি চেতনাতে—
সত্যনিষ্ঠা আলোক দেখায় দুর্দিন-সংঘাতে
শক্তি জোগায় সঙ্কল্পিত মানুষের সেবাকাজে
রাজনীতি শুধু সত্যের পূজা মিথ্যার উৎখাত ॥

"মদ্য-মাংস-পরস্ত্রী"-ত্যাগ মাতৃমন্ত্র স্মরি—
ভাবী-জীবনের আদর্শবাদ চলে বিরচনা করি
বিরাট জীবনী-শাক্তর চেতনায়
জাগরণ ঘটে আত্মার আলো বিকশিত সুষমায়
সত্যাগ্রহে নির্বিরোধিতা আনে বল আত্মায়
সংগ্রামে জয়-পরাজয়ে সম-আস্বাদ বুকে বরি
পরাজয় হতে নতুন বিজয়ে চলিছে দৃষ্টিপাত ॥

মহান্ টলষ্টয়ের শিষ্য—মানবাত্মার প্রেমে
অবিরোধীমন-প্রেমের নীতিতে প্রীতি-আদর্শে-ক্ষেমে
'হিন্দ্ স্বরাজ্যে' খুঁজিছে যুগান্তর
দুঃসাহসের আগুনে ঝাঁপিয়ে বিজয়ী বৈশ্বানর
করেন প্রচার অহিংসা-বলে প্রেমের শক্তিধর
আগুনে দগ্ধ হয়না কখনো ডুবেনা জলেতে নেমে—
সে-জল যতই হোক সুগভীর অপূর্ব সংবাদ ॥

ভূগোলের সীমা মানেনা ধর্ম—ধর্ম-সার্বভৌম
একটি আকাশ মাথার উপরে সেখানে সূর্য-সোম
নক্ষত্রের গ্রহের সন্নিবেশে
বিশ্ব-সত্যে মানব-সত্য মিলিছে ঐক্যে এসে
সেখানে গান্ধী-মহারাজ দেখে উঠিছে নিত্য হেসে
সবমানুষের সত্যধর্ম—সত্যে যজ্ঞহোম
বহুজনসুখে বহুজনহিতে উঠিছে মন্ত্রনাদ ॥

ফিরে দিকে দিকে গান্ধীর বাণী বাতাসে প্রতিধ্বনি
প্রেমের বলেই ত্যাগের বলেই বিপদ তুচ্ছ গণি—
জাগে নৈতিক-প্রতিরোধে বীরগণ
আত্মার তেজে অত্যাচারীর প্রতিরোধে জাগে মন
সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে চলে—স্বরাজ-উদ্দীপন
জীবন-মন্ত্র-আত্মবলিতে আত্মা-উন্মিলনী
অবিনশ্বর আত্মার বলে আত্মার আস্বাদ ॥

অসহযোগের ইতিহাসে লেখা—সত্য-অপরাজেয়
সম্মুখে রাখি গান্ধীর রণ খুঁজেছে জাতির শ্রেয়—
সাম্রাজ্যের সহিত বারংবার
সহযোগিতার নীতিপথে চলি রাষ্ট্রীয় সংস্কার
খুঁজেছে উদার নির্ভরতায়—সেই সাধু-ব্যবহার
শতধা চুর্ণ-বিচুর্ণ করি বিশ্বাস শ্রদ্ধেয়
ভাঙ্গি দিয়ে করে ধূর্ত-ব্রিটিশ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত ॥

জনসমুদ্র-ক্ষুব্ধ সেদিন—উঠে আত্মার স্বর
ব্রিটিশ পীড়নে জাগিল ভারতে সত্যের সুন্দর
অবিনশ্বর-শিব-চৈতন্যে প্রাণ—
অহিংসা দিল নবভারতের মহান্-অধিষ্ঠান
খিলাফৎ-সাথে কংগ্রেসে উঠে ঐক্যের মহাগান
জনমন জাগে দেশ অনুরাগে প্রকাশে যুগান্তর
আত্মাধিকারে জাগে আত্মার মহাজাগরণ-সাধ ॥

অনুগততম সহযোগিতায়-শাসন-সংস্কারের
বিশ্বাস নিয়ে সদা-নির্ভর ব্রিটিশের বিবেকের
জাগরণ কোথা—অভিঘাতে পরিশেষে
অত্যাচারের অগ্নি-মূর্তি-ব্রিটিশ-রুদ্রবেশে
দমন-নীতির সন্ত্রাসে নাশে শান্তির পরিবেশে
আত্মাধিকার-জাগ্রত-প্রাণ—অভিযান সত্যের
জাতীয়তা-বোধ জাতীয় ইচ্ছা করি চলে অভিঘাত ॥

গান্ধীচরিতে কংগ্রেস যেন বলি চলে সব কথা
রাজনৈতিক-ইতিহাস-বুকে ভারতের আকুলতা
মুখরিয়া উঠে—গান্ধী-মানসে আসি
সারাভারতের জন-মানসের ব্যথা-ব্যর্থতা রাশি
করিছে আঘাত—'রৌলট বিল' দেখি উঠে সবে ত্রাসি
ন্যায়সঙ্গত-অধিকার দলি ভারতের অধীনতা
রাখিতে কায়েম কূটনীতিচালে ব্রিটিশের নবফাঁদ ॥

মহাযুদ্ধের দুর্দিনে দিয়ে সহায়তা নানামতে
ব্রিটিশ-ভারত ঐক্যের বলে—যুক্ত কর্মরথে
ভারতের সেবা—পেল একি প্রতিদান
গান্ধীর ধীর-শান্ত-দৃষ্টি করি দেখে সন্ধান
ভারত-জাতির ভাগ্যে এ-বিল জঘন্য অপমান
নিয়ে এল শেষে বাধার পাহাড় যেন নদীগতি-পথে
জন্মলব্ধ অতি-স্বাভাবিক স্বাধীনতা পথে বাদ ॥

সেই দুর্দিনে মহাজাতীয়তা—আকর্ষণের টানে
'রৌলট বিল' সারা-ভারতের জাতীয় ঐক্য আনে—
জাতীয়শোকের সেই ঘোর-দুর্দিনে
হিন্দুমুসলমানের ঐক্যে—স্বদেশ-স্বার্থ চিনে
দেখিল ভারত ব্রিটিশ-স্বার্থ উৎখাত করা বিনে
জাতীয় লক্ষ্য—স্বাধিকারগত-আত্ম-শাসন পানে
সমুত্তরণে কোন আশা নাই—মিটিবেনা কভু সাধ ॥

ভারতসচীব মন্‌টেগু আসি ভারতবর্ষ ঘুরে
দেখেছে জাতির আত্ম-শাসন-আকাঙ্খা দেশ জুড়ে
সেই সাথে দেখে—সমাজ-স্বার্থ-টান
প্রতিক্রিয়ার ভারত-ঐক্য খুঁজে সবে খান খান—
কংগ্রেস শুধু খুঁজিছে ভারতে এক অখণ্ড প্রাণ
প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় উদারনীতিকেরা নানাসুরে
সেই থেকে খুঁজে জাতিরে ভুলিয়া খণ্ড সুবিধাবাদ ॥

সাম্রাজ্যের স্বার্থ-চক্রে কুটনীতি-বুদ্ধির
প্রমত্ততায় আসিল ভাগ্যে 'সিডিশন কমিটি'র—
যুদ্ধপর্বে ব্রিটিশ-শাসন-নাশে
বিপ্লবিগণ ষড়যন্ত্রেতে—বিপ্লব-অভিলাষে
ব্রিটিশ-বিরোধী ধ্বংসাত্মক-কর্মকাণ্ড আসে
গোপনে জেগেছে—এই অভিযোগে রাষ্ট্রীয় শক্তির
অবাধ-বিপুল অধিকার চেয়ে জাগিল ব্রিটিশ-সাধ ॥

মহাযুদ্ধের অবসানে এল অনাসৃষ্টির রাজ
সংস্কারে নামে রাষ্ট্রক্ষমতা—রক্ষা কবচে সাজ—
সেইদিন দেখি বোম্বাই রাজপথে
গান্ধী চলেন ব্রিটিশ-ঘোষিত-নীতির বিরূপমতে
জন্মলব্ধ-স্বাধীনতা-ভোগে অধিকার এ-জগতে
আছে সকলের—এই ঘোষণায় উঠে নব-আওয়াজ
স্বাধিকার যেথা আহত-পীড়িত—সেই পাপ উৎখাত ॥

প্রকাশ্য পথে গান্ধী-ব্রিটিশ-নিষিদ্ধ পুস্তক
বিক্রয় করি বিঘোষিয়া চলে আইনের অসার্থক
বৈর-প্রয়োগ—হতাদর অধিকার
শান্তিপূর্ণ-প্রতিবাদরূপে ব্রিটিশের স্পর্দ্ধার
নীরব জবাবে—হরতাল ঘোষি ভারতের ইচ্ছার
উদ্‌যাপনেতে জাগিল ভারত সত্য-সংসাধক
জুলুম-জবরদস্তি-নীতির ঘোরতর প্রতিবাদ ॥

এল বিপ্লব নব মুর্তিতে—অহিংস হরতাল
জনতা-হৃদয়ে জাতীয়তাবোধে হয়ে উঠে উত্তাল—
জনতার বলে বিপ্লব সম্ভব
জাগিল সত্যে সত্যপ্রকাশে স্বাধীনতা-অনুভব
পুলিশ-চক্র গোপনে চাহিল ভাঙ্গি নিরুপদ্রব
জাতীয় শক্তি-বিস্ফোরণের জাগাতে অগ্নি-কাল—
গান্ধী-নীতিতে পুরিলনা শেষে ব্রিটিশ হিংস্র-সাধ ॥

সংবাদ রটে গান্ধী বন্দী—সেদিন ভারত বুকে
ব্রিটিশ-রাষ্ট্র-বিদ্বেষ-জ্বালা সাগ্নিক কৌতুকে
জাগিয়ে তুলিল বিপ্লব-আলোড়ন
সবরমতীর আশ্রমে বসি গান্ধী শান্তমন—
জনতার ক্রোধ-উত্তেজনায়-ক্ষীপ্ত-আন্দোলন
দেখিয়া স্তব্ধ—বিস্ময়ে বলে বক্ষ ভরিল দুখে
"সত্যাগ্রহ নাই এ-দৃশ্যে—ইহা পুড়াবেনা সাধ ॥"

দুর্দ্দৈব দিন জাতির জীবনে—চলে গুলি-বর্ষণ
ব্রিটিশ-অত্যাচারের কাহিনী অতি রোম-হর্ষণ
পাঞ্জাবে চলে প্রমত্ত 'ওডায়ার'
অসহ্যভাবে ভারতের মুখে স্বরাজের আবদার—
এই স্পর্দ্ধার জবাবে ভাবিছে এমন অত্যাচার
পৃথিবীর বুকে লেখা আর নাই এইরূপ বিবরণ—
হাঙ্গামা তাই গোপন-চক্রে সাধিতে মনোন্মাদ ॥

ব্রিটিশ-যুদ্ধে পাঞ্জাব হায় কতই রক্ত ঢালে—
ও'ডায়ার হীন জুলুমেতে ছুটে লোক জুটে পালে পালে
যুদ্ধকর্মে—বিপুল অর্থদানে
লোভ-প্রমত্ত অত্যাচারের তীব্রতা-সবখানে
যুদ্ধের কালে যুদ্ধের শেষে দমন-দম্ভে আনে
নিপীড়নগত অশেষ জুলুম পাঞ্জাব-বুকে জ্বালে—
ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের সেই জঘন্য উৎপাত ॥

পূর্ণিমাদিন অমৃতসরের সেইদিন মহামেলা—
গুপ্তচরকে লেলিয়ে ব্রিটিশ সুরু করে দিল খেলা
জালিন্‌বালাবাগে জনসভা এক হবে
শুনি সংবাদ হাজার হাজার চলে মেলা-উৎসবে—
সহসা আকাশে এরোপ্লেনের ঘোর ভৈরব-রবে
সচকিত সবে দেখে বিস্ময়ে মেলামুখে চলে ঠেলা
সৈন্যদলকে কামান সহিত—বিরূপ দৃষ্টিপাত ॥

'বাগে'র ভিতর টিলার উপরে উঠে সৈন্যের সারি
লোক চঞ্চল ভাবে অঘটন—আতঙ্ক বিস্তারি
সৈন্যরা চলে—বাহিরের পথ ঢাকা
চারিটি গর্ত দেখে বিস্ময়ে সমুখে কামান রাখা—
জনতার ভীড়ে কোনখানে আর একটুকু নাই ফাঁকা
আত্মত্রাণের আকাঙ্খা নিয়ে তবু ছুটে তাড়াতাড়ি—
সেইখনে উঠে বন্দুক যত গর্জিয়া ভীমনাদ ॥

ডায়ার-আদেশে চলে গোলাগুলি—দৃশ্য ভয়ংকর
আকাশ ছাপিয়ে উঠিছে কেবল করুণ-আর্তিস্বর—
আহত-নিহত-শিশু-নারী-পুরুষের
রক্তেতে মাটি হ্রদ হয়ে গেল—দৃশ্য আতংকের
ডায়ারের মুখে হাসিতে ভাতিল—এ-হত্যাকাণ্ডের
নারকী-কীর্তি ব্রিটিশের মুখে উজ্জ্বল-ভাস্বর—
গৌরব-টীকা সাজাল পড়াগ,—ইতিহাসে সংবাদ ॥

প্রকাশ্য পথে গান্ধী-ব্রিটিশ-নিষিদ্ধ পুস্তক
বিক্রয় করি বিঘোষিয়া চলে আইনের অসার্থক
ৈ ্বর-প্রয়োগ—হতাদর অধিকার
শান্তিপূর্ণ-প্রতিবাদরূপে ব্রিটিশের স্পর্দ্ধার
নীরব জবাবে—হরতাল ঘোষি ভারতের ইচ্ছার
উদ্‌যাপনেতে জাগিল ভারত সত্য-সংসাধক
জুলুম-জবরদস্তি-নীতির ঘোরতর প্রতিবাদ ॥

এল বিপ্লব নব মুর্তিতে—অহিংস হরতাল
জনতা-হৃদয়ে জাতীয়তাবোধে হয়ে উঠে উত্তাল—
জনতার বলে বিপ্লব সম্ভব
জাগিল সত্যে সত্যপ্রকাশে স্বাধীনতা-অনুভব
পুলিশ-চক্র গোপনে চাহিল ভাঙ্গি নিরুপদ্রব
জাতীয় শক্তি-বিস্ফোরণের জাগাতে অগ্নি-কাল—
গান্ধী-নীতিতে পুরিলনা শেষে ব্রিটিশ হিংস্র-সাধ ॥

সংবাদ রটে গান্ধী বন্দী—সেদিন ভারত বুকে
ব্রিটিশ-রাষ্ট্র-বিদ্বেষ-জ্বালা সাগ্নিক কৌতুকে
জাগিয়ে তুলিল বিপ্লব-আলোড়ন
সবরমতীর আশ্রমে বসি গান্ধী শান্তমন—
জনতার ক্রোধ-উত্তেজনায়-ক্ষীপ্ত-আন্দোলন
দেখিয়া স্তব্ধ—বিস্ময়ে বলে বক্ষ ভরিল দুখে
"সত্যাগ্রহ নাই এ-দৃশ্যে—ইহা পুড়াবেনা সাধ ॥"

দুর্দ্দৈব দিন জাতির জীবনে—চলে গুলি-বর্ষণ
ব্রিটিশ-অত্যাচারের কাহিনী অতি রোম-হর্ষণ
পাঞ্জাবে চলে প্রমত্ত 'ওডায়ার'
অসহ্যভাবে ভারতের মুখে স্বরাজের আবদার—
এই স্পর্দ্ধার জবাবে ভাবিছে এমন অত্যাচার
পৃথিবীর বুকে লেখা আর নাই এইরূপ বিবরণ—
হাঙ্গামা তাই গোপন-চক্রে সাধিতে মনোন্মাদ ॥

ব্রিটিশ-যুদ্ধে পাঞ্জাব হায় কতই রক্ত ঢালে—
ও'ডায়ার হীন জুলুমেতে ছুটে লোক জুটে পালে পালে
যুদ্ধকর্মে—বিপুল অর্থদানে
লোভ-প্রমত্ত অত্যাচারের তীব্রতা-সবখানে
যুদ্ধের কালে যুদ্ধের শেষে দমন-দম্ভে আনে
নিপীড়নগত অশেষ জুলুম পাঞ্জাব-বুকে জ্বালে—
ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের সেই জঘন্য উৎপাত ॥

পূর্ণিমাদিন অমৃতসরের সেইদিন মহামেলা—
গুপ্তচরকে লেলিয়ে ব্রিটিশ সুরু করে দিল খেলা
জালিন্‌বালাবাগে জনসভা এক হবে
শুনি সংবাদ হাজার হাজার চলে মেলা-উৎসবে—
সহসা আকাশে এরোপ্লেনের ঘোর ভৈরব-রবে
সচকিত সবে দেখে বিস্ময়ে মেলামুখে চলে ঠেলা
সৈন্যদলকে কামান সহিত—বিরূপ দৃষ্টিপাত ॥

'বাগে'র ভিতর টিলার উপরে উঠে সৈন্যের সারি
লোক চঞ্চল ভাবে অঘটন—আতঙ্ক বিস্তারি
সৈন্যরা চলে—বাহিরের পথ ঢাকা
চারিটি গর্ত দেখে বিস্ময়ে সমুখে কামান রাখা—
জনতার ভীড়ে কোনখানে আর একটুকু নাই ফাঁকা
আত্মত্রাণের আকাঙ্খা নিয়ে তবু ছুটে তাড়াতাড়ি—
সেইখনে উঠে বন্দুক যত গর্জিয়া ভীমনাদ ॥

ডায়ার-আদেশে চলে গোলাগুলি—দৃশ্য ভয়ংকর
আকাশ ছাপিয়ে উঠিছে কেবল করুণ-আর্তিস্বর—
আহত-নিহত-শিশু-নারী-পুরুষের
রক্তেতে মাটি হ্রদ হয়ে গেল—দৃশ্য আতংকের
ডায়ারের মুখে হাসিতে ভাতিল—এ-হত্যাকাণ্ডের
নারকী-কীর্তি ব্রিটিশের মুখে উজ্জ্বল-ভাস্বর—
গৌরব-টীকা সাজাল পড়াং—ইতিহাসে সংবাদ ॥

ভারতে ব্রিটিশ-শাসন-শোষণ-কলঙ্ক-ইতিহাসে—
গুজরণবালা সহরে আবার নতুন দৃশ্য আসে—
রোমহর্ষক বর্বর-ঘটনার
স্বরূপ—ব্রিটিশ-স্বরূপ-প্রকাশ—দারুণ অত্যাচার
নারীদেহ নিয়ে পাশবিকতার কলঙ্ক ভারে ভার
মর্মন্তুদ-হিংস্রতা নিয়ে প্রমত্ত সন্ত্রাসে
নির্মাণ করে ব্রিটিশ-কীর্তি-সৌধের শেষ ছাদ ॥

নিরপরাধীর রক্তস্রোতের বৈতরণীর তীরে
অহিংসা-বোধে জাগ্রত দেখি প্রশান্ত গান্ধীরে
পাপকেই ঘৃণা—পাপীজনে ঘৃণা নয়!
বিশ্বমানব মুগ্ধ-দৃষ্টি মানে মনে বিস্ময়—
পরাজয় ভেদি বিজয়-আলোক হাসিছে জ্যোতির্ময়
হিংসায় নহে হিংসার শোধ—অহিংস দৃষ্টিরে
ঘেরিয়া কেবল সত্যের জ্যোতি-তেজ-বল সম্পাৎ ॥

সে-মহাপুরুষ—অসহযোগেই সত্যাগ্রহে চলে—
যুগের হিংস্র-স্বাপদের রাজ দেখি ভাসে আঁখিজলে
অসহযোগের-আদর্শ দেশময়
দেশ-ভাবনায় জাতির জীবনে নবীন অভ্যুদয়
সত্যাগ্রহে নাই পরাজয়—বিকশিত চিরজয়
সত্যের বুকে সত্যের জ্যোতি আত্মশক্তি-বলে
আত্মার জ্যোতি আত্মায় আনে আত্মানন্দস্বাদ ॥

জনতার মন তুলে আলোড়ন—স্মৃতির সঞ্চরণ—
কংগ্রেস যেন জাতির জীবনে তুলে হৃদ্‌স্পন্দন
এই কংগ্রেস গান্ধী মহান্‌প্রাণ
পূজায় অর্ঘ দেশবন্ধুর সর্ব্বস্ব হয় দান
বাঙ্গলার সেই রাজসন্ন্যাসী অমর দীপ্যমান—
সুভাষ-জীবন—অমিতবীর্য করে প্রাণ নিবেদন—
নিখিল ভারত কংগ্রেস-ব্রত উদ্‌যাপনেই সাধ ॥

খবর রটেছে স্বাধীন ভারত—চরকা কাটার রাজে
ব্রিটিশ-প্রভুর ভারতছাড়ার জাহাজে ঘণ্টা বাজে
চা-বাগানে চলে কুলির ধর্মঘট—
ব্রিটিশ-মালিক আপন স্বার্থে সৃজি চলে সংকট
চাঁদপুরে তাই জাহাজ বন্ধ হয়ে গেল চটপট
কুলির দমনে পুলিশ-সিপাহি যুদ্ধরঙ্গে সাজে
গোলামী-চুক্তিবদ্ধ-কুলিকে জব্দ করিতে সাধ ॥

ধর্মঘটের মঙ্গলঘট নতুন করেই ভরি
আসাম-বঙ্গ রেলগাড়ী থাকে অচল হয়েই পড়ি
স্বরাজ-তীর্থ সেদিন চট্টগ্রাম
বীরসেনাপতি যতীন্দ্র সেনগুপ্ত একটি নাম—
ঘরে ঘরে আনে সত্যাগ্রহে অভিনব সংগ্রাম
দেশের সেবায় ঝাঁপাইয়া পড়ে নিজেরে রিক্ত করি
ধর্মঘটের অস্ত্র-আঘাতে অহিংস সংঘাত ॥

কংগ্রেস আর জাতির জীবন হয়ে গেল একাকার
একটি সত্তা সত্যাগ্রহে মন্ত্র অহিংসার—
রুদ্রমূর্তি-হিংস্র-শাসকগণ
শান্তিপূর্ণ অসহযোগের দমনে নির্যাতন—
নীতির অস্ত্রে কর্মিগণকে নির্দ্দয় নিপীড়ন
করি চলে আর জেলে ঠেলে দিয়ে দারুণ অত্যাচার
ভারতে ব্রিটিশ-শাসন রক্ষি হানি চলে অভিঘাত ॥

স্মৃতি বিচক্ষণ—মুগ্ধদৃষ্টি জীবন-উজ্জীবনী
জাতীয় জীবনে স্বদেশ-মন্ত্র তুলে উদাত্ত ধ্বনি
আলো উন্মেষ-নিরাশার-তমসায়
শান্তি-ধৈর্য-অহিংসাময় জীবনের চেতনায়
অসহযোগিতা-ঘোষে বর্জন—সাহস মানসিকতায়
জাতি জাগি উঠে স্বরাজ-ইচ্ছা আদর্শ-সনাতনী
অসহযোগের সত্যাগ্রহ জাতীয়তা-আহ্লাদ ॥

জাগে নরনারী—একটি লক্ষ্য 'স্বরাজ' জাতীয়রাজ
ব্রিটিশ-পণ্য-বর্জনে দেশ পড়িছে স্বদেশীসাজ
দেখে সারাদেশ গান্ধীজীবন ভরি
স্বদেশপ্রেমের ত্যাগ-মাহাত্ম্য চলে উচ্চার করি
সহধর্মিনী—কস্তুরবা'র দৃষ্টিতে পরে ঝরি—
মানুষের প্রতি প্রেমময় আলো—সাধিতে দেশের কাজ
স্বামীধর্মকে ধর্মজানিয়া স্বদেশ-সেবার-সাধ ॥

ভারত-জীবন দেখে কল্যানী কস্তুরবা'র প্রাণে
সাগরের জলে উল্লাস যথা পূর্ণিমা-চাঁদ টানে
স্বদেশপ্রেমের জোয়ার বহিয়া যায়
সত্যাগ্রহ-ধর্মপালনে গান্ধীর সাধনায়
যেন উত্তরসাধিকা জেগেছে—আত্মায় আত্মায়
ভারতনারীর শৌর্য-দীপ্তি দৃপ্ত-সাহস আনে—
স্বামীর ধর্ম-পালনে চলেছে তাই স্বামী-সাথ-সাথ ॥

গান্ধীর সাথে সহধর্মিনী পথ চলে অবিরাম
কর্মজীবনে নারীপুরুষের আদর্শ-গুণগ্রাম
সমানাধিকারে কর্ম-স্বাধীনতায়
পুরুষের পাশে নারীর-মুক্তি স্বদেশের সাধনায়
সেবা-বিনম্র-সহ্যশীলতা-প্রদীপ্ত-সুষমায়
সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের পথে সহি উদ্দাম—
ব্রিটিশ-পীড়ন চলে আগে আগে স্বাধীনতা করি সাধ ॥

ভারত দেখিছে—বিশ্ব দেখিছে গান্ধীর আহ্বানে
হাজার হাজার নারী বাহিরিয়া দেশকে সত্য জানে—
সফল করিছে জাতীয় আন্দোলন
পুরুষের চেয়ে ত্যাগ-নিষ্ঠায় সদা অনন্যমন
অভূতপূর্ব ভারতে নারীর দিকে দিকে জাগরণ—
সত্যাগ্রহ-নীতি-আচরণে অহিংসা-সার জানে
হাসিমুখে সহে পুলিসী-শাসন-নিপীড়ন-উন্মাদ ॥

স্বদেশের প্রতি অনুরাগে ডুবি স্বামীর ধর্মপথে
সহধর্মিনী কস্তুরবা'র সহায়তা নানামতে
গান্ধীজীবন উজ্জ্বল করি তুলে
দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ ছাড়ে—স্বামীকে ত নাহি ভুলে
জন্মান্তরে নবীন-শরীরে উমার হৃদয়ে দুলে
অতীত স্মৃতির প্রেমমধুরস—লীলা চলে এ-জগতে
সতী-সাধনায় ভারত-নারীর সব সাধ-আহ্লাদ ॥

কঠোর সাধনা—স্বদেশ-সাধনা হাসিমুখে সাধি চলে
কস্তুরবা'র সম্মুখে শুধু স্বামী-আদর্শ জ্বলে
সব দুখ-সুখ স্বামী করে একাকার
সকল সত্তা স্বদেশের হিতে—ভারতের আত্মার
চেতনায় জাগি দেখিছে জীবন একাত্ম আপনার
স্বামীর ধর্ম—সেই একাত্ম-চেতনায় মনোবলে
কস্তুরবা'র জীবন-চিন্তা স্বদেশের সেবা সাধ ॥

গান্ধীজীবন কস্তুরবা'র প্রাণের আলোকে আলা—
দেখে নারীত্বে পুরুষের মত কর্ম-শক্তি ঢালা
মনুষ্যত্ব আদর্শে জাগরণ
নারীর জীবনে গান্ধী-দৃষ্টি লভি নব-দর্শন—
প্রচার করিছে সম-অধিকারে জাতীয় আন্দোলন
নারীপুরুষের মিলিত শক্তি—পরাধীনতার জ্বালা
বিদূরিতে চাই সমশক্তিতে অধীনতা-উৎপাত ॥

অচিন্তনীয় দৃশ্য ভারতে নরনারী-সমভাবে
সত্যাগ্রহে ঝাঁপ দিতে জাগে—স্বাধীনতা দেশ পাবে
আত্মসুখের থেকে বড় সহা দুখ
গান্ধীমন্ত্রে অমিত-সাহসে দীপ্ত সবার বুক—
অহিংসা পথ—সেই পথে চলা শুধু চলা সম্মুখ—
ব্রিটিশ-শাসন-নির্যাতনের আঘাতেও প্রাণ যাবে—
তবু ফেরা নয় সম্মুখে চলা সহি শত উৎপাত ॥

দুঃখ সহিতে আঘাত সহিতে এসেছে নিমন্ত্রণ—
গান্ধীনেতার আহ্বানে জাগে নারী-পুরুষের মন
ভারত-জীবনে বাজি উঠে রণভেরী
হয় আগুয়ান জনতার প্রাণ স্বাধীনতা আগে হেরি
ব্রিটিশ-শাসন আত্মাধিকার রেখেছে তিমিরে ঘেরি—
তিমিরের পারে আছে স্বাধীনতা—গান্ধীর দর্শন
এনেছে মন্ত্র দেশাত্মবোধে তিমিরে আলোকপাত ॥

গ্রামশিল্পের পুনরুদ্ধারে চরকায় চরকায়
উঠে একি গান স্বাবলম্বন জীবনের ভাবনায়
অর্থনীতিক-স্বরাজের দাবী ঘোষি—
ব্রিটিশ-বণিক-স্বার্থ-আঘাতে প্রতিক্রিয়ায় রোষি
দেখিছে ভারত চরকার বলে সানন্দে পরিতোষি
তাঁতে বুনি চলে খদ্দর আর কি গভীর শ্রদ্ধায়
স্বদেশী-বরণ ব্রত মনে করে শোষণের উৎখাত ॥

অর্থনীতিক-উন্নতি সাথে নৈতিক উঁচুমানে—
গান্ধীর দেওয়া যুদ্ধ-অস্ত্র-স্বদেশী আঘাত হানে
ব্রিটিশ দেখিছে এ-নব উদ্ভাবন
স্বদেশী-শিল্প-গঠন-আঘাত ঘটায় বিস্ফোরণ
ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্পে—ব্রিটিশ ক্রুদ্ধমন
শুনে ভারতের ঘরে ঘরে উঠে চরকার গানে গানে
ব্রিটিশ-শাসন-শোষণের যোগ চরকায় উৎখাত ॥

স্বদেশী-পণ্য উপাদনেই আছে বাঁচিবার পথ—
স্বদেশী-গঠনে স্বদেশী-বরণে জাতির কর্মরথ
জাগিলে ঘুচিবে সকল দৈন্য দুখ
চরকায় তাঁতে আছে মোটাভাত-কাপড় পরার সুখ—
চরকায় সুতা কাটি ঘুচা ওরে অতীতের ভুলচুক
শোষণের বাঁধ ভাসাতে ছুটরে নদীর বন্যাবৎ—
স্বদেশী-গ্রহণে স্বদেশী-শরণে মিটিবে জাতির সাধ ॥

ব্রিটিশ দেখিছে বিস্ময় মানি গান্ধীর চিন্তায়
বিদ্বেষ নাই ব্রিটিশ-বিনাশ ধ্বংসের কামনায়—
আত্মাধিকারে আত্মার দাবী নিয়ে
ইংলণ্ডের মঙ্গলে সদ্‌পরামর্শই দিয়ে
ঘোষিছে ভারতবর্ষের বুকে হিংসায় বিষাইয়ে
ব্রিটিশ-শাসন আনে অঘটন নিপীড়ন-অন্যায়—
স্বাধীন-ভারত-কামনাকে নাশে ঘটায় অধঃপাত ॥

ঘোর যান্ত্রিক-সভ্যতা রূপে দারুণ অকল্যাণ
মানুষের মন দাহনে জ্বালায় সন্ত্রাস লেলিহান—
স্বার্থপরতা-আত্মকেন্দ্রিকতা
মনুষ্যত্ব পীড়িছে দাহনে—দারুণ অস্থিরতা
পৃথিবীতে আসে ঘোর হাহাকার জঘন্য-মলিনতা
সমদর্শিতা-সহানুভূতির দিকে দিকে অবসান
সত্য-নিধনে দানবী-হিংসা ঘটায় আত্মঘাত ॥

গান্ধীর চোখে মানুষের দুখ-আঘাতে দুর্বিসহ—
ভয়ঙ্করের রাজত্বে চলে নিপীড়ন অহরহ
ব্রিটিশ-শাসন ঘনাইছে দুর্দিন
মহিমালুপ্ত—ভারত-জীবন হতাশায় পরিলীন
ভগ্নস্তূপে ভাগ্যের রথ স্তব্ধ প্রগতিহীন—
গান্ধীর বুকে বিবেক প্রেরণা সত্যবার্ত্তাবহ
হিংসার জয়ে অহিংসাবোধে দুর্দিন উৎখাত ॥

অহিংসরণে গান্ধী-কামনা রাষ্ট্রীয়-নৈতিক
কল্যাণময় ভারতবর্ষ শাশ্বত-মানবিক—
আদর্শবোধে বিশ্বমিত্র-প্রাণ
খুঁজে পৃথিবীর হিংস্র-যুদ্ধ—শোষণের অবসান
চরকায় তাঁতে-স্বদেশী-শিল্পে গুঞ্জরে সেই গান—
সত্যাগ্রহে সেহ গান গাহি চলে সেনা নির্ভীক
চির-অনাচার বন্ধ করিতে সদাচারে সদা সাধ ॥

অসহযোগের সে কী-আহ্বান—ঘটে সে কী-অঘটন
সকল কাজের সেরা এক কাজ স্বদেশ সেবায় মন—
গান্ধীর ডাকে দিকে দিকে পড়ে সাড়া
স্বরাজ-কর্মে মন নিবেদন ব্রিটিশ-কর্মছাড়া—
সে-কী জাগরণ স্বদেশের লাগি আত্ম-স্বার্থ-হারা
স্বরাজ-লক্ষ্য সকল চিন্তা কর্মের নিবেদন
সংগঠনের সূত্রে চলিছে চরকাকাটার সাধ ॥

সে-কী উৎসাহ-আত্মার বলে আত্মায় বিশ্বাস
ছাত্রেরা ছাড়ে গোলামী-জীবন-তালিমের অভিলাষ—
ব্যবসায় ছাড়ে উকিল-ব্যারিষ্টার
ব্রিটিশ-শাসন-অসহযোগের দিকে দিকে চীৎকার
নৈতিক বলে বলিয়ান-বোধ ভারতের আত্মার—
অধিকারদাবী-রুখিতে ব্রিটিশ বীভৎস-সন্ত্রাস
জাতীয়-জীবনে পরিবর্তনে ছড়ায় অকস্মাৎ ॥

বল্লভভাই 'বরদৌলী'র অহিংস-অভিযান
সত্যাগ্রহে জাগিয়ে তুলিল জাতির মহান্-প্রাণ—
ক্ষীপ্ত-ব্রিটিশ হয়ে উঠে অস্থির—
সত্যাগ্রহ যথার্থরূপে পথ খুঁজে শান্তির—
হিংসায় জাগে ব্রিটিশ-শক্তি খুঁজি কুট-বুদ্ধির
গুপ্তপথেই দাঙ্গায় মাতে ঘটায় বিবদমান
প্রতিক্রিয়ার পাশব-স্পর্দ্ধা—সত্য নিধনসাধ ॥

শৃঙ্খলিত করিলে দেহকে তবু মহাবলী মন
বশীভূত নয়—আত্মার তেজ-বীর্যে-উদ্দীপন
সমুদ্ভাসিত আত্মার মহিমায়
অত্যাচারী-গর্বস্ফীত প্রচণ্ড অন্যায়
অত্যাচারের লৌহপীড়ন তখন তুচ্ছতায়
বীরের আত্মশক্তিতে জাগে—সত্যে উন্মিলন
আত্মবিকাশে তুচ্ছ করিতে শত্রুর অভিঘাত ॥

সর্বপ্রকার রাজদণ্ডকে বরণেও নাহিভয়
জাতীয় আন্দোলনের অর্থ জনসেবা প্রেমময়—
সত্যের জয়ে গান্ধীর জয় আসে
নিরুপদ্রব-সত্যাগ্রহ-যুদ্ধের অভিলাষে
যত পথ চলা—পরমশান্তি সকল ক্লান্তিনাশে
আদর্শবাদে অন্তরে আরো আলোকে ধারা বয়
সঞ্জীবনীর আস্বাদে আনে জীবনে নবীন-হ্লাদ ॥

যাহা অসত্য জীর্ণশীর্ণ যাহা কিছু ভঙ্গুর
সবভেদ করি ফুটি উঠে শুধু সত্যের অঙ্কুর—
তারই বলে জাগে একটি মহান্ জাতি
সত্যাগ্রহে প্রধাবিত হয় সত্যের বলে মাতি—
সত্য-তুর্য-নিনাদে সুপ্তি টুটিয়া পোহায় রাতি
পথের প্রান্তে দাণ্ডীতীর্থ লক্ষ্যের ঘুচে দূর—
সত্যাদর্শে জাগি উঠে মন—সত্যে দৃষ্টিপাত ॥

গান্ধীশিষ্য জওহরলালের সত্যাগ্রহী-মন
ত্যাগ-ভাস্বর-আদর্শ আনে জনমনে জাগরণ
জীবনমন্ত্র—স্বাধীনতা স্বাধীনতা
উচ্চারি উঠে ভাঙ্গিয়া জড়তা অবসাদ-নীরবতা
যৌবন-জল-তরঙ্গ আনে জলধি-উচ্ছলতা—
গান্ধীশিষ্য কংগ্রেসে করে জীবনকে তর্পণ
সমাজবাদের দিশারী ঘোষিছে মানুষের জয়নাদ ॥

গান্ধী-সাধনা-বৈচিত্র্যের কত ঘাত-প্রতিঘাতে
কত ঘটনার পরিবর্তনে চলে নব নব খাতে—
চির-প্রবাহিনী নদী যেন নানাগতি
প্রবাহে ছুটিছে গান্ধী-সাধনা সেইরূপে পরিণতি
খুঁজে ছুটি বলে সত্যাগ্রহে সত্যকর্মে মতি
গণবিপ্লবে অভিনব পথে অন্তর সদা মাতে
সত্যপ্রেমের জয়যাত্রায় উদয়ে দৃষ্টিপাত ॥

কঠোর তপশ্চারণে মগ্ন অন্তরে উজ্জ্বল—
সত্যাগ্রহ-সত্যাদর্শ সত্যের বলে বল
ক্ষুদ্র একটি আলোক-কণিকা আসি
সহসা আলোক-বন্যা-প্লাবনে জগৎ-তামস নাশি
ছড়াল মুক্তি-মহানন্দের চির-উজ্জ্বল হাসি
গান্ধী-সাধনা ঝড়-ঝঞ্ঝার বেদনায় উচ্ছল
ভারত-জীবনে আনে সত্যের জীবন্ত আহ্লাদ ॥

ভিতরের ঝড় ভিতরেই থাকে অশ্রুফল্গুধারা
বুকের মধ্যে মানবতা-বোধে কেবল আত্মহারা—
বুদ্ধ-খ্রীষ্ট একটি প্রকাশ নিয়া
গান্ধী-জীবনে দেখিছে জনতা উঠিছে উদ্ভাসিয়া—
সত্তর জন অনুসর সাথে চলে জনপথ দিয়া
পৃথিবীর দিকদিগন্তে উঠে আন্দোলনের সাড়া—
তীর্থযাত্রী—স্বাধীন-ভারত-তীর্থে দৃষ্টিপাত ॥

জনপথ যেন মুক্তির পথ—অসত্য-উচ্ছেদে
ধ্বনি-তরঙ্গে উঠে অনাহত আত্ম-সত্যবেদে
অনাদি-শব্দ—মৃত্যু-শঙ্কাহীন
তিমিরের পারে চির-উজ্জ্বল-আনন্দময় দিন—
প্রচণ্ড রাজশক্তি-ব্রিটিশ ধ্বংসেই পরিলীন
অন্ধকারের অতল তলায় মনস্তাপের ক্ষেদে—
সত্যাগ্রহে মন্ত্র কেবল হিংসার উৎখাত ॥

ফাল্গুনদিন তরুরাজি বুকে রক্ত-কেতন উড়ে—
শুষ্ক-উষর গুজরাটভূমি—দূর-বিস্তার জুড়ে
মাথার উপরে উগ্রসূর্য জ্বলে
দীর্ঘতপ্ত-খর-দীপ্তিতে জ্বালাময় পথে চলে
সত্যাগ্রহী বিমলহাস্য-দীপ্তি-উছল-বলে—
আত্মার বলে সবাকার মুখে দৃষ্টি ভাসিছে দূরে
পথের কষ্ট অমৃত-সমান—আত্মায় আহ্লাদ ॥

মুণ্ডিত-শির পলিত-দন্ত—ক্ষীণদেহে দীনবেশে
যষ্টিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে পুরোভাগে চলে হেসে
মহান্‌পুরুষ—যেন মহাকলেবর
আত্মায় নিয়ে আত্মার তেজ অপরূপ-সুন্দর—
ভাস্বর সেই আলোকে আসিছে নতুন যুগান্তর
দানবিকতার হিংস্র-দম্ভ অবসান-উদ্দেশে
প্রজ্বলন্ত নির্ভীকতায় চলে শুধু পদপাত ॥

কবি সরোজিনী নাইডু-কণ্ঠে ভারতের জয়গাথা
জননী-জন্মভূমি-স্বরূপিনী-অনাদি-আত্মামাতা—
উঠে আরতির সঙ্গীত সুরে সুরে
আবেগ-দীপ্ত-তেজ-ভাস্বর জাতীয় জীবন জুড়ে
অসহযোগের সত্যে সকল বাধার আঘাত দূরে
গান্ধীর পথে হয়ে আগুয়ান—কণ্টক-দুখ-পাতা
পথের বিঘ্ন তুচ্ছ করিতে ঘোষি বীর ভেরীনাদ ॥

সারাদেশ দেখে বিস্ময়ে চাহি অগ্নি-তেজস্বিনী
কবি সরোজিনী ব্রিটিশ-শাসন-নাশনে বিদ্রোহিনী
প্রশান্ত চোখে সত্যের জ্যোতিশিখা
উজ্জ্বল করে আলোকিত করি নীলিমায় নীহারিকা—
দূর ভারতেরে কিরণ-প্রপাত ভবিষ্যতের লিখা
আঁখি পরে ধরে—কণ্ঠ ঘোষিছে স্বাধীনতা অনীকিনী
সম্মুখে ওই তিমির-বিদারী সত্যের জ্যোতিপাত ॥

জাতীয় জীবনে গান্ধীনেতার নির্দ্দেশে পথ চলে
গান্ধী-চিন্তা-আলোকে-সাহসে বিঘ্ন-বিপদ দলে
সত্যাগ্রহে প্রাণ অহিংসাময়—
বায়ুপ্রবাহিলে ভূমিরুহ শুধু জলে চঞ্চল হয়
ভূধর অনড়—সত্যের বলে চেতনার হিমালয়
অন্তরে দেখে—ব্রিটিশ-পীড়ন দর্প-ক্ষাত্র বলে
আত্মার বলে সত্যাগ্রহী—দেখে ব্রিটিশের পাত ॥

কবি সরোজিনী দেখে গান্ধীর রাজনীতি-নীতিতেই
সত্যে খুঁজিছে মানব-ঋদ্ধি মানব-কল্যাণেই—
নাই কুটনীতি-মিথ্যা-আলিঙ্গন
সত্যেই শুধু সত্য-রক্ষা—নৈতিক-দর্শন—
সরোজিনী ভাবে বিশ্বে ঘটিছে সত্য-বিবর্তন
মানব-পীড়ন-রাজনৈতিক বুদ্ধিকে অচিরেই
সত্যাগ্রহে বিদূরিয়া খুঁজে নবযুগ সংবাদ ॥

সত্যাগ্রহে গান্ধী-যুদ্ধ চলিছে দিগ্বিজয়ে—
অহিংসাযোগে আসে মানুষের হিংস্র-দম্ভ লয়ে
রামরাজত্ব—হিন্দ্-স্বরাজ্য চেয়ে
গান্ধীযাত্রা চলে অবিরাম সত্যের গানগেয়ে—
যেখানে আত্মা প্রপীড়িত বলে—রক্তধারায় বেয়ে
ছুটিছে হিংসা—সেখানে গান্ধী-সত্যের পরিচয়ে
বলে অহিংসা অস্ত্রে হিংসা কর কর উৎখাত ॥

প্রেম-অহিংসা-সত্য-ধর্ম-চতুর্ব্যূহেই থাকি
গান্ধী চলিছে নবপৃথিবীর সৃষ্টিকে ডাকি ডাকি
আগামী যুগের শান্তির নির্মাণে—
ব্রিটিশ-বিরোধী গান্ধীর রণ পৃথিবীর সবখানে
মানবাত্মার সত্যযুগের বার্তা বহিয়া আনে—
আগামীদিনের শান্তি-সেনারা অহিংসাবাদ হাঁকি
বলিছে গান্ধী-দর্শনে জাগি থামাও আত্মঘাত ॥

গান্ধীযুদ্ধে পৃথিবীর দিক্‌চক্রবালের বুকে
দেখে মিথ্যার পরাজয় ঘটে—মিথ্যা মোহের সুখে
ব্রিটিশ-দম্ভ বিচলিত চঞ্চল—
কবি সরোজিনী দেখে জলনিধি-তরঙ্গ-কোলাহল
ফুলি ফুলি উঠে—মহাবিষধারী ভুজঙ্গ মনোবল
ভাঙ্গি ভাঙ্গি পড়ে—পীড়িতা পৃথিবী ক্ষাত্র-পীড়ন দুখে
ব্যথা-কম্পিত মানুষের দুখে করিছে আর্তনাদ ॥

পশুমানুষের রূপান্তরের সাধনায় জাগি উঠি
গান্ধী দেখিছে হিংসাবসানে অহিংসা আছে ফুটি—
সেখানে শান্তি আত্মারামের রাজ
মানুষ-নিধনে মানুষের নাই রণদুন্দুভি-সাজ
মানুষের বুকে বাজে না কখনো শোষণ-শাসন-বাজ
মনের আকাশে অগাধ নীলিমা আনন্দে পড়ে লুটি
সৌন্দর্যের আনন্দরসে আত্মার আহ্লাদ ॥

সেই রাজত্ব সৃষ্টির লাগি—সত্যাগ্রহ-যাগে
ভারত জেগেছে নবপৃথিবীর রূপায়ণ অনুরাগে—
শত্রুপীড়নে অহিংসা-রণভূমে
হিংসা বিজয়ে প্রেম-মৈত্রীর উৎসব-সুখধূমে
আত্মা-আরামে স্বাধীকারবোধে সত্যের আলো চুমে
গান্ধীনীতির ধর্মক্ষেত্রে কংগ্রেস পুরোভাগে
আলোকের রসে জীবন ফুটায়ে থামাইছে সংঘাত ॥

হিংসা থেকেই হিংসা জনমে প্রাণের থেকেই প্রাণ
জড় পদার্থ শক্তিতে জাগে—শক্তিতে বহমান
সৃষ্টি-প্রবাহ অবিরাম চলে ভাসি
জীবে জীবে ফুটে ফুল রাশি রাশি ধরি মুখে সুধা-হাসি—
হিংসা ত নয় জড় পদার্থ—জমাট হিংসা আসি
আঘাতে আঘাতে বিকার-সৃজনী সন্ত্রাসে বেগবান
ধ্বংসে ধ্বংসে বিচিত্ররূপে সাধি চলে উৎপাত ॥

মাটি থেকে প্রাণ-শক্তিকে করি বক্ষে আকর্ষণ
ক্ষেতে ক্ষেতে হাসি ফসলের মুখে মুগ্ধ-দৃষ্টিমন—
অহিংসা-প্রাণ-শক্তি-উৎস থেকে
সত্যাগ্রহে অহিংসা-বোধে জীবন উঠিলে জেগে
অহিংসাময় শান্তি-স্বর্গে—সত্য-আলোক লেগে
জীবন-চেতনা জাগ্রত হয় সত্যে অনুক্ষণ
সত্যস্বরূপে আসে প্রতিষ্ঠা—আত্মার আহ্লাদ ॥

প্রাণময় এই অহিংসা জানি—গান্ধী-চেতনা ফুটে
পৃথিবীর বুকে অহিংসা-বোধে প্রাণ-আলোড়ন উঠে
হিংস্রতা থেকে হিংস্রতা-অগ্নিতে
অনেক দাহন—গান্ধীজীবন অহিংসা-শক্তিতে
জাগিয়া দেখিছে ভাবী পৃথিবীর সভ্যতা-ঋদ্ধিতে
মানব-আত্মা প্রেমে-মৈত্রীতে আত্মপ্রসারে লুটে
জাগে অহিংসা প্রাণময়-চিতে প্রেম-আলো সম্পাত ॥
সৌর জগৎ আনন্দময়—হয়ে উঠে প্রাণময়
দাণ্ডীর পথে অহিংসা-যোগী পথ চলে নির্ভয়—
পৃথিবীর রূপ ধীরে যেন বদলায়
ব্রিটিশ-শাসন-ক্ষীপ্ত ফুলিছে প্রমত্ত-হিংসায়—
অহিংসা যেথা অহিংসা খুঁজে—হিংস্রতা-স্পর্দ্ধায়
ব্রিটিশ জাগিতে মনে ভয় মানে খুঁজে ফিরে আশ্রয়
ক্ষাত্রদর্পে করিতে আঘাত প্রাণ জাগে উন্মাদ ॥
ভারত-যুদ্ধে দিব্য-অস্ত্র অহিংসা-সন্ধান
সমুখ-যুদ্ধে হিংসাকে করি নিন্দিত হতমান
খুঁজিছে সত্যে নবীন যুগান্তর—
ব্রিটিশ-শাসনে আঘাত হানিছে—সত্যেতে নির্ভর
আত্মশক্তি থামাতে আসুরী বিরূপ-ভয়ঙ্কর—
দম্ভ-বিলাস বিশ্বের মুলীভূত-চেতনায় প্রাণ—
জাগিয়ে জাগায় অহিংসা বুকে জীবনের আস্বাদ ॥
সত্যাগ্রহ-অস্ত্র প্রীতির—এ অস্ত্র সত্যের
আত্মার বলে পশুবল জয়—ক্ষুদ্রকে বৃহতের
প্রকাশে বিজয়—হিংসার গোলামীর
উর্দ্ধে আলোকে মৈত্রী-পূর্ণ মানবতা-ঋদ্ধির
নব যুগোদয়—দাণ্ডীর পথে সেই যুগ-সৃষ্টির
সঙ্গীত উঠে গান্ধী-কণ্ঠে পৃথিবীর মানুষের
শান্তিস্বর্গ স্বাধীন-ভারত-উদয়ে দৃষ্টিপাত ॥

ইতি গান্ধীজীবন মহাকাব্যে আত্ম-সন্দীপনী নামীয় তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

সুখ-দুখ-লাভ-অলাভ-বিজয়-পরাজয় সংবাদ
বিচারণা নয়—যুদ্ধকর্ম সাধনেই মনোসাধ—
যুদ্ধ-সাধন—যুদ্ধধর্ম জ্ঞান
অহিংসাবোধে সত্যাগ্রহ-যজ্ঞ-অনির্বাণ—
পরশাসনের বৈর-আঘাত-পীড়নের অবসান
যজ্ঞমন্ত্র উচ্চারি চলে সম্মুখে পদপাত
বীরাচারে জাগে আন্তর-বোধ দূরি সব অবসাদ ॥

গান্ধী জাগিছে আত্মমগ্ন ধীরতায়-নিশ্চল
মুখমণ্ডলে অপার শান্তি-আলোক সমুজ্জ্বল
যথা অবৃষ্টি নিশ্চল মেঘে মেঘে
তরঙ্গহীন সমুদ্রে যথা প্রশান্তি থাকে জেগে
তেমনি গান্ধী-জীবন জাগিছে শান্তি-পরশ লেগে
আত্মা-নিবাত-অকম্প-দীপ সম জ্বলে সুশীতল
দাণ্ডীপথিক জাতীয় লক্ষ্যে করে সুখে পদপাত ॥

শত্রুকে নয় হিংস্র-হনন—বিজয় বিবেক-বলে
বক্ষ-রুধিরে জয়লিপি লিখি মৃত্যু-বিজয়ে চলে
নীলকণ্ঠের মত করি বিষ পান
পরমযত্নে শত্রুজনের সাধি চলে কল্যাণ
সারা পৃথিবীতে সত্যবলের ঘোষি চির জয়গান
একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর বুকে শক্তি সমুচ্ছলে
বিরাট বাহিনী সত্যের বল করে বলে সম্পাত ॥

গান্ধীর বাণী শান্তির বাণী সত্য-মানসিকতা
ভারত-জীবনে অহিংসা-বোধে আনে নব-মানবতা
গান্ধী-প্রভাবে জাগে জনসাধারণ
বিদেশী-পণ্যে শোষণ-শাসন-পরিচয় দর্শন
স্বদেশী গ্রহণ ব্রিটিশ-পণ্য বর্জন বর্জন—
দিকে দিকে ধ্বনি গান্ধীর জয়—জয় জয় স্বাধীনতা
পরবশ্যতা থেকেই মুক্তি জাতীয় জীবন-সাধ ॥

আসে "সাইমন কমিশন" দেশে কংগ্রেস বয়কট-
আন্দোলনের বিস্তারে আনে দিকে দিকে সংকট
অহিংসাবাদী বিক্ষোভ দর্শনে
বীরোচিতভাবে ব্রিটিশ-আঘাত-বরণে শান্তমনে
সত্যাগ্রহী আগাইয়া যায়—পুলিশের নিপীড়নে
অত্যাচারের তাণ্ডবে জাগে নতুন দৃশ্যপট
অহিংসা-পথে—ব্রিটিশ চালায় সংঘাত উন্মাদ ॥

গান্ধীর চোখে ভবিষ্য-মনে—নীরবতা সমাহিত—
দৃষ্টি-আলোকে নবীন-সৃষ্টি চেতনায় বিকিরিত
আনন্দময় উদার সত্যধ্যান—
হিংসানিঠুর-শ্বাপদ-স্বভাব চেয়ে চির-অবসান
মানবতা-বোধে বিশ্বজীবন করি চলে সন্ধান
মানস-পদ্ম সত্য-আলোকে দলে দলে বিকশিত
সব দুঃসহ-দুখ-সংগ্রাম-পারেই দৃষ্টিপাত ॥

আত্মস্মৃতির বস্তুবিশ্বে সকল চেতনা ভরে
সত্যের পথে আত্মবিকাশ স্মৃতি-লেখা-সাক্ষরে
আঁকে ঘটনার কতই অভিজ্ঞতা—
সত্যের বীজে অঙ্কুরি আনে বিরাট সমগ্রতা
বনস্পতির জীবন-ছন্দে হৃদয়ের আকুলতা
বস্তুতন্ত্র অতীত লোকের রহস্য-জ্যোতি ঝরে—
ভাগবত-বোধ-কম্পিত প্রাণে জাগে শুধু আহ্লাদ ॥

'শ্রবণে'র সেই পিতৃ-মাতৃ-ভক্তির পরিচয়
কিশোর কালের অনুভূতি-সুখ—এখনো জীবনময়
পিতৃভক্ত শ্রবণের ছবিখানি
গভীর হৃদয়ে ফিরে অবিরত শুনায় অমৃত বাণী—
মৃত্যুর ফলে শ্রবণের লাগি বুকে করাঘাত হানি
অসহায়-পিতামাতার কান্না—বেদনার অক্ষয়-
সঙ্গীত হয়ে চির-রোদনের তুলে বুকে সুরনাদ ॥

'হরিশ্চন্দ্র' সত্যপূজারী—কিশোর চিত্ত ভরি
সত্যের তরে ত্যাগ-আদর্শ চির-উজ্জ্বল করি
সর্বত্যাগের সেই জীবন্ত সুখ
সেই অভিনয় স্মৃতির চিত্র আজো ধরে আছে বুক—
স্বর্গ-রাজ্যে বিরাজিত সেই অমৃতপ্রতিম দুখ
সত্যের তরে দুখ আবাহন নেওয়া—সত্যাদর্শ ধরি
সদাজাগ্রত দৃষ্টিতে করে সত্যের আলোপাত ॥

অন্তর হতে অন্তর-তলে ফিরে সদা মহাগান
হরিশ্চন্দ্র—হরিশ্চন্দ্র—মহান্ সত্যবান
সত্যরক্ষা করিবারে একে একে
রাজ্য-বিভব—পত্নী-পুত্র দান করি শেষে দেখে
দাসত্ব ছাড়া আর গতি নাই—সত্যের জয় হেঁকে
শেষে দাসত্ব বরণ করিয়া চণ্ডালে সেবাদান—
দেখে ভগবান—সত্যরক্ষা করিতে সেখানে সাধ ॥

হরিশ্চন্দ্র—হরিশ্চন্দ্র—সত্য-পালন করে
অমাবস্যার নিরন্ধ্রতমঃ সেদিন পৃথিবী-ভরে
মৃতপুত্রকে পত্নী শৈব্যা আনে—
শ্মশানে দাহনে জাগে সত্যের পালনের আহ্বানে
দাহ করিবার কড়ি নাহি দিলে—অগ্নি-দাহন প্রাণে
যদিও পুড়ায়—দাহ না-করার অঙ্গীকারকে ধরে
সত্যমন্ত্র অন্তর ঘোষে সত্যের জয়নাদ ॥

হরিশ্চন্দ্র—হরিশ্চন্দ্র—সত্যের বলে বলী
সেদিন সত্যে—আগুনের মত সূর্যের মত জ্বলি
অমাবস্যার তিমিরকে ভেদ করি
পৃথিবীর বুকে সত্যাচরণে আদর্শ-আলো ভরি
সত্যপূজায় সত্যবাদিতা সত্যের পথ ধরি
পরম বিজয় লাভ করি—রাখে আত্মার অঞ্জলি—
মানব-আত্মা দেখে সে-সত্যে স্বর্গীয় আলোপাত ॥

ঊর্দ্ধের গ্রহ-তারালোক পারে—স্বর্গ যেখানে থাকে
মর্ত্ত্যের বুকে সত্যাদর্শ সে-স্বর্গ ছবি আঁকে—
মনের মানুষ মরমে পাতিয়া কান
শুনে সত্যের বিরামবিহীন সত্য-পরতা গান
আদর্শ সেথা বস্তুবিশ্বে ভাবদেহে দেহবান
চকিতে স্ফূর্তি দিব্যমূর্তি—আলোয় আত্মা জাগে
জীবনকে তুলে উন্নত করি—অন্তরে আহ্লাদ ॥

তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ—চলে রাম-মন্দিরে
শ্রবণে মননে রামরাজ্যেই সকল চেতনা ফিরে
রামায়ণ-কথা বহায় অমৃত-ধারা
পাঠকের সেই কণ্ঠস্বরের ভক্তি আত্মহারা
ললিত-রসের প্রাণ-জাগনিয়া-ডাকে দিত প্রাণ সাড়া
বহু যুগপারে তপোবন-সুখ জীবনকে উঠে ঘিরে
রাম-নাম-গান ঝঙ্কৃত-সুরে জীবনে অমৃত-স্বাদ ॥

ধাত্রী রম্ভা ভূতপ্রেতভীতি তুচ্ছ করিতে বলে
সেই শিশুকালে—ভীতিহীন সেই 'রাম' 'রাম' নামে চলে
অপূর্ব-তেজে মনের উপর ক্রিয়া
বাধা-বিঘ্নের অমোঘ-অস্ত্র মুখে "রাম" নাম নিয়া
দূরীভূত প্রেত আঁধারের ভীতি—মহাবল জাগনিয়া
সেই 'রাম' 'রাম' অমৃত-শব্দে সত্য-আলোক জ্বলে
জীবনে প্রথম ধাত্রী রম্ভা শুনাল মন্ত্রনাদ ॥

সাধু-সন্তের ছড়া-কবিতায় দুলি উঠে অন্তর
মন্ত্রের মত চেতনা-আলোকে হয়ে উঠে ভাস্বর
সত্যাদর্শে ঐ সব নীতিমালা
সংশয় আর অবিশ্বাসের তিমিরকে করে আলা
উপদেশ যেন জীবনের পথে স্নেহ-মমতায় ঢালা
গান্ধি-মানসে ফল্গুর মত অনুভূতি-নির্ঝর
প্রবাহিত করে—নীতি-গান তুলে উল্লাস-সুরনাদ ॥

উঠে সুর-নাদে—"যদি পাও জল পান করিবার লাগি
অন্নদানের ব্রতপালনেতে হও তুমি অনুরাগী
মিষ্টি কথাটি ভাগ্যেতে যদি জুটে
প্রতিদানে যেন নত মস্তক মাটিতেই পড়ে লুটে
কড়ি-দান পেলে সোনার মোহর পরিশোধে হাতে উঠে
জীবন রক্ষা করে যদি কেহ থাকিও সদাই জাগি
পরের লাগিয়া সঁপিতে জীবন—করিতে জীবনপাত ॥

জ্ঞানীজন করে কথায় কার্যে এইরূপ আচরণ
ক্ষুদ্রসেবার প্রতিদানে করে দশগুণ নিবেদন
মহান্ জীবন জানে না আত্মপর
অপকার যদি করে কেহ তবু উপকারে অন্তর
অপকার ভুলি উপকার করি জাগিছে নিরন্তর"
সেবার পথেই সর্বোদয়ের আদর্শ বিকিরণ
গান্ধী-চেতনা সঙ্গীতে করে অমৃতের আস্বাদ ॥

ধর্মচক্ষু অন্তরে ফুটে—সত্যের সংহিতা
গভীর তত্ত্ব-আলোক-দীপ্তি সঞ্চার করে গীতা
মহাসঙ্গীতে বাজি উঠে মহা সুর
চিন্তাধারার স্পর্শ-দোলায় আনন্দ-ভরপুর
সেকি অনুভূতি সীমার মধ্যে অসীমতা-অঙ্কুর
ভাববীজে ফুটে বেদ-বেদান্ত প্রজ্ঞার সঞ্চিতা
গীতামৃতের অমৃত-সাগরে আত্মার আহ্লাদ ॥

সার এড়ুইন আরনল্ড-কৃত 'বুদ্ধচরিত'-কথা
অন্তরে আনে অসীম তৃপ্তি ভেদিয়া পার্থিবতা
অসীমের পথে চেতনার বেগবতী
উর্দ্ধমুখীন আকর্ষণের অন্তবিহীন গতি
টেনে নিয়ে চলে—চরিতার্থতা বিতরে ধর্মমতী
ধর্মচিন্তা বিস্তার করে জীবন-সার্থকতা
নবনির্দ্দেশে জাগে অন্তর ভূমাসুখ-আস্বাদ ॥

বাইবেল পাঠে—ভগবান ঈশা জাগ্রত উপদেশে
ধর্মস্পর্শ করি সেই বাণী পরম হর্ষে ভেসে
জীবন জাগিল—ত্যাগেই ধর্মসার
অহিংসা হলো পরমধর্ম জাগে বোধে আত্মার
চিরসুন্দর সত্যপূজায় দেশে দেশে অবতার
ধর্ম-ঐক্যে অদ্ভূত মায়া-তত্ত্ব সৃজেন এসে—
সেদিন যুবক গান্ধীর চোখে দিব্য-আলোকপাত ॥

হিন্দুধর্ম-শাস্ত্র-সাগরে একি জ্ঞান-আলোড়ন
সকল ধর্মে গভীর ঐক্যে সত্য-নিরঞ্জন
দর্শন করি—সত্যাচরণ করি
চলে উপাসনা সত্যমূর্তি অন্তর-পীঠে বরি—
কোরাণে নবীর মহাবাণী উঠে মোহের তিমির হরি
জিন্দাবস্তা সত্যের পরিস্ফুরণের দর্শন
মিটায় ধর্ম-জিজ্ঞাসা—আনে অমৃতের সুখস্বাদ ॥

রাখি চরিত্রে দৃঢ়সংযম সত্যের নিষ্ঠায়
দৈহিক-সুখ-তৃপ্তি-ত্যাগের অপরূপ সাধনায়
বিলাত-জীবনে অধ্যবসায় নিয়ে
আইন-বৃত্তির বিরচনা চলে—যুক্তি-বিচার দিয়ে
পূর্ব-অন্ধবিশ্বাস-গত মিথ্যাকে উড়াইয়ে
সত্যের পূজা চলে অবিরাম প্রকাশে উজলতায়—
এতকাল যাহা ছায়া হয়ে আছে স্পষ্ট আলোকপাত ॥

জননী-পুতলী বাই-এর নিষ্ঠা-বৈষ্ণব-আচরণে
অতীতে আসেনি শ্রদ্ধা কখনো—মাতৃসঙ্গ মনে
দিয়েছে স্নিগ্ধ-স্নেহের পরশ সুখ—
কিশোর বয়সে আজো মনে ভাসে জেগেছিল কৌতুক
শ্রদ্ধাবিহীন মন্দিরে যাওয়া অদ্ভুত রসে বুক
পূর্ণ হইত—মাতার ভক্তি-সদাচার দর্শনে—
বহুকাল পরে ধর্মদৃষ্টি খুলেছে অকস্মাৎ ॥

বীজের মুক্তি আত্মপ্রকাশে—অঙ্কুরে প্রাণ খুলি
জীবন সেদিন কোন্ রহস্য-আকর্ষণেই দুলি
খুঁজেছে সত্য—চেয়েছে সত্যে জুড়ে
ছায়া-মূর্তির আবরণ ভেদি আলোকে দৃষ্টি পুরে
দেখিতে সত্য—আত্মসত্যে সঙ্গীত সুরে সুরে
অনুভূতি জাগে সত্য-পথিক সত্যে নয়ন তুলি
মানস-তীর্থে যাত্রা তখন সত্য-পূজায় সাধ ॥

কর্মজীবনে ধর্মজীবন—হয়ে গেল একাকার
রাষ্ট্রনীতির নবদর্শনে জাগ্রত আত্মার
নবজাগরণ—সেদিন টলষ্টয়
আদর্শগত নীতির দ্রষ্টা চেয়ে হিংসার লয়
শান্তিপূর্ণ অসহযোগের প্রেমনীতি অক্ষয়
মন্ত্রপ্রচারি শুনাল শক্তি প্রেমের অহিংসার
নতুন দীক্ষা জীবন লভিল—সেকি প্রাণে আহ্লাদ ॥

সত্যাগ্রহ-পথ অনুসরি চলি প্রেমে কল্যাণে
গান্ধী দেখিছে অহিংসাবাদ নতুন সত্য আনে
আত্মত্যাগের বিনম্রতায় ভাসে
বিদ্বেষহীন নিরুপদ্রব-আত্মিক বিশ্বাসে
দেহের উপরে আত্ম-শক্তি বিস্তার অভিলাষে
শুদ্ধ-শান্ত-বুদ্ধ-মুক্ত-শক্তির উপাদানে
অচল অটল আত্মার বল—মিথ্যার উৎখাত ॥

চরকা-তকলী নিয়ে এল বাণী স্বাবলম্বনে বাণী
কুটীর-শিল্প-তাঁতের প্রসারে মনুষ্যত্বে আনি
দীন-মানুষের সকল দীনতা দূর—
দেশের শিল্প ব্যর্থ করেই বিদেশীরা ভরপুর
সুখ-স্বচ্ছল—অভাবে-দৈন্যে বেদনার নিষ্ঠুর
আঘাতে এদিকে দেশের মানুষ শিরে করাঘাত হানি
বলে—গেল গেল—কর্মহীনের কেবল আত্মঘাত ॥

পঙ্গুর মত ভিক্ষাবৃত্তি নহে অবলম্বন
অপরের গলগ্রহ থাকা নয়—আর্তি-উৎসাদন
প্রচেষ্টা হলো আত্মনিষ্ঠা তাই
শ্রম-দাসত্ব স্বাবলম্বনে কোনখানে নাই নাই
মিথ্যার নীচ আশ্রয় হলো পরজীবী-পরঠাঁই—
স্বদেশী-কর্মে স্বদেশী-সমাজে খাদির সংগঠন
জাতীয় জীবনে ঋদ্ধি বিরচি করে আলো সম্পাত ॥

স্বরাজ লাভের সহজ পন্থা—করিবারে ফলবতী
দিকে দিকে তাই চেয়ে খদ্দরে জনতার শুভমতি—
রক্ত-নাচানো গরম বক্তৃতার
আঘাতে কখনো টলিবেনা জানি উদ্ধত সরকার
স্বদেশী-শিল্প গঠনের পথে স্বাদেশিক সম্ভার
বিদেশী পণ্য গুদামে পচালে—পরিণাম সদ্‌গতি
জনতার বুকে অথ-শাসন হয়ে যাবে উৎখাত ॥

সত্য যেখানে বিপজ্জনক—সেখানেও নির্ভয়ে
সত্যনিষ্ঠা পূর্ণ সাহসে চলা জয়ে পরাজয়ে
মিথ্যা যেখানে সুবিধাকে আনি দেয়
মিথ্যার প্রতি ঘৃণা বুকে নিয়ে সত্যকে বুকেতেই
করিয়া লালন—কর্মসাধন সত্যের মরণেই
মিথ্যা মায়ায় আবদ্ধ নয়—স্বার্থের সঞ্চয়ে
সত্যাদর্শে সত্যের পথে নিত্যই পদপাত ॥

রাষ্ট্রচিন্তা পাশববলের প্রতি বীতরাগী মন
অসহযোগের কর্মসূত্রে বিপ্লব-দর্শন—
কর-বন্ধের রাষ্ট্র-আন্দোলনে
বলের সহায়ে রক্ষা করার আবেদন-নিবেদনে
সর্বপ্রকারে রাষ্ট্রের থেকে সহায়তা বর্জনে
স্বরাজ-চিন্তা মনোলোকে আনে জাগরণ আলোড়ন
কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষা কত—এল কত অভিঘাত ॥

জানি মানুষের ব্যক্তিসত্তা উন্নতি-প্রগতির
কারণের মূলে—রাষ্ট্র যেখানে আত্মাকে ব্যক্তির
বিকাশে পীড়িছে—সেখানে সর্বনাশ
আসুরিক-বল উপরে স্বৈর-রাষ্ট্রের বসবাস—
মানবাত্মাকে দমন যেখানে রাষ্ট্রের অভিলাষ
যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে আত্মার শক্তির
স্বভাব-বিকাশ রুদ্ধ নিয়ত—সেথা ঘোর পরমাদ ॥

'গোখেল-তিলক-দাদাভাই'দের স্বদেশ-প্রেমের ডাকে
অন্তর ভরি উদ্দীপনার উদয়-আলোক আঁকে—
সত্যের থেকে স্বাধীনতা বড়ো নয়
এই আদর্শে রাষ্ট্রনীতির ঘটিল সর্বোদয়—
ভূগোলের সীমা মানে না সত্য—সত্য বিশ্বময়
সেই সত্যের সেবার ধর্মে অন্তর জাগি থাকে
হিংসার থেকে সদা স্বতন্ত্র রাষ্টনীতিতে সাধ ॥

হিংস্রশক্তি অশক্তকরি—সত্য শক্তিমান
প্রবলের সাথে অসহযোগেই আত্মার উত্থান
অমঙ্গলের পাপ-প্রতিরোধ করে
দম্ভের কাছে বিনয় দাঁড়ায় শান্তমূর্তি ধরে
ক্রূঢ়-শৌর্যকে নিষ্ক্রিয় করে প্রেমময় অন্তরে
অহিংসা দেয় আত্মিক যুগে জীবনের সন্ধান—
হিংসা আঘাত—বিবেকে কেবল প্রেম আনে প্রতিঘাত ॥

এই সম্বোধি মানুষের প্রতি প্রাণময় ভালবাসা
জাতির সেবার বেদীমূলে খুঁজে ভবিষ্যতের আশা—
'রাসকিন'-আর 'প্লেটোর' দৃষ্টি-আলো
টলষ্টয়ের সত্যাদর্শে মানুষকে বাসি ভালো—
ঘুচিল মনের সকল দ্বন্দ্ব সসীমতা-মোহ কালো
উদয়-সত্য-সূর্য জীবনে প্রেম-আলো-পরকাশা—
আত্মার মহাশান্তিতে ডুবি রোধকরা সংঘাত ॥

মন ছুটে যায় "বুয়র-যুদ্ধে"—স্মৃতির দৃষ্টি জ্বলি
"আর্ত্ত-সহায় বাহিনী"র কাজে নিবেদিত দিনগুলি
ফিরে আসে আর বলে যায় অতীতের
যুদ্ধে ক্লান্ত-আহত-নিহত ব্রিটিশ-সৈন্যদের
সেবা সাধনায়—অগ্নিবর্ষী সে ভীষণ-যুদ্ধের
ভিতরেও চলা—নিজের প্রাণের বিপদের কথা ভুলি
সেবার ক্ষেত্রে ঘুচে জাতি-পাঁতি ভেদের বিসংবাদ ॥

কোন্ প্রতিদান এল পরিণামে—নাহি চাহি প্রতিদান
সেবকের দল সেবার ধর্মে তুচ্ছ জীবন প্রাণ
চলিল সেদিন—তারপর সেবাদল
গঠন করিয়া "জুলুবিদ্রোহে" সেবায় অচঞ্চল
কর্মযাত্রা—রৌদ্রতপ্ত দিনে নাই ফোঁটা জল
পাষাণ-পথেই হেঁটে চলা-ফেরা আর্তকে সেবাদান —
ব্রিটিশ-বাহিনী করেছে সেদিন সেবকের সাধুবাদ ॥

প্লেগ দেখা দিল 'প্রিটোরিয়া' বুকে—নিঃশঙ্ক অন্তর
সেবক-বাহিনী ফিরিল সেদিন লোক-সেবা তৎপর
সেবা-চিকিৎসা মহামারী রোধ করে
আর্তসেবায় শ্বেতকায় আর ভারতীয় অন্তরে
সত্য জাগালো—কেহ দূর নয় মিলিত পরস্পরে
ঘোর দুর্দিনে সত্য হইল কেহ নহে কারো পর
মানবতারূপ পরম সত্যে—নাই কোন সংঘাত ॥

ভারতায় প্রেমে নবশিহরণ হিল্লোলে মন দোলে
প্রেরণা-দীপ্ত সাহসে-বীর্যে আনন্দ-হিল্লোলে
জীবনের দোলে নতুন বৃন্দাবন—
সববন্ধন টুটে ভেঙ্গে যায়—মুক্তির আলোড়ন
দিকে দিকে আনে অসীম-শান্তি আত্মার-জাগরণ
জেলখানা হয় তীর্থস্বরূপ—উচ্ছল কলরোলে
আত্মা ঘোষিছে "আমি যাব জেলে" "মৃত্যুও করি সাধ" ॥

কালাকানুনের উশৃঙ্খল উপদ্রবের ফলে
ভারতীয় নরনারী-অন্তরে আত্ম-চেতনা জ্বলে—
পাপরাক্ষস দমনে আত্মারাম
জাগি জনমনে ঘোষি চলে তাই অহিংস-সংগ্রাম—
শাসক-শক্তি-হিংস্র-দম্ভে যত হয় উদ্দাম
ভারতীয় বুকে শান্তি-সত্য বহি পলে অনুপলে
অখণ্ড-কাল সম্মুখে তুলে বিদ্রোহ প্রতিবাদ ॥

প্রস্তর ভাঙা ঝর্ণা ছুটেছে মুক্তির উৎসবে
গান্ধী দেখিছে কস্তুরবার জাগ্রত-অনুভবে
পতিব্রতার তপশ্চর্যা থেকে
জাতীয়-সত্যে মানবতা-বোধ-ধর্ম উঠেছে জেগে—
প্রাণ কাড়া কথা "আমি যাব জেলে"—হৃদয়-পরশ লেগে
ঘোষিছে আত্মা—"কালাকানুনে"র সন্ত্রাস-ভৈরবে
অহিংসাবাদী যুদ্ধযাত্রা—সত্যের সংবাদ ॥

আন্দোলনের পুরোভাগে আসি সত্যে মহানুভবা
কালাকানুনের যুদ্ধে সেদিন সাহসে কস্তুরবা—
বলে গান্ধীকে—"আমিও যাইতে চাই"
দেখে পাশে-আসে দশজন নারী—ভীতি-আতংক নাই
দুজনের কোলে দুধ-খাওয়া শিশু—ঘরের সুখের ঠাঁই
ভেঙেছে যেখানে—ব্রিটিশের চোখে ফুটিছে রক্তজবা
হিংস্রতা নিয়ে—সেখানে জেগেছে বিদ্রোহে সংঘাত ॥

"জেলের কষ্ট" কস্তুরবাকে চলেছে গান্ধী কহি—
"আদালতে যদি কাঁপ ভয়ে তুমি—অত্যাচারকে সহি
খাদ্যাভাবে—রাত্রি-নিদ্রাহীন
যাঁতা পেশাইতে খাটাবে কেবল জানিও রাত্রিদিন—
সহিতে পারিবে—আঘাতে আঘাতে মনোবল করি লীন
চাহিবে শাসক পীড়নে দমন—জঠরাগ্নিতে দহি
রাতদিন জ্বালা সহিতে হইবে—শুনিবেনা প্রতিবাদ ॥"

"সকলের সাথে আমার দুঃখ হইবে অমৃতময়
সবার দুঃখে আমার সকল আর্তির হবে ক্ষয়
আমি যাব—আমি কলাকানুনের রণে
দুঃখ সহিব তোমার সঙ্গে মৃত্যু-আলিঙ্গনে—"
গান্ধী শুনিয়া মুগ্ধ-হৃদয়—সমুখে শান্ত মনে
এক প্রার্থনা উচ্চার করে—"ভয় নয় দুখ নয়"
'জেনে যাব আমি'—কস্তুরবার কণ্ঠের বীরনাদ ॥

'অপরিগ্রহ' 'সমভাব' বাণী—গুঞ্জরে সুরে সুরে
অন্তর যেন ভাব-চেতনায় ফিরে দূর থেকে দূরে—
ভোগ-আকাঙ্খা সঞ্চয়ে নাহি মন
সত্যের-বোধে সকল চিন্তা করে শুধু বিচরণ
'জীবনবীমা'র কথা মনে করি—মনে হলো প্রয়োজন
নাই সঞ্চয়ে—ভগবানে আসে নির্ভর মন জুড়ে
মন গেয়ে উঠে জীবনে পূর্ণ হোক ঈশ্বর-সাধ ॥

গান্ধীজীবন নবদর্শনে বিকশিত হতে থাকে—
অতীত স্মৃতির নানান ঘটনা স্মৃতিলোকে ছবি আঁকে—
কস্তুরবাও সেদিন স্বামীর সাথে
সমধর্মের চেতনায় জাগে—সত্যাগ্রহে মাতে
"ট্রান্সভালে" সেই আইন অমান্যে শান্ত-দৃষ্টিপাতে
বে-আইনি-জুলুমে জেল ভোগ করে—দীপ্ত সাহসে হাঁকে
ভারতীয়দের অধিকার কাড়া আইনটির প্রতিবাদ ॥

চোখে ভাসি উঠে "ভালিয়ামা" এল জ্বর নিয়ে জেল থেকে
কংকাল সার সেই দেহখানি—বিস্মিত মন দেখে
সত্যাগ্রহী মেয়েদের দিকে চেয়ে
মনে হতে থাকে কংকাল শুধু আছে চামড়ায় ছেয়ে
অনাহার আর অত্যাচারেই সকল রক্ত খেয়ে
ভ্যাম্পার পাখী পথিকে ছেড়েছে—নব ইতিহাস লেখে
অসহযোগের যুদ্ধযাত্রা ন্যায়-প্রতিষ্ঠা সাধ ॥

মরণের আগে 'ভালিয়ামা' বলে "আমি যেতে চাই জেলে
মরি যদি তবে দেশের জন্য মরিব"—নয়ন মেলে
প্রাণের আলোক ছড়ায়ে মরণ-বুকে
ঢলিয়া পড়িল—গান্ধী দেখিছে অপার্থিবতা-সুখে
দেশের জন্য মরণ বরণ—বিদ্রূপে কৌতুকে
ঘোষিছে মৃত্যু বিজয়ে আত্মা কারা-দুখ অবহেলে
সত্যাগ্রহে সত্যচেতনা করে তমঃ-উৎখাত ॥

কস্তুরবাও হাসিমুখে বলে জেল সুপারের কথা—
হৃদয়বিহীন অত্যাচারেই লভি চরিতার্থতা
শাসনে আষ্টে-পৃষ্টে পীড়ন করি
খাওতার সময় জঘন্য কত খাদ্য দিয়েছে ধরি—
মুখে তুলা দায় দেখে বমি আসে জঠর ঘৃণায় ভরি
সুপারে বলিলে বলে—"খুসিমত খাওয়ার জায়গা তথা
হোটেল নামই পরিচিত" বলে করিত ব্যঙ্গাঘাত ॥

গান্ধী ঘোষণা "কারার দুঃখ-জয়ে পরাজিত কারা
শাসক যখন আত্মাকে বাঁধে আত্মা তখন ছাড়া—
পরাধীনতার শৃঙ্খল চুরমার
করিতে সত্যে আত্মা জাগিলে সব শৃঙ্খল-ভার
ছিন্নভিন্ন হয়ে অবসান ঘটায় অত্যাচার—
শুধু নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ-বলে চাই আত্মার সাড়া
অহিংসাময় প্রতিবাদ ঘোষি হিংসার প্রতিবাদ ॥

গান্ধী-সমুখে বিস্ময়ে দেখে কারার দুয়ারে আসি—
'জাগরণী' এল জেলের বাইরে—স্নিগ্ধ-শান্ত হাসি
জেলের কষ্ট কষ্টই মোটে নয়
চলনশক্তি রহিত বুঝিবা তবু মন নির্ভয়—
জাগরণী দেখে চটের প্যান্টে চটে জামা দেহময়
গান্ধী দাঁড়িয়ে শান্ত-সৌম্য আলোকে সমুদ্ভাসি
আত্মায় করে আত্মা-আরাম আহ্লাদ আস্বাদ ॥

গান্ধী-দাঁড়ায়ে ঠেলাগাড়ী নিয়ে সৌম্য-দৃষ্টি মেলে
ঠেলাগাড়ীতেই বিছানাও পাতা কারার বাইরে এলে
গান্ধী সবারে আশ্রমে নিয়ে চলে
ক্লান্তিবিহীন আড়াই মাইলের পথশ্রমকে দলে—
সত্যসেবক গান্ধীর চোখে স্নেহের আলোক জ্বলে
সত্যাগ্রহী পূজা যেন চলে ঠেলাগাড়ী ঠেলে ঠেলে
জাগরণী দেখে গান্ধীর বুকে আর্ত সেবার সাধ ॥
অন্তর্লোকে সংগ্রামী এক—চেতনা-শান্তিবাদী
প্রবাহিত করে অনন্ত পানে সত্যের কলনাদী
উর্মি ভঙ্গে নানান দৃশ্য ভাসে
অতীতের থেকে ভবিষ্যতের পানে ছুটে উল্লাসে
আত্মার চলে জ্যোতির্যাত্রা সত্যের অভিলাষে
সকল তিমির-দ্বন্দ্ব পেরিয়ে—হিংসার ঘোর-আঁধি
পার হয়ে গতি—আনে আত্মায় আত্মার আহ্লাদ ॥
আইন-সম্মত নরহত্যায় বুয়র জুলুতে আর
ইউরোপে গত মহাযুদ্ধেতে নিদারুণ হিংসার
রক্তক্ষুধায় অহিংসা বা'ন চাল—
দেখে চোখে সেই রক্ত-আহবে সাহায্যে যাপি কাল
সত্যে বিবেক-হয়নি সেদিন চঞ্চল উত্তাল
মহাসত্যের আহ্বানে সেই পরম জিজ্ঞাসার
উত্তর শুনি গভীর হৃদয়ে রাজার সেবার সাধ ॥
রাজার সেবায়—সত্য হয়েছে স্বরাজের কামনায়
সাম্রাজ্যের সহযোগিতায় 'কাপুরুষ' অভিধায়
ভারতবাসীর কলংক বিমোচন
অস্ত্রচালনা শিক্ষার পথে বীরত্ব জাগরণ—
সাম্রাজ্যের পতনে স্বরাজ-সাধের নিরঞ্জন—
তাই ভারতের ব্রিটিশ ঐক্যে বিবেক-মানবতায়
সাম্রাজ্যের প্রীতিবন্ধনে লক্ষ্য দূরিতে বাদ ॥

ব্রিটিশের ধনমান রক্ষায় স্বার্থ চেতনাহীন
প্রেমে-ত্যাগ-বোধে দাড়াল সহায়ে দেখি ঘোর দুর্দিন
শত্রু-ভাবনা নাই ভারতের বুকে
মানবতা-বোধে দাঁড়াল ভারত ব্রিটিশের মনোদুখে
সান্ত্বনা দিতে সহায়ে সাহসে চলিল পরম সুখে
সত্য এবং অহিংসা সেই সেবা-আদর্শে লীন
অতীতদিনের চণ্ডমূর্তি তুলে নাই সংঘাত ॥

রাশিচক্রেতে গ্রহগণ যথা ঐক্য-আকর্ষণে
সৃষ্টিলীলার মহারহস্যে সত্য-সংবচনে—
প্রতিকর্মের সূত্রে তেমনি বাঁধি
মানুষ চলেছে—জীবনেতিহাসে সকল কর্মসাধি
বিচ্ছেদহীন সুরঐক্যেই সময়ের কলনাদী
ঘটনা পরম্পরায় তুলিছে নিয়ত বিবর্তনে—
প্রগতিমুখর স্রোত-উচ্ছল তরঙ্গ কলনাদ ॥

তাই দেশকাল নিমিত্তে জাগে সত্য চিরন্তন
মানবাত্মার প্রেমময়রূপ—মৈত্রী-উজ্জীবন—
বলের প্রয়োগে দূরীভূত করা পাপ
হিংসার ফলে হিংসা জ্বালায় জীবনে মনস্তাপ
পাপ বিদূরিতে অহিংসা-বোধে সত্যের বুকে ঝাঁপ
দিলে তাই ঘটে সত্য-জীবনে দৃষ্টি-উন্মীলন
পাপ-সঙ্গের ত্যাগেই পাপের প্রতিরোধ-উৎখাত ॥

অসহযোগের আদর্শবাদে শুদ্ধি-অনুষ্ঠান
মানবতা-বোধে দেশপ্রেমে আর ধর্মমিলনে টান
জাগায় সত্যে মানুষের আত্মায়
শ্রেণীর সমন্বয়ের আলোকে—যেথা যত অন্যায়
সাম্প্রদায়িক-সামাজিক-নীতি অবিচার স্পর্দ্ধায়—
দণ্ডী যেখানে—যেখানে মানব-মৈত্রীর মহাগান
মানুষে মানুষে সব বিভেদের উৎপাত উৎখাত ॥

সাম্প্রদায়িক-স্বার্থবাদের মোহঘোর-সংগ্রামে
ধর্মগোঁড়ার দলরাজত্বে দ্বন্দ্ব কভু না থামে—
রাজনৈতিক-আকাশে-আলোকহীন
তারকার দল—ইতিহাসে তাই বিস্মৃতি-পরিলীন
মনুষ্যত্ব—সত্যে প্রেমে করিতে সম্মুখীন
চাই মানবতা-সম্বোধি-জ্ঞান পূর্ণ মনস্কামে
দেশের শত্রু—স্বার্থ-বিলাসে মিটায় জীবন সাধ ॥

গ্রামসেবা সে যে মানুষের সেবা জাতীয় বিদ্যালয়ে
জাতির-চিত্ত জাগ্রত হলে সংস্কৃতি পরিচয়ে—
পররাষ্ট্রের ঘটাইয়া পরাভব
জাতীয় জীবনে নিরুপদ্রব—অহিংস-বিপ্লব
দেশভাবনায় ঐক্য-মানসে স্বরাজের গৌরব
অহিংসাময় বিবেকের বলে হিংসার বল জয়ে
নিরুপদ্রবে সাধি আদর্শ দূর করে সংঘাত ॥

অন্তর হতে অন্তর্লোকে জাগে কোন্ সন্ন্যাসী
উদাসী প্রাণের অনুরাগে শুধু সত্যকে ভালবাসি
মানুষের দুখে অনন্ত ক্রন্দন
জ্বালায় জ্বলিছে চোখের অশ্রু করি চলে বিমোচন
দুখী-জগতের আন্তর-দুখ-জান্তব-নিপীড়ন
জীবনে বহিছে ব্যথার প্রবাহে আগ্নেয় জ্বালারাশি
চেতনায় তুলে আর্তি-মোচনে শুধু অবিরাম সাধ ॥

ব্রিটিশ-বন্দীশালার প্রাচীর ডিঙিয়ে দৃষ্টি চলে—
দূরে দেখা যায় সত্য-প্রেমের কল্যাণ আলো-জ্বলে—
কতকাল কাটে—ব্রিটিশ অত্যাচারে
সত্য-সাধনা উদ্দীপনায় আত্মারে বারে বারে
জাগাইয়া দেয়—মানব-আত্মা স্বরাজের অধিকারে
পশুশক্তির বিজয়ে জাগিছে সত্যাগ্রহ বলে—
যন্ত্রকে নিয়ে চলে যন্ত্রীর কত-সাধ-আহ্লাদ ॥

মায়ের জীবনে উপবাস ব্রত—স্মৃতি তুলে সুখে ভরি—
সেই হাসি মুখে আত্মশান্তি স্বর্গীয় আলো করি
অপরূপ রূপে ফুটাতো হাসির আলো
সেই সুধাময় হাসি-আনন্দ বড়ই লাগিত ভালো—
মনে হতো যেন আত্মায় ঘুচে গেছে সব মোহ-কালো
সেই আত্মিক-অস্ত্রবলেই সত্যকে অনুসরি
তাই চলে পাপ-মিথ্যা-মোহের উৎপাত উৎখাত ॥

ভারতের থেকে ব্রিটিশ তাড়ানো স্বপ্নের জাগরণে
কিবা আস্বাদ—জেগেছিল সাধ মাংসের ভক্ষণে
সাহসী হইতে—শরীরকে বলশালী
করি দৈহিক-বিক্রমে শেষে বীর্য-অনল জ্বালি
যুদ্ধে ব্রিটিশ হারানো বলেই—বুকে সেই সাধ খালি
মাংস আহারে জাগালো লিপ সা সে-স্বাদ-আকর্ষণে
গোপন চলিল আহারে নিয়ত গ্রহণ মাংস-স্বাদ ॥

মাংসখাওয়ার সখে খাওয়া নয়—সাহসী ও বলবান
হয়েই ব্রিটিশে হারিয়ে দেশকে স্বাধীনতা অভিযান
সফলিতে চাই স্বাস্থ্য শরীরে বলে—
চোখের উপরে সাদা-সাহাবেরা চণ্ডমূর্তি চলে—
দেশের রাজাকে মন্ত্রীকে আর জনতাকে চলে দলে
ঘুচাতে হবেই দেহশক্তিতে জাতির অসম্মান
দেহের শক্তি—শ্রেষ্ঠ শক্তি ঘোসি চলে জয়নাদ ॥

"ক্ষুধা নাই" আর "হজম হয়নি"—মাতা খেতে ডাকলেই
সেই মিছা কথা বার বার বলা আজো আছে স্মরণেই
সেই মিছা কথা অন্তরে অন্তরে
অসত্য পথ অনুসরণের জ্বালায় দগ্ধ করে—
বঞ্চনাকর ঘটনা আঘাত সারা অনুভূতি ভরে—
এই কারসাজি পিতাকে মাতাকে ঠকানোর আঘাতেই
সত্যে বিবেক ঘোষিল—একাজ জঘন্য পরমাদ ॥

সত্যের পথে এল জাগরণ—মিথ্যার হীনতার
দাসত্ব থেকে সত্যের পথে বল জাগে আত্মার—
সক্রেটিসের মরণ-আলিঙ্গন
নিয়ে এল বুকে হৃদয়-গভীরে জ্ঞানময়-দর্শন
জীবন মৃত্যু ভেদহীন—শুধু দেহ পরিবর্তন
বিষ পান করে আত্মদৃষ্টি সুখেই নির্বিকার
নদীর এপার ওপারে যেমন নাই কোন ভেদবাদ ॥

স্মৃতি-সুরভিত ফুলগুলি ফুটে অতীতের সুষমায়
কতনা প্রভাত স্নিগ্ধ-আলোয় পূর্ণিমা-জ্যোৎস্নায়
অতীতের সেই দিনগুলি উঠে জেগে
মেঘলা হাওয়ার আবেগে আবেগে আষাঢ়ের মেঘে মেঘে
আকাশ-গঙ্গা তরঙ্গ যেন ঝড়ের বাতাস লেগে
প্রবাহে ঝরিছে বৃষ্টির মত—স্মরণের ভাবনায়
ফেলে আসা দিন গান গেয়ে উঠে দিকে দিকে সুরনাদ ॥

ব্রিটিশ শাসনে ভারত প্রতিমা শ্মশানে দাঁড়াল এসে
চোখের উপরে ইতিহাস চলে ছায়াছবি হয়ে ভেসে—
ভাসানে ভারত প্রতিমাকে নিয়ে চলে
ব্রিটিশ-শাসন—জননী ভাসিছে নিয়ত চোখের জলে
খাদ্য-খাদক-বধ্য ও ব্যাধ জাগিছে হিংস্র বনে—
গান্ধী-আত্মা দেখিছে অতীত—দুর্দিন পরিবেশে
খুঁজিছে আলোক—ভারত-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা মনোসাধ ॥

মৃত্যুর রূপেজীবনেতে এল অনেক নির্যাতনে
কত অপমানে চরম আঘাতে গান্ধী-উৎসাদনে
কতবার তাই মৃত্যুর মুখোমুখী
হয়েছে জীবন—সত্যসাধন অমৃত-সিদ্ধি-সুখী
আত্মা-জীবনে ধরিল মূর্তি—মরণ হয়েছে দুখী
অহিংসা রূপ মৃত্যুঞ্জয়ী—হিংস্র-আক্রমণে
নতুন জীবন তিমির-বিদারী উদয়ে দৃষ্টিপাত ॥

অন্তরতর সত্য-প্রজ্ঞা—জীবনাদর্শ-মূলে
চির-অখণ্ড-চিরন্তনের সত্য আলোকে তুলে
সকল চিন্তা—যোদ্ধা গান্ধী তাই
উচ্চার করে সত্যের পথে—শুনহে মানুষ ভাই
অমর-জীবন—হিংসার পথে জয় নাই জয় নাই
প্রাণ-জগতের বেদনা ছুটিছে সত্য জগৎ-কূলে
সত্যাগ্রহে অহিংসা করে মিথ্যাকে উৎখাত ॥

জীবন-দৃষ্টি সত্যাগ্রহে—সত্য হইয়া উঠে
মৃত্যুদণ্ড যদি পথে আসে অতীত-আত্মা ফুটে
সত্যের বলে বলিয়ান মহীয়ান
জীবন-মৃত্যু রয়েছে যখন কাল-গতি-বহমান
আছে আনন্দ-আঘাত-বেদনা কার্যকারণ-জ্ঞান—
তখন সত্যে সত্যেই দেখি অদ্বয় হয়ে লুটে
অসত্য-ভেদী তাইত জীবন খুঁজিছে অমৃত-স্বাদ ॥

করুণা শীতল-পরম সত্য—প্রজ্ঞার তরবারী
সেই সত্যেই নিষ্ক্রিয় করি মিথ্যা-অস্ত্রধারী-
আসুরী-দম্ভ—অকরুণ-হিংসাকে
জড়ায়ে মানুষ আত্মঘাতনে মাতিছে কুম্ভীপাকে
ক্ষমতার মোহে মানুষের বুকে পাথর চাপাতে থাকে
ইতিহাসে তাই পরাধীন জাতি ফেলে চলে আঁখিবারি
স্বাধিকার বলে চলিতে জীবনে ব্যর্থ সকল সাধ ॥

সাম্রাজ্যের অগ্নিকাণ্ড—স্বরাজ আন্দোলনে
দেখি জাগি উঠে রুদ্র-ব্রিটিশ-আতঙ্কে গর্জনে
অগ্নিকুণ্ডে উত্তাল অভিশাপ—
অহিংসা আর সত্যের বলে ঘুচাতে সকল পাপ
সব মানুষের চেতনায় জাগা সব দুখ-সন্তাপ
লেলিহান-শিখা উর্দ্ধমুখীন মানবতা-আলোড়নে—
ব্রিটিশ তখন ভারতে চালায় প্রচণ্ড উৎপাত ॥

অগ্নিকুণ্ডে ব্রিটিশে জ্বালানো পাপ বলে শুধু জানি
অহিংসা আর সত্যের পথে শুনি অন্তর-বাণী
তাই চলে সদা অগ্নিশুদ্ধিতেই
সত্যাগ্রহী-যুদ্ধ কাণ্ড সত্যের বরণেই
অসহযোগের নিক্রিয়তায় আত্মার স্বরাজেই
আত্মরাজ্য ভারত-চলিছে হিংসাকে নির্বাণি
বিভ্রান্তি-ঢাকা-ব্রিটিশ-মানসে অহিংসা আভঘাত ॥

ব্রিটিশ-শাসন প্রতিপদে মাতে হিংসার অভিযানে
জানেনা এখনো অহিংসা-বল-হিংসা-দম্ভ হানে—
দাণ্ডীর পথে সত্যের যাত্রায়
আইনঅমান্য আন্দোলনের অহিংসা-ঘোষণায়
উঠে উদাত্ত প্রাণ-সঙ্গীত—অসত্য-অন্যায়
উৎসাদনেই আসে আত্মার জয় কালে সবখানে
শোষিত শাসিত জন-আত্মার উঠিছে তূর্যনাদ ॥

সত্য-অগ্নি প্রজ্বলিত—মিথ্যা ধূম্রজাল
বিদূরিত করি সম্মুখে জাগে ভাস্বর মহাকাল—
হিংস্র-যুদ্ধ মানুষের ইতিহাসে
প্রবলে করেছে প্রবল নিয়ত—আত্মার বিশ্বাসে
এবার প্রবল সত্যাগ্রহী—দৃষ্টি-অসীমে ভাসে
অস্ত্রধারীর অস্ত্র স্তব্ধ—ধারহীন খরবাল
সত্যের বলে ধর্মবিজয়—মিথ্যার উৎখাত ॥

অন্যায় পথে প্রতিরোধ করি কোনকালে অন্যায়
রচেছে আপন-প্রতিষ্ঠা ঠাঁই—ধ্বংসের বন্যায়
ভাসে অন্যায়—সত্যের বিরোধিতা
মহাকালবুকে অনাহত সুরে ধ্বনিত সত্যগীতা
মিথ্যা দম্ভ তাই চিরকাল সাজায় আপন চিতা
মানবতাহীন ন্যায়-নীতিহীন পাশব মত্ততায়
অস্ত্রঘাতের বিনিময়ে আসে নিয়ত অস্ত্রাঘাত ॥

সত্য অস্ত্র হিংসাকে করে অভিঘাতে নির্ম্মূল
এই বিপ্লব-তিমির হানিতে আলোকের সমতুল—
অন্যায় করা অনুচিত যেইখানে
অন্যায় নিয়ে দাঁড়ায় মানুষ কিসের সত্যজ্ঞানে
সত্যপ্রেমের চির-ভাস্বর-অহিংস-রূপধ্যানে
বিজয় যাত্রা—অন্যায় আর হিংসার যত ভুল
বিদূরিত করি জগতে করিতে শান্তির আলোপাত ॥

সত্যাদর্শে বরিতে মৃত্যু ভয় নাই ভয় নাই—
সত্যাগ্রহে অমর-জীবন জানিও মানুষ ভাই
সারাটি জীবন অনেক অত্যাচার
গুরুতররূপে কতই প্রহার—রাষ্ট্রীয় যাতনার
কতই চিহ্ন দণ্ড-দণ্ডী দুই জানি হিংসার—
সত্যের বলে অহিংসা-বোধে আত্মাকে খোঁজ তাই
পীড়ন এনেছে আরো জাগরণ সত্যে অমৃত-স্বাদ ॥

বিরুদ্ধবাদী দৈত্যের মত সমুখে প্রাচীর তুলি
রুদ্রচণ্ড দৃষ্টিতে চাহে—ভূমিকম্পেতে দুলি
উঠিছে পৃথিবী—তবু জানি নাহি ভয়
সত্যের বলে প্রচণ্ড বাধা দলি চলা নির্ভয়
সকল বাধার ঊর্দ্ধে জাগিছে সত্য জ্যোতির্ময়—
তরবারি-হাতে জাগিছে যাহারা অহিংসা-বোধে ভুলি
জানি তরবারী নামাবে ঘোষিবে সত্যের জয়নাদ ॥

ক্ষমা-করুণায় মানবিকতায় অহিংস-বিপ্লব
থামিয়ে জগতে হিংস্রতাময় আসুরী-উপদ্রব
আনে সমাজের নতুন রূপান্তর
মানব-প্রগতি-ইতিহাসে জাগে মানুষের অন্তর
একটি সত্যে মানব-ঐক্যে মিলিছে পরস্পর
শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র-জীবনে থামাতে হিংস্র-রব
অহিংস এই বিপ্লবে ঘটে শোষণের উৎখাত ॥

রুধির-নদীর প্রবাহের তীরে স্বৈর-অহংকারে
ব্রিটিশ চাহিছে আত্মাধিকারে বিস্তারে আপনারে
মদভরে তাই রণমদে মাতামাতি
পদতলে দলে স্বাধীনতাকামী পৃথিবীর কত জাতি—
সাম্রাজ্যের ইতিহাসে লেখা কুটনীতি-জাল পাতি
অভিযান চলে হিংস্র শ্বাপদ-সুখে প্রাণ-সংহারে
মোহান্ধতায় পাশবিকতায় মুখর আর্তনাদ ॥

সত্যাগ্রহ-দিব্য-অস্ত্র—সেনাপতি গান্ধীর
দৃষ্টিতে জ্বলে প্রেমের আলোক অহিংসা-সৃষ্টির
দিকে দিকে হাসি কুসুমিত মাধুরীতে
রুধির-প্রবাহ রুদ্ধ হয়েছে—অনাবিল শান্তিতে
রাম-রাজত্ব—নতুন উদয়-আনন্দ পৃথিবীতে—
ব্রিটিশ দেখিছে সাম্রাজ্যের গতি-স্রোত-প্রগতির
রুদ্ধ করিতে সত্যাগ্রহ-ক্ষমতার উৎপাত ॥

অত্যাচারীর শাণিত কৃপাণ হিংসায় ক্ষুরধার
ইতিহাসে লেখে শোষণে শাসনে ক্ষত্রিয় স্পর্দ্ধার
দম্ভ-বিলাস—অহিংসা বারে বারে
হিংসা-ফেনিল-রক্ত-প্রবাহে দারুণ অত্যাচারে
ব্যর্থ হয়েছে—মানব-আত্মা অধীনতা-কারাগারে
ঝরে হাহাকারে অবিচারময় আঘাত-যন্ত্রণার—
আকাশে উঠিছে বাতাসে শিহরি করুণ আর্ত্তনাদ ॥

সত্যের বুকে পেয়েছে জানিতে—অহিংসা মনোময়
জীবন করেছে মৃত্যুঞ্জয়ী—মরণেতে নাই ভয়
সত্যাগ্রহে অগ্নিশুদ্ধি করি
আত্মসত্যে দিব্য-অস্ত্র-অহিংসা বুকে ভরি
চলে সম্মুখে—ঘোর সংগ্রামে বেঁচে থাকি আর মরি
স্বদেশ-মন্ত্রে বিশ্ব-মন্ত্র—স্বরাজের জয় জয়
চলে সম্মুখে সত্যাগ্রহে ঘোষি জয় ভেরীনাদ ॥

ইতি গান্ধীজীবন মহাকাব্যে স্মৃতি-উন্মিলনী নামীয় চতুর্থ সর্গ ॥

ইতিহাসে উঠে ঝটিকাবর্ত গতিবেগে সংঘাত
অগ্নিগর্ভ-কৃষ্ণ-নীরদে নিনাদে বজ্রনাদ—
মহাবিচারের দিন এল দিন এল
ব্রিটিশ ত্রস্ত—সাম্রাজ্যই ভেঙ্গে বুঝি পড়ি গেল
অসহযোগের বিপ্লব-মেঘে সকলি আগুন ভেল
অহিংসাময় অগ্নি-দাহনে শাসনের উৎখাত—
হিংস্রশক্তি দেখে রাষ্ট্রীয়-বিরোধিতা-অপরাধ ॥

সারা ভারতের জন-জীবনের প্রচণ্ড-শক্তিতে
অসহযোগের গণ-বিক্ষোভে শান্ত-সংহতিতে
ব্রিটিশ-দুর্গে আশঙ্কা বিস্তারি
দুরন্তবেগে সম্মুখে চলে—স্তব্ধ শস্ত্রধারী—
স্বরাজের সেনা চলে দলে দলে হাতে নাই তরবারী
তরবারী সাথে তরবারী রণে চিরকাল সৃষ্টিতে
একি অভিযান শান্তিপূর্ণ-সত্যাগ্রহে সাধ ॥

ভয়ার্ত-মন ব্রিটিশ তখন—রুদ্র-চণ্ড-বেগে
ধমনিতে জ্বলে অগ্নি-দাহন মরণ কামরে রেগে
ছুটে ফণীধর তুলি ফণা দংশনে
শাসনে পীড়নে কারাগারে ঠেলি স্বেচ্ছাসেবকগণে
আমলাতন্ত্র উন্মাদ হলো সাম্রাজ্য রক্ষণে—
হাজারে হাজারে গ্রেপতার হয়—হাজার হাজার জেলে
আন্দোলনের প্রাণশক্তিকে করিছে প্রাণোন্মাদ ॥

নেতৃবৃন্দে রাখি কারাগারে—চণ্ডনীতির জোড়ে
জবরদস্তি বে-আইনি-আইনে বাঁধে শৃঙ্খল-ডোরে
সারাদেশে তুলি শাসন-সংরক্ষণ-
নীতির প্রাচীর—গান্ধী বিচারে আরম্ভ আয়োজন
জন-মানসের এই বিগ্রহ স্পন্দিত জনমন
করি চলে পথ—ঐন্দ্রজালিক রাখি যেন মোহ-ঘোরে
নাচায় কাঁদায় বিপুল জনতা—তুলে ঘাত-প্রতিঘাত ॥

দেশময় শুধু স্পন্দিত হয়—স্বরাজ-উন্মাদনা
শান্তিপূর্ণ অসহযোগের নাহিক উত্তেজনা—
ব্রিটিশ-গুপ্ত-চক্র হিংসা কাজে
শান্তির বুকে সর্বনাশের ঘণ্টা বুঝিবা বাজে
জনতার মাঝে ছদ্মবেশেই নানান বর্ণে সাজে
তাই চরগণ হিংসা-কার্যে হয়ে অনন্যমনা—
চাহে শান্তিকে খান্ খান্ করি ঘটাইতে সংঘাত ॥

জেলগুলি যেন উপচে পড়িছে—শেষহীন অভিযান
বে-আইনি ঘোষিত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর মহাপ্রাণ
হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে চলে
বন্দীগণের শূন্যস্থান—পূর্ণ করার দলে
ভিড় বেড়ে যায়—ক্রুদ্ধ ব্রিটিশ মনের আগুনে জ্বলে—
স্বাধীনতা লাগি জাতীয় পতাকা শোভে উড্ডীয়মান
ত্রিবর্ণে আলা উদয়-সূর্য-অরুণিমা সংপাত ॥

অবলম্বন সরে যায় বুঝি হারায় সিংহাসন—
শান্তিপূর্ণ অসহযোগের স্বরাজ-উদ্দীপন
আত্মসত্যে গান্ধী-মন্ত্রবাণী
ব্রিটিশ-দুর্গ স্তব্ধ করেছে—সব বন্ধন হানি
স্বরাজের রাজ জনতা-জীবনে সমাজেও দিল আনি
আত্মরাজের নবীন রাষ্ট্রে অহিংসা-জাগরণ—
ব্রিটিশ-শক্তি পরাজিত করি ঘোষে জয় ভেরীনাদ ॥

ব্রিটিশ জাগিল আতংকে দেখে ঈষাণ-আকাশ কোলে
মহাবিপ্লব-ধ্বংস-আগুনে বজ্র-বিজলী দোলে
সুরু তাণ্ডব—জাগে বুঝি মহাকাল
ঝটিকা আঘাতে মেঘে মেঘে উঠে সশব্দে-উত্তাল
অগ্নোদ্গারে বজ্র-রঙ্গ-বিদ্যুতে তালে তাল
অগ্নি-উর্মি—আকাশ-সাগর ফাটি পড়ে কলরোলে
ব্রিটিশের বুকে ছড়ায় আর্তি—ফুকারি আর্তনাদ ॥

হৃদ্‌পিণ্ডের অস্থিরতায় নিদারুণ শংকায়
কম্পিত বুকে ব্রিটিশ তখন মাতি উঠে হিংসায়
ত্যাগ-ক্ষমা-প্রেম-অহিংসা বিতাড়নে
ব্রিটিশ দেখিছে বাঁচিবার পথ কুটনীতি-দর্পণে
গান্ধীনীতিতে গণ-জাগরণ সমূলে নির্মূলনে
সত্যাগ্রহী-সত্যসাধন-অহিংসা-ভাবনায়—
হিংসার বিষে মিশায়ে মিটাতে তাই করে মনে সাধ ॥

প্ররোচনাগত হিংসাকার্যে গুপ্তবাহিনী মাতে
শান্তিপূর্ণ অসহযোগিতা ভাঙ্গিতে ফন্দি পাতে
গুপ্তচক্র তখন কার্যকরী
দেশকে ক্ষেপাতে নির্যাতনের চরম অস্ত্র ধরি
ছুটে দুর্দম পুলিস-সৈন্য মাটি কাঁপে থরথরি—
বিপুল জনতা তবু সংযত অহিংস-চেতনাতে
গান্ধী-নেতার দিকেই সবার মুগ্ধ-দৃষ্টিপাত ॥

আসাম-বঙ্গ রেল বানচাল—চায়ের বাগানে কুলি
কাজ করিছে না—মেদিনীপুরেতে জনতা আওয়াজ তুলি
দাঁড়াল সাহসে নাহি দেবে আর কর
মালাবারে জাগে মোপলার দল—আকালী ভয়ংকর
আন্দোলনেতে ব্রিটিশ-সেবক-মোহন্ত-অন্তর
কাঁপাইয়া তুলে—ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের কথা ভুলি
স্বরাজেই যেন সকলেই জাগে পুরাতে স্বরাজ সাধ ॥

সেদিন ভারতে স্বরাজের পথে 'খেলাফত'-'কংগ্রেস'
ঐক্য-জীবনে জাগিয়ে তুলিল মৈত্রীবদ্ধ দেশ—
একটি লক্ষ্য—আত্মশক্তিমান
ভারতবাসীর অধীনতা হতে স্বরাজ্যে উত্থান
পরাধীনতার নির্মম-দুখ-নাগপাশ-অবসান
নতুন ভারত করি নির্মাণ সব অপমান শেষ
গান্ধীজীবনে দেশের জীবন—মুখর মন্ত্রনাদ ॥

বোম্বায়ে এসে গান্ধীর চোখে করুণ দৃশ্য ভাসে
অসহযোগের পুণ্যাদর্শ ভাসি চলে সন্ত্রাসে—
অন্তর বলে—অহিংসা-উপদেশ
ব্যর্থ করিতে জনতা ধরেছে হিংস্র পশুর বেশ
রাজার কুমারে চাহে না যে দেশ—এতে কোথা বিদ্বে
তবু কেন এই দাঙ্গায় লোক মারমূর্তিতে আসে
শান্তিপূর্ণ হরতাল থেকে সরি চলা মনোসাধ ॥

হৃদয়ে প্রশ্ন—শান্তিপূর্ণ অসহযোগের বল
প্রেমে শান্তিতে সত্যাগ্রহ যেখানে সমুজ্বল
হরতাল যেথা ধর্ম-অনুষ্ঠান
সত্যের বলে করাই কেবল অসত্য হতমান—
বিবেক আঘাতে হরতাল হলো সত্যে জাগায়ে প্রাণ
সত্য-ঘোষণা—সেই সমুদার আদর্শ-নির্মল
ব্যর্থ করিতে একি হিংসার দৃশ্যে আত্মঘাত ॥

সত্যাগ্রহ-অধিকারহারা জনতা আত্মপাপে—
গান্ধী-মানসে হিংসা-দৃশ্য দারুণ মনস্তাপে
হিংসাতে আসে আলোড়ন হরতালে
ভারত-জীবনে মিথ্যার মোহে জবরদস্তি কালে
আনিবে কতই আরো অঘটন জাগি তাই পালে পালে
সত্যের থেকে পলায়নপর মানসিকতায় যাপে
হিংসা-দানব অসহযোগের আড়ালে মিটাতে সাধ ॥

সত্যাগ্রহ মূলমন্ত্রের বিচ্যুতি অনাদর
ক্ষিপ্ত-জনতা-দানবের মত হিংস্রতা-নির্ভর
অরাজকতার পথ চলে অনুসরি—
সত্যাগ্রহ-অসহযোগের সত্য পড়িছে ঝরি
হিংসাগ্রহে হরতালে লোক মরিছে দাঙ্গা করি
আত্মনিধন-যজ্ঞে চলিছে হানিছে পরস্পর—
ব্রিটিশ চক্র ঘূর্ণি-বাতাসে অহিংসা প্রতিবাদ ॥

সত্যের পথে ভ্রষ্টাচারের করুণ দৃশ্যরাজি
আতংককর ঘটনা-সূত্রে দারুণ ব্যথায় বাজি
উঠে অন্তরে—হিতাহিত জ্ঞানহীন
কুসংস্কারের আপাত-মধুর-আস্বাদে পরাধীন-
ক্ষিপ্ত-জনতা ক'রে সুরু ঘোর খণ্ডস্বার্থলীন
এমন কাণ্ড ছুটে মার মার কাট কাট সাজে সাজি
হিংস্র যুদ্ধে ঘোর মাতামাতি—ঘটে অন্তর্ঘাত ॥

অন্তরলোকে জাগে জিজ্ঞাসা—হিংসায় মাতামাতি
কোথায় শান্তি-সহিষ্ণুতার সত্য-আলোক-ভাতি
উশৃঙ্খল-উদ্দাম-পাশবতা
সত্যাগ্রহ করিয়া ব্যর্থ ছড়ায় অস্থিরতা
পশুশক্তির এই জাগরণে—সত্যের উদারতা
কৃষ্ণমেঘেই ঢাকা পড়ে যায়—তিমির-অন্ধরাত
দিকে দিকে নামে ব্যথায় নিবিড় চলে না দৃষ্টিপাত ॥

কোথা জনতার সত্যাগ্রহে আত্মার জাগরণ
হিংসার পথে হিংসাকে যেথা চলিছে অন্বেষণ
রাজায় প্রজায় যুদ্ধেই তরবার
সান দেওয়া যেথা সচেতন আর অচেতন সংস্কার—
সেখানে ব্যর্থ—সত্যাগ্রহ-শক্তি অহিংসার
কপটতাহীন সত্যের পথে আত্মবিসর্জন—
দিকে দিকে জাগে ক্ষিপ্ত জনতা—ঘটাইছে কত বাদ ॥

কোন্ পথে চলা ?—হৃদয়ে প্রশ্ন হিংসাবাদীর কাজ
দেশে নিয়ে আসে দাঙ্গা-বিবাদ চলে অরাজক-রাজ—
কোথা হরতাল—গুণ্ডা-উৎপীড়ন
হিংস্র-দাপট-উত্তেজনায় ক্ষমতা-প্রদর্শন—
শান্তিপূর্ণ হরতাল-নীতি পালনে বিরোধী মন
যুবরাজ-আসা-উপলক্ষেই ধরিল হিংস্র-সাজ
কংগ্রেস-নীতি ব্যর্থ করিতে একি বাদ উন্মাদ ॥

কোন্‌খানে ত্যাগে সহিষ্ণুতায় সত্যের অনুভব
এ যে অরাজক রাজ্যের পথে চলে গণ-বিপ্লব—
জনসাধারণ প্রস্তুত নয় নয়
উচ্ছৃঙ্খল সংগ্রামীরূপে বিদ্বেষ আশ্রয়
হিংস্রতা ধরে চণ্ডমূর্তি দারুণ শঙ্কাময়
তাই বিপক্ষে-বৈরীভাবের হিংস্রতা উদ্ভব
খুঁজিছে পীড়নে সত্যাগ্রহ-ভিত্তির উৎখাত ॥

রোষে-আক্রোশে জনসাধারণ জানি জানি ফাটি পড়ে—
সত্যাগ্রহে রোষ-আক্রোশ ত্যাগেই শুদ্ধ করে
সত্যে ও প্রেমে জাগরণ আত্মার
সত্যের বলে প্রতিষ্ঠা করা সত্যের অধিকার—
অহিংসা হলো অস্ত্র ইহার—ক্ষুরধার তরবার
নাশি অসত্য সত্যে দাঁড়ায়ে আত্মাধিকার বরে
অস্ত্রবলের চণ্ড-দাপট পাঠায় অধঃপাত ॥

জাগে জনগণ সংগ্রামশীল-উন্মাদ-চেতনায়
অস্ত্র রুখিতে অস্ত্র-শক্তি স্পর্দ্ধিত-হিংসায়
সত্যাগ্রহ তছনছ করি চলে
গণবিপ্লব-মানসিক-মোহে মনের আগুনে জ্বলে—
এই কি কখনো বিপ্লব-পথ—ক্ষিপ্ত হিংস্র-বলে
আত্মঘাতন দাঙ্গাবাজিতে বেদনা-ব্যর্থতায়
সংঘর্ষের ঘটনাপুঞ্জে সন্ত্রাস-সংঘাত ॥

সত্যাগ্রহে ফাটি পড়ে যদি ক্ষিপ্ত-অসন্তোষ
অস্ত্রপাণির শস্ত্র-শাসন ঘোষি জয় নির্ঘোষ
পীড়নে তখন শস্ত্র-আন্দোলন
গোপন হিংসা করিবে ভীষণ অগ্নি-বিস্ফোরণ
লুপ্ত দেখিবে সত্যাগ্রহী আপন সত্য ধন—
হিংস্র-দানব হিংসাতে থাকে চিরকাল পরিতোষ
বলের দাপটে করে রাজত্ব—দুর্বলে উৎখাত ॥

গণবিক্ষোভ নেতা নাহি জানে—বিদ্বেষ শুধু জানে
উত্তেজনায় অগ্নি-দাহন জ্বলি উঠে সবখানে
ব্রিটিশ তৃপ্ত—স্তব্ধ গান্ধী-মন
হিংসাত্মক-কর্মকাণ্ডে জাগে সংগ্রামিগণ
কোথায় সত্য-ব্রত-অহিংসা-জীবন উজ্জীবন—
হিংসা এখন ব্রিটিশ-হিংসা-দন্তকে টানি আনে
অযুত নখর বিস্তার করি হিংস্রতা-পদপাত ॥

এত কভু নহে সত্যাগ্রহ—ধ্যানে অনন্যমনা
গান্ধী-মানস করে নাই কভু এ-দৃশ্য কল্পনা
ব্রিটিশের থেকে জনতা ভয়ংকর
প্রলয়ংকর হিংসায় জাগে কাঁপে মাটি থর-থর
হিংস্র-দানব জাগিলে ভারতে—ভারতের অন্তর
সত্য হারায়ে দাঁড়াবে কোথায়—হিংস্র নাগের ফণা
জনতার মন ক্ষিপ্ত সরোষে তুলে একি সংঘাত ॥

শান্তদৃষ্টি গান্ধীজীবন আত্মবোধেই জাগে
হিংস্রতাময় সকল ঘটনা পাছু রাখি পুরোভাগে
সত্যাগ্রহ ধর্মের বীর বেশে
আগামী দিনের বিশ্বভারত-মূর্তি দাঁড়াল এসে
সত্যের পথে ত্যাগে-আদর্শে নিবেদিয়া নিঃশেষে
আত্মা-সেথানে অমৃত-মন্ত্রে—ক্ষমা-প্রেম অনুরাগে
মানব-বিধান করে বিচরণ হিংসার উৎখাত ॥

গান্ধী-আত্মা উচ্চার করে—'আরাধনা সত্যের
ভগবানরূপী সত্যেই রূপ দেখি আমি মানুষের—
আমি একজন অগণিত জনতার
আমার দিবস-রজনীকে ঘেরি অনুভূতি ভাবনার
একটি চেতনা হৃদয়-নিবাসী ভাগবত-সত্তার
চেতনায়-জাগি—মূক-জনতার বেদনা-অন্তরের
অনুভব করি মানুষের সেবা সত্যকে করি সাধ ॥"

বিকারীমনের প্রলাপ-বচন নয় নয়—অন্তর
আন্তর বাণী শুনেছে ধ্বনিত সত্যই সেই স্বর—
গান্ধীজীবনে নিয়ে আসে বিশ্বাস
ভগবান ছাড়া এই বিশ্বের নাই কিছু পরকাশ
নাই নাই কেউ কিছু আর নাই সত্যে সমুদ্ভাস
ভগবানে দেখি—গান্ধী ঘোষণা—সুন্দর ভাস্বর
সত্য-স্বরূপ ঈশ্বর আছে—তাই সুখ আহ্লাদ ।।

অহিংসা পথে নব-উদয়ের ছড়াইছে আলো-হাসি
গান্ধী দৃষ্টি দেখিছে নাশিতে কালের তিমির নাশি
আনে অহিংসা দিব্য-তেজস্ক্রিয়া
সমাজদেহের গভীরে ব্যাপ্তি নবীন-জীবন নিয়া
সত্যপ্রেমের চেতনা বিথারি রূপান্তরিত হিয়া—
মানুষ দেখিছে অহিংসাগত শান্তিতে উদ্ভাসি
নবযুগোদয়—মৈত্রীবদ্ধ পৃথিবীতে পদপাত ॥

মহাভারতের মুক্তি-যুদ্ধ—গান্ধী-মানস-পটে
আশা ফুটে উঠে শোষণ-মূলক-উৎপাত-লয় ঘটে—
কুটীর-শিল্পী চাষীর অন্ন জুটে
গ্রাম-সমাজের স্বরাজের ডাকে জনতা আসিয়া জুটে
তাঁতে-চরকায় স্বাবলম্বনে জীবনের গান ফুটে
নির্যাতনের স্বৈর-শাসন আপনাতে যায় হটে
হটিছে শত্রু পর-নির্ভর-অর্থনীতিক সাধ ॥

জাগে নবসাধ—স্বরাজের সাধ স্বরাজে সর্বোদয়
ব্রিটিশ-শোষণ-শাসন-বিজয়ে জাগে জনমনোময়
স্বদেশী-চিন্তা-ভাবনার বিস্তারে—
ব্রিটিশ পালাবে পাততাড়ি নিয়ে ভারতসাগরপারে
অর্থনীতিক-ধর্মঘটের অস্ত্রের ক্ষুরধারে
ব্রিটিশ-শক্তি খান খান করা—বরিতে চরম জয়
গান্ধী-সৈন্য চলে চাষী-তাঁতী জনতার জয়নাদে ॥

গান্ধীনেতার অহিংসাবাদী বিরাট আন্দোলন
থামাইতে জাগে বিদেশী-শোষণ-লুণ্ঠন-নিপীড়ন
মূল শক্তির উৎস-জনতা-শ্রমে
স্বরাজ-চিন্তা বিস্তার হয় গঠনের বিক্রমে—
দুর্নীতি আর মিথ্যায় আছে যত মহাপাপ জমে'
গান্ধীর বলে জনবল জাগে—বিস্ময়ে জনমন
দেখে বিপ্লবে ব্রিটিশ-শক্তি সন্ত্রাসে উন্মাদ ॥

অস্পৃশ্যতা-জাতিভেদ আর বর্ণ-বিদ্বেষের
সামাজিকতার নাগরিকতার অধিকার-স্বত্বের
ন্যায়-বিধিহীন বঞ্চনা দেশে দেশে
মানবাত্মার পীড়িত-আর্তি ধ্বনিতে চলেছে ভেসে
গান্ধী-কণ্ঠে উচ্চার হয়—মানুষকে ভালোবেসে
চাই প্রতিষ্ঠা অহিংসাবাদী সত্য স্বরাষ্ট্রের
যেখানে সত্যে মানবাধিকার আসে সম-আস্বাদ ॥

সর্বধর্ম-বর্ণ-বিরোধ—অবিরাম বিভ্রমে
ঐক্যবোধকে প্রসারিত করি জাতীয় কার্যক্রমে
পৃথিবীকে চেয়ে আত্মিক-মহিমায়
বিশ্বের জাতিপুঞ্জ যেখানে মৈত্রী-অহিংসায়
সত্য করিবে অখণ্ডতার সমগ্র সাধনায়
আধ্যাত্মিক-মহাভারতের প্রাণধারা-সঙ্গমে
গান্ধী-দৃষ্টি জাগিছে নিয়ত করি সে বিশ্বসাধ ॥

গান্ধী দেখিছে মহাভারতের তীর্থে তীর্থে ফিরি
একটি তত্ত্ব দেবমন্দিরে আছে প্রজ্ঞায় ঘিরি
দ্বারকার থেকে কেদার-চন্দ্রনাথে
পুরীধাম থেকে রামেশ্বরের বুকে বুকে একসাথে
একটি মন্ত্র ভারতাত্মার ঐক্য বন্দনাতে
উঠে মহাগান—উর্দ্ধে উর্দ্ধ মেঘের সীমাকে চিরি
ঐক্যবোধের তত্ত্ব-প্রকাশে সত্য-আলোকপাত ॥

হিংসা-ক্ষিপ্ত-জনসমুদ্র তরঙ্গ চঞ্চল—
না চাহি জনতা—একাকী হলেও সত্যের বলে বল
সত্যাগ্রহে জানি শাশ্বত-পথ
সত্যাগ্রহ অগ্নিশুদ্ধ-আত্মার সুমহৎ
বলে হয় বলী চলাই কামনা—সত্যে কর্মরথ
অহিংসা-সুধা পরশনে করে আনন্দ-সুশীতল
চরম-পন্থী জনতা-যুদ্ধে নাই তাই নাই সাধ ॥

বলে "হজরত মোহানী" পূর্ণ স্বাধীনতা চাই চাই—
গান্ধী তখন প্রতিবাদ করি বলে প্রয়োজন নাই
স্মরি অহিংসা-পথ-ত্যাগ পরিণাম
চোখের সমুখে করুণ-দৃশ্যে জনতার সংগ্রাম
রাখে স্বাক্ষর—অযুত নখরে আত্মা-ঘাতন কাম
অহিংসা যায় রক্তেতে ভেসে—এই "স্বাধীনতা" তাই
ব্রিটিশ-শক্তি-বিস্তারে আনে কুটনীতি-অভিঘাত ॥

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহার হিংসার
জনতাকে করি পুতুলের মত স্বার্থ সমুদ্ধার
সত্যাগ্রহে অনাচার জাগে জানি
গান্ধীজীবন উঠিল জাগিয়া শুনি অন্তর-বাণী—
আন্দোলনের অশ্ববল্গা নৈতিকবোধ টানি
জনতার কৃত কার্যাপরাধে জাগরণে আত্মার
আত্মশুদ্ধি—জনবিপ্লবে হিংসার প্রতিবাদ ॥

চাই বিপ্লব সত্যের পথে—অহিংস-বিপ্লব
চাই হিংসার শাপদ-স্বভাব প্রেমেতেই পরাভব
অহিংসা-প্রেম-সত্যের বলে বলী
গান্ধীর বুকে আঘাত হানিল হিংস্র-কার্যাবলী—
"সন্মুখে নয়—চেয়ে শান্তিকে পশ্চাতে আমি চলি"
হইল ঘোষণা "দেশ প্রস্তুত—নয় নয়" এই রব
হিংসাপন্থী আচরণ যত করি ঘোর প্রতিবাদ ॥

আত্মবিচারে মহাবিচারের আলোড়ন বুকে তুলে—
গান্ধী-দৃষ্টি ফিরিছে তখন মহা ভবিষ্যকুলে—
অহিংসা-ব্রতে রক্তপাতের পাপে
একি জাগরণ—মহাদর্শন মনভরা উত্তাপে
সকলের পাপে আপনার পাপ নির্মম অভিশাপে—
সহসা শান্তি আলোক-বিকাশ—স্বীকৃতি জাগে ভুলে
সকলের পাপে আত্মাপরাধে স্বীকারেই পাপ-পাত ॥

কংগ্রেস শুনে সারা দেশে শুনে মহান্ গান্ধীবাণী
নীরব শান্ত অমৃত-বার্তা সব অসত্য হানি
পরম সত্য—সত্য মহিমাহীন
জনতা যখন হিংসা-মত্ত চলিছে সম্মুখীন—
মানুষ যখন আসুরী-চেতনা-দাসত্ব পরাধীন
অহিংসাবোধ লুপ্ত তখন—হিংসা সত্য জানি—
বিপ্লব নামে ভাঙ্গনের সুখে করি চলে অভিঘাত ॥

দেশ প্রস্তুত হয় নাই—তাই সত্যের আহ্বান
ঘোষিয়া চলিছে সত্যাগ্রহ সাময়িক অবসান—
সময় যখন আসিবে আবার কালে
অহিংসা বলে ভারত জনতা তিমিরে আলোক জ্বালে—
অনুকূল-বায়ু যদি আসি পড়ে জাতীয় তরীর পালে
তখন আবার সত্যাগ্রহ সত্যের বলে প্রাণ
জাগ্রত হয়ে ঘুচাবে হিংসা অসত্য উৎখাত ॥

কারাগারগুলি সত্যাগ্রহী-রাজবন্দীতে ভরে—
অসহযোগের অগ্রগতিতে ব্রিটিশে-আঘাত করে
বিপজ্জনক দারুণ পরিস্থিতি—
আন্দোলনের দমনে পীড়ন সন্ত্রাস তাই নীতি
সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধিতে জাতীয়তা-সম্প্রীতি
আমলাতন্ত্র ভেঙ্গে ছুটে চলে ক্রূদ্ধমূর্তি ধরে—
নির্মমভাবে লাঠি পেটা চলে—চলে নানা উৎপাত ॥

সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সৃজনে চলিছে প্রতিক্রিয়া—
চলিছে সত্য-অহিংসা নাশে জনতাকে ক্ষেপাইয়া
গান্ধীবিজয় করিবারে নির্মূল
প্রতিক্রিয়ার গোপন-চক্র বাঁধাতে হুলুস্থুল
চক্রান্তের জাল পাতা চলে—বিরোধের বোঝা ভুল
জনতা জীবনে ক্রিয়াশীল হয়—হিংসা উদ্দীপিয়া
মারমুখী হয়ে দাঙ্গা বাঁধায়—হয়ে উঠে উন্মাদ ॥

উঠে হিংসার উল্লাস-ধ্বনি প্রচণ্ড কোলাহলে—
উচ্চার হয়—'চল সম্মুখে শাসনে ক্ষমতাবলে
এই হলো পথ আত্মপ্রতিষ্ঠার—
গান্ধীহৃদয় শুনে অবিরাম মন্ত্র অহিংসার
শান্তির পথে সত্য প্রকাশে টুটিছে অন্ধকার—
রক্তাপ্লুত পঙ্ক-শয্যা—মানব-অশ্রুজলে
চোখের সমুখে—গান্ধী কণ্ঠে অহিংসা জয়নাদ ॥

দুষ্ট-বুদ্ধি-সঞ্জাত-ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে চেয়ে—
অশান্তি-দুখ প্রচণ্ডতায় চলে উদ্দাম ধেয়ে—
কোথায় সত্য—কোথায় প্রসন্নতা
দিকে দিকে নাশ নৈতিক বল—সত্য মানবিকতা
অবিধি-কুবিধি-উপভোগ-সুখে জঘন্য-আবিলতা
সমাজ-জীবন পীড়িছে নিত্য—পাপচক্রেতে ছেয়ে
চলে হানাহানি—হিংসাধর্মে আচরণ উৎপাত ॥

গান্ধী-দৃষ্টি দেখে সত্যের কাঞ্চনজঙ্ঘায়
নবযুগ-জ্যোতি বিকশিত হয় আশাময় সুষমায়—
ঈর্ষা-হিংসা জীর্ণ সভ্যতারে
রূপান্তরিতে নবসৃষ্টিতে হতাশা-অন্ধকারে
আসে স্বরাজের পরম প্রকাশ—সত্য অহিংসারে
আত্মার মত আপনার করি নৈতিক চেতনায়
জাগে ভারতের মহান্ আত্মা—উদয়ের আলো সাধ ॥

আপন রাষ্ট্রসীমার বাহিরে বিস্তৃত অধিকারে
পর-স্বৈরিতা স্বীকৃতিদানে অধীনতা বরিবারে
বিজয় যাত্রা—যুগে যুগে সম্রাট
দেশে দেশে করে—আপন রাজ্যে নাহি সুখ রাজপাট
তাই শ্মশানের ধ্বংসে ডুবিছে শ্যামল ক্ষেতের মাঠ
স্বাধীনতা আর সংস্কৃতি নাশে প্রমত্ত হিংসারে
শান্তিকে নাশি প্রসারিত করে ঘটাইছে সংঘাত ॥

দেশরক্ষায় লড়িতে শৌর্যে—রক্ষিতে স্বাধীনতা
যুগে যুগে ঢালে বুকের রক্ত বরি চরিতার্থতা—
আক্রমণের দুরন্ত অভিযান
ঠেকাতে আত্মরক্ষা-যুদ্ধে কোটি কোটি প্রাণদান
হিংস্র-বিজয়-যাত্রার কভু নাহি হয় অবসান
সম্রাট জাগে নরনারীমেধে—হীনতা নিষ্ঠুরতা
ইতিহাসে লেখে বীরকাহিনীর জঘন্য সংবাদ ॥

আপন রাষ্ট্র-সীমার মধ্যে জীবন ধারণ করি—
সকলের তরে সকল মানুষ সহযোগ-নীতি বরি
বাঁচিতে পারেনা—নাহি করে বসবাস
সম্রাট জাগে রাজ্য বিজয়ে—জাগাইয়া সন্ত্রাস
দেশ জয় করি—ছুটে অবিরাম জনগণে করি দাস
হিংস্রতা শুধু রাষ্ট্রধর্ম—নীতিবোধ পরিহরি
স্বার্থসাধন লক্ষ্যে কেবল ঘোষে রণভেরীনাদ ॥

পরকে খাটিয়ে পরকে ঠকায়ে—সম্রাট দাম্ভিক
বিস্তারি চলে যুগ থেকে যুগে অধিকার সার্বিক—
সামন্ত আর শ্রেষ্ঠীরা দলে দলে
লুটের মালের কায়েমী স্বত্বে ভাগ বাসাইতে চলে
জনসাধারণ হাহাকার করে—জঠরে আগুন জ্বলে
সমাজ-জীবন-নীতি বোধহীন—মানসিক-মানবিক
চেতনার নাশে—সম্রাট দেখে মিটিছে স্বার্থ সাধ ॥

বীরকাহিনীর কথাবস্তুর অন্তরালের পটে
চিত্রিত শুধু রক্তক্ষুধায় যুদ্ধের সংঘটে
একটি তত্ত্ব—স্বার্থের সচেতন
উন্মাদনায় মানুষের বুকে দুরন্ত নিপীড়ন—
জীবনধারণে স্বাধীনতাহীন—দৃষ্টি উন্মীলন
পশু-জীবনের ছবি আঁকি চলে—এই চিরকাল ঘটে
মানুষের 'পরে আধিপত্যেই মানুষেরা উন্মাদ ॥

গান্ধীহৃদয় চেতনায় জাগে অহিংস-মানুষের
সমাজ-জীবনে সকলের তরে সবার অন্তরের
প্রেম-দয়া-মায়া ত্রিবেণীর সঙ্গম
যেখানে মানুষ জীবনধারণে করিছে পরিশ্রম
প্রীতি-করুণায় দেখে সকলেই হিংসার বিভ্রম
আপদ সৃষ্টি করেনা কখনো—মহাবোধি-সত্যের
আত্মবিকাশে স্বীকৃতি দেয় সম-অধিকার বাদ ॥

সম-অধিকার—স্বরাজের পথ দূরারোহ বন্ধুর—
দুর্গম সেই পথ পিচ্ছিল-উৎরাই ভরপুর
সুগভীরখাদ—সামান্য পরিসরে
পদস্খলন বিপজ্জনক আশঙ্কা আছে ভরে
পথের প্রান্তে গিরিশিখরেতে শেষেতে সমুত্তরে
সিদ্ধ-সাধনা—স্বরাজের স্বাদ নির্মল সুমধুর—
আছে আছে জানি দুর্গমতার জয়ে সদা পদপাত ॥

এক সুন্দর প্রভাতে স্বরাজ আকাশের থেকে পড়ি
আপনার থেকে চোখের উপর ফুটিবেনা রূপ ধরি—
ইটের উপর ইট গাঁথি স্বরাজের
ইমারৎখানি গঠন করিতে হবে হবে সকলের—
লক্ষ্যের পানে যাত্রা নিয়ত—লক্ষ্যে সম্মুখের
আরো বেশি পথ অতিক্রমণ সব দুখ পরিহরি—
কঠিন-কর্মে স্বরাজের রূপ—স্বাধীনতা-আস্বাদ ॥

দুঃখ-কষ্ট মাথা পাতি নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায়—
চলিলে মানুষ—মনুষ্যত্ব মাহাত্ম্য-মহিমায়
দেখে সম্মুখে নাই নাই পরাজয়
আত্মসত্যে আত্মার ঘটে প্রকাশ জ্যোতির্ময়
সত্যের পথে চলা অবিরাম—অতন্দ্র নির্ভয়
শোণিত-স্রাবী-বিপর্যয়কে ঠেকানো অহিংসায়
অসহযোগেই প্রতিদ্বন্দ্বী উৎপাত উৎখাত ॥

শান্তি চাহিলে শান্তি আসেনা—মৈত্রী কামনা নাশে
প্রতিদ্বন্দ্বী দুষ্প্রবৃত্তি বিরোধিতা করি আসে—
জানি চিরকাল হিংসার হলাহলে
যুদ্ধে যুদ্ধে—আত্মঘাতন-নাশন-যজ্ঞ চলে—
এবার যুদ্ধ হিংসার সাথে অহিংস-মনোবলে
দাঁড়ানো সাহসে নৈতিক তেজে হিংস্রতা-সন্ত্রাসে
ধর্ম-বিজয়ে—অধর্ম আর পরধর্মের পাত ॥

কোথা ব্রিটিশের ন্যায়-আদর্শ দিকে দিকে কদাচার—
ব্রিটিশ-সাধনা ভারতে কোথায়—মানবিক অধিকার
নীতির বিধান—কোথা সংস্কৃতি আশা—
ব্রিটিশ-সাধনা ভারতের বুকে হিংস্র-শাসন-জ্বালা
কপটতাময় শাসন-শোষণ-দুর্নীতি শুধু ঢালা—
এবার ভারত অহিংসা-বলে ব্রিটিশের হিংসার
চাহে অবসান—চাহে পৃথিবীতে থামাইতে সংঘাত ॥

গান্ধীর জয় কংগ্রেসে হলো—অহিংসা-অবিচল-
আদর্শবাদে স্তব্ধ সকল প্রতিবাদ মনোবল—
সত্য ঘোষণা—"এখন সময় নয়"
গান্ধীর চোখে নামি এল শেষে পরাজয় নয়—জয়
সত্যের পানে জাগিছে আত্মা—নির্ভীক নির্ভয়—
অহিংসা-বোধে ধ্রুব-আদর্শ হলো আরো উজ্জ্বল
স্তব্ধ হইয়া কংগ্রেসে আসে যত বাদ প্রতিবাদ ॥

আঘাত আসিল ব্রিটিশের থেকে গান্ধী বন্দী করে—
রাজদ্রোহের কার্যসমূহ রাষ্টীয় ভীতি-ভরে
ভীষণ কারণে—হিংসার থেকে ধার
অস্ত্র-জড়ালো ব্রিটিশ জেনেছে অস্ত্র অহিংসার
রাজশক্তিকে সত্যের বলে অভিযোগ তাড়নার
আনে অভিযোগ—রাষ্ট্রদ্রোহিতা দীর্ঘদিবস ধরে
আন্দোলনের সমাপ্তিতরে ব্রিটিশের নব ফাঁদ ॥

অন্তরে নিয়ে পরমশান্তি গান্ধীর জাগরণ
মহাবিচারের মহান্ দৃশ্য সম্মুখে দর্শন—
বক্তব্যের বলিবার অনুমতি
—পেয়ে উচ্চার "দেশে জনতার অনানুগত্যে-মতি
প্রচারের মূলে সব দায়িত্ব—যত সব ক্ষয় ক্ষতি
আমার আমার—অনানুগত্যে মম মন সচেতন
সবমূলে আমি—আমার জন্য যত সব উৎপাত ॥"

"আমি জানিতাম আগুন লইয়া চলিছে আমার খেলা
বিপদের কথা জানা ছিল তাই—দায়িত্বে নহে হেলা
প্রতিটি কাজের জানা ছিল ফলাফল !"
গান্ধীর চোখে ভাসি উঠে সেই আক্রোশে উচ্ছল
জনতা চলেছে—সম্মুখে যেন বিরাট রণস্থল—
বলপরীক্ষা সেখানেতে চলে ঘটে হিংসার খেলা
গান্ধী তখন উচ্চার করে স্বকৃত অপরাধ ॥

একটি মানুষ—সারা দেশটিকে যাদুমন্ত্রেই টানে—
জনতা-মানসে গান্ধী-রাজ্য গড়া যেন সব খানে
গান্ধী-রাজ্য—সেখানে ব্রিটিশ রাজ
পরাজিত হয়ে করিছে বরণ যত সংসার-লাজ—
খাদিকর্মের সমুদ্বোধনে ঘোষিত দেশের কাজ—
ব্রিটিশ-স্বার্থ-শোষণ-চক্রে বজ্র-আঘাত হানে
ব্রিটিশরাজ্যে ব্রিটিশ-মর্জি করি চলে উৎখাত ॥

স্বরাজ ঘোষণা বিদ্রোহবাণী—"ইয়ং ইণ্ডিয়ায়"
প্রচারিত হয় সবার উর্দ্ধে জনতার ইচ্ছায়
চাহিছে বিনত করিবারে সরকারে—
সরকারপ্রতি অনানুগত্যে স্বাধিকার অধিকারে
প্ররোচনা দান—শাস্তি চাইনা—শাস্তি প্রত্যাশারে
করে না বলেই—অসহযোগের অহিংস-চেতনায়—
দেশকে জাগাতে নতুন করেই গান্ধীর মনোসাধ ॥

চৌরী-চৌরা-বোম্বায়ে করে যে কাণ্ড জনগণ
ব্রিটিশ দেখিছে পশ্চাতে তার গান্ধী-আন্দোলন—
অনানুগত্য গান্ধীর শিক্ষায়
প্রচারিত হলো—জনগণ মাতি আক্রোশে হিংসায়
রক্তযুদ্ধে উঠেছে ক্ষেপিয়া ভাঙ্গন-উন্মাদনায়
অনানুগত্যে—প্রচারণা করে ক্ষিপ্ত জনতা মন
উন্মাদ যত কাণ্ডে কাণ্ডে উৎখাত উৎপাত ॥

ব্রিটিশ ইচ্ছা আন্দোলনকে উৎখাত একেবারে
আন্দোলনের নেতাকে পাঠায়ে অভিযোগ-সম্ভারে
ন্যায়াধিকরণে হলো শেষে নিবেদন—
স্পষ্ট ভাষায় গান্ধীর মুখে অভিযোগ-বর্ণন
প্রত্যেক কথা করি চলে শুধু বিচার সমর্থন—
গান্ধীর প্রাণ বাইরের থেকে ভিতরের কারাগারে
করে সন্ধান শান্তিকে বুঝি—শান্তিতে তাই সাধ ॥

"গুণবলে মানি অসন্তুষ্টি এই সরকার প্রতি—,
পূর্ববর্তী সরকার থেকে করেছে অধিক ক্ষতি"
গান্ধীর কথা—"যার এই বিশ্বাস
সেই সরকারে অনুরক্তিতে পাপ করে জানি বাস।"
ন্যায়াধিকরণে মহাবিচারেতে মিটিল গান্ধী-আশ
তিলকের মত অপরাধ বলি ঘোষে বিচারক-মতি
তিলকের মত সমান দণ্ডে গান্ধীর অপরাধ ॥

মহাবিচারের সেই ইতিহাসে ন্যায়বান ক্ষমাবান
গান্ধীজীবন নবীন স্বরূপে প্রকাশে মহৎপ্রাণ
পৌরুষময় দীপ্ত-সাহস ভরে—
ন্যায়াধীশ আর অপরাধী মিলি হৃদয়ে পরস্পরে
লিখিল সত্য—অপরাধ করে—সত্য বিচার করে
সত্যের পথে সত্য-পূজারী—আত্মার উত্থান
কামনায় সব মানুষের দুখে ত্যজিল সুখের সাধ ॥

ব্রিটিশ স্তব্ধ—ইংলণ্ডের জনতার বিস্ময়ে
মহাবিচারের দৃশ্য প্রকাশে সত্যের চিরজয়ে—
বিদ্রোহ ইহা সত্যের চেতনায়
বিদ্রোহ ইহা মৃত্যুর থেকে অমৃতের দীক্ষায়
বিদ্রোহ ইহা হিংসা বিজয়ে সত্যে অহিংসায়
ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস-ধারা বয়ে
নতুন দৃশ্যে বিস্ময়ে তাই বিশ্ব দৃষ্টিপাত ॥

"সব অভিযোগ সত্য স্বীকার"—কিসের বিচার আর
অপরাধী যেথা সত্যের জয়ে সত্যের অবতার—
সেই পথে শুধু অনন্ত বিস্ময়ে
ন্যায়দণ্ডেতে কম্পিত কর অন্তরাদেশ বয়ে
প্রকাশিত করে পরাজয় থেকে অবিরাম চিরজয়ে
চলে নির্ভয়ে মানবআত্মা ভেদ করি হিংসার
সীমাবন্ধন—অসীমে লুটিতে অহিংসা-আস্বাদ ॥

তিলকের মত দণ্ড-বিধান—অন্তর গৌরবে
গান্ধীজীবন জাগিয়া উঠিল সম্মান-অনুভবে—
'জজ ব্রুমফিল্ড' সৌজন্যসহকারে
গান্ধী দণ্ড—'ছয় বৎসর' বসবাস কারাগারে
আদেশ করিতে গান্ধীর স্তুতি করি চলে বারেবারে—
অকপট এক হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের উৎসবে
অপরাধী পানে বিচারক করে শ্রদ্ধা-দৃষ্টিপাত ॥

অহিংসা-ব্রত উদ্‌যাপনেই—সত্য-প্রবর্তনে
যত পাপ তাপ হিংসা-জ্বালায় সত্য উদ্বোধনে
যত হলাহল বক্ষে ধারণ করি
নব যুগোদয়ে সত্য-ঋদ্ধ—সত্যাদর্শ ধরি
বর্তমানের হীনতার পারে অহিংসা অনুসরি
অমর-যাত্রা সত্যের পথে সত্যের আচরণে
সত্য-সাধনা—সত্য-পূজায় মিথ্যার উৎখাত ॥

মহাবিচারের মহান্ ঘটনা—সেজেছে নিরপরাধী
অপরাধী রূপে—কাল হতে কালে বহি চলে কলনাদী
ধ্বনি-কল্লোলে উঠে শুধু মহাগান
অপরাধীদের পাপের ক্ষালনে জেগেছে সত্য-প্রাণ
সত্যেই খুঁজে—অসত্য আর হিংসার অবসান
একটি আত্মা মানবাত্মার মুক্তিতে চলে সাধি
হিংসার থেকে অহিংসা বুকে বিতরি অমৃতস্বাদ ॥

আপনি আচরি সত্যধর্ম অহিংস-সাধনায়
ন্যায়াধিকরণে নিরপরাধীর প্রতিষ্ঠা চলে ন্যায়
নব আদর্শে অহিংস-আচরণে
ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষ নাই—বিচারের আয়োজনে
একটি সত্য হিংসাকর্ম জাতীয় আন্দোলনে
সঙ্কল্পিত সত্যাগ্রহ-অহিংস-প্রজ্ঞায়
সিদ্ধিকে করে ব্যর্থ—তাইত ব্যর্থ সত্যসাধ ॥

রাষ্ট্রনীতির আদর্শবাদে সত্যের প্রয়োগের
অহিংসাগত ধর্মযুদ্ধে যেখানে আদর্শের
ত্যাগ-ভাস্বর সত্যাগ্রহ-ধ্যান—
ব্যর্থ করেই হিংসা-বহ্নি জ্বলি উঠে লেলিহান
গান্ধী-মানস সেখানে দেখিছে পাপের অনুষ্ঠান
ব্রিটিশ দণ্ড হোক প্রচণ্ড ধারণা-অন্তরের
দণ্ড সে নয়—সঙ্কল্পের বিচ্যুতি অপরাধ ॥

বিটিশ-চিন্তা ব্রিটিশ-কর্ম নহে নহে বিচারণা—
সত্যাগ্রহে জনতা-জীবন তুলেছে হিংস্রফণা
করে দংশন ঢালিছে অগ্নি বিষ
এই বেদনায় গান্ধীজীবন দহিছে অহর্নিষ—
হিংসার থেকে হিংসা যেখানে ভরি আছে দশদিশ
গান্ধীজীবন দেখিছে মিথ্যা মোহের উদ্দীপনা—
ব্যর্থতা বরে সত্যাগ্রহ—ধর্ম অধঃপাত ॥

মানবেতিহাসে নির্ভীকতার মহিমায় সমাসীন
শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ-আদর্শে সদালীন
বিস্ময়কর গান্ধীর চিন্তায়—
হিংসার থেকে পরিত্রাণের নব পটভূমিকায়—
রাষ্ট্রদ্রোহে ব্রিটিশের মত অভিযোগ ব্যাখ্যায়
গান্ধীকণ্ঠে সত্যের জয়—সত্যে হিংসাহীন
শান্তিপূর্ণ অসহযোগেই ব্রিটিশের উৎখাত ॥

ব্রিটিশ চলিছে একপথ ধরি গান্ধীর পথ আর—
আপনি আচরি জাতীয় জীবনে সত্য-অহিংসার
গান্ধী-সাধনা অহিংসা অনুসরে
এদিকে ব্রিটিশ গান্ধী-সাধনা চিরব্যর্থতা বরে
সেই লক্ষ্যেই অভিযোগ আর বিচার-দণ্ড ধরে—
রাজদ্রোহের তিলকের মত স্মরি সম-ব্যবহার
ন্যায়ধীশ ঘোষে তিলকের মত গান্ধী দণ্ডপাত ॥

সত্যাগ্রহে প্রজ্ঞাসূত্র গান্ধীর আচরণে
প্রকাশিত হয় অহিংসাবাদী রাষ্ট্র-আন্দোলনে—
দেশ যদি চলে পথ ধরি হিংসার
প্রমত্ততায় আদর্শ থেকে দৃশ্য ভ্রষ্টতার
অকল্যাণেই বিঘ্ন ঘটায় পরাভব আত্মার—
গান্ধীচিন্তা সত্যাগ্রহে জাতীয় উজ্জীবনে
শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ পুরাতে জাতীয় সাধ ॥

অকৈবল্য অকপটার জ্বলন্ত অগ্নির
চেতনায় প্রাণ সদা জাগ্রত—সত্যের দৃষ্টির
আলোকে গান্ধী আত্মার অনুভবে
জাগি দেখে শুধু আত্মার জয় সত্যের গৌরবে—
হিংসা মিথ্যা পরাভবে জাগে—ঘোষে উদাত্তস্বরে
সত্যাগ্রহ ভ্রষ্ট যেখানে—হিংসায় অস্থির
সত্যভ্রষ্ট জনতা সৃজিছে হিংস্রতা-উৎপাত ॥.

মাথার উপরে রাজদ্রোহের দণ্ড আসিছে নামি—
আত্মরক্ষা থেকে বড় জানি জাগিছে সত্যকামী
সত্যের পথে সত্যের রক্ষণ
সব অপরাধ আপনার মানি সত্যের আচরণে
জাতীয় জীবনে আদর্শবাদ-চেতনার বন্ধনে
সত্যেই গতি—প্রতিক্রিয়ায় কোনখানে নাহি থামি
সত্যেই চলা—সত্য প্রয়োগে অন্তরে সদা-সাধ ॥

দুরূহ সাধনা চোখে নির্মোহ দৃষ্টি সমুজ্বল—
মানসে ফুটিছে সত্যানুভবে অনুভূতি শতদল
মিথ্যার সাথে সন্ধি-সূত্র বাঁধি
পথ চলা নয়— সুলভের তরে আপোষে স্বার্থ-সাধি
কপটতা আর মিথ্যায় সৃজি রাষ্ট্রনীতির আঁধি
ফাঁকি দিয়ে লাভ কভু নয় নয়—সত্যে প্রাণোচ্ছল
চেতনায় জাগি পৌরুষে করা মিথ্যার উৎখাত ॥

আগামী দিনের প্রস্তুতিতেই সত্যে অকুতোভয়
মহাবিচারের দণ্ড গ্রহণে গান্ধীবক্ষময়
আনে সত্যের পরম আস্বাদন—
উপেক্ষা নয় মিথ্যাকে কভু আত্মার জাগরণ
চেতনায় আনে সত্যের পথে আত্মবিসর্জন
হলে প্রয়োজন সত্যরক্ষা করিতেও ভীত নয়
গান্ধীজীবন সত্যেই করে অমৃতের আস্বাদ ॥

ইতি গান্ধীজীবন মহাকাব্যে মহাবিচার-নামীয় পঞ্চমসর্গ ॥

গান্ধী-হৃদয় অন্তর্লোকে করিছে দৃষ্টিপাত—
খুঁজিছে কারণ—যুগ থেকে যুগে কেন এই সংঘাত
কেন দেশে দেশে হিংস্রতা-বৃদ্ধির
প্রমত্ততায় সমাজ-জীবন নিপীড়নে অস্থির—
উঠে ক্রন্দন-ধ্বনির শব্দ—আর্তিতে গম্ভীর
আর্ত-জনতা-সিন্ধুবক্ষে বন্যার পরমাদ—
হিংস্র দম্ভে ঝটিকায় উঠে প্রবলের উৎপাত।

ইতিহাস লেখে স্মৃতি-পটে-পটে যুদ্ধের ফলাফল—
রাজনৈতিক মানচিত্রের রেখাগুলি উজ্জ্বল
তীব্র হিংসা বিস্তারি টানে-টানে
প্রতিক্রিয়ার সংগ্রাম-কথা অভিযানে অভিযানে
গণ-স্বাধীনতা কাড়াকাড়ি আর সাম্রাজ্য-সন্ধান
উপনিবেশিক-শাসকের গতি ক্ষাত্র শক্তিবল
লেখে এক লেখা—মানবাধিকার করিছে প্রত্যাঘাত॥

শুধু দাসত্ব-ব্যবস্থা লাগি শাসন-শোষণ-জালে
সমাজ-জীবন পীড়নে নিয়ত যুগে যুগে কালে কালে
রাজ্য-লালসা যুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায়—
মানবাধিকার সংহার করে করুণ অধীনতায়
সাম্রাজ্যের উপনিবেশিক কারাগার-সীমানায়
বন্দী জাতীয় শক্তি কাঁদিছে বুকের রক্ত ঢালে—
শাসনে শোষণে হিংস্র-শক্তি ছুটে শুধু উন্মাদ॥

অন্তর্লোকে চলে দর্শন—দাসত্ব নির্মূল
হিংসার থেকে সমুত্তরণে অহিংস-যুগ কূলে
রাজনৈতিক মুক্তির আয়োজনে
সামরিকতার দুর্গের বুকে নৈতিক জাগরণে
আসুরিকতার শাসন-শোষণ-পীড়ন নির্মূলনে
সত্য-প্রেমের আদর্শবাদ—দৃষ্টির পরে দুলে
অহিংসাবোধে মানবতাবাদী নতুন আলোকপাত॥

ভারতমুক্তি-আন্দোলনের সংগ্রাম শুধু নয়
গান্ধী-হৃদয় দেখে পৃথিবীর নবীন অভ্যুদয়—
চোখে আলো জ্বালে অতীত ঘটনাবলী
যুগ থেকে যুগে চলে অভিযান মানবাধিকার দলি
হিংস্র যাত্রা ঠেকাতে এবার প্রাণে উঠে উজ্জলি
হিংসা থামাতে চাই জাগরণ—হিংসায় নয় নয়
অহিংসা হবে বিশ্ব-চেতনা থামাইতে সংঘাত ॥

উপনিবেশিক-কাঠামো ভাঙ্গিতে অসহযোগিতাবলে
রাজনৈতিক স্বরাজ্যবাদী বিক্ষোভ যদি চলে
জনতা-জীবন—রাষ্ট্রের ক্ষমতার
ভিত্তি ভাঙ্গিবে—স্বৈরিতারাজ হয়ে যাবে চুরমার
হিংসাবিরোধী সংগ্রাম হবে—অহিংস জনতার
জাতীয় ঐক্য-সংহতিগত বুদ্ধিতে দলে দলে
জনতা চলিলে—সাম্রাজ্যের ক্ষমতার উৎখাত ॥

রাজনৈতিক মঞ্চে কতই নেতাদের অভিনয়—
কোথা জনতার হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের পরিচয়
জাতীয় কামনা-আকাঙ্খা নির্ভর
কোথায় স্বপ্ন হিংসার যুগ করিতে রূপান্তর
অহিংসাময় মৈত্র-ভাবনা সত্যের সুন্দর
শাশ্বত রূপ—গান্ধী-চিন্তা দেখিছে জ্যোতির্ময়
নবযুগ আসে অহিংসাবোধে মিটায়ে জনতা-সাধ ॥

ইতিহাসে লেখা যুগ থেকে যুগে ঘটেছে বিড়ম্বনা—
হিংসা থামাতে হিংসা-চিন্তা জাগায় উদ্দীপনা
ষড়যন্ত্রের সুড়ঙ্গ পথে পথে
রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিধারা নানামতে
বিচার বুদ্ধি কভু বিকৃত কখনো যুদ্ধরথে
পীড়নের থেকে আবার পীড়নে জনতার যন্ত্রণা
বাড়ায় কেবল—সংঘর্ষের আঘাত-প্রত্যাঘাত ॥

জনতাকে নিয়ে প্রকাশ্যে চলে অধিকার-সংগ্রাম—
গান্ধী-হৃদয়ে আলোকিত সদা সত্য মনস্কাম
নৈতিক বল অহিংসা-সাধনায়
সত্যাগ্রহ-অস্ত্র-প্রয়োগ জাতীয় আকাঙ্খায়—
ন্যায়নীতি পথে অবিচল চলা স্বরাজ প্রতিষ্ঠায়
অহিংসাতেই হিংসার জয়—মিথ্যার পরিণাম
সমূলে ধ্বংস—সত্যেই জয়—সত্য অপ্রমাদ ॥

ন্যায়-নৈতিক-সত্যভিত্তি সমাজের নির্মাণ—
মানুষে-মানুষে অসূয়া-পীড়িত-হিংস্রতা অবসান
ক্রমবিকাশের অভিব্যক্তির পথে
নব ইতিহাস সৃষ্টি-পর্বে মিলিত কর্মরথে
সকলের তরে সকল মানুষ মৈত্রীর অভিমতে
নিত্যযুক্ত—অহিংস-বোধে মুগ্ধ-মুক্ত-প্রাণ—
মননে কর্মে নীতি-দর্শন পুড়ায় জীবনসাধ ॥

গান্ধী-হৃদয়ে অপার বেদনা—ধ্বংস সর্বনাশে
লিখে নিষ্ঠুর আত্মহনন মানুষের ইতিহাসে
ভ্রাতৃ-হননে বিচলিত নহে মন
শোণিত-প্রবাহে দেখে সভ্যতা-বিজয়কে দর্শন
বারে বারে শুধু হিংসা খুঁজিছে ক্ষমতা চিরন্তন
হিংস্র স্পর্দ্ধা দারুণ দ্বন্দ্বে যুদ্ধে নামিয়া আসে—
নীতি-জ্ঞানহীন বিজ্ঞান-বলে দুর্নীতি উৎপাত ॥

কোথায় শান্তি প্রেম-মানবতা দিকে দিকে হাহাকার
দুর্বল বুকে প্রবল করিছে সবলে অত্যাচার—
দক্ষিণ করে ক্রূর অন্যায়ে ধরে
বামকরে ধরে ছলনা অস্ত্র দুর্নীতি দৃঢ় করে
চলে সন্ত্রাসে—নরনারীমেধ হাহাকার উঠে ভরে
হিংসা ভিত্তি সমাজ রাষ্ট্র রক্তেই অনিবার
খুঁজিছে আত্মতৃপ্তি নিয়ত—দুঃশীল উন্মাদ ॥

ইতিহাস লিখে হিংস্র-ক্ষুধায় কতই বিপর্যয়—
কত সভ্যতা হয়েছে ধ্বংস—নির্মাণ কত ক্ষয়
অস্ত্র-সজ্জা অস্ত্র-আঘাত টানে
পরাক্রমের মদমত্ততা তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে
ন্যায়-নৈতিক-সত্যধর্ম মৈত্রীর আহ্বানে
নাহি উচ্চারে অহিংসা-পথ হিংস্রতা নয় নয়
মানবতা পথে আছে সৃষ্টির পরম আশীর্বাদ ॥

জাতি বর্ণের বিদ্বেষ আর প্রমত্ত-স্বাধিকার
কাড়ে অপরের স্বাধীনতা-ধন নিপীড়ন অবিচার
দেশে দেশে তুলে হাহাকার অবিরাম
ক্ষমতা বজায়ে চলে কূটনীতি চলে কত সংগ্রাম
আনে পরিণাম—শ্মশানে বিরাম ব্যর্থ মনস্কাম
জয় থেকে শেষে আসে পরাজয়—নৈতিক সংহার
ক্ষমতা-দম্ভী রক্তের স্বাদে ফিরে সদা উন্মাদ ॥

দৃশ্যে দৃশ্যে কত ইতিহাস বিলয়-প্রবর্ত্তন
কালসিন্ধুতে অস্ত-উদয়ে কল্লোল-আলোড়ন
পীড়িত-মানব-আত্মা দীর্ঘ-শ্বাসে
তুলে কলরোল—আত্যাচারীর সন্ত্রাস-উল্লাসে
আর্ত্ত-করুণ প্রার্থনা-ধ্বনি যুগে যুগে ইতিহাসে
সর্বনাশের থেকে বিমুক্ত অহিংসা আয়োজন
যেথানে বিশ্ব-কল্যাণবাদী বিশ্ব-মৈত্রী সাধ ॥

উপনিবেশিকবাদের বিরোধী কংগ্রেস প্রচারণা
আনে জগতের অবনত জাতি-জীবনে উদ্দীপনা
জাতিপুঞ্জের মৈত্রীর অভিলাষী
কংগ্রেস যেন দাঁড়াল সবার হৃদয়ের কাছে আসি
গান্ধীনীতির সার্বভৌম সত্যের অবিনাশী
আলোকে উজল গান্ধীর যুগ—শান্তি সম্ভাবনা
পৃথিবীর লোক দেখে বিস্ময়ে নতুন আলোক পাত ॥

আগামী দিনের ইতিহাস পানে দিগ্ নির্দ্দেশ করি—
গান্ধী-হৃদয় জাতীয় জীবনে আশা-আকাঙ্খা ভরি
আনে গতিবেগ—থামা নয় থামা নয়
অহিংসা-বলে সাহস-ধৈর্যে মন জাগে নির্ভয়
সমুখে আঘাত ব্রিটিশ দণ্ড দারুণ হিংসাময়—
সত্যাগ্রহী তবু চলে পথ—সত্য বক্ষে ধরি
অসহযোগের অহিংসা-পথে স্বরাজেই মনোসাধ ॥

সত্যাগ্রহী শান্তিপথিক চোখে নাই রোষ-জ্বালা
গান্ধী-নীতির পরম ধৈর্যে সকলের মন আলা—
সারা দেশ জাগে এক মহাভাবনায়
গান্ধী-নীতির অহিংসাবোধে শান্তিতে সুষমায়
জাতীয় স্বরাজ-তপস্যা চলে তেয়াগে তিতীক্ষায়
ব্রিটিশ চালায় ভারতের বুকে অত্যাচারের পালা
আন্দোলনকে ব্যর্থ করিতে খুঁজে শুধু সংঘাত ॥

বুঝিবা দ্বিতীয় অন্তরাত্মা অহিংসা রূপ ধরে
গান্ধী-চিন্তা সত্যাগ্রহে অক্ষরে অক্ষরে—
খুঁজে অহিংসা—অহিংসা-বর্দ্ধক
সত্যাগ্রহ-নীতি-চিন্তার বিস্তার সার্থক
জাতীয় জীবনে শক্তি বৃদ্ধি—প্রগতি সঞ্চালক
অহিংসা-বোধ খুঁজে প্রতিষ্ঠা—বিদ্বেষ দূর করে
ব্রিটিশকে তাই ঘৃণা নাই শুধু শাসনের উৎখাত ॥

প্রকৃত স্বদেশী-উপাসক নাহি বিদেশীরে বিদ্বেষে
প্রতিকূল ভাবে কাহারে না দেখে পৃথিবীর কোন দেশে
স্বদেশী ঘৃণার ধর্ম কখনো নয়—
স্বার্থবিহীন সেবার শিক্ষা ভিত্তিতে পড়ে রয়
বিশুদ্ধ তাই অহিংসা প্রেমে যুক্ত জ্যোতির্ময়
স্বদেশী ধর্ম—সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য পরিবেশে
স্বদেশী-ধর্ম আচরণে নাশ অধর্ম-উৎপাত ॥

নির্ভীকতায় সাধন-সিদ্ধি অহিংসা বীরাচার
কাপুরুষ সেই—শক্তিকে দেখে অধিকারে হিংসার
সর্বপ্রকার বাহ্যভীতির থেকে
বিমুক্ত প্রাণ অহিংসাতেই বিকাশের পথ দেখে
ভীতিবিমুক্ত জীবন জাগিলে—দীপ্ত-সাহসে হেঁকে
ঘোষে সত্যেই অহিংসাব্রত—অহিংসা আত্মার
পরম শক্তি—ভ্রান্তিবিহীন জীবনের জয়নাদ ॥

গান্ধী-হৃদয়ে অনুভূতি জাগে—জাগে মধু-শিহরণ
ভারত-জীবনে—ভারত-জননী একদেহ তনুমন
করিয়া ধারণ—বহুভাষাভাষীমুখে
একটি চেতনা ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিধারা বুকে
প্রবাহি চলেছে ঐক্যবদ্ধ-জীবন-চেতনা সুখে
বহুবিচিত্র-প্রকাশে খুঁজিছে আত্ম-উন্মীলন—
জপমালা বুকে ধ্বনিত নীরব একটি মন্ত্রনাদ ॥

আর্য-দ্রাবিড়-শক-হুন-কোল কোথায় মুসলমান
ভারত-জীবনে ঐক্যবদ্ধ একটি জীবন-প্রাণ—
কন্যাকুমারী থেকে বারাণসী-ধাম
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-আদি যত রাজ্যের নাম
অতীতের থেকে ইতিহাস-ধারা বহি চলে অবিরাম
ভারত-জীবনে সংস্কৃতিগত-ঐক্যের সন্ধান—
মহাসিন্ধুর বুকে নদীধারা খুঁজে ঐক্যের সাধ ॥

সমন্বয়ের সঙ্গীত উঠে ভেদ-বিচ্ছেদহীন
ধর্মমতের তত্ত্ব-ঐক্য বাজে সত্যের বীণ
রসবস্তুর অনন্ত পরকাশে
সৃষ্টির বুকে মানব-চেতনা সত্যে সমুদ্ভাসে
হিংসাকে ফেলি অহিংসাবোধে উদয়-আলোকে হাসে
মানবতাময় বিশ্বের দিকে ভারত-আত্মলীন—
গান্ধী-হৃদয়ে ভারতবর্ষ সঞ্চারে আহ্লাদ ॥

বিচিত্রতায় মহানঐক্যে—প্রজ্ঞা-সমন্বয়
নীতি-বিজ্ঞান-প্রগতির পথে আলোক-জ্যোতির্ময়
দেশে দেশে আছে বহুজীবনের ধারা
সবজীবনের আশা-আকাঙ্খা তুলে আনন্দে সাড়া
মানুষের সাথে মানুষের যোগ মিলন-সাগরে হারা
বহু মত আর চিন্তা-প্রবাহ বিচ্ছেদ করি লয়—
মুগ্ধ-গান্ধী-হৃদয়ে উঠিছে সত্যের জয়নাদ ॥

স্বদেশী-দৃষ্টি বিদূরিত করে উদ্যমবিহীনতা
পরনির্ভর-পরপ্রত্যাশী চেতনার আবিলতা—
শ্রমনিষ্ঠায় অভাবের প্রতিকার
স্বাবলম্বনে আত্মশক্তি বিশ্বাস বিস্তার—
সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় ভরা বোধি-স্বাদেশিকতার
আদর্শ করি উজ্জ্বল চলা সিদ্ধি সার্থকতা—
দুঃখ-কষ্ট লাঘবি পুড়ায় স্বরাজের মানোসাধ ॥

চাই চরিত্র—জাতীয় জীবনে বীর্যবত্তা পথে
এগিয়ে চলিতে বিশাল জগতে সমুন্নতির রথে
চাই সক্রিয় কর্মের আচরণ
পর-প্রত্যাশা—পরনির্ভর থেকে অনন্যমন
দায়িত্ববোধ স্বাবলম্বনে-কর্ম উদ্‌যাপন—
তবেই স্বরাজ রাষ্ট্রে সমাজে কল্যাণ নানামতে
বিকশিত করি উদ্যোগে করে আলস্য উৎখাত ॥

তাঁতে চরকার স্বাবলম্বন উৎপাদনের মূলে
কুটীর-শিল্প-গ্রাম-উদ্যোগ শ্রমের পতাকা তুলে—
মানস-চেতনা স্বাদেশিক-অনুভবে
ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিগত ঋদ্ধির গৌরবে
জাতি-আত্মাকে করে মহিয়ান—দৃঢ় দুর্জ্জয় রবে
কণ্ঠ ঘোষিছে শ্রম-সাধনায় পথের বিঘ্ন ভূলে
চাই প্রতিষ্ঠা—স্বদেশব্রতের কর্মে মন্ত্রনাদ ॥

ছুটে মহাকাল-সিন্ধু-প্রবাহ অতীত-বর্তমান
পশ্চাতে রাখি শুধু সম্মুখে অনন্ত সন্ধান
গতি ধাবমান—উঠে ঢেউ ঢেউ পড়ে
পুরাতন ডুবে বিলুপ্তি বুকে নব নব দেহ ধরে
নতুন প্রকাশে দীপ্ত আবার ধ্বংসে মৃত্যু বরে—
দৃশ্যে দৃশ্যে জীবন-মৃত্যু নিয়ত দৃশ্যমান
সৌরসৃষ্টি স্রোত-কল্লোল তুলে সুর সংঘাত ॥

দেহগত রূপ ঝরি পড়ে ফুটে প্রকাশ আত্মগত
সুরঝঙ্কার থামি গেলে জাগে সঙ্গীত অনাহত—
অতীত বর্তমানের সীমানা ছাড়ি
ভবিষ্যতের অসীমতা বুকে ভাবধারা সঞ্চারি
মহাকাল জাগে—সৃষ্টি সহিত নাই কোথা ছাড়াছাড়ি
অনন্ত যেন অন্তে আপনা ধরি আছে অবিরত
সীমার মধ্যে অসীমের কোথা বিচ্ছেদ উৎখাত ॥

জীবন-লব্ধ-অভিজ্ঞতাকে ইতিহাসে ধরি রাখি
মানুষ চলেছে অনন্ত পানে উদয়-আলোকে আঁখি
আলোকিত করি—পথের অন্ধকার
পার হয়ে দেখে বিপুল বিশ্ব অনন্ত বিস্তার
গ্রীস-রোম ডুবে—পরাজয়হীন মানবতা-সত্তার
প্রকাশে আবার কত সভ্যতা আদর্শবাদ হাঁকি
করিছে ঘোষণা ধ্বংসের সাথে সৃষ্টিও আছে সাথ ॥

গান্ধী-সাধনা বিশ্বে শুনায় নববিজ্ঞান কথা
অহিংসাবাদী-সত্যাগ্রহ মহান্-মানবিকতা
আদর্শবাদ বিশ্বজীবনে আনে
পাশবিকতার ইতিহাস থেকে সত্যের সন্ধানে
পরম যাত্রা—নরপশুদের শোষনের অবসানে
মন্ত্রদীক্ষা—সত্য-আলোকে মিথ্যার আবিলতা
বিদূরিত হয়ে বিশ্ব-জীবনে অহিংসা-জ্যোতিপাত ॥

গান্ধী-হৃদয় আত্মদৃষ্টি চেতনার বিকিরণে
অনুভূতিময় বাক্‌বিস্তারে জীবন-আস্বাদনে
শুনে সঙ্গীত অখণ্ড সুর-ধারা
কাল-সমুদ্রে ধ্বনি-কল্লোলে তুলে উদাত্ত-সাড়া
স্বর্গ-মর্ত-পাতাল আলোড়ি চিত্ত-চমৎকারা
পরম দুঃখ পরমানন্দ বোধির আন্দোলনে
অনুভূতিময় ভাববস্তুর আস্বাদ-আহ্লাদ ॥

মহাবিচারের পটভূমিকায় ভাবে রসে দেহ ধরি
গান্ধী-মানস করে দর্শন অপরূপ রূপে ভরি
অতীতের থেকে বর্ত্তমানের পারে
জীবন-দৃষ্টি তিমির ভেদিয়া ভবিষ্যে বিস্তারে—
অনুভূতি তাই কথা বলি চলে—মিথ্যা অস্বীকারে
সত্যের বলে আত্মানুভূতি সত্যকে অনুসরি
সম্মুখে চলে চেতনায় উঠে মুখরিত কলনাদ ॥

বাহুশক্তির অতীতে দৈবশক্তির কথা নয়
সত্যের বলে আত্মশক্তি রচে নব পরিচয়
অহিংসাবাদী যুদ্ধের কাহিনীতে
দৃশ্যে দৃশ্যে গান্ধী-মানস আত্মিক দৃষ্টিতে
পাঠ করি চলে সত্যশক্তি-নির্ভরশীল চিতে
মানব-আত্মা পৃথিবীতে আনে নবীন অভ্যুদয়
হিংসা থামাতে অহিংসা সেথা করে আলো-সম্পাত ॥

প্রেমে কল্যাণে সত্যে শোধিত আত্মার জাগরণ
স্ফুরণ সত্যে—সত্যেই তাই আত্ম-উজ্জীবন
নেত্রদৃষ্টি যেখানে যেখানে স্ফুরে
দেখে সর্বথা সত্যপ্রকাশ সত্যেই সব জুড়ে—
উঠে সঙ্গীত অনন্তবুকে সত্যের গীতিসুরে
মিথ্যার রূপ হিংস্র ভীষণ—গান্ধীর দর্শন
আত্মদৃষ্টি লাভ করি জাগে—সত্যেই তাই সাধ ॥

বজ্রকঠিন-পৌরুষ বলে সত্যের বলে বলী
গান্ধী-মানস-আত্মদৃষ্টি অনুভবে উঠে জ্বলি—
বিরোধী-শক্তি অহিংসা সাথে রণে
একদিকে জাগে শক্তিমত্তা হিংসায় গর্জনে—
আর একদিকে গান্ধী-মানস সত্যেই নিবেদনে
অহিংসা-বলে শান্ত-বিনীত—হিংসায় চলে দলি
প্রমত্ত মন শত্রু-শাসন—গান্ধী-শান্তিসাধ ॥

শান্তির সাধে গান্ধী-যাত্রা দুর্জয়-দুস্তর
পৌরুষময় জীবন-দীপ্তি খুঁজিছে যুগান্তর—
নতুন পৃথিবী-শান্তি-মৈত্রীময়
আত্মা যেখানে অহিংসাবোধে প্রশান্ত নির্ভয়
মানুষ করে না কাতর-বিলাপ—সুখে-শান্তিতে রয়
সেই পৃথিবীর শান্তি-স্বর্গে গান্ধীর ভাস্বর
মহাভারতের ধেয়ান ঘোষিছে সত্যের কলনাদ ॥

পুরাণ-পুরুষ ঘোষে উদাত্ত পুরাণ-উপাখ্যান
গান্ধী শুনিছে সে কথাবস্তু হৃদয়ে পাতিয়া কান
ঘটনা তুলিছে বিচিত্র আলোড়ন
সেই আলোড়নে সত্য প্রকাশে জীবনের দর্শন—
এ কথা বস্তু-উপাখ্যানের আলেখ্য-বর্ণন
দৃশ্যে দৃশ্যে ঘটনায় করে অনুভূতি-বহমান
ঘটনা আড়ালে কত রহস্য চেতনা-আলোকপাত ॥

প্রকৃতভক্তি সত্যেই চাই—সত্যই ঈশ্বর
সত্যানুরাগী ঈশ্বর সাথে একীভূত অন্তর
করিবারে যদি সত্যানুসন্ধানে
জাগ্রত থাকে—সর্বকর্মে সত্য-অনুধ্যানে
সত্যস্বরূপ ঈশ্বর কালে সত্য-সাধক প্রাণে
প্রকাশিত হয়ে বিকশিত করে অপরূপ ভাস্বর-
সত্যেই ধৃত এই চরাচর—সত্যে অমৃত স্বাদ ॥

সত্যের পথে পরম বিজয় সত্যে যোগক্ষেম
অহিংসা হলো সর্বব্যাপ্ত অবিনশ্বর প্রেম
ব্রহ্মচর্যে সত্যকে সন্ধান
সর্বেন্দ্রিয়-সংযম পথে আত্মার উত্থান—
প্রেমে বিধৃত জীবনে হিংসা হয়ে যায় অবসান
সত্য প্রকাশে সব মধুময় ধূলামাটি হয় হেম—
অনাসক্তির আস্বাদে ঘুচে যত সব পরিবাদ ॥

গান্ধী-হৃদয় করে দর্শন—সত্যের সনাতন
প্রকাশেই আছে পৃথিবীর প্রতি প্রেম-সেবা-পরায়ণ
সত্যের পূজা—অহিংসা আচরণে
অহিংসা সাথে একীভূত হওয়া সত্তা উজ্জীবনে
আধ্যাত্মিক-আন্তর-আলো অমৃত বরিষণে
মানব-আত্মা ধর্ম-বিজয়ে দৃষ্টি উন্মীলন
সর্বধর্মে সব ভাববোধে আত্মার আহ্লাদ ॥

কোন অঞ্চলে কর্তৃত্বের স্বার্থের বিস্তারে
ক্ষমতা-তন্ত্রী-রাষ্ট্র কখনো সংঘাতে বারে বারে
যদি নাহি জাগে—যদি সারা বিশ্বের
রাষ্ট্রপুঞ্জ-নীতি-চেতনায় ন্যায়ের আদর্শের
মৈত্রী-বিধান করিয়া মান্য—অধিকার মানুষের
জানে শাশ্বত সার্বভৌমিক সত্য অঙ্গীকারে—
তাহলে হিংসা পৃথিবীর থেকে হবে হবে উৎখাত ॥

শুধু মানুষের আশা-আকাঙ্খা—শাশ্বত-মানবতা
চিরজয়ী হোক—আসুক জগতে সত্যে সার্থকতা
পক্ষাপক্ষ প্রতিপক্ষের রণে
অস্ত্রসজ্জা আর নয় নয়—বিশ্ব-সম্মিলনে
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ন্যায়-ঐক্যের সত্তা উজ্জীবনে
অহিংসা হোক জীবন-মন্ত্র—দূরি যত আবিলতা
ভোগ-পঙ্কিল-স্বার্থের স্বাদ—সংঘাত-উৎপাত ॥

প্রেমে করুণায় সত্যাশ্রয়ী—নহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা
অস্ত্রে অস্ত্রে—অহিংসা হোক বিশ্বজীবন-গীতা
কায়েমী-স্বার্থ-শ্রেণী-বিদ্বেষ হীন
মানব-সমাজ ঐক্যের বলে প্রগতি সম্মুখীন—
সাম্প্রদায়িক-ধর্ম-বিরোধবিহীন নতুন দিন
দেশে দেশে আনে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বুদ্ধি সুচিন্তিতা—
স্বাধীন-ব্যক্তি-আত্মবিকাশে দেখে আলো সম্পাত ॥

মানুষের প্রতি কোথা মানুষের হৃদয়ের-উত্তাপ
ভোগ্যবস্তু কেড়ে নেওয়া নাহি জানে কোন্ মহাপাপ
স্ফীতধনের স্বার্থের স্তূপে স্তূপে
স্বার্থ-শিকারী সর্পেরা ফিরে দংশনে বহু রূপে
উগ্র ভোগের ক্ষুধাকে মিটাতে থাকে কভু ভোগ-কূপে
পরিগ্রহকে জেনেই ধর্ম নীতি করে পরিমাপ
পরধর্মের আশ্রয়ে থাকি মিটায় ভোগের সাধ ॥

হিংসাকে জানে স্বভাব-ধর্ম—অহিংসা নীতিমান
ব্যর্থ করিতে আত্মেন্দ্রিয়ে করে সুখসন্ধান—
অহিংসা-প্রেম-সত্যের থেকে দূরে
অপরিগ্রহ-আস্তেয় থেকে দূরে সরে ঘুরে ঘুরে—
ব্রহ্মচর্য-সহিষ্ণু-ব্রত ভুলি শুধু বুক জুড়ে
ভোগ-আস্বাদ জানে সুখ-সার করে হলাহল পান
সেবাবৃত্তির—ত্যাগ থেকে দূরে করে ভোগ আস্বাদ ॥

লোভ-লালসায় ফাটকাবাজির চূড়ান্ত পরিণতি
অন্ধকারের সুড়ঙ্গ পথে নিয়ে দুর্বার গতি
সৃজে সংকট অশেষ অকল্যাণ—
পশ্চাতে আছে দুষ্টচক্র—মুনাফার লোভটান
মানুষকে করে পশুর মতন—উর্ধমূল্যমান
আতংক রূপে সমাজ-জীবনে বিস্তারে দুর্মতি
মুনাফার লোভে অসাধুতা দেশে সৃজি চলে উৎপাত ॥

স্বার্থসিদ্ধি—সব থেকে বড় তাই নীতিপথ ছাড়ি
দুর্নীতি জানি স্বার্থে সহায়—জনতার ধন কাড়ি
দুর্ভিক্ষের দুর্দ্দিনে সুযোগের
অন্বেষণেই ফাটকাবাজিতে ব্যবসায়ী-চক্রের
চলে তাণ্ডব—ইতিহাস বলে মানুষের ভাগ্যের
করুণ দৃশ্য দেশে দেশে চলে সংকট বিস্তারি
পরিণতি রূপে নৈতিক মান হয়ে চলে উৎখাত ॥

বিরুদ্ধবাদী—যাদের স্বার্থ বিঘ্ন সৃষ্টি করে
সহ্য অথবা ধ্বংস তাদের—এ-প্রশ্ন অন্তরে—
বিবেক ঘোষিছে হইতে অগ্রসর
বিরোধী-শক্তি ধ্বংস কখনো চলেনা নিরন্তর
বিঘ্নকারীকে সহ্য করেই—অহিংসা-নির্ভর
চেতনায় শুধু সম্মুখে চলা সত্যের পথ ধরে—
সহিষ্ণুতার শক্তিতে জাগি বরি নেওয়া হিতবাদ ॥

অহিংসা পথে বিরুদ্ধবাদী শক্তির মনোজয়
অসীম ধৈর্যে দুঃখ ভোগেই সত্যের বরাভয়—
অহিংসানীতি চেতনায় অনিবার
চাই আত্মার চাই সমাজের নৈতিক সঞ্চার
তবেই মিথ্যা-হঠকারিতার দুর্নীতি বিস্তার
থামিবে জগতে—অহিংসা হবে সত্যে অভ্যুদয়
হিতবাদীবোধে বিশ্বজীবনে হইবে দৃষ্টিপাত ॥

অহিংসা শুধু—অহিংসা পথ অহিংসা মানবতা
অহিংসা প্রেম-সত্যস্বরূপ ঘুচাইয়া আবিলতা
নৈতিক বলে করে বুক বলশালী—
তিমির রাত্রে অহিংসা-বোধে সত্য-আলোক জ্বালি
চলা শুধু পথ—দুখ-রাত্রির সকল তিমির কালি
লুপ্ত করিয়া—আশা-আশ্বাসে শুনায় বাঁচার কথা
নৈতিক বলে দুর্নীতি দূরি করে নাশি সম্পাত ॥

ত্যাগবৃত্তিতে মানুষ অমর—ধ্বংস অমিতাচারে
সমূহ বিনাশ বিস্মৃত হয়ে জানে তাই হিংসারে
ক্ষমতা-দীপ্ত বিজয়ের জয়রথ—
স্বার্থ-সেবায় মিথ্যাকে বরি ভুলে কল্যাণ-সৎ
দেখে ভোগে সুখ—ভোগ-আকাঙ্খা খুঁজে বিস্তারে পথ
চরম দণ্ড নামে পরিণামে করুণ অন্ধকারে
আত্মসেবার শূন্যতা বুকে কাঁদি ফিরে উন্মাদ ॥

একাত্মবোধে সর্বজীবের সহিত আত্মবোধে
জাগরিত হলে—সকল হিংসা-চেতনাকে প্রতিরোধে
পরার্থপর জাগরণে আত্মার
বিশ্বজীবনে আত্মার ঘটে সমভাব বিস্তার—
সকল ভূতের হিতসাধনের প্রজ্ঞার মূলাধার
অহিংসাবোধি-শতদল ফুটে—ক্রোধ জয় অক্রোধে
সত্যধর্ম পালন ব্রতের জাগে সুখ-আস্বাদ ॥

মানবাধিকার হরণ করাই বিশ্বাসঘাতকতা
মানুষের প্রতি—সার্বভৌম মানুষের স্বাধীনতা
জেনেই গান্ধী কণ্ঠে উদ্‌ঘোষণা
মানবাধিকার দলন অর্থ দারুণ প্রবঞ্চনা—
মনুষ্যত্ব-মহিমা-সত্যে-প্রেমের উদ্দীপনা
সমাজে রাষ্ট্রে—মানবাধিকারে শাশ্বত মানবতা
ন্যায়-অধিকার অন্তরে খুঁজি গান্ধীর আহ্লাদ।

তীব্র-আঘাত আসে পথে পথে—আত্মিক-মহিমায়
জাগি মানবিক-মর্যাদাবোধে স্থৈর্যের চেতনায়
রাখি আদর্শ সুউচ্চ শিখরেতে
চলিছে গান্ধী-যাত্রা সমুখে উদয়ের আলোকেতে—
সাহসিকতায় ধৈর্যে নিয়ত সযত্নে হৃদয়েতে
আনে উৎসাহ—সবার উর্দ্ধে জীবন-মানবতায়
করে দর্শন সত্যের বুকে প্রেমের আলোকপাত ॥

যুগসঞ্চিত আবর্জনায় সীমাহীন দুর্গতি
ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি বোধে জাগে বীতরাগ মতি
সমাজ-জীবনে অসাম্য-কারাগারে
অচলায়তনের স্বার্থচেতনা জাগিছে কুসংস্কারে
নীতি-আদর্শ স্বার্থে ফিরিছে—স্বার্থেই বারে বারে
উগ্র-লালসা প্রকট নিয়ত—কোথায় সমুন্নতি
সামগ্রিকতা—চেতনাবিহীন স্বার্থেই সংঘাত।।

অর্থলালসা-ভোগ-আকাঙ্খা সৃজে চলে ব্যবধান
অভাব জনিত দুর্গতি-দুখে কাঁদিছে আর্তপ্রাণ
কাঁদে দরিদ্র—কোথায় মানবিকতা
ধনী সম্পদ-ভাণ্ডার লাগি দারুণ নিষ্ঠুরতা
বিস্তার করি চলে দিকে দিকে ভয়াবহ আবিলতা
কোটি মানুষের স্বার্থ বিলয়ে—তাই চলে নির্মাণ
ধনির স্বার্থ-ভাণ্ডারগুলি—মিটাতে ভোগের সাধ ॥

শ্রেণী সংঘাত বিপ্লব পথ? গান্ধী-দৃষ্টিময়
ভাসে নৈতিক পরিবর্তনে মহান্ অভ্যুদয়
সমাজ-চেতনা শ্রমভিত্তিতে জাগে
কর্ম-সাধনা সবমানুষের কল্যাণ অনুরাগে
মানবিকতার আদর্শ জাগে রাষ্ট্রের পুরোভাগে
সমন্বয়িত স্বার্থ-ঐক্যে বিকশিয়া বরাভয়
অভীষ্ট লাভে সাধনা-সিদ্ধি করে আলো-সম্পাত ॥

কাল-সমুদ্রে ঝড় উঠে ঢেউ উন্মাদ আছড়ায়
আকাশে গর্জে মেঘেতে বজ্র বিদ্যুৎ চমকায়
দুমড়ে মুচড়ে পৃথিবীকে গুঁড়া করি
কাল-বৈশাখী ঝঞ্ঝা ছুটিছে—কাঁপে বন থরথরি
পাতালে বাসুকি ফুলিছে ক্রুদ্ধ—রুদ্র মূর্তি ধরি
দিঙ্‌নাগেরাও ক্ষেপেছে বুঝিবা প্রলয়ের ভাবনায়
দিকে দিকে তাই ভয়ংকরের দুন্দুভি উন্মাদ ॥

হিংস্রতা নিয়ে ব্রিটিশ করিছে জনতাকে নিপীড়ন
পিষ্ট চূর্ণ করিতে ভারতে জাতীয় আন্দোলন—
অসহযোগিতা অহিংসাবাদ নাশে
সত্যাগ্রহী শান্তিধর্ম বিনষ্টি সন্ত্রাসে—
ছুটে উন্মাদ-দমন-নীতির প্রমত্ত নাগপাশে
রুদ্ধ করিতে জাতীয় লক্ষ্য—সংগ্রাম আয়োজন
সন্ত্রাসে তাই করে রাজত্ব দিকে দিকে উৎপাত ॥

অনাচার আর বিভীষিকাময় হিংসার তাণ্ডবে—
ব্রিটিশ দেখিছে অসহযোগের অহিংসা পরাভবে
চক্রান্তের জাল তাই পাতা চলে—
গোপন-চক্রে চরগণ জাগে—সন্ত্রাসে কালে জ্বলে
এদিকে শান্তিরক্ষার নামে সৈন্যেরা দলে দলে
জনতার বুকে হানিছে আঘাত—ছুটে মার মার রবে
শান্তিপূর্ণ জনতাকে করে আতংকে উন্মাদ ॥

গণ-বিক্ষোভ কণিকা যেখানে—ফুৎকারে ফুৎকারে
সেই বিক্ষোভ স্ফুলিঙ্গকণা জ্বালাইতে বারে বারে
ব্রিটিশ লক্ষ্য ধংসেতে লেলিহান
যাতে জ্বলি উঠে সর্বগ্রাসী অগ্নি ধুমায়মান—
তাই বিক্ষুব্ধ-শক্তিসহায়ে লক্ষ্য আকার দান
রাষ্ট্রদ্রোহে হিংসাত্মক—ঘটনার বিস্তারে
চলে হিংসার প্রসারে নিয়ত পুরাইতে মনোসাধ ॥
নৈতিক-বোধ রাজনৈতিক-বুদ্ধি-বিকার ফলে—
বিকৃত হয়ে দুর্নীতি বুকে হিংসায় সদা জ্বলে
বিচার বুদ্ধি বিবেক চেতনাহীন
শুধু অধিকার আঁকড়ি থাকার লক্ষ্যে সম্মুখীন—
নীতি-বিধানের শাশ্বত পথ—মিথ্যায় পরিলীন
শাসনের নামে রাষ্ট্র-দম্ভ জনতা পীড়ন বলে—
অবিরাম চলে—লক্ষ্য কেবল অহিংসা উৎখাত ॥

বিবর্তনের পথে কংগ্রেস দেখে শুধু বার বার—
আন্দোলনের প্রগতি থামাতে শাসনের সংস্কার
প্রস্তাব আর প্রতিক্রিয়ায় আনি
রাজনৈতিক বিরুদ্ধ দল শুনায় শান্তিবাণী—
একহাতে রাখে চণ্ড দণ্ড ভারত স্বার্থ হানি
আর হাতে রাখে সামান্য দান শাসনের অধিকার
মৌলনীতির পরিবর্তনে নাহি কভু মনোসাধ ॥

বিশ্ব-ঘটনা-প্রবাহ আড়ালে দারিদ্র্য বিস্তারি
সাম্রাজ্যের স্বার্থ-চেতনা চালাইছে তরবারী—
শাসন কায়েম শোষণের প্রয়োজনে
ক্ষমতা দখলে সক্রিয় সদা শক্তি বিবর্দ্ধনে
আত্মরক্ষা অধিকারহীন নারকীয় নিপীড়নে—
বন্দী জনতা-জীবন ফেলিছে নিয়ত আঁখির বারি
অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় শিরে করে করাঘাত ॥

সাম্রাজ্যের ক্ষুধার তৃপ্তি নাই শুধু দেশ জয়ে
অর্থনীতিক-সাম্রাজ্যের শোষণ অবক্ষয়ে
মানবাধিকার—সামাজিক কল্যাণ
নৈতিকমান সাম্রাজ্যের স্বার্থেই খান খান
বণিক-তন্ত্র রাজতন্ত্রের পাশে তাই উত্থান—
শস্ত্রপাণির দাপটে জনতা জীবন কাটায় ভয়ে
দাসত্ব থেকে মুক্তি চাহিলে দ্বন্দ্ব বিসংবাদ ॥

কায়েমী স্বার্থ—অক্টোপাশের নিপীড়ন—বন্ধনে
জনতা-জীবন করিছে পিষ্ট নিবিড় আশ্লেষণে—
বিকৃত মন-বিচার-বুদ্ধি হীন
যুদ্ধে পীড়নে আনে দেশে দেশে নিদারুণ দুর্দ্দিন—
হিংসার থেকে হিংসা কেবল নিয়ত সম্মুখীন—
সভ্যতা নামে—যুদ্ধে যুদ্ধে উন্মাদ গর্জনে
হিংস্র-অসুর ছুটে ধেয়ে চলে করি নাদ উন্মাদ ॥

চলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড লুটতরাজের রাজ
চলে নারকীয় দৃশ্যপর্ব—উৎখাত শুধু কাজ
ভয়াবহ রূপে হিংসার অভিযান
চলে লুণ্ঠন চলে ধর্ষণ—অগ্নির লেলিহান
শিখায় জ্বলিছে গৃহ-সম্পদ—কাঁদিছে আর্তপ্রাণ
অরাজকতার চলে রাজত্ব—উঠে রব সাজ সাজ
অহিংসা নাশে হিংসার তাই সীমাহীন উৎপাত ॥

জ্বলে যুগান্তকালীন অগ্নি তেজোময় দর্শন
যুদ্ধে যুদ্ধে হিংসা আনিছে মানুষের নিপীড়ন—
দক্ষযজ্ঞ বিনাশে মহেশ্বর
নহে কল্যাণ মূর্তি এখানে—কেবল ভয়ংকর
হিংসার থেকে হিংসা নিয়ত হানিছে পরস্পর
করুণা মমতা নাশে হিংসার খড়গ উত্তোলন
ইতিহাসে করে যুগ থেকে যুগে মানুষ আর্তনাদ ॥

গান্ধী-হৃদয় করি চলে পাঠ মানবের ইতিহাসে—
মানব-আত্মা করুণা-মমতা-মৈত্রীর বিশ্বাসে
অহিংসাবোধে করি চলে প্রার্থনা—
নামুক বিশ্বে অহিংসা-রূপ অমৃত-নিরঞ্জনা
নদীর প্রবাহ—ভাসাক রুধির স্রোতের আবর্জনা
মানুষের বুকে মানুষের হিত-চিন্তা-সমুল্লাসে
যত পঙ্কিল-তিমির ঘুচুক—দুখ করি উৎখাত ॥

অগ্ন্যোৎসব-আলোকে সত্য দীপ্ত নিরন্তর—
গান্ধী-হৃদয় করে দর্শন সংগ্রাম-নির্ভর
জ্বলন্ত চোখে হিংস্রতা বার বার
জ্বলিছে নিবিছে ভীষণ দৃশ্য দারুণ জিঘাংসার
লুটপাট করে চলেছে দস্যু দিকেদিকে হানাদার
শাসনের নামে পীড়নে জেগেছে হিংস্র দণ্ডধর—
শাসনবিরোধী সত্যাগ্রহনাশে জাগে উন্মাদ ॥

আমলাতন্ত্র হিংসাকে নিয়ে সৃজি চলে সন্ত্রাস
কূটচক্রেতে চাহে জনতার গলায় পরাতে ফাঁস—
অসহযোগের আদর্শ-ধ্বজা ধরি
সত্যাগ্রহী অহিংসাবাদী প্রতিজ্ঞা বুকে করি
তখনো চলিছে ব্রিটিশ আঘাত হাসি মুখে নিয়ে বরি—
হিংসায় চলে মত্ত ব্রিটিশ—গান্ধীদমনে আশ
আন্দোলনের ভঙ্গেতে করে নিদারুণ অভিঘাত ॥

বাস্তবতার স্পর্শ বিমুখ নহে গান্ধীর মন—
সব মানুষের সুখে দুখে বোধ জাগিছে অনুক্ষণ
ব্রিটিশ-শাসন বিরোধিতা যত করা—
ব্রিটিশজাতির হিত-কামনায় মন সর্বদা ভরা
শত্রুতা নহে— মিত্রের মত বুদ্ধি-মধুক্ষরা
ব্রিটিশ বিবেক জাগাতে চাহিছে মন পরিবর্তন—
অনধিকারীর শাসন দম্ভ করিবারে উৎখাত ॥

মনুষ্যত্ব জাগ্রত হলে—অবলুপ্তির থেকে
বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হয় মানুষের জয় হেঁকে—
ধর্মের গ্লানি—রাজধর্মের নামে
শাসনে শোষণে বন্দী-আত্মা রাষ্ট্র মনস্কামে
স্বাধীন-সত্তা বঞ্চিত কাঁদে—অধিকার সংগ্রামে
গান্ধীকণ্ঠে উচ্চার হয় অন্তরে আলো মেখে
জাগ জাগ দেশ— সত্যাগ্রহে ধর্মের জয়নাদ ॥

মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখি—মানুষের গুণাবলী
দয়া-মায়া-ত্যাগ-ধর্ম-সত্যে আঁধারে উঠেছে জ্বলি
দুর্দিনে-রাতে—মানুষের অন্তরে
শাশ্বত তাই সত্যের রূপ সনাতন রূপ ধরে
সত্যপ্রেমের জীবনাদর্শ কার্যসিদ্ধি বরে—
সূর্যজ্যোতিতে আসুরিকতার মিথ্যা তিমির দলি
গান্ধীযাত্রা—সত্যাগ্রহে নতুন আলোকপাত ॥

'ভারতবর্ষ বেঁচে আছে গ্রামে নগরে সহরে নয়'—
সামুহিকতায় গান্ধী দৃষ্টি উজল জ্যোতির্ময়—
ফসল ফলাতে চাষ চলে ক্ষেতে ক্ষেতে
উৎপাদনের সকল ঋদ্ধি—লুটি নিয়ে শোষণেতে
যার ধন নয় তার ধন করি ভুরি-ভোজনেতে মেতে
জনতা-স্বার্থ ব্যর্থ করিতে শোষক সজাগ রয়—
গ্রাম-স্বরাজের ভিত্তিতে তাই গান্ধী-দৃষ্টিপাত ॥

বিশ্বমুখীন দৃষ্টি-উদার গান্ধীর চোখে ভাসে
ভারতবর্ষ নাহি থাকে দূরে—আপনাকে পরকাশে
বিশ্বজীবনে খুঁজিয়া বিবর্দ্ধন
খুঁজে রাষ্ট্রীয় সম-অধিকার আত্মনিয়ন্ত্রণ
সাম্রাজ্যের স্বার্থের ফাঁদে দূরি সব বন্ধন
চাহে স্বাধিকার—ক্রমবিকাশের কংগ্রেস ইতিহাসে
গান্ধী-দৃষ্টি আলোক ছড়ায়—স্বাধীন-রাষ্ট্র সাধ ॥

অন্ধ-গোঁড়ামী জাতিভেদ দূরি সমাজে সমন্বয়ে
গান্ধীযাত্রা চলে সম্মুখে মানুষের মনোজয়ে—
আচার-বিচার কুসংস্কার রাশি
যথা সমুদ্রপ্রবাহে আবেগে বাধা বন্ধন ভাসি
ছুটে সম্মুখে—তেমনি সকল খণ্ড স্বার্থ নাশি
সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্বের বিশাল দিগ্বিলয়ে
মানুষের মন আকাশে উধাও খুঁজে বিরাটের স্বাদ ॥

প্রবল বিরোধী-শক্তির সাথে যুদ্ধ অহিংসায়
লুপ্ত আত্ম-বিশ্বাস আনি জনতার ভাবনায়
সুরু বিপ্লব—চেতনায় বিদ্যুতি
আসে জাগরণ—সংগঠনের নবীন ফলশ্রুতি
বিস্তার করে সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা অনুভূতি
ঐক্যবদ্ধ—ভারতবর্ষ জাতীয় বিশালতায়
নবজাগৃতি লাভ করি জাগে দিকে দিকে আহ্লাদ ॥

তাপ-বিদগ্ধা ধরণী তৃপ্তা—যথা জলধারা পাতে—
গান্ধী-হৃদয় তেমনি শান্তি লভিছে অহিংসাতে
নাহি জ্বালা বুকে লোভ-ক্রোধ-ঈর্ষায়
সত্যাগ্রহে অহিংসাগত ধর্ম-মহিমতায়—
গান্ধী-হৃদয় জাগ্রত সদা স্বরাজের সাধনায়
শত্রুর মন পরিবর্তন—অনাচার উৎখাতে
শান্তিপূর্ণ স্বাধীনতা-রণ—স্বরাজ কামনা সাথ ॥

প্রতিঘাতে জাগে ব্রিটিশ শাসন প্রতিক্রিয়ার রোষে
অসহযোগের শান্তি ভাঙ্গিতে হিংসার বিষে ফোঁসে
ক্রুর সর্পের মতন অগ্নি জ্বালি
দংশনে ছুটে উন্মাদ হয়ে দিকে দিকে বিষ ঢালি
কালিন্দীজলে কালভুজঙ্গ জাগে হলাহলে খালি—
এদিকে তখন অসহযোগের আদর্শবাদ ঘোষে
অহিংসাগত সত্যাগ্রহে গান্ধীর জয়নাদ ॥

সংশয়ক্ষণে স্থির বিশ্বাস বুকে জাগে অবিচল
পরাদৃষ্টিতে অন্তর-বোধ—দুটি আঁখি উজ্জ্বল
সকল চেতনা ত্রিধারার অনুগামী
সত্য-ধর্ম-দর্শন জ্ঞান-বিজ্ঞান-অনুরাগী—
অসহযোগের আদর্শ দিয়ে—সত্যাগ্রহে জাগি
গান্ধী-হৃদয় দেখে অহিংসা আত্মার বীর বল
অহিংসা করে দানবী-হিংসা—শাসনের উৎখাত ॥

শোষণবিহীন রাষ্ট্র-সমাজ লক্ষ্যে দীপ্যমান—
পরাধীনতার অবসান করি স্বরাজে অভ্যুত্থান
ভারত-জীবন অহিংসা পরিবেশে
মানুষের প্রেমে সত্যে সকল—দ্বন্দ্ব-বিরোধ ভেসে
মৈত্রীবদ্ধ-মানুষের কাছে মানুষ দাঁড়াবে এসে
শান্তি-নিবিড়-সংহতিযোগে ভেদাভেদ অবসান
একমহাজাতি—জাতি-পাঁতিহীন জীবনের আস্বাদ ॥

গান্ধীর চোখে প্রজ্ঞাদৃষ্টি—যুদ্ধ বিরামহীন
পৃথিবীকে করে আঘাতের থেকে আঘাত সম্মুখীন
মানব-রুধিরে মাটি ভিজে বারবার
দিকে দিকে উঠে দুর্ভিক্ষের সকরুণ হাহাকার
দুর্নীতি-গত-আবর্জনার পংকিল বিস্তার—
দুর্দিন-দুখে সমাজ-জীবন মিথ্যায় পরিলীন—
কালের শ্মশানে অহিংসা তাই সত্যের জ্যোতিপাত ॥

শোষণ-মুক্ত-সমাজ গঠনে গান্ধী-হৃদয়ে ধ্যান—
অসহযোগেই দেখে ভারতের স্বরাজের নির্মাণ
ব্রিটিশ-পণ্য—স্বার্থ বিলাস-সুখ
বর্জনে তাই ভারত-জীবন ছুটে চলে সম্মুখ
ঐন্দ্রজালিক-শক্তিতে ভরে অগ্নি-সাহসে বুক
হিংসা-বিজয়ে চলে অহিংস-জীবনের অভিযান
শান্তিপূর্ণ অসহযোগীর মিছিলেতে পদপাত ॥

গান্ধী-হৃদয়ে প্রেমই ধর্ম—প্রেমই সত্য সার
স্বদেশের প্রেমে খুঁজে ভারতের রাষ্ট্রীয় অধিকার
অসহযোগের অহিংসা-অস্ত্রের
আঘাতে ব্রিটিশ-শাসন-শক্তি-আত্মরক্ষণের
উদ্দেশ্যেই দেখে হিংসাকে—অহিংস-যুদ্ধের
প্রতিক্রিয়ায় অসহযোগের আলোড়ন চুরমার
করিবারে তাই হিংসা-অস্ত্রে সৃজি চলে সংঘাত ॥

পশ্চাতে চলে উস্কানী দেওয়া—কূটনৈতিক চালে
শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের বক্ষে আগুন ঢালে—
গুপ্তচক্রে সজাগ ব্রিটিশ-মন
ঝটিকা-আভাস দিকে দিকে ভাসে—নব নব আলোড়ন
চক্রান্তের কুটিল-হাওয়ায় উন্মাদ গর্জন
অহিংসা যাতে ভাঙ্গি পড়ে তাই হিংসায় পালে পালে
অসহযোগীর বক্ষে হানিছে উন্মাদ উৎপাত ॥

অহিংসাবাদী-সেনাদের বুকে দারুণ আঘাত আসে
শান্তিপূর্ণ সংহতি ভাঙ্গি হিংসার সন্ত্রাসে
আন্দোলনের প্রগতির পথে পথে
প্রসারিত করে সন্দেহ-ছায়া ঘনায়িত নানামতে—
গান্ধী-হৃদয়ে অটুট আস্থা সত্য-কর্ম-রথে—
হিংসার পারে অহিংসা আলো ভাস্বর উদ্ভাসে
দেখি সঙ্গীন অবস্থা তবু অহিংসা শুধু সাধ ॥

সজ্জিত-ক্রূর-হিংসা-অস্ত্রে ব্রিটিশের দাপাদাপি—
তবু দুখ নাই সত্যাগ্রহী-কারাগারে দুখ যাপি
দেখে ভারতের আসে আসে স্বাধীনতা
অধীনতাহীন ভারত-জীবনে শান্তি-স্বার্থকতা—
গান্ধী-জীবনে পেয়েছে ভারত নব চরিতার্থতা
হিংস্রতা নাশ অহিংসাতেই—যত পাপী-অনুতাপি
বরে অহিংসা—শান্তির পথে জীবন বিকাশ সাধ ॥

গান্ধী-হৃদয়ে অহিংসা-জ্যোতি-শিখার অনির্বাণ
আলো-উদ্ভাসে—জাতীয়-জীবন আনে অহিংস ধ্যান—
চক্রান্তের হিংস্রতা-অভিযানে
ব্রিটিশ যতই তৎপর হয়—হিংসায় সবখানে
অহিংসাবাদী-অসহযোগের বক্ষে আঘাত হানে—
ভারত আরও গভীরতা নিয়ে অহিংস-মতিমান
হিংসার থেকে মুক্তিতে করে অহিংস-মনোসাধ ॥

প্রতিক্রিয়ার দুষ্টচক্রে—বেড়ে চলে চতুরালী
বলে কংগ্রেস জ্বালায় আগুন নিজেরা আগুন জ্বালি—
অহিংসাগত লক্ষ্য করিতে নাশ
ব্রিটিশ-চক্র দিকে দিকে সাজে সহিংস-সন্ত্রাস—
আপনি আচরি দারুণ হিংসা—করে শুধু অভিলাষ
অহিংসাগত-আন্দোলনের ব্যর্থতা আনা খালি
প্রতিক্রিয়ায় উন্মাদ হয়ে সৃজে তাই উৎপাত ॥

দুর্নীতি যেথা বেড়াজাল মেলে সমাজে শিকড় গাড়ে
সদাচার যেথা পীড়নে ক্লিষ্ট শোষণে অত্যাচারে
সদাচারণের পরিবেশ প্রতিকূল
বায়ু বিষাক্ত হীন-স্বার্থের রক্ষা লক্ষ্য মূল—
জীবন যেখানে অস্বাভাবিক—বন্দীর সমতুল
ন্যায়নীতিহীন সমাজ যেখানে রাষ্ট্র স্বার্থে বাড়ে
কূটনীতিগত জটিল তত্ত্বে ঘটে শত উৎপাত ॥

দুর্নীতিগত প্রতিক্রিয়ায় দারুণ বিস্ফোরণ
আপনাতে ঘটে—চোখের দৃষ্টি না হতে উন্মীলন
নামে চূড়ান্ত আঘাত বিপর্যয়—
হিংসা যেখানে হিংসার পথে খুঁজে জয়-অক্ষয়
অহিংসা দেখি শঙ্কিত হয়—মানে নিদারুণ ভয়
সেই দুর্নীতিগ্রস্থ রাষ্ট্রে হিংসার আয়োজন
অহিংসাবাদী নীতির নিষ্ঠা হিংসায় উৎখাত ॥

ক্রুদ্ধ-ব্রিটিশ ফিরে চঞ্চল ন্যায়-নীতি-অধিকার
সীমানা ডিঙ্গিয়ে—শাসন-নিষ্ঠা ভঙ্গ-অঙ্গীকার
দুর্নীতি বিষে বাতাস বিষায়ে তুলি
জনতা যাহাতে অসহযোগের নীতি-আদর্শ ভুলি
মত্ত হিংসা-আহবে মাতিয়া হিংসা-আবেগে দুলি
সত্যাগ্রহ-ধর্ম-দুর্গ করে চলে চুরমার—
চলে প্রচারণা উত্তেজনার সহিংস মতবাদ ॥

মতের পথের পাল্টা-পাল্টি সৃজে চলে হানাহানি
আপন অন্ধ-খেয়াল-খুসিতে নিজের স্বার্থ জানি
সবার স্বার্থ—প্রয়োজন পুরোভাগে
অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে স্বার্থ যুদ্ধে জাগে
সংগ্রামিগণ—কোনখানে নাই মানবতা অনুরাগে
মানুষের প্রতি সহানুভূতির স্পর্শে মর্মবাণী—
মতে পথে শুধু চিরকাল বাদ হিংস্রতা সংঘাত ॥

চুক্তিবদ্ধ কুলির মতন রাজ-নীতি-মতবাদে
দলচক্রের কায়েমী-স্বার্থ মানব-ভাগ্য বাঁধে—
ব্যক্তি যেখানে কাঁদে স্বাধীনতাহীন
দলমতবাদে স্বার্থ-পতাকা আছে সদা উড্ডীন—
পরমতবাদ দর্শনে ক্ষেপে—উঁচাইছে সঙীন
মত-সহিষ্ণু-মনোভাব কোথা লোক-কল্যাণ সাধে
ঐক্যবদ্ধ কর্মনিষ্ঠা—দলনীতি পাতে ফাঁদ ॥

পৃথিবীতে যদি রাষ্ট্রীয় নীতি—যদি লোক-কল্যাণে
নিষ্ঠা সহিত আচরিত হয় সভ্যতা নির্মাণে—
হিংসায় গড়া যুদ্ধ-দুর্গগুলি
অহিংসাবাদী মৈত্রী-পতাকা দুর্গে দুর্গে তুলি
ঘোষিলে মৈত্রী—রাজ-নীতিগত দলমতবাদ ভুলি
ঐক্যবদ্ধ পৃথিবী তখন হিংসার অবসানে
অহিংসাবাদী-সমাজ-জীবনে জানাইবে মনোসাধ ॥

যুদ্ধের কাল-কবলের থেকে আছে আছে নিস্তার
জাতিপুঞ্জের কণ্ঠে কণ্ঠে মন্ত্র-অহিংসার
হলে উচ্চার—যুদ্ধের বিপদের
মহাধ্বংসের শূন্যতা ছবি হাহাকার শ্মশানের
যদি মানুষের হৃদয়ের বোধে শান্তি-আদর্শের
চেতনায় জাগে—তাহলে বিশ্বে কল্যাণ অনিবার
থামায়ে যুদ্ধ—প্রকাশে পূর্ণ বিশ্বৈমৈত্রী সাধ ॥

চাই বিশ্বের নিরাপত্তায় অহিংসাবাদী মন
সামরিকতার উত্তেজনার প্রশমন—জনগণ
শান্তিপূর্ণ সমাজের রচনায়
নৈতিক-মনোবলের সহিত-সাধনা-অহিংসায়
পারস্পরিক-স্বার্থ-ঐক্যে—মৈত্রীর দীক্ষায়
রাষ্ট্র সমাজ চলিলে এগিয়ে—শান্তি প্রবর্তন
আপনাতে হবে—অবসান হবে রাষ্ট্রীয় সংঘাত ॥

অন্তর হতে অন্তর তলে—কে যেন বলিছে কথা—
গান্ধী হৃদয় দেখে দিকে দিকে অহিংস-সফলতা—
সহযোগিতার আদর্শে উত্থান
শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র-সমাজ করিছে অবস্থান
পারস্পরিক-ঐক্যে সদাই—সমাজের নির্মাণ
অহিংসাবাদী সভ্যতা পানে—যুদ্ধ-উদ্দামতা
নাই আর নাই—শান্তিপূর্ণ জীবনের জয়নাদ ॥

জয় পরাজয় উর্দ্ধে সত্য—আদর্শ মহিয়ান
শত্রুমিত্রে সমদর্শন—আত্মার উদ্গান
হিংসার থেকে উদার অহিংসায়—
স্বার্থ-চিন্তা যেথা বিস্তারে প্রগলভ-অন্যায়
গান্ধী-দৃষ্টি সেথা থেকে দূরে কল্যাণ-ইচ্ছায়
খুঁজে সত্যকে—অহিংসারূপ দিব্য-সত্য-জ্ঞান
প্রকাশিত করে অহিংসা-বোধে হিংসারে বরবাদ ॥

সর্প যেমন গরুড়ের কাছে হীনতেজা-হীনবল
সত্যাগ্রহ-বাহিনীর কাছে ব্রিটিশ বিচঞ্চল
রোষ-প্রদীপ্ত-দৃষ্টির যত জ্বালা
ব্রিটিশ-নয়নে ভারত-দহনে আগ্নেয়-লাভা ঢালা—
এদিকে তখন সত্যাগ্রহী শান্ত-দৃষ্টি-আলা
নয়ন বিকাশে—চলে নির্ভয়ে দিকে দিকে কোলাহল
জয়তু গান্ধী—জয়তু ভারত সত্যের জয়নাদ ॥

সমুখে ব্রিটিশ-বিনাশ-দৃশ্য ব্রিটিশ-অত্যাচারে—
গান্ধী যুগোদয়ের প্রকাশ দারুণ অন্ধকারে—
গান্ধীযুগের সত্য-আলোকরাশি
কার্যাকার্য্য-বিবেক বিহীন ব্রিটিশ-দম্ভ নাশি
কাল-বশীভূত-ব্রিটিশ-শক্তি ধ্বংসের স্রোতে ভাসি
মহাবিনষ্টি করিছে বরণ—মহাকাশ পারাবারে
সত্যদীপ্তি-চেতনা করিছে মিথ্যার উৎখাত ॥

সারাদেশ যেন ঘোর-বিপদের হয়েছে সম্মুখীন—
গান্ধী-দৃষ্টি ব্যথার সাগর করিছে প্রদক্ষিণ
দুর্গতি দেশে হিংসায় করি ভর
সত্যাগ্রহ-ধর্ম ভ্রষ্ট নীতি থেকে অন্তর—
ব্রিটিশ-শাসন বিরোধিতা নামে হিংসায় নির্ভর
মনোভাবে তাই দিকে দিকে করে সন্ত্রাস উড্ডীন—
গান্ধী-হৃদয় থামাইতে জাগে হিংসা-বিসম্বাদ ॥

হরিণ ব্যাধের অনুকরণিত শব্দের মায়াজালে
বশীভূত হয়ে আত্মবিনাশে বুকের রুধির ঢালে—
শাসক মানিছে সেই রীতি সনাতন
রাজ্যরক্ষা—পাপ দোষ বৃথা বিচারের প্রয়োজন
হিংসার পথে মানুষ ক্ষেপিয়ে স্বার্থ-সাধন মন—
সাধারণ লোক বিচারবিহীন—ছুটে তাই পালে পালে
হিংসায় করে অহিংসাবাদী-সাধনাকে বরবাদ ॥

গরীবের ধনে লোলুপ দৃষ্টি—হুমকি ও হামলায়
মূল্যস্ফীতি—দুর্ভিক্ষের নিদারুণ ঘটনায়
ধনিরা চালায় গরীব-নাশন-রণ
ধনীর স্বার্থে রাজতন্ত্রের সমান নির্যাতন
নিত্য উঠিছে রণহুঙ্কার দরিদ্র-নিপীড়ন
চলে দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদী শোষণের ভূমিকায়—
ইতিহাসে তাই উঠে জনতার করুণ আর্তনাদ ॥

যুদ্ধবাজির উস্কানী দিয়ে ধনী তাই ধন লুটে—
মূল্যমানের উর্দ্ধগতির প্রগতি আকাশে উঠে—
পররাজ্যের বক্ষে অনধিকারী
ক্ষমতা-গর্বে প্রবল প্রতাপে চালাইছে তরবারী
শাসনে শোষণে বিস্তার করে আতঙ্ক মহামারী
কুচক্রীদের হিংস্রতা জ্বালা অগ্নিগোলায় ফুটে—
স্বার্থ-সাধনে সৃজে ভয়াবহ লুণ্ঠন সংঘাত ॥

সামরিক জোটে করে দাপাদাপি যুদ্ধবাজের দল
এদিকে জনতা দেশে দেশে জাগে দীনহীন হীনবল—
তিমিরবিদারী সূর্য-আলোর রেখা
গান্ধী-মানসে অহিংসাবাদে রশ্মিতে লেখে লেখা—
ইতিহাসবুকে নতুন আলোক নবভবিষ্য দেখা
পেয়েছে জগৎ-জনতা এবার আশ্বাসে উজ্জ্বল
সত্যাগ্রহে জনতার বুকে আনে প্রাণ-আহ্লাদ ।।

বৃহৎ উল্কা-ছায়া রোহিনীকে ঢাকিতে যেমন ছুটে—
হিংসা তেমনি ব্রিটিশ নীতিতে সন্ত্রাস হয়ে ফুটে
হিংসা শরীরে জলন্ত অঙ্গার
সত্য-চেতনা—বিবেক-বুদ্ধি করি চলে ছারখার—
আরক্ত-আঁখি ক্রুদ্ধ-আসুরী-শক্তিতে বার বার
কত সভ্যতা—সমাজ-জীবন ধ্বংসের বুকে লুটে
বিজয়ের নামে হুঙ্কার ধ্বনি ছড়ায় আর্তনাদ ॥

সমূহ বিনাশ যুগে যুগে তাই হিংসা আগুনে জ্বলে—
এ যেন সর্পে চুম্বন করা চলিছে ক্রীড়াচ্ছলে—
বিমোহে ছুটিছে চরম সর্বনাশে
আবদ্ধ হয়ে স্মৃতিভ্রষ্ট হিংসার কালপাশে
আত্মসংজ্ঞা বিস্মৃতি নামে—আতংক সন্ত্রাসে
চরম মারণে আনে পরিণাম—ক্রূর কার্যের ফাঁকে
মহোৎপাতের দৃশ্যে দৃশ্যে নিয়ে আসে উৎখাত ।।

নীতিধর্মের রক্ষণ আর কল্যাণ বর্দ্ধন
রাষ্ট্র থেকেই হয় চিরকাল এই নীতি সনাতন—
রাষ্ট্র যেখানে অধর্ম-দুর্নীতি
আচরণশীল—কি করে শান্তি হয় সেথা সংস্থিতি
অধর্ম নীচ-বৃত্তি প্রসার হিংসার সদা রীতি—
শাসনের নামে শোষণ-স্বার্থে ক্ষমতা বিবর্দ্ধন—
ন্যায়-অধিকার গণস্বাধীনতা হয়ে চলে উৎখাত ॥

ধর্মনিয়ত নিত্য সত্য প্রতিজ্ঞা রাষ্ট্রের
কর্ম-সাধনা—অহিংসাময় সত্য-আদর্শের
ধ্রুবলক্ষ্যেই জাগরণ নিয়ে আসে
জনতা-জীবনে কল্যাণবোধে সহযোগে পরকাশে—
রাষ্ট্র যেখানে গণ-অধিকার রোধ করে সন্ত্রাসে
সেখানে ভিত্তি—হিংসার পথে ক্ষমতার চক্রের
বাহু বিস্তারে মিটানো স্বৈর রাষ্ট্রীয় মনোসাধ ॥
গান্ধী-হৃদয় খুঁজিছে শান্তি—কল্যাণে সুন্দর
রাষ্ট্র যেখানে জনতার সাথে মিলিত পরস্পর—
নীতি-ধর্মের অহিংস-চেতনায়
সত্য-ন্যায়ের দৃঢ় ভিত্তিতে অবাধ স্বাধীনতায়
ব্যক্তি আত্মা মুক্ত—দীপ্ত সত্য তপস্যায়—
জাতিপাঁতিহীন সমাজ-জীবন ভাবনায় ভাস্বর
সার্বভৌম-ন্যায়-বিধানেই নিয়ত দৃষ্টিপাত ॥
অনুভূতি-ধারা অপরিসীমতাকে চলে সন্ধান করি
আত্মচরিত অবিরাম পাঠ—মানস-মূর্তি ধরি
অন্তরঙ্গ জীবন শুনায় কথা
ভাব-চেতনায় রস-মাধুর্যে আনন্দ-আকুলতা
দুঃখবেদনা ধরে নানা রূপ খুঁজে চরিতার্থতা—
মনে হয় তুলে মনের মধ্যে মনের কথায় ভরি
মনের মানুষ মানসে আলোক করে সদা সম্পাত
অনুভূত ভাবে পরম নিগূঢ় ভাবের আস্বাদন
ভাবী-জীবনের দৃশ্যে দৃশ্যে ঘটনার প্রকটন
মনের মানুষ সত্যের দেখে ছবি—
ভাব-কল্পনা-বিশ্বাসবোধে বিতরে আলোক রবি
অনন্তকাল—দেখি বিমুগ্ধ গান রচে মহাকবি
রবির আলোকে চেতনা-পদ্ম নিয়ত উন্মীলন—
গান্ধীচরিত-মানস-কথার উঠে গীতকলনাদ ॥

গান্ধী-চিন্তা-সিদ্ধান্তের তত্ত্ব-ভাষ্য মূলে
গান্ধী-মানস-অনুভূতি-ধারা শত তরঙ্গ তুলে—
জীবন-সাধনা-দ্যোতনা সন্নিবেশ
অভিজ্ঞতার প্রজ্ঞা-আলোক নাই নাই কোথা শেষ
বর্তমানের সীমানা ছাড়িয়ে পাছু রাখি কাল দেশ
গান্ধী-মানস জাগরিত থাকে অপরিসীমের কূলে
ভাব-জীবনের আলেখ্য বুকে সদাই দৃষ্টিপাত ॥

প্রগতির পথে এগিয়ে চলিতে চাই দূরদর্শিতা
বন্ধুর পথ ধাপে ধাপে চলি পঠন কর্ম-গীতা—
বহু সমস্যা—কঠিন-কঠোর বাধা
আলেয়ার আলো দুখে-দুর্দিনে স্বজে সদা বহু ধাঁধা
মানস-চেতনা-বুদ্ধিতে সদা সত্যমন্ত্র সাধা—
সত্যের বলে আত্মশক্তি অহিংসা-সংহিতা
সত্যাগ্রহে—সত্য-সাধনা মিথ্যার উৎখাত ॥

সত্যে অভেদ একাত্ম হয়ে কর্ম অনুষ্ঠান
সংশয় আর বৈরাগ্য থেকে আত্ম-পরিত্রাণ
সাধনায় জাগি—আদর্শ-বিশ্বাসী
সত্য-সাধক সত্যে জাগিলে সত্যে সমুদ্ভাসি
পরম-সিদ্ধি যোগক্ষেমেই বিস্তারে সুখরাশি
সংসার হয় শান্তি-স্বর্গ—সত্যে সমুত্থান
পথের দুঃখ-কষ্টের শেষে নামে ভূমা-আহ্লাদ ॥

বিদ্বেষ-বিষে ভ্রূকুটি-ভঙ্গি—ভাগ্যকে ধিক্কার
নয় নয় শুধু—পুরুষকারেই প্রতিষ্ঠা-অধিকার
হিংসার জ্বালা থেকে বিমুক্ত মন
অহিংসা-প্রেমে-সত্যে জীবন নিয়ত বিবর্দ্ধন
অগ্রগতিতে আশা-ভরসায় দৃষ্টি উন্মীলন
উদয়-সূর্য জাগিছে হাসিছে—তিমিরের পরপার
আলোকের দিকে বিকাশের দিকে নিত্য দৃষ্টিপাত ॥

বিরাট কর্ম-সিন্ধু-প্রবাহ সংসারে বহি চলে
কল-কল্লোলে উঠে আহ্বান সদা অন্তরতলে—
ডাকে যেন ডাকে সেই প্রবাহের সাথে
শ্রম-নিষ্ঠায় এগিয়ে চলিতে অবিরাম দিনে রাতে
কর্ম-সাধনা কর্ম-সিদ্ধি কর্মের ভাবনাতে
সত্য-ভাবনা-আশ্রয়ে বোধে সত্য-আলোক জ্বলে
কর্মের পথে সত্যের স্বাদ—প্রাণে আনে আহ্লাদ ॥

কর্ম-সাধনা রসধারা সম শক্তির সঞ্চারে
ছুটে চলে খুঁজি লোক-কল্যাণে শান্তিকে সংসারে—
জীবনের বেদ-তাত্ত্বিক-দর্শন
সত্যস্বরূপ ঈশ্বররূপে সদা হয় কীর্তন—
হিংসা-বিজয়ে—অহিংসাবাদী বিধান প্রবর্তন
সকল কর্ম-যজ্ঞ-মন্ত্র-সঙ্গীতে উচ্চারে
সর্বসমর্পণের চেতনা সীমাহীন আস্বাদ ॥

দেশের জাতীয় জীবনের সাথে সদা যোগ জীবনের
সার্বভৌম-জীবনে জীবনে অনুভূতি-মানসের
নিত্য সত্য করিছে জ্যোতির্ময়
বিশ্বমৈত্রী আত্মায় আনে নতুন দিগ্বিলয়—
সম মানুষের সংসারে খুঁজে—আত্মার পরিচয়
আত্মিক যোগে গান্ধী-হৃদয় জগতের হৃদয়ের
উপলব্ধির অসীমতা বুকে করিছে দৃষ্টিপাত ॥

রাজনৈতিক অধিকার-বোধে সচেতন জনতার
আন্দোলনেই সত্যাগ্রহ—স্বরাজ প্রতিষ্ঠার
নৈতিকপথ—অনেক নির্যাতন
লাঞ্ছনাময় হিংস্র-আঘাত তর্জন গর্জন
শাসকের থেকে—সত্যে থাকিলে সদা অবিচল মন
সত্যাগ্রহী-সিদ্ধসাধক সত্য অহিংসার
পরম বিজয় প্রকাশিত দেখে সিদ্ধ জাতীয় সাধ ॥

শত্রুকে নয় শত্রু-ভাবনা অহিংসাবোধে জাগি
সত্যাগ্রহী সব মানুষের কল্যাণে অনুরাগী
ঘটাতে হিংসা-যুগের রূপান্তর
সত্যাগ্রহী-মানব-মৈত্রী-আদর্শ নির্ভর—
মানবাধিকারে চাহে বিপ্লব—সত্যের সুন্দর
সার্বভৌম-কল্যাণ রূপে আলোকিত সদা আঁখি—
অহিংসা-বোধে সব হিংসার চিরতরে উৎখাত ॥

অতীতের থেকে বর্তমানের ধারাবাহিকতা ভরি
অহিংসা জাগে দিব্য-অস্ত্র হিংসা ব্যর্থ করি—
মানবতাবাদী রাষ্ট্রীয় দর্শন
অহিংসা আনে নতুন যুগের আলোর উন্মীলন
ন্যায়-বিবেকের চেতনায় জাগে বিশ্বমানব মন—
গান্ধীজীবনে লভিয়া জীবন হিংসাকে পরিহরি
জাগে উদয়ের নবীনপ্রকাশ—হয় নব আলোপাত ॥

গান্ধী-চিন্তা বিস্তারি খুঁজে স্বাধীনতা সত্তার
নৈতিকতার আদর্শবাদে রাজনীতি সংস্কার—
সংকট থেকে পরম পরিত্রাণ
বাস্তব পথে সব সমস্যা—দ্বন্দ্বের সমাধান
সংহতিগত একাত্মতায় সব ভেদ অবসান
ধৈর্য ক্ষমায় করুণায় ভরা নৈতিক-সুবিচার—
আধ্যাত্মিক-চেতনা-আলোক দেশে দেশে সম্পাত ॥

স্বপ্নের থেকে স্বপ্নেই যথা চেতনার বিচরণ
গান্ধী-হৃদয় সত্য প্রাজ্ঞ করি চলে দর্শন
অতীতের থেকে ভবিষ্য-ইতিহাসে
দৃশ্যে দৃশ্যে তেমনি প্রকাশ—তিমিরে সমুদ্ভাসে
দিব্য-আলোক অহিংসা আর সত্যের পরকাশে
নবীনযুগের পরমসিদ্ধি—ঋদ্ধির প্রকটন
আত্মা শুনিছে আত্ম-গীতার সঙ্গীত সুরনাদ ॥

বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করি যুদ্ধ-আগুন জ্বালা—
কোথা রাষ্ট্রীয় শান্তি-ভিত্তি—কালের আকাশে আলা
মানব-ভাগ্যে ব্যর্থবিড়ম্বনা
ঘোষে হিংসার পরিণামে শুধু হিংসা-সম্ভাবনা
যুদ্ধবাজির বিকৃত সে ক্ষুধা—হিংসার প্রচারণা
যুদ্ধদানব ছুটে চলে—গলে নরমুণ্ডের মালা
রক্ত ক্ষুধায় মাতাল-দৃষ্টি মুখে বুলি উন্মাদ ॥

স্বাধীন-সত্তা প্রতি মানুষের দৃঢ় ভিত্তিতে যদি
রাখিতে কামনা—অহিংসাবাদী চেতনায় নিরবধি
চাই জাগরণ—চাই মন দেশে দেশে
শোষণের থেকে পরিত্রাণেই দুখ-দুর্গতি ভেসে
আসিবে শান্তি—সমাজে ঋদ্ধি মানবতা পরিবেশে
মানুষের শ্রমে নব সভ্যতা মরুতে বহাবে নদী—
নিরাশা তিমিরে নতুন যুগের আলো হবে সম্পাত ॥

যুদ্ধের মূলে অর্থনীতিক-স্বার্থের রাজনীতি—
অহিংসাবোধে যদি মানুষের আত্মিক সম্প্রীতি
বিকশিত হয়—তবেই বিশ্ব-মন
থামাবে যুদ্ধ-হিংসা-ক্ষিপ্ত অগ্নি-বিস্ফোরণ—
চাই শান্তিতে-অতন্দ্র-আঁখি দৃষ্টি উন্মীলন—
নৈতিক মানে জীবনে জীবনে উদাত্ত সুরগীতি
হিংসার পথে আর নয় নয় অহিংস-রাজে সাধ ॥

একি রাজনীতি দোষারোপ আর ভীতির প্রদর্শনে
বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া সাথে গোপন আক্রমণে
চক্রান্তের জাল পাতা অবিরাম—
হিংসায় গড়া দুর্গে দুর্গে চলে সদা সংগ্রাম
বলের দাপটে স্বেচ্ছাচারিতা হয়ে উঠে উদ্দাম
মিথ্যা-নীতির ভিত্তিতে চলে সত্য নির্বাসনে—
বিবেকের ডাক ব্যর্থ করিছে—কে করে কর্ণপাত ॥

প্রতিরক্ষার কতই চুক্তি—ষড়যন্ত্রের চালে
সত্যের সাথে চলিছে চালাকী মিথ্যার তালে তালে
হত্যাকাণ্ডে চলে শুধু মাতামাতি
মানব-ভাগ্যে বার বার নামে নিরাশা-তিমির রাতি
সত্য আপন মহিমা-দীপ্ত জ্বলন্ত জ্যোতি ভাতি
প্রোজ্জ্বল করে ধ্বংসস্তূপে যুগে যুগে কালে কালে
যুদ্ধে মহতী বিনাশ-মৃত্যু উৎখাত উৎপাত ॥

আত্ম-কেন্দ্রী সুখেচ্ছা করে মূঢ়তারে আমদানি—
মানব-কেন্দ্রী সামুহিকতায় সুখেচ্ছা তাই জানি
মানবতা-বোধে আত্মার জাগরণ
চাকচিক্যের রঙীন জীবন-ভোগ করি বর্জন
সকলের তরে সকল মানুষ সত্যে উজ্জীবন
চাই বিশ্বের—বুকে কান পাতি শুনি বিবেকের বাণী—
সবার সহিত মিলিত জীবনে জাগুক জীবন সাধ ॥

তলোয়ার থেকে সাহসী-হৃদয় ধরে শতগুণ ধার—
নৈতিক বলে বলিয়ান হয়ে অস্ত্রে অহিংসার
খান্ খান্ করা হিংস্রতা-উদ্দাম
অস্ত্রবলকে নৈতিকবলে বিজয়ের সংগ্রাম—
যাহা অসত্য তাহা ভঙ্গুর নিষ্ঠুর পরিণাম
বরণি ধ্বংসে বিলয়ে লুটায়—মানবিক অধিকার
আঘাতে লুপ্ত কত অনর্থ দানবীয় উৎপাত ॥

বহিঃশত্রু বিজয়েতে চাই অন্তঃশত্রুজয়—
অহিংসাময় চেতনায় আছে শক্তি জ্যোতির্ময়—
তমিস্রা ভেদি আত্মার প্রসারতা
আলোকে সত্যে দেখে নৈতিক জীবনের পূর্ণতা—
ক্ষত্রিয়ত্ব ব্রহ্মবলের বলে চরিতার্থতা
লাভ করি দেখে নৈতিক বলে আত্ম-অভ্যুদয়
বীর-পুরুষের বিজয় যাত্রা সত্যপ্রেমের সাথ ॥

পৃথিবীর বুকে যুদ্ধ-দানব এত্তিলা-চেঙ্গিস
তিমুর-লঙ্গ মহামারীরূপে ছড়ালো হিংসাবিষ
নদী পথে চলি সাগরের পরপার
পথ হতে পথে দেশ থেকে দেশে প্রতিষ্ঠা অধিকার
'হয় দাসত্ব—নতুবা শিরেতে ক্ষুরধার তরবার
বরণ' আদেশ ক্রন্দন রোলে ভরি উঠে দশ দিশ
যুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় যাত্রা আনে শুধু সংঘাত ॥

কতনা বিশাল সাম্রাজ্যের হিংসায় পত্তন—
'মিহিরকুলে'র মত প্রচণ্ড বিজয়-যাত্রা রণ
বল্লম-ধনু তরবারী চলে হানি
জনতা-জীবন আহত-নিহত কণ্ঠে রুদ্ধ বাণী—
নিয়তি বিধান সাম্রাজ্যের বিজয়-যাত্রা জানি
অসহায় বোধে মৃত্যুদণ্ড করিছে সংগ্রহণ
আশ্রয়হীন—সাম্রাজ্যের বলি রূপে উৎখাত ॥

বন্যপশুর মত চিৎকারে শুধু উচ্চৈঃস্বরে—
দেশ থেকে দেশে স্বার্থাধিকার চলে বিস্তার করে
প্রতিস্পর্দ্ধা চুরমারে ছারখারে
বন্যপ্রকৃতি উদগ্র ক্রোধে শিকারেই বারে বারে
ক্ষিপ্ত হিংস্র—ভয়াবহ সেই দারুণ অন্ধকারে
প্রচণ্ড ক্রোধ নাশনে পীড়নে দিকদিগন্তে ভরে—
সাম্রাজ্যের মদগর্বীরা ছুটে চলে উন্মাদ ॥

আশা কি মিটেছে হয়েছে কি শেষ হিংস্র আকাংকার
নরমেধে চলে পাপ-পিশাচের দারুণ অত্যাচার—
দেশে দেশে উঠে হাহাকার আর্ত্তের
কোথায় শান্তি—শাসন-শোষণ রাষ্ট্রীয় স্বার্থের
বিজয় যাত্রা—শান্তিকে নাশে যুগে যুগে মানুষের
করুণ দৃশ্যে—গান্ধী-হৃদয় জাগি উঠে করুণার
অহিংসাতেই হিংসা বিজয়ে জাগে তাই মনোসাধ ॥

ঐতিহ্যগত-জাতীয়তা-বোধ-সম্পদ্ সচেতন
ধর্মমতের বিরোধের থেকে দূরে সদা বিচরণ
ঐক্যের পথে মৈত্রীর চেতনার
পরমাদর্শ সবসংশয় দ্বন্দ্বের সমাহার
করিয়া শুনায় প্রেম শাশ্বত বিশ্বমানবতার
এক পৃথিবীর নীড়ে নীড়ে করে আত্ম-উদ্বোধন—
জাতীয় জীবনে বিশ্বজীবন মাধুর্য আস্বাদ ॥

জটিল-কুটিল-ঘটনা-চক্রে বিচারের বোধহীন
সমাজে মানুষ ঘনাইয়া আনে দুরন্ত দুর্দ্দিন
ক্রোধ-বিবর্ণ-হিংসায়-ঈর্ষায়
যুদ্ধ দ্বন্দ্বে অজ্ঞান-মন মূঢ় তামসিকতায়
মানবাত্মার নিদারুণ-দুখ অসহ্য বেদনায়
ফাটি পড়ে শুধু—পৃথিবী করিছে অগ্নি প্রদক্ষিণ—
আকাশে-উল্কা অগ্নি ছড়ায়—দিকে দিকে উৎখাত ॥

ঐতিহাসিক-স্মৃতি-কল্পনা-সাগর মন্থনিয়া
আগামী দিনের সৃষ্টি-স্বপ্ন দিব্য-দৃষ্টি দিয়া
গান্ধী-হৃদয় দর্শন করি চলে—
বিরাটের ভাব-দ্যোতনায় ফুটে মানস-পদ্মদলে
আলো-লাবণ্য—বস্তু-রিক্‌থ-বৈদূর্য-মণি-জ্বলে—
উদয়-আলোকে—অহিংসাময় সত্য-মন্ত্রে হিয়া
সব মানুষের সুখে কল্যাণে বিতরিছে আহ্লাদ ॥

দূরি স্বার্থের সংঘাত আর আদর্শ বিরোধিতা—
ঘোর-সংশয়-শংকা অতীত বরাভয়ে সঞ্চিতা
মৈত্রী-তীর্থে আত্মায় গরিয়ান্
চাই পৃথিবীর নৈতিক বলে অহিংস-উত্থান
প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে শিবিরে দম্ভের অবসান
মানবিকতার সচেতন বোধে সত্যের সংহিতা—
ঘোষুক দারুণ বিভীষিকা বুকে সত্যের জয়নাদ ॥

রাষ্ট্রীয় হীন-স্বার্থ-কলুষে সমূহ পংকিলতা—
হিংস্র-প্রকৃতি বিস্তার করে ভীতির অস্থিরতা
বিহ্বল-দুখে অন্তরে বেদনায়
মানুষ কাঁদিছে—রাষ্ট্র কেবল মিথ্যার অছিলায়
দুর্নীতি চলে বিস্তার করি শাসন কলুষতায়
শোষণ-লক্ষ্যে—দিনে দিনে বাড়ে যুদ্ধ-উদ্দামতা
মিথ্যা ছলের ছলনার জালে ছুটে চলে উন্মাদ ॥

সার্বভৌম-ধর্মনীতির নৈতিক বরাভয়—
কোথা সত্যের ব্রতের সাধনা—কোথা নীতি-আশ্রয়
ছল-চাতুরীতে অধিকার বিস্তার
হিংসার বলে সত্যন্যায়ের দাবীকে অস্বীকার
দস্যুবৃত্তি হত্যাকাণ্ডে রাজপাট হিংসার
রাষ্ট্রীয় ছল-নিষ্ঠুরতার নিষ্ঠুর দুর্জয়—
অভিযান চলে—নাহি কভু থামে হিংস্রতা সংঘাত ॥

কদর্যতার ঘোর-পংকের পল্বল-আবিলতা
তামসিকতার মোহ-বিমূঢ়তা আদর্শে ভ্রষ্টতা—
বিভ্রান্তির কলহ-গরলধ-রা
মানবাত্মার শুদ্ধবুদ্ধি মিথ্যায় করে হারা—
সেই দুর্দিন-অস্থিরতায় প্রেম-বিবেকের সাড়া
ভীতি-শংকিত চেতনায় আনে মুক্তির অধীরতা
মানবাত্মার সত্য-প্রজ্ঞা—জাগরণ সংবাদ ॥

গান্ধী-হৃদয়ে পূণ্যকামনা অহিংসা-ভাগীরথী
প্রবাহিত করে—হিংসার থেকে নিস্তারে শুধু মতি
জটিল-কুটিল-কপটতা জাল ছিঁড়ি
মানবিকতার মহৎ বৃহৎ সত্যে নিয়ত ফিরি—
অনন্ত সুখে সত্যপ্রেমের আনন্দ-ভূমা ঘিরি
রয়েছে প্রকাশ—পূর্ণিমা তিথি সমুদ্রে আনে গতি
সমুদ্বেলিত প্রগতি-আবেগে দিকে দিকে আহ্লাদ ॥

সংকটময় ঘটনায় লেখা নব নব অধ্যায়
গান্ধীদৃষ্টি যুগোত্তরণে খুঁজে নৈতিক-ন্যায়—
প্রজ্বলন্ত অগ্নি না যায় ঢাকা
মানবজাতির ইতিহাসে তাই যুগে বুকে চলে আঁকা
যেখানে মিথ্যা—সেখানে ধ্বংসে ঘুরায় নিয়তি চাকা
অগ্নিতে দাহ বিরাট রাজ্য—মহাকাল সন্ধ্যায়
অসত্য নাশে যুগে যুগে উঠে পাঞ্চজন্য নাদ ॥

আত্মচরিতে ঘটনা-পুঞ্জ—সে বহিরঙ্গ কথা
উচ্চার করে অন্তরঙ্গ চেতনা-অজস্রতা
বিবেক-ধ্বনিতে অন্তের সীমানাতে
শান্তকে করে মূর্ত নিয়ত অনন্ত আলোপাতে—
মূলাধার রূপে সত্য প্রকাশ সংকটে সংঘাতে
পূর্ণমাধুরী বিস্তার করে—আনে পরিপূর্ণতা
জাগ্রত করে উজ্জ্বল করে অসীমের আহ্লাদ ॥

প্রবল শস্ত্রপাণির কণ্ঠে যুগে যুগে গর্জন—
নরশোণিতের সাগর সৃজনে চলে রোমহর্ষণ
ভীমদর্শন উৎকট উৎপাতে—
রাহু সূর্যকে গ্রাস করিবারে যথা উন্মাদ মাতে
স্ববল-দর্পী ছুটে প্রমত্ত রণ-দুন্দুভি নাদে
আকাশ-বাতাস কম্পিত করে—অস্ত্র আকর্ষণ
করি মৃত্যুর উৎসব-সুরু করে সুখে পদপাত ॥

মর্দিত করে মানব-ভাগ্য হিংস্র ভয়ংকর
যুদ্ধে যুদ্ধে উঠে সংসারে করুণ আর্তস্বর
জড়ীভূত-গতি সভ্যতা- সমাজের
দুর্নীতিগত মানসিকতায় নৈতিক-পতনের
নারকী দৃশ্য—আহত-নিহত-মানুষের শোণিতের
প্রবাহে—ক্রুদ্ধ রাহুর দৃষ্টি দীপ্ত নিরন্তর
কোন্ খানে জয়—জয় বিনিময়ে মৃত্যু যে অপঘাত ॥

লোক-বিরুদ্ধ-কর্ম-শক্তি আচরণ হিংসার
পাপকর্মের অনুষ্ঠানেই পাপাচার মিথ্যার—
সাপ যথা ছুটে বিদরণি বল্মীক—
হিংস্র-স্বভাব ক্রুরকর্মারা জ্বালায়ে চতুর্দিক
তেমনি হিংসা বিস্তারি ছুটে ভুলি ন্যায়-মানবিক
আসুরী শ্লাঘ্যে ক্ষিপ্ত স্বভাবে বিজয় অহংকার
উল্লাসে করে ভ্রুকুটি ভঙ্গি—অগ্নি দৃষ্টিপাত ॥

পাশব-যুদ্ধ হিংস্রতাময়—ধ্বংসের সন্ত্রাসে
নিষ্ঠুরতার কাণ্ডে কাণ্ডে মূর্ত সর্বনাশে
বাহুবলে বলী বীর-পুরুষের দল
সম্মুখে চলে—বলের দাপটে আগ্নেয় চঞ্চল
দৃষ্টি-অগ্নি ছড়ায় হিংস্র-দাহনের হলাহল—
গান্ধী-হৃদয় শান্তি-মধুর অহিংসা পরকাশে
নৈতিক বলে খুঁজে সত্যকে—ধর্মে প্রাণাস্বাদ ॥

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দীক্ষা— সত্য দীক্ষারূপে
প্রকাশিত করে দিব্য-চেতনা-শক্তি অন্ধকূপে—
ধর্মযুদ্ধে আত্মার জাগরণ
যাহা অসত্য তাহা বন্ধন—জীবন উদ্দীপন
অহিংসা-নীতি গ্রহণ মনন সাধন—উজ্জীবন
সত্যের পূজা—মন্দিরে দীপে সুবাসিত ধূপে ধূপে
নবজীবনের দীপ্তি-আলোকে—আমোদিত আহ্লাদ ॥

সত্যের বল প্রবল চেতনা জড়তা-জগদ্দল-
পাথর বাঁধন ছিন্ন-ভিন্ন ছুটে ঝর্ণার জল—
বুকজোড়া সুখ-শান্তির মহিমায়
আত্ম-প্রকাশে ছুটে সম্মুখে মিলিতে অসীমতায়—
যাহা অভিভূত-আস্থাবিহীন—শক্তির চেতনায়
নাড়া দিয়ে ছুটে আত্মানন্দে প্রচণ্ড চঞ্চল—
হিংসায় নয়—অহিংসাতেই খুঁজে সিদ্ধির স্বাদ ॥

নব সৃষ্টিতে আত্ম-প্রকাশ—ধর্ম বিরোধিতার
মূঢ় সংস্কার অন্ধতা থেকে আলোকেতে বিস্তার—
জাতি-বিভেদের জীর্ণতা ত্যাগ করি
বিরাট জাতীয় জীবনে প্রকাশ মহাজাতীয়তা বরি
মনুষ্যত্বে—দাসত্ব আর বন্ধন পরিহরি
আত্মশক্তি-বুদ্ধি বিকাশে আন্তর চেতনার
জাগৃতি সুখে—তিমির হইতে আলোকে প্রকাশ সাধ ॥

অমানুষিকতা থেকে বিমুক্তি—যুদ্ধ মুক্তি পণ
মনুষ্যত্ব দাসত্ব যেথা সহি চলে নিপীড়ন
সেখানে যুদ্ধ—ধর্মযুদ্ধ করা
হিংস্র-আসুরী-স্পর্দ্ধা সামনে অহিংসা তুলে ধরা
চরম বিনাশে যাহা অসত্য নিশ্চিত তাহা মরা—
মুক্তি-সাধনা সত্যের পথে পরম উদ্বোধন—
নব সভ্যতা অহিংস-যুগ সৃজনে আলোকপাত ॥

সত্যের বাণী অমোঘ অমৃত উঠেছে জয়ধ্বনি
সত্যের পথে এগিয়ে চলার দিকে দিকে জাগরণী—
গান্ধী-হৃদয় জাতির হৃদয়ময়
প্রেমে উজ্জ্বল আলোকে আলোকে লভিছে অভ্যুদয়—
নব তপস্যা-মন্ত্র সত্য অহিংসা-আশ্রয়
ব্রতসাধনায় দীক্ষা-সত্যে সত্যে উজ্জীবনা
আত্মায় ঘটে দীপ্ত প্রকাশ—দিকে দিকে আলোপাত ॥

সপ্ত ঘোড়ায় অরুণ-সারথি তিমির আকাশে নামি
আলোকিত পথে—আলোর আকাশে আলোকের অনুগামী
জ্যোতিরশ্মির পরশে তিমির ক্ষয়
ঘোষিছে সত্য—আত্মা-আলোকে মিথ্যার সদা জয়—
সত্যাগ্রহী সূর্যের মত দীপ্ত জ্যোতির্ময়
মিথ্যা বিজয়ে প্রকাশিত হলে ভাস্বর সংগ্রামী—
যাহা অসত্য—তিমিরগ্রস্থ হয় তাহা উৎখাত ॥

গান্ধী-হৃদয় মন্ত্রসিদ্ধি চেতনায় অনুভবি
দেখে সত্যেই অবিনশ্বর চিরভাস্বর রবি
আলোকিত হয় মহান্ ভবিষ্যৎ
সত্যাগ্রহে সমুখে উদার বিশাল-জগৎ পথ—
নানাদিকে হতে ধেয়ে আসে লোক—সবার কর্মরথ
নবনির্মাণে মিলিছে ঐক্যে সমস্বার্থকে বরি
সবাকার চিতে বিশ্বমৈত্রী—মানুষের জয়নাদ ॥

সমাজভিত্তি মূলে নাড়া দিয়ে—নতুন বিকাশে প্রাণ
জীবনকে খুঁজে বিকাশের পথে ভেদনীতি অবসান—
গান্ধী-মানস জাতির মানসে ভাসে
প্রাণশক্তির অভিব্যক্তির বিচিত্র উল্লাসে—
ধর্ম ঐক্যে সমাজ-ঐক্যে জীবনকে ভালবাসে—
সংস্কৃতিগত ঐক্য সুত্রে নব নব নির্মান
জাতির জীবনে প্রকাশিত করে চেতনা আশীর্বাদ ॥

ঘটনার থেকে ঘটনা আড়ালে ঘটনার বীজগুলি
কতই কাহিনী রহস্যময় বুলায়ে রঙের তুলি
আঁকিছে চিত্র—গান্ধী-হৃদয় ভরি
অতীতের থেকে বর্ত্তমানের ঘটনা সূত্র ধরি
জাগে কত ছবি—সবার আড়ালে বুদ্ধি শুভংকরী
খুঁজে সত্যকে—তিমিরের পারে নিত্য-আলোকে ছুলি
বিকাশি সত্য—অবিনশ্বর আনন্দ আস্বাদ ॥

গান্ধীহৃদয় করে দর্শন যতদূরে আঁখি যায়—
ক্ষুব্দ-সিন্ধু ঘনগর্জ্জনে অসীমের সীমানায়
আছাড়ি পড়িছে-জলকল-কল্লোলে
মানব-আর্তি তরঙ্গ রূপে ক্ষুব্ধিত কলরোলে—
ধ্বনিতে শিহরে—হিংস্র-দ্বন্দ্বে মানব-ভাগ্য দোলে
জয়হীন এক চির পরাজয়ে জঘন্য হিংসায়—
সীমানার পারে গান্ধী-দৃষ্টি দেখিছে আলোকপাত ॥

ইতি গান্ধীজীবন মহাকাব্যে চরিত-মানস নামীয় ষষ্ঠ সর্গ ॥

ভারত-জীবন মর্মান্তিক বেদনার অভিঘাত
অত্যাচারেতে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে রক্তপাত—
জ্বালা-যন্ত্রণা ব্রিটিশ-অত্যাচারে
কূটনীতি আর হিংস্র শাসনে বাড়ে ধারে ভারে সারে—
গান্ধী বন্দী শবরমতীর নিরন্ধ্র কারাগারে
আগামী দিনের সিদ্ধিকে চেয়ে—হিংসার উৎখাত
শক্তিকে চেয়ে—বিকশিত হয় জীবনের সবসাধ ॥

দেশেতে তখন ব্রিটিশ-দাপট সংগ্রামী শক্তিকে—
দলিত মথিত করি অবিচার—সন্ত্রাস দিকে দিকে—
সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার বলে
জাগে দলমত—নানা মত পথ স্বার্থ-সাধনে চলে
ভগ্নস্তূপে স্মৃতির চিহ্ন অতীত দিনের তলে
চাপা পড়ে যায়—ভারতে তখন জাতীয়তা অগ্নিকে
নিবাতে ব্রিটিশ সদা তৎপর—খুঁজে ছলে উৎখাত ॥

ব্রিটিশ শক্তি প্রতিরোধহীন—ঘটায় প্রতিক্রিয়া
ধর্ম-চিন্তা বৈরিতা নিয়ে—জাগাল জনতা হিয়া
ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম পরিশেষে
সাম্প্রদায়িক বৈরিতা নিয়ে সমুখে দাঁড়ায় এসে
হিন্দু মুসলমানের ঐক্য বিদ্বেষে যায় ভেসে
ধর্মের নামে রাজনীতি খেলা—নতুন অস্ত্র নিয়া
আত্ম-ঘাতন-সংগ্রামে জাগে হিংস্রতা আহ্লাদ ॥

দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ঐক্যভিত্তি প্রতিষ্ঠা চুরমার—
হীনস্বার্থের আবর্তে খুঁজে শাসনকে সরকার
শবরমতীর থেকে হয় ভাস্বর
জাতীয় ঐক্যে প্রতিকূলতাকে দেখিছে প্রতিভাধর—
ভারত-জীবনে বিভেদ জাগাতে সয়তান অনুচর
ফিরে উল্লাসে—ধর্মের নামে চালিছে স্বৈরাচার
অহিংসাগত সত্যনিষ্ঠা করি চলে উৎখাত ॥

অদৃষ্টের একি ছিনি-মিনি—একি ঘোর পরিহাস
অসহযোগের প্লাবনে সেদিন জাতীয়তা-উল্লাস-
যৌবন-জল-তরঙ্গ দোলা তুলি
জাতীয় জীবনে হীনতা ভাসাতে সীমা-স্বার্থকে ভুলি
জাতিপাঁতিহীন মহাজাতি-প্রাণে প্রাণে-প্রাণে কোলাকুলি
এখন স্বার্থ-চেতনায় আনে একি ঘোর সন্ত্রাস
ধর্ম-কলহে—সত্যকে হানে অসত্য-জল্লাদ ॥

ছাগল ভেড়ার মতন মানুষে—আলাদা আলাদা করা—
ধর্মের নামে মানব-আত্মা দুইটি দেশেতে ভরা
ধর্ম-প্রাচীরে স্বতন্ত্র করি রাখা—
মনের জগতে মানব-মৈত্রী এ পথে পড়িবে ঢাকা
ধর্ম-ফানুষ উড়ায় আকাশে—মাঝখানে শুধু ফাঁকা
হাল্কা ভাবের ফাঁকিতেই খুঁজে বিজয় বসুন্ধরা—
কোথা সত্যের আলোক—এ হীন মিথ্যার উৎপাত ॥

গান্ধী শবরমতীর কারায় জাগিছে নিদ্রাহীন
দেখে ভারতের মুক্তি উষার আলোকিত সেইদিন
আশা-আশ্বাসে ঐক্যের বিশ্বাসে
স্বরাজের বোধে সমাজ-জীবন একতায় উদ্ভাসে
জাগিছে ধর্ম-নিরপেক্ষতা—সকলের চোখে ভাসে
সুমতির বোধে উদার দৃষ্টি—মৈত্রীতে পরলীন
জাতীয়তাযোগে ভারত-চিন্তা—বিদ্বেষ উৎখাত ॥

গান্ধী শরীরে শবরমতীতে—আত্মা ভ্রমিছে দেশে
ব্রিটিশকে বলে 'কল্যাণ হোক'—ক্ষমা-সুন্দর হেসে
শত্রু-মিত্র সকলের কল্যাণে
উঠে প্রার্থনা—হোক কল্যাণ পৃথিবীর সবখানে
সত্যাগ্রহে অহিংস-বোধে হিংসার অবসানে
আসুক সত্যে বিশ্বজীবন—সকল মিথ্যা ভেসে
শান্তি-আলোক হোক বিস্তার বিদূরিয়া পরমাদ ॥

গান্ধী-আত্মা কারাগারে নাই ভারতবর্ষে ঘুরে—
সাম্প্রদায়িক সামাজিকতার অন্যায়ে আছে জুড়ে
সারা ভারতের মানসিক হীনতায়—
মতে পথে চলে দ্বন্দ্ব কতই—নানান সম্প্রদায়
নানাপথে চলে আত্মতৃপ্ত অধীনতা-সীমানায়
জ্বালায় অগ্নি নাশে সভ্যতা নীতিপথ থেকে দূরে
সমাজে রাষ্ট্রে নষ্টামি কত—ঘটে কত উৎপাত ॥

মোসলেম লীগ কংগ্রেসে ঘটে নীতিগত ছাড়াছাড়ি
জনতা-দৈত্য ক্ষেপেছে এখন ছড়াইছে মহামারী
ব্রিটিশ দেখিছে কংগ্রেস হীনবল
স্বার্থে স্বার্থে ভারত এখন হয়েছে রণস্থল—
সাম্প্রদায়িক-দ্বন্দ্বেতে জাগে উন্মাদ-চঞ্চল
জনতা ছুটেছে হত্যাকাণ্ডে—হাতে করি তরবারী
অসহযোগের ধ্বংসস্তূপে শ্বাপদ-আর্তনাদ ॥

ব্রিটিশ-বিরোধী-সংগ্রাম থেকে ফিরি আসি পশ্চাতে
মোসলেম লীগ হিন্দুদ্বেষে-কংগ্রেস-দ্বেষে মাতে—
মোসলেম দ্বেষে হিন্দু প্রতিক্রিয়ায়
জাগি উঠে দেশে—কংগ্রেস চলে স্বতন্ত্র পন্থায়
সেখানে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থের রক্ষায়
নীতি-আদর্শ অভিন্নতায় মৈত্রী-কিরণ পাতে—
দিকে দিকে তবু দ্বন্দ্ব দাঙ্গা—হিংসার উৎপাত ॥

কংগ্রেসে জাগে নীতি-সংঘাত তাই বল্লভভাই
রাজেন্দ্র-রাজা গোপালাচারীয়া সংস্কার সূচীটাই
সম্মুখে রাখি—অসহযোগের ধারা
জাতীয় জীবন প্রবাহিত করি জাগাইতে দেশে সাড়া
গান্ধী-নীতিতে স্বদেশী গ্রহণ স্বদেশী বরণ ছাড়া
ব্রিটিশ শাসনে আঘাত করিতে অন্য রাস্তা নাই—
দেশের জীবনে গঠন-কার্যে জাগানো স্বরাজ সাধ ॥

গান্ধীকে নিয়ে মুখর দেশেতে ক্রুদ্ধ-যুধ্যমান
দুইটি শিবিরে আক্রমণের চলে শরসন্ধান—
ব্রিটিশ শাসন—সাম্প্রদায়িকদল
শান্তির পথে বিস্তার করে বিদ্বেষ হলাহল—
কংগ্রেস তবু অচল-অটল—শান্তির হিমাচল
সমুখে দেখিছে অসম্প্রাদয়িক-সত্য-বিবস্বান
আলোক বিতরে—দুখের রাত্রি পোহাতে আলোকপাত ॥

কোন সে সত্য ? সত্যাগ্রহ-সাধনার সিদ্ধিতে
আত্মায় সেই সত্যের জ্যোতি থাকে সদা বিকিরিতে—
কলহ ঘটায় ভারতের অপমান
ভারতে জাতীয়ঐক্য-চেতনা হয়ে চলে খান খান
নাহি জাগে যদি সমাজ-স্বার্থে একটি জাতীয় প্রাণ—
ব্রিটিশ-শাসন সাম্প্রদায়িক-ক্ষমতার বৃদ্ধিতে—
ভাঙ্গিয়া চলিবে আশা-আশ্বাস-স্বরাজের মনোসাধ ॥

জাতীয় যুদ্ধ ভীষণযুদ্ধ—ব্রিটিশের ভেদ-নীতি
ভাঙ্গিয়া জাতীয় ঐক্য মৈত্রী জাতীয়তা-সম্প্রীতি
সাম্প্রদায়িক-বুদ্ধির বিষ-তীর
সন্ধান তাই স্বার্থ সাধন—প্রসার স্বশক্তির—
অন্তরে জাগে একটি সত্য-সমুদার দৃষ্টির
আলোকে জাতীয় জীবনে জাগানো সমাজে ঐক্য-রীতি
যার বলে হবে বলবান দেশ—ভুলি সব ভেদবাদ ॥

সত্যের বলে বিকশিত করি নৈতিক-সত্তাকে
স্তব্ধ করিছে·সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ-হিংসাকে—
সহনশীলতা-ধৈর্য নির্ভীকতা
সত্যাগ্রহী-ত্রয়ী-চেতনায় ভারতীয় জাতীয়তা
বিস্তারে জাগে সমাজ-জীবনে সার্বিক-মানবতা—
গান্ধী-চিন্তা জাতীয় ঐক্য আদর্শ ছবি আঁকে
মৈত্রীর পথে সব দ্বন্দ্বের মার-বীজ উৎখাত ॥

'য়েরোড়া' এখন সাধন-তীর্থ দিনগুলি সাধনায়
ফুলের মতন উঠিছে ফুটিয়া স্থষ্টির সুষমায়—
সেই দিনগুলি খুঁজিছে গভীর প্রাণে
জাতির বৃহৎ মহৎ সত্যে—মহিমায় কল্যাণে
ভারতের থেকে বিদেশী-শাসন-শোষণের অবসানে—
সত্যাগ্রহ-অস্ত্র-প্রয়োগে বিরাট ব্যর্থতায়
কেন পরাজয় বরণ চলিছে কোনখানে অপরাধ ॥

ভারত দেখিছে ব্রিটিশ দেখিছে বিশ্ব দেখিছে চেয়ে
গোপমতা জানি পাপ-প্রশ্রয় সত্যমন্ত্র গেয়ে
সত্যাগ্রহী গান্ধী সত্যব্রতী
সবরমতীর থেকে 'য়েরোড়া'য় সত্যে নিয়ত মতি
চৌরী চৌরা হিংস্রতা রচে—রচে ভারতের ক্ষতি
সেই হিংস্রতা পাপের ক্ষালনে—অন্তরাদেশ পেয়ে
প্রায়শ্চিত্তে কারাদণ্ডেই—সত্যপূজার সাধ ॥

ভারত দেখিছে ব্রিটিশ দেখিছে বিস্মিত বিশ্বের
দৃষ্টিতে যেন সক্রেটিসের 'হেমলক' পাত্রের
বিষ-অমৃত দৃষ্টির জ্বলজ্বল
আলোক জ্বলিছে—ভীতিহীন মুখ শান্তিতে সুশীতল—
বিচারের শেষ কয়েদী গান্ধী থেমে গেছে কোলাহল
'য়েরোড়া' কারায় কাটে দিনগুলি বুকে শুধু সত্যের
পূজা প্রার্থনা—দূর হতে দূরে নিয়ত দৃষ্টিপাত ॥

বাতাসে ভাসিছে—"সমুখে আমার এখনো দীর্ঘ পথ
বন্ধুর পথ পার হতে হবে সত্যে কর্মরথ—
নিজেরে রিক্ত করি দিয়ে একেবারে।"
বিশ্ব দেখিছে নতুন আলোক যুগের অন্ধকারে—
অপরাধী যিশু শান্তমূর্তি—আত্মায় আপনারে
অনুভবি জাগে নতুন প্রকাশে অনাদি মহৎ সৎ
গান্ধীজীবনে সক্রেটিসের যিশু আত্মার হ্লাদ ॥

বাতাসে বাতাসে এখনো ভাসিছে মহাবিচারের দিনে
যেন আত্মিক দৃষ্টিতে দেখে অন্তরে নিল চিনে—
তাই ন্যায়াধীশ ব্রুমফিল্ড ঘোষে
মহৎ স্বদেশ প্রেমিক নেতার সত্য মর্মকোষে
উপলব্ধিতে রাষ্ট্রনীতিতে মতভেদে নাহি রোষে
অহিংসা প্রেমে ব্রিটিশ মানস সত্যের বলে জিনে
গান্ধী-আত্মা সত্যের বলে করে সদা আলোপাত ॥

মহাপুরুষের প্রকাশ দেখেই—সত্যের সমুদার
ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসে ভাসে আলোক মহাত্মার—
কোথা কারাগার 'য়েরোড়া'র মন্দিরে
পৃথিবী দেখিছে সত্যপূজায় এক নব বন্দীরে
সত্যজ্ঞানেই অহিংসা পূজা—অন্তর ধীরে ধীরে
প্রায়শ্চিত্তে আলোক নামিছে মৈত্রী ও করুণার
গান্ধীমূর্তি দেখে অহিংসা রাষ্ট্রীয় বুনিয়াদ ॥

বোধিদ্রুমের প্রতীক "য়েরোড়া"—নববুদ্ধের চিতে
সত্যজ্যোতিতে অহিংসা-বোধি থাকে সদা আলোকিতে—
রাষ্ট্র-ভাবনা প্রেমেই জ্যোতির্ময়
জীবদুঃখের বিনাশ-মন্ত্র নিঃশেষে করি ক্ষয়
হিংস্র-আহব অহিংসাতেই ভারত-অভ্যুদয়
মারের ছলনা করে পথ রোধ—এই নব পৃথিবীতে
অহিংসা বলে সত্যাগ্রহে মিথ্যার উৎখাত ॥

পৃথিবী দেখিছে বিস্ময় মানি সত্যের অবতার
সত্যের পথে অহিংসা পথে নীতি-বোধে সদাচার
আচরি শিখায় সত্যের আচরণ—
গান্ধীজীবন গান্ধীনীতির ব্যাখ্যার বর্ণন
জীবন-কর্মে সদ্ধর্মের শরণ-মনন মন
নতুন ভাষ্য প্রকটিত করে 'য়েরোড়া'র কারাগার
অন্যের কৃত পাপের ক্ষালনে দুঃখবরণ সাধ ॥

অসত্য পথে ধাবমান স্রোত রোধিতে জীবন-পণে
গান্ধী জাগিছে অহিংসা-বোধে আত্মার জাগরণে
এ কি আস্বাদ অপার্থিবতা ভরা
কারাদুখ যেন অমৃতমধুর স্বর্গ-সুরভি-ক্ষরা—
ঘোরা রাত্রির ঝঞ্ঝা ঘূর্ণি গভীর তিমির-হরা
স্ফুরিত দিব্য বিদ্যুৎজ্বালা নবীন উন্মীলনে
গান্ধী-বক্ষে সকল বেদনা দূরি হয় আলোপাত ॥

পৃথিবী দেখিছে বিস্মিত হিয়া জেরুসালেমের নভে
সেদিনের মত একটি তারকা জ্যোতির সমুদ্ভবে
'য়েরোড়া' কারায় আত্মার আলোকেতে
উজ্জ্বল থেকে সমুজ্জ্বলিত—আলোর প্রবাহে মেতে
উঠে সঙ্গীত সত্যের পথে ডাকিছে এগিয়ে যেতে—
এদিকে তখন মার জাগি উঠে হিংস্রতা তাণ্ডবে
ভারতবক্ষে খুঁজে যুদ্ধের পরাভবে পদপাত ॥

ভ্রান্তি স্বীকারে চিত্তশুদ্ধি—হৃদয়-কপাট খুলে
লক্ষ উপায়ে সমুখে সদাই সত্যের ধ্বজা তুলে
সত্যের পথে—ধর্মযুদ্ধ-পথে
সত্যাগ্রহে মত্ততাহীন চলা অহিংস-মতে
মহৎ লক্ষ্যে মহৎ উপায়ে শুদ্ধ মতের রথে
শ্রেয়কে প্রাপ্তি—আঁধারের থেকে আলোকসাগর কূলে
সত্যচর্চা নীতি-আচরণে—মিথ্যার উৎখাত ॥

ভগবদ্‌গীতা হৃদয়-তন্ত্রী করে তুলে সুরময়
মিথ্যার মায়া-বিভ্রম থেকে সত্যের পরিচয়
উদ্ভাসি উঠে—জোড় করি করপুট
গান্ধী-হৃদয় প্রার্থনা করে হিংস্রতা গৃহকূট
বিশ্ব দেখুক চির-অনর্থ—সত্যের সম্পুট
শতদলে জ্যোতি বিকিরিত হোক—মিথ্যার হোক ক্ষয়
মৈত্রী-করুণা-মানবতা হোক মানুষের আস্বাদ ॥

পৃথিবী দেখিছে বেথেলহামের অমৃতপুত্র আজ
ক্রুশআবদ্ধ কাঁটার মুকুট সত্যের জয়সাজ
শিরে করি জাগে চিরবিস্ময়কর—
গান্ধীজীবনে সেই প্রেমিকের মহান রূপান্তর—
সত্যেই যেন আত্মপ্রকাশ করে শিবসুন্দর
আত্মারামেই আনে কল্যাণ মানুষের হিতকাজ
মহাকরুণার মূর্তি গান্ধী—শান্ত দৃষ্টিপাত ॥

একি বিস্ময় জাগে সারা দেশে আনন্দে সারা দেশে
গান্ধীর ডাকে শতপ্রাণ জাগে জনতার পাশে এসে
উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ পরিহার
মানবতাবোধে মনুষ্যত্বে জাগরণ আত্মার
কোথায় স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের ব্যবধান আছে আর
ভেদের প্রাচীর খান্ খান্ পড়ে অহিংসা-পরিবেশে
সত্যের বলে একি আদর্শ সত্তায় আস্বাদ ॥

উন্নততর সভ্যতা আর রাষ্ট্রীয় সাধনার
গান্ধী-সাধনা করে সন্ধান সত্য অহিংসার
মানব-ঋদ্ধি—মানবীয় প্রগতির
নতুন প্রেরণা—মানব-আত্মা দেখে আনে সৃষ্টির
আদর্শ-জ্যোতি—যেখানে প্রেমেই শান্তির মন্দির
রচিত বিশ্বে—সাম্রাজ্যের শোষণ কুৎসিতায়
সত্যাগ্রহ মুক্তিমন্ত্র—বন্ধন উৎখাত ॥

মহাশূন্যের দূরদূরান্তে গ্রহলোকে তারালোকে
সত্যের আলো বিকিরিত হয়—গান্ধী দিব্য-চোখে
দেখি সে-আলোক অহিংসা-সিদ্ধিতে
দেখে শান্তিকে ঋদ্ধিকে সদা মানুষের পৃথিবীতে—
সত্যাগ্রহ ধর্মযুদ্ধ—জনতার দৃষ্টিতে
গান্ধীমূর্তি অবতার সম—মানব-পীড়ন শোকে
যুগপুরুষের আবির্ভাবের পুণ্য আলোকপাত ॥

অসহযোগের মন্ত্রদীক্ষা দরিদ্র-ক্রোড়পতি
স্বরাজের বোধে জাগে একাত্ম একমন একমতি
ব্রিটিশ-পণ্য বর্জন বর্জন
তাঁতে চরকায় উঠে স্বরাজের আনন্দ-গুঞ্জন—
জনমত যেন করিছে ঘোষণা স্বজাতির প্রয়োজন
আত্মশক্তি বলেই স্বজাতি ঘুচাতে সকল ক্ষতি
জাগে উৎসাহে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনে ঘোষে সাধ ॥
স্বার্থ ত্যাগেই—দুঃখ সহন শক্তির বিকাশেই
খুঁজে কংগ্রেস জাতির স্বরাজ জাতির মুক্তিকেই
ধনী-নির্ধন সব ভেদাভেদ দূর
কৃষক-মজুর-উকিল-চাকুরে—কণ্ঠে একটি সুর
সকল কষ্ট সহ্য শপথ—পথ হোক বন্ধুর
দেখে স্বরাজের উদয় প্রভাত বাধা বন্ধন নেই
ভারতের থেকে ব্রিটিশ-শাসন শোষণের উৎখাত ॥
চরকা গ্রহণ—মাদক সেবন হিংসার নিবারণ
অস্পৃশ্যতা চলে বর্জন—জাতীয় সংগঠন
সাম্প্রদায়িক মৈত্রীকে অনুসরে
অসহযোগের ভাববন্যায় প্রবাহ আবেগ ভরে—
চলে শত শত সত্যাগ্রহী গান্ধীর পথ ধরে—
ভারত মুখর চরকার গানে—নবীন উজ্জীবন
সত্যাগ্রহে নব নীতিপথ সত্যে দৃষ্টিপাত ॥
মহান্ দৃশ্য সেদিন সৃষ্টি শ্রদ্ধানন্দ বাগে—
বাঙ্গালা চলেছে স্বরাজ লক্ষ্যে ভারতের পুরোভাগে
বিদেশী বস্ত্র বর্জন বর্জন
প্রচারে 'চিত্তরঞ্জন' যত সেই ধ্বনি কম্পন
সারা ভারতের হৃদয়ে হৃদয়ে আগ্নেয় আলোড়ন
বিস্তার করি—বিলাতী বস্ত্র বহ্ন্যুৎসবে জাগে
কলিকাতা থেকে পেশোয়ারময় একটি জাতীয় সাধ ॥

রাজ-সন্ন্যাসী দেশের জনতা দেখে সম্মুখে আসি
জনতাকে বলে—'ভোগ নহে নহে দারিদ্র্য ভালবাসি
ভালবাসি আমি দুঃখের জ্বালা-তাপ
ভারতের বুকে আছে যতকাল অধীনতা-অভিশাপ
জানি আমি তাহা বিস্মৃত হয়ে ভোগ করা মহাপাপ
ততকাল সুখ করি না কামনা জননীর দুখ-রাশি
আছে অধীনতা—যতকাল নাহি হয় তাহা উৎখাত ।।'

দেশের জনতা দেশবন্ধুকে বিস্ময়ে সেইদিন
দেখে আনন্দে রাজ-সন্ন্যাসী ভোগ-আকাঙ্খাহীন—
দেশবন্ধুর মূর্তি আত্মারাম
ত্যাগ আদর্শে সমুখে দাঁড়ায়ে 'দেশবন্ধু'ই নাম
জনতা কণ্ঠে ঘোষিত হইল—সেই ধ্বনি উদ্দাম
প্রতিধ্বনিতে কাল হতে কালে চলিছে সম্মুখীন
স্বরাজের রাজে গান্ধী নেতার উঠে জয় জয়নাদ ।।

ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের অন্তবিহীন সুখ
তুচ্ছ করেই মতিলাল চলে বুকে ভারতের দুখ
অন্তবিহীন যাতনায় ভাঙি পড়ে
রাজসুখ যেন পায়ে ঠেলি দিয়ে দুঃখ-আঘাত বরে
অমিতাভ এল ভারতে আবার নতুন রূপান্তরে—
ভারতের লোক যতকাল আছে বেদনায় ম্লানমুখ
ততকাল নয় আর সুখভোগ—স্বরাজে জীবনসাধ ।।

লালা লাজপৎ বীর পাঞ্জাব-কেশরী মূর্তিমান
গর্জি ঘোষিছে স্বরাজকে চাই অধীনতা অবসান—
গান্ধীর মতে একপথ একমত
স্বরাজের পথে জাগাতে জাতির ঐক্য-কর্মরথ
অসহযোগের নীতি-আদর্শে—জাগে লালা লাজপৎ
সারা ভারতের প্রাণ-চেতনায় উঠে কল্লোলে গান
মুক্তির পথে সত্যাগ্রহে নিয়ত দৃষ্টিপাত ।।

আবুল কালাম আজাদ কণ্ঠে সত্য উদ্‌ঘোষণা—
গান্ধীর পথে আছে ভারতের মুক্তি উন্মিলনা
সংস্কৃতি গত ইতিহাসে ঐক্যের
এক মহাজাতি ভারতবাসীর চেতনা সমুদ্ভাসে—
ধর্মীয় নীতি মৈত্রীকে খুঁজে—মিথ্যাকে সদা নাশে
হিন্দুমুসলমানের জীবনে নতুন উদ্দীপনা
এক মহাজাতি অখণ্ড বোধে জাতীয়তা-আস্বাদ ॥

জনতার আঁখি পশ্চাতে ফিরে—অসহযোগের কালে
তিমিরগ্রস্থ ভারত মানসে গান্ধী আলোক জ্বালে
কংগ্রেস এল কাছাকাছি জনতার
ঐক্য চেতনা ভারত-আত্মা করি চলে বিস্তার—
উঠে একতার ধ্বনি সোচ্চার মন্ত্র অহিংসার
নব ইতিহাসে জাগিছে ভারত আলোকি চক্রবালে
নব উদয়ের রশ্মি-পদ্ম দলে দলে আলো পাত ॥

সেই দিন জাগে নবীন ভারত তরুণ-ভারত প্রাণে
গান্ধী নেতার আহ্বানে শত প্রাণ নব সন্ধানে—
অসহযোগের আদর্শ অনুসরি
আসিছে ভারত অহিংসা পথে সত্য-রশ্মি ধরি—
শান্তিপূর্ণ অসহযোগেই বেঁচে থাকি কিবা মরি
অস্ত্রপাণির সাথে নিরস্ত্র চলে ছুটে অভিযানে
বিশ্ব দেখিছে বিস্ময় মানি—এ নব স্বরাজ সাধ ॥

লোক মুখ ফুটে বলিছে কি সব—জয়তু গান্ধী রাজা
অন্নপূর্ণা ভারতবর্ষ জননীরে সাজা সাজা
স্বদেশী ধর্ম স্বদেশী মন্ত্রপাঠ
অসহযোগের আবেগে ভাঙ্গিছে সুখের ব্রিটিশ-হাট
সত্যাগ্রহ—স্বরাজ-অস্ত্র নাই মার কাট কাট
ধ্বনি-উন্মাদ—সাহসে বীর্যে ভারতবর্ষ তাজা
গান্ধী নেতার প্রাণ-সিদ্ধিতে দিকে দিকে জয়নাদ ॥

রাজত্ব যত আঁকড়ে ব্রিটিশ—আলগা ততই হয়ে
শস্ত্রপাণির শস্ত্রশক্তি পতনে অবক্ষয়ে—
নব রাজত্বে গান্ধীর রাজসাজ
জনতার সাথে—জনতা সেবায় জনতা হৃদয়ে কাজ
শস্ত্রপাণির দণ্ড তাই ত বরে পরাজয় লাজ—
গান্ধীর ডাকে ভারত-জনতা জাগে নব পরিচয়ে
সত্য জেনেছে স্বরাজ কেবল—অধীনতা উৎখাত ॥

গান্ধী বন্দী—তবু গান্ধীর চেতনায় চেতনায়
স্বদেশ প্রেমের ভাববন্যায় একি নব অধ্যায়
ব্রিটিশ শাসন ব্যর্থ করার রণ
ভারত-জনতা হৃদয়ে-হৃদয়ে চিন্তা প্রবর্তন
সহযোগ নয়—শান্তিপূর্ণ অসহযোগেই মন
ভারত খুঁজিছে ব্রিটিশ রাজ্যে জাতীয়তা ক্ষমতায়
মহাভারতের প্রাণ-জাগৃতি—স্বরাজ্যে করি সাধ ॥

ঘটনার থেকে নব ঘটনায়—ভারতযুদ্ধ চলে
ব্রিটিশ দেখিছে হিংসা নাশিতে অহিংসা-বোধ-বলে
গান্ধী বাহিনী ছুটে আসে উল্লাসে
ব্রিটিশ তখন শাসন-নীতির অভিযান সন্ত্রাসে
গান্ধী-নীতির বিরোধিতা করে—গান্ধী-চিন্তা নাশে
উগ্র কঠোর বন্ধন-জালে জন-অধিকার দলে—
বন্দী গান্ধী শুনে ব্রিটিশের নাশকতা সংবাদ ॥

গান্ধী দৃষ্টি ভবিষ্যে ফিরে—আলোকিত দৃষ্টিতে
সত্য প্রকাশে হিংসার থেকে মুক্তিতে পৃথিবীতে
অহিংসা রূপ সত্যের সুন্দর
পরম প্রকাশে আসে মানুষের নবীন রূপান্তর
হিংসার থেকে মুক্তি—থামায়ে বিপর্যয়ের ঝড়
সত্য করিতে মঙ্গল উষা—তাই মানুষের হিতে
গান্ধী-আত্মা করে সত্যই সমুত্তরণে সাধ ॥

জগতের প্রতি আছে ভারতের সুনির্দ্দিষ্ট কাজ
এই বিশ্বাসে 'সিন ফিন'-বাদী ধরুক নতুন সাজ
অহিংসা হোক অনুভব অন্তরে
হিংসার পাশে সত্যাগ্রহ মিশানো পরস্পরে
যায় না—যায় না—সত্যাগ্রহ সত্যের রূপ ধরে
অহিংসা সেথা ধর্মস্বরূপ—নাশে মিথ্যার রাজ
গান্ধী ঘোষণা অহিংসাবাদে তুলে সদা কলনাদ ॥

হিংসা পন্থা অসহযোগের নীতির বিরোধী—তাই
আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রগতির পথে নাই
হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড-ফলে
আইন-অমান্যে ভীষণ বিঘ্ন—আগুন হইয়া জ্বলে—
গান্ধীর কথা সত্যের পথে অহিংসা সাথে চলে
যাহা হিংস্রতা সেই অধর্ম করে চলা সদা ছাই
সন্ত্রাসবাদী হত্যাকার্যে গান্ধীর প্রতিবাদ ॥

সর্বপ্রকার ন্যায়সঙ্গত শান্তিপূর্ণ পথে—
ভারতবাসীর স্বরাজলাভের স্বকীয় কর্মব্রতে
কংগ্রেস আনে ব্যাপক আন্দোলন
ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধে প্রবল উজ্জীবন
বিপুল শক্তি জনজাগরণ জাগায় উদ্দীপন—
পশ্চাতে জাগে গান্ধী-সাধনা ঐশী কর্মরথে
জাতীয় জীবনে অবতার যেন করে আলো সম্পাত ॥

ভারত দেখিছে বিস্ময় মানি অহিংস সাধনায়
হিমালয় সম ভুল স্বীকৃতি সত্যের স্পর্দ্ধায়
করিয়া ঘোষণা—জনতার অনাচার
সত্যাগ্রহী নিয়ম-তন্ত্র নহে কভু অনুসারী
সিদ্ধান্তেই সত্য ঘোষণা হইল মহাত্মার
মিথ্যাকে জয়ে সত্যশরণ অহিংসা দীক্ষায়—
অনাচার রোধি সত্যাচারেই গান্ধী জীবনসাধ'

সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা দেশের মধ্যে জাগে
সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড দৃষ্টির পুরোভাগে—
গান্ধী তখন হিংসাকে শুধু দেখে
ভারত চলিছে হিংসার পথে অঙ্গে রক্ত মেখে—
তাই প্রতিবাদ—এই অকার্য ইতিহাসে চলে এঁকে
হিংস্রতা শুধু—দীপ্তকণ্ঠে সত্যের অনুরাগে
গর্হিত এই দাঙ্গাকাণ্ডে গান্ধীর প্রতিবাদ ॥

অসহযোগের কার্যক্রমেই—গান্ধীর বিচরণ—
কংগ্রেসে সেই প্রস্তাবে হলো নীতির উত্থাপন
গান্ধী-প্রভাব বিরুদ্ধ মানসিক
বিরোধিতা-জয়ী অহিংসাবোধে প্রদীপ্ত নির্ভীক
সূর্য-আলোকে সত্যের পথে আলোকিত দশদিক
গান্ধী খুঁজিছে সত্যাগ্রহে স্বাধীনতা-আয়োজন
'সন্ত্রাসবাদী' বিপ্লব পথে নহে নহে পদপাত ॥

স্বরাজ্যদল ঘোর বিরোধিতা করি চলে সেই দিন
গান্ধীনীতির অনুগামিগণ নহে প্রত্যয়হীন—
সেদিন গান্ধী বরি নব পরাজয়
কংগ্রেস থেকে দূরে সরে এসে খুঁজে নব আশ্রয়—
স্বরাজ্যদল কংগ্রেসে জাগে 'মহাত্মা' চেতনায়
সেদিন ভারতে গান্ধী একাই সত্য-সম্মুখীন—
গঠনের ব্রতে লোকসেবা ব্রতে জীবনে নতুন স্বাদ ॥

বিভক্ত বহু দলে-উপদলে রাজনীতি-চিন্তার
অনেক ভাবনা—দ্বৈতনীতির শাসন-ব্যবস্থার—
পরিণামে উঠে নানারূপ কোলাহল
ব্রিটিশ তখন সাম্প্রদায়িক-নীতিপথে চঞ্চল
ছড়ায় স্বার্থ-হলাহল রচি দেশকে রণস্থল—
বিক্ষোভকারী কংগ্রেস দূরে—বহু দূরে জনতার
কাণ্ডারীহীন তরী বুকে হয় তরঙ্গ অভিঘাত ॥

ব্রিটিশ তখন দমন-নীতির রচি চলে বেড়াজাল
হিংস্র-ভয়াল রূপ ধরি জাগে প্রলয়ের উত্তাল
আগ্নেয়গিরি যেমন করিয়া ফাটে
গুপ্তচরেরা ফিরে সন্ধানে হাটে-মাঠে ঘাটে-বাটে
কোথায় হিংসা-পন্থীরা জাগে—ষড়যন্ত্রতে আঁটে
ফন্দি-ফিকির—সমুখে দেখিছে মৃত্যু করাল কাল
দমনে পীড়নে যুবশক্তিকে করি চলে উৎখাত ॥

নতুন পন্থা অবলম্বনে দেশবন্ধুর ডাক—
'কাউন্সিলেতে প্রবেশ করিয়া বাধাদান করা যাক
সরকারী কাজে'—এই নীতি অনুসরি
স্বরাজ্যদল অসহযোগের নতুন অস্ত্র ধরি
সরকারী নীতি বানচাল করি কর্ম পণ্ড করি—
দ্বৈরাজ্য-নীতি ব্যর্থ করিতে—জাতীয় নতুন হাঁক
মন্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড-বিধানের জারী শুধু উৎখাত ॥

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ—অগ্নি বিস্ফোরণ
হত্যাকার্যে সজাগ আবার জাগে বিপ্লবী মন—
গোপীনাথ সাহা ফাঁসিতে যখন ঝুলে
দেশবন্ধুর কণ্ঠে ত্যাগের প্রশস্তি বাণী দুলে
সহানুভূতির হৃদয় আবেগে—হয়ত বা পথভুলে
করেছে কাণ্ড—তবু দেশপ্রেমে আত্ম-বিসর্জন
আদর্শময়—সঙ্গে হত্যা কার্যের প্রতিবাদ ॥

স্বরাজ লাভের তিনটি পন্থা চরকা সংগঠন
হিন্দুমুসলমানের ঐক্যে জাতীয়তা বর্ধন
অস্পৃশ্যতা ভেদাভেদ পরিহার
সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকেও স্বরাজ্য অধিকার
অসহযোগিতা উদাত্ত স্বরে দিকে দিকে উচ্চার
প্রয়োজন হলে ব্রিটনের সাথে সম্পর্ক বর্জন
দ্বিধাহীনভাবে—স্বরাজ লাভের ঘোষিত গান্ধীসাধ ॥

শাসন-যন্ত্রে ব্রিটিশ রচিত 'ডায়ার্কি' নীতিচাল
ব্যর্থ-ব্যথায় কাঁদি মরে শুধু—জনমত উত্তাল
স্বরাজ দাবীতে—স্বরাজ্যদলে জাগে
সরকারী-নীতি বিরোধিতা করি গৌরবে পুরোভাগে
কেন্দ্রে প্রদেশে—শাসক-গোষ্ঠী শুধু পরাজয় মানে—
ব্রিটিশ যাহাতে শাসনতন্ত্র ধরিতে পারে না হাল
পরিষদে তাই স্বরাজ্যদল ঘোষিছে জাতির সাধ ॥

স্বার্থত্যাগের সেই ইতিহাস—অসহযোগের পণ
দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলে সুরু নব আয়োজন—
প্রতিপক্ষকে আইনে আঘাত করা
দ্বৈতনীতির ব্যর্থতা দিয়ে—ব্রিটিশ শাসনে ত্বরা
ভাঙ্গন-সৃষ্টি সোনার পাথরবাটিরূপে মনোহরা—
শাসনতন্ত্র বাস্তবতার সত্যে নিরীক্ষণ—
স্বরাজ্যদল ব্রিটিশে আঘাতে সৃজে নব উৎপাত ॥

ডায়ার্কি চালু—মতিলাল আর দেশবন্ধুর ডাকে
কংগ্রেসে সুরু পরিবর্তন ব্রিটিশ ভাবিতে থাকে
আইনের পথে অসহযোগিতা-বলে
ভারতে আবার নিরুপদ্রব বিপ্লবাগ্নি জ্বলে
উদারনীতিক রাজনীতি যেন চলিছে অস্তাচলে—
কংগ্রেসবাদী আন্দোলনের প্রগতির পথে হাঁকে
জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ স্বরাজের জয়নাদ ॥

জনতার চোখে নিষ্প্রভ নয় এখনো সে দিনগুলি
অসহযোগের জাগরণে উঠে ভারত-আত্মা দুলি
মহাসিন্ধুর প্রবাহে আবেগি যথা
পূর্ণিমা চাঁদ আকর্ষণের জোয়ার উচ্ছলতা—
সেদিন ভারতে সে কি বিপ্লব আলোড়ন অধীরতা
সীমাবন্ধন ভেদ করি ছুটে—কূলের সীমানা ভুলি
অসীমের পানে আকুলতা বুকে অন্তরে আহ্লাদ ॥

জনতার চোখে দৃশ্যে দৃশ্যে এখন আলোকে ভাসে
অসহযোগের চেতনায় দেশ—দেশপ্রেমে-উল্লাসে
বিদেশী-শাসন জেনেই অকল্যাণ
স্বরাজের বুকে খুঁজে কল্যাণ জাগ্রত দেশপ্রাণ
দেখে স্বরাজেই জাতীয় প্রগতি প্রাণধারা বহমান
চরকা জাতির প্রাণ-বিগ্রহ বিদেশী শোষণ নাশে
বুকে বুকে জাগে জনতার মন স্বরাজ্যে পদপাত ॥

পরিসমাপ্তি সত্যাগ্রহ ? অন্তর বলে নয়—
মিথ্যার নাশে সত্যের সাথে আত্মার পরিচয়
সৃষ্টি যেখানে ধ্বংসলীলায় জ্বলে
তেজস্ক্রিয়ার বিষাক্ত-বিষে বিষ বায়ুমণ্ডলে
বাতাসে ছড়ায় মৃত্যুর বীজ—সত্যের শতদলে
নব সৃষ্টিকে সাজাতে তখন সবিতা হিরণ্ময়
আনে বিশ্বাস—করে জীবনের নব জ্যোতি সম্পাত ॥

সত্যাগ্রহে ধৈর্যকে চাই—গান্ধীর চেতনায়
ধ্বংসের থেকে সৃষ্টির পথে সুদূরে অসীমতায়
একটি সত্য প্রকাশে বারংবার
শেষহীন শুধু যাত্রা চলিছে মানুষের আত্মার
সাধনায় জাগি কতই সিদ্ধি—অমৃত-সঞ্চার
প্রকাশে প্রকাশে মানুষ দেখিছে আলোক-মধুরিমায়
মানব-ঋদ্ধি সত্যকে খুঁজে স্বর্গরাজ্যে সাধ ॥

সত্যাগ্রহ সমাপ্তিহীন—সিদ্ধ-সাধনে ছুটে
মহাশূন্যের অসীমতাবুকে সূর্য যেমন উঠে
তেমনি সত্যে নতুন পৃথিবী আসে—
হিংসার থেকে বিমুক্তি সুখে আনন্দে উদ্ভাসে
বিসুভিয়াসের অগ্নিদাহন কত সভ্যতা নাশে—
আবার সৃষ্টি সত্যের বুকে বাস্তবতায় লুটে
পম্পা নগরী ধ্বংস হলেও সৃষ্টি অপ্রমাদ ॥

দেশ কোন্ পথে ? গান্ধী আত্মা করে অনুসন্ধান
কংগ্রেসে জাগে রাজনীতিগত আদর্শ খান্ খান্—
ভারতের বুকে দ্বৈরাজ নীতি হানি
স্বরাজ্য দল ব্রিটিশ নীতির ব্যর্থতা দিতে আনি
যুদ্ধ চালায় আমলা তন্ত্র হইল শস্ত্রপাণি
পরিণামে তার যথেচ্ছাচার-স্বৈর শক্তিমান
ভবিষ্যতের শক্তিপীড়নে উৎপাত উৎপাত ॥

জাতীয় জীবনে আত্মচেতনা তবু যেন শেষহীন—
ব্রিটিশ রাজ্যে স্বরাজ্যদল পতাকায় উড্ডীন
স্বরাজ্য লাগি আদর্শ-ভাস্কর
নববিপ্লব ব্রিটিশ দেখিছে জাগিছে ভয়ংকর—
সন্ত্রাসনের লক্ষ্যে জাগিছে বিপ্লবী অন্তর—
দমন-নীতিতে স্বদেশী-জীবন কতই অন্তরীণ—
তবু শেষহীন স্বদেশী-চেতনা জাগে স্বরাজের সাধ ॥

গান্ধী-আত্মা ভারতের বুকে দেখে জয়জয়কার
স্বার্থসাধনে মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার
নতুন প্রকাশ—খুঁজি যেন বিচ্ছেদ
মহাভারতের জীবনের থেকে রাজনীতি-গত জেদ
হিন্দুর সাথে মুসলমানের আনে নব নব ভেদ—
দ্বিজাতি-চিন্তা ধর্মবিরোধ দেখিছে স্বার্থ সার
গান্ধী আত্মা দুখে আতংকে করিছে আর্তনাদ ॥

রাজনৈতিক সত্যবিহীন অন্তর্দ্বন্দ্বে জ্বলি
বিরূপ হুজুগ-উদ্ভবে চলে জঘন্য দলাদলি—
অসহযোগের কোথা সেই গৌরব
সত্যাগ্রহে কংগ্রেস বরে একি ঘোর পরাভব
সীমায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি—স্বার্থের কলরব
সুবিধা আদায়ে ব্রিটিশের সাথে চলে একি ঢলাঢলি
ব্রিটিশ দেখেছি দ্বিজাতি-তত্ত্বে লক্ষ্য—সিদ্ধসাধ ॥

নাই ভারতীয় জাতীয়তা-বোধ—দলাদলি জাতে জাতে
মাতৃভূমির চেতনাবিহীন ধর্ম-বিবাদে মাতে—
দাঙ্গা-বিবাদে চলিছে বিষোদ্গার
ধর্মের থেকে বড় হয়ে উঠে আচার কুসংস্কার
ভেদগত চিড়—ফাটলে স্পষ্ট নতুন অত্যাচার
ভারত-জীবনে আনে আশান্তি ঘাত প্রতিঘাতে
স্বার্থে স্বার্থে আগ্নেয় ক্রোধ সৃজি চলে উৎপাত ॥

কোথা সেই দিন—খিলাফত দাবী করিয়া ন্যায্য জ্ঞান
জাতীর ঐক্যে মিলিল ভারত জাগিল একটি প্রাণ
অসহযোগের আবেগ-উত্তেজনা
হিন্দুমুসলমানের জীবনে জাতীয় উন্মাদনা—
উগ্র ধর্ম হিংস্র চেতনা—করেছে অন্যমনা—
হিন্দুসমাজ ক্ষুব্ধ এখন—মৈত্রীর অবসান
রাজনৈতিক চাহিদাকে নিয়ে চলিছে বিসংবাদ ॥

পরাধীন দেশে শাসক শ্রেণীর অলক্ষ্য উসকানি
সাম্প্রদায়িক-স্বার্থ-চেতনা বিভেদকে দিল আনি
স্বার্থদ্বন্দ্বে-চলিছে পরস্পর
মুসলমানের চিন্তাসূত্র অভিনব পথ ধরে—
আলি ভাইগণ কিছুকাল আগে স্পষ্ট ঘোষণা করে
আগে 'ইসলাম' তারপর দেখা 'খিলাফত' শুধু জানি
সেদিন হিন্দু জাতীয় স্বার্থে করে নাই প্রতিবাদ ॥

আলিরা বলেছে যদি আফগান 'আমির' ভারতে আসে
কখনো ভারত উদ্ধার লাগি—সহায়তা অভিলাষে
কর্ত্তব্য হলো সকল মুসলমান
ঐক্যবদ্ধ হইয়া করাই তাহাতেই যোগদান—
সেদিন হিন্দু গান্ধীকে দেখি নীরবে ক্ষুব্ধপ্রাণ
বাদ-প্রতিবাদে মাতে নাই বড়—এখন সর্বনাশে
অদ্ভুত সেই উক্তির বিষ ঘটাইছে সংঘাত ॥

প্রতিক্রিয়ায় আসিল হিন্দুমহাসভা শেষে দেশে
'মোসলেম লীগ' আগের থেকেই হিন্দুরে বিদ্বেষে—
কোথায় দেশের সমগ্র কল্যাণ
দৃষ্টি কেবল ধর্মদ্বন্দ্বে ফিরিছে বিবদমান—
খিলাফত রাজ ধর্মপ্রতীম—এই করি প্রণিধান
জাতীয় স্বার্থে বিস্মৃতি—জাগে ধর্মীয় পরিবেশে
মুসলমানের চিন্তাভাবনা আনে দেশে উৎপাত ॥

এদিকে তুর্ক-ইতিহাসে ঘটে পট পরিবর্ত্তন—
সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষতা রাষ্ট্র উজ্জীবন—
ভারতে তখন উৎসাহ পায় হ্রাস
পরিণামে শুধু এবার ভারতে সাম্প্রদায়িক-আশ
দিল্লীর বুকে ভীষণ দাঙ্গা—বিস্তারে সন্ত্রাস—
হিন্দুমুসলমানের বিরোধে পীড়িত দেশের মন
গান্ধী আত্মা খুঁজে সত্যের কোথায় আলোকপাত ॥

স্বার্থের প্রেত তাণ্ডবে নাচে ছুটে চলে দলে দলে
সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডে দুখের আগুন জ্বলে
ক্রমপ্রসারিত বিভেদ-অপ্রীতির
এই গুরুতর সমস্যা নিয়ে নেতাগণ অস্থির
নৃশংসতর ঘটনাবলীতে কংগ্রেসী দৃষ্টির
উদার-চিন্তা ব্যর্থ ফিরিছে আগে 'ইসলাম' বলে
মোসলেম লীগ জনতা ক্ষেপায় ফলে নানা উৎপাত ॥

রাজনৈতিক মিতালি রক্ষা হয়ে উঠে দুষ্কর
'আজাদ' তখন জাতীয় ঐক্যে জাগ্রত অন্তর
প্রতিক্রিয়াকে ঠেকাতে নিয়ত জাগে—
কোথায় তখন জাতীয় স্বার্থ—'ইসলাম' পুরোভাগে
মোসলেম লীগ রাখি শুধু চলে দাবী 'ইসলাম' আগে
ভারতে তখন সাম্প্রদায়িক চেতনা নিরন্তর
বিপর্যয়ের আশঙ্কা নিয়ে কাটায় দিবস রাত ॥

কোথায় জনতা গান্ধীকে জানি ঐশীশক্তিধর
নিবেদন করে ভক্তি-অর্ঘ সশ্রদ্ধ-অন্তর—
কোথায় জনতা খদ্দর পরিধানে
বিদেশী-পণ্য বর্জ্জনে আর সমাজ-ঐক্য আনে
অস্পৃশ্যতা পরিহারে জাগে হৃদয়ের টানে টানে
ব্রিটিশ-শাসন অবলুপ্তিতে আনিতে যুগান্তর—
আত্মনিধনে জনতা এখন পেতেছে স্বার্থ-ফাঁদ ॥

মধ্যযুগীয় ধর্মমূঢ়তা—ধর্মমুঢ়তা বুকে
রাষ্ট্র-চিন্তা মোসলেম লীগ করি চলে অতি সুখে—
এদিকে হিন্দুমহাসভা সেই সুরে
প্রতিক্রিয়ায় কণ্ঠে ঘোষিছে সারাটি ভারত জুড়ে
অহিন্দুদের আধিপত্যকে চিরতরে রাখি দূরে
হিন্দু-স্বার্থ প্রতিষ্ঠা সাধ—রাজনীতি সম্মুখে
চলেছে নিয়ত স্বার্থে স্বার্থে ভীষণ বিসংবাদ ॥

সার্বজনীন স্বার্থরক্ষা কবচ-'প্যাক্ট্'কে দিয়ে
মিলনসূত্র চলে খোঁজা খুঁজি—বিদ্বেষ-বিষ নিয়ে
বিষাক্ত যেথা সাম্প্রদায়িক মন
যেখানে ঐক্য রচনা ব্যর্থ জ্বালে শুধু ইন্ধন—
জাতীয়তাবাদী মুসলমানের যুক্ত নির্বাচন
চেতনায় জাগে আগামী দিনের ভারতকে আলো দিয়ে
দুখের রাত্রি তিমির গভীরে আশার আলোক পাত ॥

ধর্মের নামে সাধে অধর্ম হিংস্রতা অনাচার—
গান্ধী-আত্মা দেখে কুৎসিত কংকাল-হীনতার
শতছিন্নতা—জীর্ণ বস্ত্র পরি
হিন্দুসমাজ জাতে জাতে শত ভেদ-ভিন্নতা ধরি
জাগিছে সত্য-অস্বীকারেই সমাজ পঙ্গু করি—
হিন্দুত্বের নামে দেশে শুধু অশেষ কুসংস্কার
উৎখাত করি মানবাধিকার আনে শত উৎপাত ॥

ভুলেছে লক্ষ্য—স্বার্থ দ্বন্দ্ব প্রবল অন্তরায়
প্রগতির পথে তীব্র আঘাত আনে মানসিকতায়—
সেদিন উঠিত 'গান্ধী কী' জয়গান
এখন ফিরিছে ধর্ম-অন্ধ হিন্দুমুসলমান
কংগ্রেস নীতি বরবাদ করি ঐক্যের অবসান
রাজনীতি চলে—দেশের সেবায় অখণ্ড চেতনায়
জাগেনা মানুষ—দিকে দিকে শুধু দ্বন্দ্বের সংবাদ ॥
গান্ধী-আত্মা কারাগারে জাগে ঐক্যের আশ্রয়ে
হিন্দুমুসলমানের জীবনে আনি নব পরিচয়ে
স্থাপন করিতে আদর্শ-সত্যের
মহাভারতের জাতীয় স্বার্থে জাতীয়তা বৃহতের
সংকীর্ণতাগতস্বার্থের অবসানে ধর্মের
সার্বভৌম পরম প্রকাশে—পরাজয় হতে জয়ে
গান্ধী-আত্মা ভারত-জীবনে খুঁজে আলো সম্পাত ॥
'য়েরোড়া'র জেলে চলে প্রার্থনা তুলা ধোনা পাঁজ করা
চলে সূতাকাটা পড়া শুনা আর—নিত্য কর্মভরা
একটি চিন্তা ভারতের স্বরাজের—
শান্তিকামনা—যে শান্তি নহে কবরের শ্মশানের
অভি-আশ্রিত সত্যাগ্রহ পরম আদর্শের
সত্য স্বরূপ আত্মার আলো ঝরে অমৃত-ক্ষরা—
গান্ধী-আত্মা খুঁজে আত্মায় নিত্য অমৃত স্বাদ ॥
দুই বৎসর যেতে না যেতেই স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙ্গে
অসুস্থ দেহে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন পুরোভাগে
সেই সময়েতে কর্ণেল ম্যাডাকের
কৃতিত্বফলে গান্ধীজীবন বাঁচিয়া উঠিল ফের—
সেদিন ব্রিটিশ চিকিৎসকের অন্তরে মানুষের
সত্যধর্ম—পীড়িত-আর্তজনকেই সেবা আগে—
সেবাধর্মের ব্রতপালনেই আত্মার আহ্লাদ ॥

গান্ধীজীবন সংকট থেকে পেয়েছে পরিত্রাণ
মৃত্যুপুরীর থেকে ফিরি এল আবার গান্ধীপ্রাণ
গান্ধীজীবনে ঘনীভূত কালরাতি
বিপদের পরে বিপদ সেদিন নিভে বিদ্যুৎ-বাতি
তিমির ঘনালো চিকিৎসকের হ্যারিকেন আলো ভাতি
অস্ত্রোপচারে সহায় কেবল—বাধা করি খান খান
সিদ্ধ-সাধন মৃত্যুপুরীতে জাগে প্রাণ আহ্লাদ ॥

সেদিন ব্রিটিশ-চিকিৎসকের মন নহে শাসকের
গোষ্ঠীর প্রতি মমতা-পীড়িত—সাধনা স্বধর্মের
জাগ্রত প্রাণ সত্যে সম্মুখীন
জাগে বিদ্রোহী ব্রিটিশ শাসন করিবারে অবসান
চিকিৎসকের সে ভাবনা নাই—বাঁচাতে গান্ধীপ্রাণ
মহৎ ব্রিটিশ-চিকিৎসকের অন্তরে সত্যের
আলো উদ্ভাস—শত্রুমিত্র নাই কোন ভেদবাদ ॥

শত্রুমিত্র নাই ভেদাভেদ আদর্শ বোধে জাগি
সেদিন ব্রিটিশ-চিকিৎসকের আদর্শে উঠে রাঙি
চিকিৎসকের ধর্ম ই সেবা করা
জাতিপাঁতিহীন শত্রুমিত্র সকলেই প্রেমভরা
সেবার ধর্মে সেবা করে যাওয়া—অমৃত-মধুক্ষরা
সেবাধর্মের বৈজয়ন্তী—মানবতা-অনুরাগী
গান্ধীসেবায় চিকিৎসকের দিকে দিকে জয়নাদ ॥

ব্যর্থ শেযেতে ব্রিটিশ চক্র—পড়ি দায়ে সরকার
বন্দী জাতীয় নেতাদের বলে সহযোগে এইবার
রাষ্ট্র কার্যে—নতুন কার্যধারা
ভারত শাসনে—মুক্ত হইল সহসা পাষাণ কারা—
নেতারা মুক্ত—স্বরাজ্যদলে জাগিল নবীন সাড়া
অনুতপ্তকে সত্যাগ্রহী পূজারী-অহিংসার
প্রস্তুত ক্ষমা করিতে সদাই—রটে গেল সংবাদ ॥

ব্রিটিশ তখন অবজ্ঞা ভাবি গান্ধীর শরীরের
গান্ধীকে ছাড়ে—ভারতে চলিছে কূটনীতি চক্রের
দারুণ যুক্ত গান্ধীর দিন শেষ
ব্রিটিশ দেখিছে গান্ধীর সেই সত্যের পরিবেশ
দেশে নাই আর—সাম্প্রদায়িক স্বার্থের বিদ্বেষ
অসহযোগের ধর্মযুদ্ধ স্বরাজ-আদর্শের
সেই নীতি পথে স্বার্থ-দ্বন্দ্ব—সিদ্ধ ব্রিটিশ সাধ ॥

দেশবন্ধুর কণ্ঠে ঘোষিত—"আপোষ হইতে পারে
একটি সর্তে জাতীয় জীবনে প্রশাসন ক্ষমতারে
দিতে হবে এই যুক্তি স্বীকার করি
কার্যক্ষেত্রে শাসন ক্ষমতা আমরাই যেন ধরি।"
সরকার শুধু হাসিল নীরবে—সংকট কথা স্মরি
সদিচ্ছা ভাণে ধোঁকা দিয়ে বলে—"স্বাধিকার বিস্তারে
দ্বৈতনীতিতে ভারত শাসন ব্রিটিশের মনোসাধ ।।"

স্বরাজ্য দল আঘাত হানিছে অন্য পন্থা ধরে
ক্ষমতা ক্ষুধায় ব্রিটিশ স্বার্থ সদাই রক্ষা করে
প্রতিনিধি যত—ব্রিটিশের অনুচর
আত্মস্বার্থে সমাজ স্বার্থে দ্বন্দ্বে পরস্পর—
সাহস করিয়া জাতীয় স্বার্থ-মর্যাদা নির্ভর
আত্মশক্তি সহায়কে দলে—স্বাধীনতা-অন্তরে
প্রতিষ্ঠা কোথা দ্বৈত শাসনে স্বার্থের ভেরীনাদ ॥

মুক্ত গান্ধী—সত্যধর্ম দৃষ্টির পুরোভাগে
স্বরাজ্যদল নবনীতি-পথে নব আদর্শে জাগে—
গান্ধী মুক্ত—কোথা মুক্তির আলো
স্বার্থের বিষে বিষাক্ত দেশ হিংস্রতা বাসে ভালো
ব্যথা অন্তরে দেখে দুর্দশা দিকে দিকে তমঃ কালো
বোম্বায়ে এসে সমুদ্র তীরে 'জুহু'তে গান্ধী জাগে
তমঃ সমুদ্র সম্মুখে—তাই সুদূরে দৃষ্টিপাত ॥

শীঘ্র স্বরাজ লাভ কোন পথে—ভাবনায় ভাবনায়
মনের গোপনে প্রকাশিত হয় সত্যের চিন্তায়
গঠনমূলক কর্ম্মসংগঠন
সত্যাগ্রহে জাতীয়-মানসে অহিংসা জাগরণ
গঠন-নিষ্ঠ-কর্মীসংঘ গঠনের প্রয়োজন
ভারত-জীবন নতুন মন্ত্র জাগি স্বাদেশিকতায়
নব সাধনায়—স্বরাজের পথ আবিষ্কারেই সাধ ॥

স্বরাজের পথে অগ্রগতির পথের অন্তরায়
গান্ধীর চোখে বিকশিত হয় গঠনের সাধনায়
জাগে যদি দেশ জাগে যদি জাতি প্রাণ
শোষণমূলক সাম্রাজ্যের দিন হয় অবসান—
তাঁতে চরকায় স্বাবলম্বনে ভারতের উত্থান—
গান্ধীকণ্ঠে উচ্চার হয়—"সাধনা অহিংসায়
স্বদেশ প্রেমেই সাধিব জাতির স্বরাজের মনোসাধ ॥

"এমন স্পর্ধা অন্তরে নাই ভারতবর্ষ লাগি
কিছু কাজ করি—অন্তর শুধু সদা সেবা-অনুরাগী
মানুষের সেবা—দেশের সেবাই করি
দেশের মুক্তি-সাধনে যদি-বা অনুভব মন ভরি—
সে শুধু নিজের বন্দীত্বের অসহ্য জ্বালা ধরি
মূর্তিমন্ত—আত্মমুক্তি সাধনায় তাই জাগি—
দেশের সেবায় আত্মমুক্তি বন্ধন উৎখাত ॥

"আমি ত তাদের জানি একজন—তাদের জীবন সাথে
আমার জীবন বিকশিত হয় চিরকাল দিনে রাতে—
সেই অগণিত পীড়িত ভারতবাসী
ক্ষেতে চায করে কলে কুলি খাটে—শুনে জাহাজের বাঁশী
খাটে বন্দরে—মোরে তারা চায় হৃদয়ের কাছে আসি—
তারাই আমার সব দুখে সুখে—হাত রাখি হাতে হাতে
ভারতের সেবা মানুষের সেবা করিতে জাগায় সাধ ॥

"চলতি পথের অনেক বন্ধু—পথে পথে ছুটে আসে
উদ্দেশ্যের স্বার্থ-সাধনে রাজনীতি ভালবাসে
দলবাজি আর গলাবাজি দেয় জুড়ে—
জনস্বার্থের চেতনা কোথায়—স্বার্থবুদ্ধি জুড়ে
দেখে রাজনীতি-স্বার্থনীতিতে—রাজনীতি অঙ্কুরে
সত্য যখন চাপা পড়ে যায় তখন সর্বনাশে
মিথ্যার মায়া আনে অঘটন—আনে শত সংঘাত ॥"

স্বরাজ্যদল ঘোর বিরোধিতা করি জাগে সেই দিন—
গান্ধী-নীতির অনুগামিগণ সে পথে আস্থাহীন—
সেদিন গান্ধী বরি নবপরাজয়
কংগ্রেস থেকে দূরে সরে এসে রচে নব আশ্রয়—
স্বরাজ্যদল জানে কংগ্রেসে 'মহাত্মা' নেতা নয়—
সেদিন ভারতে গান্ধী একাই সত্য সম্মুখীন—
গঠনের ব্রতে—লোকসেবা ব্রতে জীবনে নতুন হ্লাদ ॥

হিমালয়সম বিরাট বিশাল—সিন্ধুর অসীমতা
জীবনে করেছে দীনতা-নম্র আত্মিক-মানবতা
অমরাত্মার অপরূপ-বর্ণনা
হিংসাবিহীন জগতের বুকে সত্য সংস্থাপনা
সকল চিন্তা মহাভারতের ধেয়ানেই তন্মনা
অসীম গভীরে খুঁজে সত্যের উদারতা-গভীরতা
আদর্শ শুধু দধীচির মত পরার্থে প্রাণপাত ॥

সত্যপথিক নচিকেতা যেন অমৃতের সন্ধান
মৃত্যুলোকের তিমির বিজয়ে করি চলে অভিযান—
প্রীতি-ক্ষমাময় মুখে নম্রতা-বাণী
ঐক্যবদ্ধ হিংসাবিহীন সত্য মানুষ জানি
পৃথিবীর যত বেদনা-গরল বক্ষে ধরিছে আনি—
জীবন-সাধনা মানুষ-পশুর হিংস্রতা অবসান
সত্যের বুকে প্রতিষ্ঠাদান—উৎখাত উৎপাত ॥

বিদ্বেষহীন মহাভারতের প্রতিষ্ঠা-উৎসব
অসহযোগের আন্দোলনের ঐতিহ্য-গৌরব
ব্যর্থ করিতে ধর্মীয় ত্বরাচার—
আরম্ভ করে আত্মনিধন সন্ত্রাস বারবার
সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথে গান্ধীর আত্মার
আত্মবিকাশে জাগরিত হয় মৈত্রীর অনুভব
মহাভারতের ভিত্তি-চিন্তা করে আলো সম্পাত ॥

সাম্রাজ্যের বিপদের মূল একতায় আছে জানি—
ব্রিটিশ হিন্দুমুসলমানের অন্তরে ভেদ আনি
পরস্পরকে দ্বন্দ্বে মাতায়ে রাখি
স্বার্থ বজায় রাখিবারে চায়—তাই দেখে থাকি থাকি
সংঘর্ষের অশান্তিকর দৃশ্যে রক্ত মাখি—
সাম্প্রদায়িক মত্ততা চলে—ব্রিটিশ ইচ্ছা হানি
গান্ধী-চিন্তা ফিরে ঐক্যের আদর্শ সাথ সাথ ॥

এদিকে "লাহোর ষড়যন্ত্র"তে সন্ত্রাস-চিন্তার
নব দিগন্ত—"মিরাটে" আবার রাষ্ট্রীয় মামলার—
নতুন দৃশ্য—জাগে সমগ্র দেশে
হিংসাত্মক কার্যকলাপ অহিংসা যায় ভেসে—
গান্ধী যখন কারাগারে—সেই সুযোগেই দেশে এসে
সন্ত্রাস যেন বিপ্লবী বুকে বিস্তারে অধিকার—
অহিংস পথে কংগ্রেস চলে অহিংসাতেই সাধ ॥

কারাগার থেকে বাহিরেতে আসি গান্ধীর চোখে ভাসে
সর্বনাশের অন্ধকারেরই উদয়-আলোক আসে—
নির্ভয় প্রাণ—জাগে আহ্বান তাই
"জানি সদা রাম-রহিম অভেদ—নহে কেহ ঠাঁই ঠাঁই
ঐক্যের বলে হিন্দুমুসলমানের বিভেদ নাই—
এই ভেদাভেদ মিটাতেই আমি চলিলাম উপবাসে—
সাম্প্রদায়িক-স্বার্থপতন নতুবা জীবনপাত ॥"

গান্ধীজীবন

গান্ধীজীবন আত্মপীড়নে পরিবর্তনকামী—
সমাজ-জীবনে ধর্ম-মানসে এসেছে নিরাশা নামি
নারকীয়তায় একি সুখ-ভুঞ্জন
জাতীয় স্বার্থ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা বিসর্জন—
স্বার্থ-সাধন—উন্নতি পথে কোথা পরিবর্তন
সাম্প্রদায়িক-কর্মক্ষেত্রে দুইজন সংগ্রামী
পরস্পরকে হানি চলে শুধু—জাতীয়তা উৎখাত ॥
বিভীষিকা যেন রাজত্ব করে—ব্রিটিশ লক্ষ্য সাধে
জনতা মরিছে দাঙ্গাবাজিতে ধর্মযুদ্ধ ফাঁদে—
নেতারা তখন জনতার থেকে দূরে
ধর্মকেন্দ্রী রাজনীতি কেহ—কেহ বা অন্য সুরে
কথা বলাবলি কথা কাটাকাটি চালায় ভারত জুড়ে
জনসাধারণ বৃথায় মরিছে অপরের অপরাধে
ধর্মের নামে অপধর্মেই নেতারা পুরায় সাধ্ ॥
গান্ধীজীবন করে দর্শন—স্বদেশের এই পাপে
মিথ্যাশ্রিত কুসংস্কারের নারকীয় অভিশাপে
জাতীয় প্রগতি স্তব্ধ হইয়া আসে—
হৃদয়ে গভীরে মানস-দৃষ্টি অসীমে সুদূরে ভাসে
মনে কান পাতি শুনে যেন মন—সর্বনাশের নামে
প্রাণ-তর্পণ—জাগিল জীবন চেতনার উত্তাপে
ঘোষিল কণ্ঠ শান্ত সুরেই উপবাসে করি সাধ ॥
জাতীয়তাবোধে নবজাগৃতি—দেশের দুর্দশাকে
বিদূরিতে ডাকে অনৈক্য ভেদি অখণ্ড আত্মাকে
অনুভব করি সবার জীবন মাঝে
জাগিয়া উঠিতে মৈত্রী-মন্ত্রে জাতীয় গঠন-কাজে
ধর্ম-কলহে সর্বনাশের ঘণ্টার ধ্বনি বাজে—
তাই সমবেত চেষ্টায় চাই জনমনে একতাকে
গান্ধী কণ্ঠে উচ্চার হয় মৈত্রীর গীত-নাদ ॥

কারাগার থেকে বাহিরেতে আসি সাম্প্রদায়িক ত্রাসে
শিহরিত প্রাণ গান্ধী ঘোষণা আমৃত্যু উপবাসে
দেশের সকল কলহ অস্থিরতা
মুহূর্তে যেন বরণ করিল সঙ্কোচে নীরবতা—
হিন্দুমুসলমানের পাপের সবটুকু মলিনতা
আপনার পাপ জানি প্রাণপাতে শুদ্ধির অভিলাষে
প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে মৃত্যু জীবন তেয়াগে সাধ ॥

নতুন দৃশ্য ভারতে আবার—সুরু হলো অনশন
দিল্লীর বুকে—সারা দেশে জাগে সাথে সাথে জাগরণ
একটি ঘোষণা—'ত্যজিব তুচ্ছ প্রাণ
হিন্দুমুসলমানের দ্বন্দ্ব নাহি হলে অবসান—'
জাগিল একতাবদ্ধ ভারত জাতীয়তা বহমান
হিন্দুমুসলমানের জীবনে একত্ব দর্শন—
দেশের মানুষ দেখে দিকে দিকে মৈত্রী আলোকপাত।

হিন্দুমুসলমানের ভারত অখণ্ড এই দেশ—
দেশের একটি মিলিত জীবনে অনুভূতি-উন্মেষ
গান্ধীজীবন-সাধনা-সিদ্ধিফল
জাতির জীবনে ঐক্য-চেতনা নিয়ে আসে নব বল—
অচলায়তনের কুসংস্কারের পাথর জগদ্দল
সরে যায় জাগে আলোকে দীপ্ত মুক্তির পরিবেশ
ভারত জীবনে জাতীয় ঐক্যে—দ্বন্দ্বের উৎখাত ॥

মানুষের মাঝে—সে কোন মানুষ কাছে থাকে বুকে থাকে
জড়ায় না কভু রাজনীতিগত আবিল কর্মপাকে
জীবন-সিদ্ধি পরার্থে নিবেদন—
সকলের মাঝে সত্যকে শুধু করাই উদ্বোধন
জীবন লক্ষ্য সর্ব সেবায় চিরতরে নিবেদন
হিংসার থেকে তিমিরের থেকে মুক্তিমন্ত্রে ডাকে
আনি সম্প্রীতি বিরোধ-দুর্গ করিতে ধূলিসাৎ ॥

উপবাসে জাগে গান্ধীজীবন শান্ত দীপ্তি ভাসে
দুইটি নয়নে মুখমণ্ডলে প্রশান্তি পরকাশে
জীবনেতে যেন জেগেছে সর্বজন
সকলের সুখে সকলের দুখে আত্মার জাগরণ
দ্বন্দ্ব বিজয়ে শান্তির পথ করি অবলম্বন—
পরম উদয়ে চলে তপস্যা—জাতির সর্বনাশে
একটি চিন্তা মৈত্রীর পথে অভেদ দৃষ্টিপাত ॥

সুরু মৌলানা মহম্মদ-আলি ভবনে সম্মেলন—
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর সদ্ভাব আনয়ন
প্রস্তাব আসে নিবারিতে বিচ্ছেদ
হিন্দুমুসলমানের চিত্তে জাগ্রত হীন ভেদ
জাতীয় ঐক্য ভাঙ্গিছে কেবল ধর্মদ্বন্দ্ব-জেদ
তাই প্রস্তাব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিরসন
ধর্মক্ষেত্রে সহিষ্ণুমন—বৈরিতা উৎখাত ॥

সপ্তাহব্যাপী সভায় সভায় সাম্প্রদায়িকতার
উচ্ছেদে জাগে জাতীয় ঐক্যে ভারতের একতার
মৈত্রী বিধান—মিলিয়া পরস্পরে
ধর্মদ্বন্দ্ব মিটাতে আপোষে সত্য লইতে বরে—
কার্যসূচীতে হিন্দুমুসলমানেরে যুক্ত করে
পরস্পরের সহিষ্ণুতায়—স্বাধিকার রক্ষায়
অঙ্গীকারেতে মিটে আসে ধীরে যাবতীয় সংঘাত ॥

একতার বাণী করে আহ্বান মসজিদে মন্দিরে
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষহীন মন পুনরায় ফিরে—
ধর্ম বিষয়ে মনকে আঘাত করে
এমন কর্ম করিবে না কেহ—প্রতিজ্ঞা অন্তরে
অন্ধকারেতে আলোর প্রকাশ—আলোর ঝর্ণা ঝরে
গান্ধী-সাধনা হিমাচল থেকে ভারতসাগর-তীরে
সাম্প্রদায়িক মৈত্রী-মিলনে উৎখাত উৎপাত ॥

মহাজীবনের আদর্শ-আলো সত্য-অহিংসার
জীবন বাণীতে হয় উচ্চার—সংকট-আঁধিয়ার
পার হয়ে চলা—সত্যেতে নির্ভয়
উপবাসী-প্রাণ করিল ঘোষণা জয় ভারতের জয়
অহিংসা পথে সত্যাগ্রহ— মিথ্যারে মানা নয়
দেশাত্মবোধে মানবতাবোধ নিয়ত অঙ্গীকার—
উপবাস ভাঙ্গি গান্ধী-আত্মা ঘোষে জয় ভেরীনাদ ॥

অবিশ্বাসের মোহের তিমির বিদূরিয়া বিশ্বাস
জাতীয় জীবনে মৈত্রী-বদ্ধ জীবনে সমুল্লাস
গান্ধী-আত্মা আলো-করে বিকিরণ
সংকটে যেন চলার শক্তি করি চলে বিতরণ
অস্থিরতায় ধ্রুব সত্যেই কৃত্যের নিরূপণ
ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে ভাসে গান্ধীজীবন আশ
সারা ভারতের অন্তরে সাড়া—পোহায় তিমির রাত ॥

গীতার মহান্ চিন্তাধারায় গান্ধী-মানসপটে
সকল চিন্তা-কার্য-সাধনে একত্ব লাভ ঘটে—
প্রতি কার্যেতে প্রতি চিন্তায় জাগে
প্রেমে করুণায় সত্যের জয়—মানবতা অনুরাগে
সত্যের সেবা পরম ধর্ম—সত্যই পুরোভাগে
গান্ধী-ধর্ম সত্যাগ্রহ দিকে দিকে যায় রটে
বিন্দুতে তাই ভূমানন্দের বিরাজে অমৃত-স্বাদ ॥

সুরু 'বেলগাঁও' কংগ্রেস থেকে অন্তর ভরি ধ্যান
অন্তরবাণী সমুচ্চারিত—ভারতের কল্যাণ
তাই হরিজন সেবার পুণ্যব্রতে
চরকা তাঁতের সংগঠনের ব্যাপক কর্মরথে
মাদক দ্রব্য বর্জনে চলে লোকসেবা নানামতে
রাজনীতি পথে নাই সমাধান—জাগি উঠে মহাপ্রাণ
দেশের ব্যাপক কল্যাণ-বোধে সাধিতে জীবন সাধ ॥

জাতীয় যুদ্ধ এইবার সুরু চরকা-সংগঠনে
দেশের পীড়িত-আর্ত লোকের শান্তির প্রয়োজনে
নতুন পথেই গান্ধী-যাত্রা চলে—
শ্রেণী-বিদ্বেষ অস্পৃশ্যতা দুখ-দুর্দ্দশা দলে
ছুটে আসে লোক জাতীয় স্বার্থে দীপ্ত কণ্ঠে বলে—
গান্ধীর পথ শান্তির পথ জাতীয় উদ্বোধনে
স্বদেশী গঠন স্বদেশী বরণ—বিদেশীর উৎখাত ॥
ব্রিটিশ দেখিছে বিস্ময় মানি—গান্ধী আদর্শের
আলোকে ভারতে নব জাগৃতি জাগে নবজীবে নর
প্রাণময় রূপ—গান্ধীর হরিজন
মহাভারতের মহাজাতি বুকে লভিছে উজ্জীবন
নব ইতিহাসে গান্ধীজীবন রচে নব দর্শন—
সবার উপরে মানুষ সত্য—মানবতা বৃহতের
আস্বাদে তাই অনাদি ভারতে অমৃত আলোক-পাত
সানতনী থেকে আসে বহু বাধা—বন্যা যখন নামে
বাধা বন্ধনে ভাসাইয়া চলে আঘাতে কভুনা থামে—
তীর্থযাত্রী গান্ধী পরিক্রমা
উজ্জীবনের চেতনায় জাগে—শত্রুরে করি ক্ষমা
করুণা-মূর্তি চলে সম্মুখে যুগের তিমির-অমা-
কুসংস্কারের জড়তায় নাশ—মানব-মৈত্রীধামে
ভারতবর্ষে নব উদয়ের জীবনের আহ্লাদ ॥
নতুন প্রাণের স্পন্দন জাগে—গান্ধী সম্মুখীন
রাজনীতি থেকে লোক সেবা বড়—কোটি কোটি দীনহীন
মানুষ দেখিছে মনের মানুষ আসি
বলিছে সেবাই সত্যধর্ম মানুষকে ভালবাসি—
পতিত পীড়িত মুখে মুখে ভাসে সেকি উল্লাস-হাসি—
সবার উপরে মানুষ সত্য—ভারতে নতুন দিন
শান্তি স্বস্তি আলোকে খুঁজিছে জীবনের আস্বাদ ॥

অনেক আঘাত পথে পথে আসে তবু ভ্রূক্ষেপ নাই
সবার উপরে মানুষ সত্য—মানুষ আমার ভাই
মানুষ সত্য মানুষ যে হরিজন
হরিজন-সেবা হরিকেই সেবা হরিপূজা সমাপন—
সনাতনী করে সংস্কারে জাগি তর্জন গর্জন—
ভ্রূক্ষেপহীন গান্ধী-দৃষ্টি—সব ভাই একঠাঁই
হরির রাজ্যে সব হরিজন বৃথা বৃথা ভেদ সাধ ॥

স্বরাজের রাজ ভারতে চলিছে—মানুষকে ভালবাসা
উচ্চবর্ণী পাপবুদ্ধিতে করি চলে কোণ ঠাসা
হরির মানুষ—যারা দুর্গত দীন
সব মানুষের অন্তর হলে সত্যেতে পরিলীন
দেখে কেহ নহে কারো থেকে দূর সত্য-সম্মুখীন
হয়ে দেখে শুধু—বিকৃত বুদ্ধি সদাই কর্মনাশা
উচ্চনীচের রচে ভেদাভেদ আনে শত উৎপাত ॥

মন্দিরে চলে হরিজন সুখে—জাগে নব জাতীয়তা
হিন্দুসমাজে সব বর্ণের আত্মিক-স্বাধীনতা—
গান্ধী-সাধনা জাতীয় সংগঠন
দিকে দিকে করে সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠা-বর্ধন
মহাভারতের জীবনে সমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন—
সনাতনী-দেখে গান্ধী নীতিতে বিদূরিত আবিলতা
জাগিছে ভারতে ঐশ-শক্তি—গান্ধীর জয়নাদ ॥

স্বরাজ্য দল এদিকে চালায় রাজনীতি সংগ্রাম
দ্বৈত নীতিতে ব্রিটিশ দেখিছে ব্যর্থ মনস্কাম—
দেশবন্ধুর রাজনীতি ক্ষুরধার
ব্রিটিশ-স্বার্থে আঘাত হানিছে দিকে দিকে তোলপাড়—
হঠাৎ ভারত বিস্ময়ে শুনে—নাই নাই নাই আর
দেশের বন্ধু দেশকে কাঁদায়ে অন্তিম বিশ্রামে—
দেশের চিত্তরঞ্জন নাই—রটে গেল সংবাদ ॥

গান্ধী তখন দেশবন্ধুর স্বদেশ প্রেমকে স্মরি
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি ছুটে চলে হাতে করি—
দেশবন্ধুর অমর অমৃত প্রাণ
সেবার তীর্থ গান্ধীর হাতে চলে প্রতিষ্ঠা-দান—
নশ্বর দেহ অগ্নিতে দহে—কীর্তির অবসান
নাহি হয় কভু—দেশবন্ধুর স্মৃতিমন্দির ভরি
স্বদেশ প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি বিতরিছে আহ্লাদ ॥

সত্যসন্ধ পতিতপাবন করুণা দৃষ্টি তুলে—
বিষাদ-মলিন-পতিত-হৃদয়ে নিরাশা-সাগরকুলে
একি সৃষ্টির সমারোহ দুর্বার
চেতনায় ভাসে সৌভাগ্যের আলোক অসীমতার—
বিশাল ভারত মুগ্ধনেত্র মানুষের অধিকার
মানবতাবোধে জাগৃতি সুখে প্রাণের দোলায় দুলে
যৌবনজলতরঙ্গে যত ভেদাভেদ উৎখাত।।

শান্ত সৌম্য কর্মযোগীর এ নব আন্দোলনে
পূর্ণিমারাতে সমুদ্রে যথা চান্দ্র আকর্ষণে
বিপুল অসীম উচ্ছল পারাবারে
জাগে জাগরণ—সৌভাগ্যের আনন্দ সঞ্চারে
জাতীয় জীবনে—হিন্দু দেখিছে মানুষের আত্মারে
মানবতাবোধে জাগায়ে তেমনি ঐক্যের আয়োজনে
গান্ধী-সাধনা অখণ্ডতার করে আলো সম্পাত ॥

হিন্দুসমাজ অখণ্ডত্বে যুগযুগবাহী ধারা
দেখে পঙ্কিল স্বার্থবাদেই হয়ে ছিল গতিহারা—
গান্ধী-সাধনা ভারতের ইতিহাসে
খণ্ড ছিন্ন বিভেদ হীনতা মৈত্রী-সত্যে নাশে—
হিন্দুধর্ম সার্বভৌম ভেদাভেদ ভুলি আসে
ছত্রিশ জাত একটি জাতীয় ঐক্য-মন্ত্রে সাড়া
অনুভব করে ধর্মে সমাজে বৃথা ভেদ উৎপাত ॥

মহাভারতের মানবজীবন বহুবিচিত্র জানি—
ভেদের মধ্যে পূর্ণ ঐক্যে অখণ্ডতায় আনি
একি আদর্শে ফুটে নব সংস্কৃতি
অবিচ্ছিন্ন মূলাধারে আনে চেতনার জাগৃতি—
মানুষে মানুষে মহামিলনের একি নব সম্প্রীতি—
সমন্বয়ের উদার মন্ত্রে প্রতিক্রিয়াকে হানি
একের মধ্যে হিন্দুজীবনে আনে একি আহ্লাদ ॥

পতিতের সেবা ইহা নহে নহে—অশেষ নির্যাতনে
মানবাত্মার বন্ধন-দুখ-যাতনা নির্মূলনে
নহে হরিজন-সেবাব্রত গান্ধীর—
ভারত দেখিছে বিশ্ব দেখিছে বিমুক্ত মন্দির
সেখানে স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের আত্মা-জাগৃতির
নবীন দৃশ্য—হিন্দুধর্ম সত্য উজ্জীবনে
বলে সত্যের শরণেই আছে মিথ্যার উৎখাত ॥

মন্দির দ্বার দিকে খুলে কেহ নহে আর দূর
পূর্ণ ঐক্যে পূর্ণধর্ম সত্যের জয় সুর
কালের বীণার তারে তারে ঝংকারে—
গান্ধী-সাধনা অখণ্ডতার সমুদার পারাবারে
মানবাত্মার আনিছে বিজয়—মানবিক চেতনারে
জাগ্রত করি আত্মার পূজা করুণায় ভরপুর
প্রেম-মৈত্রীর সহিত সমাজে জীবনের আহ্লাদ ॥

ত্রিবাঙ্কুরের প্রাকৃতিক শোভা অপূর্ব অনুপম—
মুক্ত আকাশ স্বচ্ছ সুষমা সাগরের সঙ্গম
নয়নাভিরাম শ্যামল পাহাড় বনে
কৃষি ক্ষেতে ক্ষেতে বাতাস বহিছে মাধুরীর আলোড়নে—
এই প্রশান্তি-তীর্থক্ষেত্রে—উচ্চ বর্ণ মনে
অসৌন্দর্য অস্পৃশ্যতা সৃজে একি বিভ্রম—
গান্ধী-হৃদয়ে দারুণ বেদনা করি চলে অভিঘাত ॥

বর্ণ-সমাজে অচল মানুষ সসঙ্কোচেই দূরে
ফিরে বেদনায় মন্দির থেকে দূরে দূরে মরে ঘুরে—
যে পথ গিয়েছে মন্দির অভিমুখে
সে পথে চলার নির্দেশ নাই—চলে তাই মন দুখে
অপবিত্রতা-কলঙ্ক-লেখা অঙ্কিত মুখে বুকে—
মন্দিরে উঠে বেদের মন্ত্র সদা উদাত্ত সুরে
মন্ত্র শুনার অনধিকারীরা দূরে থাকে দিনরাত ॥

গান্ধী দাঁড়ায়ে অস্পৃশ্যদের বলে কেহ নহে পর
হিন্দুধর্ম ঐক্য ভিত্তি কে করে স্বতন্তর—
মন্দিরে যদি বিগ্রহ ভগবান
সেই বিগ্রহ মানুষে মানুষে নাহি চাহে ব্যবধান—
ধর্মসূত্রে মৈত্রীমানসে জাগিলে হিন্দুপ্রাণ
অস্পৃশ্যতা হয় অবসান মহাশিব-সুন্দর-
সত্যস্বরূপ মানুষেরে করে করুণা-দৃষ্টিপাত ॥

ভাইকমে সুরু সত্যাগ্রহ—অনেক দুঃখ সহি
সত্যের পথে অহিংসা পথে জাগিছে সত্যাগ্রহী
রাজপ্রহরীর বেষ্টনী মন্দিরে
মন্দির থেকে নিম্নবর্ণ চিরদিন দূরে ফিরে—
গান্ধী-সাধনা রাজপ্রহরীর বাধা বন্ধন চিরে
খুঁজে সত্যেই মানবাধিকার—দুঃখ-দাহনে দহি
সত্যাগ্রহ ধর্মযুদ্ধ—মিথ্যার নাশে সাধ ॥

ত্রিবাঙ্কুরের পথে পথে চলে গান্ধীর অভিযান
জাগে ভারতের অখণ্ডত্বে বিশাল হিন্দুপ্রাণ—
অস্পৃশ্যতা পরিহার পরিহার
গান্ধী-সাধনা দিকে দিকে আনে ভারতের আত্মার
নব পরিচয়—এক মহাজাতি ভারত-জাতীয়তার
জাগে হিমাচল থেকে কুমারিকা জাগে আরতির গান
জাতিপাঁতিহীন এক মহাজাতি-জীবনে দৃষ্টিপাত ॥

প্রব্রজ্যায় গান্ধী পথিক পথে পথে বাড়ে ভীড়
স্বাবলম্বনে পল্লী-ভারত জাগে উন্নত-শির—
নব বিপ্লবে—শান্তির বিপ্লবে
খাদি-উদ্যোগে অর্থনীতিক-বিকেন্দ্রী অনুভবে
জাগে জনমন মুখরিত দেশ চরকার কলরবে
রাজনীতি থেকে জীবনের নীতি কর্ম-জয়শ্রীর
বিজয়-ধ্বজাকে উড্ডীন করে নবভাব আস্বাদ ॥

ভারত সমাজে নব অধ্যায় দাঁড়াইছে হাত ধরে
কোথায় স্পৃশ্য অস্পৃশ্যতা—মিলিত পরস্পরে
একটি জীবনে কর্মের গান গাহি
জাগে মহাপ্রাণ—যে প্রাণশক্তি জাগে যুগযুগবাহী
শত বিভেদের খণ্ডস্বার্থে পরিপূর্ণতা চাহি
গান্ধী-সাধনা মূর্তিমন্ত জাতীয় রূপান্তরে
বৈচিত্র্যেই অখণ্ড দেশ—প্রাণময় আহ্লাদ ॥

একি স্বতন্ত্র অভিনব পথে গান্ধীর বিচরণ
মৈত্রীর পথে গঠনের পথে কর্মের আয়োজন—
থামে হিংসার দ্বন্দ্ব আত্মঘাতী
জাগে জনগণ—ধর্ম-দৃষ্টি আনে নব আলো-ভাতি
শোষণের থেকে পরিত্রাণের আদর্শে উঠে মাতি
জাতীয় জীবন গণকল্যাণে নবীন আবর্তন
পর ধর্মের বঞ্চনা থেকে মুক্তিতে প্রাণ-সাধ ॥

সত্যধর্ম অন্ধ-তামস পঙ্কের নাশে জাগে
পঙ্কজ সম গান্ধীনীতির বিকাশের অনুরাগে
থেমে আসে ধীরে বিরোধ-প্রতিক্রিয়া
সমাজ-জীবন হিন্দুত্বের একটি বিরাট হিয়া—
অহিংসা-প্রেমে ভিত্তি রচিছে নবীন জীবন নিয়া
অস্পৃশ্যতা-পাপ বিদূরিতে—মিলনকে পুরোভাগে
রাখি জাগে দেশ কর্মক্ষেত্রে মৈত্রীর আহ্লাদ ॥

চির আগ্রহে চির প্রয়াসেই তীর্থের পথে পথে
তীর্থযাত্রী দেখে সত্তায় আপন কর্মরথে
আছে লক্ষ্যের সীমানায় পরিশেষ—
অগ্রসারিত যাত্রাই তাই সকল দুঃখ ক্লেশ
আনন্দময় পরম লক্ষ্যে—শান্তির পরিবেশ
হাতছানি দিয়ে ডাকে অবিরাম সেথা সুখ নানা মতে
আছে জানে মন দুর্দম-দুখে তাই চলে পদপাত ॥

মহাজাগতিক রহস্য জাগি সত্যের সন্ধান—
অন্তর হতে অন্তরে উঠে অবিরাম মহাগান
পূর্ণ সত্য অনুভব-চিন্তায়
রূপ হতে রূপে অনন্ত রূপে শান্তিতে সুষমায়
পরম সত্য মূর্ত বিরাট—জাগতিক সীমানায়
সেই অনন্ত পূর্ণ সত্য নিয়ত দীপ্যমান
সীমার মধ্যে অনন্ত আনে অন্তরে আহ্লাদ ॥

ইতিহাস ছুটে গতিময় স্রোতে পতন অভ্যুদয়ে—
যুগ থেকে যুগে পরম সত্য মিথ্যা অবক্ষয়ে
জ্যোতি-ভাস্বর শাশ্বত-মহিমাতে
আলোক বিকাশে—ধর্মের গ্লানি সত্যের অভিঘাতে
ঘুচিছে জাগিছে সত্য ধর্মে পরম দৃষ্টিপাতে
মানব-আত্মা দেখে সুন্দর সত্যের পরিচয়ে
ধর্মাচরণে পরিবর্তন—ধর্ম অপ্রমাদ ॥

মহাকর্ষের অমিত-শক্তি বাধাবন্ধনহীন
প্রতি বস্তুতে অণুরেণুকায় সে শক্তি পরিলীন—
জীবন-দৃষ্টি সিদ্ধির সম্ভারে
প্রজ্ঞাসূর্য কোন্ রহস্যে প্রাণধারা সঞ্চারে
সত্যেসৃষ্টি সত্যে প্রকাশ সত্যেই চেতনারে
মহাকর্ষেই সব কিছু স্থানকালের নিয়মাধীন
বিকশিত করে মহাজাগতিক বিকাশে দৃষ্টিপাত ॥

বিস্ময়কর সত্যের রূপ—সত্যের রূপ ধরে
সৌরসৃষ্টি সত্যেরে তাই চলে বন্দনা করে
মহাকর্ষের বিজ্ঞান যেথা শেষ
অমিত শক্তি পরম সত্য প্রজ্ঞার পরিবেশ
বিস্তার করি সেখানে জাগিছে—নাই মিথ্যার লেশ
সত্যের রূপ চির ভাস্বর নিয়ত রূপান্তরে
আকর্ষণের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আনে প্রাণ-আস্বাদ ॥
তাই অবিরাম প্রাণ-আস্বাদে সত্যের বিকিরণে
মহাজাগতিক বিকাশে প্রকাশে শক্তি আকর্ষণে
সূর্য-আলোকে—বহি চলে প্রাণকণা
সৃষ্টির স্রোতে বিস্তার করে জীবন উদ্দীপনা—
বীজের মধ্যে আকর্ষণেই প্রাণের উজ্জীবনা
মহাজাগতিক-প্রাণ-তরঙ্গে চেতনা-উন্মীলনে
শূন্যতা থেকে অবস্থিতির বুকে উঠে কলনাদ ॥
গান্ধী-হৃদয়ে অস্তিত্বের দৃঢ় বিশ্বাস ভরি
ভগবান যেন স্বপ্রকাশেই জাগিছে মূর্তি ধরি—
ভগবৎ-সেবা মানুষের সেবা জ্ঞান
একাকার করি জাগ্রত তাই নিত্য চেতনা-ধ্যান
মানুষের প্রতি অবিচল প্রেম সেখানে মূর্তিমান
পরমেশ্বর—মানুষের তাই সেবাধর্মকে বরি
গান্ধী-হৃদয় করে সংসারে প্রেমেই দৃষ্টিপাত ॥
প্রেমেই সত্য—চলে তপস্যা প্রেমেই সত্যজ্ঞানে
মনুষ্যত্বে মৈত্রীর বোধে চরাচরে সদা টানে—
স্বধর্ম চায় প্রেমেই সত্যাচার
বন্ধনহীন পৌরুষ বলে জাগৃতি চেতনার—
সমরাঙ্গন এই সংসার অহিংসা হিংসার
দেবদানবের চলিছে যুদ্ধ—অভিযানে অভিযানে
সত্যের জয়ে যুগে যুগে তাই মিথ্যার উৎখাত ॥

পৃথিবীর ধূলামাটির প্রতিও অন্তর প্রেম-ভরা—
অবিশ্বাসীর রুদ্ধ দুয়ারে সকল ভ্রান্তিহরা
সত্যের জ্যোতি বিকিরিত আলোরাশি
বিভাসিত করি চলিছে ঘোষণা সত্যেরে ভালবাসি—
সত্যে দাঁড়ালে সকল মিথ্যা গভীর তিমির নাশি
জাগে বিশ্বাস—সেই বিশ্বাসে চির-অমৃতক্ষরা
মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমে আনে ভূমা-আহ্লাদ ॥
ন্যায়বিচারের মহান্ মৌল-নীতির প্রবর্তনে
প্রতিটি মানুষ স্বাধীন সত্তা—স্বৈরতা নিপীড়নে
বন্দী জীবনে অধীনতা কারাগারে
কাটাইছে কাল—মুক্তি-সনদ মানুষের আত্মারে
ব্যক্তি-স্বাধীন সত্তায় চাই স্বাধীনতা অধিকারে—
গান্ধী-দৃষ্টি ফিরে অবিরাম স্বরাজের আয়োজনে
মানুষ যেখানে মুক্ত স্বাধীন বুকে সত্যের স্বাদ ॥
জীবনে ইষ্ট দেবতা সত্য—সত্যের পূজা প্রেমে
সত্যস্বরূপ সাধ্যের সেবা—অখণ্ড বোধে নেমে
সত্যেই আসে—সত্য বিশালতায়
সত্য ব্যতীত আর কিছু নাই সত্যের চেতনায়
মানব-আত্মা জাগিয়া উঠিলে মুক্তির পিপাসায়
দেখে সত্যকে সর্বব্যক্ত—সত্য যোগক্ষেম
বিশ্বজীবনে মানব-জীবন খুঁজে ভূমা-আহ্লাদ ॥
সত্যনীতির ভিত্তিতে চাই বিশ্ব বিবর্তন—
বিশ্ব-সৃষ্টিতত্ত্বের মূল বিজ্ঞান দর্শন
বলিছে সত্যে প্রকাশেই আত্মার
মানব জীবন দেখিবে সত্যে আত্মার অধিকার—
মানব রাষ্ট্র বিশ্বজীবনে মানবিক সত্তার
নব বিকাশের প্রতিশ্রুতিতে খুঁজিছে উন্মীলন
অমঙ্গলের পথরোধ করি—মিথ্যার উৎখাত ॥

গান্ধী-হৃদয় ফিরে অবিরাম গভীর আত্মধ্যানে—
ইতিহাস থেকে নব ইতিহাসে সংঘাত অভিযানে
কত সম্রাট-রাজাদের উত্থান—
বিশ্বজীবনে উঠে অনাহত একটি অনাদি গান
একটি মাত্র সূত্রেই খুঁজে সমস্যা সমাধান—
হিংসায় নয় অহিংসাতেই মিথ্যার অবসানে
সত্যেই সেই পরমসূত্র তুলে উদাত্ত নাদ ॥

পরম ব্রহ্ম প্রাপ্তি কি শুধু—বস্তুতন্ত্রী মন
সম্মুখে দেখে পার্থিব-দুখ আত্মার নিপীড়ন
কোথায় শান্তি কোথা লোককল্যাণ
মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে বহুর সুখ সদা অবসান—
অসীম-আর্তি রাষ্ট্রে সমাজে—স্বার্থের খান খান
আকর্ষণেই আনে অশান্তি দিকে দিকে ক্রন্দন—
কোথায় সত্য-অহিংসা-প্রেম—দিকে দিকে উৎপাত ॥

গান্ধী-হৃদয় একটি সূত্রে দেখে শান্তির আলো
অহিংসা পথে সম্মুখে চলা সত্যেকে বাসি ভালো—
মহাজাগতিক-শক্তি উৎস মূলে
সত্য শক্তি সৃষ্টি-প্রবাহে চেতনা-উর্মি দুলে—
বস্তুতন্ত্রী-বিজ্ঞান-বোধে যতই দৃষ্টি তুলে—
আত্মা দেখিছে রহস্যময় দুর্জ্ঞেয়তার কালো-
যবনিকা ভেদি সত্যের আলো আনে ভূমা-আহ্লাদ ॥

নিখিল ভারত কাটুনী সংঘ চরকা-খাদির কাজে
পল্লীগঠনে নব উৎসাহে ছুটে জনতার মাঝে
দেশময় সাড়া নব প্রাণ-স্পন্দন
রাজনীতি ছাড়া চলে ভারতের স্বরাজের আয়োজন
ম্যাঞ্চেষ্টারে ধনিক-ব্রিটিশ আতঙ্ক ভরা মন
দেখে ভারতের স্বরাজ-সাধনা বজ্র-ব্যথায় বাজে
স্বাবলম্বনে ভারত-জীবন খুঁজে মুক্তির সাধ ॥

হিংসাশূন্য সত্যাগ্রহী নির্ভীক দলে দলে
সংগঠনের কর্ম-দুর্গে হিংসাকে দলে চলে
যন্ত্রবিরোধী সভ্যতা রচনায়
গান্ধী-সাধনা স্বাবলম্বন দেখে সদা চরকায়
ধনতন্ত্রের শোষণ রোধিতে জনগণ-ক্ষমতায়
স্বাবলম্বনে নতুন দীক্ষা—শোষণের রাজ জ্বলে
প্রায়শ্চিত্ত আত্মপাপের মিথ্যার পরমাদ ॥

গান্ধী-ঘোষণা অছিবাদ-নীতি শোষণ-হীনতা ভেসে
সব মানুষের কল্যাণে যেথা সমাজে রাষ্ট্রে এসে
সবার স্বার্থে ঐক্যেতে বিরাজিছে—
উন্মাদনায় নহে ছুটাছুটি শোষণের লোভ পিছে
মানুষ দেখিছে অছিবাদে বাঁচে সকলের সাথে নিজে
সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে না ঘটে বিসংবাদ ॥

নহে নির্জনগুহায় সাধনা সত্য অহিংসার
গান্ধী-সাধনা চলিছে নিত্য ভীড়ে ভীড়ে জনতার
মানুষের সাথে মানুষের ব্যবহারে
জীবন-সিদ্ধি কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ হইতে পারে

এই চেতনায় জাগ্রত রাখি স্বধর্মে আত্মারে
গান্ধী-সাধনা সমুৎপাটন হীনতা-কুসংস্কার
মানুষের প্রেমে জীবনের বীণা তুলে সদা সুরনাদ ॥

দূর থেকে দূরে দেখিছে দৃষ্টি নহে দূরে সেই দিন
বক্ষে সত্যবিশ্বাস বলে ধর্ম মূঢ়তাহীন
ভারতীয় জাগে আদর্শে সমতায়
দেখে ভাগবত-কামনা বোধেই আত্মিক সুষমায়
সকলে সমান—বামুন মেথর জাগে এক চেতনায়
বিধাতার কাছে সকলে সমান কেবা ধনী কেবা দীন
যাহা বিকৃত—যাহা বীভৎস সে মিথ্যা উৎখাত ॥

দেশের জীবনে পরিবর্তন উপবাসী দিল আনি
সত্যাগ্রহী ধর্ম-চিন্তা শুনে গান্ধীর বাণী—
"জাতীয় জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠায়—
সাম্প্রদায়িক মৈত্রীবুদ্ধি ঐক্য-সদিচ্ছায়
বৈঠকে মিলি—ভারতেতিহাসে রচে নব অধ্যায়—
সর্বদলীয় চুক্তির পথে—হলো শুধু জানাজানি
সত্যের কাছে মিথ্যা-দাপট—নিশ্চিত উৎখাত ॥

মোসলেম লীগ প্রতিক্রিয়ায় রাজনীতি করি চলে
গান্ধী-নীতিতে জাতীয় ঐক্য আদর্শে উজ্জ্বলে—
সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস চেতনায়
মোসলেম লীগ রাজনীতিগত স্বার্থ-বুভুক্ষায়
বিষাক্ত করে জনতা-মানস—গান্ধী সদিচ্ছায়
হিন্দুমুসলমানের ঐক্যে পরিক্রমায় চলে
জাতীয় জীবনে সংহতিগত বিতরি মুক্তি-হ্লাদ ॥

ব্রিটিশ দেখিছে বিশ্ব দেখিছে বিস্মিত প্রাণমন
গান্ধীজীবন ভারত জীবনে আনে একি জাগরণ—
ধর্মের গ্লানি—দূরিতেই অবতার
বিশ্বে শুনায় সত্যের পথে মুক্তির সমাচার—
রাজনীতি থাকে পশ্চাতে পড়ি—জাগে জ্যোতি আত্মার
সর্বমানব সেবায় দীক্ষা—বাঙ্‌ময় স্পন্দন
মুখরিত করে ঘোষে মানুষের বিজয় শঙ্খনাদ ॥
হিন্দুসমাজে আত্মশুদ্ধি সার্বভৌম-মন
দেখে হিন্দুর ধর্মচেতনা বহিছে অনুক্ষণ—
মন্দির-দ্বার মুক্ত যতই হয়
দেখে মন্দিরে বিগ্রহ-মুখে হাসি ফুটে চিন্ময়—
মানুষের বুকে ভগবান জাগে—ভগবান দূরে নয়
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ভারত-জীবনে সত্য প্রবর্ত্তন
স্বরাজ আপনা বিস্তারে রাজ—থামে পাপ উৎখাত ॥

ইতি গান্ধীজীবন মহাকাব্যে সত্যাবির্ভাব নামীয় সপ্তম সর্গ ॥

সত্যাগ্রহী গান্ধীজীবন সত্যের জয়নাদ
অন্তর হতে অন্তরে জাগে সত্যের ভূমা-হ্লাদ—
সমুখে তীর্থ ডাণ্ডী-সাগর তীর
দিকে দিকে ধ্বনি জয়তু সত্য—অহিংসা-ভারতীর
আইন অমান্য—সত্যের সাথে রণ পশুশক্তির
ব্রিটিশ-শাসন সব দিক থেকে সাধি চলে উৎপাত
অভিশাপ সম ভারতের বুকে ব্রিটিশ শোষণ সাধ ॥

সত্যপথের তীর্থযাত্রী গ্রামের পরেই গ্রাম
অতিক্রমিয়া ডাণ্ডিতে আসি পুরিল মনস্কাম
সাগরেতে নামি গান্ধী পাত্র ভরি
জল আনি তীরে আগুন জ্বালিয়া লবণ তৈরী করি
ব্রিটিশ আইনকে অমান্য চলে বক্ষে লবণ ধরি
জয়গৌরব—সারা ভারতের শুরু হলো সংগ্রাম
সত্যাগ্রহে—সত্যাগ্রহী ঘোষে জয় ভেরী নাদ ॥

উন-আশীজন সত্যাগ্রহী—গান্ধীর সাথে সাথে
লবণ-আইন অমান্য করি সত্যাগ্রহে মাতে
লবণ তৈরী আইন অমান্য চলে
সাগরের তীরে অগ্নিযজ্ঞে সত্য-আগুন জ্বলে
বুকের মধ্যে প্রশান্তিময় আনন্দ মনোবলে
জাগে আহ্লাদ—স্বাধিকার-বোধে আশা-আলো সম্পাতে
ব্রিটিশের আইন সত্যাগ্রহেই হয়ে চলে উৎখাত ॥

সুরু স্বাধীনতা-যুদ্ধ দেশেতে মহাত্মা সেনাপতি
আইন অমান্য আন্দোলনের দুর্বার স্রোতগতি
ব্রিটিশ-শাসন বাধাকে ভাসায়ে ছুটে
কোটি কোটি জনসাধারণ বুকে আইন অমান্যে লুটে
নবচেতনার ভাব-তরঙ্গ—মূক মুখে ভাষা ফুটে
ব্রিটিশ-শাসন অভিশাপ থেকে আত্মমোচন-মতি
দিকে দিকে ধ্বনি জয়তু গান্ধী—ব্রিটিশ শাসন পাত ॥

নারীগণ জাগে—মনে ডাকে বাণ উদ্দাম উৎসাহে
সেনাপতি পানে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তুলিয়া চাহে—
ধৈর্য-সাহসে নোনাজলে দেয় তাপ
সেই সাথে ঘুচে লবণ তৈরী নিষেধের যত পাপ
সেই সাথে ঘুচে ব্রিটিশ-শাসন ভীতিভরা অভিশাপ
স্বাধীনতা-সুখে জয়তু গান্ধী জয়গান সবে গাহে
লবণ আইন অমান্যে হয় দাসত্ব উৎখাত ॥

অন্নবস্ত্র-জলের মতই একান্ত প্রয়োজন
লবণ যখন—কেন শোষণেতে ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রণ
লবণের করে লুণ্ঠন করি চলে
জনস্বার্থকে—লবণ দেশের নদী-সমুদ্র-জলে—
তবু কি কারণে লবণ তৈরী ব্রিটিশ-নিষেধ বলে
কি কারণে চলে বিলাতি-লবণ বিক্রয়ে লুণ্ঠন
ভারতের ধন—চিরকাল চলে এভাবে শোষণ সাধ ॥

সমুখে সিন্ধু—হৃদয়ে সিন্ধু শান্ত দৃষ্টিপাতে
গান্ধীনয়ন দেখে প্রশান্ত তরঙ্গ অভিঘাতে—
একী আনন্দ! দিকে দিকে উচ্ছলি
উঠে তরঙ্গে রঙ্গে রঙ্গে—করে কথা বলাবলি
বাতাসে বাতাসে সিন্ধুর গীতে সেই কথা বলে চলি
স্বদেশ প্রেমের প্রাণ-বিহ্বল জীবনের সাধ মাতে
সত্য-জ্যোতিতে অহিংসা আনে ভূমা-সুখ-আহ্লাদ ॥

হৃদয়ে সিন্ধু বাহিরে সিন্ধু—সে সিন্ধুজলে নামি
গান্ধী চেতনা আত্মাধিকারে ন্যায়প্রতিষ্ঠাকামী—
ব্রিটিশ-শাসনে পীড়িত জাতির প্রাণ
গান্ধীজীবনে সিদ্ধিতে খুঁজে পরম পরিত্রাণ
মহাভারতের জীবন-চেতনা জীবনে প্রবহমান
সেই চেতনায় গান্ধীজীবন অহিংসা-সংগ্রামী
আত্মবলেই পশুবল ক্ষয়—সত্যে দৃষ্টিপাত ॥

সিন্ধু ফুঁকিছে সত্যমন্ত্র—অহিংসা জয় জয়
বাতাসে ফিরিছে সত্যমন্ত্র অহিংসা নির্ভয়
অসীম আকাশ বলিছে অহিংসার
পরম সত্যে আগামী দিনের মন্ত্র-সভ্যতার
আলোক ঘোষিছে অহিংসা পথ মুক্তির অধিকার
পৃথিবীর বুকে সত্য-আলোকে সিদ্ধি-জ্যোতির্ময়
ন্যায় অহিংসা—হিংসাকে করে পরিণামে উৎখাত ॥

আইন অমান্য আন্দোলনের অহিংসা-গতিবেগে
ব্রিটিশ-শাসন-আমলাতন্ত্র ভীতি-বিহ্বল জেগে
দেখিছে গান্ধী-অহিংসা-সদাচারে
সকল হিংসা ভাসাইতে চায় সম্মুখ পারাবারে—
আইন অমান্যে—লক্ষ্য কেবল নিপীড়িত আত্মারে
আত্মাধিকারে জাগ্রত করা—সত্যের আলো লেগে
মিথ্যা তিমির ধ্বান্ত সহসা—স্তব্ধ হিংসাবাদ ॥

ডাণ্ডী যাত্রা—অহিংসাবাদী আত্মার উপাসনা
ডাণ্ডী যাত্রা—সত্যাগ্রহী প্রেমের উদ্দীপনা
আইন অমান্য পরাধীনতার চাপে
হিংসামূর্তি ধরিছে ভারত ব্রিটিশ-শাসন-পাপে—
গান্ধীজীবন পুণ্য-আলোক ফুটাইছে অভিশাপে
স্তব্ধ ব্রিটিশ দেখিছে দৃশ্য সত্য-সিদ্ধিমনা
অহিংসা নীতি করিছে বিশ্বে নতুন আলোকপাত ॥

ইতিহাস বলে উদাত্ত-স্বরে—ব্রিটিশের শাসনের
নাগপাশে বাঁধা শোষণমূলক ব্রিটিশ-বাণিজ্যের
প্রতিভূ বণিক জাহাজ ভাসিয়ে আসে
ভারতের থেকে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ অভিলাষে—
খালি জাহাজকে চালানো যায় না—পূর্ণকরার আশে
মাটিতে ভর্তি করিত জাহাজ—ক্ষতি তাতে অর্থের—
বিলাতি মাটিতে খাল ভরে যায়—খালে খালে পড়ে বাঁধ ॥

ব্রিটিশ বণিক দেখিল বিপদ ভরাট হইল খাল
নদী বুজে শেষে ভাগ্য আসিবে ঘোর দুর্দ্দিন-কাল
তারপর ক্ষতি মাটি আনয়ন করা—
তখন বুদ্ধি-ফন্দিফিকিরে লবণ আইনটি ত্বরা
পাশ করা হলো—ব্রিটিশ-স্বার্থ কুটচক্রেতে ভরা—
সুরু বাণিজ্য জাহাজে লবণ নিয়ে আসা তাল তাল
দেশীয় লবণ-শিল্প-ধ্বংসে সস্তা বিকানো সাধ ।।

বণিক-স্বার্থে আইন-নিষিদ্ধ প্রস্তুত বিনা করে
ঘরের পাশের নোনা জল দিয়ে নূন খাওয়া ঘরে ঘরে—
হয় না এখন—দেশীয় লবণ দামে
করের গতিতে বাড়িল অনেক—দেখে দক্ষিণে বামে
দেশের মানুষ লবণ দারোগা বণিক মনস্কামে
বিদেশী লবণ সস্তা কাটাতে হাট-বাজারেতে চরে
ভারতবাসীর সর্বনাশেতে সুরু নব উৎপাত ।।

দেশীয় শিল্প ধ্বংস করেই ব্রিটিশের পত্তন
ব্রিটিশের মুখে হাসি ফুটে উঠে—দেশ করে ক্রন্দন
সুরু হলো গড়া ভারতে লবণ গোলা
মাটির বদলে লবণের লাভে ব্রিটিশ-ভাগ্য খোলা
শাসনে শোষণে আবগারী কর চলে অবিরাম তোলা
ভারতের ধনে ব্রিটিশের ঘরে সম্পদ বর্দ্ধন—
গরীবের ঘরে পড়ে হাহাকার শিরে করে করাঘাত ।।

ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের কথা বাণিজ্য-ইতিহাস
বাণিজ্য নামে লুণ্ঠন-নামা অন্যায় সন্ত্রাস—
গান্ধীজীবন—শোষণ শাসন মূলে
দেখে আইনগত অত্যাচারের অভিশাপ যত দুলে
তাই লবণের আইন অমান্য জাতীয় পতাকা তুলে
ডাণ্ডী যাত্রা—ছিন্ন করিতে ব্রিটিশের নাগপাশ
আত্মিক-বল সঞ্চারি দেশে অনাচার উৎখাত ।।

স্বাবলম্বন শিল্প-প্রসারে—স্বদেশী-শিল্পধনে
দেশকে করিতে সম্পদশালী-খাদির প্রবর্তনে
বিদেশী শোষণ শাসন আবর্জ্জনা
করিবারে জাগে গান্ধী-মানস সত্যাগ্রহ-মনা
নিজ বাসভূমে পরবাসী থাকা—ভয়ানক যন্ত্রণা
বিদূরিতে জাগে গান্ধী-মানস আইন অমান্য রণে—
বে-আইনি আইন—জাতীয় স্বার্থে পাঠাতে অধঃপাত ॥

গান্ধী রাষ্ট্র-চিন্তায় জাগে স্বরাজ-আদর্শের
মূলে অহিংসা—দৃঢ় নিষ্ঠায় জাগ্রত সত্যের
আলোকে দীপ্ত জীবনের পূর্ণতা
মানুষ যন্ত্রে পরিণত নহে—বন্ধন-বিরূপতা
ভেদ করি জাগে ব্যক্তি-মানুষ লভিতে সার্থকতা—
ফন্দি ফিকির-আটঘাট বাঁধা রাষ্ট্রীয় শোষণের
অবসানে শুধু উন্নতি মুখে জীবন-দৃষ্টিপাত ॥

সেই রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র শাসন যেখানে কম
কেন্দ্রীকরণে রাষ্ট্রীয় নীতি নয় কভু নির্মম—
আত্মাবিহীন রাষ্ট্রীয় যান্ত্রিক
নিয়মে পিষ্ট—সমাজজীবনে অধিকার মানবিক
হারায়ে মানুষ কুণ্ডলী বুকে হারায়ে দিগ্‌বিদিক
গোলক ধাঁধায় ঘুরিছে কেবল—সত্যের মনোরম
আলোক রুদ্ধ—দিকেদিকে শুধু শাসনের পরমাদ ॥

সহিংসবল প্রয়োগে রাষ্ট্র থাকে সদাতৎপর
তাই হিংসার জবরদস্তি অসত্য নির্ভর—
শোষণে শাসনে ছুটে চলে নিরবধি
সর্বনাশের বন্যায় ভাঙ্গে দুইকূল যথা নদী
সহিংস-বল রুখিতে কখনো অহিংস-বল যদি
জাগ্রত হয়—রাষ্ট্র তখন কাঁপি উঠে থর থর—
তিমিরে আলোক যথা সম্পাতে তিমিরের উৎখাত ॥

তাই অহিংসা-শক্তি-চেতনা কালের-শক্তি নয়—
দর্পীজনের পেশীর শক্তি ভূমিকেই করে জয়
শারীর-দ্বন্দ্বে কর্দমাক্ত মাটি
পশুবলে সেথা রক্ষাকবচে রচে স্বার্থের ঘাঁটি—
নৈতিক-যুগ মাটিতে আনিতে সত্যের পথে হাঁটি
পীড়িত-আর্ত মানবতা খুঁজে পরম অভ্যুদয়
আত্মবলেই পশুবলে তাই এইবার অভিঘাত ॥

মিথ্যা শাসন ঘুচাতে এবার মুক্তি সম্মুখীন—
সত্যের বলে অহিংসা পথে জীবন ভাবনাহীন
রাজনৈতিক বাঁধনটা খুলে গেলে
মানস-পদ্ম-নৈতিক-আলো-উৎসবে আঁখি মেলে—
ক্ষাত্র-শক্তি পরাভূত করি—বন্ধন অবহেলে
জাতীয় পতাকা জয়-গৌরবে অনন্তে উড্ডীন
সত্যের পথে অহিংসাবোধে হয় আলো সম্পাত ॥

অহিংসা যেন মৈত্রীমন্ত্র—পাপকেই তাই ঘৃণা
পাপীজনে দেয় প্রেমালিঙ্গন বিদ্বেষাঘাত বিনা—
গান্ধীচিন্তা নব নব সৃষ্টিতে
গঠনের পথে—সংস্কার পথে থাকে শুধু রূপ নিতে
রাজনৈতিক অধিকার পথে নৈতিক-দৃষ্টিতে
নতুন পৃথিবী রচনার আশা আছে শুধু মনোলীনা
অসাধুতা জয় সাধুতায়—রাগে অরাগেই তাই সাধ ॥

জীবনে জীবন যোগ করি চলা—পরমানন্দে বলা
বন্ধন যেথা ন্যায়নীতিহীন—সেই বন্ধন দলা
বুকে করি নিয়ে সংসার দুখ-ভার
মিথ্যা যেখানে কৃত্রিমতায় সত্যের ধিক্কার—
সেখানে জীবন তর্পণ করি করি চলা প্রতিকার—
অহিংসা কাছে সত্য করিয়া হিংস্রতা-নিষ্ফলা
আত্মার বলে প্রতিষ্ঠা খুঁজে—আত্মা নির্বিবাদ ॥

সত্যের পথে জীবন যখন একলা হইয়া পড়ে
সর্বশক্তি দিয়ে সত্যকে বক্ষে আঁকড়ি ধরে
দৃঢ়তা সহায়ে পথ চলা একা একা
তিতীক্ষা আর ধৈর্য তখন পথে আনি আলো রেখা
করুণাধারায় অপরূপ রূপে সত্যের পেয়ে দেখা
সত্যের বলে আত্মশুদ্ধি—সত্য-অমৃতে ভরে
জীবনে বিতরে এগিয়ে চলার প্রশান্ত মনোসাধ ॥

আসে প্রচণ্ড অগ্নি-দাহন—হিংসা-উপদ্রব
ধ্যানে নিমগ্ন শিবের মতন আত্মিক অনুভব
গান্ধীজীবন মগ্ন সত্য ধ্যানে—
আইন অমান্য আন্দোলনের সংঘাত তাই আনে
ব্রিটিশ-শাসন রক্ষায় জাগা হিংস্রতা সবখানে—
গান্ধী তখন—সাগরের তীরে লভি জয়-গৌরব
লবণ-তৈরী করে আর ঘোষে অহিংসা জয়নাদ ॥

নেতাদের চলে গ্রেপ্তার করা—কারার অন্তরালে
নেতাদের সাথে স্বেচ্ছাসেবক ঠেলে দিয়ে পালে পালে
সত্যাগ্রহী শরীরে নির্বিচার
সৈন্য-সিপাহি ক্রুদ্ধ পশুর গর্জনে মার মার
ব্রিটিশ আদেশ করিতে পালন চালায় অত্যাচার—
অহিংসাবাদী—স্থির ধৈর্যেই বুকের রুধির ঢালে
সত্যাগ্রহী সত্যপ্রয়োগে শান্ত নির্বিবাদ ॥

লাঠিতে প্রহার—বেয়নেট দিয়ে আঘাতে রক্ত ক্ষরে
নারীদের চলে পদাঘাত করা—চলে বিবস্ত্র করে
সৈন্য সিপাহি ব্রিটিশের নির্দ্দেশে—
করে গ্রেপ্তার—সেখানে আবার সত্যাগ্রহী এসে
দাঁড়ায় চালায় আইন অমান্য স্বাধীনতা চেয়ে দেশে—
ব্রিটিশ তখন ক্রুদ্ধ ভীষণ চণ্ড মুর্তি ধরে
হিংসায় জাগে বনের শ্বাপদ প্রমত্ত উৎপাত ॥

সঙ্কল্পের আদর্শ বুকে অচল অটল পণ
সত্যাগ্রহে ভারত চালায় অহিংসাবাদী রণ—
নির্ভীক-প্রাণ করিতে আত্মদান
সত্যের পথে সত্যের বলে সত্যের অভিযান—
এদিকে হিংসা রক্ত-ক্ষুধায় হিংস্র-শক্তিমান
আইন অমান্য রুদ্ধ করিতে চালায় নির্যাতন
ক্রোধ বহ্নিতে ভারতবর্ষে আনে অভিসম্পাত ॥

ভারত-জীবনে লবণের আইন-অমান্য আলোড়ন
পল্লী সহরে আনে উৎসাহ—ভাঙ্গি সব বন্ধন
ব্রিটিশ-শাসন-কারার প্রাচীর ভাঙ্গে
জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে দেখে—উদয়াচলেতে রাঙে
সোনালি কিরণ—গান্ধীজীবন আলোকের পুরোভাগে
সূর্যের মত—মুখে মৃদু হাসি জীবন-উদ্দীপন
দেহে জ্যোতি-রাশি নয়নে শান্ত মধুর দৃষ্টিপাত ॥

শত শত লোক লবণের আইন অমান্য করি চলে—
ব্রিটিশ শাসন দেখি বিপ্লব—অগ্নিজ্বালায় জ্বলে
হিংস্রশক্তি সুরু করে অভিযান
দমনে দলনে—বেয়নেট বলে—লাঠিতে শক্তিমান
সৈন্য-পুলিস সত্যাগ্রহ ধ্বংসেতে উত্থান
আন্দোলনকে দমনে ব্রিটিশ জাগে অর্ডিন্যান্স-বলে
অহিংসা নাশে চলে হিংসার উন্মাদ উৎপাত ॥

হয় তের দফা অর্ডিন্যান্স জারি—সাধারণ আইন লোপ
সত্যাগ্রহী ধরপাকড়েতে পুরিছে কারার খোপ—
তবু জাগে দেশ উৎসাহে দুর্বার
শাসন-যন্ত্র-বিনা অস্ত্রেই করি যেন চুরমার
সত্যাগ্রহ বিজয় ঘোষিছে—স্বাধীনতা অধিকার
আপনা থেকেই কায়েম ভারতে—কামানে দেগেও তোপ
ব্রিটিশ ভীতিকে জাগানো যায়না—ব্যর্থ ব্রিটিশ সাধ ॥

আইন অমান্য—নব পথে চলে বিস্তারি সংগ্রাম
লবণের গোলা অধিকারে জাগে গান্ধী-মনস্কাম
গান্ধী পত্রে বড়লাট পাঠ করে···
গান্ধী এখন সত্যাগ্রহ ধর্মকে অনুসরে
অহিংসা পথে আক্রমণের কার্যক্রমকে ধরে
'ধরসনা' আর 'চর সদা' দুটি লবণ গোলার নাম—
সেখানে এবার নব অভিযানে গান্ধীর মনোসাধ ॥

ক্ষমতা-আঁকড়ি থাকিতে ব্রিটিশ সচেষ্ট কায়মনে
জাতীয় স্বার্থ ব্যর্থ করিতে গর্জনে নিপীড়নে
অর্ডিন্যান্স আর সৈন্য-পুলিশ বলে
গোপন চক্রে চক্রপতিরা মাতি উঠে দলে দলে—
প্রতিক্রিয়ায় সন্ত্রাসবাদ বিপ্লব পথে চলে
পূর্বপ্রান্তে চট্টগ্রামে ভৈরব গর্জনে
বিদ্রোহ পথে দেখে ভারতের পোহায় দুখের রাত ॥

জাতীয়তাবাদী পত্রিকা আর সভাকে দমন চলে
সত্যাগ্রহী নিরস্ত্র তবু—অস্ত্র-আগুন জ্বলে
চলে লাঠিপেটা উন্মাদ নিপীড়নে
ক্ষমতা-দাপটে শঙ্কা ছড়ায় মত্ত আন্দোলনে
কত গ্রেপ্তার—চণ্ড আঘাত পাশব নির্যাতনে
গান্ধীনীতির অহিংসা নাশে প্রমত্ত চঞ্চলে
ব্রিটিশ-শাসন-আমলাতন্ত্র রাজ্য বজায়ে সাধ ॥

কংগ্রেস হলো বে-আইনি ঘোষিত—দুয়ারে দুয়ারে তালা
তবু জনমনে কংগ্রেস জাগে প্রাণ-প্রাচুর্য ঢালা
শক্তি সাহসে—সত্যাগ্রহিগণ
হাসি মুখে সয়ে লাঠির পীড়ন—তবু প্রশান্ত মন
পিকেটিং করে আইন অমান্য যুদ্ধের আয়োজন
ব্রিটিশের সাথে অসহযোগিতা—বুকে অধীনতা-জ্বালা
সামনে সৈন্য বন্দুক তুলে করিতে বজ্রাঘাত ॥

বুদ্ধত্বের সাধনায় যথা জাগে গৌতম প্রাণ
সঙ্কল্পের বিচ্যুতিহীন অখণ্ড মহাধ্যান—
শারীরী-চেতনা সর্বপ্রকারে ক্ষয়
আত্মা কেবল সত্তায় লভে আত্মিক পরিচয়—
যোগমার্গের সমুদ্ধতায় সিদ্ধি অভ্যুদয়
প্রকাশে আলোক—সীমা পাছু রাখি সমুর্দ্ধে উত্থান
কত ঝড়জল মাথার উপরে—কাটে কত দিনরাত ॥

সাধনাভ্রষ্ট করিতে কতই মারের ছলনা-জাল
বুদ্ধত্বের সিদ্ধি নাশিতে আতঙ্কে উত্তাল
কতই দৃশ্য—তথাগত ভয়হীন
কামলোক ছাড়ি—রূপলোক ছাড়ি শূন্য-সম্মুখীন
অষ্টমার্গ-যোগ দর্শনে রাত হয়ে আসে দিন
বুদ্ধত্বের সম্বোধি-জ্যোতি দেখিয়া স্তব্ধ কাল
জীব-জনমের দুখনিবৃত্তি—পুরে গৌতম সাধ ॥

গান্ধী-হৃদয় তেমনি জাগিছে সত্যে অচঞ্চল
প্রলয়-পয়োধি হয় উত্তাল—সমুখে অমঙ্গল
তবুও গান্ধী আরব সাগরতীরে
সত্যসন্ধ—সত্যের যোগে সত্যে সদাই ফিরে—
একটি সত্য অহিংসা-পথে মিথ্যা-তিমির চিরে
আসে উদয়ের সূর্য-আলোক আলোয় সমুজ্বল
হিংসা কেবল মারের ছলনা সৃজে সদা উৎপাত ॥

সত্যাগ্রহ—সত্যের পথে অহিংসাপথে চলা
সত্যাগ্রহ—ধর্মযুদ্ধে হিংসা-শক্তি দলা
অসহযোগেই সবিনয় প্রতিরোধে—
বিরোধিতা জয়ে বিনীত-নম্র সদা অবজ্ঞা বোধে—
সত্যাগ্রহ ক্রুদ্ধতা নয়—শত্রুতা প্রতিশোধে
সত্যাগ্রহ নীতির ধর্ম—সত্যে সমুজ্বলা
নীতি-শক্তিতে দুর্নীতি-গত হিংস্রতা উৎখাত ॥

নববুদ্ধের সম্বোধি জাগে সত্যের প্রকাশেই—
সত্যাগ্রহে বিরোধীর প্রতি হিংসার লেষ নেই—
প্রতিপক্ষের অস্ত্র দম্ভ নাশে
সত্যাগ্রহী অহিংসা বোধে চলে পথ উল্লাসে
আঘাত ফিরায়ে দিতে নাহি জাগে—প্রমত্ত সন্ত্রাসে
সত্যেই থাকে অবিচল জাগি জয় করি ভীতিকেই—
সত্যাগ্রহ সত্যনিষ্ঠ আত্মার আহ্লাদ ॥

সত্যাগ্রহে গোপনতা নাই—নাই হীন কপটতা
সত্যাগ্রহ-যুদ্ধারম্ভে জানায়ে সকল কথা
বিরোধীর থেকে খুঁজে সদা সুবিচার
বিবেক চেতনা সত্যের বলে বলশালী আত্মার
প্রার্থনা তাই বিরোধিতা ছাড়ি—ছাড়ি পথ মিথ্যার
সত্যে দাঁড়াতে—গান্ধীপত্রে-অধিকার-মানবতা
প্রার্থনা শুধু—বিনীত-নম্র শান্ত মিনতি সাথ ॥

পঞ্চগ্রামের প্রার্থনা যেন নতুন করেই উঠে
দুর্যোধনের হৃদয়ের কাছে কৃষ্ণ-দৌত্য ফুটে
নতুন দৃশ্যে—ব্রিটিশ অটলপণ
গান্ধীর চিঠি অগ্নিতে তাই ঘৃতের বিসর্জন
'বিনাযুদ্ধেই সূচী পরিমাণ ভূমি দানে নাই মন'
ব্রিটিশের মুখে দুর্যোধনের স্বৈরতা বাণী লুটে—
ব্যর্থ দৈত্য—ব্রিটিশ-শাসন হয়ে উঠে উন্মাদ ॥

গান্ধীকণ্ঠে—ধ্বনিত সহসা বিবেক কণ্ঠস্বর—
"আমি করজোড়ে রুটি চাহিলাম—পাইলাম প্রস্তর'
শপথ—লবণ আইনকে উত্তোলন
না হয় সাগর জলেই আমার দেহের বিসর্জন—
জানি পরাজয় হবে না কখন সত্যে উন্মীলন
অহিংসা-বোধে আত্মা জাগিলে"—গান্ধীর অন্তর
উদাত্ত হয়ে লোক-অন্তরে জাগায় স্বরাজ-সাধ ॥

"ব্রিটিশ ইচ্ছা যে খানেতে আইন—সারা দেশ জেলখানা"
বড়লাট পড়ে একাদশ দশা অভিযোগ একটানা
গান্ধীপত্রে—তারপর উঠে সুর
"যদি এই চিঠি সাড়া না জাগায় করিতে এসব দূর
চলিবে লবণ আইন অমান্য"—বড়লাট ভরপুর
শাসন-দম্ভে আইন অমান্য আন্দোলনের হানা
বন্ধ করিতে কঠোর দমনে সুরু করে অভিঘাত ॥

চট্টগ্রামে লুণ্ঠিত হলো ব্রিটিশ অস্ত্রাগার—
দেশাত্মবোধে বিপ্লবীদেশ পথ ধরি হিংসার
চালায় আঘাতে বিপ্লবী-আয়োজন
চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা পত্তন—
বিপ্লবী-রাজে ব্রিটিশ করেছে সমুদ্রে পলায়ন
রাজদ্রোহেই আইন অমান্য—আলোক স্বাধীনতার
চট্টগ্রামের বক্ষ উজলে—উঠেছে তূর্যনাদ ॥

সংবাদ রটে—রাজদ্রোহেই আইন অমান্য করি
বিপ্লবীদল সন্ত্রাস পথ চালিয়াছে অনুসরি
ডাণ্ডীতীর্থে জাগে গান্ধীর প্রাণ
শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য—অথবা আত্মদান
অহিংসাবোধে সকল চেতনা সত্যে প্রবহমান
—হিংসাবাদীরা যাহাই করুক চলুক যেপথ ধরি
গান্ধী-দৃষ্টি ভ্রূক্ষেপহীন—অহিংসাতেই সাধ ॥

আইন অমান্য—নব পথে চলে বিস্তারি সংগ্রাম
লবণের গোলা অধিকারে জাগে গান্ধী-মনস্কাম
লিখিত পত্রে বড়লাট পাঠ করে—
গান্ধী এখন সত্যাগ্রহ-ধর্মকে অনুসরে
অহিংসা পথে আক্রমণের কার্যক্রমকে ধরে
'ধরসনা' আর 'চরসদা' দুটি লবণ গোলার নাম—
সেখানে এবার নব অভিযানে গান্ধীর মনোসাধ ॥

ডাণ্ডী তীর্থ গান্ধী শিবিরে জাগ্রত আত্মার
সত্যাগ্রহে নতুন স্ফূর্তি অভিযান-অধিকার
লবণ গোলাকে—গেয়ে মুক্তির গান
নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহে গান্ধীর অভিযান
পূর্ণ গতিতে সুরু এইবার—দুর্বার বেগবান
ব্রিটিশ গনিল সভয়ে প্রমাদ—সম্মুখে এইবার
সত্যের পথে গান্ধী দাঁড়ায়ে—শান্ত দৃষ্টিপাত ॥

চলে সত্যের জয় অভিযান—চলে সত্যাগ্রহী-
আক্রমণের দৃশ্য ভীষণ আঘাত শরীরে সহি
সত্যাগ্রহী-ধৈর্যে এগিয়ে চলে
ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সহিংস্র-ক্রোধে বজ্র-আগুনে জ্বলে—
বেদনাদায়ক দৃশ্য তখন প্রচণ্ড বেগে দলে
লাঠির আঘাতে বেয়নেট বলে ভিজিল রক্তে মহী
সত্যাগ্রহী ক্রোধ হিংসাকে ভুলি সহে অভিঘাত ॥

মহিষবাথানে মেদিনীপুরেতে কর্ণফুলীর তীরে
লবণ আইনকে অস্বীকারেই সত্যাগ্রহী ফিরে—
অত্যাচারকে বরি নিয়া হাসি মুখে
নির্ভীক প্রাণ জাগে সত্যের আস্বাদ সুখে সুখে
জীবন জেগেছে পরাধীনতার অন্ধকারের দুখে—
দিকে দিকে যেন অক্‌টোপাসের আতঙ্ক আছে ঘিরে
সত্যের বলে সাধনা এখন—আতঙ্ক উৎখাত ॥

ব্রিটিশের ক্রোধ চরমে উঠিল হিংস্র উগ্রতায়
সত্যাগ্রহী দলন চলিছে হিংসায় হিংসায়—
থামে না তবুও সত্যের অভিযান
সত্যসেবক আহত যেখানে—আসে অজস্র প্রাণ
উঠে মহাগান 'বন্দেমাতরম' দেব প্রাণ—প্রাণদান
হিংসা রুখিতে অহিংসা-বোধে সত্যের নিষ্ঠায়
ব্রিটিশ চালায় সত্য নাশেই হিংসার উৎপাত ॥

বিশ্বমিত্র—চলেছে যুদ্ধে অহিংসা হাতিয়ার—
আর একদিকে মানব-শত্রু হিংসার তরবার
হাতে করি হানে—রক্ত-নয়ন-বাণ
ব্রিটিশ-দম্ভ শত্রুভাবের বিদ্বেষে বহমান—
বিশ্বমিত্র অহিংসাবোধে রাখি জাগ্রত প্রাণ
সত্যের বলে খুঁজিছে কাম্য স্বরাজ্য-অধিকার
বিদ্বেষহীন শান্তিপূর্ণ সত্য অস্ত্রপাত ॥

বিশ্বমিত্র—ব্রিটিশ শাসন খুঁজে জয় করাটাই—
চিরদাসত্বে জীবন ধারণে মন নাই সাধ নাই—
সাম্রাজ্যের অবলুপ্তিতে হানে
অহিংসাবাদী অসহযোগের অস্ত্রকে সবখানে—
পথে পথে কত পরাজয় তবু দুখ নাহি মন জানে
সমুখেতে জয় ইঙ্গিত দানে আপাতঃ ব্যর্থতাই
পরিণামে আনে জয়-গৌরব সার্থকতার স্বাদ ॥

ব্রিটিশ-শাসনে আঘাতে কেবল—ব্রিটিশেরে ভালবাসি—
বন্ধুর রূপে যখন সমুখে দাঁড়ায় ব্রিটিশ আসি
প্রেমপ্রীতিযোগে চলিছে আলিঙ্গন
শত্রুরা করে অহিংসা নাশে হিংস্র বিস্ফোরণ—
তবু নাহি করে সত্যাগ্রহী বিরূপতা দর্শন
শত্রু দেখেও বিরক্তি নাই—নাই বিদ্বেষ-হাসি
হিংসা নাশনে করে অহিংসা সত্যকিরণ পাত ॥

যুদ্ধক্ষেত্রে সত্যাদর্শ সম্মুখে আছে আঁকা
চিন্তা সত্যে বাক্য সত্যে কার্যে সত্য থাকা—
বোধি অন্তরে "সত্য-ব্যতীত নই
দেহের বিনাশে সত্যের সাথে একীভূত যেন হই
এই প্রার্থনা—সত্যাগ্রহে জাগরণে জেগে রই—
ব্রিটিশ-শাসন ঘোর হিংসার তিমিরের তলে ঢাকা—
ভেদি সে তিমির খুঁজি সত্যের জ্যোতি কণা সম্পাত ॥"

সত্যাগ্রহী আত্মায় দেখে অহিংসা ভাস্বর
আত্মা-জাগিছে—আত্মশক্তি অসীম বজ্রধর—
ব্রিটিশ-হিংসা যতই উগ্র হয়
দেখে সত্যেই জ্বলিছে সত্য পরম জ্যোতির্ময়—
সত্যের পথ বীরাচারী পথ ভীরুতার পথ নয়—
শস্ত্র-শাসনে ভীতিগ্রস্তরা আত্মরক্ষা ভর—
ব্রিটিশ হিংসা তাই আতঙ্কে করিছে আর্তনাদ ॥

সত্যাগ্রহী হাসিমুখে দলে সন্ত্রাস অভিশাপ
শান্ত-শীতল প্রেম-বুদ্ধিতে—ব্রিটিশের উত্তাপ
চণ্ডনীতির উগ্র-বিস্ফোরণ
উপেক্ষা করি সত্যাদর্শ করিছে উজ্জীবন—
লবণ গোলার অধিকারে সুরু অহিংসাবাদী-রণ—
ব্রিটিশ পীড়নে সত্যাগ্রহী জাগেনা মনস্তাপ—
লক্ষ্য কেবল সত্যসাধনা হিংসারে অভিঘাত ॥

উগ্র ধর্ম-চেতনা আবেগে দেশের সর্বনাশে
মোসলেম লীগ কংগ্রেস থেকে দূরে থাকি দেখে হাসে—
চলে সীমান্ত-গান্ধীর অভিযান
রাজনৈতিক কার্য্য-সিদ্ধি—তাহার উর্দ্ধে প্রাণ
একটি চেতনা সারা ভারতের হিন্দুমুসলমান
এক-মহাজাতি—ব্রিটিশ শাসন নাশনের অভিলাষে
আইন অমান্য করি চলে পথ অহিংসা মনোসাধ ॥

সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার বীভৎস-দাসখৎ
দেখে কংগ্রেস বিরোধিতা করে—মনোভাব বিষবৎ
ধর্মমূঢ়তা পথ নিরুদ্ধ করে—
এই দুর্দ্দিনে পৃথিবী দেখিল জাতীয়তা-অন্তরে
প্রতিষ্ঠা করি—ত্রিবর্ণ-রাঙা জাতীয় পতাকা ধরে
সত্য করিছে ভারত-ঐক্যে এক পথ একমত
উঠে সীমান্ত-গান্ধী-কণ্ঠে কংগ্রেস-জয় নাদ ॥

পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে দেখে মৌলানা আজাদের
দৃষ্টিতে ভাসে মহান্ লক্ষ্য গান্ধী-আদর্শের
ঐতিহাসিক জীবনের বিশ্বাসে
হিন্দুমুসলমানের ঐক্যে নবযুগ আসে আসে—
ভারতে ব্রিটিশ চক্রান্তই ঐক্য-চেতনা নাশে
ভারতীয় জাতি স্বার্থ ঐক্যে দেখে আলো সত্যের
আজাদ-কণ্ঠে উদাত্ত হয়—ব্রিটিশ শাসনপাত ॥

জাতীয় জীবনে দিকেদিকে জাগে প্রাণময় স্পন্দন—
আইন অমান্য আন্দোলনকে দমনে নির্যাতন
আসুরিক বলে হয়ে উঠে দুর্বার
দুই হাতে যেন মত্ত-অসুর করিবারে চুরমার—
সত্যেরে জানি অবিনশ্বর আত্মার অধিকার
স্বাধীনতা লাগি ভারতবর্ষ জাগি উঠে একমন
সীমান্ত থেকে সীমান্তে জাগে আইন-অমান্য সাধ ॥

ধিকৃত করি ব্রিটিশ স্পর্দ্ধা—অহিংসা-ক্রান্তির
নিরুপদ্রব আইন অমান্যে আত্মিক শক্তির
পরমপ্রকাশ—আতঙ্ক ব্রিটিশের—
উঠে সীমান্ত-গান্ধী কণ্ঠে—অহিংসা সত্যের
আলোকে আত্মা জাগিয়া উঠেছে—এই নব যুদ্ধের
শান্তিপূর্ণ অসহযোগিতা অস্ত্রেতে বৈরীর
আস্ফালনের কবর রচনা—মিথ্যার উৎখাত ॥

ব্রিটিশ-নীতিতে সাম্প্রদায়িক-স্বার্থ উদ্দীপন—
ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য সত্য চিরন্তন—
সত্য করিয়া তুলে ইহা পেশবার—
সারা ভারতের স্বাধীনতা রণে মন্ত্র-অহিংসার
সার্থক করি—পরাভূত করি ব্রিটিশের অধিকার
চলে সীমান্ত গান্ধীর দল—অহিংসা দর্শন
সত্যে প্রকট—দিকেদিকে হয় সত্যের জ্যোতিপাত ॥

দীর্ঘদিনের সাধনা পিছনে ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে
সংযমময় আত্মশক্তি বাধা-বন্ধন চিরে
ঝর্ণার মত চলে সাগরের পানে—
সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের ভাবধারা সবখানে
গান্ধীজীবনে লভিয়া জীবন অধীনতা অবসানে
খুঁজে প্রতিষ্ঠা মহাভারতের স্বাধীনতা-মন্দিরে
আইন অমান্যে অসহযোগেতে করি জাগে ভীমনাদ ॥

শৃঙ্খলাময় শোভাযাত্রায় পুলিসের লাঠি চলে
বলপ্রয়োগের পাপের আগুন শান্তি জ্বালাতে জ্বলে
ভারতের বুকে অভিশাপ হয়ে নামে
ব্রিটিশ-স্বৈরতন্ত্রী-দাপট সন্ত্রাস পরিণামে—
সত্যাগ্রহী সমুখেতে চলে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে
"আইন-অমান্যে ন্যায়-অধিকার" সত্যে হাঁসিয়া বলে—
আর বলি চলে "অহিংসা দিয়ে হিংসাকে উৎখাত ॥"

সত্যাগ্রহী অপার করুণা—শত্রুর পানে চেয়ে
শত্রুর মন পরিবর্তনে সত্যের গান গেয়ে
চলে সম্মুখে—শয়তান লাঠি হাতে
শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভীদের আঘাতে আঘাতে মাতে—
সত্যে শক্তি সত্যে করুণা সত্যে কিরণ পাতে
ফুটে আত্মার প্রেম-চৈতন্য দিব্য-আলোক চেয়ে
আঘাত বক্ষে পাতি নিয়ে চলা—নহে কভু প্রতিঘাত ॥

সমুখে-দৃশ্য লাঠি-বেয়নেটে—নির্ভয় অন্তর
সত্যের তরে বরিলে মরণ হয়ে উঠে সুন্দর
সত্যাগ্রহ—জানি চলে সম্মুখে—
ব্রিটিশ-হিংস্র-শ্বাপদ-স্বভাব আঘাত হানিছে বুকে
তবু অহিংসা-সত্য করিতে জীবনে পরম সুখে—
চলিছে সত্যে—সমুখে আঘাত বজ্র ভয়ঙ্কর—
সত্যাগ্রহী মৃত্যু-বিজয়ে চলে ভেদি অভিঘাত ॥

জাগে দুর্বার শক্তি-চেতনা সত্য-অহিংসার—
ব্রিটিশ-শাসন অচল অটল চালায় অত্যাচার—
সত্যাগ্রহ শক্তির অধিকারী
সৈনিকগণ আইন অমান্য অহিংসা তরবারী
সম্মুখে চলে—ন্যায় যুদ্ধের আদর্শ সঞ্চারী
ভারতজীবনে আনে আলোড়ন জনতার অধিকার
ব্রিটিশ শাসন রুষ্ট-ক্ষিপ্ত করে চলে উৎপাত ॥

মহাবিপ্লব সুরু দিকেদিকে সত্য-নিধন রণে
মিথ্যা ভিত্তি চণ্ড-শাসন শস্ত্র-উৎপীড়নে
সত্যাগ্রহী দলনে দৃষ্টি তুলে
নৃশংসতার সকল মুখোস ব্রিটিশের যায় খুলে—
শয়তান জাগে হিমালয় থেকে আরব সাগর কুলে
চণ্ড-শক্তি বিস্তার করে গান্ধী-আন্দোলনে
দেখে ব্রিটিশের অবলুপ্তিতে নিয়তির অভিঘাত ॥

হিংস্র-ব্রিটিশ-সৈন্য-পুলিস তাণ্ডব উল্লাসে—
মার-মার করি সত্যাগ্রহী ঠেঙ্গাতে ছুটিয়া আসে
তখন শান্ত ধৈর্যে নির্বিকার
সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবক জাগে বলে আত্মার—
সন্ত্রাস সৃজি সৈন্য-পুলিস দুরন্ত চিৎকার
সুরু করি চলে—সত্যাগ্রহী স্থির প্রশান্ত হাসে
সত্য তখন হৃদয়ে করিছে শান্তির আলোপাত ॥

বল-প্রমত্ত ব্রিটিশ-দাপট তুচ্ছ করিয়া জাগে—
সত্যের জয় সত্যাগ্রহ—অহিংসা পুরোভাগে
বুদ্ধ-খৃষ্ট চিন্তা-জ্যোতির্ময়
সত্যাগ্রহ ধর্মেতে আনে নতুন সমন্বয়—
শত্রুর প্রতি অপার করুণা হৃদয়ে অভ্যুদয়—
শত্রুর মন-পরিবর্তনে মৈত্রীর অনুরাগে
প্রেমে শত্রুরে জাগাতে ঘোষিছে সত্যের জয়নাদ ॥

সত্যাগ্রহ-মহানুভবতা—শত্রুর নাই সাড়া
ঘরপোড়া গরু লাল মেঘ-দেখি হয়েছে পাগল-পারা—
কারা-কুটরীতে সত্যগ্রহী ভরে—
শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ আর আইন অমান্য তরে
ফৌজী-শাসন কায়েমের কথা এবার চিন্তা করে—
গান্ধীজীবন ভারতজীবনে হয়ে গেছে একাকারা—
গান্ধীর রাজ জনতার বুকে আনে দেখে আহ্লাদ ॥

পৃথিবীর যত মানব-মিত্র ভাবুকের প্রাণে প্রাণে
গান্ধীজীবন-ভাব-বিপ্লব নতুন ভাবনা আনে—
স্বাধীনতা লাভে ভারতের ইতিহাসে
শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য—ব্রিটিশের সন্ত্রাসে
দেখিছে সত্যনিষ্ঠ নিয়ত—স্বাধীনতা অভিলাষে
সত্যের বলে বলিয়ান জাতি—অসত্য-অবসানে
শান্ত-দৃষ্টি ফিরিছে সত্যে মিথ্যারে অভিঘাত ॥

নতুন চেতনা বিশ্ব-মানসে—আত্মিক অধিকার
স্বাধীনতা-বোধে অহিংসাবাদী এ-যুদ্ধ জনতার
নহে নিষ্ক্রিয়—সত্যেতে সক্রিয়
সংস্কৃতিগত-বিশ্ব-ঐক্যে জাগে মহাজাগতীয়
বিবেক জাগাতে—মাটির বুকেতে আলো যেন স্বর্গীয়—
সত্যাগ্রহ দলিতে মিথ্যা—হিংসার স্পর্দ্ধার
অবিবেকী-ক্রূর-জঘন্যতাতে করে আলো সম্পাত ॥

ব্রিটিশ-শাসন উপদ্রবের প্রতিবাদে প্রতিবাদে
বিশ্ব-বিবেকে আসে জাগরণ—সত্য-বজ্রনাদে
আকাশে আকাশে ঘোষিত দৈববাণী—
সকল মিথ্যা অত্যাচারের নির্মমতাকে হানি—
অগ্নিকাণ্ডে শীতল-ঝর্ণা সলিলের ধারা আনি
সৃষ্টি-উষার জাগে আনন্দ—বিপ্লব-সংঘাতে
ওই দূরে ভাসে সত্যের জয়—মিথ্যার উৎখাত ॥

হিমালয় থেকে কুমারিকা ব্যাপি জনমন-সিন্ধুর
আইন অমান্যে আইন অমান্যে এক সুর এক সুর—
আইন অমান্যে জাগি উঠে পেশবার
চলে আবদুল গফ্‌ফরখাঁন মূর্তি অহিংসার—
চলেছে পাঠান—অহিংসাবাদী "খুদাঈ খিতমদ্‌গার"—
সৈন্য-পুলিস গুলি করি চলে-অন্তর ভরপুর
সত্যনিষ্ঠা অহিংসাবোধ প্রাণে প্রশান্ত হ্লাদ ॥

গাড়োয়ালী সেনাবাহিনী স্তব্ধ—অহিংস-জনতার
সত্যনিষ্ঠা আদর্শ দেখি আনন্দ আত্মার—
ব্রিটিশ আদেশ—'চালাও চালাও গুলি'—
গাড়োয়ালী সেনা দাঁড়ায়ে রহিল স্তব্ধ দৃষ্টি তুলি—
নিরস্ত্রজনে গুলির আদেশ—পরিণাম কথা ভুলি
সত্যাগ্রহী-জনতার সাথে প্রাণ করি একাকার
পেশবার থেকে ব্রিটিশ শাসন করি দেয় উৎখাত ॥

পূর্ণ স্বাধীন পেশবার হলো—রাজ্য অহিংসক
পরাভর করি নৈতিক বলে সত্যের সার্থক
রূপ বিকশিত—ক্ষিপ্ত-ব্রিটিশ মন
পেশবার পুন অধিকারে আসি চালাইল নিপীড়ন
গাড়োয়ালীসেনা কোর্ট মার্শালে প্রাণকরে তর্পন—
হিংস্রতাময় ব্রিটিশ-ফৌজী-শাসনের অরাজক-
নাশন-যজ্ঞে দেশাত্মবোধে করে কত প্রাণপাত ॥

সত্যাগ্রহে গান্ধী লক্ষ্য—সত্যে সমর্পণ
সত্য-নিষ্ঠা জীবনে জীবনে অহিংসা-দর্শন
আসুক চেতনা চরম আত্মত্যাগে
তাই দুর্জয়-সাহসেতে রাখি সত্যকে পুরোভাগে
চলিছে যাত্রা—কঠিন বিপদ মৃত্যু রয়েছে আগে
তবুও আত্মরক্ষায় নাই কোনরূপ আয়োজন
অত্যাচারকে মাথা পাতি নিয়া সত্যাগ্রহে সাধ ॥

নির্যাতনেতে কারাদণ্ডেতে জরিমানা দাসখতে
চালায় ব্রিটিশ শক্তি-চর্চা-বিভীষিকা নানামতে—
তবু চলে দেশ—চলে জনসাধারণ
আইন অমান্য আইন অমান্য ঘোষি ঘোর গর্জন—
ব্রিটিশ নীতিকে পিষিতে জাগিছে নৈতিক বন্ধন
অহিংসাবাদী—সত্যাগ্রহে শান্ত-কর্মরথে
হিংস্র ব্রিটিশে সত্যাগ্রহী—শান্ত দৃষ্টিপাত ॥

উঠিছে বজ্র-গম্ভীর-ধ্বনি—স্বাধীনতা আহ্বান
সত্যাগ্রহে সত্যের পথে চরম মূল্যদান—
বৈধ শান্তিপূর্ণ অসহযোগে—
কোন ইন্ধন দান করা নয় হিংসানীতির ভোগে—
নৈতিকতার অহিংসা-বোধে জীবনে সত্যযোগে
ভারতবাসীর ব্রিটিশ শাসন-বর্জনে জাগে প্রাণ
ঘোষণা নিয়ত হিংস্র দাপটে অহিংসা করে পাত ॥

মেদিনীপুরেতে কর বন্ধের সফল আন্দোলন
ব্রিটিশ চালায় কত অকথ্য জঘন্য নিপীড়ন—
দিকে দিকে শুধু সন্ত্রাস-বিভীষিকা
সত্যাগ্রহ-প্রাণ-অগ্নির সত্য-অগ্নি-শিখা
মেদিনীপুরের দীপ্ত-সাহসে লিখিছে অজয়-লিখা
আইন অমান্যে—ব্রিটিশ শাসন সমূলে উৎপাটন
ফৌজী-আইনকে বরবাদি উঠে অহিংসা-ভেরী নাদ ॥

সোলাপুরে চলে শান্তিপূর্ণ মিলেতে ধর্মঘট
প্ররোচনা দিয়ে আনি হিংসাকে জঘন্য উৎকট
ব্রিটিশ চালায় ক্ষিপ্ত স্বৈরাচার—
দিকে দিকে শুধু সৈন্য-পুলিশ লেলিয়ে অত্যাচার—
আমলাতন্ত্র ক্ষিপ্ত অসুর হাতে করি তরবার
দেখিছে যেখানে অহিংসা আছে—হিংসায় কটমট
অগ্নি-দৃষ্টি মেলি সেইখানে ঘটাইছে উৎপাত ॥

সত্য পথিক গান্ধী ঘোষণা—সত্যের সাধনায়
সেনাদের থেকে চাই ব্যবহার ঠিক সেনানীর ন্যায়
    সৈনিক দলে রয়েছে যতক্ষণ—
ব্রিটিশ আদেশ পালনেতে যদি বিদ্রোহী হয় মন
কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়া মিথ্যা-সংবরণ—
ব্রিটিশ শুনিল বিস্মিত হয়ে গান্ধী অহিংসায়
পরম সত্য—মিথ্যাকে করি চলে সদা অভিঘাত ॥

চলে লাঠিগুলি—বিরতিবিহীন স্বাধীনতা-যুদ্ধের
বেদীমূলে জ্বলে ভারত-আরতি সত্য-সঙ্গীতের—
    উদাত্ত সুরে পৃথিবী স্পন্দমান—
ব্রিটিশের চোখে সন্ধ্যা নামিছে—দেখিছে অনির্বাণ
গান্ধীর হাতে সত্যপ্রদীপ—জ্বলে করে জ্যোতিদান
জাতীয় ধ্বজায় মুক্তি ঘোষণা—শত বীর শহীদের
আত্মদানেতে দীপ্ত-আভায় করে জ্যোতি সম্পাত ॥

ভীতি-ভঞ্জন-সাহসেতে মন স্বাধীনতা-অর্জন
আশায় জীবন তুলে শিহরণ—সকল নির্যাতন
    করিয়া বরণ—ঈপ্সিত লক্ষ্যেতে
দুর্গম-মরু-কান্তার পারে চলে আনন্দে মেতে—
দুখের অগ্নি-পরীক্ষা শেষে রয়েছে সম্মুখেতে
স্বাধীনতা-ধন—জাতির জীবন—মুক্তি উজ্জীবন
সুখের আলোকে শান্তি-দীপন—দুর্নীতি উৎখাত ॥

দীর্ঘদিনের কত আবেদন-নিবেদন অনুরোধ—
কংগ্রেস কভু খুঁজে নাই নিতে অত্যাচরের শোধ—
    শান্তিপূর্ণ পথ ধরি কংগ্রেস
মহান্ পুরুষ গান্ধী নেতার প্রস্তাব হলো পেশ—
ব্রিটিশের সাথে মৈত্রীর পথে স্বরাজ চেয়েছে দেশ
পরিণাম তার ন্যায় আবেদনে জাগেনা ব্রিটিশ বোধ
দমন-নীতির অক্টোপাশেই এল শুধু অভিঘাত ॥

দ্বৈরাজ্যিক-নীতি ব্যর্থতা ভারতের ইতিহাসে
রাখে স্বাক্ষর—জাগি কংগ্রেস স্বাধীনতা অভিলাষে
ধীরে ধীরে যেন শক্তির সঞ্চয়ে
দেখে কংগ্রেস আঘাত বিজয়—পরাজয় থেকে জয়ে
সেদিন ব্রিটিশ দেখিল প্রথম সে-শক্তি বিস্ময়ে
কংগ্রেস দাবী প্রত্যাখানেই চরম সর্বনাশে
ব্রিটিশ-শাসন ভারতের থেকে নিশ্চিত উৎখাত ॥

তাই ভারতের সংবিধানের পরিবর্তন লাগি
পার্লামেন্টে ব্রিটিশ-শক্তি আবার উঠিল জাগি—
গঠন হইল সাইমন কমিশন
তাতে ভারতের প্রতিনিধি নাই—আঘাতে দেশের মন
ঘোষণা করিল উদাত্ত সুরে সাইমন-বর্জন
দেশ একপ্রাণে উঠিল জাগিয়া কংগ্রেস অনুরাগী—
জাগিল ভারত—জাগে বিক্ষোভ সাইমন আসা সাথ ॥

ভারতবর্ষে অনুসন্ধানে সাইমন কমিশন—
দেখেছে ব্রিটিশ-শাসন বিরোধী জাতীয় আন্দোলন
ভারতীয়গণ শাসনের অধিকারে
ব্রিটিশ-ইচ্ছা বিরোধীতা করি জাতীয় আকাঙ্ক্ষারে
দেখিতে চাহিছে মূর্তিমন্ত—প্রতারণা বারে বারে
শাসকের থেকে আসিছে সদাই আমলাতন্ত্রী মন
তাই ভারতের দাবী নাহি মানে—খুঁজিছে স্বার্থ সাথ ॥

কংগ্রেস শেষে চরমপন্থা—বয়কট নিয়ে মানি
ঘোষে উদাত্ত "সাইমন তুমি দেশে ফিরে যাও" বাণী—
বাতাসে বাতাসে এখনো সে ধ্বনি ভাসে
'বয়কট' যেন ধর্মযুদ্ধ—হরতালে পরকাশে
ক্রুদ্ধ তখন আমলাতন্ত্র নিপীড়ন সন্ত্রাসে
কি ঘটনা সৃজে—প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত অস্ত্রপানি
ভারত-জীবনে পীড়নে চালায় দারুণ বজ্রাঘাত ॥

আরব-সাগর তীরে তীরে সেই ইতিহাস গাহে গান—
উপদ্রবের নাশনে অস্ত্র সত্যাগ্রহী প্রাণ
শুনে সেই গানে সত্য প্রতিষ্ঠার
অঙ্গীকারেই গান্ধীজীবন মন্ত্র অহিংসার—
সাইমন গেল দেশে ফিরি জানি ভারতের আত্মার
উপলব্ধিতে সত্যধর্ম—মিথ্যার অবসান
কামনায় করে উদয়তীর্থে সত্যে দৃষ্টিপাত ॥

গান্ধী-চেতনা ধ্যান-মৌন জাগে যেন মহাশিব—
সমুখে দুঃখী-পীড়িত-আর্ত জাগে কোটি কোটি জীব
কোথা পার্বতী—কোথা মাতা-স্বাধীনতা-
অন্নপূর্ণা বিতরি শান্তি আনি চরিতার্থতা
ঘুচাতে দৈন্য নিঃসহায়ের—অনন্ত নীরবতা
মুখরিত করি একি প্রার্থনা মুক্তিতে উদ্‌গ্রিব
"শিবশঙ্কর ঘুচাও আর্তি—আনো ভূমা আহ্লাদ ॥"

ধ্যান-মৌন-গান্ধী-চেতনা অনুভবে অনুভবে
জাগে সত্যেই অন্তরে গান উঠে অনাহত রবে
মাতা পার্বতী পিতা পরমেশ্বর
এই সংসারে সৃষ্টি-স্থিতি দ্বৈতেই নির্ভর—
অসুরিকতায় কেন নাহি আসে সত্যে রূপান্তর
সত্যে-চেতনা—কেন জহ্লাদ সন্ত্রাস-উৎসবে
যুদ্ধ কাণ্ডে সৃজে অনর্থ—বুবুক্ষা উন্মাদ ॥

গান্ধীর ধ্যান রামরাজত্বে জাগি উঠি অবিরাম
সত্যে যেখানে আনন্দময় চেতনার বিশ্রাম—
আইন অমান্য সত্যের পথে চলি
রামরাজত্বে সত্যাদর্শ তুলে তাই উজ্বলি—
ব্রিটিশ শাসন আমলাতন্ত্র সত্যাধিকার দলি
মানবাধিকার স্বাধীনতা নাশে হয়ে উঠে উদ্দাম
গান্ধী-চেতনা ধ্যান-মৌন—সত্যে দৃষ্টিপাত ॥

গান্ধীকণ্ঠে সমুচ্চারিত—স্বাধিকার প্রচারণ।
"ব্রিটিশের গড়া অন্যায় আইন মানিব না মানিব না
জাতীয় জীবন যে আইন সর্বনাশা—
ব্রিটিশ জাতিকে অমান্য নয় ব্রিটিশকে ভালবাসা—
যে শাসন করে শোষণ-পীড়ন বেদনায় পরকাশা
সেই শাসনের উচ্ছেদ চাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-মনা
শুধু অহিংস প্রতিরোধ-পথে শাসনের উৎখাত ॥"
"হোক অহিংস-অবজ্ঞা মনে সত্য অস্ত্র বল
অন্যায় আর অধর্ম পরে ন্যায়-নীতি উজ্জ্বল
সত্যধর্ম চিরকাল লভে জয়—
যুদ্ধক্ষেত্র সব যন্ত্রনা দুঃখকষ্ট ভয়
তুচ্ছ জেনেই বিশুদ্ধ আর অকপট মনোময়
আদর্শে আর কর্মে অটল বুদ্ধি অচঞ্চল
ফলে জাগ্রত—সত্যে সৃষ্টি করুক দৃষ্টিপাত ॥"
"পাশব-শক্তি আত্মার কাছে নেবে পরাজয় বরি
পাশব-শক্তি সত্যের কাছে দীনতা মুর্তি ধরি
করিবে করিবে আত্ম সমর্পণ
সত্যের পথে সত্যের বলে জাগ্রত হোক মন—"
দিক দিগন্তে প্রতিধ্বনিতে তরঙ্গ স্পন্দন
গান্ধীর বাণী তুলে অবিরাম-স্নুরু সত্যের রণ
অসত্যরূপ ব্রিটিশ-শাসন ন্যায়-নীতি পরিহরি
সত্যাগ্রহে পীড়ন চালায় দুর্বার উন্মাদ ॥
উৎপাত চলে স্নুরু হরতাল জাগে ভারতের বল
শান্তিপূর্ণ অসহযোগেই প্রতিবাদকারী দল
ঘোষণা করিছে—অসত্য বর্জন
ব্রিটিশ-সরোষে লাঠি হাতে চলে করে চলে নিপীড়ন
আইন অমান্য নাশনে ব্রিটিশ আনে শত বন্ধন
বিক্ষোভকারী অহিংসাবাদী করে চলে কোলাহল
দেশ বন্ধন করে বর্জন—ঘোষি ঘোর প্রতিবাদ ॥

সমুখে আরব সমুদ্র জাগে—রাত্রির নীরবতা
মুখরিত করি ধ্বনি-সঙ্গীতে উর্মি-উচ্ছলতা
বিস্তার করে উদাত্ত আত্মার
উপলব্ধির দীপ্ত-চেতনা—বিশাল অন্ধকার
দিগ্ দিগন্তে ব্যাপ্ত—আকাশে শতকোটি তারকার
শান্ত দৃষ্টি—দূরে ছায়াঘন কান্তি অজস্রতা
মেলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনন্ত আস্বাদ ॥

সত্যাগ্রহ শিবির সহসা আলোকে মশাল আলো—
শান্তিপূর্ণ নীরব প্রকৃতি মুখ করি যেন কালো
দূরে সরি গেল—তাই কালোরূপ ধরি
নিস্তব্ধতা বুকে করি জাগে অতি দূরে বিভাবরী—
গান্ধী-শিবিরে ব্রিটিশের হানা সকল শান্তি হরি
অস্ত্রশক্তি দাম্ভিকতাকে হিংসাকে বাসি ভালো
বন্দী করিল গান্ধী নেতাকে—গান্ধী দমন সাধ ॥

দেখে আব্বাস তায়েবজী দেশে সত্যে যুগান্তর
জাগাতে জগতে হিংসা বিজয়ে অন্তর সুন্দর
মহান্ গান্ধী নেতার সত্যাগ্রহে
নিরুপদ্রব আইন অমান্যে এ সত্য বাণী কহে—
হিংসার জয়ে অহিংস থাকা—হিংসাকে ভয় নহে
পৃথিবীতে নবযুদ্ধবার্তা—সত্যের ভাস্বর-
দীপ্তিতে আলা যুগের তিমিরে দিকে দিকে আলোপাত ॥

লবণ গোলার আক্রমণেতে নেতা গান্ধীর পর
চলে আব্বাস তায়েবজী ধীরে অহিংস-অন্তর
ব্রিটিশ এগুতে দেয়না সামনে আর—
সত্যাগ্রহে শান্ত সৌম্য মূর্তি অহিংসার
ব্রিটিশের হাতে বন্দী হইল বাঁধা—সত্যে মহাত্মার
উচ্চার করে যুদ্ধ চলুক অহিংসা নির্ভর
মন্ত্র সাধন—অথবা মরণ ভারতের মনোসাধ ॥

বন্ধ কোথায় লবণ গোলার আক্রমণের কাজ
শান্তমূর্তি সত্যাগ্রহী—ব্রিটিশ হিংস্র-সাজ
পড়ে ছুটে আসে—বিক্ষোভ উত্তাল
ভারতবাসীর অন্তর তবু—অহিংস হরতাল
ব্রিটিশে জানায় ভারত জীবনে এসেছে নতুন কাল—
গান্ধী বন্দী—ভারত জীবনে চলিছে গান্ধীরাজ
এক নেতা যায় আর নেতা আসে ভারত-মুক্তি সাধ॥
কবি সরোজিনী সেনাধিনায়িকা সত্যাগ্রহ রণ—
ডাণ্ডী ক্ষেত্রে দাঁড়ায়ে তখন জাগায় উজ্জীবন
মহান্ গান্ধী নেতা জাগে মহিয়ান
বর্তমানের সীমানাকে ছাড়ি আদর্শে উত্থান
উত্তরকালে—নব বিপ্লব সত্যের বলে প্রাণ
সত্যাগ্রহ যুদ্ধকাণ্ডে সত্যেই আচরণ—
সত্যের বলে হিংসা বিজয়ে সত্যে দৃষ্টিপাত ॥
বাতাসে বাতাসে একি সংবাদ—গান্ধীর চেতনায়
শুদ্ধ-শক্তি-অহিংসাবোধে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়
যুদ্ধ যাত্রা—সেনাধিনায়িকা নারী
জাগে তরঙ্গ সমুখে সাগরে—সপ্তসিন্ধু বারি
প্রবাহিত হয় জোয়ারে জোয়ারে প্রাণাবেগ সঞ্চারি—
মহান্ গান্ধী কারাগারে তবু গান্ধীর দীক্ষায়
চেতনা-শক্তি সত্যেই আনে আত্মার আহ্লাদ ॥
গান্ধী-নীতিতে নব বিপ্লব—চক্ষে নবীন ধ্যান
অস্ত্রশক্তি জয়ে নিরস্ত্র আনন্দে ধাবমান
কবি সরোজিনী শুনে বাতাসেতে ফিরে
গান্ধী-চিন্তা—প্রকাশিত হয় কালের তিমির চিরে
নতুন উদয়—নব বিপ্লবে পরিবর্তন ধীরে
বিস্তার হয়—হিংসার নাশে অহিংসা উত্থান
অন্তের থেকে অনন্তে উঠে জয়তু গান্ধী নাদ ॥

ইতিহাস বুকে ঘটনার থেকে ঘটনার পরিণামে
অধীন ভারত চেয়েছে মুক্তি সশস্ত্র সংগ্রামে
জেগেছে সিপাহী—জেগেছে কৃষকগণ
ব্রিটিশ জেগেছে চণ্ডমূর্তি চালায়েছে নিপীড়ন
ঘটনার থেকে নব ঘটনায় স্বাধীনতা আয়োজন
ব্যর্থ হয়েছে—জ্বলেছে অগ্নি জাতীয় মনস্কামে
হিংসার পথে জেগেছে জাতির আত্মপ্রসার সাধ ॥

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় বিচার বিশ্লেষণ
ভারতে কৃষক-বিদ্রোহ আনে রক্ত প্রস্রবণ—
ভাসে বিদ্রোহী সেই প্রবাহের মুখে
উঠে উন্মাদ-প্রলয়-উর্মি—আঘাতে দাঁড়ায় রুখে—
বিদ্রোহ ভাসে সর্বনাশের অগ্নি-সাগর বুকে
কায়েমী-স্বার্থ প্রচণ্ডরূপে চালায় আন্দোলন—
কোথা বিপ্লব বিদ্রোহে জয়—বার বার অভিঘাত ॥

জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে তাই গান্ধীর চোখে ভাসে
গণবিপ্লব নব পথে চাই অহিংসা বিশ্বাসে
জনগণ জাগে শুদ্ধিতে সুন্দর
ঘটাতে ভারতে অহিংসাবাদী জাতীয় রূপান্তর—
বিপ্লব-ভীতি নয় নয় নয় সত্যে সুনির্ভর
আত্মশক্তি বিকাশের পথে অহিংসা পরকাশে
জাতীয়জীবন শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনে সাধ ॥

পৃথিবীর বুকে দেশে দেশে জাগে কৃষক-বিদ্রোহের
হিংসার রূপ রক্ত-পঙ্কে যুদ্ধ সন্ত্রাসের—
গান্ধীদৃষ্টি দেখে ইতিহাসে লেখা
অবর্ণনীয় দুর্দশা বুকে জনতা রক্তরেখা
লিখিছে সত্য—কোথা বিপ্লব—সত্য স্বরূপ দেখা
প্রতিক্রিয়ার অগ্নি-পীড়নে দারুণ ক্রন্দনের
ধ্বনিত আর্তি করিছে প্রকাশ অপূর্ণ মনোসাধ ॥

সত্যাগ্রহ গণবিপ্লব সুরু নয়—সুরু নয়—
অহিংসাবাদী আন্দোলনেই গান্ধীর মনোময়
ভাসে সে চিত্র—জনগণ জাগে যবে
নীতিপথহীন উত্তেজনায় সশস্ত্র বিপ্লবে
পরিণতি ফল—তাই অহিংসা-সত্যের অনুভবে
গান্ধীচেতনা খুঁজিছে ভারতে নতুন অভ্যুদয়
শান্তিপূর্ণ বিপ্লব পথে ব্রিটিশকে অভিঘাত ॥

গণ-বিদ্রোহ সত্যাগ্রহ নয় নয়—তাই পথে
শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য অহিংস-নীতিমতে
চলে অবিরাম—মধ্য পন্থা ধরি
সাম্রাজ্যের চণ্ডনীতির ভীতিকে বিজয় করি
নতুন দীক্ষা সত্যমন্ত্রে—অস্ত্রকে পরিহরি
সত্যাগ্রহ অস্ত্রপ্রয়োগে জাতীয় মুক্তিব্রতে
নব বিপ্লব—সত্যের বলে মিথ্যাকে উৎখাত ॥

সক্রিয় পথে আইন অমান্য—অসহযোগের গতি
শান্তিপূর্ণ বিদ্রোহরূপে জাগালো জাতীয় মতি
'স্বাধীনতা দিন' করিতে উদ্‌যাপন
সুভাষচন্দ্র সঙ্গীরা সহ করে যবে আয়োজন
ব্রিটিশ-শক্তি চণ্ডমূর্তি বিস্তারি বন্ধন
কারার আড়ালে আবদ্ধ করে—স্বাধীনতা প্রতিহতি
ব্রিটিশ পন্থা সক্রিয়ভাবে সৃজি চলে উৎপাত ।

জনতা-পীড়নে ব্রিটিশ চালায় অসহ অত্যাচার—
আইন অমান্য আন্দোলনের আদর্শ সদাচার
সত্যের বলে জাগ্রত চেতনাকে
হানিতে ব্রিটিশ—ফৌজী দণ্ড প্রমত্ততায় হাঁকে
স্বৈরাচারের তাণ্ডব-ধ্বনি—অঙ্গে রক্ত মাখে
অহিংসবাদী দলনে পীড়নে নীতিহীন সরকার—
বিভীষিকা করে তাই রাজত্ব স্বাধিকার উৎখাত ॥

নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহ—নাশনে উপদ্রব
কবি সরোজিনী শুনে অন্তরে ব্রিটিশের পরাভব—
বিপর্যস্ত করিতে দেশের মন
ব্রিটিশ-শাসন স্তাবকবৃন্দ করি চলে আয়োজন
প্রতিক্রিয়ায় গুণ্ডাশাহীর তাণ্ডব নর্তন—
তবু কংগ্রেস বিদ্বেষহীন সত্যের গৌরব
বৃদ্ধি করিতে করে অহিংসা-যুগের সূত্রপাত ॥

প্রতিকূলতায় জাতীয় শক্তি অধিক উদ্বোধন—
ব্রিটিশ যতই রুদ্রমূর্তি করে চলে নিপীড়ন
ভারত-জনতা ব্রিটিশের থেকে দূরে
আপনাকে দেখে অগ্নি-শাসনে অন্ধকূপেই পুরে—
স্বাধিকারবোধ জাগৃতি তাই সারা অন্তর জুড়ে
অনুভব করে আহত কান্না—জীবন-উদ্দীপন
চেতনার বলে খুঁজে শক্তিকে করিতে শাসনপাত ॥

সত্যাগ্রহ সংগ্রামে নারী নব ইতিহাস বুকে
লেখে সত্যেই আত্মার বলে চলে নির্ভীক সুখে
সত্যাগ্রহে ভারতের অনীকিনী
জাগে উৎসাহে সেনাধিনায়িকা চলে কবি সরোজিনী
সম্মুখে জাগে হিংস্র ব্রিটিশ—সত্যেই বিহারিণী
কবি সরোজিনী গান্ধীশিষ্যা ছুটে চলে সম্মুখে
লবণ গোলার সত্যাগ্রহে গান্ধীর জয়নাদ ॥

ব্রিটিশ অত্যাচারের নমুনা ইহা নয় ইহা নয়—
চোখের উপর ভারতজীবন দেখে কত পরিচয়
অসহযোগের আন্দোলনের দিন
মানুষ জেগেছে অহিংসা-বোধে দেশপ্রেমে ভীতিহীন—
ব্রিটিশ শাসক চণ্ডপীড়নে দলনে সম্মুখীন
অত্যাচারের কঠোর বেদনা বহি তবু নির্ভয়
গান্ধীনেতার সেনাগণ ঘোষে অহিংসা জয়নাদ ॥

দৃশ্যে দৃশ্যে কত আলেখ্য—জান্তব-স্বৈরতা
আজ ডাণ্ডীর আকাশে বাতাসে শুনায় অতীত কথা—
সাইমন এল—বর্জন মিছিলেতে
ভারত-আত্মা দেশাত্মবোধে যখন উঠেছে মেতে—
সেদিন ব্রিটিশ আন্দোলনকে মারণের লক্ষ্যেতে
কি দৃশ্য রচে—তাণ্ডবে সেই ফৌজী-উচ্ছলতা
চোখের উপর বিমূর্ত করে ব্রিটিশের অভিঘাত ॥

লালা লাজপৎ লাঠির আঘাতে চলিল মৃত্যুমুখে
শোভাযাত্রায় জহরলালের লাঠির আঘাত বুকে—
প্রহারের ফলে চক্ষে অন্ধকার
তবু নিষ্ক্রিয়—সত্যাগ্রহী মূর্তি অহিংসার—
সারা দেশে চলে লাঠি-বেয়নেটে ব্রিটিশ অত্যাচার—
তবু মুখে 'যাও সাইমন ফিরে'—দারুণ শরীর-দুখে
'যাও সাইমন ফিরে দেশে যাও' অহিংস-ভেরীনাদ ॥

তবু সাইমন কমিশন রচে ভারত সংবিধান
কোন পথে জাগে বিরোধী-শক্তি হিন্দুমুসলমান
চলে সন্ধান—ব্রিটিশের কূটচালে
রাষ্ট্র শাসনে ধর্মের নামে বিরোধিতা জাগি কালে
শাসন ব্যাপারে প্রভুত্ব লাগি হিংসা-অনল জ্বালে
সেই দলগত স্বার্থ-চেতনা সংবিধানের প্রাণ
স্বরূপেই আনে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সংঘাত ॥

সর্বদলীয় নেহেরু রিপোর্ট হয়ে গেল বানচাল—
কেটে গেল শেষে গান্ধীর দেওয়া এক বৎসর কাল
ব্রিটিশ-শাসক নীরব নির্বিকার
গোপনেতে চলে দলে-উপদলে কূটনীতি-বিস্তার
কংগ্রেস যেন জনতা পক্ষে প্রতিনিধি করিবার
শক্তি হারায়—চালটি গোপনে ষড়যন্ত্রের জাল
বিস্তারি চলে—স্বার্থরক্ষা করাই কেবল সাধ ॥

কারার আড়ালে বন্দী নেহেরু বন্দী জাতির পিতা
বল্লভ ভাই রাজেন্দ্র বাবু স্বদেশের শতমিতা
শ্রীরাজাগোপাল-মালব্য-দেশপ্রিয়—
আইন অমান্য তবু নাহি থামে আবেগ অদমনীয়
ছুটে দুর্বার অহিংসা-বোধে জ্যোতি আনে স্বর্গীয়—
সেই আলোকেতে আলোকিত প্রাণ গেয়ে সত্যের গীতা
প্রাণ দিয়ে প্রাণ করে আস্বাদ অমৃতের আহ্লাদ ॥

কমলা থাকিবে গৃহেতেই পড়ে—স্বামী সহে কারাগার
পাতিব্রত্য-আদর্শবোধে প্রাণ করে হাহাকার
যাতনা কঠোর—তুচ্ছ ঘরের সুখ
পতির ধর্ম—সতীর ধর্ম আকুলিত করে বুক
ঘরের সকল ঐশ্বর্যেরি সুখে যেন ভরা দুখ—
কমলা দেখিছে ফাঁদ পাতা আছে গৃহময় যাতনার
পাতিব্রত্যে ভিজে যায় শুধু দুইটি নয়ন পাত ॥

পাতিব্রত্য অন্তরে তুলে স্বধর্ম আলোড়ন
স্বামীধর্মই সতীর ধর্ম—স্বদেশী আন্দোলন
জহরলালের জীবনের ধ্যানজ্ঞান
সেই চেতনায় দেশের জন্য নিবেদিত মনপ্রাণ—
কারার বেদনা পথের কষ্ট করে না কম্পমান
হৃদয় কখনো—মন্ত্র-সাধন অথবা বিসর্জন
দেশের জন্য ধন-তন-মন হৃদয়ে একটি সাধ ॥

রামানুসরণে সীতা গেল বনে বন হলো মধুময়
সাবিত্রী গেল যমের দুয়ারে করিতে মৃত্যুজয়—
কমলা কি শুধু গৃহেই আত্মহারা
ব্যথায় তিতিয়া ফেলিবে নিয়ত বিরহ-অশ্রুধারা
চন্দ্রের পাছু ফিরে চলে যথা সাধ্বী রোহিণী তারা
কমলা জাগিছে আপনার মনে—হয়ে উঠে নির্ভয়
পাতিব্রত্য স্বদেশী-সাধনে হৃদয়ে তেমনি সাধ ॥

পাতিব্রত্যে স্বদেশ-সত্য পালনে কামনা জাগে—
দেখে ইন্দিরা কন্যা চলেছে পুতুলের পুরোভাগে
"বাবার মতন চলি আমি কারাগারে
তোরা সাথে আয় তোরা জনগণ—পূজিতে ভারত মা'রে
আয় চলে ভাই কোন ভয় নাই ব্রিটিশ অত্যাচারে
ভারতবর্ষ পরাধীন কাঁদে—স্বদেশের অনুরাগে
পিতা কারাগারে আমিও—করিব অধীনতা উৎখাত ॥"

স্তব্ধ কমলা ভাবিছে দেখিছে—কি দৃশ্য দর্শন
স্বদেশী-এনেছে শিশুমানসেও অপূর্ব জাগরণ—
পিতা আদর্শ—পিতার মতন করে
ইন্দিরা চলে জনতা-মিছিলে নির্ভীক·অন্তরে—
একি আনন্দ-গৌরব-সুখে অন্তর উঠে ভরে
পুলকাঞ্চিত হয় তনুমন—বিদ্যুৎ জাগরণ
চেতনাকে করে দীপ্ত সহসা আত্মার আহ্লাদ ॥

হোমের আগুন সাক্ষী করেই মন্ত্রের সেই বাণী
একাত্ম হয়ে ধর্মাচরণ প্রাণে করে কানাকানি
স্বামীর ধর্মে নারী চিরসঙ্গিনী—
নারীর জীবন স্বামী-জীবনেই আনন্দ-বিহারিণী—
কমলার মন বলে উঠে সুখে আমি সহধর্মিণী—
স্বামীর পথকে জেনেছি সত্য—স্বদেশ সত্য জানি
আইন অমান্যে ঝাঁপ দেব প্রাণ যাক থাক—এই সাধ ॥

কাণে বাজে সেই হোমের মন্ত্র অগ্নি সাক্ষী করে
সম্প্রদানের সেই আয়োজন—নিয়ে এল চরাচরে
দুইটি হৃদয়ে অনাদি মন্ত্র সুরে
পাতিব্রত্যে ছায়ার মতন—স্বামীর জীবন জুড়ে
অরুন্ধতীর মত জাগরণে অনুভূতি প্রাণ পুরে—
অগ্নি প্রদক্ষিণের সঙ্গে মিলিল পরস্পরে
অত্যুজ্জ্বল সেই স্মৃতিলোকে কমলার আঁখিপাত ॥

স্বামীর বিরহ অনল জ্বলিছে—পড়িছে অশ্রুবারি
ঘৃতাহুতিসম সে অশ্রুবারি সুদীর্ঘ শ্বাসে ভারি—
গ্রীষ্মেতে বন দহে যথা দাবানলে
বিরহের জ্বালা অগ্নি ছড়ায়ে অন্তরে সদা জ্বলে
একখানি মেঘ বর্ষার যথা দাবানল সুশীতলে—
তেমনি স্বদেশ-সেবা-আদর্শ আনন্দ সঞ্চারি
কমলার বুকে স্বামী-গৌরবে আনে সুখ-আস্বাদ ॥

পতির সেবাই নারীর ধর্ম—দেশসেবা পতি করে
সহধর্মিনী রূপে কমলার পুলকে হৃদয় ভরে—
দেশসেবাতেই স্বামী-সেবা সমাপন
সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় মন আস্বাদে জাগরণ—
পত্নী কেবল আপন পতির মনোমত আচরণ
করি চলে যত—আত্মায় হয় মিলিত পরস্পরে
স্বামীর ধর্ম পালনে স্বর্গ সব সুখ আহ্লাদ ॥

স্বামী-ধর্মই নারীর ধর্ম—ধর্ম বিস্মরণ
নরকের মাঝে বিস্মৃতি-দুখে অবিরাম বিচরণ
সমানাধিকার অগ্নি উদ্গীরণে
সতীর হৃদয়ে স্বামী-ধর্মই সত্য উজ্জীবনে
কমলার মন জাগে উল্লাসে দেশসেবা আচরণে
দেশসেবাতেই জহরলালের জীবনের কীর্তন
গান্ধীজীবন আলোকে উজল সুখদুখ মনোসাধ ॥

ব্রিটিশ সৈন্য পুলিশ দেখিছে অগ্নিশিখার মত—
প্রজ্বলন্ত-প্রদীপ্ত-জ্যোতি দৃষ্টিকে প্রতিহত
করি নারী আসে মিছিলের সাক্ষাতে—
জহরলালের সহধর্মিণী সত্যাগ্রহে মাতে
সত্যশৌর্যে দিকে দিকে যেন সূর্য-নয়ন পাতে
ব্রিটিশ-স্পর্দ্ধা-তিমির আঘাতে—ব্রিটিশ-স্পর্দ্ধাগত
সৈন্য-পুলিশ দেখিছে প্রশান্ত কমলার পদপাত ॥

প্রসন্নমুখে সৌম্যমাধুরী—ক্রোধ-বিদ্বেষহীন
কমলার গতিছন্দে বুঝিবা চির প্রশান্তি লীন
ভীতিহীন চলে—পুলিস বেষ্টনীর
প্রাচীরের সীমা আপনি ভাঙ্গিছে—প্রবাহে গঙ্গোত্রীর
কলিমল যথা—বন্ধন যথা গতিপথে অস্থির—
কমলা চলেছে মিছিল চালায়ে—প্রগতি সম্মুখীন
ব্রিটিশ-সৈন্য-পুলিশ স্তব্ধ হৃদ্‌কম্পের সাথ ॥

দেখিছে প্রলয়—বায়ুর প্রভাবে কম্পিত পৃথিবীতে
নেমেছে ঝঞ্ঝা মত্ত-আবেগে বৃক্ষ-উৎপাটিতে—
দিবসে সূর্য ডুবেছে অন্ধকারে
ধুলিপটলের আচ্ছাদনেই হারায়েছে চেতনারে
দিকনির্ণয়ে দৃষ্টি নিথর ভীতির পাথর ভারে
ব্রিটিশ-সৈন্য-পুলিশ স্তব্ধ—আত্ম-জ্যোতির শ্রীতে
গান্ধী-অস্ত্র অহিংসা নিয়ে করে হিংসার পাত ॥

কমলা দেখিছে এসেছে সে দিন—গান্ধীর জয় জয়
সমুখে চলেছে মিছিল পেছনে চলে পথ নির্ভয়
এসেছে সে দিন সাবিত্রী চলে হাসি
যমের দুয়ারে স্বামী-সত্তায় জাগ্রত-জ্যোতিরাশি
মৃত্যু-তিমির পরাজিত করি স্বামীকেই ভালবাসি
দেখে অমৃত-জীবন-সত্তা স্বামীময় স্বামীময়
যমের সামনে সতীনারী ঘোষে নারীত্ব জয়গান ॥

বন নহে বন দুখের মুর্তি স্বর্গই বনবাস
সতী সীতা তাই রামানুগমনে দেখে ভূমা-উল্লাস
নারীর কাম্য পতির পদচ্ছায়া
ধর্মাচরণে নারী চিরকাল স্বামীর অর্দ্ধকায়া—
স্বামীর জীবনে পূর্ণাঙ্গিনী—শাশ্বতী-প্রেমমায়া
বিকশিত করি স্বর্গ-শান্তি করে সদা পরকাশ—
কমলার বুকে সুখ রাশ রাশ—করে সুখসম্পাত ॥

গান্ধীজীবন শুনলে ধর্ম—সত্য অঙ্গীকারে
মৃত্যু তুচ্ছ করি জাগ্রত রাখি চলা আত্মারে
সত্য ব্যতীত স্বর্গ কাম্য নয়—
স্বামী-ধর্মেই সতীর পূণ্য নিয়ত সত্যময়—
দেশসেবাব্রতে কমলা দেখিছে জীবন-অভ্যুদয়
সতীধর্মের সঙ্গে স্বদেশ স্বধর্মে একাকার—
গান্ধীজীবন পরম সত্য—অহিংসা আহ্লাদ ॥

এত করে দেখে ভারতে থেকেও ব্রিটিশ ভারত ছাড়া
আইন অমান্যে সারা ভারতের জীবনে নতুন সাড়া—
নিরস্ত্র বুকে বৃথা পুলিশের লাঠি
নিষ্ক্রিয় থাকে সত্যাগ্রহী মস্তক গেলে ফাটি—
মিছিল শান্ত সমুখেতে দেখে রক্তে ভিজিছে মাটি
শান্তিপূর্ণ চলে অভিযান—খেয়ে পুলিশের তাড়া
তাড়াতে ক্ষেপে না জনতা—আঘাত নাহিকরে অভিঘাত ॥

জহরলালের জন্মদিনেতে একি নব উৎসব—
ব্রিটিশ-শাসন বরি নিল ধীরে আর এক পরাভব
জহরলালের পত্নী কমলা চলে
গ্রেপতার হয়ে শান্ত হাসিতে মুখে চোখে আলো জ্বলে
"আনন্দে আমি বিহ্বল—স্বামী পদাঙ্ক" জোরে বলে
"অনুসরণেতে গর্ব্বিতা আমি"—জয়টীকা-গৌরব
জনতা পরালে কমলা-ললাটে—দিকে দিকে জয়নাদ ॥

কমলা নেহেরু গ্রেপ্তার হলো—সংবাদ গেল রটে
জহরলালের বক্ষে কি সুখ ফুটিল মানসপটে
ভাস্বর হয়ে কমলার ছায়া ভাসি
ছড়াইয়া যায় একি আনন্দ একি মধু-সুধারাশি
ভারত নারীর বীরাঙ্গনার দীপ্ত তেজের হাসি
মুখে নিয়ে যেন কমলা ঘোষিছে ভারতের জয় ঘটে
আইন অমান্য আন্দোলনেই ব্রিটিশ-শাসন পাত ॥

পুরুষের পাশে পৌরুষ নিয়ে জাগে সহধর্ম্মিনী
স্বদেশ-সেবার পুণ্যকর্ম সাধে অর্দ্ধাঙ্গিনী—
সবার উর্দ্ধে সত্য জেনেছে দেশ
ছায়ামুর্তিতে ভাসে কমলার সত্যাগ্রহী-বেশ—
নাহি জাগে যদি ঘরে ঘরে নারী—হবে না দুখের শেষ
পুরুষের পাশে নারীদের চাই সদা সহকর্ম্মিণী—
অনুভূতি জাগে পুলকাঞ্চিত—প্রাণে সুখ-আস্বাদ ॥

নব আদর্শ বিস্তার হোক দিকে দিকে জাগি নারী—
স্বদেশ-মন্ত্র করুক সত্য—প্রাণতেজ সঞ্চারি
বুক ভরি উঠে কমলার গৌরবে—
স্বামীর জন্ম-উৎসব দিনে—স্বামীব্রত-উৎসবে
হাসিতে হাসিতে জেলে চলি এল—ভরি উঠে অনুভবে
কমলার সেই হাসি হাসি মুখ—চোখে আনন্দ বারি
বলিল "দেশের জন্য জীবন ত্যজিতে আমারো সাধ ॥"

কমলার মত শত শত নারী যুদ্ধেতে ঝাঁপ দিয়ে—
গান্ধীজীবন-সত্য বোধের অহিংসা-আলো নিয়ে
চলে দুর্জয় সাহসে করিয়া ভর
ভারতজীবনে বিকশিত হয় সহসা যুগান্তর—
বাঁধ ভাঙ্গি যেন বন্যার জল সাগরে অগ্রসর—
পুরুষ-নারীর মিলিত শক্তি—চেতনা সঞ্চারিয়ে
চলে অহিংসা হাতিয়ার নিয়ে ঘোষি জয়ভেরীনাদ ॥

পরপ্রভুত্ব জাতির জীবনে হিংসা উদ্দীপন
পরপ্রভুত্ব জাতির মানসে নিদারুণ বন্ধন
জাতির প্রগতি রুদ্ধ করিতে ছুটে—
তাই ব্রিটিশের প্রভুত্ব-বল হিংসা-পক্ষপুটে
সেই প্রভুত্ব দূরিতে ভারতে নরনারী জাগি উঠে
অহিংসা পথে স্বরাজ-জীবনে চলিছে সংক্রমণ
সেই প্রভুত্ব সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে উৎপাত ॥

ভারতের নারী জেগেছে সাহসে—জেগেছে বীরাঙ্গনা
আইন অমান্য আন্দোলনেতে নতুন উদ্দীপনা—
চলে মতি বেন শত শত সরোজিনী
অহিংসা পথে গান্ধীজীবন-যুদ্ধের অনীকিনী—
জহরলালের চক্ষে 'কমলা' প্রিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী—
স্বদেশব্রতের সঙ্গিনী হয়ে—গৃহসুখউন্মনা
ত্যাগ-আদর্শ প্রতিষ্ঠা করি সাধিল স্বামীর সাধ ॥

করবন্ধের আন্দোলনেতে রুদ্রমূর্তি ধরে
খাজনা আদায়ে ব্রিটিশ এখন জাগিছে নিলাম ঘরে—
কোথায় মানুষ কিনিবার হায় হায়—
ঘটি-বাটি-গাই-বাছুরের হাট ডুবিছে নীরবতায়
দৃশ্যে সৈন্য পুলিশের মুখে কালোছায়া শঙ্কায়—
ফিরিছে করুণ বসে আছে যেন প্রেতভূমি বুকে করে
গরু বাছুরের ডাকে ডাকে ফিরে ব্রিটিশ মুর্দ্দাবাদ ॥

রাজসম্মান ক্ষুন্ন করিতে জেগেছে ভারতবাসী—
সাম্রাজ্যের শস্ত্রদাপট অহিংসাতেই হাসি
ভাসাইতে চায়—দারুণ অত্যাচারে
বুটের আঘাতে হাড় ভাঙ্গি গেলে—চলে সবে ভাঙ্গা হাড়ে
রুখিয়া দাঁড়িয়ে বলে নাক কথা নীরবেতে যাতনারে
সহ্য করিতে মনোবলে জাগে—চোখে উঠে উল্লাসি
সত্যের আলো—সকলেরে করে শান্ত দৃষ্টিপাত ॥

গান্ধী-নীতিতে গান্ধীজীবন হয়ে গেল দেশময়
সত্যের বলে বলিয়ান প্রাণ সত্যেতে নির্ভয়—
সত্যাগ্রহী জীবনের মনোবলে
গান্ধীজীবনে নিঃশ্বাস নিয়া পলে পলে অনুপলে
পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ভারত সামনে চলে
মহান্‌পুরুষ গান্ধীনেতার জয়েই জাতির জয়
আইন অমান্য আন্দোলনের দিকে দিকে ভেরীনাদ ॥

কুকুরের মত শিকল বাঁধিয়া সত্যাগ্রহী টানি
পথ দিয়ে চলে—দুপুরে চাষীর ঘরে অশান্তি আনি
ক্রোধের পর্ব চলে অবিরাম বলে
দুর্ভিক্ষের সৃষ্টির তরে ধান কেড়ে নেওয়া চলে
খাজনা না দেওয়া অপরাধ হেতু—সেনা হাঁটে দলে দলে
গ্রামগ্রামান্তে চলে উৎপাত সমাজ-শান্তি হানি
শাসন শোষণ রক্ষার হেতু চলে পাতা উৎপাত ॥

শাসনযন্ত্র বাঁধন-কষণে যত শক্তির রসি
সব যেন পড়ে সত্যাগ্রহী বুকের উপরে খসি—
নিষ্ঠুরতার অকথ্য-কাহিনীতে
অত্যাচারের মাত্রা বাড়িছে—জাগে তাই চারিভিতে
আন্দোলনের মূলশক্তিকে ব্যর্থ করিয়া দিতে
কূটনৈতিক শক্তিচক্রে গোপন চক্রে বসি—
জাগে বুবুক্ষা দারিদ্র্য-দুখে সৃষ্টিতে উৎপাত ॥

পল্লীতে জাগে হাহাকার ধ্বনি—খাদ্যের সংগ্রহে
নিরাপদ পথ রুদ্ধ করিতে ব্রিটিশ সজাগ রহে—
তবু বেদনার আঘাত বক্ষে পাতি
সত্যাগ্রহী গান্ধীসৈন্য—সত্যাগ্রহে মাতি
ঝাঁপ দেয় দুখে পার হয়ে কত পীড়নের কালোরাতি—
ব্রিটিশ তখন ভুজঙ্গ সম কামনার কালীদহে
দেখে সম্মুখে গান্ধীজীবনে করেছি আলোক পাত ॥

ঘটনার দ্রুত পদবিক্ষেপে আন্দোলনের গতি—
দুর্বার হয়ে দেখিছে ব্রিটিশ দেশের লোকের মতি
গান্ধজীবনে নতুন জীবন লভি
জাগ্রত হয়—অস্ত-অচলে ব্রিটিশ ভাগ্য-রবি
ব্রিটিশ শাসনে ভাসে দিকে দিকে ব্যর্থতাময় ছবি—
হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী জাগি স্বাধীনতা-ব্রতী
ভারত-আত্মা—করিছে ব্রিটিশ শাসনকে অভিঘাত ॥

ইতি গান্ধীজীবন মহাকাব্যে যুদ্ধকাণ্ড নামীয় অষ্টমসর্গ ॥

জনতার চোখে ভাসিছে দৃশ্য—উঠে রণভেরী নাদ
সত্যাগ্রহী জহরলালের চোখে-মুখে আহ্লাদ
অরুণিমা-রাঙা হাসিতে সমুচ্ছলে
সমুদিত বুঝি তরুণ-অরুণ দীপ্ত উদয়াচলে
জনসমাজের বুকে উল্লাস-উৎসাহ-তেজে জ্বলে
সমুখে তিমির—মহাভারতের অধীনতা-পরমাদ
জহরলালের দৃষ্টি-আলোকে হয় আলো-সম্পাত ॥

গান্ধীশিষ্য সত্যাগ্রহী সাহসে দীপ্ত গতি
চলে নির্ভয় সত্য এবং অহিংসাতেই মতি—
সকল বিলাস-গৃহের শান্তি-সুখ
সানন্দে ত্যাগ—হৃদয়ে চিন্তা দেশ-জীবনের দুখ
পরাধীনতার অসীমব্যথার পাথর-পীড়িত বুক—
দিকে দিকে শুধু কলঙ্কময় দারিদ্র্য-দুর্গতি
দেখে হাহাকার জাগে অন্তরে—তুলে ঘোর সংঘাত ॥

যুদ্ধক্ষেত্রে সত্যাগ্রহী—তুলে বিপ্লব-সুর
চাই স্বাধীনতা চল সম্মুখে পথ অতিবন্ধুর—
অনেক কষ্ট অনেক নির্যাতন
ক্ষত-বিক্ষত হইবে হৃদয় সহি শত নিপীড়ন
একটি লক্ষ্যে মন্ত্র সাধন অথবা জীবন-পণ
যুদ্ধ জীবন রাখি তর্পণ এই দেহভঙ্গুর
দেশের জন্য করি নিবেদন—স্বাধীনতা আস্বাদ ॥

আঘাত আসুক রুদ্র আঘাত ক্রোধান্ধ সরকার—
জাতীয় জীবন অচল অটল অহিংস-সত্তার
উপলব্ধিতে উন্নত হিমালয়
দাঁড়ায়ে সাহসে—স্বৈর-শাসন করিবেই পরাজয়
সত্যাগ্রহে জাতীয় লক্ষ্যে চল চল নির্ভয়
ঘুচাতে জাতির পীড়িত প্রাণের আর্তি ব্যর্থতার
ঘোষণা বিদেশী-রাজবিদ্রোহে স্বরাজের মনোসাধ ॥

পরাধীনতার দুখ-লাঞ্ছিত নরনারী শিশুদের
মুখপানে চাহি করুণা-কোথায় জহর-অন্তরের
জাগে অনুভব অতিরূঢ় বাস্তব
এই প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকে মানবতা পরাভব
সর্বহারার অশ্রু-বন্যা তুলে উদাত্ত রব—
উদ্বেল গতি খুঁজিছে মুক্তি সকল বন্ধনের
সীমার বাহিরে—বীভৎসতায় পররাজ উন্মাদ ॥

সমাজ-স্বার্থ-বিরোধী-নীতির প্রতিক্রিয়ার মূলে
ব্রিটিশ-দৃষ্টি রক্তগঙ্গা সৃষ্টির সাধে দুলে—
গান্ধী-চেতনা কংগ্রেস-চেতনায়
রোমাঞ্চকর একি রহস্যে সত্যে অহিংসায়
আনে আলোড়ন—জহরলালের অনুভূতি-চিন্তায়
গান্ধীজীবন একাত্মবোধে চেতনা জাগিয়ে তুলে
ভারত-পীড়নে উঠে প্রতিবাদ ঘোষি স্বাধীনতা-সাধ ॥

জহর কণ্ঠে শান্তিপূর্ণ-অসহযোগের বাণী—
গর্জি উঠিছে—ব্রিটিশ শাসনে ছুটিছে আঘাত হানি
তীক্ষ্ণ-সজাগ-দৃষ্টি-অনল-জ্বালা
স্বৈর-ব্রিটিশ চণ্ড-দাপট স্বরূপ করিছে আলা
দারুণ শোষণ-শাসনে জাতির বুকের রক্ত ঢালা
দুখে দুখে রাখে বেদনায় ভোগে সর্বনাশকে আনি—
ব্যর্থ নিয়ত জাতির ইচ্ছা—অধীনতা প্রতিবাদ ॥

জহর কণ্ঠে কংগ্রেস ঘোষে নবভারতের আশা
মুখে মুখে ফুটে আত্মাধিকার ঐতিহ্য-পরকাশা
জীবনের বাণী—বন্ধন-হীনতার
পরাধীনতার শৃঙ্খল-ভাঙ্গা জাগরণে আত্মার
আনে উল্লাস—অহিংসা পথে শাসনের চুরমার
লক্ষ্যে জাতির সঙ্কল্পের—জাগে উদাত্ত ভাষা
ভীম-বিক্রমে এগিয়ে চলিতে—বাধা করি উৎখাত ॥

'হোমরুললীগ' থেকে আরম্ভ পরিশেষে 'কংগ্রেস'
গান্ধী-পথিক জহরলালের সত্য হইল দেশ
সত্য হইল গান্ধী-অনুধ্যান
সত্য হইল অহিংসা আর সত্যেই উত্থান—
সত্য করিতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান
সকল চিন্তা প্রভাবিত করে বিশ্বের পরিবেশ—
জহরলালের বিশ্ব-চিন্তা করে আলো সম্পাত ।।

কেবল ভারত কল্যাণ নয় বিশ্বের কল্যাণে
জহরলালের চিন্তা-ভাবনা নববিপ্লব আনে
প্রগতিমুখীন্ সমাজের রচনায়
সর্বমানব শান্তি দৃষ্টি—মানব-স্বাধীনতায়
সকল বিরোধে সমস্যা দূরি প্রাজ্ঞ মীমাংসায়—
অন্তর সদা খুঁজে সত্যকে কল্যাণে সবখানে
বিশ্ব-চিন্তা জাগ্রত-প্রাণ দূরি চলে সংঘাত ।।

জহরলালের চক্ষে কেবল গান্ধী-স্বপ্ন ভাসে
কণ্ঠ ঘোষিছে—"গান্ধী-স্বপ্ন সার্থক-অভিলাষে
ঐক্যবদ্ধ আদর্শ অবিচল
জাগ দেশবাসী—সত্যমন্ত্রে অহিংসা-মনোবল
মহান্ নেতার ধ্রুব-আদর্শ হোক শুধু সম্বল—
দেখিতে পেয়েছি চির কল্যাণ—ভারত জীবনে আসে
জাগ দেশবাসী সম্মুখে কর ঐক্যেই পদপাত ।।"

দুইটি হৃদয় মিলিত ভারতে—গান্ধী-জহরলাল
জাতীয়-আন্দোলনের প্রসারে খুঁজিছে আগামী কাল
যুগ-সন্ধির ক্রান্তির দিনশেষে
উদয়-অচলে নবযুগ-জ্যোতি নবজীবনের বেশে
অতীত ঘুচায়ে নব আশ্বাসে নব উৎসবে এসে
শুনায় মন্ত্র—সকল বিরোধী-শাক্তির উত্তাল
প্রচণ্ড বাধা অতিক্রমনি মিটাতে লক্ষ্য—সাধ ॥

গান্ধীকণ্ঠে উচ্চার হয়—“থাকিব না যেই দিন
আমার কণ্ঠ হইবে নীরব—মাটিতে হইব লীন
জানি সেইদিন আমার মুখের ভাষা
জহরলালের কণ্ঠেতে হবে উদাত্ত—পরকাশা—
ঐতিহ্যের ধারক-বাহক পুরাবে জাতির আশা
জহরলালের জীবনেই হবে আদর্শ উড্ডীন
জাতীয় লক্ষ্যে—ত্যাগ-সংযমে ঘুচাইবে সংঘাত ॥

কারাদণ্ডের চণ্ড ব্যথায় নহে কভু অস্থির
চির-প্রশান্তি ধরে আছে শুধু অন্তর-মন্দির—
চলে সাহিত্য-রাজনীতি-দর্শন
বিরচনা আর চলে ইতিহাস নিয়ত অধ্যয়ন—
দৃষ্টি রয়েছে সদা জাগ্রত—বিশ্বব্যাপ্ত মন
খুঁজে সত্যকে বিশ্বজীবনে রাষ্ট্রীয় প্রগতির
পথের পাথেয়—বিদূরিত করি শোষণের উৎপাত ॥

বৈরীতাবল বিমর্দ্দনের সত্য অস্ত্রলাভে
গান্ধীজীবন দেয় মানুষেরে শক্তি সৎস্বভাবে—
কখনো শৌর্যবর্জিত নীতিপথে
গান্ধী-আত্মা খুঁজে না সিদ্ধি—আদর্শ রাখে মতে
ভীরুতারে জয়ি সত্যাগ্রহে চলে অহিংসা-ব্রতে
একটি লক্ষ্য বাহুবল-জয়ে মনোবলে পাবে পাবে
মানব-আত্মা সত্যের বল—বিদলি মিথ্যা ফাঁদ ॥

অগ্নিতুল্য মহাতেজস্বী জহর-জীবনে ফুটে—
চিরভাস্বর সত্যাদর্শ—কাল হতে কালে লুটে
একটি আলোক গান্ধী—মহান্ নাম
কল্যাণময়ী সকল চিন্তা-প্রবাহিনী অবিরাম
সত্য এবং অহিংসা-স্রোতে তুলে সঙ্গীত সাম
অনন্তকাল মহাকাশ ফাঁড়ি ধ্বনি-তরঙ্গ উঠে
দেশ থেকে দেশে অখণ্ডবোধে বিলাইছে আহ্লাদ ॥

জহরলালের সকল চেতনা সংগ্রামে উঠে জাগি—
সমাজজীবনে নতুন বিধান প্রবর্ত্তনের লাগি
সমাজবাদের চিন্তার আলোড়নে
অন্তর জাগে—সমতার বোধে জীবন-উজ্জীবনে
অর্থনীতির নবনীতিমানে আদর্শ জাগে মনে
সব মানুষের সমস্বার্থের ব্যবস্থা অনুরাগী—
ব্রিটিশ-পীড়ন তুচ্ছ তুচ্ছ—উদয়ে দৃষ্টিপাত ॥

পর-অধিকার কেড়ে লইবার শক্রতা ইহা নয়
আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠাব্রতে ধর্মাদর্শময়
সত্যাগ্রহ দুষ্টের চাহে দূর
পাপের বিলয়ে মোহ-বিহ্বল মিথ্যার ভঙ্গুর
স্বার্থ-দাপট অবসান করি সত্যের অঙ্কুর
সমাজজীবনে করিয়া রোপণ প্রাণবীজ অক্ষয়
বনস্পতিতে বিকাশ সাধন—মিথ্যা সন্নিপাত ॥

ব্রিটিশ শাসন-যন্ত্র কুটিল-দম্ভেই বলবান—
বস্তুতন্ত্রী-শক্তিতে জ্বালে হিংসার লেলিহান
ভোগ-আকাঙ্ক্ষা—জয়লাভে উত্তাপ
সকল চেতনা খুঁজে অধিকার সাধি চলে শত পাপ—
বিপক্ষে করে অবজ্ঞা শুধু—যন্ত্রণা অভিশাপ
বিস্তারি চলে বিজয়ের রথে অভিযান—অভিযান
বিরামবিহীন যাত্রায় শুধু শাসন শোষণ সাধ ॥

গান্ধী-আত্মা খুঁজে বস্তুকে আত্মার বলে জয়
সত্য অস্ত্রে মিথ্যা দম্ভ মাটিতে মিলায়ে রয়—
অক্ষয় বলে গান্ধী-যাত্রা চলে
বলের গর্ব খর্ব করিতে সত্যমন্ত্র বলে
আত্মায় শুধু সত্যাগ্রহ অগ্নি-সাহস জ্বলে
সত্যচিন্তা সত্যাচরণে জাগে প্রাণ নির্ভয়
পীড়ন থামাতে ভারত-আত্মা আলোতে দৃষ্টিপাত ॥

হাতে জ্বলন্ত প্রদীপ লইয়া অগ্নির সন্ধানে
পরের দুয়ারে ভিক্ষাযাত্রা অন্তরে দুখ আনে
আত্মশক্তি-চেতনা-উৎস ধীরে
জাগরিত করি জাতীয় লক্ষ্যে স্বদেশের আত্মারে
চল—চল পথ—উঠ জাগ দেখ আত্মিক-সত্তারে—
শক্তিতে আর দীপ্তিতে আলা বিস্তারি সবখানে
চল পথ—করি পরনির্ভর-মনোভাব উৎখাত ।।

সত্যাগ্রহ যুদ্ধে জাতির সত্যের খরসান-
অস্ত্র আঘাতে শত্রু বিজয়ে স্বজাতির উত্থান
গান্ধী মন্ত্রে—জাগি উঠে সারা দেশ
অসহযোগের স্বাবলম্বনে স্বাদেশিক-পরিবেশ
জনতা-জীবনে আনে আলোড়ন—ব্রিটিশ পীড়ন-ক্লেশ
তুচ্ছ করিয়া চলে সম্মুখে স্রোত গতি বেগবান
গান্ধীমন্ত্রে তিমিরের পারে উদয়ে দৃষ্টিপাত ॥

দেশের মানুষ দেখে বিস্ময়ে জনতা জীবনে এসে
ত্যাগ-আদর্শ-উজ্জ্বল প্রাণে মানুষকে ভালবেসে
জহরলালের যাত্রা সবার সাথে
সত্যাগ্রহ সত্যমন্ত্র আলোক-দৃষ্টিপাতে—
গৃহের শান্তি-সুখ-আশ্রয় পড়ি থাকে পশ্চাতে
গান্ধীজীবনে জেগেছে জীবন—দেশসেবকের বেশে
যাত্রা চলেছে—স্বাধীনতা লাগি প্রাণমন উন্মাদ ॥

ঠুনকো-মিথ্যা-রাজনীতি-মোহে চিন্তা-মানসিকতা
হারাইয়া ফেলি—জীবনসত্তা আত্মিক স্বাধীনতা
বিস্মৃতিতলে চাপি রাখি চলা নয়—
সাহসে ঘোষণা সত্যের পথে সদা চলি নির্ভয়
জীবনের বাণী খুঁজে অসীমেই প্রকাশ জ্যোতির্ময়—
সংস্কৃতি খুঁজে সত্যে বিকাশ—চেতনার বিশালতা
সমাজ-জীবনে আনে বিপ্লব—অধীনতা উৎপাত ॥

সততাকে করি রাজনীতিমান ন্যায়-প্রতিষ্ঠা কামে
কূটনীতিগত জঙ্গীস্বার্থ পীড়ন যাহাতে থামে—
সেই লক্ষ্যেই আদর্শ নির্ভর
সত্যেই খুঁজি জনসমাজের জাগ্রত অন্তর—
অনেক রক্ত অনেক যুদ্ধে মানুষ পরস্পর
ঢেলেছে জেগেছে—এসেছে ধ্বংস সর্বদা পরিণামে
সত্যাগ্রহ যুদ্ধে দীক্ষা—মৈত্রী দৃষ্টিপাত ॥

তামসিকতার রাজসিকতার দুষ্প্রবৃত্তি নিয়া
এসেছে রাবণ-দুর্যোধনেরা অস্ত্রে উদ্দীপিয়া—
লঙ্কাকাণ্ডে কুরুক্ষেত্রে রণ
সত্যহানিতে অসত্য শুধু করে ঘোর গর্জন—
হিংসার পথে হয়নি হিংসা কখনো নির্মূলন—
যুগে যুগে তাই ইতিহাসে লেখা হিংস্র-ক্ষাত্রহিয়া
খুঁজিয়াছে জয়—কোনখানে জয়—দান করে সংঘাত ॥

প্রতিহিংসার নীতিপথ নয়—ন্যায়পথে সততায়
মানবতাময় ভারতরাষ্ট্র রচনার সাধনায়
সত্যাগ্রহ যুদ্ধের আয়োজনে
বর্ষা মেঘের বৃষ্টিধারায় অমৃত বরিষণে
শস্যে যেমন বর্দ্ধিত করে—আত্মিক জাগরণে
সত্যাগ্রহে তেমনি সত্যে কল্যাণ সুষমায়
ধ্বংসেতে জয়—সৃষ্টির পথে বিলায় জীবন সাধ ॥

ব্রিটিশ অস্ত্র হিংসার পথে ধরি রাখা অধিকার—
সত্যাগ্রহ দৈববলেই করি বলে চুরমার
সকল বাঁধন—জন-হৃদয়ের সাড়া
জহরলালের জীবন জেগেছে ছুটিছে আত্মহারা
একটি লক্ষ্য সত্যের পথে—ব্রিটিশ পাগলপারা
পীড়ন-অস্ত্রে চালায় কেবল দারুণ অত্যাচার—
ভারতজীবন তবু চলে পথ বাধা করি উৎখাত ॥

পৃথিবী দেখিছে রাজনীতিগত কূটনীতি আচরণ
ভারতজীবনে গান্ধী ভায়ে খুঁজে পরিবর্তন—
সততার বলে সত্যধর্ম পালি
প্রতিহিংসার তিমির-বিজয়ে অহিংসা-আলো জ্বালি
সত্যাগ্রহ চলিছে ভারতে বুকের রক্ত ঢালি
ব্রিটিশ পীড়নে তবু অহিংস চলে প্রশান্ত মন —
অহিংসা নাশে ব্রিটিশ হিংসা হয় আরো উন্মাদ ॥

পর্বে পর্বে গান্ধীজীবন জহরলালের মনে—
দৃশ্যে দৃশ্যে ঘটনাপুঞ্জে সত্য-আন্দোলনে
শুনাইয়া চলে বাঙ্‌ময় ইতিহাস—
সবার উর্দ্ধে মানবতাবোধে ঈশ্বরে বিশ্বাস
প্রেম-অহিংসা করুণামুর্ত্তি জয় করি সন্ত্রাস
পার হয়ে চলে অগ্নি-ঝঞ্ঝা—প্রশান্ত নিপীড়নে
ক্ষমাসুন্দর মুর্ত্তি বিলায় দিব্যের আহ্লাদ ॥

জহরলালের জীবন ভরিছে সীমাহীন উল্লাসে
গৌরবময় যুগের সূচনা ভারতের ইতিহাসে—
মহান্ গান্ধী আপনারে বিস্তারে
জহরলালের চেতনা-গভীরে—স্বাধীনতা অধিকারে
জাগে অন্তর গূঢ় পৌরুষে জাগ্রত সত্তারে
মনে অনুভব—জহরলালের স্বপ্ন নয়নে আসে
স্বাধীন ভারতবর্ষ প্রতিমা করে আলো-সম্পাত ॥

দেশ-জীবনের আশা-আকাঙ্খা বিচিত্র রূপায়ণে
মুক্তি লভিছে জীবনে মহান্ আদর্শ আলোড়নে
সম্মুখে জাগে বিরাট ভবিষ্যৎ
জহরলালের দৃষ্টিতে ভাসে একটি মুক্ত পথ
স্বদেশের সেবা ত্যাগ ধর্মেই একটি উদার মত
গান্ধীজীবন-আলোক-দীপ্তি উৎসাহ বিকিরণে—
জহরলালের অন্তর ভরি জাগে সুখ-আস্বাদ ॥

বিদেশী-শাসন অবসান করি স্বদেশের স্বাধীনতা
প্রতিষ্ঠা চেয়ে অন্তরে জাগে নিদারুণ অধীরতা—
কংগ্রেসে উঠে জহর-কণ্ঠস্বর—
জাতীয় জীবনে জাগে উল্লাস ঘটাতে যুগান্তর
ব্রিটিশ শাসন অস্বীকারের বিপ্লব-ভাস্কর
মন্ত্রধ্বনি—আনে ঐতিহ্যে প্রাণের সার্থকতা—
জহরকণ্ঠে উদাত্ত স্বর—অধীনতা উৎখাত ॥

গান্ধী-মন্ত্র-শিষ্য ভারত-পথিক জহরলাল
দীপ্ত-সাহসে অন্তর সদা তরঙ্গ উত্তাল
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগর ভয়ঙ্কর—
ধারণ যেমন করে মেঘফাটা বজ্র-বৈশ্বানর
তেমনি ব্রিটিশ অত্যাচারের আঘাত নিরন্তর
সহিয়া চলিছে—দৃষ্টিতে ভাসে আঁধারে অন্তরাল
উদয় আলোক—একটি লক্ষ্য স্বাধীন ভারত সাধ ॥

ব্রিটিশ-বিরোধী যুদ্ধপর্বে কারাগারে কারাগারে
জহরলালের জীবন-যাত্রা আত্মিক চেতনারে
জাগাইয়া দেয় ভারতের সন্ধানে
স্নেহের কন্যা ইন্দিরা কাছে চিঠির গভীর ধ্যানে
জাগিছে আত্মা সভ্যতা আর সংস্কৃতি প্রজ্ঞানে—
একটি লক্ষ্য ভারত সত্যে জাগাইয়া আত্মারে
আস্বাদ করা মহাভারতের প্রাণময় আহ্লাদ ॥

বিশ্বজীবনে ওলট-পালট বহু ভাঙ্গা বহু গড়া—
রাজনীতিগত-দ্বান্দ্বিকতার বহুসমস্যাভরা
জটিল গভীর অনেক পরিস্থিতি—
দেশ-বিদেশের মানসে মানসে আলোড়ন আনে নিতি
জহরলালের অন্তর খুঁজে মানবিক-সম্প্রীতি
মৈত্রী-চেতনা—ঐক্যবদ্ধ করিতে বসুন্ধরা—
মানবতাবাদী সার্বভৌম সমাজে দৃষ্টিপাত ॥

সমাজবাদের নব-আদর্শ—রাষ্ট্রীয় সংহিতা—
স্বাধীনতাকামী ভারতজীবনে প্রচারিত সদ্গীতা—
গুরু গান্ধীর রাজনীতি-দর্শন
শিষ্যজীবনে কর্মে ধেয়ানে ঘটায় উজ্জীবন
মহাভারতের নবজাগরণ জহরলালের মন—
কাল-অধীনতা তিমির-রাত্রে ঘটায় দ্বীপান্বিতা—
মন হতে মনে জাগে আলোড়ন—নব আলো-সম্পাত ॥

বীর-সংগ্রামি চলে অগ্রণী—কংগ্রেস ডাকে ডাকে
প্রশান্তিঘন-ধেয়ানে দৃষ্টি পুরোভাগে জাগি থাকে
বাঁধিতে পারে না ব্রিটিশের কারাগার
ইতিহাস সদা জহরলালের কণ্ঠে সমুচ্চার—
সবার উপরে পরমসত্য মানুষের অধিকার
বন্ধনহীন মানবাত্মার আদর্শবাদে হাঁকে
শাশ্বত এক সত্য-আলোকে তিমিরের উৎখাত ॥

কারাগার থেকে কারাগারে কাটে জীবনের বহুদিন—
ক্লান্তিবিহীন জীবন-দৃষ্টি উধাও সম্মুখীন
দেশ-কাল-সীমা পার হয়ে সদা চলে
ধ্রুবতারা সম মানস-আকাশে আদর্শ-জ্যোতি জ্বলে—
সমসাময়িক জগতে অশেষ ঘটনা সমুচ্ছলে—
দৃষ্টি নিয়ত সত্যবিন্দু করিছে প্রদক্ষিণ—
উদয়তীর্থে সূর্যেরে খুঁজি ছুটে চলা দিনরাত ॥

পৃথিবী দেখিছে বিস্ময় মানি—একাকার সুখ-দুখ
দেশের সেবায়—পীড়ন বরণে সাহসে দীপ্ত বুক
সিদ্ধার্থের নবীনজন্ম বুঝি
রাজনৈতিক-সিদ্ধিকে চেয়ে স্বদেশকে চলে পূজি—
অধ্যাত্মের তুরীয়-শান্তি নহে কভু খোঁজাখুঁজি
এইবার শুধু মানুষের প্রেমে তথাগত চাহে সুখ
সবমানুষের সম-অধিকারে জুড়াতে ভারত-সাধ ॥

কন্যা-পত্নী-পিতা-মাতা আর ভগ্নীর সুখনীড়
স্বেচ্ছায় ছাড়ে—রাজনৈতিক-চিন্তায় অস্থির
একটি ভাবনা একটি চেতনা জাগে
স্বদেশ-মুক্তি-সংগ্রামে চলা মানবতা-অনুরাগে—
সত্যদর্শী গান্ধীজীবন কংগ্রেস পুরোভাগে
যজ্ঞক্ষেত্রে—কংগ্রেসে উঠে মন্ত্র-সুগম্ভীর
সর্বত্যাগে থামাতে ভারতে পররাজ-উৎপাত ॥

জহরলালের প্রাজ্ঞ-ভাষণ অন্তর করে জয়
স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাপ্রীতির ফল্গুপ্রবাহ বয়
জাতীয় জীবনে—রাজনীতি ভাবধারা
গান্ধী-চিন্তা-সিদ্ধান্তের মহাসমুদ্রে হারা—
সমাজ বিকাশে নবসভ্যতা আদর্শ তুলে সাড়া
প্রাণ-কল্লোলে—জহরলালের দৃষ্টি জ্যোতির্ময়
ঐতিহাসিক অভ্যুদয়েই জাগে জীবনের সাধ ॥

শান্তিপূর্ণ সহযোগিতায় রাষ্ট্রীয় একতায়—
ধ্যান-দৃষ্টিতে জহরলালের মানবতা-ভাবনায়
মৈত্রীবদ্ধ ভারত আবিষ্কার—
যুগ হতে যুগ মহাভারতের জাগ্রত আত্মার
চেতনা-আলোকে প্রকাশিত হল সত্তা স্বাধীনতার—
সংগ্রামে তাই সংগ্রামী জাগে নৈতিক-প্রজ্ঞার
বাণী উদাত্ত—উপনিবেশিক-শোষণের উৎখাত ॥

ভারত জনতা দেখে বিস্ময়ে কি দৃশ্য অদ্‌ভূত
গান্ধীশিষ্য জহরলালের প্রকাশ মুক্তিদূত—
দৃষ্টিতে জাগে ভবিষ্যতের ধ্যান
চেতনায় জ্বলে আহিতাগ্নিতে —প্রজ্ঞা-অনির্বাণ
স্বদেশ-মুক্তি-যজ্ঞেই দেখে নিবেদিত মহাপ্রাণ—
ব্রিটিশ-কারায় অথবা বাহিরে জ্বালাময়ী বিদ্যুৎ
বিপ্লব-ঝড় বার্তা রটায়—ঘোষে আসে সংঘাত ॥

কারাকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী হিয়া
জাগে অতন্দ্র স্বাধীনতা-বোধে চেতনা-উন্মীলিয়া
স্বাধীনতা আনে বলিষ্ঠ বিশ্বাস
সঞ্চার সদা আশা-আশ্বাস—সীমাহীন উল্লাস
স্বাধীনতাকামী-ভারত-জীবন ব্রিটিশের সন্ত্রাস
ব্যর্থ করিয়া সমুদ্ভাসিত লক্ষ্য উদ্দীপিয়া
স্বাধীনভারত আসে—দূরে নয় ব্রিটিশ অধঃপাত ।।

ইতিহাস লেখা ঘটনাপুঞ্জে স্বদেশের-বিদেশের
সাফল্য আর ব্যর্থতা ভরা গতিময় সমাজের
প্রগতিমুখীন্ মানুষের সাধ-আশা—
রণাঙ্গনের রক্তস্রোতের বক্ষে সর্বনাশা
করুণ দৃশ্য—অন্তরে জাগে মানব-মৈত্রী-ভাষা
উজ্জ্বল-আলো জ্বলি উঠে শোভে নবযুগ মানুষের
প্রগতিমুখীন্ রাষ্ট্রচিন্তা করে বাধা উৎখাত ।।

জহরলালের বন্দী-আত্মা ইতিহাসে ইতিহাসে
বিচরণ করি দেখে স্বাধীনতা জনতার বলে আসে—
কায়েমী স্বার্থে প্রতিরোধ-বাঁধগুলি
জনশক্তির যৌবন-জল-তরঙ্গে উঠে দুলি—
কখন স্রোতেই তলায় গভীরে—গতি-আনন্দে ফুলি
জনশক্তির জাগরণ-স্রোত মহাসমুদ্রে ভাসে
যুগ থেকে যুগে স্বাধীনতারণে লেখা এই সংবাদ ।।

বুদ্ধিদীপ্ত চোখেমুখে ভাসে অন্তর আত্মার
জ্যোতি-সমুদার সৌম্য প্রকাশ—দৃষ্টিতে সঞ্চার
ভবিষ্যতের চিন্তার স্মিত হাসি
সীমা থেকে যেন অসীমেই জাগে অনুভূতি-উদ্ভাসি
বিশ্বমানব নবসভ্যতা—সকল তিমির নাশি
প্রগতিমুখীন্ সমাজ-জীবনে মানবতা-বিস্তার
সার্বভৌম শান্তিতীর্থে পুড়ায় মানব-সাধ ।।

গান্ধীশিষ্য—রামরাজত্বে সমাজতন্ত্র দেখে
বিজ্ঞান-পথে মানব-বুদ্ধি উদয়-রশ্মি এঁকে
আসে নবযুগ—সমাজ-সংবিধান
প্রসারিত করে কল্যাণবাদী মানব-তত্ত্বজ্ঞান—
উপনিবেশিক শোষণ শাসন চিরতরে অবসান—
মহামানবের বিশ্বজীবন-ইতিহাসে চলে লিখে
সকলের তরে সকল মানুষ ভেদবাদ উৎখাত ॥

মহাভারতের সংস্কৃতিবোধে জাগি উঠে দেশ প্রাণ
দেশজননীর চরণ-তীর্থে গাহে জীবনের গান
দেশসাধকেরা স্বাধীনতা-বেদীমূলে
জাতীয় ঐক্যে বৈচিত্র্যেই মৈত্রীর ধ্বজা তুলে
রচে ঐতিহ্য মহামিলনের—কাল হতে কালে ছলে
প্রাণ-সমুদ্রে শততরঙ্গ অধীনতা অবসান—
স্বাধীন ভারত পুণ্যতীর্থে নিয়ত দৃষ্টিপাত ॥

বর্তমানের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিপুল অসীমতায়
জহরলালের অন্তর শুণে গান্ধী-বন্দনায়
উঠে সুরে সুরে তরঙ্গ শিহরণে
গান্ধী-জীবন লীলা-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তির কীর্ত্তনে—
কালোমেঘে ঢাকা বজ্র-অগ্নি যেমন সংগোপনে
তেমনি শৌর্যে যোদ্ধৃত্বের মহত্ত্ব মহিমায়
গান্ধী-প্রকাশ—সুরে সুরে উঠে সত্যের জয়নাদ ॥

ভারতবর্ষ গান্ধীজীবনে সত্যের রসধারা
করে প্রবাহিত—দিব্যদ্যুতিতে উজ্জ্বল আঁখিতারা
প্রশান্তিঘন রহস্যে সুমধুর—
জহরলালের দৃষ্টি ছুটিছে—দূর থেকে আরো দূর
ঐতিহ্যগত ভারতজীবনে প্রজ্ঞান ভরপুর
সকল সত্য বাঙ্‌ময় রূপে গান্ধীজীবনে সাড়া—
রাজনীতি তাই নবনীতি রূপে প্রচারিছে সংবাদ ॥

জহরলালের অন্তর শুনে—চারণের উদ্‌গান
বিবর্তনের পথে রাজনীতি শাশ্বত ভূয়মান
গান্ধী-চিন্তা আগামী কালের পানে
ডাকে পৃথিবীকে চিরশান্তিতে আনন্দ সন্ধানে—
দিকে দিকে ফিরে গান্ধীজীবন চারণের গানে গানে
নবযুগ আনে গান্ধী-সাধনা—হিংস্রতা অবসান
চারণ-কণ্ঠে উঠে উদাত্ত সঙ্গীত-সুরনাদ ॥

"শাঠ্য এবং প্রতারণা জালে ইহলৌকিক ক্রিয়া
ফন্দী ফিকিরে পথ খুঁজি চলে স্বার্থ-বুদ্ধি নিয়া—
কোথা স্বাধীনতা জনতা-জীবন কাঁদে
কুটনীতিভরা সত্যনিধনে মিথ্যার শত ফাঁদে
দুর্নীতি যত—চলিবার পথে আইনের শত বাঁধে
মানবাত্মার একি পরাজয়—সত্যে প্রাচীর দিয়া
চোখ বুজি চলে সূর্যজ্যোতিকে অস্বীকারের সাধ ॥

"ভয়াবহ এই পরিবেশ থেকে—কোথা সঙ্কট ত্রাণ
পরমসত্য—সত্যের রূপে জাগ জাগ ভগবান
উঠে প্রার্থনা—গান্ধীর আত্মায়
সকল বিশ্ব সুখ-সম্পদে কল্যাণে সুষমায়
দৃপ্ত তৃপ্ত—প্রকাশিত হোক মানুষের সাধনায়
অহিংসাময় রামরাজত্ব মানবতাময় প্রাণ—
মহাকাল বুকে গান্ধী-চিন্তা তুলে চলে গীতনাদ ॥

"সত্যে নিবিড় উপলব্ধিতে অহিংসাবোধে বোধে—
আগামী দিনের আসে সভ্যতা ধ্বংসের প্রতিরোধে
গান্ধীদৃষ্টি রচি চলে প্রার্থনা—
সাম্প্রদায়িক-হীনতার পারে মৈত্রী-উজ্জীবনা
সার্বভৌম-মানবধর্মে বিরাট সম্ভাবনা—
সত্যে মানুষ আত্মবিকাশে নহে আর প্রতিশোধে
মৈত্রীর পথে বিনয়ের পথে হিংসার উৎখাত ॥"

মহান্ অতীতে বাঙ্ময় হয়ে উঠিছে বর্তমানে
সুদূর স্মৃতির মধু-সৌরভ আনন্দ বহি আনে
অন্তর ভরে রভসে আস্বাদনে
মর্তের ধুলি-জল-খড়-মাটি প্রতিমাকে বিরচনে
ভারতবর্ষ জননী আত্মা ঐতিহ্য দর্শনে
বিশ্বে মূর্ত—পুরাণ কথায় কাব্য-উপাখ্যানে
ভারতী ভারত-চিন্তায় আনে অনন্ত আহ্লাদ ॥

বন্দীজীবনে মুক্ত জীবনে ভারতের পরিচয়
জহরলালের চেতনা দেখিছে নহে দেশ মৃণ্ময়—
গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-সরস্বতী
কাবেরী-প্রবাহ নর্মদা আর গোদাবরী নদীগতি
মহসিন্ধুর বক্ষে ছুটিছে অসীম মিলনে মতি—
স্রোতস্বতীর মতন চেতনা খুঁজিছে অভ্যুদয়
বিরাটের বুকে মিলাতে মিলিতে জীবনের মহাসাধ ॥

নদীতীরেতীরে কল্লোল গানে পাহাড়ে শ্যামলতায়
বনবনান্তে ভারতবর্ষ প্রকাশিত সুষমায়—
ফসলের ক্ষেতে হাসি ভাসে সুন্দর
পথে পথে ছায়া তরুরাজি মেলে প্রশান্তি-মনোহর—
জহরলালের বড় ভালো লাগে—ভরি উঠে অন্তর
দৃষ্টি ফিরিছে অনাদ্যন্ত মাধুরী অসীমতায়
—এই সুন্দর দেশ বিদেশীর শাসনে অধঃপাত ॥

জহরলালের নিকট গান্ধী হৃদয়-আকর্ষক
পৌরুষত্বে শৌর্যে কর্মে আদর্শে সার্থক
মহান্পুরুষ সত্যে শক্তিশালী—
জাতীয়-আর্তি-করুণ-নিশীথে আশার প্রদীপ জ্বালি
আশাহত প্রাণে মন্ত্রশক্তি—স্নেহকরুণায় টানি
সঞ্চার করি নব আশা সাধ জীবন উদ্বোধক
লক্ষ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ করি করে আলো সম্পাত ॥

রাজনীতি তাই নতুন প্রজ্ঞা ধর্মে সত্যাচারী
দেখে কূটনীতি হিংসাকে খুঁজে দুর্নীতি বোঝা ভারী
লণ্ডভণ্ড করি চলে সংসার—
গান্ধীর নীতি সত্যের নীতি ধর্ম-মানবতার
হিংস্র ব্রিটিশ আগ্রাস থেকে ভারতের উদ্ধার—
মনুষ্যত্বে লোককল্যাণে সত্যের অধিকারী
ভারত-আত্মা দেখে জাগৃতি আলোক-আশীর্বাদ ॥

চলিছে যুদ্ধ ব্রিটিশের সাথে স্বাধীনতা-অধিকারে
ব্রিটিশ-পীড়ন চলে অবিরাম উদ্ধত-হিংসারে
প্রচণ্ড করি বিস্তারে আলোড়নে
দম্ভস্ফীত ক্ষাত্র-স্পর্দ্ধা—হিংস্র নির্যাতনে—
শান্ত গান্ধী-দৃষ্টির আলো প্রশান্তি বিকিরণে—
অসহযোগিতা ব্রিটিশ-শাসন সাথে শুধু বারেবারে
ব্রিটিশ জাতির শুভবুদ্ধিকে জাগাইতে সদা সাধ ॥

জহরলালের বিস্ময় জাগে—রাষ্টীয় ইতিহাসে
দিগ্বিজয়ীরা রাষ্ট্রনেতারা বহুরূপে পরকাশে
বহু মতে পথে—তাহারা বিরাজমান
রক্তস্রোতের ঘোরসন্ত্রাসে সর্বদা উত্থান
গান্ধীজীবন দিল রাষ্ট্রীয় নবনীতিসন্ধান
সত্যাগ্রহে—সত্যধর্মে অহিংসা বিশ্বাসে—
চারণকণ্ঠে সেই গান ফুটে আত্মার আহ্লাদ ॥

"গতানুগতিক ইতিহাস থেকে গান্ধীজীবন ধরে
রাষ্ট্রনীতির উদার-প্রজ্ঞা পৃথিবী রূপান্তরে—
অহিংসা পথে এই নব অভিযানে
মানবাত্মার পরম প্রকাশ মানুষের কল্যাণে—
অধীনতা যেথা—সত্যাগ্রহ বিপ্লব সেইখানে
অবিনশ্বর জনশক্তিতে অহিংসা অনুসরে
খুঁজিছে সিদ্ধি—দানবী হিংস্র-উৎপাত উৎখাত ॥"

জহরলালের সকল চেতনা আনন্দে উঠে ভরি
গান্ধীজীবন কীর্ত্তন চলে দূরে দূরে সঞ্চরি—
মানস-ভ্রমণে অন্তর জাগি উঠে
কারার সকল বেদনা সহসা মধুর রভসে ফুটে
গান্ধীজীবনে জহরলালের সারা অন্তর লুটে
একাত্মতার মধু-আনন্দে দিকে দিকে পড়ে ঝরি—
চারণকণ্ঠে নিনাদিত হয় গান্ধীর সংবাদ ॥

"সাধকগণের সত্যসাধনা কোন্ সিদ্ধিকে আনে—
সত্যের পথে অহিংসাবোধ মানুষের প্রাণে প্রাণে
চেয়েছে প্রকাশ সত্য-দীপ্যমান
একটি উদয়—সত্যস্বরূপে সত্যই ভগবান—
আসুরিকতার মিথ্যাতিমিরে সেই জ্যোতি অম্লান—
সূর্য্যের মত অস্তে রয়েছে—উদয়ের ধ্যানে ধ্যানে
এ তিমির রাতি পার হতে হবে—সহি সব উৎপাত ॥

"যুদ্ধ এখন অসত্য নাশে—হিংসার বিলোপনে
অহিংসাবোধে জীবনে জীবনে জাগরণ আয়োজনে
হবে জয় হবে—সত্য-অহিংসার
জয়সঙ্গীতে কাল হতে কালে তুলে সুর ঝংকার—
সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-আবৃত এ-আঁধার
কাটিবে কাটিবে প্রাণে প্রাণে তাই আলোক-উজ্জীবনে
জাগে জীবনের আস্বাদ-রস প্রাণময় আহ্লাদ ॥

"ব্রিটিশ গিয়াছে—স্বাধীনতা হয়ে প্রকৃতই স্বাধীনতা—
যদি বুকে বুকে করুণা-কোমল-মৈত্রীতে মানবতা
বিস্তার হয়—ধর্মদ্বন্দহীন
আসে নবযুগ—বিভেদকে ভুলি প্রগতি-সম্মুখীন
দেখাবে সত্যে হিরণ কিরণে প্রশান্তিময় দিন—
উঠ জাগ চল সম্মুখে—ভুলি ধর্মীয়-বিমূঢ়তা
গান্ধীকণ্ঠে উচ্চার হয়—সত্যের জয়-নাদ ॥

"ধর্মীয় আর সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবাদিতার
অর্থবিহীন মানসিকতার নহে নহে বিস্তার
গণতান্ত্রিক অধিকার সচেতন
আত্মবিলাসে সব মানুষের একটি জাতীয় মন—
আনুক ভারতে মহাজীবনের সমুদার দর্শন
বিচ্ছিন্নতা বিভেদের থেকে প্রবুদ্ধ আত্মার
মুক্তি-স্বপ্ন সার্থক হোক—দূর হোক ভেদবাদ ॥

"দেখি জ্বলন্ত সত্যের চির-বাহক মানব প্রাণ
মানস প্রকৃতি দেব স্বারূপ্যে করি উঠে বেদগান—
সকল বিভেদ বিদূরিত হয়ে যায়
আভূমি-আকাশ সঙ্গীত-রাগরাগিণী-মূর্ছনায়
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের পারে সৃষ্টির সুষমায়—
দেবমানবের ধর্মরাজ্যে আত্মার উত্থান
ক্ষেত্র বিরচি প্রকাশিত করে অনন্ত আহ্লাদ ॥

"প্রশস্ততর জীবন চেতনা ভাগবত-বিশ্বাস—
ঈশ্বর আর মানবাত্মার ফুটে লীলা-অভিলাষ
একটি ধর্ম—সত্যের আরাধনা
বিচিত্রতায় চলে অবিরাম পূজাপাঠ-বন্দনা
সামঞ্জস্য চিরজাগ্রত খেয়ানে ঐক্যমনা
কর্মপ্রবাহে সকল চেতনা বিস্তারি উল্লাস
প্রকাশিত করে নিবিড় ঐক্য সত্যে জীবন-সাধ ॥

"বিশ্বজনীন ভাব-চেতনায় ভারত যুদ্ধ-বাণী—
অহিংসা আর সত্য-সেবায় মিথ্যা যে হানাহানি
"চোখের বদলে চোখ নেওয়া" নীতিবাদে
যুগ থেকে যুগে মানুষ মরিছে—ডুবিছে হিংসা-ফাঁদে
অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে মিথ্যা মায়ায় কাঁদে
ক্ষমতা-দম্ভে—সবার উর্দ্ধে সত্যকে সার জানি
মানুষের সেবা পরম ধর্ম—দূরে সব সংঘাত ॥"

চলিছে আত্মদর্শন যেন—জহরলালের মন
সম্মুখে দেখে গান্ধীজীবন করে আলো বরিষণ
জাগে আলোড়ন দেশের জীবন ভরি
নবদর্শন সমুজ্জীবন চলে পথ আলো করি
জহরলালের আসে জাগরণ গান্ধীর পথ ধরি
নিয়ত গমন—প্রাণশক্তিতে চেতনা-উদ্দীপন
সুখ পরশন ছড়ায় কিরণ—তিমিরের উৎখাত ॥

অন্তঃপ্রবাহী-অহিংসাবোধে মহান্ আবিষ্কার
রাজনীতি সদা ধর্মভাবের কল্যাণে সঞ্চার
জনতা-জীবনে সত্যের বরাভয়
বিস্তার করে—সত্যাগ্রহ-মন্ত্রে জ্যোতির্ময়
মহাভারতের প্রতিষ্ঠা হয় নবীন অভ্যুদয়—
জহরলালের দৃষ্টি মুগ্ধ—সন্ত্রাস হিংসার
অবসানে করে গান্ধী-সিদ্ধি নব আলো-সম্পাত ॥

যুদ্ধেযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত মানুষের অন্তরে
সত্যাগ্রহে ভারত-সাধনা আশা সঞ্চার করে—
অগণিত লোক পৃথিবীর দেশে দেশে
খুঁজে পৃথিবীকে শান্তিতে আর মৈত্রীর পরিবেশে—
গান্ধীচিন্তা-মহাসমুদ্রে সত্য চলেছে ভেসে—
সেই সত্যের অবলম্বনে নবীন জীবন ধরে
জাগে মানবতা—বিশ্বমানব অমৈত্রী উৎখাত ॥

রাষ্ট্রনীতির গান্ধী-ভাষ্যে পৃথিবীর নবপাঠ
সত্যাগ্রহ অহিংসা-প্রেমে মানবতা-সম্রাট
খুঁজে মানুষের অফুরান কল্যাণ—
অর্থনীতির শোষণমুক্ত মহামানবের প্রাণ
অধীনতা থেকে জড়তার থেকে খুঁজে নব উত্থান
স্বাবলম্বনে সৃষ্টিচিন্তা—শিল্পপণ্যে হাট
সুন্দর করে সাজায়ে পুরায় মানুষের আশা সাধ ॥

ধর্মে ধর্মে বিরোধ-ভাবনা চির-অশান্তিময়
ধর্ম-পীড়িত প্রতিক্রিয়ায় ধর্মে জনক্ষয়—
গান্ধীদৃষ্টি মানুষের কল্যাণে
সত্যধৃত অহিংসাকেই রাষ্ট্র-ভিত্তি জানে
ক্ষুদ্রস্বার্থ বিসর্জনই বৃহৎ স্বার্থ আনে—
গান্ধী-নীতির আলোকে ভারত খুঁজে প্রাণ-অক্ষয়
লোক-কল্যাণ রাষ্ট্র রচনা করে তাই মনোসাধ ॥

নিত্যধর্ম পর-উপকার—পরপীড়নেই পাপ
লোকহিত দূরে বিদ্বেষগত সংসারে সন্তাপ
সর্বজীবের প্রতি প্রাণ দয়াবান্
দেখে অনিত্য তন-ধন-জন—মৃত্যু দীপ্যমান
সর্বধ্বংসে সত্য কেবল পরার্থে যত দান—
ভোগের মোহের অন্ধ-তামসে বরি যারা অভিশাপ
করিছে বিহার—মৃত্যুতে হয় সমূলে ভস্মসাৎ ॥

পরার্থে যদি জীবন না জাগে মন যদি দয়াহীন—
পরার্থে যদি ত্যাগ-আদর্শে না হয় সম্মুখীন
সে জীবন হলো ফলহীন বৃক্ষের
মতন ব্যর্থ—অচলায়তনের স্বার্থ-বন্ধনের
কারাগারে থাকে আবদ্ধ সদা—সত্যের বৃহতের
আলোর আড়ালে পড়ে থাকে ঘরে ধূলিতলে হয় লীন—
পরম ধর্ম বৃহতের সুখে লোক-কল্যাণ সাধ ॥

সূর্য দেখিতে প্রদীপের আলো কোথা হয় প্রয়োজন—
কংগ্রেস জাগে সত্য-প্রতাপে উজল-উদ্দীপন
সৎ আদর্শে—সৎকর্মের মূলে
ধৈর্য-মানস সব শঙ্কটে শক্তি-শৌর্যে তুলে
হৃদয়ে চেতনা—আশার আলোক নিরাশা-তিমির-কূলে
আনে আশ্বাস—সত্যের বলে অসত্য বিতারণ
দুষ্কার্যের অবসানে জাগে জাতির মুক্তি-সাধ ॥

পার্থিব-বল-চিহ্ন হিংসা প্রমত্ত কৌশল
আধিপত্যের বিস্তারে খুঁজে শুধু দৈহিক বল—
অহিংসা জাগে দৈববলের বলে
মেঘাড়ম্বরে গর্জন শুধু বিদ্যুৎ নাহি জ্বলে—
সত্যের বলে অহিংসা তাই মিথ্যার হলাহলে
বজ্র-অগ্নিজ্বালার দাহনে—সত্যে সমুজ্জল
দৈববলের বিস্তারে আনে মিথ্যা অধঃপাত ॥

দুর্বুদ্ধির প্রাবল্য হেতু—অধর্মকেই বরি
ধর্মের যত মিথ্যামায়ায় স্বার্থ-সাধন করি
পাপের দম্ভ করে পথ আপনার—
তামসিকতার মোহ-মূঢ়তায় চলে কত ব্যভিচার—
আড়ালে দৈব—সূর্য দীপ্তি সত্য-অহিংসার—
বস্তু-শক্তি দম্ভে জাগিছে রাজসিক দেহ ধরি
মনশক্তির বস্তু আঘাত করে তাহা উৎখাত ॥

ব্রিটিশের খল-কুমতি-প্রবল রাক্ষস-বলে জাগে—
গান্ধী-আত্মা ভারত-আত্মা অহিংসা-অনুরাগে
সত্যবলেই রাক্ষস-বল-নাশে
মহাভারতের বক্ষে বুঝি-বা অতীত স্মরণে ভাসে
দেব-দৈত্যের যুদ্ধের স্মৃতি রাক্ষসী সন্ত্রাসে
রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা—কংগ্রেস পুরোভাগে
সত্যাগ্রহ দৈবশক্তি ঘোষি চলে ভীমনাদ ॥

জহরলালের দৃষ্টিতে ভাসে গান্ধীজীবনে দেশ
খুঁজিছে সত্য মৈত্রীতে প্রেমে সত্যের পরিবেশ
স্বাধীনতা আনি ঘটাতে যুগান্তর
সত্য-সাধক সত্যের পথে জাগ্রত অন্তর
দেখিছে সত্যে নবরাজনীতি কল্যাণে সুন্দর
ব্রিটিশ শাসন উৎখাত চাহে—ব্রিটিশকে বিদ্বেষ
নাহি করে কভু—সদা করুণায় গান্ধী-দৃষ্টিপাত ॥

ভগবান জাগে সত্যেই তাই সগুণ নির্গুণের
একটী প্রকাশে অহিংসা ধরে সচ্চিৎসত্যের
আনন্দ রূপ—রাজনীতি গান্ধীর
পৃথিবীকে বলে সত্যের পথে নববাণী ক্রান্তির
রাষ্ট্রতন্ত্র—জড়তার বুকে চৈতন্য-শক্তির
স্পন্দন আনি জাগায় বৃদ্ধি আত্মাকে বৃহতের
পরম প্রকাশে—খণ্ড স্বার্থে কোথা অমৃত-স্বাদ ॥

সত্যাগ্রহে ধর্মরক্ষা মিথ্যাকে পরিহার
গুপ্তপথের মন্ত্রণা নাই—আচরণ সদাচার
নবরাজনীতি সাত্বিক বিক্রম
আয়োজন নাই প্রতিহিংসার স্বার্থের বিভ্রম
সত্যের সাথে কর্মনীতির অভিনব সঙ্গম
করেছে রচনা—আদর্শবাদ কপটতাহীনতার
নতুন জগৎ—পরস্পরের কল্যাণে পদপাত ॥

মহাকবি জাগে গান্ধীজীবন মহাকাব্যের শ্রুতি
ভবিষ্যতের দর্পণে শোভে চিরসুন্দর দ্যুতি
সত্যশিবের শাশ্বত রূপায়ণে
কাল হতে কালে মানব-মানস আত্মিক জাগরণে
লভি আস্বাদ শ্রবণে মননে আর নিখিধ্যাসনে
দেখে সত্যের মন্ত্রসাধনে অপরাধ বিচ্যুতি
সকল পতন স্খালন বিদূরি আনে পূর্ণতা হ্লাদ ॥

সমুদ্র যথা রত্নপূর্ণ—শ্রবণ-মনন-ধ্যানে
নিধিধ্যাসনে গান্ধীজীবন সত্যপ্রজ্ঞা-জ্ঞানে
অহিংসারূপ ধর্ম-অর্থ-কাম
মোক্ষ সিদ্ধি বিতরিয়া আনে আত্মায় প্রাণারাম—
রাষ্ট্রনীতির মহান্ ভাষ্য—হিংস্রতা উদ্দাম
থামাতে জগতে লোক-মৈত্রীকে বিলায় জগৎপ্রাণে—
করুণা-মমতা-কল্যাণবোধে সংসারে নব স্বাদ ॥

মেঘ যথা নিজ দেহসম্ভূত বিদ্যুতাগ্নি তাপ
নিভায়ে শীতল করিতে পারে না—হিংসার মহাপাপ
তেমনি শান্তি নাহি করে বিতরণ—
তাই সাম-দান-ভেদ ও দণ্ডনীতি অবলম্বন
জ্যোতি সত্যের—দীপ্তিহীনতা মিথ্যার লক্ষণ—
গান্ধীজীবন ঘুচাতে জাতির সন্ত্রাস অভিশাপ
করে আচরণ সত্যের বলে মিথ্যার উৎখাত ॥

অবরোধ-ভাঙ্গা উদ্দীপনায় অন্তরে যন্ত্রণা—
জহরলালের অনুভূতি ভরি দারুণ-উন্মাদনা
ব্রিটিশ শাসন ক্ষমতায় উদ্দাম
আঘাতে আঘাতে স্বাধীনতা লাভ ভারত মনস্কাম
ব্যর্থ করিতে সুরু করি চলে সহিংস সংগ্রাম—
কংগ্রেস-নীতি অহিংসা ঘোষে—ব্রিটিশ বিড়ম্বনা
স্বৈর-দাপটে জনতা-ইচ্ছা দলি সৃজে উৎপাত ॥

মহাভারতের আশা-আকাজ্ক্ষা ধ্যান-ধারণায় জাগি—
জহরলালের সকল সত্তা গান্ধীর অনুরাগী
মহান্ পুরুষ অনন্যসাধারণ
অহিংসাপথে সত্যাগ্রহে বিপ্লব-আয়োজন
করি চলে পথ—ব্রিটিশ-হিংসা ব্যর্থ অনুক্ষণ—
ভারত-আত্মা উদয় অচলে সূর্য-আলোকে রাঙি
প্রকাশিত করে সত্যসিদ্ধি—মিথ্যারে উৎখাত ॥

উদ্বেগ আর যন্ত্রণাময় ব্রিটিশ-শাসন নাশে
সত্যাগ্রহ সর্বাঙ্গীন কল্যাণ নিয়ে আসে—
জহরলালের আলোকিত দৃষ্টিতে
স্বাধীন ভারত পরম প্রকাশে থাকে শুধু বিকশিতে—
ব্রিটিশের ক্ষয়—ভারতের জয় নব নব সৃষ্টিতে
ইতিহাস থেকে নব ইতিহাসে ঘটনা সমুদ্ভাসে
অন্তর ভরি একি আহ্লাদ জীবনের আস্বাদ ॥

ক্লান্তিবিহীন সকল সত্তা—হতাশ্বাসের পারে
গান্ধীজীবন নব ভবিষ্যে চেতনারে বিস্তারে—
গণতান্ত্রিক সমাজবাদের টানে
জহরলালের সারা অন্তরে পৃথিবীরে কাছে আনে
একটি মন্ত্র—গান্ধীজীবন সিদ্ধির উদ্‌গানে
প্রগতিমুখীন সৃষ্টিচিন্তা বিকশিত আত্মারে
প্রকাশিত করে নব নির্মাণে—নবীন সূত্রপাত ॥

মহৎ লক্ষ্যে অগ্রবর্তী জীবনের অনুভূতি—
স্বাধীনতা-রণে প্রাণশক্তিকে গান্ধী-চিন্তাদ্যুতি
জাগাইয়া দেয়—আলোকিত করে পথ
জয়পরাজয়ে মহাপুরুষের অচল অটল মত
সত্যে প্রেমেতে অহিংসাবোধে জাগে হিমালয়বৎ
জহরলালের সকল চেতনা খুঁজিছে জীবনাহুতি
দেশজননীর চরণতীর্থে লভিতে শান্তিস্বাদ ॥

মহাভারতের জাতীয় জীবনে কংগ্রেস বাণী ঘোষে
স্বাধীনতা চাহি—ব্রিটিশ তখন ক্ষিপ্ত উগ্ররোষে
গান্ধী-আজাদ-প্যাটেল-জহরলাল
বন্দীজীবনে বছরের পর বছর কাটায় কাল—
সেই দুর্দ্দিনে ধরেছে জাতির ভাগ্যতরীর হাল
গান্ধী-সিদ্ধি—অমিয়-শান্তি অন্তর পরিতোষে
দুখের আগুনে পুড়েও জাতির বাড়ে স্বাধীনতাসাধ ॥

ধৈর্য-সাহস আর কৃচ্ছতা করে চলে পরাভব—
রাজনীতিগত সব সঙ্কট—সার্থক বিপ্লব
সেই পথে আসে সহিয়া বিপর্যয়
সত্যের পথে সত্যের বলে লক্ষ্যে সুনির্ভয়
যদি চলে তবে জাতির জীবনে প্রকাশে অভ্যুদয়—
প্রাণিক সত্তা বিস্তার করে ঐতিহ্য-গৌরব
জাতিরে রক্ষা করি চলে সদা—দিকে দিকে জয়নাদ ॥

জহরলালের অন্তর হয় সে নাদে সম্মুখর
চোখের উপরে প্রদীপ্ত হয় গান্ধী-যুগান্তর—
ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে
সত্যাগ্রহ অহিংসা পথে সিদ্ধিকে পরিণামে
নিয়ে আসে—শেষে হিংস্র ব্রিটিশ শাসন শোষণ থামে
গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে সত্যের সুন্দর
কল্যাণরূপ প্রকাশিত হয়—দিকে দিকে আহ্লাদ ॥

বিবর্তনের ইতিহাসে যেন গান্ধীর সাধনাকে
সিদ্ধি বিতরি জাগায় ভারত-শাশ্বত আত্মাকে
পরবশতার অবসান শুধু নহে—
গান্ধীজীবন আগামী দিনের দিব্যবার্তা কহে
সমাজ-দেহের নবজাগরণে—চলে মিথ্যারে দহে
ব্রিটিশ-শাসন পাথরের মত জড়ীভূত পড়ি থাকে—
সত্যসিদ্ধি করে দিকে দিকে মিথ্যাকে উৎখাত ॥

ছিন্নমস্তা-বুদ্ধিতে করে মানুষ রক্ত পান
ধনার্জনের উদগ্র-লোভে দেশে দেশে অভিযান
মানবসত্তা রবি নেয় অধোগতি
দিকে দিকে যেন হিংস্র-মানুষ ভয়াবহ-দুর্গতি—
মানবতাহীন—মানব-সমাজে বহি চলে ভোগবতী
কলঙ্ককর ইতিহাস রচি—করি চলে খান খান
সংযম আর নীতি-বিধানের সামাজিকতার বাঁধ ॥

আদর্শ নিয়ে মরণ বরণ নহে নহে বিচ্যুতি—
সমুখে গান্ধী-আদর্শ মেলে হিরণকিরণ দ্যুতি—
সাম্রাজ্যিক যুদ্ধের পথে পথে
কোথায় শান্তি—কোথায় সৃষ্টি ইতিহাস এ-জগতে—
এবার সৃষ্টি অহিংসা আর সত্যকর্মরথে
জহরলালের মন বলে উঠে—জাগ্রত অনুভূতি
গান্ধীর পথে ভারত মুক্তি অধীনতা উৎপাত ॥

নতুন দিনের আলোক-উদয় উজ্জ্বল দেশময়—
মোহমুক্তিতে নবজাগরণে প্রাণ জাগে নির্ভয়
সত্যাগ্রহে—আত্মার অবিরাম
আত্মশক্তি অভ্যুদয়ের চেতনায় উদ্দাম—
একি মাহাত্ম্য দেশকে মাতায় অহিংস সংগ্রাম—
বন্ধনহারা ঝর্ণার জল—যুগ যুগ সঞ্চয়
হৃদয় মুক্ত—ছুটে সম্মুখে ঘোষি ভৈরব নাদ ॥

সাম্যন্যায়ের ভিত্তিতে খুঁজি মানুষের নব মান
গান্ধীচিন্তা রাষ্ট্রের করে নবরূপ সন্ধান—
পৃথিবীকে বলে—হিংসার শেষ নাই
সবার উপরে মানুষ সত্য শুনহ মানুষ ভাই—
সার্বজনীন মৈত্রীর পথে ধর্ম ঐক্য চাই—
সমন্বয়ের তীর্থভূমিতে সবভেদ অবসান—
জহরলালের অন্তর শুনে সত্যের গীতনাদ ॥

মনশ্চক্ষু ছায়ার মতন দেখিছে অনেক দূর—
বিচারমুখীন জিজ্ঞাসা কত—পথ কত বন্ধুর
সহজ সরল গান্ধীর চিন্তায়
আলোকিত হয়ে বিস্তার করে চেতনায় চেতনায়
ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় সত্য-অহিংসায়
নবযুগোদয়—দিকে দিকে উঠে শান্তির গীতিসুর
সত্যাগ্রহে মানবতাবোধে জীবনের আস্বাদ ॥
জহরলালের জীবন-দৃষ্টি দেখিছে শক্তিধর
দিগ্বিজয়ীর আসন শূন্য ধ্বংসে নিরন্তর—
সত্য কেবল কল্যাণকামী-প্রাণ
মানুষের প্রেমে মানুষের হিতে লভিলে আত্মজ্ঞান
স্বার্থতন্ত্রী রাজনীতি-যুগ—ঘোষি তাই অবসান
গান্ধী-সাধনা পৃথিবীকে করা শাশ্বত-সুন্দর
যজ্ঞক্ষেত্র স্বাধীন ভারত আনে সে সিদ্ধিস্বাদ ॥

তামসিকতার ইন্দ্রজালেই ব্যাপ্তি নিষ্ঠুরতা—
সমন্বয়ের সূত্র ছিঁড়িয়া বরি চলে মূর্খতা
মানব-প্রজ্ঞা ডুবিছে অন্ধকারে—
কোথা অনন্ত-দৃষ্টি-আত্মা—মিথ্যার কারাগারে
লুপ্ত করিছে সদা আপনারে পরাজয়ে বারে বারে—
ইতিহাসে লেখা মানব-নিধনে মানুষের জয়কথা
শত কাহিনীতে—পৃথিবী খুঁজিছে মুক্তির সংবাদ।
ভারত যুদ্ধে গান্ধী ঘোষিছে সত্য সম্মুখীন
হয়ে চেয়ে দেখ অহিংসা আনে পৃথিবীতে নবদিন—
জহরলালের জাগে উল্লাসে মন
গান্ধীর কাছে নিঃশেষে হয় আত্ম-সমর্পণ—
গান্ধী-শিষ্য জহরলালের আত্মার জাগরণ
জনতা-জীবনে আনে আলোড়ন চিত্ত ভাবনাহীন—
মন্ত্রসাধন অথবা মরণ দিকে দিকে উঠে নাদ ॥

স্বদেশ-প্রেমের অগ্নিচ্ছটা আলোকিত করে পথ—
বিস্ময়ে দেখে গান্ধীজীবনে বিকাশে ভবিষ্যৎ
জাতীয়মন্ত্রে বাঁধন অধীনতার
মুক্ত করিতে সত্য-উদার—শক্তি অহিংসার
প্রকাশিত হয়—ব্রিটিশ-হিংসা-দুর্গকে চুরমার
করি জাগে যেন দুর্নিরীক্ষ্য দৈবীবজ্রবৎ—
বিস্ময়কর জহরলালের অন্তরে অভিঘাত ॥

তড়িৎ-প্রবাহে স্পন্দিত হয়ে জেগে উঠে জনমন—
গান্ধীকে ঘেরি ভারত-জীবনে দিকে দিকে জাগরণ—
অভূতপূর্ব জাতীয় উন্মাদনা
সত্যাগ্রহ-বিস্তারে জাগে দারুণ উদ্দীপনা—
অহিংসা আর সত্যে গান্ধী সদা অনন্যমনা
জাতীয়তাবাদী ভাববিস্তারে স্বাদেশিক আয়োজন
ভারতবর্ষে বিস্তারি চলে স্বাধীনতা মনোসাধ ॥

সমাজ-ধর্ম-রাজ-নীতিবোধে বিশ্বের কল্যাণ
পুরোভাগে রাখি গান্ধীজীবন করি চলে নির্মাণ
মহাভারতকে কর্মক্ষেত্র জানি
স্বদেশ-চিন্তা মানুষের হিত বিশ্বমৈত্রী বাণী
দেখাইছে পথ—প্রেম-বন্ধনে থামাইয়া হানাহানি
খুঁজিছে ভারতে মহাজীবনের বিশ্বমিত্র প্রাণ—
সাম্প্রদায়িক সহযোগিতায় বিরোধের উৎখাত ॥

শক্তিশুল্কে স্বাধীনতা আসে—রক্ষিতে স্বাধীনতা
সেই শক্তির শুল্কেই জাতি বরণে সার্থকতা—
ইতিহাস থেকে ইতিহাসে সোচ্চার
এ মহাসত্য—গান্ধী সিদ্ধি সত্য অহিংসার
পুরোভাগে সেই পৌরুষ জাগে শক্তিতে আত্মার—
জাতির জীবনে স্বদেশ প্রেমের সীমাহীন আকুলতা
বিতরে জাতির সঙ্কল্পের চিরজয়-আহ্লাদ ॥

চিরকাল ধরি অস্ত্রে অস্ত্রে যুদ্ধ উন্মাদনা—
অহিংসা পথে ভারতে জেগেছে আত্ম-উদ্দীপনা
স্বাধীনতা চেয়ে যুদ্ধ-অহিংসায়
দুঃশাসনের যত দুরাচার স্পর্দ্ধিত অন্যায়—
অহিংসা ন্যায়ে প্রতিষ্ঠা করি দূরি সেই হীনতায়
খুঁজি স্বাধীনতা—ভারতজীবনে সত্য-সঞ্চারণা—
মিথ্যার থেকে মুক্তিতে চাই শান্তির আস্বাদ ॥

দৈববাণীর মতন ধ্বনিতে জহরলালের প্রাণে
গান্ধীজীবন আনে আলোড়ন নব নব অভিযানে
মহাসংগ্রামী সংগ্রাম সুরু করে
চলে সম্মুখে লক্ষ্যের ধ্রুবতারকার আলো ঝরে
পথে পথে সদা—গান্ধী সত্য-অহিংসা নির্ভরে
জাগিছে আত্মা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা সন্ধানে
দিকদিগন্তে তুলে উল্লাস ভৈরবভেরী নাদ ॥

ইতি গান্ধীজীবন মহাকাব্যে গান্ধী-শিষ্য জহরলাল নামীয় নবম সর্গ ॥

সূর্য যেমন নীরবে আলোক করি চলে সম্পাত
অগ্নি যেমন সবকিছু করে নীরবে ভস্মসাৎ—
তেমনি সত্য আপনার তেজোতাপে
গান্ধী-আত্মা করে দর্শন ধ্বংস সর্বপাপে
আপনাতে জাগে সমূহ বিলয়ে ডুবে যায় অভিশাপে—
সত্য পরম ভাস্বর-জ্যোতি—সীমাহীন আহ্লাদ
সৃষ্টির বুকে প্রবাহিত করি বিকাশে ঐশীসাধ ॥

চরমে সিদ্ধি—আত্মার আলো করিছে দীপ্যমান
সাধনার পথে সে-আলো-প্রবাহ আত্মায় বেগবান—
সিদ্ধি-সাধনা চিরআনন্দ বুকে
করিছে বিকাশ চিরশান্তির স্বতঃস্ফূর্ত সুখে
মন তেজোময়—নিস্তেজ নয় কভু পরাজয় দুখে
সাহসে বীর্যে সত্যদীপ্তি করে ভীতি অবসান
পরাজয় থেকে জয়ের পথেই চলে তাই পদপাত ॥

সকল চিন্তা কর্ম ঐক্য সঙ্গীত একতানে
বাক্যে আচারে ব্যবহারে সদা সঙ্গতি বহি আনে—
সকল সাধনা সত্য অহিংসার
জীবন-বীণার তারে তারে তুলে সঙ্গীত ঝঙ্কার
জয়ে পরাজয়ে স্থিতপ্রাজ্ঞতা শান্তি নির্বিকার—
সর্বসেবার সাধনাতে তাই কর্ম অনুষ্ঠানে
ঈশ্বরমুখী চিন্তার রস অন্তরে আস্বাদ ॥

শাস্ত্রসিন্ধু মথিত করেই উত্থিত গীতামৃত—
সার্বভৌম প্রজ্ঞাতত্ত্ব প্রকাশিত ব্যপ্তিত—
তর্কের শেষে পরম সত্য জ্ঞান
শ্রবণ-মনন-নিধিধ্যাসনে অনুভবে বহমান—
অনাদিপ্রবাহ বর্তমানের সীমানায় তুলে গান
ভবিষ্যতের বুকে সেই গান সীমাহীনে ঝঙ্কৃত
সত্যপূজায় পরমানন্দ আত্মার আহ্লাদ ॥

ক্ষণভঙ্গুর সুখের আলোয় সংসার দুখে ভরা—
দুঃখহানির অমৃত পাথেয় দৃপ্ত উজল করা
গীতার তত্ত্বে বেদান্ত দর্শন
বেদোপনিষদ-বস্তুসত্তা করে জ্যোতি বিকিরণ—
সমন্বয়ের তীর্থক্ষেত্রে বহুর সম্মিলন—
বিদ্যা সহায়ে অমরত্বের নিত্য অমৃত-ক্ষরা
সিদ্ধির বলে যাহা অবিদ্যা সেই তমঃ উৎখাত ॥

গান্ধীচেতনা গীতামৃতের অমৃত পরশ নিয়া
দেখে সত্যেই বিশ্বসৃষ্টি রয়েছে উজ্জীবিয়া
যোগের সহায়ে কর্মের সন্ন্যাস
আনে বিমুক্তি ছিন্ন সকল সংশয়-নাগপাশ
সকল ভূতের আত্মা সহিত আত্মার অধিবাস—
কর্মধর্ম—কর্মফলের আকাঙ্খাহীন হিয়া
মেলে সত্যেই জীবন-দৃষ্টি দিকে দিকে আলোপাত ॥

সত্যে নিরত সত্যে তৃপ্ত সত্যেই ভগবান
সত্যসেবায় সকল কর্ম সদাই অনুষ্ঠান—
কর্মযজ্ঞ—সকল ভূতের হিতে
সমচিত্তের সমন্বয়ের সম্বোধি আলোকিতে
থাকে চেতনাকে—কর্মযোগের অনুষ্ঠানেই চিতে
কর্মশক্তি উৎসের মত হয়ে চলে বহমান
সর্বসমর্পণের প্রজ্ঞা চেতনার আস্বাদ ॥

পরমবস্তু সত্যের রূপ সত্যই আরাধনা—
অনাসক্তিতে কর্মসাধন—স্বার্থ-উন্মাদনা
নাই কোন খানে—আসক্তি পরিহারে
লুপ্ত সিদ্ধি-অসিদ্ধি জ্ঞান সমত্ব আত্মারে
রাখে যোগস্থ—সত্যাগ্রহী কর্মের অধিকারে
কর্মযজ্ঞে আহুতি প্রদানে সদা সাত্বিকমনা
কর্তব্যের বুদ্ধিতে সদা কর্মে দৃষ্টি পাত ॥

উদ্দেশ্যহীন কর্মসাধন—নহে নহে মনে জানি
ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্খাহীন ঘোষে অন্তরবাণী
অনাসক্তিতে নিষ্কাম কর্মের
সাধনে জীবন সমর্পণেই ভাগবত-যজ্ঞের
মন্ত্রের পাঠ—সমদৃষ্টিতে পূজা সদাসত্যের
জ্ঞান অগ্নিতে দগ্ধ কর্ম সত্যের পূজা মানি
আসক্তিহীন অভিমানহীন কর্মসাধনে সাধ ॥

জগতের হিতে সর্বকর্ম—ত্রিতাপ-উন্মূলনে
ঈশ্বরবোধে ভাবিত জীবন সত্যের জাগরণে
জাগরিত থাকে—দেখে হিংস্রতা ছাড়া
লোককল্যাণে সৃষ্টির বুকে ছুটে অমৃতের ধারা
হিংসা-আসুরি-বুদ্ধি নাশনে—অমঙ্গলের কারা
মুক্ত করিতে যুগে যুগে তাই সত্য-উজ্জীবনে
পরম সত্য প্রকাশিত হয়—পাপ করে উৎখাত ॥

স্বাধীন ভারত সত্য-ভিত্তি গান্ধীর ধ্যানে ভাসে
ব্রিটিশ কেবল ক্ষমতা খুঁজিছে শাসনের সন্ত্রাসে—
কোথা সত্যের গৌরব অধিকার
কোথায় শান্তি বৃদ্ধি-সাধন নিয়ত অত্যাচার
কোটি কোটি মূক জনস্বার্থকে করি তাই চুরমার—
ব্রিটিশ-শাসন খুঁজে রাজত্ব হিংস্রতা-উল্লাসে
গান্ধী-চিন্তা দূর হতে দূরে করিছে দৃষ্টিপাত ॥

দেশে অশান্তি—সেই অশান্তি ব্রিটিশ বৃদ্ধি করে
প্রাথমিক গোল টেবিলে এদিকে নানা সমস্যা ভরে—
উদারনীতিক প্রতিনিধিগণ দেখে
স্বার্থতন্ত্রী-কূটনীতি চালে কণ্ঠ চলেছে হেঁকে
শতদাবী-দাওয়া—সাম্প্রদায়িক স্বার্থের লেখা থেকে
নানান্ ভাষ্য বৈঠকে আসে—রুদ্র স্বরূপ ধরে—
বৈঠকে তাই দেখে ফলহীন—পূর্ণ ব্রিটিশ সাধ ॥

এই বৈঠকে কংগ্রেস নাই—কংগ্রেস সংগ্রামে
অহিংসাবাদী-আইন অমান্যে স্বরাজ-মনস্কামে
অসহযোগিতা চালায় মৃত্যুপণ—
ব্রিটিশ চালায় দমন নীতিতে অশেষ নির্যাতন—
কারাগারে সব নেতৃবৃন্দ—তবুও আন্দোলন
আপনার বেগে চলিছে আপনি—কিছুতেই নাহি থামে
দমন-নীতিকে ব্যর্থ করেই ভারতের ভেরীনাদ ॥

উদারনীতিক নেতৃবৃন্দ বড়লাটে শেষে বলে—
গান্ধীর সাথে আপোষ ব্যতীত থামিবে আগুন জ্বলে
গান্ধী-ব্যতীত গোলটেবিলের গতি
ব্যর্থ এবং অর্থবিহীন—সারা ভারতের মতি
গান্ধী-চালিত কংগ্রেসে খুঁজে চিরদিন অনুরতি—
সে কারণে দেশে ঘোর অশান্তি সত্যাগ্রহ চলে
গান্ধী ব্যতীত সঙ্কট কভু নাহি হবে উৎখাত ॥

দমননীতির ব্যর্থতা লেখা দিকে দিকে উঠে ভরি
পরিশেষে চলে ব্রিটিশ-শক্তি কুটনীতি পথ ধরি—
প্রতিনিধি আসে গান্ধী সকাশে শেষে
অস্ত্রশক্তি গেল পরিশেষে অহিংসাতেই ভেসে
গান্ধীর সাথে আপোষের পথে মিলিল ব্রিটিশ এসে
গোল টেবিলের বৈঠকে কথা আসে প্রস্তাব করি
সেই বৈঠকে শাসনাধিকার আলাপে ব্রিটিশ সাধ ॥

লর্ড আরউইন আপোষ ইচ্ছা প্রচারিয়া অবশেষে—
'কংগ্রেস সাথে সন্ধি ভিত্তি শান্তির পরিবেশে
চুক্তি সাধন'—যুদ্ধ সমাপ্তিতে
চুক্তি সর্তে আরম্ভ হলো বন্দী মুক্তি দিতে
অধিকার পেল দেশ নদীতীরে লবণ প্রস্তুতিতে—
জাতির মানস-আকাশে উঠিল নতুন আশায় ভেসে
শান্তিপূর্ণ সহযোগ পথে স্বরাজের নব সাধ ॥

অর্ডিন্যান্স যত উঠায়ে নিতেই সরকার রাজি হয়
শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করা বে-আইনি কর্ম নয়
হইল ঘোষণা—সমুদ্রতীরবাসী
লবণ তৈরী-স্বাধীনতা পেল—বাজারে বিকাবে আসি
যতটুকু পারে বহন করিতে—জনগণ মুখে হাসি
শান্তিপূর্ণ অসহযোগের জয়ে গান্ধীর জয়
ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র দেখিল থেমে গেল সংঘাত ॥

গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে—স্বাধীনতা ঘোষণার
সঙ্কল্পের সংশোধনেই ব্রিটিশের অধিকার
স্বীকৃতি দানে স্বায়ত্ত-শাসনের
অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এল জাতীয় কংগ্রেসের
পশ্চাৎ ফেরা—স্বাধীনতা-দাবী জাতীয় আদর্শের
সিদ্ধান্তের পরিবর্তনে—প্রতিবাদ সোচ্চার
বামপন্থীর এক সাধ আর কংগ্রেস আর সাধ ॥

গান্ধী দৃষ্টি—কোথায় আলোক দৃপ্ত-অসীম পানে
সন্ধান করে কোথায় আলোক তিমিরের অবসানে—
গান্ধী-আত্মা দেখি ঘোর-বিপ্লবে
ভগৎ সিংহ বটুক দত্ত ভৈরব-ভেরী-রবে
প্রাণ বিনিময়ে স্বদেশের পূজা—করি চলে গৌরবে—
সন্ত্রাস পথে ভারতের বুকে হিংস্রতা টানি আনে—
গান্ধী-আত্মা শ্মশানে জাগিছে আলোকের করি সাধ।।

সমুখে তিমির—গান্ধী-আত্মা করে আলো সন্ধান
ভারতবর্ষে জাগাতে জীবন অহিংসাময় প্রাণ—
দেশাত্মবোধে বিপুল উদ্দীপনা
সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত অস্ত্র-উদাত্ত ঝন্ ঝনা—
তরুণ জীবন বিস্ময়কর হয়ে অনন্যমনা
চলিছে আত্মবলিদানে সুখে—স্বাধীনতা করি ধ্যান
আত্মত্যাগের অগ্নিতে করে নিজেরে ভস্মসাৎ ॥

বিশ্বমানব বিস্ময়ে দেখে পৃথিবীর ইতিহাসে—
হিংসার সাথে অহিংসাবাদী যুদ্ধের অভিলাষে
ভারত-আত্মা গান্ধী-জীবনে জাগে
ব্রিটিশের সাথে অসহযোগেও মৈত্রীর অনুরাগে
ব্রিটিশ জাতিরে বিদ্বেষ নহে—প্রেম রাখে পুরোভাগে
সত্যের 'পর দৃঢ় বিশ্বাসে জীবন বিকাশ-আশে
সকল দ্বন্দ্বে যবনিকা টানি করে মিলনের সাধ ॥

রোগ-শয্যায় ক্লিষ্ট-কাতর মতিলাল প্রাণভরি
অনুভব করে দেশের সকল কষ্টকে দূর করি
অন্তরময় দেশ-প্রেম আগ্নেয়—
সামনে করাচী কংগ্রেস আসে—গান্ধী অপরাজেয়
এবার প্রচারি জাতীয় জীবনে গ্রহণীয় চির শ্রেয়
জাতীয় লক্ষ্য—বিশ্বের চোখে আদর্শ জ্যোতি-ধরি
ভারত সাধনা—জাতীয় মুক্তি অধীনতা উৎখাত ॥

অতীতের দিকে চোখ পড়িলেই চোখে ভাসে সেই দিন
জাতির সেবায় গান্ধীর ডাকে ভারত প্রদক্ষিণ—
আজিকে শিয়রে মৃত্যু দাঁড়ায়ে আছে
শিয়রে গান্ধী গীতা পাঠে রত—হৃদয়ের অতি কাছে
স্বদেশ আজিকে পরম সত্য—উচ্ছল প্রাণ নীচে
গান্ধী-আরুইন চুক্তির মূলে ভারত সম্মুখীন
আসে সেইদিন স্বাধীন ভারতে আত্মার আস্বাদ ॥

মনের মধ্যে এ কোন মানুষ কথা শুধু বলি চলে—
দেহের সকল যন্ত্রণা-দুখ পুলক-আগুনে জ্বলে
অনুভূতি ভরি একি আনন্দ-সুখ
ঘুচিবে জাতির সকল আর্তি—স্বাধীনতাবোধে বুক
দীপ্ত-পুলকে পুলকাঞ্চিত—রোগের সকল দুখ
পশ্চাতে রাখি জাগে মতিলাল গৌরবে মনোবলে
গান্ধী-আরউইন যুদ্ধবিরতি আশাময় সংবাদ ॥

"তবু মনে হয় এখনো রয়েছে লক্ষ্য অনেক দূর
স্বাধীন ভারত সৃষ্টির পথে ইহা নব অঙ্কুর
রোপিত হইল—যুদ্ধবিরতি নয়
কংগ্রেস বরে সত্যাগ্রহে সত্যের বরাভয়
পরম বিজয়—ভারতযুদ্ধে ভারতের হলো জয়"—
রোগ-কাতরতা জয় করি জাগে মতিলাল ভরপুর
স্বদেশ প্রেমের অগ্নিবীর্যে—সুদূরে দৃষ্টিপাত ॥

"আসে সংকট-ঝঞ্ঝাবর্ত তরঙ্গ সঙ্কুল
বিক্ষুব্ধ স্রোত দেশের বক্ষে—নহে নহে দেখি ভুল
পার হয়ে সেই প্রতিকূল পরিবেশ
স্বাধীন জাতির মর্যাদা পায় পরাধীন এই দেশ—
ব্রিটিশ শাসনে পীড়িত ভারত লুপ্ত সকল ক্লেশ
সব প্রতিকূল অবস্থা দলি—জাতীয় লক্ষ্যমূল
শুধু স্বাধীনতা"—মতিলাল বলে দেখি সে আলোকপাত ॥

গান্ধী মুগ্ধ—মৃত্যুর ছায়া যতই প্রকটি উঠে
স্বস্তির সুখে—ভীতিহীন বোধে মতিলাল মুখে ফুটে
"সাজাও আমারে সব থেকে ভালো সাজে"
সান্ত্বনা বাণী গান্ধী কণ্ঠে "পোষাক বদল কাজে
কষ্ট হইবে"—মতিলাল বলে—"মৃত্যুলোকের মাঝে
যেতে নাহি ভয়—ভাবনাবিহীন সাহস বক্ষে লুটে
ভাল পোষাকেই সাজিয়া যাইতে অন্তরে জাগে সাধ ॥"

শিয়রে মৃত্যু—মতিলাল বলে গান্ধীজী উদ্দেশে
"মহাত্মা আমি চলিতেছি—জানি স্বরাজ আসিবে দেশে
দুটি চোখে ছায় মৃত্যু-অন্ধকার—
তবু অনুভূতি দেখে স্বরাজের আলোময় পারাবার—"
বলে তারপর অতি ধীরে ধীরে "বিশ্বাসে আত্মার
জেনেছি সত্য ভারতে স্বরাজ—অধীনতা যাবে ভেসে"
স্বরাজ স্বপ্নে মতিলাল করে শেষ নিঃশ্বাস পাত ॥

তরুণ হৃদয়ে অসন্তোষের এদিকে আগুন জ্বলে
দূরে নওজওয়ান সম্মেলনের আওয়াজ সেকথা বলে—
গান্ধী-দৃষ্টি অন্তরে অন্তরে
দেখে উজ্জ্বল—সন্ত্রাসবাদী হিংস্রতা পথ ধরে
মুক্তি-পাগল ফাঁসির মঞ্চে আত্মনিধন করে
অহিংসা থেকে হিংসার পথে বামপন্থীরা চলে—
গান্ধীসাধনা নাশন-যজ্ঞে হিংস্রতা উন্মাদ ॥

স্বাধীনতা পথ—নহে নহে ইহা কোথা জনতার সাড়া
রাজনৈতিক ইতিহাসে ভাসে ফেনিল রক্তধারা
সর্বনাশনে—কোথা বিস্ময়কর
আত্মার আলো সত্য দীপ্ত শাশ্বত-সুন্দর—
আত্মশক্তি নিশান উড়ায়ে সৃষ্টি যুগান্তর
কোথায় সাধনা—রক্তের বুকে রক্তের ধারা হারা
হিংসার ফলে হিংস্রতা শুধু সৃজি চলে উৎপাত ॥

অন্তরে কোথা সে মহা আলোক—কোথায় সত্য শ্রুতি
ঘনঘোর নভে খেলে খেলে যায় ঘোর বিদ্যুৎ-দ্যুতি—
করাচীর পথে কালোপতাকায় চলে—
'গান্ধী-নিপাত" সেই সাথে 'নও-জওয়ানেরা' কালো ফুলে
উচ্চার করে "গান্ধী পালাও"—ইষ্টক কেউ তুলে
নিক্ষেপ করে—হিংসামুখীন সন্ত্রাস অনুভূতি—
উচ্চার করে গান্ধী-আরউইন চুক্তির প্রতিবাদ ॥

সত্যের পথ—অহিংসাপথ বরবাদ উঠে ধ্বনি—
গান্ধী তখন উচ্চার করে—হিংসার রণরণি
দেখি সম্মুখে—"গান্ধী মরিতে পারে
গান্ধী-সাধনা অবিনশ্বর সত্য-অহিংসারে
ধ্বংস করার শক্তি কোথায় ?"—এদিকেতে চিৎকারে
নওজওয়ানের কণ্ঠে মুখর—"চুক্তিকে ধিক গণি
আইন অমান্য বন্ধ করাই হয়েছে আত্মঘাত ॥"

ব্রিটিশের সাথে অসম্পর্ক—পূর্ণ স্বাধীনতার
দাবী দিকে দিকে ভারতাত্মার শাশ্বত-অধিকার
দীপ্ত ঘোষণা—স্বাধীনতা স্বাধীনতা
গান্ধী-আত্মা আত্মমগ্ন—অনন্ত নীরবতা
সমাচ্ছন্ন—দৃষ্টি সমুখে বিস্তার অসীমতা—
অনুভূতিময় জিজ্ঞাসা শুধু কোথা শেষ হিংসার
কেন প্রাণবলি হিংসার পথে আসে শুধু সংঘাত ॥

ব্রিটিশ-শাসন চুক্তি শর্ত কোথায় পালন করে—
চুক্তিভঙ্গে দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ রূপ ধরে—
গান্ধী দেখিছে অবৈধ-আচরণ
করিছে ব্রিটিশ তবু বিনয়েতে করে শেষে নিবেদন
চুক্তি পালিতে উইলিংডন করেন সম্পাদন
আবার চুক্তি—পুনঃ প্রাদেশিক সরকার আসে সরে—
চুক্তি শর্ত পালনের থেকে—পুনঃ উঠে প্রতিবাদ ॥

গান্ধী-আরউইন সন্ধিশর্তে কংগ্রেস সম্মতি
কামনা করেই প্রথমে ঘোষিত হয়েছে গান্ধীমতি—
করাচীতে তাই কংগ্রেস আয়োজন
সেখানেতে শুরু জাতীয় ইচ্ছা প্রকাশে সম্মিলন
সাময়িক ভাবে বন্ধ এখন ভারত-ব্রিটিশ রণ
কংগ্রেসে হলে গৃহীত চুক্তি তবেই বিরতি গতি
স্থগিত-যুদ্ধ—তখন জনতা জানাবে জাতীয়সাধ ॥

বীর সর্দার বল্লভভাই সভাপতি কংগ্রেসে—
করাচীতে মিলে সারাভারতের প্রতিনিধিগণ এসে
এই করাচীর কংগ্রেসে সোচ্চার
স্বাধীনতন্ত্রী জাতীয় বিধান মৌলিক অধিকার
গোল টেবিলেতে একক ভূমিকা হইল মহাত্মার
—মহাত্মা দেশ মহাত্মা জাতি স্বদেশ ও পরদেশে
এক প্রতিনিধি গান্ধী কেবল—দিকে দিকে জয়নাদ ॥

করাচীর বুকে দৃশ্য ভীষণ—বামপন্থীরা জাগে
নওজোয়ানের গর্জন উঠে—আদর্শ পুরোভাগে
স্বাধীনতা পথে প্রয়োজন যদি হয়—
হিংসার পথে স্বাধীনতা-লাভ অশ্রেয় নয় নয়—
গান্ধী-আত্মা ধ্যান নিমগ্ন—খুঁজিছে অভ্যুদয়
অহিংসা পথে—শিব-সুন্দর-সত্য-কিরণ-রাগে—
তিমির বিদূরি ঘোর সংকট করি চলে উৎখাত ॥

হিংসা জাগাতে ব্রিটিশ-শাসন চুক্তি ভাঙ্গিয়া চলে
দেশে জনমনে ব্রিটিশ বিরোধী হিংসা আগুন জ্বলে—
তরুণ মনের অসন্তোষের জ্বালা
ব্রিটিশ-শাসন-জ্বালাতে ছুটিছে লাভাপ্রবাহের ঢালা—
সন্ত্রাসবাদী-কার্যকলাপে রক্ত দৃশ্য আলা—
ব্রিটিশ তখন জাতীয়জীবন নিপীড়ন বলে দলে
ফাঁসির মঞ্চে কারাগারে উঠে ভারতের জয়নাদ ॥

গান্ধী-আত্মা সত্যকে খুঁজে—কোন্ পথ কোন্ পথ
সত্যাগ্রহ সমুখে মূর্ত—অহিংসা দাবী সৎ
বিশ্বমূর্তি জাগিছে প্রকট করি
গান্ধীজীবনে সত্য আলোকে—সত্যের রূপ ধরি—
গান্ধীকণ্ঠে উচ্চার হয়—হিংসাকে পরিহরি
অহিংসা পথে স্বাধীনতা চাই—জাতির কর্মরথ
সত্যাগ্রহে চলুক সমুখে—হিংস্রতা উৎখাত ॥

কেন অহিংসা ? গান্ধী-আত্মা সেই উত্তরে শুনে
হিংসার বিষে হিংসা বৃদ্ধি—হিংসার শর তূণে—
নব সংগ্রাম সত্যাশ্রয়ে চলে
সত্যাগ্রহী প্রকাশ্য পথে সত্যাধিকার বলে
হিংস্রতাময় শাসন-শোষণ শ্মশান-বহ্নি জ্বলে—
সত্যাশ্রয়ী ধৈর্য-সাহসে আত্মার রামধুনে
আত্মা-আরাম সঙ্গীত-সুরে শুনে অহিংসা-নাদ ॥

যদি করাচীতে গান্ধী-বিরোধী হস্তে গান্ধী মরে
করাচীর মাটি ধূলি-কণিকায় গান্ধীজীবন ভরে
অহিংসাবাদী-সত্য অনির্বাণ
জ্বালায় আলোক—আনি অহিংসা হিংসার অবসান—
গান্ধী আত্মা—সত্য-ধেয়ানে শুনে আত্মার গান—
অহিংসাবোধে হিংস্রতা সদা চলিছে রূপান্তরে
সত্যাশ্রয়ী-জীবনে মরণে অহিংসাতেই সাধ ॥

কোথায় আলোক ? গোল টেবিলের বৈঠকে যোগদিলে
সহযোগিতার শান্তির পথে ভারত-ব্রিটিশ মিলে
সত্য স্বীকারে পাবে কি খুঁজিয়া পথ ?
সম্মুখে শুধু ব্যাপ্ত রয়েছে অজানা ভবিষ্যৎ—
তবু সহযোগে মৈত্রী-মানসে চলিতে গান্ধীমত—
বৈরীতা নয়—সহযোগগত-শক্তি সঞ্চারিলে
যদি ব্রিটিশের ভ্রান্তদৃষ্টি হয়ে যায় উৎখাত ॥

অন্ধ হিংসা-বিবরেতে পাপ—পাপে আসে হিংস্রতা—
সে পাপ দূরিতে চাই সত্যের আলোক ভাস্বরতা
সত্য-আলোকে সৃষ্টির প্রাণবল
তাই বনবুকে মর্মর ধ্বনি—বায়ু নহে নিশ্চল
মাঠে মাঠে দেখে ঘাসে ঘাসে হাসি সত্যে সুনির্মল—
সেই সত্যের আলোকে জাগিলে মত্ত পাশবিকতা
অন্ধ হিংসা বিদূরিত হয়ে প্রাণ-জ্যোতি সম্পাত ॥

গগনচুম্বী হর্ম্য বৃথায়—লক্ষ কুঠিরে যদি
মানুষের প্রাণ ঝড়-বৃষ্টিতে কাঁদি মরে নিরবধি—
হত্যা ধ্বংস হত্যাকে আনে টানি
ধ্বংস আগুন জ্বলে দাবানলে বন-সুষমাকে হানি—
শান্তিকে তাই পৃথিবীর বুকে করুণার বলে আনি
অহিংসা-লোকে প্রতিষ্ঠা চাই—মানুষের প্রাণ বধি
হিংসা ক্ষুধার-অভিযানে কোথা পুড়ালো বিজয় সাধ ॥

গান্ধী-আত্মা দেখিছে তিমিরে হিংসা তুফান তুলে—
নওজওয়ানের হৃদয়ে হৃদয়ে ঘোর আবর্তে দুলে
দূরে চট্টলে কর্ণফুলীর তীরে
ভারতমন্ত্রে—সন্ত্রাস সৃজি ব্রিটিশ-বক্ষ চিরে—
পরিণামে তার পিটুনী পুলিস অত্যাচারেতে ফিরে—
সন্ত্রাস পথে সন্ত্রাস নামে—গান্ধী চেতনা কুলে
অহিংসা আর সত্য কেবল করিছে আলোক পাত ॥

পশু-মানুষেরে মনুষ্যত্বে করিতে উজ্জীবন
চাই মানুষের অন্তরতম সত্যের জাগরণ—
ব্রিটিশ শাসন পাশবতা পরিহরি
ভারত শোষণে ক্ষমতা-দম্ভ কুমতি ভয়ঙ্করী
যুদ্ধবাজির হিংস্রদৃষ্টি—সন্ত্রাস থেকে সরি
মৈত্রীর পথে যদি ভারতের আত্মাকে দর্শন
করি জাগি উঠে—শোষণ নাশনে থামে যত উৎপাত ॥

সত্যেই ফিরে অমৃতমন্ত্র—পাশবতা দূর করা
সত্যের পথে মুক্তির স্বাদ চির-আনন্দ ভরা
সত্যাগ্রহে ব্রিটিশের মনোজয়
জানি হবে হবে—পাশব-বুদ্ধি হবে ক্ষয় হবে ক্ষয়
চাই জাগ্রত-দৃষ্টি-আলোক জীবন জ্যোতির্ময়—
সত্যেই হবে তবে মধুময় সকল বসুন্ধরা
বর্বরতার অশুভতা হবে চিরতরে উৎখাত ॥

গান্ধী-আত্মা ধ্যান থেকে জাগে—ভারতের কংগ্রেস
আশ্রয়-ভূমি—কংগ্রেসে যদি জাগি থাকে সারা দেশ—
হিংসাজয়ের পথে আনি স্বাধীনতা
ভারতে সত্য করি অহিংসা—যুগের মানসিকতা
মৈত্রী-আলোকে জানাবে শুনাবে বিশ্বে নতুন কথা
হিংসার পথে নাই হিংসার নাই শেষ পরিশেষ
অহিংসা শুধু শান্তির পথ—করি তমঃ উৎখাত ॥

সমরক্ষেত্রে নরমুণ্ডের পিরামিড রচনার
প্রতিযোগিতার অবসান কোথা—অবিরাম হত্যার
উৎসবে চলে—ক্ষমতা প্রদর্শনে
কীর্তি-নেশায় উন্মাদ মনে ধ্বংসের আয়োজনে
বীরত্বনামে বীভৎসতায় দম্ভ উদ্দীপনে
মানুষের বুকে নরঘাতকের অশেষ অত্যাচার—
একি ইতিহাস—উঠে মানুষের আর্তি-আর্তনাদ ॥

বাহুবল নয়—আত্মার বলে এবার পৃথিবী জয়
মানুষের সাথে হোক মানুষের আত্মীয় পরিচয়—
হিংসায় নয়—সাধনা অহিংসায়
মানব-সমাজে রাষ্ট্র-চিন্তা কল্যাণ-সাধনায়
বহুজন সুখে বহুজনহিতে সত্যের প্রজ্ঞায়
জীবন রচনা—মানুষের বুকে অমানুসিকতা নয়
মনুষ্যত্বে আত্ম বিকাশে চাই পূর্ণতা সাধ ॥

হত্যাকারীকে বীরের অভিধা—মিথ্যায় অনাচারে
কলঙ্ককর পর্বে পর্বে আরতি পাশবতারে
যুদ্ধ-দানব পদে ঢালা অঞ্জলি—
দানব-বাহিনী দানবী-বীর্যে মানবাধিকার দলি
চলিছে যখন—সমাজে শুকায় সত্য-কুসুম-কলি
দুর্নীতি আর অরাজকতার দারুণ অন্ধকারে
ইতিহাসে উঠে হত্যাকারীর অজস্র জয়নাদ ॥

সিংহ যেমন কেশর ফুলায়ে চালায় আক্রমণ—
তেমনি হিংস্র-যুদ্ধে যুদ্ধে মানুষের নিপীড়ন
উল্লাসে জাগে হিংস্রদানব দল
নরহত্যাকে বীর্যবলেই—শ্রেয় বল বাহুবল
ঘোষণায় উঠে কত মিথ্যার প্রচণ্ড কোলাহল—
নরমুণ্ডের পীড়ামিড তলে মানুষের ক্রন্দন
আনে আলোড়ন—হায়রে ভাগ্য—বৃথায় আর্তনাদ ॥

নতুন যুগের—অহিংসা-যুগ-জ্যোতির রশ্মি ভাসে
গান্ধীদৃষ্টি দূর থেকে দূরে নব যুগে উল্লাসে
করে বিচরণ—অন্তর ভরা সুখ
অহিংসা-যুগে ঘুচিবে আর্তি পৃথিবীর যত দুখ
যুদ্ধের থেকে—হিংসার পথে চিরকাল ভুলচুক
পৃথিবী দহিছে ধ্বংস-আগুনে দারুণ সর্বনাশে—
এবার মুক্তি অহিংসা-বোধে নতুন দৃষ্টিপাত ॥

তাই সত্যের পালনে জীবন অহিংসা দীক্ষায়
নব জাগরণ—অহিংসা বুকে সত্যের মহিমায়
আছে মঙ্গল শাশ্বত সুন্দর—
হত্যাকারীকে পৃথিবী চাহে না—মৈত্রীতে নির্ভর
সত্য-সাধক সত্যবীর্যে প্রদীপ্ত অন্তর
পৃথিবী চাহিছে—মৃত্যুর থেকে জীবনের ভরসায়
পৃথিবী খুঁজিছে অমরাবতীকে সত্যের আহ্লাদ ॥

অন্তর্ভেদী সুদূর প্রসারী দৃষ্টির তীরে তীরে—
গান্ধী-হৃদয় দেখে সত্যেই নিবিড় তিমির চিরে
প্রকাশে সত্য-সুন্দর-কল্যাণ
আলোর মধ্যে বিকশিত হয় পৃথিবীর কোটিপ্রাণ—
হিংসার থেকে মুক্তিকে খুঁজে—মিথ্যার অবসান
এই পৃথিবীর ধূলামাটি বুকে শতদলে ধীরে ধীরে
আলোর অমৃত পুলকিত করে আনন্দ আস্বাদ ॥

শ্রমে সাধনায় মানুষ কাটাক সদা আনন্দে দিন—
লোভপ্রমত্ত হিংস্রতালীন অলস কর্মহীন
অনাচার আর অত্যাচারের শেষ
নরঘাতিদের সীমানা লড়ায়ে বিখণ্ড নহে দেশ—
সকল দেশের সকল মানুষ—শান্তির পরিবেশ
আকণ্ঠ সুখে আস্বাদ করে—ন্যায়নীতি উড্ডীন
রাষ্ট্রধ্বজায় ঘোষে মৈত্রীর—মানুষের জয়নাদ ॥

অহিংসা-পথে নির্ভিকতায় আদর্শে অবিচল
কর্মশক্তি বীর্যবন্ত ক্ষমতায় উজ্জ্বল—
ব্যক্তিত্বের বিকাশের পূর্ণতা
সামঞ্জস্যে সমাজ-জীবনে অখণ্ড স্বাধীনতা—
সত্যের বলে বলশালীত্ব—দম্ভ প্রগলভতা
স্বার্থপরতা নির্মূল করি জানি সত্যকে বল
অমঙ্গলের উৎসাদনেই কল্যাণে পদপাত ॥

দানবের হাতে পশু-মানুষের হাতে পড়ি অনাচারে
রাষ্ট্রের রূপ দুর্নীতিময়—সত্যের অধিকারে
রাষ্ট্রের রূপ কল্যাণ মনোহর
সর্বপ্রকার সেবা বিস্তারে বিকাশে নিরন্তর—
অহিংসা-বোধি যদি জাগি উঠে—সত্যে সুনির্ভর
চেতনা জাগিলে মানুষ তখন রাষ্ট্রীয় সত্তারে
শিবময় দেখি জীবরূপী শিব সেবাতেই করে সাধ ॥

ক্রুশ-আবদ্ধ যিশুর দৃষ্টি কল্যাণ করুণায়—
সক্রেটিসের মৃত্যু-দৃশ্য বিশ্বাস আত্মায়—
গান্ধীহৃদয় দেখে শত লাঞ্ছনা
সহি সত্যের পথিক চলেছে সদা অনন্যমনা—
মিথ্যার তমঃ নাশিতে আলোকে আত্ম-উন্মীলনা
সত্যের প্রতি ধ্রুব লক্ষ্যেই—আলোক মাধুরীমায়
সত্যের বলে সত্য-পথিক বাধা করে উৎখাত ॥

বিরাট ইচ্ছা—মস্তিষ্কের স্নায়ুকে উন্মিলিছে—
এমন শক্তি সত্যের বলে মিথ্যাকে পরাজিছে
অহিংসা বলে হিংসার পরাজয়
সীমার বাঁধন ছিন্ন ভিন্ন আলোক জ্যোতির্ময়
আত্মাকে করে সদা আলোকিত—সদা প্রাণ নির্ভয়
দেখে সত্যেই শক্তি-প্রজ্ঞা-প্রেমেই উদ্দিপিছে
পশু-মানুষের চিরপরাজয়ে সত্যের জয়নাদ ॥

পরার্থপর জীবন তরণী সত্যকে ধ্রুবতারা
করি ছুটি চলে সমুখে দৃষ্টি সত্যে অসীমে হারা—
চলে ব্রিটিশের সঙ্গে সত্যে রণ
চিরসত্যের হোমানলে সব স্বার্থকে ইন্ধন—
জাতির জীবনে স্বাধীনতা লাগি নিয়ত গান্ধীমন
করে দর্শন—অহিংসা-নীতি ছুটে ভাগীরথী-ধারা
সাগরবংশে নবজীবনের জাগে সাড়া আহ্লাদ ॥

উঠে কোলাহল স্বার্থে স্বার্থে দম্ভিত গর্জন
প্রবৃত্তির হিংস্র-আহবে খুঁজে ফিরে জাগরণ—
রাজনীতি যেন স্বার্থে স্বার্থে দুলে
কল-গর্জনে কালকুট সদা বিস্তারে কূলে কূলে—
গান্ধী-হৃদয়ে দূর হতে দূরে দেখিছে দৃষ্টি তুলে
মৈত্রী-তীর্থে স্বাধীনতা সুখে আত্ম-উন্মিলন
ব্রিটিশ-শাসন বিহীন ভারতে নতুন আলোকপাত ॥

লীগের স্বার্থ আগুন জ্বালায় কোথা মৈত্রীর সুর
ভারতে থেকেও মোসলেম লীগ ভারতের থেকে দূর
দেখে স্বার্থেই নিজেরে স্বতন্ত্রর
চাহে বিপ্লব-সর্বধ্বংসী—ফলে বৈশাখী-ঝড়—
দুই জাতি বোধে জড়তা-পীড়িত—ভারতকে ভাবে পর
মোহ-অভিভূত—স্বার্থের বিষে রাজনীতি ভরপুর
দেখে রাষ্ট্রীয় বিভেদেই সুখ—ভারত বিভেদে সাধ ॥

নিজের জন্য জীবনকে নয় দিগদিগন্ত ভরি
গান্ধী-হৃদয় চেতনা সহসা প্রকাশে মূর্তি ধরি—
সেবার জন্য মানুষের কল্যাণে
পরম সত্য-শিব-সুন্দর চেতনায় বহি আনে
একি জাগরণ-দীপ্ত-আগুন দুঃখের অবসানে—
মন বলি উঠে সব ভেসে যাক সত্যকে অনুসরি
যাত্রা চলুক অহিংসা-যুগে নিয়ত দৃষ্টিপাত ॥

রাজনীতিগত শতকোলাহল প্রবল অস্থিরতা
ভারতের বুকে—গান্ধী-হৃদয় আস্বাদে নীরবতা
গভীর হৃদয়ে বলে ভেসে যাক সব
নহে কোন সুখ খ্যাতি ধনমান শুধু ভরি অনুভব
থাক মানুষের সেবার চেতনা—সত্যের কলরব
মন্ত্রের মত—জাগুক জীবন খুঁজি চরিতার্থতা
সত্যের সুর রুদ্রবীণায় তুলুক নিয়ত নাদ ॥

হিংসার থেকে মুক্তির গান—সুরের আগুন জ্বালা
আনুক বিশ্বে নব বিপ্লব মৈত্রী-শান্তি ঢালা
আশা-আশ্বাসে মুক্তির জয়গান
মর্ম-দেউলে সত্যকে সদা ঘেরি হোক বহমান
সুরের প্রবাহে—সত্যাচরণে উৎসর্গিত প্রাণ
দেখুক সত্যে অহিংসা-যুগে নবীন জীবন আলা
—অসুন্দরের অকল্যাণের হীনতার উৎখাত ॥

বীর যে সে বুকে পরম মর্ম সত্য-অহিংসার—
অহিংসা করে চূর্ণ ভঙ্গ হিংস্রতা-তরবার—
কাপুরুষ নাহি বুঝে রূপ-সত্যের
অহিংসা-রূপ-আত্মশক্তি সাহস-বীরত্বের—
ক্লীবত্ব নয়—প্রতিরোধে মন আত্মোৎসর্গের
বজ্র-কঠোর রূপ-ভাস্বর দুস্কৃতি-অনাচার
দূরিতে জ্বালাতে ঘোষে আত্মার গৌরব-জয়নাদ ॥

অহিংসা-পথে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীরুরা দাঁড়ায় সরি
অবিশ্বাসীরা—কাপুরুষগণ ভীতিকে বক্ষে বরি
ভাবে নিজেদের দারুণ নিঃসহায়
মাতৃভূমির অসম্মানের দর্শক নিরুপায়—
অহিংসাবাদী নহে নহে কভু—আত্মার স্পর্দ্ধায়
অহিংসাবোধে সত্যাগ্রহ-বজ্র-অস্ত্র ধরি
দুস্কৃতকারী শত্রু-ইচ্ছা করি চলে উৎখাত ॥

সমগ্র জাতি ক্লীবত্বে যদি আত্ম সর্বনাশে—
তাহলে হিংসা—ক্লীবত্ব ভাঙ্গা চেতনার উল্লাসে
চলুক ছুটিয়া—হিংসা বাঞ্ছনীয়—
সর্বপ্রকার অত্যাচারের অবিচার করণীয়
পাপ-স্বীকৃতি—পাপাচার থেকে হিংসাও হোক প্রিয়—
অহিংসা নয় ক্লীবত্ব কভু বীরত্বে—সন্ত্রাসে
প্রতিরোধ করে অত্যাচারীর স্বৈরতা-উৎপাত ॥

পুরাণ দৃশ্য—নতুন বিশ্বে ফুটি উঠে ধীরে ধীরে
পুরাণ বাতাসে একি নব বাস—পুরাণ কালের শীরে
নতুন আলোকে হাসি উঠে উল্লাসে—
গান্ধীজীবনে নতুন স্পর্শ-আলোকে সমুদ্ভাসে
মিথ্যা বিলয়ে সত্যের যুগ দিকেদিকে বুঝি আসে—
যত সংশয় লুপ্ত—ফুটিছে কালের তিমির চিরে
মধুসুখময়ী ভারতবর্ষ নব আলো-সম্পাত ॥

কংগ্রেস ঘোষে মহাত্মা হয়ে প্রতিনিধি ভারতের
গোল টেবিলের বৈঠকে যেতে—সকল কর্তৃত্বের
দায়িত্ব ভার হইল সমর্পিত
জাতির ভাগ্য-কাণ্ডারী রূপে মহাত্মা মনোনীত—
সহসা ব্রিটিশ প্রমাদ গণিল—প্রস্তাবে স্তম্ভিত
রাজনৈতিক অভিষ্টলাভে পরীক্ষা সত্যের
সত্যদর্শী গান্ধী পুরাবে ভারতের মনোসাধ ॥

স্বাধীন ভারত সংবিধানের বুনিয়াদী অধিকার
কংগ্রেস রচে—ব্রিটিশ দেখিছে দেশ পরিচালনার
মূলগত নীতি স্বীকৃতি দান করি
নীতি-দণ্ডকে ভারত চলেছে এবার বক্ষে ধরি—
ভারত-জন্মগত-অধিকারে অধীনতা পরিহরি
সর্বদলীয় সুপারিশ মতে রাষ্ট্রীয় সত্তার
প্রকাশে জাগিছে—ব্রিটিশ শিহরি মানে তাই পরমাদ ॥

মন্ত্রস্তব্ধ ভারত সহসা চেয়ে গান্ধীর পানে
দেশের জীবনে গান্ধী নেতার জীবন-পরশ টানে—
ব্রিটিশ দেখিছে একটি পরম প্রাণ
রাষ্ট্রাধিকার বিহীন ভারতে সত্য-সংবিধান—
সেখানে গান্ধীজীবন-সাধনা নিয়েছে অধিষ্ঠান
হোতা ও হোত্রী রূপেই গান্ধী জাতির জীবনে আনে
স্বাধীনতা-বোধে একটি ভাবনা—অমৃতের আস্বাদ ॥

গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে নিয়ত দীপ্ত রোষে
হিংস্র-ব্রিটিশ-আমলাতন্ত্র গোপনে উগ্র ফোঁসে
লর্ড আরউইনের কার্যকালের শেষ
এসেছে লর্ড উইলিংডন জাগে নব পরিবেশ
দুষ্ট বুদ্ধি নির্ভর করি—দেখে বিস্ময়ে দেশ
সন্ধি শর্ত বানচাল করি শাসনতন্ত্র ঘোষে
কংগ্রেস সাথে বৈরীতা লাগি রচে চলে নানা ফাঁদ ।

কোথায় সত্যরক্ষার সাধ গান্ধীর চোখ ভরি
সন্ধি-শর্ত ভঙ্গে শাসক নতুন মূর্তি ধরি
প্রকাশিত হয় বেদনায় আর্তিতে—
গান্ধীর মন দেখে মিথ্যায় রয়েছে আতঙ্কিতে
ব্রিটিশ-কার্য—অবশেষে ঘোষে মন নাই যোগ দিতে
গোল টেবিলেতে—সহযোগিতার মনোভাব পরিহরি—
ব্রিটিশ-শাসন প্রমাদ গণিল শুনি সেই সংবাদ ॥

গান্ধীপত্রে উইলিংডন দেখে চালে মহাভুল—
গোল টেবিলের বৈঠকে ইহা ঘটাইবে প্রতিকূল
ঘটনা-পুঞ্জ—পরিণাম কথা ভাবি
স্বীকৃতি দিয়ে চুক্তি পালনে গান্ধীর ন্যায় দাবী
ব্যথিত গান্ধী-হৃদয়ে স্তোক-বচনে পরিপ্লাবি
উইলিংডন ভাল মানুষের ব্যবহার-সমতুল
অভিনয়ে করে শেষে প্রার্থনা সহযোগিতার সাধ ॥

কোথা সরলতা গান্ধীর বোধ জাগিছে সন্দিহান
গোল টেবিলের সাফল্য থেকে নাহি হবে ফলবান
জাতীয় কামনা—তবু মনে বিশ্বাস
ব্রিটিশের সাথে সহযোগ পথে ঘটাতে সম্প্রকাশ
একটি সত্য—বিরোধীতা নয় নিয়ে মৈত্রীর আশ
অন্তর ভরি চাহিছে ভারত অমৈত্রী অবসান
পরিশেষে তাই গোলটেবিলেতে গান্ধীর পদপাত ॥

গোল টেবিলেতে যাত্রার ক্ষণে চট্টগ্রামের কথা
গান্ধীর মনে জাগাইয়া তুলে সীমাহীন আকুলতা
বিপ্লবীদল ছুঁড়েছে সেখানে গুলি —
প্রতিহিংসায় ব্রিটিশ-সেখানে ঘোর সন্ত্রাস তুলি
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জাগায়ে ন্যায়-ধর্মকে ভুলি
হিন্দুনিধনে প্রচণ্ড সুখে বিস্তারে হিংস্রতা
গুলির বদলি হিন্দুনাশনে সৃজি চলে উৎপাত ॥

ব্রিটিশ তখন শুরু করে দেয় কুটনীতি ছলা কলা
সাম্প্রদায়িক-বুদ্ধিতে যাতে শুরু হয় কথা বলা—
গোল টেবিলের বৈঠকে তুলি গোল
সাম্প্রদায়িক বিষপান করি উঠে যাতে কলরোল
সে উদ্দেশ্যে গোপনে চলিল শিখানো অনেক বোল—
গান্ধী জেনেছে অভেদ ভারত জনতা স্বার্থে চলা
তাই বিরুদ্ধ শক্তি সহায়ে ব্রিটিশ খুঁজিছে বাদ ॥

কোথা অখণ্ড ভারত সত্তা—স্বার্থে স্বার্থে বিষে
একি বিষময় কাণ্ড ঘটায় স্বার্থবাদীরা মিশে
গান্ধী একাকী—পাশ্চাতে কংগ্রেস
ভারতের নামে ভারতবাসীর একি জঘন্য বেশ—
গান্ধী দেখিছে—ভুলি ঐতিহ্য ভুলি সংস্কৃতি দেশ
নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে শুধু খুঁজে ফিরে দিশে দিশে
অঞ্চলে আর সমাজ স্বার্থে খুজিছে আত্মঘাত ॥

পৃথিবী দেখিছে সাম্প্রদায়িক খণ্ড স্বার্থ বড়—
স্বার্থের লুটে দল-উপদল গোল টেবিলেই জড়
কংগ্রেস নেতা গান্ধী শান্তমন
দেখে ব্রিটিশের দেখে ভারতের প্রেতের আন্দোলন—
কালনেমীগণ লঙ্কাভাগের করি যেন আয়োজন
স্বার্থ-সুখের আস্বাদে করে উল্লাসে ফর ফর
সত্য-ভিত্তি বিহীন স্বার্থে মাতে সবে উন্মাদ ॥

গান্ধী-আত্মা দেখে কংগ্রেসে কোটি জনসাধারণ
জানে কংগ্রেস জাতির জীবন—কংগ্রেস তন-মন
কংগ্রেসে তুলে জাতির আত্মা সাড়া
ব্রিটিশের দেওয়া উৎসৃষ্টের স্বাদেই আত্মহারা
কংগ্রেস থেকে দূরে পড়ে পাছে—স্বার্থ-পাগলপারা
দেশের হিতের থেকে বড় জানে আপনার প্রয়োজন
দেশের কথাকে ভুলেই খুঁজিছে নিজের স্বার্থ সাধ ॥

সত্য-আলোকে অন্তরে জাগি—গান্ধী সুধায় হেসে
"ভেদবুদ্ধির পরিণাম ফল কিরূপ সর্বনেশে—
সাদা চেক সহি আমি করি দিয়ে যাই
স্বার্থ লড়ায়ে এখানেতে দেখি কোন প্রয়োজন নাই
ভারতে ফিরিয়া নেব ভাগ করি—যে যাহা আমরা চাই—
এই বৈঠকে একমত হয়ে সকলেই মিলে মিশে
ভারতের দাবী পেশ করা যাক—পুরাই জাতির সাধ ॥"

স্বার্থ যেখানে মিথ্যাশ্রয়ী—মিথ্যাকে অনুসরে
সত্য সেখানে ব্যর্থ ব্যথায় আপনি কাঁদিয়া মরে—
প্রতি ফোঁটা সেই অশ্রুর জলে ভাসি
দেখে মহাকাল ধ্বংস সময়ে সমুখে দাঁড়াল আসি—
ভারতের নামে স্বার্থ-বাদীরা ব্রিটিশকে উল্লাসি
সকলে মিলিয়া স্বার্থ-চুক্তি—ব্রিটিশে তোয়াজে করে
ভারতের বুকে আঘাতিল সেই ঘটনা বজ্রাঘাত ।

গান্ধীর চোখে ভবিষ্যতের আলো হাসে উজ্জ্বল
মন বলে উঠে সত্যের কাছে মিথ্যাই হীনবল—
হোক পরাজয়—মিথ্যার কোথা জয়
কালচক্রের অন্ধকারের বিলয়ে জ্যোতির্ময়
সত্যসূর্য হাসি উঠে নভে—মন জাগে নির্ভয়
সাম্প্রদায়িক হীনতায় পরি স্বার্থের শৃঙ্খল
রক্ষাকবচ—স্বার্থে স্বার্থে রচে প্রতারণা ফাঁদ ॥

প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড ভারতীয় দাবীমূলে
সাম্প্রদায়িক-স্বার্থের বিষে বিভেদ জীয়ায়ে তুলে—
গান্ধী শান্ত—শুনে অন্তর-বাণী
গোল টেবিলেতে বিরুদ্ধবাদী স্বার্থ-বিবাদ আনি—
ব্রিটিশ-শাসন চাহিছে স্বার্থ—থাকুক শস্ত্রপানি—
লোভের পশরা আলেয়া আলোয় ভারতের উপকূলে
এখনো টানিছে—এখনো ভোগেতে মিটেনি ব্রিটিশ সাধ ॥

গোল টেবিলের বৈঠকে হীন বিশ্বাসঘাতকতা
জহরলালের অন্তরে ভাঙ্গে ধৈর্য-সহিষ্ণুতা—
আসে ব্রিটিশের নীতি পরিবর্তন
প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনালডের নব-অবলম্বন
আদর্শ আর নীতিভ্রষ্টতা—বিচলিত নহে মন
স্বার্থ বজায়ে—ক্ষমতা বজায়ে সুবিধা চরম কথা
শ্রমিক-নীতির ভ্রষ্টতা হেতু সৃজে নব উৎপাত ॥

রক্ষণশীল ক্ষমতা আঁকড়ি ঝটিতি জাগিয়া উঠে—
ভারত সচীব স্যার সামুয়েল কণ্ঠে সহসা ফুটে
নতুন নীতির প্রচার প্রস্তাবনা—
গান্ধী-নীতিকে ব্যর্থ করিতে রক্ষণশীল-মনা
নব সরকার বিস্তার করে কুটনৈতিক ফণা—
সুবিধাবাদের ভোগের পর্বে স্বার্থবাদীরা জুটে
ইংলণ্ডের বক্ষে গান্ধী দেখে অপূর্ণ—সাধ ॥

জহরলালের অন্তর ভরি তীব্র বেদনা ছায়
গোল টেবিলের এই নিদারুণ হীনতা-ব্যর্থতায়—
গান্ধী-মহান্ গান্ধীর দিকে চেয়ে
জহর কণ্ঠে উদ্গীত হয় গান্ধীর জয় গেয়ে
যখন গান্ধী উঠে—চলে সাথে জগতের মন ছেয়ে
সেই বিশীর্ণ শরীরের ছায়া—বুভুক্ষু বেদনায়
দেখে ভারতকে—গান্ধীকণ্ঠে ভারতের প্রাণ সাধ ॥

জহর-কণ্ঠে উদাত্তধ্বনি—গান্ধী কণ্ঠস্বরে
ভারতবাসীর অন্তর-কথা পৃথিবী শ্রবণ করে—
ভারতবর্ষ গান্ধীর জীবনেই
প্রতিধ্বনিত—সদা গান্ধীর জাগেহৃদ্‌পিণ্ডেই
ভারত হৃদয়—গান্ধীজীবনে ভারতবর্ষকেই
প্রমূর্ত দেখি—গান্ধী ভারত-চেতনাকে অনুসরে—
গান্ধীকণ্ঠে ভারতের ভাষা সুখ-দুখ-আহ্লাদ ॥

গান্ধী-কণ্ঠে এক আবেদন—স্বাধীন মর্যাদায়
নিক প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষ—প্রীতি ও সদিচ্ছায়
জাগুক ভারত সহযোগে ব্রিটিশের
চিরকাল ধরি ভারত স্মরিবে ব্রিটিশ অন্তরের
এই উদারতা—বন্ধুত্বের কামনায় ভারতের
কল্যাণপথে হউক যাত্রা মৈত্রীর চেতনায়—
ব্রিটিশ-স্বার্থ তখন পাতিছে গোপনে নানান্ ফাঁদ ॥

গান্ধী-কণ্ঠে ভারতের প্রাণ—করি চলে আহ্বান
সভ্যতা আর সংস্কৃতিগত কত দান প্রতিদান
ব্রিটিশের শুভবুদ্ধির জাগরণে—
গান্ধী-কণ্ঠে আকুল হৃদয় সবিনীত নিবেদনে
একটি কামনা—ভারত-ব্রিটিশ-মৈত্রীর প্রয়োজনে
স্বাধীন ভারত অধীনতা ত্যজি করুক সমুত্থান—
কংগ্রেস দাবী জনতার দাবী স্বাধীনতা শুধু সাধ ॥

চলিছে যুদ্ধ—সত্যাগ্রহ-যুদ্ধ চলিছে ঘরে
সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে নিয়ে দ্বন্দ্বে পরস্পরে
কোথা ভারতের প্রতিনিধিত্বে মন—
স্বার্থ দ্বন্দ্বে ব্রিটিশের যত মনোনীত বীরগণ
ভারতের প্রাণ করে টানাটানি—করে চলে দংশন
ভুজঙ্গসম বঙ্কিম পথে হিংস্রতা অনুসরে—
গান্ধী স্তব্ধ দেখিছে কাণ্ড উৎকট উন্মাদ ॥

অন্তর হতে অন্তরে জাগে গান্ধীর ধ্যানজ্ঞান
পরাধীনতার বন্ধন থেকে জাতির পরিত্রাণ—
স্বার্থযুদ্ধ মিথ্যার মায়াজালে
সত্যের গ্লানি জাতীয় জীবন ক্লেদাঙ্কিত ভালে
করুণ দৃশ্য—আত্মবিভেদ নৃত্যের তালে তালে
পুতুলের নাচ চলিছে সমুখে—কোথায় ভারত-প্রাণ
ভারতবর্ষ স্বাধীন করার দুর্বার মনোসাধ ॥

প্রস্তরীভূত মনগুলি যেন—রসহীন বোধহীন
সত্যের রস-সিঞ্চন বৃথা জড়তায় পরিলীন
মনগুলি জাগে গোল টেবিলের পাশে
একটি বিরাট বাঁধের মতন ভারত-সর্বনাশে—
ব্রিটিশের কূটবুদ্ধি-খেলায় গান্ধীর কথা ভাসে—
শোষণের মোহে সাম্রাজ্যের পতাকায় উড্ডীন্
ভেদবুদ্ধির কৌশলে আঁকা স্বার্থ-বিসংবাদ ॥
কোথা ভারতের প্রতিনিধিত্ব—খুঁজে শুধু ছাড়াছাড়ি
প্রস্তরীভূত পুতুলের হাতে হিংসার তরবারি
উঠাইয়া দিয়া ব্রিটিশের চলে খেলা
স্বাধীন বিশ্ব দেখিছে জাতীয় স্বার্থকে অবহেলা—
গোল টেবিলের—রাষ্ট্রনীতির চক্রান্তের মেলা
কলের পুতুলে—গান্ধী দেখিছে ক্ষমতার কাড়াকাড়ি
খেলায় মত্ত—স্বার্থ যুদ্ধে মাতে সবে উন্মাদ ॥

আবার দৃশ্য ব্রিটিশ জাতির অন্তর থেকে ক্ষরা
প্রীতি ভক্তির একি পরিচয় জীবন-মুগ্ধ করা—
গান্ধীকে নিয়ে জাগে জনসাধারণ
ব্রিটিশ-শাসন থেকে স্বতন্ত্র ব্রিটিশের জনমন
শান্তিপূজারী গান্ধীকে করে প্রীতি প্রেম নিবেদন—
মুগ্ধ পৃথিবী দেখিছে দৃশ্য মানব-মৈত্রী-ভরা
গান্ধীজীবন করে বরিষণ—ব্রিটিশে আশীর্বাদ ॥

সার্বভৌম-চেতনায় জাগে ব্রিটিশ-মনীষিগণ
স্থান-কাল-সীমা পশ্চাতে রাখি আত্মার জাগরণ
দেখে মানুষের সার্বজনীনতার
প্রকাশে মানুষ ভেদ করি জাগে স্বার্থের সীমানার
অসীম-উর্দ্ধে—সমভাবে সদা অনুভবে সবাকার
জীবনের সাথে অনুপ্রাণিত সংসার-চিন্তন—
শাসক-ব্রিটিশ থেকে দূরে করে ইহারা মৈত্রী-সাধ ॥

গান্ধী দেখিছে শাসক-ব্রিটিশ স্বার্থকে বড় জানি
ভুলেছে জাতির সংস্কৃতিময় ঐতিহ্যেরি বাণী—
ব্রিটিশ জাতির সম্পদ-অক্ষয়
সাম্রাজ্যের বিস্তারে আর রক্ষায় নয় নয়—
ব্রিটিশ জাতির মহিমান্বিত ঐতিহ্য-সঞ্চয়
পৃথিবীকে কহে—মনুষ্যত্ব জীবনে সত্য জানি
দস্যুতা আর লুটপাট নীতি রাজনীতি উৎপাত ॥

ইংলণ্ডের নবজন্মের সাধনায় সদা জাগি
কবি-মনীষীরা দেখেছে সত্য মানবতা-অনুরাগী
গণতান্ত্রিক অধিকার-ভিত্তিতে
মানবতন্ত্রী কল্যাণবাদী রাষ্ট্রকে পৃথিবীতে—
ইতিহাসে যারা যুদ্ধ-দানব তাদের নষ্টামিতে
সেই সাধনার ব্যর্থতা আসে—অরুণ আলোকে রাঙি
বিশ্ব-চিন্তা বিকশি করেনি নব-আলো-সম্পাত ॥

গান্ধীর মনে শুধু মনে হয় যেতে হবে বহুদূর—
অন্তরে উঠে ইংলণ্ডের সাধনার গীতস্বর
সেই সুরে জাগে পৃথিবীতে সুন্দর
নবযুগ আসে—বিশ্ব-মৈত্রী ঘটাতে যুগান্তর
শাসক-ব্রিটিশ দেখিবে একদা হিংস্রতা-তৎপর
রাজনীতি নাহি করে রাষ্ট্রকে শক্তিতে ভরপুর—
সত্য শক্তি সত্যেই আছে—অহিংসাতেই স্বাদ ॥

অসিদ্ধ-সাধে বেদনা-বিদ্ধ-অন্তর-বোধ ভরি
বিবেক-বুদ্ধি গুঞ্জরি বলে—চলরে কর্ম করি·
কর্মেই আছে কর্মীর অধিকার
ফলাফলে হয়ে নিরুদ্বিগ্ন—দূরি আশা-নিরাশার
দ্বন্দ্ব-চিন্তা—কর্তব্যেই কর পদ সঞ্চার—
গান্ধীজীবন বিস্ময়ে জাগে সত্য-মূর্তি ধরি—
কোথা পরাজয়—লুপ্ত বেদনা জাগে মধু-আহ্লাদ ॥

সদাপ্রশান্ত গান্ধীকে দেখে ব্রিটিশ জনতামন—
বিস্ময়ে ভাবে ব্রিটিশ-শাসন-শিখর উৎপাটন
এ লোকটি করে—কোথায় শক্তি সেই
ভারতের থেকে বিতারণে জাগে ব্রিটিশ-শক্তিকেই
ব্রিটিশ-শস্ত্র-শক্তি রুখিতে অস্ত্রশস্ত্র নেই—
সত্যপথিক অতি সাধারণ সতেজে উৎসাদন
করে হিংসাকে—শুধু অহিংসা-নীতি আচরণ সাধ ॥

শাসকে শাসিতে ঘুচে ব্যবধান—ব্রিটিশের অন্তর
শাসক-শক্তি-কাঠামোর থেকে দূরে প্রেম-নির্ভর
গান্ধীজীবনে খুঁজিছে শান্তিকেই—
জাদুদণ্ডের স্পর্শেই যেন—শান্ত দৃষ্টিতেই
গান্ধী-বিজয় ব্রিটিশ-হৃদয়—ঘৃণা বিদ্বেষ নেই—
ভালবাসা আর সত্য-আলোকে আলোময় চরাচর
মানব-মিত্র গান্ধীর চোখে মৈত্রী-দৃষ্টিপাত ॥

ব্রিটিশ-শ্রমিক বিস্ময়ে দেখে ত্যজিয়া বিলাস-সুখ
ইংলণ্ডের সাধারণ লোক যেথা সহে সুখ দুখ—
সেই পল্লীতে আসি করে বসবাস
কণ্ঠে উদার স্বদেশ-প্রেমের ঘোষণায় উল্লাস—
"আমার দেশের দারিদ্র্য ভুলি বিলাসের নাই আশ
ঐশ্বর্যের প্রাসাদের সুখে জ্বলে যাবে এই বুক—
ব্রিটিশ ভগিনী-ভাইদের সাথে বাসে বুকে আহ্লাদ ॥"

গান্ধীর মুখে শুনে ভারতের দুখ-দারিদ্র্য-কথা
শুনে ভারতের মহত্ত্ব কথা—অন্তরে আকুলতা
দেখে গান্ধীর শুধু স্বাধীনতা চেয়ে—
গান্ধীর মুখে শুনে ইতিহাস-ঐতিহ্য-ধারা বেয়ে
ভারত-আত্মা প্রেম-সত্যের অহিংসা-গান গেয়ে
ধর্ম বিজয় দেখেছে ত্যাগেই জীবনের সফলতা
যুদ্ধরঙ্গে জাগেনি ভারত দুর্দম উন্মাদ ॥

সাধারণ-দুখী-নিপীড়িত যত আছে লোক পৃথিবীতে
ব্রিটিশ শ্রমিক দেখে বিস্ময়ে মহান্ গান্ধী চিতে
সকলের তরে মানবতা-ভালবাসা
হিংসা বিজয়ে অহিংসা আর সত্যেতে পরকাশা
নব সভ্যতা নির্মাণে শুধু গান্ধীর সব আশা—
ভারতবর্ষে সত্যরাজ্য শান্তি প্রতিষ্ঠিতে
গান্ধীযুগের অহিংসাবাদী সংগ্রাম ভেরীনাদ ॥

গান্ধীজীবনে রিক্ত-নিঃস্ব মানুষ সর্বহারা
শক্তের বল-দাপট থামাতে জাগালো আর্তি-সাড়া—
তাই দীননাথ দীনের সঙ্গে দীন
সকলের সুখে সুখী চিরদিন সকলের দুখে লীন
একটি আত্মা ঝড়ঝঞ্ঝায় চলিছে সম্মুখীন—
ব্রিটিশ-জনতা দেখে বিস্ময়ে পুলকে পাগলপারা
শত্রুর প্রতি নাই বিদ্বেষ—সকলের হিতে সাধ ॥

বাকিংহামের প্রাসাদে পৌঁছে মহত্ত্ব-সমুদার
গান্ধী-চরিত-অমৃত-লহরী-চির-সুধা সঞ্চার
অমিয়-লীলার ঘটনাপুঞ্জ যত—
শুনি সম্রাট গান্ধীর কথা—ভাবে মনে অবিরত
কোন্ ক্ষমতায় অহিংসা নিয়ে আছে শুধু অনুরত—
অসহযোগের সত্য-অস্ত্র—ব্রিটিশের তরবার
স্তব্ধ করিয়া ঘোষিছে নিয়ত দুর্জয় ভীমনাদ ॥

লোকটি দেখিতে সম্রাট চাহে—হৃদয়ে কৌতূহল
অসহযোগের মন্ত্র-দ্রষ্টা—ধরে কোথা এত বল
কিসের জাদুতে ব্রিটিশের কামানের
অগ্নি-নালিকা স্তব্ধ-নীরব করি ঘোষে-সত্যের
অহিংসারূপ আত্মশক্তি—পরম বিস্ময়ের
উৎসস্বরূপ মানুষটি করে দেশপ্রাণ চঞ্চল—
ব্রিটিশ-শাসন-বিহীন ভারতে আনে জীবনের সাধ ॥

গান্ধীকে হলো বাকিংহাম প্রাসাদে নিমন্ত্রণ—
সম্রাট দেখে প্রশান্ত চোখে আলোক-উন্মীলন
সৌম্য-হাসিতে ভাসে মুখমণ্ডল
কোমরে মাত্র বস্ত্র খণ্ড—শুভ্র-সমুজ্জ্বল
একটি চাদর দেহকে জড়ায়ে—শান্ত অচঞ্চল
সন্তের মত মূর্তি মহান্—সাম্রাজ্ঞীর মন
সম্রাট সাথে মুগ্ধ—তৃপ্ত—মনে জাগে আহ্লাদ ॥

মহামানবের হস্ত ধরিতে খুসিতে অগ্রসর
সম্রাট আর সাম্রাজ্ঞীর ভরে উঠে অন্তর—
গান্ধীর মুখে স্বর্গের জ্যোতি ভাসে
রাজায় প্রজায় বিভেদবিহীন দৃশ্যে নামিয়া আসে
ধর্মবিজয়ে দৃশ্য নবীন—পৃথিবীতে পরকাশে
সত্যের জয় দীনবন্ধুর বিজয়স্তম্ভ 'পর—
বিশ্ব সেদিন উচ্চার শুনে সত্যের জয়নাদ ॥

সম্রাট আর সাম্রাজ্ঞীর চোখে আনন্দ ফুটে—
ঐতিহ্যময় ভারতবর্ষ সত্য-আলোকে লুটে
অন্তর হতে অন্তরতল ভরি—
সাধু-সন্ন্যাসী-স্থফী-দরবেশ নবীন মূর্তি ধরি
গান্ধীশরীরে উদিত—প্রকাশে শান্তি পরিছে ঝরি
অনুভূতি বলে অহিংসা রূপ আত্মার বলে ছুটে—
দুর্যোগ-ঘন সংকট-রাতে নির্ভয়ে পদপাত ॥

এই বিদ্রোহী—ভারতবর্ষে ঘটাইছে অঘটন
এই বিদ্রোহী—আইন অমান্যে চালায় আন্দোলন
এই বিদ্রোহী—শস্ত্রের শক্তিকে
স্তব্ধ করিয়া অহিংসা-বলে সংগ্রামে দিকে দিকে
এই বিদ্রোহী—ভবিষ্যতের ইতিহাসে চলে লিখে
আত্মার বলে আত্মীয়তায় মানবতা-বর্দ্ধন—
বিশ্বমৈত্রী-প্রসারের পথে চলা বিশ্বের সাথ ॥

গান্ধী-আত্মা অন্তর্গূঢ় জাগরণ সত্তায়
দেখে মানুষের প্রেম-অনুরাগ আত্মায় আত্মায়—
রাজনীতিগত কোলাহল থেকে দূরে
সম্রাট আর সাম্রাজ্ঞীর আত্মাকে আছে জুড়ে
সৌজন্যময় সংস্কৃতিবোধ—বীজ থেকে অঙ্কুরে
এই সৌজন্য ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় ভায়
মিত্র ব্রিটিশ ভারত জীবনে রচে শুভ সংবাদ ॥

যুগ-জীবনের ক্রন্দনরোল অন্তরে অন্তরে—
শুনি গান্ধীর চেতনায় ভরে শাসন শোষণ করে
ইংলণ্ডের কোথায় শান্তি-ধন—
দেশে দেশে তুলে দারুণ হিংসা যুদ্ধের গর্জন
পরাধীনতায় কত জাতি কাঁদে—চলে কত নিপীড়ন
গান্ধী-আত্মা করে প্রার্থনা সাম্রাজ্যকে বরে
যাত্রা থামুক—এবার প্রগতি লোককল্যাণে সাধ ॥

গান্ধীজীবন

অকপট প্রাণ সহজ সরল ব্যবহার সুমধুর
স্বদেশের প্রতি—মানুষের প্রতি প্রীতি প্রেম ভরপুর
একটি আত্মা সত্য আলোকে জ্বলে
সত্যসেবায় সত্যাচরণে সত্যের কথা বলে—
ক্ষুদ্র একটি মানুষকে ঘেরি পরমোৎসব চলে
ইংলণ্ডের দিক হতে দিকে উঠে ফিরে একসুর
ইংলণ্ডের বিদ্রোহী এই গান্ধীর জয়নাদ ॥

সারা ইউরোপ-আমেরিকা হয় সংবাদে তোলপাড়
অহিংসাপথে একটি মানুষ রাষ্ট্রীয় অধিকার
চেয়েই চালায় সত্যাগ্রহ-রণ
প্রেমের পথেই চাহে শত্রুর মন-পরিবর্তন—
সত্যাগ্রহে অসহযোগিতা অর্পণ তন-মন
দেশের সেবায় মানব সেবার সবিনীত আত্মার—
বিশ্ব শুনিছে বিস্ময় মানি অহিংস মনোসাধ ॥

দেশে দেশে যত মহৎ মানুষ গুণীজন শুনে কথা
গান্ধীজীবন রাষ্ট্রবিধানে খুঁজে চরিতার্থতা
সত্যের জয়ে—মিথ্যার অবসানে
গান্ধীজীবন রামরাজত্বে মানুষের কল্যাণে
খুঁজে সত্যকে—সত্যপ্রকাশে সব মানুষের প্রাণে
মৈত্রীর বোধে প্রেম-জাগৃতি—বিদূরিয়া হিংস্রতা
মানুষে মানুষে দূরি ভেদাভেদ ঐক্যে দৃষ্টিপাত ॥

মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন গান্ধীর সাধনাকে
দেখে মহাকাল-ইতিহাসে নব মানব-সিদ্ধি আঁকে
আত্মার বলে গান্ধী শক্তিমান
আসুরী-শক্তি পশ্চাতে থাকে আহত পরিম্লান
সত্যের বলে মানব-আত্মা সত্যে সমুত্থান
করি দেখে জাগে মানব-মৈত্রী ঘোর-হিংস্রতা পাঁকে
মানবপ্রেমের সিদ্ধিকে খুঁজে—ছড়াতে বিশ্বে সাধ ॥

মনীষী জর্জ বানার্ড শ গান্ধী-প্রচেষ্টার
সাধুবাদ করি জয়গান ঘোষে ভারত স্বাধীনতার—
হ্যারাল্ড লাস্কী আরো কত গুণীজন
গান্ধীর সাথে করে সাক্ষাৎ করে কত আলাপন
চার্চ্চিল শেষে অর্দ্ধ নগ্ন ফকিরের বর্ণন—
ঘোষিছে ব্যঙ্গে—ভারতের থেকে ব্রিটিশের অধিকার
উৎখাতে যেবা বিদ্রোহী সেই গান্ধী মুর্দ্দাবাদ ॥

মুখে প্রশান্ত হাসি গান্ধীর জাগিছে সর্বজয়ে—
জয়ে পরাজয়ে স্থিতধী সদাই—কালের দিগ্বিলয়ে
সত্য-জ্যোতির পরকাশ-ভাস্বর
দেখে চলে পথ সত্যে দৃষ্টি সত্যেই নির্ভর—
গোল টেবিলেতে এদিকে তখন দ্বন্দ্ব ভয়ঙ্কর
ভারতবর্ষ শোষণ-স্বার্থে কূটনীতি নির্ভয়ে
ব্রিটিশ শাসক পুতুল নাচায়—রাজ্য বজায়ে সাধ ॥

গান্ধী-জিন্না চলে আলোচনা—সাত্ত্বিক-তামসিক
চিন্তা-চেতনা সমুদ্ঘাটিত নাহি করে কোনদিক—
যুদ্ধ চলেছে স্বার্থ ত্যাগের সাথে
স্বার্থ-ক্ষুধার পঙ্কিল মতি-বিভ্রমে সংঘাতে—
সংকীর্ণতা হীনতায় খুঁজে সাম্প্রদায়িকতাতে
লোভ-প্রমত্ত স্বার্থ-চেতনা—সত্যে নির্নিমিখ
গান্ধীর কথা—"আগে স্বাধীনতা মুক্ত ভারতে সাধ ॥"

কলের পুতুল ব্রিটিশ স্বার্থে করে কত নাড়াচাড়া
সব শিয়ালের কণ্ঠেই ধ্বনি উঠে তাই এক ধারা—
কংগ্রেস থেকে দূরে দূরে সরি থাকি
নিশীথ রাতের হিংস্রজন্তু মতন সজাগ-আঁখি
স্বার্থ-কবচে আত্মরক্ষা দাবী করি হাঁকাহাঁকি
ব্রিটিশ-গোপন-ইচ্ছা প্রকাশে তুলে সোরগোল-সাড়া—
গান্ধী শান্তদৃষ্টি ঘোষিছে "থামাও আত্মঘাত ॥"

ইংলণ্ডের আকাশে বাতাসে—বিশ্বের দেশে দেশে
ভারত-নিধনে ভারতীয়দের সংবাদ চলে ভেসে—
সংবাদ রটে গান্ধী মহান্ প্রাণ—
সাদা চেক লিখে স্বাধীনতা সুখ দাবী করে বলবান
এদিকে ব্রিটিশ কূটনৈতিক-বুদ্ধিতে সন্ধান—
অনৈক্য পথে শাসন শোষণে—বিভেদের পরিবেশে
কংগ্রেস-নীতি জাতীয় ঐক্য করি চলে উৎখাত ॥

কুটচক্রের ফল্গুপথেই ধ্বংস বন্যা নামে—
গোল টেবিলের হট্টগোলের পুতুলের খেলা থামে—
গান্ধী সেখানে সত্য ভাষ্যকার
গান্ধীর দাবী ভারতবর্ষে শাসন স্বাধীনতার—
ইতিহাসে লেখা কংগ্রেস শুধু প্রতিনিধি জনতার—
ভারতের নামে যারা কথা বলে স্বার্থ মনস্কামে
পৃথিবী দেখিল মন সকলের হীনতায় উন্মাদ ॥

আশার পদ্ম ফুটিল না আর—সত্য-আলোক-রসে
সঞ্জীবনীর স্পর্শ এলনা—দাসখৎ-পরবশে
পুতুলের নাচ গান্ধীর হলো দেখা
ব্রিটিশ-স্বার্থে আলোচনা ফল আইনেতে চলে লেখা
পরাজয় আর ব্যর্থতা বুকে গান্ধী-আত্মা একা—
চোরাবালি চর অগাধ সলিলে আপনি পড়িল ধ্বসে
গান্ধী-দেখিছে সিদ্ধ হইল চতুর ব্রিটিশ সাধ ॥

গান্ধী-কণ্ঠে উচ্চার হয়—"বড় আশা ছিল মনে
সকল আশার সমাপ্তি শেষে চরম বিসর্জনে—
সত্যাগ্রহে চলেছি নিয়ত পথ
সত্যে জেগেছি সত্যে খুঁজেছি বিভেদে ঐক্যমত—
সাম্প্রদায়িক-স্বার্থ-প্রাচীর বন্ধুর পর্বত
লঙ্ঘিতে হলে চাই সমুদার জাতীয়তা জনমনে
জাতীয় প্রগতি আনে স্বাধীনতা দূরি সব সংঘাত ॥"

"অনল শুষ্ক তৃণ দহি চলে—সত্য ইহাই জানি
সমুদ্রজলে অগ্নি-দাহন শুনি বিস্ময় মানি—"
গান্ধী-চিন্তা সত্যেরে অনুসরে
সাম্প্রদায়িক-তর্জনে তাই ভয় নাহি অন্তরে—
ভারতীয় গণ-ঐক্যেই আসে চির-অবসান করে
বিভেদনীতির চণ্ড-দাপট মৈত্রীচেতনা আনি—
গান্ধী-মানসে আগামী দিনের আলো হয় সম্পাত ॥

"ধূমাবশিষ্ট-বহ্নির মত গতপ্রভ তেজহীন—
সাম্প্রদায়িক স্বার্থ একদা হবে হবে পরিলীন
আসে সেই দিন মানবতা-বুদ্ধিতে
মানুষ দেখিবে মানুষ জাগিছে বিশ্ব-মানব-চিতে—
সত্যজ্যোতির আলোকে আলোকে আছে শুধু বিকিরিতে
মৈত্রীবদ্ধ সমাজ জীবন—প্রগতি সম্মুখীন
স্বার্থ দ্বন্দ্ব—ধর্মদ্বন্দ্ব চিরতরে উৎখাত ॥

"দীপশিখা যথা পাত্রস্থিত তৈল গ্রহণ করি
পরিণামে নিভে আপনা থেকেই অন্তিম দশা বরি
সাম্প্রদায়িক মিথ্যাও পরিশেষে
স্বার্থদ্বন্দ্বে শক্তি হারিয়ে—সঙ্কট-পরিবেশে
দেখিবে মিথ্যা মিথ্যাকে আনে—মিথ্যায় চলে ভেসে
স্বকৃত পাপের পরিণামে তাই আপনাতে পরে ঝরি—
অবিনশ্বর সত্য তখন ফুটিবে নির্বিবাদ ॥

"জানি স্বরাজের প্রকৃত অর্থ স্বাধীনতা রক্ষায়
দেশের প্রতিটি মানুষ সদাই সক্ষম ক্ষমতায়—
যদি সমগ্র বিশ্বও প্রতিকূল
হইয়া ঘটায় শত অনর্থ—বাধায় হুলুস্থুল—
তাহলেও কভু আত্মরক্ষা করিতে না করে ভুল
সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ধৈর্যে বিরূপতা অন্যায়
সর্বশক্তি সহায়ে দাঁড়ায়ে—শত্রুরে অভিঘাত ॥

"জানি স্বরাজের প্রকৃত অর্থ বিকাশে সভ্যতার
উজ্জ্বল করা আপন সত্তা জাগরণে আত্মার
পবিত্র করি আরও অধিকতর
দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ সমাজ-জীবনে হওয়াই সুনির্ভর—
যদি সভ্যতা আলোয় না হয় উজ্জ্বল ভাস্বর
স্বরাজ কখনো—তাহলে প্রকৃত স্বরাজের অধিকার
বলিনা পেয়েছি—সভ্যতা নিয়ে স্বরাজের আলোপাত ॥

"ভীরুতাকে ঘৃণা—ভীরুতার থেকে হিংসাও শ্রেয় জানি—"
গান্ধী-আত্মা দৃঢ় বিশ্বাসে—"যদি সম্মুখে আনি
ভীরুতা এবং হিংসার মাঝ থেকে
কোনটি গ্রহণ করার যোগে"—গান্ধী বিশ্বে ডেকে
"ভীরুতার থেকে হিংসাই ভালো"—মুগ্ধ বিশ্ব দেখে
মাতৃভূমির অশেষ দুঃখে—গান্ধী কণ্ঠে বাণি
দাঁড়াতে সাহসে—পৌরুষ বলে অন্তরে ধরে সাধ ॥

অমঙ্গলের ধূমকেতু জাগে সাম্প্রদায়িকতায়—
ব্রিটিশ-নীতির চক্রান্তের দুরন্ত অন্যায়
চণ্ডরূপেতে ঘটায়ে বিস্ফোরণ—
ভারত-জীবনে বিষবাষ্পকে করি চলে বরিষণ
গোল টেবিলের পরিণাম দেখি গান্ধীর প্রাণমন
ভবিষ্যতের আকাশে কোথায় সূর্য-আলোক ভায়
খুঁজে চেতনায়—সত্যাগ্রহে মিথ্যার উৎখাত ॥

বৈর-অনল-সংবৃত-মন বাহিরে প্রকাশ ভাণ—
ভারতের নামে সাম্প্রদায়িক-স্বার্থের সন্ধান
করি জাগে যারা—বাহ্যিক অভিনয়ে
স্বার্থ-অন্ধ প্রতিনিধিরূপে খুঁজিছে ভারত জয়ে
কংগ্রেস-বল হীনবলে শুধু বিভেদের নীতি লয়ে
আত্মরক্ষা করা শ্রেয় পথ—সত্যের বলিদান
যোধগণ খুঁজে স্বার্থরক্ষা—হলেও অধঃপাত ॥

গোল টেবিলের হট্টগোলের জঘন্য পরিণতি
দেখে গান্ধীর সত্যাগ্রহে আরো নিবদ্ধ মতি—
খবর এসেছে ভারতে নতুন পালা
সৈন্য-পুলিশ ঘরে ঘরে ঠেলি ব্রিটিশ অগ্নি-জ্বালা
ছড়ায়ে চলেছে—সাম্প্রদায়িক বিষ অবিরাম ঢালা
চলে হিংসায়—ভারত-জীবনে দিকে দিকে দুর্গতি
ভারত কাঁদিছে হাহাকার করি দিকে দিকে উৎপাত ॥

সাম্প্রদায়িক-বিষবৃক্ষের ফলফুল সুশোভন
জাতীয় ভাগ্য করি বিষময় করে বিষ বর্ষণ—
কংগ্রেস চাহে মানবতা-মৈত্রীর
আদর্শে জাগি ভারত-জীবন জাতীয় সমৃদ্ধির
সৃষ্টির সুখে ভুলি ভেদাভেদ—জাতীয় সংহতির
শক্তি সহায়ে বিষবৃক্ষের শেষ মূলোৎপাটন
করিয়া জাগুক সমাজ-ঐক্যে পূর্ণতা সাথ সাথ ॥

গান্ধী-আত্মা অন্তর্মুখী—সত্যের আলোরেখা
দৃষ্টি-সীমাকে অমৃত ভরি অবিরাম চলে দেখা
আলোক-রশ্মি-উৎস-ঝর্ণা ধারে
উঠে কল্লোলে জীবন-মরণ বিস্মৃতি-একাকারে
সঙ্কল্পের সিদ্ধির লাগি—জাগরিত আত্মারে
সত্যের বলে বলিয়ান করি পথ চলা একা একা—
তিমিরবিদারী মিথ্যাকে ভেদি সত্য-আলোক পাত ॥

কালের চিহ্ন পেছনেতে থাকে সত্য-বিবস্বান
সত্যের বলে মিথ্যারে দলি আছে দণ্ডায়মান—
গোল টেবিলের যাহা হোক পরিণতি
ভারত-জীবনে জেগেছে সত্য—স্বাধীনতা লাভে মতি
সাম্প্রদায়িক হীনতাবরণে নাহি বরি দুর্গতি—
গান্ধী লক্ষ্য আদর্শ ধরি লক্ষ্য অনুধ্যান
করি পথ চলা—সিদ্ধ হইবে জাতির স্বরাজ-সাধ ॥

ইংলণ্ডের শিশু-উৎসব গান্ধীকে চলে ঘেরি
আনন্দময় ব্রিটিশ-শিশুরা মহাত্মা-মুখে হেরি
সহজ সরল সদাপ্রসন্ন হাসি
শিশুদের মুখে সরল মনের হাসি উঠে উদ্ভাসি
হাসিতে হাসিতে আলোয় আলোয়—শিশু মুখে হাসিরাশি
গান্ধীর বুকে আনে আনন্দ বাজে উল্লাস ভেরী—
শিশুদের সাথে শিশু হয়ে চলে অমৃতের আস্বাদ ॥

ইংলণ্ডের আকাশে বাতাসে গান্ধী-কণ্ঠ ভাসে
মহাভারতের কংগ্রেস নেতা কি আত্মবিশ্বাসে
ঘোষিল দীপ্ত কংগ্রেস-ভারতের
জনতার দাবী—স্বাধীনতা দাবী আত্ম-প্রত্যয়ের
সাহসে জানায়—এই কংগ্রেস জনগণ-স্বার্থের
মূক-বুভুক্ষু-জন-স্বার্থের দাবী জানাবার আশে—
গোল টেবিলের বৈঠকে আসে ঘোষে স্বাধীনতা সাধ ॥

"জানি ইতিহাসে বহুব্যর্থতা কংগ্রেস নিল বরি—
সেই ব্যর্থতা ব্যর্থতা নহে সাফল্য অনুসরি
ধীরে ধীরে চলে আগাইয়া সম্মুখে—
বহু সাফল্য সমুদ্ভাসিত লেখা ইতিহাস-বুকে
কংগ্রেস শুধু সফলতা সাথে—জনতার সুখে দুখে
একাত্ম হয়ে—আদর্শ বরি সত্য সর্বোপরি
চলেছে এগিয়ে—সংঘাত যত করি চলে উৎখাত ॥

তরবারী-জোরে পরাধীন রাখা চিরকাল নাহি চলে—
গ্রেটব্রিটেনের উন্নতি লাগি শস্ত্র-শাসন বলে
কাম্য কি শুধু বিদ্রোহী-পরাধীন
ভারতবর্ষ—অথবা স্বাধীন পরবশ্যতাহীন
ভারতবর্ষ—ইংলণ্ডের সুখে দুখে সংলীন—
বন্ধুর মত ভারতবর্ষ প্রেমালোক মনে জ্বলে—
কোনটি কাম্য—শান্তিকে চাই অথবা কি সংঘাত ॥

গোল টেবিলের একি পরিণাম—শোষণের মোহবাদী
সাম্রাজ্যের অধিকারগত রক্ষা-কবচে বাঁধি
মদ-গর্বিত ব্রিটিশ শাসকগণ
ভারত শাসনে বিভেদে রাষ্ট্র চালনে করিল মন—
সেখানে জাতির স্বাধিকারবোধ চরম বিসর্জন
করিয়া বরণ করে ক্রন্দন—অশ্রুর কলনাদী
প্রবাহিয়া চলে—ব্রিটিশ চেষ্টা প্রগতিতে বাঁধা বাঁধ ॥

লৌহে গঠিত প্রকোষ্ঠে পেয়ে ফাঁক সূচীপরিমাণ
কালভুজঙ্গ লক্ষীন্দরে দংশনে সন্ধান
যথা পায় পথ—গোল টেবিলেতে বসি
সাম্প্রদায়িক-রক্ষা-কবচ সূত্রে হিংসা পশি
ভারত-জীবনে স্বার্থে স্বার্থে কদাচার-নিঃশ্বসি
তেমনি ছড়ায় কালকূটরাশি—স্তব্ধ গান্ধীপ্রাণ
দেখে মিথ্যার জয়ঢাক বাজে—বুকে রাখে ধীরে হাত ॥

গান্ধী-আত্মা চোখের উপর ব্রিটিশ-সদিচ্ছার
প্রমাণ দেখিয়া গ্রেটব্রিটেনের উদ্দেশে উচ্চার
বিদায়ের বাণী—"এসেছিনু নিয়ে আশা
যাবার সময় আঘাতে হৃদয় স্তব্ধ হারালো ভাষা
বড় বেদনায় চলেছি ফিরিয়া—আনন্দ পরকাশ।
সত্যের আলো দেখাইছে পথ কাটিবে অন্ধকার"
গান্ধী-আত্মা অন্তরে করে আবার দৃষ্টিপাত ॥

গান্ধীর মনে তবু আশা জাগে ইউরোপ-এশিয়ার
দেশে দেশে আছে আজো মহাপ্রাণ নিখিল-মানবতার
চেয়ে জাগৃতি চেয়ে লোক-কল্যাণ
নিখিল জীবনে সর্বসেবার ক'রি চলে সন্ধান—
মহামানবের কণ্ঠে ঘোষিত মানবতা জয়গান
সুরে সুরে উঠে উদাত্ত হয়ে সত্য অহিংসার
পরম মন্ত্র—সবার সঙ্গে মিশাতে মিশিতে সাধ ॥

ইতি গান্ধীজীবন মহাকাব্যে "গোল টেবিল বৈঠক" নামীয় দশম সর্গ ॥

ব্রিটিশের কূটচক্রান্তেই গান্ধী ব্যর্থ সাধ—
স্বাধীন ভারতবর্ষ-সত্তা দাবী করি বরবাদ
ব্রিটিশ-শক্তি রক্ষাকবচমূলে
গোল টেবিলের বৈঠকশেষে বাদপ্রতিবাদ তুলে—
ভারত শাসন-তন্ত্র ভিত্তিমূলেই বিরোধ ফুলে
স্বার্থে স্বার্থে রচি অনর্থ ঘটাইতে সংঘাত—
অভিসন্ধিতে নিগূঢ় লক্ষ্যে আনে ঘোর উৎপাত ॥

ভারতের জনজীবন-চিন্তা বিভক্ত করা কাম
দুর্বল মন চালাক সমাজে বৈরিতা সংগ্রাম—
সুবিধাবাদের অন্ধকুটিল মতি
কলঙ্ককর চক্রান্তের পথে খুঁজে ফিরে গতি—
নিষ্ফলতায় বন্ধ্যা করিতে প্রগতির বেগবতী-
জীবন-ধারাকে—ব্রিটিশ ইচ্ছা সংগ্রামে উদ্দাম
সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে-ভারত করুক আত্মঘাত ॥

ভারতে গান্ধী ফিরে অবশেষে—আশার জলাঞ্জলি
গোল টেবিলের বৈঠক নামে আশার ছলনে ছলি
ব্রিটিশের চাল ছিল সাধ মনোময়
এই বৈঠক-পরিণাম যেন আপনি ব্যর্থ হয়—
আইন অমান্য আন্দোলনের আবেগে আনিতে ক্ষয়
চক্রান্তেই বৈঠকে ডাকা—ভারতের দাবী দলি
ব্রিটিশ-দম্ভ হইল প্রকট কূটনীতি সম্পাত ॥

বৈঠকে চলে ভারতে তখন কংগ্রেস-দমনের
আয়োজন সুরু অর্ডিনান্সের পীড়নের প্রয়োগের
দৃপ্ত দর্পে কি দোর্দণ্ড জ্বালা
ভারতশাসনে ব্রিটিশ-দৃষ্টি আগ্নেয় নীতি ঢালা—
তাই যবনিকা আড়ালের থেকে—'জনবুল' করে আলা
স্বরূপ আপন—রাক্ষসীমায়া-রূপ-স্বৈরতন্ত্রের
ভারতের বুকে অগ্নি-দাহনে খুঁজে ঘোর সংঘাত ॥

বিলাতের থেকে গান্ধী-ভারতে এসেই প্রথমে দেখে—
গান্ধী-আরউইন চুক্তি-ভঙ্গে ব্রিটিশ চলেছে হেঁকে
দমন-নীতির চণ্ড আন্দোলন—
যুক্ত প্রদেশে এদিকে তখন অভাবের ক্রন্দন
কৃষকের ঘরে দুর্ভিক্ষের দৃশ্য অবর্ণন
খাজনাদানের অসামর্থ্যের প্রার্থনা লেখা লেখে—
ব্রিটিশ ভাবিছে লেখাতেই আইন অমান্য সংবাদ ॥

দমন-নীতির পীড়ন সূচনা—মিলন গান্ধীসাথে
জহরলালের নাহি হয় যাতে ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ মাতে
গ্রেপ্তারি তাই পাঠাইল কারাগারে
সীমান্তে 'খুদাই খিতমদ্‌গারে' বে-আইনি ঘোষণারে
কার্যক্ষেত্রে সত্য করিতে জাগিল অত্যাচারে—
তাই সীমান্ত গান্ধী বন্দী—ব্রিটিশের অভিঘাতে
সারা দেশে আসে পীড়ন-নীতির প্রচণ্ড উৎপাত ॥

জহর করিছে ইতিহাসে পাঠ যুগে যুগে কালে কালে
জনতার ক্রোধ-উত্তেজনাই ধ্বংস-আগুন জ্বালে
ধ্বংস রাজ্য—হারায় সিংহাসন
সাম্রাজ্যেরি বুকে নেমে আসে ঘোর পরিবর্ত্তন
গণবিপ্লব বাসুকির মত ঘটায় ভূকম্পন
ধ্বংস যজ্ঞে মহাকাল মাতে প্রলয় নৃত্য তালে
নাচে উল্লাসে—চলে সন্ত্রাসে সৃষ্টির উৎখাত ॥

গণবিপ্লব অগ্নোদ্‌গারে জ্বলেছে রাজ্য দেশ
সাম্রাজ্যের পতন-যজ্ঞে সভ্যতা নিঃশেষ—
সাত সমুদ্রে ভিড়ে না পণ্যতরী
রাজার ক্ষমতা হয় খান খান—রাষ্ট্রদণ্ড ধরি
জনতা তখন প্রতিক্রিয়ায় চলেছে বিচার করি
মানুষের প্রতি মানুষের শুধু সন্ত্রাসে বিদ্বেষ
অত্যাচারের নির্মমতায় সৃজি চলে উৎপাত ॥

যৌবন-জল-তরঙ্গ-গতি সম্মুখে বিস্তার
জহর দেখিছে রুদ্রমূর্তি সংগ্রামী-জনতার
সাম্রাজ্যকে আঘাত সাহসে করে—
অভ্যুত্থানের অগ্নির বীজে—যন্ত্রণা বুক ভরে
ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশে বিদ্রোহী-অন্তরে
একটি লক্ষ্য ব্রিটিশ-শাসন-নীতি করা ছারখার
ব্রিটিশ-বিরোধী পরিবেশে জাগে জনমন উন্মাদ ॥

অত্যাচারের রক্ত-পীড়নে সংগ্রাম রোধ করা
নীতি-ভিত্তিতে কঠোর শাসনে চলে কারাগার ভরা—
জনসাধারণ উদ্বেল উচ্ছ্বাসে
ব্রিটিশ-পীড়ন তুচ্ছ করেই সাহসে এগিয়ে আসে
ব্রিটিশ-বস্ত্র-পোড়ায় সঙ্গে ব্রিটিশ বাজার নাশে
ব্রিটিশ-পণ্য বর্জন করি—স্বদেশী বস্ত্র পরা
স্বদেশী-পণ্য ক্রয়-ব্যবহার উঠে ধ্বনি সাথ সাথ ॥

আইন অমান্য আয়োজনে দেশ ক্রমেই তীব্রতর-
কার্যক্রমেই আগাইয়া চলে—উঠে সংগ্রাম-স্বর
বন্দে মাতরম্—গান্ধীর জয় জয়
ব্রিটিশ বিরোধী ভারত-জনতা-জাগ্রত নির্ভয়—
স্বরাজ-সাধনে ঐক্যবদ্ধ সারা দেশ তন্ময়
দেশে বিপ্লবী-শক্তি চেতনা—অহিংসা-তৎপর
পথে পথে চলে ব্রিটিশ শাসন করিতে চরমাঘাত ॥

আরম্ভ হলো পুলিসী জুলুম ক্ষিপ্ত শাসক-মন
নিরস্ত্র জনে অস্ত্র আঘাতে করি চলে নিপীড়ন
শোভাযাত্রীর পথ চলে আটকানো—
নীরব ঘোষণা অহিংসা বুকে হিংসাকে আনো আনো
আন্দোলনের শান্তিকে ভাঙ্গি ঘোর অশান্তি হানো—
যেথা গম্ভীর স্তব্ধতা সেথা ঘোষি ভীম-গর্জন
পীড়ন-নাশন-নীতি সার জানি করি চল অভিঘাত ॥

গান্ধীজী হলো ব্যর্থ-মানস—সংবাদ জনমনে
তুমুলকাণ্ড ঘটালো সহসা ব্রিটিশ-উৎসাদনে
ক্ষুব্ধ জনতা প্রচণ্ড আক্রোশে
বাঁধভাঙ্গা গতি বন্যার মত রুদ্র-ক্রোধেই ফোঁসে
জনতার সেই ব্রিটিশ-বিরোধী দারুণ অসন্তোষে
পুলিসী-সৈন্য জুলুমে দীপ্ত ব্রিটিশের নিপীড়নে
ভারতমুক্তি সেনার রক্তে সূর্য আলোকপাত ॥

বে-আইনি ঘোষিত কংগ্রেস—তবু দমনে দমিত নয়
ব্রিটিশ পক্ষ যত সতর্ক কার্যক্রমকে লয়
যতই কঠোর আইন প্রবর্তনে
আমলাতন্ত্র উগ্রমূর্তি থামাতে আন্দোলনে
ভীষণ পীড়ন চালায় যতই—জাতীয় সংগঠনে
বহুবিস্তৃত দুর্গের থেকে শত শত নির্ভয়
সত্যাগ্রহী বাহিরিয়া আসে ঘোষি চলে ভীমনাদ ॥

অর্ডিন্যান্স জালে দেশ ছাওয়া হলো কংগ্রেস কমিটির
জেলা-মহকুমা-তালুক-থানার জনপদ পল্লীর
ভিত্তির মূলে নিয়ত আঘাত চলে
পিটুনী পুলিস সৈন্যের দল ঘরে ঘরে চলে দলে
নিয়ত শান্তি-শৃঙ্খলা নাশা বাঁধে দেশ শৃঙ্খলে—
আইন লঙ্ঘনে তবু দেশবাসী তুলিয়া উচ্চ শির
করবন্ধের আন্দোলনেতে জাগায় প্রত্যাঘাত ॥

বে আইনি আইনে রাষ্ট্র যখন সন্ত্রাস পথ ধরে—
সত্য করিতে গণ-অধিকার আইনকে ভঙ্গ করে
জাগে জনগণ—বহু বিস্তৃত দেশে
শাসন শক্তি গণ-জাগরণে আপনাতে চলে ভেসে—
অহিংসাবাদী আইন অমান্যে—স্বাদেশিক পরিবেশে
রাষ্ট্রভিত্তি ঘোর বিপন্ন—কারাগার যায় ভরে
লক্ষ লক্ষ সত্যাগ্রহী ছড়ায় জতীয় সাধ ॥

সাম্রাজ্যের স্পর্দ্ধা সেদিন সন্ত্রাসে উল্লাসে
সারা ভারতের আকাশে বাতাসে ফোঁসিল সর্বনাশে
সঙ্গীনে আঘাত নিরস্ত্র জনতাকে
গোপনে পুলিসী উসকানী চলে—হিংসা জাগাতে থাকে
সাম্রাজ্যের হীনতা-বুদ্ধি-বিলাস ক্ষমতা পাঁকে
সত্য করিল—অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় আসে
গণবিদ্রোহ করিতে ব্রিটিশ শাসনের উৎখাত ॥

জহরলালের দৃষ্টিতে ভাসে জনমন জাগরণ—
ভারতবর্ষে গান্ধীজীবনে জীবন-আস্বাদন
সুরু সেইদিন ভারতের ইতিহাসে
নব অধ্যায়ে গান্ধী-সাধনা বিপ্লবে পরকাশে
ব্রিটিশ-শক্তি সন্ত্রাসে বরে আপন সর্বনাশে
চরম দণ্ড—রাজদণ্ডের উন্মাদ নর্ত্তন
জনতার রায়ে ব্রিটিশ-শাসনে খুঁজে শুধু উৎপাত ।।

গান্ধী-আত্মা বিস্ময়ে দেখে চুক্তি ভঙ্গ করি
ব্রিটিশ শাসন উপদ্রবের চণ্ড দণ্ড ধরি
ছুটিয়া চলেছে হিংস্র স্বেচ্ছাচারী—
নিরাশ-হৃদয় শূন্য হস্ত—চোখে দুই ফোঁটা বারি
ব্রিটিশের আছে কুট-চক্রের বল শুধু তরবারি—
গান্ধী-আত্মা ব্যথা-বিষন্ন—সারা চেতনায় ভরি
অন্তঃপুরুষ ঘোষে ব্রিটিশের তাণ্ডব প্রতিবাদ ।।

চুক্তি ভঙ্গ—সত্যভঙ্গ ধর্মকে ত্যাগ করা
লোভ-মোহ-বলে সত্য তেয়াগি মিথ্যায় দেওয়া ধরা—
অন্তঃপুরুষ বলি উঠে বারবার
ধর্মনিত্য—সত্যধর্ম করে যেবা পরিহার
ধর্মবিদায়ে ধ্বংসের হাতে নাহি পায় নিস্তার—
মানুষ নিত্য—মোহ-লোভ-আদি ভোগের মিথ্যা ভরা
আলেয়া আলোয় ঘটাইতে চায় চরম অধঃপাত ।।

প্রাণ যদি যায় ধর্ম সত্য—অন্তঃপুরুষ ঘোষে—
এদিকে তখন দারুণ দৃশ্য ব্রিটিশ ক্ষিপ্ত রোষে
পাশব-সত্তা ব্রিটিশ ধরিয়া জাগে
গান্ধী-আত্মা দেখে বিস্ময়ে শাসনের পুরোভাগে
দমন-নীতির চণ্ডদণ্ড হিংসার অনুরাগে
চুক্তিসর্ত বিষ-নিঃশ্বাসে অবিরাম চলে শোষে—
চাহে ভারতের স্বাধীন-সত্তা করিবারে উৎখাত ॥

রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তরে কোন সাধ নাই মনে—
গোপন মনের উদ্দেশ্যের প্রকাশ্য-রূপায়ণে
ভেদ-বুদ্ধির লোভ জাগ্রত করে
ব্রিটিশ-ইচ্ছা বিভেদে শাসন করে চিরকাল ধরে—
কংগ্রেস দেখে ভবিষ্যতের আশায় আলোক ভরে
সম্মুখে জাগিছে সংগ্রামী জাতি—জাতীয় আন্দোলনে
অহিংসা পথে ব্রিটিশ-হিংস্র কূটনীতি উৎখাত ॥

গান্ধী ঘোষণা প্রয়োজন হলে প্রতিরোধে দিয়ে প্রাণ—
অহিংসা পথে জীবন-মুক্তি সত্যের সন্ধান
গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরিণতি
ইংলণ্ডের শাসক-দলের ক্ষিপ্ত করেছে মতি—
কংগ্রেস পেল স্বাধীন সত্তা—ব্রিটিশের দুর্গতি
শান্তি চুক্তি শত্রুর সাথে হানে হিংসার বাণ
উইলিংডন বড়লাট তাই ঘটায় বিসংবাদ ॥

গান্ধীর চোখে দৃশ্য করুণ বন্দী জহরলাল—
চট্টগ্রামে ব্রিটিশ পীড়নে বেদনায় উত্তাল
জনসমুদ্রে উঠে ব্যথা আলোড়ন
গ্রাম-জনপদে পিটুনি পুলিস ফিরে ভীম-দর্শন—
তবু নিপীড়ন উপেক্ষা করি চট্টগ্রামের মন
খুঁজিছে ব্রিটিশ শাসন মুক্তি ছিঁড়ি শোষণের জাল
খুঁজে জীবনের স্বাধীনতা স্বাদ—আত্মার আহ্লাদ ॥

ভারত তখন করে টলমল—চেতনায় চঞ্চল
ব্রিটিশ চাপায় অর্ডিন্যান্সের পাথর জগদ্দল
গান্ধী-আত্মা অন্তরে পাতি কান
শুনে জাগ্রত অন্তঃপুরুষ ঘোষি চলে উদ্দান—
প্রাণ যদি যায় ধর্মে বিদায়—সত্যেরে হতমান
করো না করো না—সম্মুখে দেখ সত্যে সমুজ্জ্বল
মহাভারতের ভবিষ্যতের বক্ষে আলোক পাত ॥

চুক্তিভঙ্গে ক্ষুব্ধ গান্ধী—তবু সংযত মন
ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নাহি করি নিরূপণ—
সহযোগিতার হস্ত প্রসার করি
যাহাতে ব্রিটিশ-শাসন অতীত চুক্তি সর্ত স্মরি
অর্ডিন্যান্সের বলে শাসনের সন্ত্রাস পরিহরি
পথ অনুসরি চলে এ লক্ষ্যে গান্ধীর আবেদন
এ বিষয়ে যেন বড়লাট দেন আলাপেতে সাক্ষাৎ ॥

কংগ্রেসে হলো প্রস্তাব পাশ—পুনর্বিবেচনায়
বড়লাটে যেন আলোচনা পথে শান্তিতে পুনরায়
গান্ধীর কথা বিবেচনা করি দেখে
অর্ডিনান্সেতে দেশ-শাসনের কারণ কিসের থেকে
কৈফিয়ৎ চেয়ে কংগ্রেস বলে—বড়লাট যদি বেঁকে
গান্ধীর সাথে দেখা নাহি করে রাজকীয় স্পর্দ্ধায়
প্রমত্ততায়—আরম্ভ আইন অমান্য ভেরীনাদ ॥

ব্রিটিশ তখন প্রমাদ গণিল—মুখে বলে সরাসরি
সাক্ষাৎকারে প্রয়োজন নাই—মহাবিস্ময়ে ভরি
ভারতের বুকে লর্ড উইলিংডন
'জনবুল' সুরে ঘোষিত স্পর্দ্ধা দমনে আন্দোলন
একটি লক্ষ্য ভারতীয়দের স্বাধীনতা-বিলোপন—
গান্ধী বন্দী কারাগারে চলে—মুখে প্রশান্তি ভরি
দূর দিগন্তে ভবিষ্যতের ভারতে দৃষ্টিপাত ॥

অগ্নি-জ্বালার দারুণ দহনে জাতির আত্মা জ্বলে
বন্দীশালার মত সারা দেশ ব্রিটিশ পীড়ন-বলে
কারার পাষাণ প্রাচীরেতে মাথা কুটে—
শতবন্ধনে তীব্র জ্বালায় আগ্নেয় শ্বাস লুটে—
আশ্রয়হীন আর্তনাদের আর্তি আকাশে উঠে
ব্রিটিশ শঙ্কা আসে বিপ্লব—তাই বিভেদের ছলে
ম্যাক্‌ডোনালডের সংবিধানের রটাইল সংবাদ ॥

যারবেদা জেলে গান্ধী স্তব্ধ প্রতারণা ছলনার
বজ্র-আঘাত ভারতের বুকে—অন্তর আত্মার—
বিবেক ঘোষিছে প্রতারণা প্রতারণা
ভারত শাসনতন্ত্র রচনা—ব্রিটিশ স্বার্থমনা
সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-বিরোধ হিংস্র-কুটিল-ফণা—
পরস্পরকে দংশনে যাতে জাগে দেশে হাহাকার
সে অভিসন্ধি—শাসনতন্ত্রে ষড়যন্ত্রের ফাঁদ ॥

গান্ধী-চেতনা রামরাজ্যের চাহে প্রতিষ্ঠা হোক
লোককল্যাণে সুখে শান্তিতে সুখী হোক সব লোক
রামের স্বরূপ সত্যের রূপ নাম
সত্যের নাম রামরূপ জানি সত্যে মনস্কাম—
রামরাজত্বে সত্যে নিয়ত আত্মার বিশ্বাস
সেখানেতে নাই যুদ্ধ দ্বন্দ্ব—নাই ভীতি-দুখ-শোক
নির্ভয় সুখে জীবন বিকাশে—হিংসা মূলোৎপাত ॥

রামরাজত্বে মানুষের বাস মৈত্রী বুদ্ধি শ্রমে
সামঞ্জস্য যুক্তি নিয়ত লোক কল্যাণে ভ্রমে—
জীবন-ঋদ্ধি সামাজিক রাষ্ট্রিক
সত্যের পথে সন্নীতি যোগে অধিকার মানবিক
বিস্তার করে—ব্যক্তি আত্মা সত্যেই নির্ভীক
আদর্শবাদে থাকে জাগ্রত সত্য কার্যক্রমে
আত্ম-স্বার্থে নাহি সৃজে কভু বিবাদ-বিসংবাদ ॥

সত্য যখন রাজপাটে বসে প্রজাগণ ভয়হীন—
সত্যপ্রতাপে ছোটবড় ভেদ সমতায় পরিলীন—
ভীতিহীন প্রজা—সকল অলক্ষণ
ভৌতিকতার ভীতি-সন্ত্রাস বিপরীত দর্শন
আকাশে ভূতলে শূন্যেতে নাই—বর্ষার বর্ষণ
নিয়মিক হয়—রৌদ্র স্নিগ্ধ সোনার আলোক দিন
দৈবিক-সুখ বিকশিত করে দিকে দিকে আহ্লাদ ॥

রামরাজত্বে সাম্যনীতিতে সার্থক রাজকতা—
জীবনে শান্তি সমাজে শান্তি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা
মানুষের দেয় আত্মিক অধিকার
সর্বপ্রকার ঐহিক-সুখ করে সদা বিস্তার—
রাষ্ট্রনীতির মৌলভিত্তি সত্য প্রতিষ্ঠার
প্রজার আপদ ঠেকাতে নিয়ত বিদূরিতে বিষমতা
আদর্শবাদ—স্বতঃস্ফূর্ত ন্যায়েই দৃষ্টিপাত ॥

নহে পার্থিবজীবন কখনো দুঃখের অভিশাপ—
রামরাজত্ব বিদূরিত করে হিংসার যত পাপ—
তাই প্রাণরূপ সত্যের বিজ্ঞান
সুখে শান্তিতে সংসারে করে প্রাণলীলা বহমান—
প্রাণলীলা হলো অমৃতজীবন—প্রাণরূপে উত্থান
প্রজার জীবনে সত্যের রূপ নাশে সংসার তাপ
অকাল মৃত্যু দূরে দূরে থাকে প্রজাপ্রাণে আহ্লাদ ॥

মনোবলে প্রজা নীতিবলে প্রজা অধিকার সাম্যের
বিত্ত সাম্যে গ্রহণ সাম্যে—সাম্যে আদর্শের
পরম প্রকাশে সকলে পরোপকারী—
দেখে মানুষের মৈত্রী-জীবন নাই নাই ছাড়াছাড়ি
পারস্পরিক স্বার্থ ঐক্যে জাগে কোটী নরনারী
সূর্য-আলোক সদা প্রসন্ন আশিস সমৃদ্ধের
জলবর্ষণে মেঘ নামি আসে—সুখের বৃষ্টিপাত ॥

ব্যক্তিমানুষ বিদ্বেষহীন—মৈত্রীবদ্ধ প্রাণ
অহিংসাগত রাষ্ট্রনীতিতে করে ভেদ অবসান—
শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্বার্থের হানাহানি
অবসানে হয় রামরাজত্বে সমবোধে জানাজানি
সত্যস্বরূপ ঈশ্বর কোথা—সত্য যখন হানি
হানি কল্যাণ হানি সুন্দর হানি চলে ভগবান
আসুরিকতার অবসানে কোথা রামরাজত্বে সাধ ॥

সকলের হাতে ধনসম্পদ সকলের সুখে দুখে
সেই সম্পদ সঞ্চার করে শক্তি সবার সুখে—
দুখের বিরতি সমাজ শক্তি ভরা
লোককল্যাণে রাষ্ট্র-চিন্তা ধর্মসাধন করা
কলুষশূন্য পুণ্য-প্রীতিতে সকল হিংসা হরা
মানস-চেতনা সদা জাগ্রত সমাজ-জীবন বুকে
সত্য যেখানে রাজত্ব করে—সেথা ভূমা-আহ্লাদ ।।

হিংসা বিহীন গুণজ্ঞ প্রজা রাষ্ট্রীয় সাধনার
নব দিগন্তে দেখে সত্যের আলোকের বিস্তার—
কৃতজ্ঞ মন—উদার দৃষ্টি নিয়া
সর্বহিতেই দেখে সত্যকে বিরাট বিশ্ব হিয়া
প্রাণ-বিজ্ঞানে বিকশিত হয় সত্য মন্ত্র নিয়া
সত্যস্বরূপ রাম প্রাণারাম—সত্যেই মূলাধার
স্থিরবুদ্ধিতে প্রজাগণ সুখী—পুণ্য জীবনসাধ ॥

সকলের তরে সকল মানুষ সকলে পরোপকারী—
কর্তব্যের সাম্যবিধানে জাগে সদা নরনারী
কর্তব্যেই অধিকার অর্জন
নাগরিকতার আদর্শবোধে সমাজের বিরচন—
সর্বসেবার চেতনায় জাগে সদা উৎসাহী-মন
হৃদয়-মৈত্রী সবার হৃদয়ে পুণ্য তীর্থ বারি
পবিত্র করা পরশে তাহার ঘুচে ভেদ পরমাদ ॥

রামরাজত্ব অহিংসাবাদী সমাজ ব্যবস্থায়
শান্তিপূর্ণ পারস্পরিক সহযোগী-ভাবনায়
প্রতিটি মানুষ সুনীতি-পদ্ধতিতে
জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে—মৈত্রীর দৃষ্টিতে
বিদ্বেষহীন প্রতিবেশিত্বে—সহযোগ বুদ্ধিতে
জাগে অবিরাম—ঐক্যভিত্তি রাষ্ট্রীয়-নীতি ন্যায়
পররাজ্যেও সহযোগী করে উদার দৃষ্টিপাত ॥

চিরগতিময় প্রাণশক্তিতে সমাজ উন্নয়ন
সম্মুখে চলে—প্রগতির পথে দৃষ্টি উন্মীলন
দেখে সভ্যতা রচনায় লোকমতি
সীমাহীন স্রোতে কত বিচিত্র সৃষ্টিতে সদা গতি
সম্মুখে চলে অনাদি-আত্মা:চেতনা-স্রোতস্বতী
ইতিহাস থেকে নব ইতিহাসে লভে কত জাগরণ
চির-পথিকের যাত্রা কেবল—বাধা করি উৎখাত ॥

বৃহৎ বনস্পতির বক্ষে বজ্রাঘাতের জ্বালা—
গান্ধীর চোখে মহাভারতের পীড়ন ব্যথায় ঢালা
সকল অশ্রু অগ্নির শিহরণে
দগ্ধ করিছে—সব অনুভূতি বেদনার ক্রন্দনে
চোখের উপর মূর্ত সহসা ব্রিটিশের নিপীড়নে
হিংস্রতা বুঝি ফাটিবে সহসা—জানে অন্তরে আশা—
ঈশ্বর দেবে সহার শক্তি সহিতে চণ্ডাঘাত ॥

আর্তের বুকে জাগে আহ্বান ভগবান—ভগবান
সত্যের আলো বিস্তার কর কর দুখ-অবসান—
শাসন-বজ্র-অগ্নি-ফলার ধারে
ছিন্নভিন্ন মানবাধিকার প্রবল অত্যাচারে—
দারুণ লোভের গলিত-লাভার উত্তাল পারাবারে—
ব্রিটিশ খুঁজিছে সাম্প্রদায়িক-বোধে নির্মীয়মাণ
এমন তন্ত্র আত্ম-আঘাতে মন হয় উন্মাদ ॥

মানস-দৃষ্টি বিথারি গান্ধী দেখিছে ভবিষ্যৎ—
সাম্প্রদায়িক সৌভ্রাত্রের কোথা পথ কোথা পথ
উচ্চ এবং অনুন্নতের নাম
হিন্দুসমাজে ব্রিটিশ লক্ষ্য চিরকাল সংগ্রাম—
হিন্দুনিধনে সর্বনাশের প্রস্তাবে উদ্দাম
জাতি বৈরিতা মারণ-অস্ত্র—বন্ধ্যাধারার বৎ
মানস-ঋদ্ধি প্রগতি রুদ্ধ করাই ব্রিটিশ-সাধ ॥

হিজলী বন্দী নিবাসেতে গুলি ব্রিটিশ চালনা করে—
নৈতিক-মন হারায়ে ব্রিটিশ পাশব-মূর্তি ধরে
তাই পাশবতা-দৃশ্য কার্যাবলী
ইতিহাসে ফুটে করুণ ব্যথার মর্ম-আগুনে জ্বলি
ব্রিটিশ-ইচ্ছা তরবারি-জোরে ভারতকে পদে দলি
রাখে আবদ্ধ দাসত্বরূপ শৃঙ্খল পদে পরে—
পশুর মতন চলুক ভারত—তাই তাই উৎপাত ॥

গান্ধী-আত্মা দেখে ভবিষ্য—দাসত্ব শৃঙ্খল
খান খান হয়—চলিছে ভারত সত্যে অচঞ্চল
একটি লক্ষ্য সত্যাগ্রহ করে
সত্যসন্ধ স্বেচ্ছাসেনারা সত্য চেতনা ভরে
সদা অন্তরে শতদুখ বরে জাতীয় নিশান ধরে
চলেছে বিজয়ে—পরাজয় থেকে বুকে জাগে নব বল
লক্ষ্য বিজয় সদা নির্ভয় স্বাধীনতা শুধু সাধ ॥

নব-রাজনীতি গান্ধী-আত্মা শুনে আত্মার বাণী
ব্রিটিশ-বিভেদ অস্ত্রকে ভাঙ্গা জাতীয় ঐক্য আনি—
গান্ধী-আরউইন চুক্তি কবর তলে
ম্যাকডোনালডের রোয়েদাদ দেখি বক্ষে আগুন জ্বলে
যারবেদা জেলে গান্ধী চেতনা জীবন তেয়াগে চলে—
"পরিবর্তন রোয়েদাদ যদি না হয় জীবন দানি
আমরণ আমি উপবাসে করি প্রায়শ্চিত্তে সাধ ॥"

সাম্রাজ্যিক স্বেচ্ছাচারেই রচিত সংবিধান
আমলাতন্ত্র চাহে জনতার অধিকার অবসান—
কোথা স্বাধীনতা—অধীনতা শৃঙ্খল
বজ্র-আঁটুনি দিয়েই রাখিতে রাজনীতি-নীতি খল
স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব সৃজিতে আটঘাট বাধা কল
সংবিধানের বনামে সৃষ্টি—রোয়োদাদে নির্মাণ
গান্ধীস্তব্ধ—ভারত শোষণে ব্রিটিশের একি সাধ ॥

চোখের উপরে জীবন স্বপ্ন ফুটি উঠে বারে বারে—
কোথা ভারতের মৌল ভিত্তি স্বাধীনতা অধিকারে
রাষ্ট্রীয় রূপ—সামাজিক সমতায়
কোথা মানুষের আত্মা বিকাশে জাতীয়তা চেতনায়
সার্বিক বোধ—পৃথক চিন্তা সমাজ ব্যবস্থায়
পরস্পরকে বিচ্ছেদ করে—অন্তর তোলপাড়ে
ব্রিটিশের এই উস্কানি থেকে আসে—আসে উৎপাত ॥

গান্ধীদৃষ্টি ফিরে অন্তরে—ইতিহাসে পুনঃ ফিরে
একটি চেতনা—বিগ্রহরূপে অন্তর-মন্দিরে
সত্যের রূপে নিত্য নিরঞ্জন
গান্ধী দৃষ্টি অন্তরে শুনে সুরে স্বরে গুঞ্জন
সত্যেরে ঘেরি জীবন-সাধনা সঙ্গীত স্পন্দন
তুলে প্রচারিছে—রামরাজত্ব সুখের নদীর তীরে
সকল সুখের স্বর্গমূর্তি—অন্তরে আহ্লাদ ॥

প্রকাশে "গান্ধী-হোর—ম্যাকডোনাল" পত্রের বিনিময়—
স্পষ্ট সেখানে ব্রিটিশ-ইচ্ছা—গান্ধীর বিস্ময়
সৃষ্টি করেছে—পীড়িত আহত মন
"যদি জঘন্য রোয়েদাদ নাহি হয় পরিবর্তন
দেশের জন্য উপবাস বরি করি প্রাণ-তর্পণ—"
ঘোষণা জগতে—"সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সত্য নয়—
ব্রিটিশের কূটনীতিক-ইচ্ছা আনে দেশে ভেদবাদ ॥"

গান্ধীর চোখে ভবিষ্যতের আলো হয় বিস্তার—
সাম্প্রদায়িক-চেতনার নাশে ভারতীয় আত্মার
নবীন জীবন আলোকে সমুদ্ভাসে
ব্রিটিশ-আঘাতে নব জাগরণ ভারত জীবনে আসে
তুচ্ছ শরীর ত্যাগে যদি দেশে অস্পৃশ্যতা নাশে
জাতীয়তা নাশি রোয়েদাদ যদি নাহি হয় চুরমার
মৃত্যু বরণ ধর্মকার্য—তাই উপবাস সাধ ॥

কঠিন নিগড়ে বন্দী আত্মা সব বন্ধন নাশে—
অপমানকর ব্রিটিশ বিধান পরিবর্তন আশে
ঘোষণা লক্ষ্য—আমৃত্যু অনশন
সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ নাশে নবনীতি-দর্শন
প্রাণ-তর্পণ তথা ব্রিটিশের নীতি পরিবর্তন—
সংবাদ শুনে সারা ভারতের বুকে আতঙ্ক ভাসে—
গান্ধীজীবন ভারত-জীবন ভারতের প্রাণসাধ ॥

গভীর চিন্তা-উত্তেজনায় জাগে ভারতের মন
একটি বাক্য মহান্ গান্ধী উপবাসে-আমরণ—
সেদিন ভারতে একটি চেতনা নিয়া
ভারতবর্ষে বর্ণাবর্ণ চেতনা বিস্মরিয়া
জাগিয়া উঠিল একটি জীবনে জাগিলে একটি হিয়া
বিস্ময়ে শুনে ব্রিটিশ সেদিন নবনীতি দর্শন—
গান্ধীকে চেয়ে যারবেদা-জেলে চুক্তির সংবাদ ॥

ভারতবর্ষ-মানসে গভীর চিন্তা উত্তেজনা
আমরণ এই উপবাস-কথা জাগাল দুর্ভাবনা—
ব্রিটিশ প্রথমে হাসিল হেলার হাসি
তবু বিস্ময়ে দেখিছে ব্রিটিশ বর্ণহিন্দু আসি
ব্রিটিশের গড়া তপশীলীদের বুকে করে ভালবাসি
গান্ধীজীবন রক্ষা করিতে সবে অনন্যমনা—
ঘোষে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ—গান্ধী বাঁচাও সাধ ॥

উপবাস আনে গান্ধী-সিদ্ধি রাষ্ট্রীয় একতার
বর্ণহিন্দু অন্ত্যজদের ধর্মীয় আত্মার
নবজাগরণ—অপমানে হীনতায়
জীবন-যাপিছে—নাহি যেতে পারে মন্দির-সীমানায়
এই বেদনায় পীড়িত গান্ধী 'হরিজন' অভিধায়
অবনমিতের উন্নতি সাধে সাম্প্রদায়িকতার
মূলোৎপাটনে তপশ্চর্য্যা চালাইতে মনোসাধ ॥

বিশ্ব দেখিছে গান্ধীর নীতি রাজনীতি অনুসারী—
কূটনীতিগত অকল্যাণের পাপের বোঝায় ভারী
রাজনীতি সেই শুদ্ধি-আন্দোলনে
দিতে সত্যের আলোক জীবন পরম উজ্জীবনে—
গান্ধীর নীতি অহিংসাময় প্রেমের উদ্দীপনে
ঘোষিছে সত্য রাষ্ট্রকে চাই—হিংসার তরবারি
অকল্যাণের আঘাতে শান্তি করি চলে উৎখাত ॥

রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়ে দেখে মহামানবের আলো
গান্ধীর চোখে দীপ্ত ছড়ায় ঘুচাতে যুগের কালো-
অন্ধতিমির—গান্ধীর বড়ো জয়
অস্পৃশ্যতা দূর করিবার প্রতিজ্ঞা মনোময়
ভারত-জীবন উঠিল জাগিয়া অন্যায় করি লয়
মানবতা বোধে হিন্দুজীবন মানুষে বাসিয়া ভালো
গান্ধীজীবনে লভিয়া জীবন ভারতে সুপ্রভাত ॥

চুক্তির মূলনীতি সেইদিন রোয়েদাদ অবসানে
বর্ণহিন্দু তপশীল-এক—অভেদ-স্বার্থ টানে
জাতীয় ঐক্যে একমন একপ্রাণ
ব্যর্থ ব্রিটিশ কুটচক্রের বিভেদ-চক্রবাণ—
ব্রিটিশ দেখিল গান্ধী মরিলে ব্রিটিশের অপমান
মানরক্ষায় ব্রিটিশ তখন পুণাচুক্তিকে মানে—
গান্ধী-সাধনা সিদ্ধ হইল ঘুচে গেল রোয়েদাদ ॥

গান্ধীজীবন জেগে উঠে ধীরে মন সেবা হরিজন
ভারতে জাতীয় সংহতি-বোধে জীবন আন্দোলন
ব্রিটিশ দেখিল গান্ধীর হলো জয়
ম্যাক্‌ডোনালডের রোয়েদাদ তাই পরিবর্তিত হয়
জেলে থেকে তবু হরিজন সেবা সাধ জাগে মনোময়
বাহিরের লোক সাক্ষাতে বহু বাধা তবু আরোপন
গান্ধী ইচ্ছা হরিজন সেবা—ব্রিটিশে জানায় সাধ ॥

প্রথমে ব্রিটিশ নারাজ—শেষেতে বহু চিন্তার পর
গান্ধীকে নিয়ে ঘাঁটাতে ব্রিটিশ-অন্তরে জাগে ভয়
গান্ধীর এল পুরোপুরি-অধিকার
গান্ধী-ইচ্ছা পূর্ণ করিল দায়ে পড়ে সরকার—
আবার গান্ধী উপবাসে চলে শুদ্ধিতে আপনার
শুদ্ধি চাহিয়া সহকর্মীর—সেবায় রূপান্তর
জীবনের সাধে গান্ধী-নয়নে নতুন দৃষ্টিপাত ॥

অনশন সুরু—গান্ধীরে রাখা কারাগারে হলো দায়
প্রাণবায়ু যদি বন্দী জীবনে বাহির হইয়া যায়
এই ভাবনায় গান্ধীকে দিয়ে ছেড়ে
গান্ধী-হৃদয়ে রাজনীতি নয় হরিজন আছে ঘেরে
হরিজন নরনারায়ণ রূপে গান্ধী নিত্য হেরে—
আইন অমান্য আন্দোলনের স্থগিতের কামনায়
অন্তঃপুরুষ সাড়া দিল তাই ঘোষে মুখে সেই সাধ ॥

শ্রী ভিটল ভাই সুভাষচন্দ্র ভিয়েনায় বসি ঘোষে
আইন অমান্য আন্দোলনের গতি গান্ধীর দোষে
নিরুদ্ধ হলে—ইহা ঘোর পরাজয় !
গান্ধীর মুখে প্রসন্ন হাসি ঘোষে পরাজয় নয়
অহিংসা-নীতি নয় সুগোপন কর্মের প্রশ্রয়
গান্ধী-সাধনা সত্যাগ্রহে সত্যের পরিতোষে
গোপনীয় নয় কর্ম কাণ্ড—প্রকাশ্য সংবাদ ॥

সাময়িক ভাবে আইন অমান্য বন্ধ হইল শেষে
নিজহাতে গড়া সবরমতীকে এতকাল ভালবেসে
জীবনতীর্থ রূপে হলো যাহা গড়া
জাতীয় যুদ্ধে পর্বে পর্বে কত স্মৃতি মধুভরা—
সেই আশ্রম শেষে হরিজন সেবক সংঘে ত্বরা
করি দান চলে—বৈরাগীমন দেশসেবা উদ্দেশে
চকিত ত্রস্ত গান্ধীকার্যে ব্রিটিশ অকস্মাৎ ॥

সত্যাগ্রহের সাধন-দুর্গ তীর্থ-সবরমতি—
এখনো আকাশে বাতাসে কলকল্লোলে গতি
তুলিছে প্রবাহ কূলে কূলে বনভূমি—
রুক্ষ মাটিকে অমৃত বিলাতে চলেছে নিয়ত চুমি
সবরমতীর নদী জলে উঠে আলোরাগ-কুম্‌কুমি
উদয়-অস্তে সুষমা-স্নিগ্ধ কান্তি-অমরাবতী
বিস্তার করি—পবনে পবনে চেতনার আহ্লাদ ॥

সবরমতীর আশ্রম—সে যে স্মৃতিময় প্রাণময়
সাধন-তীর্থ তিলে তিলে ধরে অনুভূতি অক্ষয়—
জীবনের বহু সুখ-দুঃখেতে গড়া
জীবনের বহু বিনিদ্র রাতে তারার ইসারা ভরা
রহস্যময় চিন্তা-ভাবনা অমৃত-উৎস-ক্ষরা—
গান্ধীর চোখে ভবিষ্যতের আলোক অভ্যুদয়
পেছনের পানে মোহ মায়া নয়—সমুখে দৃষ্টিপাত ॥

দূর হতে দূরে গান্ধী-দৃষ্টি—আসিছে বুঝি বা ঝড়
গান্ধী-চেতনা স্থিতি নাহি চাহে—কেবল অগ্রসর
বাতাসে ফিরিছে নির্ভীকতার বাণী—
আইন অমান্য সত্যাগ্রহে সত্যেকে সার জানি
উচ্চার হয় প্রতিধ্বনিতে সত্যের আইন মানি
মিথ্যা যেখানে বে-আইনি-আইনে বাঁধি রাখে অন্তর
সেথা বিদ্রোহ—আইন অমান্যে ঘোষি চলি ভীমনাদ ॥

গান্ধীযাত্রা নির্ভীকতার মন্ত্র উচ্চারণে
বারদৌলীর রাসগ্রাম পানে কস্তুরবাঈ সনে
আশ্রমী আরো সাথে বত্রিশ জন—
পথে পথে চলে সত্য-ধর্ম-অহিংসা কীর্তন
ব্রিটিশ-আমলাতন্ত্র শুনেই উদাত্ত গর্জন
সত্যের জয়ে ক্ষিপ্ত সরোষে দণ্ড আন্দোলনে
গান্ধীকে করে বন্দী সহসা—পুরায় ব্রিটিশ সাধ ॥

অন্ধ-বে-আইনে রাজত্ব চলে আইন অমান্য দায়ে
গান্ধীর হলো বৎসর কাল দণ্ড বিচার রায়ে—
আইন অমান্যে কারাবরণের পালা
নতুন করেই সুরু আরবার—শাসনে অগ্নি-জ্বালা
বিস্তার হয়—ধরপাকড়ের চলেছে হুকুম ঢালা
শাসনে রুদ্ধ কণ্ঠের বাণী শৃঙ্খল পায়ে পায়ে
অত্যাচারের চরমমূর্তি-ব্রিটিশ মনোন্মাদ ॥

আশ্রম থেকে সহকর্মীরা সেইপথে গ্রেপ্‌তার
কয়দিন পরে গান্ধীকে ছাড়ে যারবেদা সীমা পার
পুণায় বাসের আদেশ সঙ্গে জারি—
আইন অমান্যে গান্ধী যাত্রা চলে—তাই গ্রেপ্তারি
বিচারে একটি বৎসর জেল—বিচারপর্ব সারি
জেলে আটকায় গান্ধীকে পুনঃ—গান্ধী পুনর্বার
হরিজন-সেবা অধিকার চেয়ে ব্রিটিশে জাগায় সাধ ॥

এদিকে চলিছে আইন অমান্য—ব্রিটিশ ত্রস্তমন
গান্ধীকে ছাড়া গান্ধী নেতার জাতীয় আন্দোলন
সমান গতিতে চলেছে সম্মুখীন
ভারত-আকাশে গান্ধী-সূর্য নিয়ত অস্তহীন—
সত্যাগ্রহে ভারত আনিছে ব্রিটিশের দুর্দ্দিন
হিংস্র-শাসন-নাশনে ভারতে নবীন উজ্জীবন
জাতীয় জীবনে কংগ্রেসে ফুটে জাতির মুক্তিসাধ ॥

গান্ধী-ইচ্ছা ব্যর্থ করিতে এবার দৃঢ়তা নিয়ে
ব্রিটিশ দাঁড়াল—হরিজন সেবা অধিকার নাহি দিয়ে
গান্ধী-কামনা মঞ্জুর নহে হাঁকি
ঘোষিল দম্ভে—সত্যসিদ্ধ গান্ধী উঠিল জাগি
ঘোষিল দীপ্ত পূর্বের সেবা-অধিকার অনুরাগী—
ব্যর্থ-মানস উপবাসে চলে জীবনকে বিলাইয়ে
"হয় অধিকার আদায়—অথবা করিব জীবনপাত ॥"

প্রমাদ গণিল ব্রিটিশ তখন—সকল দৃঢ়তা ভাসে
দেখে গান্ধীর অবস্থা ধীরে খারাপ হইয়া আসে
ব্রিটিশ 'সেশুন' হাসপাতালেতে আনে
পরিশেষে বিনা সর্তে মুক্তি গান্ধীর সেইখানে—
এবার গান্ধী—রাজনীতি নয় হরিজন সেবা টানে
ভারত-তীর্থে চলে পথে পথে—রাজনীতি দূরে ভাসে
বলে "রাজনীতি সাজা হওয়া দিন থেকে বৎসর বাদ ॥

চলে হরিজন মন্দিরে দেখে দেবদেবী প্রতিমার
পদতলে মিলে সকল হিন্দু সমতার অধিকার—
বিদূরিত করে ধর্মীয় ভেদাভেদ
পিতৃপুরুষ-ঋকথ রূপেই প্রজ্ঞা-চতুর্বেদ
গান্ধী ভাষ্যে ঐতিহ্য-বোধে ঘুচাল ভেদের খেদ
জাতীয়তা-বোধে নব জাগৃতি হিন্দু একাত্মার—
ব্রিটিশ দেখিছে কূটচক্রের হয়ে গেল উৎখাত ॥

বিদ্যালয়ের দুয়ার খুলেছে—বর্ণের ভেদহীন
ভারত-বিদ্যা-মন্দিরে এল আলোকি নতুন দিন
বর্ণহিন্দু ভিন্ পথে সদা চলে
অপরাধ হয় এক কুয়া হতে জল নেওয়া কভু হলে—
গান্ধী-সিদ্ধি সমানাধিকারে হরিজন দলে দলে
বর্ণহিন্দু সাথে চলে ঘুচে—ব্যথা অন্তর্লীন
আঁধার কেটেছে দিকে দিকে তাই নব আলো-সম্পাত ॥

তবু গোঁড়ামীর অন্ধকারেতে স্বার্থ-সরীসৃপ
হিংসা-অনলে জ্বালে আঘাতের অগ্নি-দৃষ্টি-দীপ
অস্পৃশ্যতা সমূলে উৎপাটনে
গান্ধী-সাধনা যতই এগোয় গোঁড়ারা জ্বলিছে মনে—
গান্ধী-হত্যা উদ্দেশ্যেই বোমার নিক্ষেপণে
কায়েমী-স্বার্থ রক্ষণে জাগে—মৃত্যু-বিজয়-টীপ
গান্ধী ললাটে—বুক ভরি জাগে হরিজন সেবাসাধ ॥

একি উল্লাস মৃত্যু-উদাস দৃষ্টি সমুদ্ভাস
নাই সন্ত্রাস—আত্মবিকাশ সুগভীর বিশ্বাস
গান্ধীর বুকে বিভাস-উজ্জীবনে
অগ্নি-শঙ্কা ফাটি রাশ রাশ সমুখে উদ্দীপনে
গান্ধী দেখিছে—গান্ধী মারণে বোমা ভীম গর্জনে—
মৃত্যু-ভীতিকে করি পরিহাস—চরম সর্বনাশ
উপেক্ষা আনে বুকে উল্লাস চলে সুখে পদপাত ॥

হিংসার জয়ে বুকে অহিংসা লক্ষ্যে সম্মুখীন—
মরণ-আঘাতে বোমা ফাটে তবু অন্তর উদাসীন—
জন্ম-মৃত্যু অনুভবে একাকার
মনে হয় যেন সৃষ্টি-বীণার তারে তারে ঝঙ্কার
তুলে বাজি চলে জন্মে জন্মে ধ্বনি-সুর আত্মার—
আত্মা-আরামে আনন্দধামে সকল চেতনা লীন
তাই রঘুপতি পতিত পাবন সীতারামে আহ্লাদ ॥

যুদ্ধক্ষেত্রে বীরেন্দ্র যথা দলি চলে শত্রুরে—
অহিংসা-বোধে জ্যোতি নামি আসে গান্ধীজীবন জুড়ে
গান্ধী চলেছে করিতে দিগ্বিজয়
এ যুদ্ধে নাই শত্রু-ভাবনা সকলে মিত্র হয়—
মানুষের প্রতি করুণা-মমতা জাগে অন্তরময়—
মৃত্যু-বিজয়ী গান্ধীকে দেখে মৈত্রী-ভাবনা পুরে
অন্তরময়—ঘোষে মানুষের চিরকল্যাণ সাধ ॥

বিশ্ব দেখিছে সত্যমূর্তি—খুঁজিছে অহিংসায়
বিবর্ত্তনের উদয়-তীর্থে মানবতা-ভাবনায়
মৈত্রী-প্রবণ একটি মহৎ মন
বর্ণ-ধর্ম-সমন্বয়িত—দৃষ্টি উন্মীলন
রামরাজত্বে বসবাস করে শাশ্বত-হরিজন—
সকল বিভেদ অবসানে আসে সম-মানসিকতায়
মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম—মৈত্রী কিরণপাত ॥

বার বার কারা-নিগ্রহ চলে তবু বিক্ষোভহীন
গান্ধীজীবন ব্রিটিশের সব অভিঘাতে উদাসীন—
দাবানলে জ্বলা বনস্পতির বুকে
বৃষ্টিধারার পরশ-রভসে নবজীবনের সুখে—
জাতীয় মুক্তি-কামনা-চিন্তা নির্যাতনের দুখে
শান্তি বিলায়—স্বাধীন ভারতে নিয়ত দৃষ্টিলীন
ব্রিটিশ-আঘাত পথে পথে যেন কণ্টক উৎপাত ॥

ঔদার্য-গুণে অন্তর আলা—সত্যে সুনির্ভর
শত্রু মিত্রে সমদর্শনে ভরা সদা অন্তর
মেরুপর্বত যদি বিচলিত হয়
বহ্নি শীতল—পশ্চিমে যদি প্রকাশে সূর্যোদয়
পর্বতে যদি শিলায় পদ্ম ফুটি উঠে তবু নয়
সত্যের থেকে একচুল নড়া—গান্ধী দৃষ্টি 'পর
অনুকূল আর প্রতিকূলে সম সত্য আলোকপাত ॥

ব্রিটিশ-শাসন-বিরোধী-যুদ্ধ ব্রিটিশ-মিত্র মন
বিশ্ব করিছে গান্ধীজীবনে যিশু-প্রেম দর্শন—
"রাজার প্রাপ্য রাজাকেই দিতে" বলি
এদিকে জাতীয়-স্বরাজ-যজ্ঞে রাখে প্রাণ অঞ্জলি
অনাচার যেথা—চেয়ে সুবিচার সত্য-আলোকে জ্বলি
করে ভাস্বর—মিথ্যা বিলয়ে ঘটিছে বিবর্তন
রাষ্ট্র দম্ভ-প্রাসাদ ভাঙ্গিছে—শাসনের উৎখাত ॥

সত্যাগ্রহী গান্ধীজীবন—বিশ্বাসে প্রাণপণ
জাগে অনুভবে অস্পৃশ্যতা সমূলে উৎপাটন
জেল থেকে আসি—রাজনীতি নহে আশ
হরিজন সেবা কর্মকাণ্ডে পরম সমুল্লাস
বোমার আগুন জ্বলেছে দেখেও মরণের নাই ত্রাস
বর্ণহিন্দু-গোঁড়ামীতে কটু করি চলে বর্ষণ
অনুগামিগণ উত্তেজনায় করে তাতে অভিঘাত ॥

গান্ধী ব্যথিত—সত্যাগ্রহ-নীতি-বিপরীত জানি
অনুগামীদের আঘাতে পীড়িতজনকে বক্ষে টানি
"অপরাধ ক্ষমা চাই" সকরুণ বলে
অনুগামীদের কাণ্ডের ফলে জ্বলি অনুতাপানলে
সাতদিন ধরে প্রায়শ্চিত্তে উপবাস-ব্রত চলে
প্রেমের আলোকে বিশ্ব-বিজয়ে জীবনে শুদ্ধি আনি—
গান্ধী-সাধনা রামরাজত্বে রোধে সব উৎপাত ॥

গ্রাম থেকে গ্রামে গান্ধী-যাত্রা জাগে জনসাধারণ
বর্ণহিন্দু বুকে তুলে নেয় গান্ধীর 'হরিজন'—
জাতিগঠনের কর্মপদ্ধতিতে
কল্যাণ-প্রসু-চেতনা প্রবাহ বহিছে দেশের চিতে
দেশের মাটির সঙ্গে গান্ধী-চেতনায় বিকশিতে
থাকে জনমনে—জাতীয় ঐক্যে মৈত্রী আন্দোলন
সাম্প্রদায়িক স্বার্থ উৰ্দ্ধে জাতির দৃষ্টিপাত ॥

গোলটেবিলের বৈঠক শেষে শাসন ব্যবস্থায়
পরিবর্তন প্রবর্তনের নীতি উদ্যোগিতায়
ব্রিটিশের মনে বুদ্ধি-সর্বনাশী
চাহে ভারতের জনস্বার্থকে ক্ষুধায় সর্বগ্রাসী
পীড়নে শোষণে দোহন করিতে উন্মাদ-উল্লাসি—
দেশে দিকে দিকে সর্বনাশের সকরুণ কালিমায়
দৃশ্যে দৃশ্যে অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা সংঘাত ॥

ভেদবুদ্ধির বিষবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরি উঠে
বিষবীজ থেকে বিষময় ফল দেশে আর্তিতে লুটে
দমন-নীতিতে সরকার সন্ত্রাসে
এদিকে চরমপন্থী ভারত মারমুখী হয়ে আসে—
অভাবগ্রস্থ দেশের মানুষ চক্ষের জলে ভাসে
খাজানা দিতেই ঘটিবাটি যায়—অন্নও নাহি জুটে
দমন-নীতির সমনজারিতে ভিটামাটি উৎখাত ॥
গাছে বেঁধে বেঁধে চাবুকে পিটায় বক্ষে বুটের লাথি—
শরীরে গরম তৈল ঢালতে উল্লাসে উঠে মাতি
সৈন্য-পুলিস পুরাতে প্রভুর মতি
পদাঘাত করে পেটের উপরে—ফলে সন্তানবতী
অকাল জঠরে থেকে সন্তান বরে শেষ পরিণতি—
শুধু ভয়ার্ত দৃশ্যে দৃশ্যে ভারতের দিন রাতি
আসে আর কাটে শাসনে ব্রিটিশ উলঙ্গ উন্মাদ ॥
ঘরে ঘরে চলে পুলিশ ঢুকিয়া তছনছ একটানা
খানা-তল্লাসে ঢালে আতঙ্ক—দেশের শান্তি হানা—
আকাশ-বাতাস মথিত কান্নারোলে
ভয়ার্ত কোটি জনতা-কণ্ঠে তরঙ্গ হয়ে দোলে—
জ্বালানো পোড়ানো চলে সাথে সাথে হিংস্রতা হিল্লোলে
উঠে তর্জন-গর্জন-ধ্বনি—প্রতিবাদ করা মানা
হিংস্র-ব্রিটিশ-আমলাতন্ত্র মিটায় শাসন-সাধ ॥
পরিবর্তিত কংগ্রেস-নীতি আইন অমান্য রণে
এখন ব্যক্তি-গতভাবেতেই জাতীয় আন্দোলনে
ব্রিটিশ-শাসন-বিরোধিতা করি জাগে
গান্ধী-নীতিতে সত্যাগ্রহ অহিংসা পুরোভাগে—
সারাভারতের দিগ্‌দিগন্তে জাতীয়তা-অনুরাগে
আইন অমান্য নতুন সূত্রে সাড়া আনে জনমনে
শক্তিদুর্গ কংগ্রেস থেকে ব্রিটিশকে অভিঘাত ॥

চরমপন্থী গান্ধী-নীতির যতই নিন্দা করে—
জনতার মনে গান্ধী-চেতনা নতুন যুগান্তরে
আনে আশা করে মানস-শক্তি দান—
প্রবল ব্রিটিশ-শক্তির সাথে নিরস্ত্র উত্থান
সংকট কালে গান্ধীনেতার পরম প্রজ্ঞা-জ্ঞান
নবরাজনীতি—ব্রিটিশ যখন হিংস্র মূর্তি ধরে—
গান্ধীনীতির অহিংসা সৃজে নৈতিক সংঘাত॥

হরিজনসেবা—নবপৃথিবীর অভ্যুদয়কে চেয়ে—
গান্ধী-চেতনা আগামী দিনের গান তাই চলে গেয়ে
মানুষের মাঝে জাগ্রত ভগবান
সত্যের রূপে সেই ভগবান নিয়ত দৃশ্যমান—
মানুষের সেবা আগামী দিনের সত্যের সন্ধান
রামরাজত্বে সত্যস্বরূপ ভগবান পূজা পেয়ে
আত্মা-আরামে পতিতোদ্ধারে বিতরে আশীর্বাদ॥

বন্দীজীবনে জহরলালের ভারত আবিষ্কার
অবিনশ্বর সত্তায় জাগি জাগতিক-আত্মার
প্রগতিমুখীন জীবন-ধারায় ছুটে—
সমাজতন্ত্রে সবমানুষের নতুন মূর্তি ফুটে
কারার প্রাচীরে বন্ধন ভাসে—হৃদয় জাগিয়া উঠে
অনুভূতিময় গান্ধী-সাধনা প্রাণময় সঞ্চার
সাম্রাজ্যের অক্টোপাশের বন্ধনে অভিঘাত॥

রাজনীতি থেকে গান্ধী ফিরিছে—সেবা আদর্শে দূরে
উদ্দীপনার নতুন দৃশ্য ভারতজীবন জুড়ে
গঠনমূলক কর্মের মন্দিরে
গান্ধী-চিন্তা দূর ভবিষ্য-অসীমের বুকে ফিরে—
একটি চেতনা অন্তর জুড়ে জাগি উঠে ধীরে ধীরে
গ্রামোদ্যোগের কর্মকাণ্ডে নবীনমন্ত্র সুরে
উঠে গান—তাই গান্ধীর হয় গঠনে দৃষ্টিপাত॥

গঠন-কার্যে গুরুত্ব বোধ স্বাধীনতা প্রয়োজনে
গ্রামশিল্পের উজ্জীবনেই জাতীয় সংগঠনে
শক্তি-উৎস—গান্ধী ওয়ার্দ্ধায়
গ্রামোদ্যোগেই তৎপর নবশক্তির চেতনায়
কুটীরশিল্প গঠনের কাজে—দেশ-সেবা ইচ্ছায়—
নতুন দৃষ্টি ভারতের চোখে—জাগে সাড়া জনমনে
উন্নয়নের পদ্ধতি করে—জড়তার উৎখাত ॥

বিহারের থেকে এল সংবাদ ভূমিকম্পের নাশে
পাপকর্মের অভিশাপ যেন প্রতিফলে নামি আসে—
পাপকেই ঘৃণা—পাপীদের প্রেমদান
সেবার ধর্মে বিহারের বুকে গান্ধী মহান্‌প্রাণ
দুর্গতি-দুখ-বিমোচনে ফিরে—মানুষের সাথে সাথে
নরনারায়ণ-সেবায় নিয়ত জাগে অতন্দ্র সাধ ॥

ভূমিকম্পের দারুণ আঘাত 'কোয়েটা' বক্ষ জুড়ে—
ধ্বংসলীলার বার্ত্তা শুনিয়া গান্ধীর মনোপুরে—
আইন অমান্য করিতে প্রত্যাহার
গান্ধী ইচ্ছা কংগ্রেসে আসে বহুভাবে বারবার—
আন্দোলনকে স্থগিতে লইতে সেবাকার্যের ভার
গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে—নবজীবনের সুরে
দেশে কংগ্রেস করুক যাত্রা ইহাই গান্ধী-সাধ ॥

'কোয়েটা'য় যেতে গান্ধীর বাধা আসে সরকার থেকে
কারণ সৈন্য-সহর সেইটি—এই অজুহাত লেখে
অভিনব এই যুক্তি—ক্ষুব্ধ মন
তবুও গান্ধী দেখে গঠনেই স্বাধিকার দর্শন—
কংগ্রেসে শেষে প্রস্তাব হলো—অংশ সংগ্রহণ
নতুন ভারত শাসনে-আইনেতে অধিকার কিছু দেখে
—সেই অধিকারে দেশের গঠন হোক কংগ্রেস সাধ ॥

বিস্ময় মানে দেশবাসী শুনে— সদস্যপদ ছাড়ি
গান্ধী চলিছে কংগ্রেস থেকে—সেই চির কাণ্ডারী—
জাতির জনক—গান্ধী-ভারত প্রাণ
গান্ধী-জীবন নব ভারতের জীবনের নির্মাণ—
কংগ্রেস থেকে সেই মহাপ্রাণ রচে একি ব্যবধান
—কাণ্ডারীহীন তরণী কি করে দেবে সমুদ্রে পাড়ি—
সারা দেশ তাই বিস্ময়ে শুনে অভিনব সংবাদ ॥

নেতৃত্বের অসীম প্রতাপ পশ্চাতে পড়ি থাকে—
অসীম শান্তি—অটল ধৈর্যে সংগঠনের ডাকে—
পরম সত্যে বিকশি ভবিষ্যৎ
আলোকিত করে আকাশ-পৃথিবী-সমুদ্র-পর্বত
ধৈর্য-সাহস-শ্রমে সুখময় সোজা বন্ধুর পথ
অমর সত্য শাশ্বত রূপে জ্যোতি-লাবণ্য আঁকে
হরিজন রূপ নারায়ণ-সেবা কর্মেই মনোসাধ ॥

অনিত্য এই শরীরের ভার ক্ষমতা-অহংকার
ঐশ্বর্যের বোঝা টেনে চলা ক্ষমতার-বিস্তার—
মৃত্যু নিয়ত রয়েছে সন্নিকটে
সত্য-চেতনা জাগৃতি করি সত্যকে দেহ-ঘটে
পূজায় বুঝিবা গান্ধী-চলিছে— দিগ্ দিগন্তে রটে
রাজা ভিক্ষুক বেশ ধরি চলে—অহিংসা সদাচার
জীবন-ধর্ম রাজনীতি থেকে কূটনীতি উৎখাত ॥

গান্ধী-প্রভাব বর্দ্ধিত আরো জেগে দেখে সারা দেশ
গান্ধীকে ঘেরি বিকশিত হয় জনতার কংগ্রেস—
পৃথিবী দেখিছে গান্ধী-অদ্বিতীয়
শত্রু-মিত্র সমান ভাবনা—বিশ্বমানব-প্রিয়
চিন্তায় ভাতে সূর্য-দীপ্তি তেজধারা স্বর্গীয়—
সবার জীবনে নিজের জীবন দান করি নিঃশেষ—
ক্ষমতা-বাসনা-বিরত জীবন ভারতের আহ্লাদ ॥

গান্ধীজীবন দেশের জন্য—নিহত-আহত হোক
নিজের ভাবনা নাহি ভাবে মন নাহি ক্ষোভ নাহি শোক—
ক্ষমতা রয়েছে—ক্ষমতা চলিয়া যায়
নাই অনুভূতি—জীবের কুশল-সাধনের চিন্তায়
গান্ধীজীবন জাগিছে ফুটিছে মৈত্রীর ভাবনায়—
হিংসার জয়ে সত্যাগ্রহে দেখিছে বিশ্বলোক
অহিংসাবাদী গান্ধী-আত্মা করিছে দৃষ্টিপাত ॥

বিস্ময় মানি দেখিছে জগৎ—ক্ষমতায় সমাসীন
গান্ধী-মহারাজের জীবন চিরদিন উদাসীন
কর্ত্তৃত্বের বিস্তারে ব্যবহারে
সারা দেশে আছে গান্ধীকে চেয়ে—গান্ধীর অধিকারে
আছে কংগ্রেস—দূরতিক্রম সংহত ক্ষমতারে
ত্যাগ করি চলে আপনাতে সরি—লোভ-মোহ-মায়াহীন
বিস্মিত দেশ—বিদেশ দেখিছে মুগ্ধ দৃষ্টিপাত ॥

ত্যাগ-আদর্শে অতুল প্রতাপ গান্ধী-দিগ্বিজয়
গান্ধীপ্রতাপে মানে সবে বশ শত্রুরা নির্ভয়—
হিংসা যেখানে শুষ্ক হইয়া মরে
শত্রুতা করি হিংসা বুদ্ধি অর্বাচীনেরা করে—
সর্বোদয়ের জীবন-মন্ত্রে পৃথিবী রূপান্তরে
গান্ধী-কণ্ঠে উচ্চার হয় সত্যে অভ্যুদয়—
ক্ষমতা-আঁকড়ি থাকা তাই নয় সত্যাগ্রহে সাধ ॥

নদী বেগ করে উচ্ছ্রিত-তরু যেমন উন্মূলন—
সত্যে দৃষ্টি গান্ধী তেমনি বিনয়ে শান্ত মন
রিপুকুলজয়ী তত্ত্বজ্ঞানের বলে—
যোগীর মতন বিজয়-চিহ্নে ক্ষমতা তেয়াগি চলে
অন্তরে সদা কুশল-কর্ম-যজ্ঞ-অগ্নি জ্বলে—
মানুষের হিতে মানুষের সুখে জীবনের নিবেদন
নিঃশেষ রূপে আপনা বিলায়ে কেবল সাধাহ্লাদ ॥

শ্মশান-পুষ্প মতন ক্ষমতা করি পরিদর্শন—
বৈরাগ্য-বোধে ভরি উঠে ধীরে চেতনায় প্রাণমন
অগ্নি কাষ্ঠে কেবল তৃপ্ত নয়
সমুদ্রে যথা নদীসমূহের স্রোত বিলুপ্ত হয়—
তেমনি ক্ষমতা ক্ষমতা-কামনা বিস্তারে মনোময়—
ত্যাগেই শান্তি—গান্ধীর তাই ক্ষমতার বিমোচন
খুঁজে কংগ্রেসে—অপ্রমত্ত জীবনেই শুধু সাধ ॥

হরিজন সেবা—গ্রাম-শিল্পের পুনরুদ্ধারে চলা
সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথে বিঘ্নবিপদ দলা—
তপশ্চর্যা আগামী দিনের লাগি
হৃদয় গভীরে স্বাধীনতাকামী আত্মা রয়েছে জাগি—
গঠনের পথে নব-উদয়ের আনন্দ অনুরাগী
সর্বোদয়ের মন্ত্র পড়িছে—আদর্শ উজ্জ্বল
কুশল-কর্মে সদা মতিমান—সত্যে দৃষ্টিপাত ॥

শোণিত-পঙ্কে করে কিলিবিলি হিংস্র শ্বাপদগণ
ক্ষমতা-দম্ভে যুদ্ধ দামামা তুলে তাই গর্জন—
গান্ধী-দৃষ্টি আত্মা অচলে ফিরে—
পরম সত্য-আলোক সেখানে উঠিছে তিমির চিরে—
সত্যাগ্রহ অহিংসাতেই জাগরণ ধীরে ধীরে—
ক্ষমতা মোহের উর্দ্ধে আত্মা করে শুধু বিচরণ—
আত্মশক্তি সূর্যপ্রভায়—মোহ হয় উৎখাত ॥

গান্ধীর ব্যথা কোনখানে দেখে বিস্ময়ে সারা দেশ—
সত্যাগ্রহ-নীতি-আদর্শে কোথা সেই পরিবেশ
কংগ্রেসে আর—অধিকাংশের মন
চরকা-খাদির থেকে দূরে দূরে করি ফিরে বিচরণ—
সত্যাগ্রহে মৌলিক-নীতি হয়েছে বিসর্জন—
দুর্নীতি আর স্বেচ্ছাচারিতা গ্রাস করে কংগ্রেস—
তবু দূরে থাকি কংগ্রেসে আনা পরিবর্তন সাধ ॥

নতুন শাসন বিধানে এসেছে অর্পিত ক্ষমতায়
পূর্বের সেই দ্বৈরাজ্য রদে শাসন প্রতিষ্ঠায়
বিশেষ সুযোগ—সুযোগ সংগ্রহণে
কংগ্রেস নামে অধিকার লাভে জাতীয় নির্বাচনে—
গান্ধী তখন সেবাকর্মের নব নব রূপায়নে
সেবাকর্মেই গান্ধীজীবন গঠনের সাধনায়
দেখিছে গ্রামীন্-শিল্পে জীবন—শোষণের উৎখাত ॥

ক্ষেতে ক্ষেতে হাসে ফসলের হাসি—চরকায় সুতা কাটা
তাঁতে তাঁতে চলে কাপড় বুনানী জীবনটি সাদামাটা
চিমনির ধোঁয়া আকাশেতে নাহি ভাসে
জ্যোৎস্না-তিমিরে স্বচ্ছদৃষ্টি তারকাপুঞ্জ হাসে
বনকুসুমের গন্ধে আকুল মৌমাছি উল্লাসে
ছুটে চলে বনে—শ্যামল হাসির জোয়ারে না পড়ে ভাঁটা
পুলকাঞ্চিত শিহরণে বুকে আহ্লাদ-আস্বাদ ॥

যতটুকু আছে প্রয়োজন—নিয়ে ততটুকুতেই সুখ
পরের সহিত আপন স্বার্থ সহযোগে উন্মুখ
মনের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি জাগে
মানুষের প্রতি মানুষের টানে মানবতা অনুরাগে
সমাজ-জীবনে কল্যাণবাদী উদ্যোগে পুরোভাগে
সকল মানুষ দেখে সত্যকে—স্বার্থ-পীড়িত-দুখ
পশ্চাতে রাখি জীবনের গতি সমুখে দৃষ্টিপাত ॥

গান্ধী-চিন্তা খুঁজে সভ্যতা শান্তিতে পরিপাটি
নাগরিকতার উৎপাতহীন শ্যামল-স্নিগ্ধ মাটি—
ছায়া-সুশীতল বিরাট বনস্পতি
বাতাসে বাতাসে পাতায় পাতায় সঞ্চারে বায়ুগতি—
পল্লী ভারতে জাগে শাশ্বতী—ভারত-সরস্বতী—
বীণা ঝঙ্কারে উঠে সঙ্গীত—জীবন সত্যে খাঁটি
আত্মা জাগিলে কোথা শূন্যতা অনন্ত আহ্লাদ ॥

ইতি গান্ধীজীবন মহাকাব্যে রামরাজ্যানুচিন্তন নামীয় একাদশ সর্গ ॥

গান্ধী-আত্মা দেশাত্মবোধে করিয়া দৃষ্টিপাত
দেখে কারাগারে বন্দীরা জাগে—দেশ-সেবা অপরাধ
দেশপ্রেমরূপ-সত্যের-আহ্বানে
ত্যাগ-আদর্শে অধীনতারূপ-অসত্য-অপমানে
ব্রিটিশ-শাসন অন্যায় ঘোষি—দেশকে সত্য জানে
পরিণামে কারা-আড়ালেতে বুকে নিয়ে জাগে অভিঘাত
অন্ধকূপের বদ্ধ-বাতাসে করে দুখ-সাক্ষাৎ ॥

গান্ধী-আত্মা সত্যকে দেখে—দেশ-প্রেম আলোকের
গান্ধী-আত্মা বন্দীরে দেখে—অন্তরে ত্যেয়াগের
আদর্শ-জ্যোতি—হিংসা-অহিংসার
প্রশ্নের থেকে সত্য এখানে পরাধীন-আত্মার
স্বাধীনতা লাগি আলোক-দৃষ্টি ঘুচাতে অন্ধকার
দেশজননীর পূজায় সেবায় শৃঙ্খল মোচনের
আকর্ষণেই প্রাণোৎসর্গে জাগ্রত-মনোসাধ ॥

রাজনৈতিক-বন্দীগণের মুক্তি-আন্দোলনে
গান্ধী সারথি নব-চেতনায় দেশ জাগে আলোড়নে—
দেশ দেখে কাঁদে কারার অন্তরালে
ভারতপ্রেমিক-সন্তানগণ বক্ষ-অনলে জ্বালে
ত্যাগ-আদর্শ—দেশের সেবায় হৃদয়-রক্ত ঢালে—
গান্ধী এবার ব্রিটিশ-শাসক-মন-পরিবর্ত্তনে
বন্দীমুক্তি আবেদন নিয়ে করে দেখা-সাক্ষাৎ ॥

নতুন শাসনতন্ত্র বিধানে এল কিছু অধিকার
রাজনৈতিক-উন্নতি পথে জাতীয় স্বাধীনতার
আন্দোলনের হয়নি যদিও শেষ
শাসন-যন্ত্রে স্বাধিকার খুঁজে ধীরে ধীরে কংগ্রেস—
কারায় বন্দী-দেশ-সেবকেরা দেখি বিস্মিত দেশ—
গান্ধী-নেতার আলোচনা চলে—কারার লৌহদ্বার
মুক্ত করিতে—প্রয়োজন হলে উপবাস জাগে সাধ ॥

গান্ধী-আত্মা সত্যেকে খুঁজে—সত্যকে করে পূজা
শাসক দৃষ্টি-ক্ষমতা-মায়ায় চিরকাল চোখবুজা—
বন্দীগণের রাজনৈতিক-আশ
ব্রিটিশ বিরোধী আপোষ বিহীন সশস্ত্র সন্ত্রাস
গান্ধীকে বলে—গান্ধীর কথা দেশ প্রেম-বিশ্বাস
সত্য যেখানে—বন্দীরা হোক হিংস্র-শস্ত্রভূজা
স্বাধীনতা জানে সত্য কেবল—কোথা এতে অপরাধ ॥

জেল থেকে জেলে গান্ধী ফিরিছে বন্দীগণের সাথে
চলে আলোচনা—গান্ধী-বিজয় সুরু দেখা-সাক্ষাতে—
বন্দীরা জাগে গান্ধী-আকর্ষণে
সত্যমন্ত্রে দীক্ষত হয় আন্তর-জাগরণে—
সন্ত্রাস নয় সত্যাগ্রহ-জীবন উজ্জীবনে
জাগ্রত-প্রাণ—গান্ধীর প্রেমে করুণা-কিরণপাতে
দেখে অহিংসা সত্যের বলে মিথ্যার উৎখাত ॥

ভারত শাসনতন্ত্রের জোরে 'বড়লাট' ক্ষমতার
রক্ষা-কবচে রক্ষিত সদা—শাসনের অধিকার
প্রয়োগে দেশীয় মন্ত্রী অনধিকারী
বন্দীমুক্তি প্রশ্নকে নিয়ে—সত্য-অস্ত্রধারী
মন্ত্রী কার্যে গর্ভনরের হস্তক্ষেপকে জারি—
বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে দেখিয়া অশুভ এ ব্যবহার—
মন্ত্রী-কার্যে স্বাধীনতা নাই গান্ধীর প্রতিবাদ ॥

বন্দীমুক্তি বানচালে জাগে কূটনীতি অভিলাষ—
সত্যাগ্রহ-অস্ত্র প্রয়োগে গান্ধীর 'উপবাস'
হইল ঘোষিত—ব্রিটিশ প্রমাদ গণে
দেশে অস্থির আলোড়ন জাগে গান্ধীর অনশনে
সহযোগিতার হস্ত তখন মেলি গান্ধীর সনে
ব্রিটিশ বলিল—বন্দীরা যদি ত্যাগ করে সন্ত্রাস
তাহলে বন্দীমুক্তিতে নাই ব্রিটিশের কোন বাদ ॥

মন্ত্রীত্বের সঙ্কট যদি উদ্ভবে এই ভয়ে
রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির সাক্ষাৎ পরিচয়ে
বড়লাট চলে আপোষের পথ ধরি—
অধিকার-গত-সহযোগিতার সোজাপথ পরিহরি
কূটনীতিগত-পথ অনুসরি—নীরবে আপোষ করি
প্রস্তাবমত বন্দীমুক্তি চলে রয়ে-বয়ে-সয়ে
—কংগ্রেস দেখে ঘুচে অধিকার-গত সীমানার বাদ ॥

গান্ধীপ্রভাবে সন্ত্রাসবাদী—দেখিছে অহিংসায়
মহাভারতের সংস্কৃতিগত ভাবনায় চিন্তায়
ঐতিহ্যধারা প্রবাহিত হয়ে চলে—
সমাজতন্ত্র ভারতবাদের দিব্য-আলোকে জ্বলে
"সমস্ত ভূমি গোপালের" বাণী নতুন তত্ত্ব বলে—
পূর্বপুরুষ কাছ থেকে পাওয়া ঐতিহ্য-চেতনায়—
সমাজবাদের ভারতাদর্শ প্রাণে আনে আহ্লাদ ॥

কংগ্রেস থেকে বাহিরে গান্ধী—গান্ধীতে কংগ্রেস
প্রাণ-বিকাশের শক্তি-চেতনা-উদ্ভব-পরিবেশ
আপনাতে যেন নিয়ত সৃষ্টি হয়—
বাঙ্গলার লাট এণ্ডারসন দেখে অহিংসা জয়
হিংসাত্মক কার্যকলাপে বন্দীর মতি নয়—
অহিংসা-বোধে বন্দীর নাই ব্রিটিশেরে বিদ্বেষ
অহিংসা-পথে দেশাত্ম-বোধে জাগে দেশসেবা সাধ ॥

গান্ধী-আত্মা নিপীড়িত প্রাণ সেবায় জাগিয়া উঠে
মহাভারতের বিশাল-মূর্তি বিকশিত রূপে ফুটে—
ব্রিটিশ ভারতে যেমন অত্যাচার
দেশীয় রাজ্যে জনতার বুকে তেমনি পাষাণভার
স্বেচ্ছাচারের শাসনে শোষণে বিদলিত অধিকার—
তাই অহিংস-আন্দোলনের কর্ম-প্রবাহ ছুটে—
গান্ধী-দৃষ্টি ভারতের থেকে নিপীড়ন উৎখাত ॥

সত্যসাধনা—সে সত্য হলো সাক্ষাৎ ঈশ্বর—
সত্যের পূজা ঈশ্বর পূজা অহিংসা নির্ভর—
পীড়িত যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা
সত্য সেখানে হিংসার বলে দলি চলে মানবতা—
সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ধৈর্য-আত্মিকতা
ব্যক্তিরে করে মুক্ত স্বাধীন—শান্তিতে অন্তর
পূর্ণ করিয়া বিদূরিত করে নিপীড়ন উৎপাত ।।

দেশীয় রাজ্যে অহিংসাবাদী আন্দোলনের গতি
ভারত-জীবনে জাতীয় ঐক্যে আনে নব পরিণতি
ব্রিটিশ রাজ্যে—দেশীয় রাজ্যে জাগে
অত্যাচারের বিরোধী মানস অহিংসা-অনুরাগে
সত্যের বলে অসহযোগের আদর্শ পুরোভাগে—
তাই রাজকোটে গান্ধীযাত্রা—শান্তি স্থাপন মতি
হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডে ঘটে সেথা সংঘাত ।।

গান্ধী-কণ্ঠে শান্তির বাণী—শাসন সংস্কারের
চুক্তি-ভঙ্গে জনতার সাথ রাজকোট শাসকের—
পরিণামে তাই জাগিল রাজ্য ব্যেপে
সত্যাগ্রহ—জন-অধিকারে স্বৈর-হস্তক্ষেপে—
চুক্তিভঙ্গ—সত্যের মুখে মালিন্য দিল লেপে
পরিণতি আনে সত্যাগ্রহ অধিকার আদায়ের—
ঘোষে সর্দ্দার বল্লভভাই অহিংসা জয়নাদ ।।
আইন অমান্যে কস্তুরবাঈ গ্রেপ্তার সুখে বরি
রাজকোট-রাজ-ঠাকুর সাহেব দম্ভে আঘাত করি
চলে কারাগারে কায়েমী-স্বার্থ নাশে
শাসক গোষ্ঠী—ভীতি-বিহ্বল কূটনীতি-সন্ত্রাসে
গোপনে দাঙ্গা সুরু করে তাই—জনতা ক্ষেপিয়া আসে
হিংসাত্মক-কর্মের পথে হিংসাকে অনুসরি
জনতা চালায় আঘাত তখন বেধে উঠে সংঘাত ।।

কস্তুরাবাঈ সত্যাগ্রহে নবীন চেতনা আনে
মহান্ গান্ধী সহধর্মিণী স্বামী-ধর্মকে জানে
পরম সত্য—যেখানেতে অন্যায়
প্রতিবাদ সেথা ন্যায়-প্রতিষ্ঠা সত্য প্রতিষ্ঠায়
সত্যাগ্রহে সত্যধর্ম নৈতিক প্রজ্ঞায়—
কস্তুরাবাঈ আদর্শ রাখে—ভারতের সবখানে
জাগে আলোড়ন দেশীয় রাজ্যে দেখি ঘোর উৎপাত ॥

গান্ধী তখন আন্দোলনের 'সত্যভ্রষ্ট' ফলে
মর্মব্যথায় শান্তিস্থাপনে রাজকোটে ছুটে চলে—
গান্ধী আদেশে বন্ধ আন্দোলন
ঠাকুর সাহেব-প্যাটেল-চুক্তিভঙ্গের বিবরণ
বিবেচনা করি—সত্য পালনে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন
ঠাকুর সাহেব করি দেখি চলে—অনশনে শেষে মন
চুক্তিভঙ্গে গান্ধীর বুকে আনে ঘোর অভিঘাত ॥

অনশন আনে রাজকোট ছাড়ি ভারতেও আলোড়ন
মিথ্যা-নাশনে গান্ধী-অস্ত্র-দম্ভোলি অনশন
মিথ্যাচারীর জাগাতে সত্যবোধ
বড়লাট কাছে হস্তক্ষেপে গেল সাথে অনুরোধ—
অহিংসা খুঁজে আত্মবোধকে নাহি খুঁজে প্রতিশোধ—
বড়লাট করে চুক্তিভঙ্গে সালিসীর আয়োজন
ন্যায়াধীশ স্যার মরিস গয়ারে দায়িত্ব দানে সাধ ॥

দেখে সর্দার বল্লভভাই ভারতে দৃষ্টি তুলি
খণ্ড ছিন্ন স্বার্থ-দুর্গে দেশীয় রাজ্যগুলি
সারা ভারতের ঐক্যকে করে নাশ—
গণ-অধিকার গণ-স্বাধীনতা পরিণামে পরিহাস
ব্রিটিশের সাথে করদ সূত্রে রাজত্ব অভিলাষ—
ন্যায়নীতিহীন দণ্ডদর্পে জনস্বার্থকে ভুলি
নিয়ত করিছে শোষণ শাসনে জঘন্য অভিঘাত ॥

গান্ধীর চোখে দেশীয় রাজ্য ইতিহাস ফুটে ওঠে
খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ততা ভারতের বুকে লুটে
দেশীয় রাজ্য—ভারতের জাতীয়তা-
বিনাশী-শক্তি রূপে জাগি আছে বরি চির-অধীনতা
মানুষের কোথা ন্যায়-অধিকার হীনতার—আবিলতা
প্রজা-জীবনের পীড়ন স্বরূপ অগ্নি-জ্বালায় ফুটে
কোথা অখণ্ড ভারত সত্তা সত্যে দৃষ্টিপাত ॥

'অনশন' শেষ—অনশন আনে দেশীয় রাজ্যময়
স্বেচ্ছাচারিতা একাধিপত্য—জয়ে-অহিংসা জয়
দেশীয় রাজ্যে প্রজার আন্দোলনে
'কংগ্রেস'-যেন প্রাণময় হয়ে বিপ্লব আয়োজনে
নব চেতনার প্রবাহে ভাসাতে নবীন উজ্জীবনে
চলেছে ছুটিয়া—মহাভারতের জাগে প্রাণ-নির্ভয়
জাগে নব সাড়া—দেশীয় রাজ্যে "কংগ্রেস" জয়নাদ ।।

সত্যাগ্রহে গান্ধীজীবন অহিংসা-যুগ দেখে—
সীমান্তে চলে গান্ধীযাত্রা ইতিহাস তাই লেখে—
গান্ধী মুগ্ধ অহিংসা-বিস্তারে
পাঠানের বুকে সত্যাগ্রহ সত্যকে সঞ্চারে—
সে দুর্দ্ধর্ষ-হিংসা-পথিক পাঠানের চেতনারে
রূপান্তরিত অহিংসাবোধে সত্যেতে দেখে জেগে—
বিশ্ব শুনিছে বিস্ময় মানি এই জয়সংবাদ ॥

গান্ধীজীবনে আলো আলোময়—সত্য-অহিংসার
সার্থকতায় প্রকাশিত হয় মানব-সভ্যতার
নবযুগ ধীরে—সত্যের পরিচয়ে
গান্ধী-আত্মা দেখে অহিংসা চলেছে দিগ্বিজয়ে
নতুন যুগের সত্যধর্ম—হিংসার চিরজয়ে
প্রকাশিত করে মিথ্যার জয়ে মানুষের আত্মার
অমিত-শক্তি—সত্য স্বরূপে গান্ধী দৃষ্টিপাত ॥

কাষ্ঠে-পাষাণে-মৃণ্ময়ে গড়া বিচিত্র মূর্তির
ভাবরূপে যেন দেবতা-দেবীর অপরূপ মাধুরীর
বিচিত্রতায় ধ্বনিছে দিব্য স্বর—
ভাবনায় তাই মূর্তিমন্ত সত্যেই ঈশ্বর
অনন্ত নামে সৃষ্টির লীলা অনুভবে অন্তর—
ভাবরূপে তাই পৃথিবীতে নামে তপস্যা সিদ্ধির
শাশ্বত-আলো বিলায়ে জীবনে ভূমাসুখ-আহ্লাদ ॥

রামভাবরূপে—সীতাভাবময়ী-ধ্বনি-ভাবে সীতারাম
ঈশ্বর যেন নামে ভাবে ধরে দেশে দেশে বহুনাম—
পরম সত্য প্রজ্ঞা-চিরন্তন—
গান্ধী-আত্মা সৃজন-কমলে করে লীলা-দর্শন
কোটী দলে দলে সত্যের জ্যোতি অনন্ত বিকিরণ—
সত্যপূজায় বনস্পতির বুকে আলো উদ্দাম—
ঝড়ে জলে শীতে গ্রীষ্ম-আতপে তবু করে ছায়াপাত ॥

সত্যপূজায় নদী বহি চলে—গভীর ছন্দদান
সত্যপূজায় মাঠে মাঠে ধান—বনে তরু ফলবান
সত্যপূজায় চরাচরে গতিময়
আকর্ষণের বিকর্ষণের চৌম্বকে আশ্রয়
হিরণ্ময়ের আস্বাদে জাগি লভিছে অভ্যুদয়
প্রকাশে প্রকাশে—ষড়ৈশ্বর্যে সৃষ্টি দীপ্যমান
গান্ধী-আত্মা শুনে দিকে দিকে সত্যের জয়নাদ ॥

সত্যে জাগিলে কোথায় মিথ্যা—কোন্‌খানে বিচ্ছেদ
সকল ধর্ম সমন্বয়িয়া প্রকাশে সত্য বেদ—
গান্ধী-আত্মা দেখে প্রেম-করুণায়
ভাবী-ভারতের ভাবী-পৃথিবীর শান্তি-অহিংসায়
মানবাত্মার কল্যাণবোধ উদার মানবতায়
সত্যের বীজ অঙ্কুরি আছে—দূরি সব ভেদাভেদ
সেই অঙ্কুর বিকশিতে চায় সত্য-পূজায় সাধ ॥

গান্ধী দেখিছে মিথ্যার রূপ—ভীষণ ভয়ঙ্কর
ইতিহাসে তাই পাপের পতনে ঘটিছে যুগান্তর—
মিথ্যা প্রবাহি প্রতিকূল বায়ুবেগে
ছুটিছে ধ্বংসে সর্বনাশনে বিষ-ফুৎকার লেগে
কৃষ্ণবর্ণ মহাসর্পের ফণামণ্ডলে জেগে
উঠে ক্রোধাগ্নি—দংশনে তাই মিথ্যার বিষধর
শান্তি দহিছে—সন্ত্রাসে সদা ছুটে চলে উন্মাদ ॥

প্রমত্তমদে মিথ্যা-অসুর বিস্তারে তমোরাশি
মহাকোলাহল-উত্থিত করি ক্ষুধায় সর্বগ্রাসী—
ভোগে ছুটি চলে হিংসা নিঃসারণে—
দাবানল যথা জ্বলে বনে বনে—মিথ্যা-উদ্দীপনে
হিংসার থেকে হিংসায় বিষ কেবল উদ্গিরনে—
স্বার্থ-ধনুর্দ্ধরের বাণেতে—হিংসা সর্বনাশী
ছুটে দিকে দিকে—সত্য এখন স্তব্ধ নির্বিবাদ ॥

ওদিকে আন্তর্জাতিক জীবনে সংকট নামি আসে—
ইউরোপে তাই রাজ্যে রাজ্যে সন্ত্রাস-উল্লাসে
যুদ্ধদানব রক্তক্ষুধার স্বাদে
বিকট দ্রংষ্ট্রা ব্যাদানিয়া জাগে ঘোর মোহ-পরমাদে—
এদিকে ভারতে বামপন্থীরা জাগে নবমনোসাধে
কংগ্রেসে সেই সংঘাত উঠে—ক্ষমতার অভিলাষে
ঘাত-প্রতিঘাত—দক্ষিণে বামে সুরু হয় পরিবাদ ॥

গান্ধীকে ভাবে "বুর্জোয়া" নেতা—ভাবে ব্রত-অনশন
কুসংস্কারের শরণে কেবল বিপ্লব নিবারণ
করি দেশে আনা "বুর্জোয়া" অধিকার—
বিশ্ব দেখিছে ঘোরদুর্দ্দিনে গান্ধী-অহিংসার
আলোকে শুদ্ধি—জাগ্রত করি সম্বিৎ-চেতনার
ভাস্বর আলো মানববিবেকে আনে নবদর্শন—
ভারতে ঘোষিছে বামপন্থীরা "গান্ধী মুর্দ্দাবাদ ॥"

ঘটনার স্রোতে স্বদেশে-বিদেশে আসে পরিবর্ত্তন
চিন্তা-ভাবনা ইতিহাসে আনে শংকট শিহরণ
হিটলার-রাজ ন্যাৎসী-জারমেনীর
ইটালির বুকে ফ্যাসিস্ত-শাসন আশংকা পৃথিবীর
প্রাচ্যে জাপান-চীন আঘোষিত রণমুখী দৃষ্টির
ক্রুদ্ধনয়নে আতঙ্ক ঘোষে—জাগে ব্রিটিশের মন
রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপরে দৃষ্টিপাত ॥

নতুন দৃশ্য জন-হৃদয়ের অতি নিকটেই আসি
গান্ধীর চোখে স্পষ্ট সত্য উঠিল সমুদ্ভাসি
হটকারিতায় যুদ্ধ-দানবগণ
চাহে ক্ষমতাকে—যুদ্ধে পীড়নে করে ভীম-গর্জন—
সবার উর্দ্ধে মানব-মিত্র জাগে জনসাধারণ-মন
খুঁজে শান্তিকে—যুদ্ধদানব ক্ষমতা-দম্ভে গ্রাসি
চলে নিপীড়নে স্বার্থরক্ষা বৃদ্ধিতে সদা সাধ ॥

মানবের সাধ পূর্ণ প্রগতি—রূপকল্পনা নয়
ভাবমুখে নয় স্বর্গ রচনা মৃন্ময়ে চিণ্ময়
চেতনায় জাগি মানবতা-বিস্তারে
মানব-আত্মা খুঁজে মৈত্রীকে মানবিক-সত্তারে
বিকাশে প্রকাশে—সম-অধিকারে সত্য-অহিংসারে
ভিত্তি করিয়া রচা সভ্যতা—থামাতে অবক্ষয়
রাজ্যে রাজ্যে অধিকার-বাদে নহে নহে সংঘাত ॥

যন্ত্র-পীড়িত যন্ত্রনা-বোধে দীর্ণ-মানসিকতা—
কোথা বিশুদ্ধ চেতনার ঝড় দূরিতে পঙ্কিলতা
জড়চিন্তার আগ্নেয় বিপ্লব—
কোথা আদর্শ প্রমূর্ত শিব-সুন্দর-বৈভব
সত্যের রূপে প্রাণবিগ্রহ—মন্ত্রের কলরব
সুর-ভৈরব কেন নাহি তুলে থামাতে বর্বরতা
আত্মধ্বংসী সভ্যতা থেকে কোথা মুক্তির সাধ ॥

ধনসম্পদ কেন্দ্রীভবন জটিল সংক্রমণে
কুটিল কালের একি রাজনীতি যান্ত্রিক আয়োজনে
বিস্তৃত করে স্বৈরতা-অধিকার
সমাজের বুকে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ধ্বংসের হত্যার—
মানব-আত্মা বিস্মৃত হয়ে বোধি-অবচেতনার
এহোবাহ্যের জ্ঞান-সীমাপারে প্রজ্ঞা উজ্জীবনে
কোথা আজ দেখে আত্মায় জাগে চৈতন্য-আহ্লাদ ॥

ধ্যানে অতন্দ্র গান্ধীচেতনা খুঁজে সন্ধান দিতে
বিশ্বে-প্রজ্ঞা—মানব-আত্মা সত্যেই আলোকিতে
চাই চেতনায় ঈশ্বর সন্ধান
সত্য স্বরূপে নিত্যমূর্ত সেইখানে ভগবান—
সারাপৃথিবীর প্রগতির মূলে যান্ত্রিক বিজ্ঞান
এনেছে বৃদ্ধি—কোথায় সিদ্ধি পূর্ণতা দৃষ্টিতে
শূন্যতাময় হাহাকার বুকে—তাই লোভ-উৎপাত ॥

গ্লানি-ভাবনায় বিরক্তিভরা ধারণা-সাম্প্রতিক
যুগের আত্মা ক্রন্দন করে—বস্তুতন্ত্রে ধিক
শূন্যতা নিয়ে বাস্তব-বোঝা বয়ে
মানুষ চলেছে আশা-ভাষাহীন করুণ অবক্ষয়ে
বিধ্বস্ততা—বিপর্যয়ের ধ্বংস দৃশ্য লয়ে
রুক্ষ-পাথুরে নিষ্প্রভতায় হারায়েছে মানবিক-
যুগসভ্যতা আত্মবিকাশ—মন তাই উন্মাদ ॥

বিষাদ-পূর্ণ রুক্ষতা নিয়ে নাগরিক সভ্যতা
কোন্ কথা বলে—হারায়ে গিয়েছে আত্মার দিব্যতা
রুক্ষ-মরুভূ মাটিতে জাগেনা ঘাস
এধারে নগরে কলকারখানা ধোঁয়া তুলে বারমাস
আকাশের বায়ু বিষাক্ত করে—বর্ষার মেঘরাশ
ধোঁয়ার ধোঁয়ায় বিষ-বীজাণুর বিস্তারে রুক্ষতা
অগ্নিধারায়—মাটির ফসল হয়ে যায় উৎখাত ॥

ইউরোপ আজ কোন্‌পথে চলে—এশিয়াও কোন্ পথে
গান্ধীর চোখে বস্তুতন্ত্রী-বিজ্ঞান নানামতে
বিকাশে দৃশ্য—কেবল যন্ত্রায়ন
মাটিকে করিছে রুক্ষবন্ধ্যা—ফসিল মানব-মন
যুদ্ধের থেকে যুদ্ধের পথে হিংসা আকর্ষণ
কূটনীতি আর রাজনীতি আনে ধ্বংস-অগ্নিরথে
দানবী-রাষ্ট্র-নায়কের ক্রোধে অবিরাম সংঘাত ॥

অন্তরস্থ সত্যের ক্রিয়া জীবনে ব্যাপ্তি ঘটে
সূর্য যেমন আত্ম-আলোকে দীপ্ত সৌরপটে
তেমনি সত্য ব্যাপ্তি আপনা লভি
আপন আলোকে বিকশিত হয়—সত্যের জ্যোতি ছবি
প্রমূর্ত হয়—বিরচিত হয় স্বতঃপ্রকাশে রবি
সুমুদিত হয়ে নন্দিত করে—ভৈরবী-ছায়ানটে
সঙ্গীত সুরে উদাত্ত হয়—সত্যের জয়নাদ ॥

সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গান্ধীর সাধনার
মধ্যে দেখিছে পরম সিদ্ধি ভারতীয় আত্মার—
"ডন সোসাইটী" সুদীর্ঘ কাল ধরি
যে স্বপ্ন দেখে—গান্ধীজীবনে শোভে আলোকিত করি
মহাভারতের মহাজাগরণ—কাটি আসে বিভাবরী
গান্ধীপ্রকাশ—নববুদ্ধের মানবতা প্রজ্ঞার
আলোক-দীপ্তি—দিকে দিকে করে মিথ্যার উৎখাত ॥

'ডন সোসাইটী' 'ডন ম্যাগাজিন' স্বাদেশিক-চেতনারে
স্বদেশীযুগের বহু আগে থেকে জাগাইতে বারে বারে
করেছে কতই ব্রতের অনুষ্ঠান—
সতীশচন্দ্র দেখে অন্তরে সূর্য-জ্যোতিষ্মান
গান্ধীজীবনে প্রকাশিত আজ—অধীনতা অবসান
নববিপ্লব মন্ত্র-সত্যে প্রচারি অহিংসারে
সত্য করিছে সেদিনেরই সেই গোধূলি-স্বপ্নসাধ ॥

স্বদেশী ভাবের বন্যা প্লাবনে একি নব বিপ্লব
গান্ধী সিদ্ধি আনে দিকে দিকে অস্ত্রের পরাভব—
আত্মত্যাগের উপরে ভিত্তি গড়া
ন্যায়সঙ্গত শান্তিপূর্ণ পথে অভিযান করা
ভারত-বক্ষ মথিত করেই জীবন-মরণ হরা
একি বিপ্লব—জয়তু গান্ধী উদাত্ত কলরব
করিছে ঘোষণা স্বাধীন ভারতে এবার দৃষ্টিপাত ।।

সতীশচন্দ্র অন্তর হতে অন্তরে কান পাতি
শুনে যেন সেই অবতার এল—পোহাবে এবার রাতি
গান্ধী-চিন্তা গান্ধীর আচরণ
চেতনায় আনে সত্যসন্ধ জীবন আস্বাদন
যুগ-সভ্যতা সঙ্কট থেকে মুক্তি উদ্বোধন
গান্ধী মন্ত্র শুনায় বিশ্বে হিংস্রতা মাতামাতি
থামুক—শান্তিপূর্ণ ধরণী বুকে আলো সম্পাত ।।

সন্ত্রাসে দেশ স্বাধীন করিতে 'ভবানীর মন্দির'
রচনা স্বপ্ন ব্যর্থই হলো—ভারত-সংস্কৃতির
সাধনায় তাই জাতি জাগে ধীরে ধীরে
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রজ্ঞা-সাগর তীরে
সমুদ্ভাসিত ভারতবর্ষ—সারা পৃথিবীরে ঘিরে
নব ভারতের আত্মানুভূতি—শাশ্বত-সিদ্ধির
অমৃত-উৎসে মানুষকে ডাকে ঐক্যে দৃষ্টিপাত ।।

গান্ধীজীবন সত্যের জ্যোতি—সতীশচন্দ্র চেয়ে
দেখে অখণ্ড কাল-সমুদ্রে জ্যোতির তরণী বেয়ে
সত্য প্রকাশে সত্যের অবতার
এল অতি কাছে—জনসাধারণ-বুকে তেজ সঞ্চার
হিংসা বিজয়ে সত্যের পথে যাত্রা অহিংসার—
নব বিপ্লব—সত্যের পথে জনতা চলেছে ধেয়ে
কঠোরতাময় পরশাসনের দুর্গকে অভিঘাত ।।

পৃথিবীতে চলে ওলট-পালট ঘটে বহু বিচ্ছেদ
ক্ষমতা-দম্ভে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে আত্মবিনাশী জেদ—
শক্তিমদের প্রমত্ত লক্ষণে
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সুরু অভিযান মোহ-স্পর্দ্ধিত রণে—
আকাশে বোমারু বিমান উড়িছে—ভূমি ভূমিকম্পনে—
সাঁজোয়া বাহিনী কামান গোলায় লক্ষ্য করিছে ভেদ
পৃথিবীতে সুরু মহাযুদ্ধের তাণ্ডব উন্মাদ ।।

বুঝি ব্রিটিশের সার্বভৌম-শক্তির অবসানে—
রাশিয়ার থেকে সারা ইউরোপে নানা ভাবধারা টানে
খুঁজিছে যুদ্ধ—সর্বনাশন আশে
সারাপৃথিবীর সেই দুর্দ্দিনে গান্ধীর চোখে ভাসে
একটি চিত্র—যুদ্ধ ধ্বংস ছুটিলে সর্বগ্রাসে
বিশ্বশান্তি অহিংসা-রাজ নাশি অশান্তি আনে—
মানব-ঋদ্ধি অকল্যাণের অভিঘাতে বরবাদ ।।

কংগ্রেসে সুরু দল-উপদলে সংঘাত চিন্তার—
বামপন্থীরা ভাবিছে সুযোগ করিবারে চুরমার
শাসন চক্র—ব্রিটিশ দুঃসময়ে
আপোষ-নীতির পথানুসরণে—দেখে সবে বিস্ময়ে
ব্রিটিশ-শাসন অপসারণের প্রাণশক্তির ক্ষয়ে
চলে দক্ষিণপন্থীরা ধীরে—করে উঠে চিৎকার
ব্রিটিশ প্রভুর মনোবাঞ্ছার ইহাই ঘৃণ্যসাধ ।।

ইউরোপে হলো যুদ্ধঘোষণা—বড়লাট তাড়াতাড়ি
ভারতরক্ষা আইনের বিধান ভারতে করিল জারি—
যুদ্ধে কোথায় ভারত-স্বার্থ লীন
অক্ষশক্তি অভিযান রোধে ভারত সম্মুখীন
ভারতবাসীর ইচ্ছা যে কিবা—সেই বিবেচনাহীন
ব্রিটিশ শাসন জোড় করি করে যুদ্ধে অংশীদারী—
অধীন ভারত—জাগে কংগ্রেস বুকে নিয়ে অভিঘাত ।।

আটটি প্রদেশে কংগ্রেস হাতে মন্ত্রীর দপ্তর—
ব্রিটিশ-শাসন আপন ইচ্ছা পালনেই তৎপর
তাই মন্ত্রীরা হয়ে দেখে নির্বাক
সাম্রাজ্যের বুকে সুরু হলো ব্রিটিশের হাঁকডাক
তবু কংগ্রেস নাহি চাহে গণতন্ত্রের লোপ পাক
সহানুভূতিতে পোলাণ্ডের প্রতি ভারতের অন্তর—
ন্যাৎসীতন্ত্রী আক্রমণের তাই ঘোষে প্রতিবাদ ॥

গান্ধী-চিন্তা—কংগ্রেসে ফিরে দুর্দ্দিনে পৃথিবীর—
গান্ধী খুঁজিছে ভারতআত্মা আলোকিত দৃষ্টির
দীপ্তপ্রকাশ—ভারত সচিব কাছে
যুদ্ধের শেষে স্বাধীন ভারত—অমর্যাদায় পাছে
হতাদর হয়—তাই গান্ধীর চিঠিতে ঘোষিত আছে
একটি কামনা—শুধু স্বাধীনতা দানে প্রতিশ্রুতির—
ব্রিটিশ চাহিছে সর্তবিহীন আনুগত্যেই সাধ ॥

ভারতবাসীর মনোবাসনার বিরুদ্ধে জোর করে
যুদ্ধে জড়ায়ে ব্রিটিশ ভারত শৃঙ্খলে চলে ধরে—
কংগ্রেস জাগে অসহযোগিতা সাথে
অসহযোগের কর্মকাণ্ড পুনরায় সংঘাতে—
গান্ধীর চোখে ভবিষ্যতের নতুন আলোক ভাতে—
অসহযোগের সিদ্ধান্তেই মন্ত্রীরা স্বাক্ষরে
পদত্যাগের চরমপত্র—অর্ডিন্যান্স প্রতিবাদ ॥

গান্ধী ঘোষণা অন্তরে সদা—সহানুভূতির মতি
ইংলণ্ডের প্রতি আছে তবু স্বাধীনতা অনুরতি
"প্রধান আমার ভারতের স্বাধীনতা
প্রথমেই চাই"—আপোষের সব আলোচনা-ব্যর্থতা
করেছে বরণ—ব্রিটিশের মনে প্রমত্ত বিরূপতা—
শান্তিপূর্ণ সম্মানকর আপোষের পরিণতি
ব্যর্থতা নিয়ে জাগায় ভারতে অতিঘোর সংঘাত ॥

কংগ্রেসে নীতি কংগ্রেসে দাবী তবু উপেক্ষা ভরে
ভারতে জাতীয় সরকার যদি প্রতিষ্ঠা নাহি করে
ব্রিটিশ—তাহলে অর্থ-সৈন্য দিয়ে
সহযোগিতার সুযোগ সহায় দাঁড়াবে না কভু নিয়ে—
অহিংসাবোধে ভারত যুদ্ধে সরি আসে পিছাইয়ে
প্রতি কংগ্রেস কমিটি তখন সত্যাগ্রহ তরে
প্রস্তুত হলো—গান্ধীকণ্ঠে উদ্ঘোষে ভেরীনাদ ॥

গান্ধীসর্ত সত্যাগ্রহী অহিংস মনপ্রাণে
চরকায় সুতা কাটিতে হইবে—জীবন-আহুতিদানে
হাসিয়া বরণ ব্রিটিশ-অত্যাচার—
সম্মুখে আছে অন্ধতিমির দুখময় কারাগার—
অগ্নিজ্বালায় পুড়িতে মরিতে অহিংস আত্মার
সত্যাগ্রহ জীবনযজ্ঞ—অধীনতা অবসানে
প্রতিধ্বনিতে উচ্চার হয়—জয়—নয় প্রাণপাত ॥

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় জাগে জিন্নার মন
কংগ্রেস থেকে দূরে লীগ চলে বিদ্বেষ পরায়ণ—
কংগ্রেস দেখে বৈরিতা-উদ্ভব
লীগ-জিন্নাকে তুষ্টি-সাধন করাই অসম্ভব—
আলোচনা আর যুক্তিতত্ত্ব মানি চলে পরাভব—
এদিকে তখন বড়লাট সাথে আপোষের আলাপন
ব্যর্থতা বরে—ব্রিটিশ খুঁজিছে মৈত্রী অধঃপাত ॥

গান্ধী-আবার কংগ্রেসে আসি ধরেছে তরীর হাল
সমুখে সিন্ধু প্রলয়োল্লাসে ফুঁসি চলে উত্তাল—
অহিংস-নীতি-আদর্শ সুমহান্
অনুসরণের পথে ভারতের সংগ্রাম উত্থান—
গান্ধী আবার সেনাপতি-পদে—জাগি উঠে দেশপ্রাণ
যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা চলে—জাগিল ব্রিটিশ কাল-
মূর্তিতে চেয়ে আন্দোলনের প্রগতির উৎখাত ॥

মিথ্যাদূতের শত প্রলোভন প্রতিক্রিয়ার চলে—
হিন্দুমুসলমানের জীবনে আলেয়ার আলো জ্বলে—
জ্ঞান-সংযম রহিত হইয়া ছুটে
আত্মঘাতের-পাপ সংগ্রামে ধ্বংসের কোলে লুটে—
যথা বর্ষণ রহিত মেঘের ভীমগর্জন উঠে
সত্যবিহীন সাম্প্রদায়িক-দ্বন্দ্বের মনোবলে
পরাভূত করে পরাভূত হয় মহাজাতীয়তাবাদ ।।

দুষ্ট-ভাবনা-কুচিন্তা ঘেরা মোহের অন্ধকারে
ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িক-হীনতা রীরাংশারে
করিয়া বরণ—করিবে আত্মভেদ ?
ভারত বিভাগে—সাম্প্রদায়িক-নীতিগত বিচ্ছেদ
গ্রহণ করিয়া মিথ্যা করিবে মানব-সত্য বেদ ?
গান্ধী-আত্মা জিজ্ঞাসা করে আপনার আত্মারে—
ভ্রাতৃবিরোধ পরিণতি শেষে সমুখে আত্মঘাত ।।

অহিংসা আর সত্যে গান্ধী-শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া—
অনুপরিমাণ ব্যাপ্ত চেতনা—জাগরণ বোধ নিয়া
অহিংসা আর সত্যের বিশ্বাস—
লীগের আড়ালে ব্রিটিশ-নীতির ভেদবাদী সন্ত্রাস
কংগ্রেস নীতি করিতে ব্যর্থ সদাই সমুত্তাস—
গান্ধীর শুধু অনুভূতি জাগে আনিতে জীবন দিয়া
মহাজাতীয়তা ভারতবর্ষে—বিভেদের প্রতিবাদ ।।

পরিব্রাজক-সত্যাগ্রহী ছুটে গেল দলে দলে
গ্রামে জনপদে যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা করে চলে—
এবারের আইন অমান্য নব পথে
যুদ্ধবিরোধী-প্রতিবাদ ঘোষি চলে গান্ধীর মতে
একক-সত্যাগ্রহ-যুদ্ধের সত্যাদর্শ ব্রতে—
যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা শুনি ব্রিটিশ-আগুনে জ্বলে
ভারতের বুকে উঠে প্রচণ্ড যুদ্ধের প্রতিবাদ ।।

বিশ্ব দেখিছে—ব্রিটিশ-স্বার্থ যুদ্ধ প্রচেষ্টায়
ভারত-আত্মা ব্রিটিশ-শাসনে পীড়িত অধীনতায়
গোলামের মত ভারতকে মনে করে
তাই ভারতের বিবেক-বুদ্ধি আত্মানুভূতি ধরে
জাগিয়া উঠেছে আত্মসত্যে—সত্যাগ্রহ ভরে
ভারত-বিবেক দীপ্ত-সাহসে প্রতিষ্ঠা করে ন্যায়-
অধিকার বোধে—ব্রিটিশ-স্বার্থে ভারত-স্বার্থে বাদ ॥

মহান্ পুরুষ গান্ধী নেতার উঠে অহিংসা ঝড়—
গান্ধী মতানুসরণেই চলে কারাগারে পর পর
বিনোবা-জহর-আবুল কালাম ঘোষি
যুদ্ধবিরোধী চিন্তা-প্রচারে—ব্রিটিশ দাঁড়াল রোষি—
শত শত নেতা চলে কারাগারে—কংগ্রেসে শুধু দোষি
ব্রিটিশ তখন কংগ্রেস বল নাশনে অগ্রসর
সত্যাগ্রহ দমনে ব্রিটিশ ছুটি চলে উন্মাদ ॥

সত্যাগ্রহী তালিকায় উঠে এক একজনের নাম—
যুদ্ধবিরোধী প্রচার-কাণ্ডে এই রূপে সংগ্রাম
চলে দিকে দিকে কংগ্রেস কমিটির
সদস্যগণ আন্দোলনের প্রাণধারা প্রগতির
বিস্তারে চলে—যুদ্ধবিরোধী উঠে ধ্বনি-গম্ভীর
ভারতের বুকে—গান্ধীনেতার সত্য মনস্কাম
অহিংসাবোধে ঘোষে ভারতের সত্যাগ্রহ-সাধ ॥

ঘটনাবর্ত হঠাৎ চলিল পরিবর্ত্তিত হয়ে—
জার্মানী সাথে জাপান যুদ্ধে যোগ দিয়ে এক হয়ে
পার্ল হারবার করিল আক্রমণ
সিঙ্গাপুরের ব্রিটিশ ঘাঁটির ঘটিল সংপতন—
মিত্রপক্ষে পরাজয় করি জাপানের আয়োজন
পূর্ব-এশিয়া দুর্বার বেগে কাড়ি নিয়ে করা জয়—
মিত্রশক্তি ঘাঁটির পতন—অধিকার উৎখাত ॥

ভারতবর্ষে যুদ্ধ কৃষ্ণছায়া নামি সাথে আসে
ইউরোপে ঘটে পরাজয় কত দারুণ সর্বনাশে—
মিত্রপক্ষ সেদিন সর্বহারা—
সঙ্কটকর বিহ্বলতায় দেখিছে অগ্নিধারা
আবর্ত তুলি ধেয়ে ছুটে আসে—তুলি সন্ত্রাস সাড়া
রণবল আর কূটনীতি বল অক্ষশক্তি গ্রাসে
এই দুর্দিনে আনে হিটলার আরো শত উৎপাত ॥

যুদ্ধবিরোধী প্রচারের বেগে ভারতে ব্রিটিশ দেখে—
সহানুভূতির মানস-চিন্তা ক্রমেই উঠিছে জেগে
কংগ্রেস পানে—জাগে জনসাধারণ
যুদ্ধবিরোধী চিন্তায় দেশে বিস্তৃত স্পন্দন—
জাপান ব্রহ্ম দখলেতে আসে—করি উঠে গর্জন
ভারতে পূর্বসীমান্ত-মুখী ঝড় ঝঞ্ঝার বেগে—
ব্রিটিশ তখন বিপদ গণিছে—দেখে ঘোর পরমাদ ॥

বিশ্বযুদ্ধে সমস্যামুখে ব্রিটিশ সম্মুখীন—
দেখে চারিদিকে অক্ষশক্তি আনে ঘোর দুর্দিন—
চার্চ্চিল দেখে যুদ্ধের সংকটে
লোকবল আর সম্পদ বল অভাবে এমন ঘটে—
রক্ষণশীল দম্ভী ব্রিটিশ-শাসক-মানস-পটে
জাগিল ভারত সহায়তা আর সহযোগ-বলহীন—
ব্রিটিশ ভাগ্যে সর্বনাশেও আশার আলোক পাত ॥

ভারতের সাথে আপোষেই পথ—যুদ্ধ উদ্যোগিতায়
সহযোগ আর সহায়তা নিয়ে ভারতকে যদি পায়
মিত্রশক্তি যুদ্ধে বিপদ ত্রাণ—
স্বাধীনতাকামী ভারতের কাছে তাই প্রস্তাবদান
ক্রীপস্ দৌত্যে—খুঁজে ঘনীভূত অশান্তি অবসান
হিটলারবাদী বিপদের থেকে—মুক্তির কামনায়
কংগ্রেস সাথে আলোচনা চলে—নতুন সূত্রপাত ॥

ক্রিপ্‌স মিশনের দূতিয়ালি সাথে ব্রিটিশের চতুরালী
কংগ্রেস দেখে শাসন-ক্ষমতা-রক্ষায় জাগে খালি
ব্রিটিশ-দৃষ্টি—ভারত ভাগ্য নিয়া
সাম্প্রদায়িক-স্বার্থের বিষে জনমন বিষাইয়া
রাখিতে খুঁজিছে শাসনের নামে স্বার্থ বিভেদে দিয়া
আষ্টেপিষ্টে আত্মঘাতন হিংসা-অনল জ্বালি—
সাধুতার ভাণে—মুখে এক আর বিপরীত মনোসাধ ॥

যুদ্ধ আগুনে দেশ জ্বলে পুড়ে ক্ষমতার মোহজালে
বন্দী ব্রিটিশ সাম্প্রদায়িক বিষরাশি তবু ঢালে
ভারতের বুকে অশান্তি জিয়াইতে—
কংগ্রেস যদি বাম পথে চলে—লীগ চলে বিপরীতে
পাকিস্তানের স্বপ্ন-মদির জিন্নার দৃষ্টিতে
সাম্প্রদায়িক স্বার্থের মায়া—সে মায়ায় তালে তালে
রাজনৈতিক নৃত্যছন্দে উঠে সঙ্গীত নাদ ।।
সাম্রাজ্যতে ব্রিটিশ-পীড়ন শোষণ লক্ষ্য করে
স্বাধীনভারত সত্তাবহেলি চণ্ডমূর্তি ধরে
ব্রিটিশ কেবল স্বার্থকে খুঁজি চলে—
গান্ধী-আত্মা জাতির ব্যথায় আগুন হইয়া জ্বলে
এ জ্বালায় জাগে নতুন আলোক—বিবেক ঘোষিয়া বলে
তৃতীয় পক্ষে অস্তিত্বেই দ্বন্দ্ব রয়েছে ভরে
যুদ্ধকালেই ব্রিটিশ-বিদায় ভারতে জাতীয় সাধ ॥

ক্রিপস্‌ দূতিয়ালী চলিছে তখন ব্রিটিশ মুখোশ খুলে
ভারতে পীড়িত জনজীবনের সমুদ্রে ঢেউ তুলে
ব্রিটিশ-বিরোধী অপ্রীতিকর জ্বালা
অসহযোগের অন্তর্দাহে নয়নে নয়নে আলা—
ভারতের প্রতি কূটনীতিগত বিভেদের নীতিমালা—
ভারতবর্ষ তিনভাগ করা পরিকল্পনা মূলে
একটি লক্ষ্য হইল ব্যক্ত সৃজি রাখা ভেদবাদ ॥

গান্ধী তখন ভারতের দাবী—নীতি-আদর্শ তুলি
ক্রীপস্ দৌত্যের ব্যর্থতা কথা উচ্চারে খোলাখুলি—
ক্রীপস্-প্রস্তাব কংগ্রেসে আলোচনা
চলে নানাভাবে—নাহি জাগে বোধ একটু গ্রহণমনা—
চতুরালী ভরা কূটনীতিগত ধাঁধাঁর উদ্দীপনা
ক্রীপস্ প্রস্তাব—ন্যায়ভিত্তিক ভারতের দাবী ভুলি
ব্রিটিশ ইচ্ছা ভারত মিটাক ঘোলেই দুধের স্বাদ ॥

কোথা ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতা আশ্বাস—
সাম্প্রদায়িক-দেশীয় রাজ্য বিভেদের নাগপাশ—
স্বার্থদ্বন্দ্বে-ভারতবর্ষ বুকে
চির-অশান্তি জীয়ায়ে রাখুক—কূটনীতি কৌতুকে
ব্রিটিশ লক্ষ্য আত্মঘাতন-অস্ত্রে আঘাত দুখে
ভারত-আত্মা করুক বরণ চিরকাল সন্ত্রাস—
মৈত্রীশান্তিবিহীন জীবন ঘোরতর পরমাদ ॥

প্রস্তাব যেন গোলকধাঁধার ছায়া করে বিস্তার—
ভারতরক্ষা ব্যাপারে সকল ক্ষমতার অধিকার
ব্রিটিশের হাতে থাকিবে যুদ্ধকালে—
লীগ-কংগ্রেসে বিরোধ সৃষ্টি লক্ষ্যেই চাল চালে
গান্ধী দেখিছে ব্রিটিশ ভারতে বিভেদের বিষ ঢালে—
পূর্ণ স্বাধীন ভারত শাসন না করি অঙ্গীকার—
যুদ্ধে খুঁজিছে দাস ভারতের সহযোগিতার সাধ ॥

গান্ধীর মনে বিশ্বাস ফুটে এসময়ে চুপচাপ—
বসে থাকা শুধু আত্মনিধন-অধীনতা অভিশাপ
বরণ করিয়া নেওয়া বিপদের ঝুঁকি
মনের আকাশে আগামী দিনের সূর্য মারিছে উঁকি
উদয়-রশ্মি দিকে দিকে ভাসে—দেশ নহে আর সুখী
আপোষের নামে আঘাতে আঘাতে ব্রিটিশ-ইচ্ছা পাল
জাতিরে জ্বালায় চির-নিরাশায়—আনে শুধু অভিঘাত ॥

'করব না হয় মরব' মন্ত্র—উঠে উদাত্ত স্বর
কংগ্রেসে হলো প্রস্তাব পাশ ভারত সম্মুখর
গান্ধী-কণ্ঠে দীপ্ত ঘোষণা উঠে
হয় কগ্রেস জয়কে বরিবে—অথবা মরণে লুটে
ঘোষণা করিবে পরাধীনতার শৃঙ্খল যাক টুটে
এ মহালক্ষ্যে দুর্দমনীয় ভারতের অন্তর
নাহি করে ভয় পৃথিবীর কারো রক্ত-দৃষ্টিপাত ॥

শর-সন্ধানে ফিরেছে যুদ্ধে ব্রিটিশ তীরন্দাজ
অহিংসা নাশে—গান্ধীর চোখে হিংস্র ব্রিটিশ-রাজ
পীড়িছে দৃষ্টি মিথ্যা আড়ম্বরে
আত্মা-অতলে চাপা দিয়ে চলে সত্য-শাশ্বতরে
অহিংসা-রূপ দিব্যশক্তি পৃথিবী রূপান্তরে
থামাতে আর্তি থামাতে ধ্বংস আঘাত পীড়নকাজ—
সত্যের আলো গান্ধীর চোখে করে আলো-সম্পাত ॥

আহত ভারত—শ্মশানে শ্মশানে তুলে স্মৃতিমন্দির
ব্রিটিশ সেখানে লুণ্ঠনে চলে স্বার্থের সিদ্ধির
দানবী লক্ষ্যে—ভারত-সন্তানেরা
দেখে দিকে দিকে ব্রিটিশ-বিধান-কারার প্রাচীর ঘেরা
অন্ধ-কক্ষে—নিপীড়ন করে সন্ত্রাসী-দানবের
দুখের অতলে ভারত-আত্মা ফেলিছে অশ্রুনীর
মানব-রক্ত-পিচ্ছিল-পথে দারুণ আর্তনাদ ॥

গান্ধী দেখিছে আগামী দিনকে—নয়নে দৃষ্টিদীপ
চোখে ভাসি উঠে সত্যের জ্যোতি উজল অন্তরীপ
সেখানে আত্মা দেখে নব পৃথিবীকে
অহিংসাময় শান্তির নীড় সত্যের সৃষ্টিকে
পার হয়ে বহু দ্বীপের সীমানা—আলোকিছে দিকে দিকে
আগামী দিনের ছায়াছবি নিয়ে—পড়েছে আলোর টীপ
নতুন সৃষ্টি—মানবাত্মার পুরায় জীবন সাধ ॥

যুদ্ধায়োজন সাম্রাজ্যের রক্ষার আয়োজন
ভারতে বিদেশী সৈন্য-প্রভাব ক্রমেই বিবর্দ্ধন—
সাম্রাজ্যিক পাপের শাস্তিদানে
বিরোধী-শক্তি অভ্যুদয়েই বুঝিবা আঘাত হানে—
যুদ্ধায়োজনে স্বাধীন ভারত রূপ ফুটে কোন্‌খানে—
আমেরিকা আর ব্রিটিশ প্রভাব করিছে সংরচন
যুদ্ধের পরে কোথা পৃথিবীর শান্তিতে দিক্‌পাত ॥

সময় এসেছে ব্রিটিশ-শাসন অপসারণের পর—
ব্রিটিশ ভারত নিরাপত্তার শক্তি সুনির্ভর
উঠিবে জাগিয়া—বিভেদ কাল্পনিক
ভারত-জীবন স্বাধীনতা-রূপ উদয়ে দিগ্বিদিক
আলোকিত হবে অখণ্ড এক সত্তায় আত্মিক—
ভারত তখন ঐক্যজীবনে পুরাবে জাতীয় সাধ ॥

জাগি অহিংসা-মতবাদে দেশ—ব্রিটিশ তাড়াতে 'জাপ'
সহায়তা নিয়ে ভারত চাহেনা বরিতে নতুন পাপ—
যদি ব্রিটিশের শৃঙ্খল দূর করি
ভারতকে জাপ স্বাধীনতা দেয়—নব শৃঙ্খল পরি
ভারত হইবে আবার অধীন—সহায়তা পরিহরি
ভারতবর্ষ স্বাধীন করিতে—জাগে প্রাণে উত্তাপ
একটি পন্থা—অহিংসা পথে অধীনতা উৎখাত ॥

ব্রিটিশ ভারত ছাড়িলেই সব ঘুচিবে দুর্ভাবনা—
ব্রিটিশ জাগায় জাপানের মনে হিংস্র-উত্তেজনা
ভারতবর্ষ করিতে আক্রমণ—
ব্রিটিশ ভারত ছাড়িলে জাপান মতপরিবর্ত্তন
করি দূরে যাবে—শ্বাসরোধকারী অবস্থা বিমোচন
সঙ্গে সঙ্গে হইবে ভারতে—যুদ্ধ-উদ্দীপনা
থামিবে তখন—থামিবে অশেষ অঘটন উৎপাত ॥

স্বার্থান্বেষী ব্রিটিশ এদিকে যথেচ্ছাচারিতায়
যুদ্ধের কাজে টানিয়া নামালো—দেশবাসী নিরুপায়
বলপূর্বক যুদ্ধের বোঝা কাঁধে
যখন ব্রিটিশ চাপালো তখন নৈতিক প্রতিবাদে
কংগ্রেস ঘোষে অসহযোগিতা ব্রিটিশ যুদ্ধ সাধে
ঘোর তুর্দিন ছায়াপাত করে—অর্ডিন্যান্স ঘোষণায়
দম্ভী ব্রিটিশ স্বেচ্ছাচারেই সুরু করে অভিঘাত ॥

জাতির জীবনে ঘোর তুর্দিন—গান্ধীও সেইদিন
জাগি ভারতের নিপীড়ন-তুখে—প্রাণে অন্তর্লীন
নতুন চেতনা—স্পন্দন আলোড়ন
আনে শিহরণ চোখে বিকিরণ আলোক উদ্দীপন
স্নিগ্ধ হিরণ দৃশ্য রচন দূরে হয় দর্শন
তুখের আগুনে জ্বলে পুড়ে মন—সত্য সম্মুখীন
নহে দূরে থাকা তাই কংগ্রেস-সারথ্যে পুনঃ সাধ ॥

গান্ধী ঘোষণা "হিংসার পথ মুক্তির পথ নয়—
হিংসার প্রতিক্রিয়ায় হিংসা ঘটায় অভ্যুদয়—
"শুধু অহিংসা" বিশ্বে গান্ধী ডেকে
"আর্ত বিশ্ব রক্ষা করিতে পারে ধ্বংসের থেকে"
গান্ধী স্বীকার করি বলে পুনঃ" জগতের ভাব দেখে
দেশরক্ষায় অহিংসাবাদ প্রয়োগের সুসময়
হয়নি এখনো—" পোল্যাণ্ডে তখন হিটলার-রণনাদ ॥

জহরলালের অন্তর ভরে গান্ধীর অনুভূতি—
গান্ধী-চিন্তা-অগ্নিগর্ভ ভাবনার বিদ্যুতি
বিচ্ছুরে তেজ—ধ্বনিত বজ্রস্বর
গান্ধীজীবন সমুদ্দীপন তপ্ত বৈশ্বানর
যেন জ্বালামুখী আগ্নেয় স্রোতে জ্বলিছে ভয়ঙ্কর
ব্রিটিশ 'ভারত ছাড়' চলে যাও কণ্ঠে ধ্বনি-শ্রুতি
হিন্দুস্থান হৃদ্‌পিণ্ডের চেতনা অকস্মাৎ ॥

বিস্ময় লাগে জহরলালের— চেতনাকে তোলপাড়ি
গান্ধী-আত্মা একি নবরূপে কংগ্রেস কাণ্ডারী
মহান্ গান্ধী অহিংস বিপ্লবে
জাতিরে ডাকিছে মন্ত্রসাধনে বীর-ভৈরব-রবে
ভারতের মাটি আগ্নেয় তাপে জাগে নব অনুভবে
ছুটে নরনারী যুদ্ধ-আহবে—ফেলে আসে ঘর বাড়ি
শত সহস্র—ব্রিটিশবিহীন ভারত-জীবনে সাধ ॥

গান্ধী-মূর্তি প্রচণ্ড তেজে সাহসে সমুজ্জ্বল—
আপোষবিহীন সংগ্রাম সুরু নৈতিক মনোবল
নববিপ্লবে মহান্ গান্ধী আনে
ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম সুরু ভারতের সবখানে
অধীনতা বুকে জীবন তুচ্ছ সত্য চেতনা প্রাণে
বিস্তার করে—ধ্রুবলক্ষ্যেই দৃষ্টি অচঞ্চল
ব্রিটিশ শাসন উৎখাতে তাই বিপ্লব-সংঘাত ॥

আটলান্টিক চার্টারে লেখা মানব-সংবিধান—
স্বয়ংশাসনে বঞ্চিত যারা জাগিল তাদের প্রাণ
স্বীকৃতি সেথা রাষ্ট্রীয় অধিকার—
এদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী করি উঠে উচ্চার
নহে প্রযোজ্য ভারত ক্ষেত্রে—ব্রিটিশের ঘোষণার
নগ্নমুর্তি সকল স্বপ্ন করে দিল চুরমার—
কংগ্রেস দেখে চার্চ্চিল-নীতি ঘুচালো জাতীয় সাধ ॥

ব্রিটেনের নীতি স্বতন্ত্র খাতে—ক্রিপ্‌স মিশন এসে
ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশ জাতির সদিচ্ছা পরিবেশে
কুটনীতিগত খেলিল অনেক খেলা
চার্চ্চিল-নীতি সদা ভারতের দাবী করে অবহেলা—
ব্যর্থ মিশন দেশে ফিরি গেল—এদিকেতে কালবেলা
ব্রিটিশ ভাগ্যে বিস্তৃত হয়—সব আশা যায় ভেসে
সিঙ্গাপুরের পতন ঘোষিত ব্রহ্মেও রণনাদ ॥

জাপান যতই এগিয়ে চলেছে অপ্রতিহত গতি
শাসনে শোষণে ভীষণ কঠোর ব্রিটিশের মন-মতি—
গান্ধী-দৃষ্টি অন্তরে অন্তরে
ব্রিটিশের শুভ ইচ্ছার প্রতি আস্থা ভিত্তি করে
দেখে ব্রিটিশের বিরোধিতা বোধে ক্রমেই চলেছে বরে
ব্যর্থ-মানস—চার্চ্চিল মুখে উচ্চার সম্প্রতি
আট্‌লান্টিক চার্টার নীতি হয়েছে ধূলিসাৎ ॥

বীজের মধ্যে মহীরুহ যথা বিকাশে আপন প্রাণ
গান্ধী-আন্দোলনের সূত্রে গান্ধীর ধ্যান-জ্ঞান
সত্যে-প্রেমেতে-অহিংসা আচরণে
বিকশিত করে জীবন-সাধনা সিদ্ধির দর্শনে—
জহরলালের সকল সত্তা কান পাতি শুনে মনে
গান্ধীজীবনে একটি সত্য তুলে সদা উদ্‌গান
মিথ্যার সাথে আপোষেতে নাই গান্ধীর কভু সাধ ॥

সেই ইতিহাস—যত পাঠ চলে নিত্য নতুন হয়ে
প্রজ্ঞার আলো বিস্তার করে সত্যের পরিচয়ে
গান্ধী-সাধনা সেদিন ভারত ভরি
অহিংসাপথে নববিপ্লব চলে বিস্তার করি—
ব্রিটিশ দেখিছে সূর্য অস্ত—আসে কাল-বিভাবরী
গান্ধী-মন্ত্রে গণশক্তির বিরাট অভ্যুদয়ে—
সেদিন ব্রিটিশ প্রমাদগণেই জাগে আতঙ্ক সাথ ॥

জহরলালের চোখের উপরে অতীত দৃশ্যরাজি
গান্ধীজীবন-সিদ্ধি-আলোকে নবরূপ উঠে সাজি—
কান পাতি মনে সেই পুরাতন কথা
শুনে আনন্দ—সে কথা বিতরে কোথা চরিতার্থতা
কোন্ পথে আছে জাতীয় উদয় ভারতের স্বাধীনতা
অতীত দিনের পুরাতনী-কথা ধ্বনি-তরঙ্গে বাজি
কালের বীণায় ঝঙ্কার তুলে—দিকে দিকে কলনাদ ॥

ব্রিটিশের নীতি ভারতবর্ষে শৃঙ্খলি অধীনতা
জাতীয় শক্তি নিরুদ্ধকরা—নগ্ন প্রগল্ভতা
চার্চ্চিল-নীতি বিস্তারি অনাচারী
করিছে প্রকট ঘটনাপুঞ্জে অর্ডিন্যান্স তাই জারি—
কংগ্রেস দাবী ব্রিটিশ এবার ভারতবর্ষ ছাড়ি।
দাও দেশে পাড়ি—চার্চ্চিল-রাজ শাসন-উচ্ছলতা
প্রতিক্রিয়ায় আনে অঘটন সন্ত্রাসে উৎপাত ॥

কংগ্রেস দাবী অগ্রাহ্যেই গান্ধীর মনপ্রাণ
অন্তর হতে অন্তরে করে সত্যের সন্ধান
এবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে
স্বাধীনতা-বোধে জাতীয় জীবন রুদ্রমূর্তি ধরে
গণবিপ্লবে আগ্নেয় জ্বালা চেতনারে তুলে ভরে—
দূর হতে দূরে গান্ধীদৃষ্টি দেখে হয় অবসান
ভারতে ব্রিটিশ শাসন-পর্ব বন্ধন উৎখাত ॥

জহরলালের স্তম্ভিত মন একি রূপ গান্ধীর
সর্বশক্তি প্রয়োগে দাঁড়ায়ে আত্মিক শক্তির
বিদ্রোহী রূপ—ব্যাপক আন্দোলনে
ভারতের থেকে ব্রিটিশ-শাসন পর্ব উৎসাদনে
সত্যাগ্রহ-যুদ্ধ এবার বিপ্লব-আয়োজনে
রুদ্ধ বেদনা ঘৃত অগ্নিতে—আশা প্রতিশ্রুতির
সব আশা যেথা ব্যর্থতা বরে—সেথা বিপ্লব সাধ ॥

"হয় ভারতকে স্বাধীন করিব—অথবা চেষ্টা করি
স্বাধীনতা-রণে দেশের জন্য সাহসে মৃত্যু বরি
ঘোষণা বিশ্বে প্রতিটি পুরুষ নারী
এ পুণ্যক্ষণ থেকেই স্বাধীন—ব্রিটিশ ভারত ছাড়ি
যত কাল নাহি যায় ততকাল"—বিপ্লবে তোলপাড়ি
ব্রিটিশ-শাসনে আঘাত কেবল—সত্য-অস্ত্র ধরি
দিকে দিকে ধ্বনি জয় গান্ধীর কংগ্রেস জয়নাদ ॥

আপোষের পথে ব্রিটিশ আসেনা উচাইয়া সঙ্গীন
ব্রিটিশ চলেছে—গান্ধীর বুকে যুদ্ধ বিরতিহীন
আপোষবিহীন চেতনায় তুলে সাড়া
দু'শ বছরের অধীনতা বুকে—আত্মসত্তা হারা
ভারত এখনো নির্জীব নয়—করিতে ভারত ছাড়া
ব্রিটিশে বিরোধী যুদ্ধ ঘোষণা—সমুখে নতুন দিন
উদয়-অচলে সূর্য্যের আলো করে আলো-সম্পাত ॥

জহরলালের শুধু মনে হয় চেয়ে গান্ধীর দিকে
দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘন-তমসায় জ্যোতি খুঁজি অনিমিখে
যে জীবন জাগে পরাধীনতার নাশে
মহাভারতের ভবিষ্যতেই অবিচল বিশ্বাসে—
মুক্তি-পথিক পথ চলে শুধু অহিংসা-যুগ আশে
জাগিছে মানুষ—নবসত্যকে ইতিহাসে চলে লিখে
'করিব অথবা মরিব' যুদ্ধে—স্বাধীনতা শুধু সাধ ॥

অখণ্ডত্ব ভারত-সাধনা সিদ্ধিকে নিয়ে আসে
যেখানে খণ্ড অমঙ্গলের স্বার্থের নাগপাশে
হীনতা মিথ্যা—সেখানে ধ্বংস আনে
বীর্যের পথে অভি-চেতনায় সত্যের সন্ধানে
জাগি উঠি প্রাণ দেখে মিথ্যার সঙ্কার অবসানে
ঐক্যভিত্তি জীবন-দীপ্তি সত্যেকে পরকাশে
দুঃখ বরণে দুঃখ হরণ সত্যের সংবাদ ॥

নিরুদ্দিষ্ট সুভাষকে নিয়ে রহস্য রাশ রাশ
দেশের মানুষ জানেনা কোথায় চলে অজ্ঞাতবাস—
বাতাসে বাতাসে ধ্বনিতে সম্মুখীন
সুভাষ-কণ্ঠ প্রতিধ্বনিতে উদাত্ত রাত দিন
ব্রিটিশ-শাসন-বিহীন ভারত—যুদ্ধ বিরামহীন
চলুক কেবল—ব্রিটিশ-বিরোধী-সংগ্রামে পরকাশ
দেখুক ভারত জাগে বিপ্লবে—দিকে দিকে কলনাদ ॥

"যন্ত্রণা ভোগ তুচ্ছ তুচ্ছ—লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে
ত্যাগের পথেই ধ্রুব-আদর্শ দৃষ্টির আলোকেতে
আনে উজ্জ্বল বীর্যের ভাস্বর
চেতনা-অমৃত-কণিকা ভূমার—জাগ্রত অন্তর
দেখে সত্যেই আদর্শ ফুটে—সংগ্রাম নির্ভর
জীবন-দৃষ্টি আত্ম-শক্তি ছুটাইছে সমুখেতে
যাত্রার পথে তুচ্ছ বিঘ্ন দুঃখের অভিঘাত ॥

"প্রাণ থেকে বড় আদর্শ জানি—প্রাণের বিসর্জন
শাশ্বত বাণী ইতিহাসে তুলে উদাত্ত গর্জন
তুচ্ছ জীবন হয়ে থাকা ক্রীতদাস
অধীনতা রূপ অভিশাপ বুকে বেঁচে থাকা পরিহাস
লক্ষ্য সিদ্ধি—মন্ত্র সাধনে আত্মার বিশ্বাস
বিরুদ্ধতাকে জয়ী করে চলে—বন্ধন-নিপীড়ন
অন্ধকারার যন্ত্রণা দাহ করি চলে উৎখাত ॥

"ব্রিটিশ রেখেছে ভারত দখল জয়লাভ অধিকারে—
ব্রিটিশ-শক্তি সর্বদা জাগে যুদ্ধের ব্যবহারে
ভারতের সাথে—বিজেতাকে যেই দান
স্বেচ্ছাকৃত সেইদান নহে—করা সাধ হতমান
জাতীয় জীবন যত বন্ধন হয়ে যাক অবসান—
এই প্রয়োজনে ব্রিটিশ চলুক ভারত সাগরপারে
থামাক ব্রিটিশ ভারত স্বার্থ এইভাবে উৎখাত ॥

"সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর লাগি—ইহা বড় প্রয়োজন
ব্রিটিশ শাসন অবসানে দেশ হইবে একটি মন—
ব্রিটিশের প্রতি ঘৃণা বিমুক্ত হয়ে
পৌরুষ-বল হরণ করেছে—অধীনতা-ব্যাধি বয়ে
ক্রীতদাসত্বে চিরকাল শুধু বন্ধনে পরাজয়ে
জীবন-যাপন—'ভারত ছাড়'র ঔষধ-পরশন
মুক্তি আনিবে—আনিবে জীবনে স্বাধীনতা আস্বাদ ॥"

বর্তমানের বেদনা-নিবিড় অনুভূতিময় প্রাণে
ব্রিটিশ শাসন বিহীন ভারত জাগে গান্ধীর ধ্যানে
হয় স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু শ্রেয়—
অন্তরে সাড়া ব্রিটিশ-শাসন সদাই অশ্রদ্ধেয়—
ঘোর দুর্দিন-দুখ-নিপীড়ন—বেদনায় আগ্নেয়
জ্বালায় জ্বলিয়া ভারত-আত্মা মুক্তির সন্ধানে
জাগে নির্ভীক—গান্ধীজীবনে সবার দৃষ্টিপাত ॥

চিন্তার পর চিন্তার স্রোত—বহি চলে সীমাহীন
গান্ধী-হৃদয়ে আলো সন্ধানে দৃষ্টি সম্মুখীন—
কংগ্রেসে করে ব্রিটিশ অবিশ্বাস
বিভেদে শাসন আঁকড়িয়ে থাকা নীতির সমুল্লাস
যুক্তিবিহীন যুক্তির জালে বাঁধি তাই চারিপাশ
রক্ষা-কবচে আবৃত করি—রোধিবারে দুর্দিন—
দূতিয়ালী-আর কুটনীতি চালে সৃজি চলে উৎপাত ॥

তাই নৈতিক-সহায়তা দানে ভারতের আত্মার
উঠে প্রতিবাদ—সহায়তা দানে জানায় অস্বীকার—
গভীর আঘাত ব্রিটিশের আচরণে
ক্রীপ্‌স প্রস্তাব নীতিগত ভাবে অন্যায় বর্দ্ধনে—
তবু ব্রিটিশের হানি পরাজয় কামনা নাহিক মনে
ব্রিটনের এই যুদ্ধে ভারত—মন্ত্রে অহিংসার
নৈতিকভাবে সহায়তা দানে—নাই নাই মনোসাধ ॥

ব্রিটিশ তাড়াতে সহায়তা নেওয়া জাপানের কাছ থেকে
সে কেবল পরিবর্তনে আনা অন্য প্রভুকে ডেকে—
প্রকৃত মানব-স্বাধীনতা-স্বার্থের
দিক থেকে এই সার্বভৌম স্বাধীনতা ভারতের—
ব্রিটিশ শাসন অবসানে দেশ মানব-কল্যাণের
আদর্শ বোধে উঠিবে জাগিয়া—শৃঙ্খল বাধা ভেঙে
এখন ব্রিটিশ শাসন বিরোধী ভারতের মনোসাধ ॥

চীনের বন্ধু ভারতবর্ষ—ব্রিটিশকে চলে যেতে
সম্মত করা—স্বাধীন ভারত তবেই যুদ্ধে মেতে
চীনকে করিবে নানা সহায়তা দান
স্বাধীন ভারত মানব জাতির পক্ষেই কল্যাণ
হবে দুর্দ্দম-শক্তির যোগে পরম শক্তিমান—
সেই শক্তির প্রকৃত স্বরূপ ব্রিটিশের মানসেতে
ধারণা অতীত—পৃথিবী-স্বার্থে ব্রিটিশের চাই পাত ॥

ব্রিটিশ 'ভারত ছাড়' ঘোষণার লক্ষ্যের পুরোভাগে
পরাধীনতার বন্ধনহীন স্বাধীন ভারত জাগে—
জাপানী সৈন্য আক্রমণেতে এলে
পশ্চাৎপদ হবে না ভারত শত্রুকে অবহেলে
সর্বশক্তি করিবে নিয়োগ—বুকের রক্ত ঢেলে
অহিংসা প্রতি আস্থা রেখেও জাতীয়তা অনুরাগে
শত্রু দর্প করিয়া চূর্ণ—শত্রুরে উৎখাত ॥

ব্রিটিশ শাসন সুনিয়ন্ত্রিত অরাজকতার শেষ
চেয়েই 'ভারত ছাড়' ঘোষণায় জাগে যদি সারা দেশ—
যুক্তিপূর্ণ এই দাবী ঘোষণায়
বিদ্বেষ নাই—বন্ধুত্বের বোধে সতর্কতায়
পরিকল্পিত এই নীতিবাদ—ব্রিটিশের অন্যায়
শাসন-বিধান অকল্যাণের জঘণ্য পরিবেশ
মুক্তিকে চেয়ে ভারত খুঁজিছে—স্বাধীনতা আস্বাদ ॥

ব্রিটিশ ভারত ছাড়িলে হিংসা-অহিংসা-দ্বন্দ্বের
অবসানে হবে মিত্র ব্রিটিশে সর্ব সাহায্যের
পথ বিমুক্ত—যদি না ভারত ছাড়ে
ব্রিটিশ এখন—তবে অহিংসা শক্তির বিস্তারে
শাসনকে করা অকার্যকর—পদে পদে হিংসারে
অহিংসা দেবে ব্যর্থ করিয়া—শস্ত্র-সংগ্রামের
সকল প্রয়াস ব্যর্থতা বুকে লুটিবে অধঃপাত ॥

উঠে রণভেরী অহিংসা পথে—গান্ধীকণ্ঠে গান
রক্ত চক্ষু দেখে নাহি ভয় সাথে আছে ভগবান
চল সম্মুখে নাহি ভয় নাহি ভয়
সারা জগতের বিরুদ্ধে রণ—যদি বা করিতে হয়
নাহি ভয় চল সমুখে এগিয়ে অহিংসা-নির্ভয়—
ভগবান আছে পরম সত্য হৃদয়ে বিরাজমান
সত্যের বলে কর সম্মুখে উদয়ে দৃষ্টিপাত ॥

অহিংসা পথ—ভারতের পথ "ভারত ছাড়" এ ধ্বনি
আনে দুর্জ্জয় মানস-শক্তি অগ্নি আকর্ষণি
আগুন জ্বালালো জনতার দেহে মনে
ভারতবাসীর অসীম-শক্তি ব্রিটিশ নিষ্পেষণে
ছিল অচেতন—সহসা সেদিন আগষ্ট আন্দোলনে
সত্যাগ্রহে দীক্ষিত প্রাণ—জীবন উদ্দীপনী
"ভারতকে ছাড়"—দেখিল ব্রিটিশ অগ্নি অকস্মাৎ ॥

স্বাধীনতা-লাভে জাগিল ভারতে প্রদীপ অনির্বাণ
অহিংস-গণ-আন্দোলনের সুরু নব অভিযান
গান্ধী-লিখিত পত্রে ব্রিটিশ পড়ে
'ভারতকে ছাড়' প্রস্তাবে যেন আগ্নেয় অক্ষরে
গান্ধী-ঘোষণা স্বাধীনতা চাই মৃত্যু আঁকড়ি ধরে
চাই ভারতের অধীনতা রাতি চিরতরে অবসান
ভারত ছাড়িতে হইবে হইবে—উঠে উদাত্ত নাদ ॥

বিচলিত হলো ব্রিটিশ সহসা—কংগ্রেস অভিলাষে
গান্ধী-কণ্ঠে সারাভারতের বজ্র-আঘাত আসে
ব্রিটিশ তখন হিংস্র ক্রুদ্ধমন
রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্বে কারাগারে নেতাগণ—
গান্ধী বন্দী—ভারতরক্ষা আইনের নিষ্পেষণ
সুরু সন্ত্রাসে—সারা দেশ বাঁধা শৃঙ্খল-নাগপাশে
একি বিস্ময় তবুও ভারতে উঠে রণভেরী নাদ ॥

ইতি গান্ধীজীবন মহাকাব্যে ভারত-অভ্যুদয় নামীয় দ্বাদশ সর্গ ॥

বিয়াল্লিশের বহ্নি জ্বলিল সুরু ঘোর সংঘাত
ভারতে ব্রিটিশ শাসন কাঠামো উৎখাতে অভিঘাত
ব্যর্থ হয়েছে গান্ধীর আবেদন—
সুরু ব্রিটিশের দমন-নীতির প্রচণ্ড নিপীড়ন
ব্রিটিশ 'ভারত ছাড়'—'চলে যাও' জনতার গর্জন—
আকাল-বাতাস মুখরিছে—'কর না হয় জীবন পাত'
ভারত-কণ্ঠে ঘোষণায় উঠে ব্রিটিশের উৎপাত ॥

শেষ আবেদন ব্যর্থ—বে-আইনি হলো শেষে কংগ্রেস
জনতা-জীবনে আনে আলোড়ন গান্ধীর নির্দেশ—
অহিংসা-পথে সুরু গণবিপ্লব—
ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ প্রথম থেকেই খুঁজিছে উপদ্রব
উৎপীড়নের অত্যাচারের আতঙ্ক-ভৈরব
সন্ত্রাসি তুলে—অমানুষিকতা দেখিয়া স্তব্ধ দেশ
একটি দাঁতের বদলে উঠানো দশটি হাজার দাঁত ॥

পুলিস-সৈন্য শোভাযাত্রার শান্তিপূর্ণতারে
লাঠি চার্জের আঘাতে ভাঙ্গিছে—পীড়নে নির্বিচারে
চলে গুলি সাথে হতাহত কতজন
তবু জনতার কণ্ঠে 'ভারত ছাড়' উঠে গর্জন
পুলিস-সৈন্য গ্রামে জনপদে ছুটে নির্মম-মন
গর্ভবতীকে রুগ্নানারীকে পাশব-অত্যাচারে
উলঙ্গ করি—শিশুরে ঠেঙ্গায়ে ছুটে বলে উন্মাদ ॥

চণ্ডনীতিতে ভারতরক্ষা আইনের নাগপাশে—
আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী গান্ধী—নেতাগণ কারাবাসে
স্বাধীনতাকামী ভারত-আত্মা বলে
গণজীবনের চেতনা-বহ্নি শিখায় সমুজ্জ্বলে
'মন্ত্র-সাধন অথবা মরণ' মন্ত্রে সমুচ্ছলে—
ব্রিটিশ-অক্টোপাশের বাঁধন দলি চলে উল্লাসে
একটি লক্ষ্য—ভারতে ব্রিটিশ শাসন মূলোৎপাত ॥

বড়লাট লিন্‌লিথগো ভাবিছে কংগ্রেস দমনেই—
চাপা দেওয়া যাবে—ব্রিটিশ-'ভারত ছাড়'র কণ্ঠকেই—
স্বাধীনতা লাভে জনমন-দুর্জয়
প্রাণশক্তিতে সমুদ্বুদ্ধ—ছুটে চলে নির্ভয়
ব্রিটিশ নির্যাতনের আগুন যতই প্রবল হয়—
দেশবাসী জাগে আরো দুর্জয় ব্রিটিশকে তাড়াবেই
বন্ধন যত কঠিন—ততই দেখে তুলে অভিঘাত ॥

অত্যাচারের প্রতিশোধে দেশ রোষে ক্ষোভে অপমানে
গর্জিয়া উঠে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানে—
ভারতের বুকে বিক্ষোভ তিল তিল
আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুদ্‌গারী শিখা তুলি সর্পিল
গণবিপ্লব রূপে দহি চলে—সৈন্যেরা পিল পিল
ছুটে দিকে দিকে আগুনে আগুন বিপ্লবী সন্ধানে—
জঙ্গীক্রোধের জ্বালায় জ্বলিয়া ঘটায় অগ্ন্যুৎপাত ॥

ভারত জুড়িয়া গণবিপ্লব দমনের অজুহাতে
শতনিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ব্রিটিশ মাতে
পুরুষগণকে উলঙ্গ করে করে
বেত্রাঘাতের সঙ্গে আবার বিক্ষত দেহ ভরে
সোরা ও চূনের প্রলেপ লাগায়—জলেতে ডুবায়ে ধরে
শীতের রাত্রে—নখের গোড়ায় কণ্টকে অভিঘাতে
বেপোরোয়াভাবে ব্রিটিশ তখন তাণ্ডবে উন্মাদ ॥

গ্রামবাসীদের গৃহলুণ্ঠনে—কারায় আটক রাখা—
অনাহারে চলে গ্রামবাসীদের থানায় দাঁড়িয়ে থাকা
সুরু হয়ে যায় পাইকারী জরিমানা
রাত্রি গভীরে বাড়ীতে বাড়ীতে সৈন্য-পুলিশ হানা
অত্যাচারের শতঅনর্থ উৎপাত একটানা
দেশের উপর ভারত রক্ষা আইনের শক্তি হাঁকা-
স্বৈরশাসন সর্বনাশন সুরু করে উৎপাত ॥

লৌহ পাতেতে মোড়া লাঠিগুলি—ধারালো সূচের ফলা
অঙ্গে বিঁধিলে যেন আঘাতের যন্ত্রণাবিহ্বলা
ব্যথা বিস্তারে—তেমনি লাঠির বাড়ি
শরীরকে করে ক্ষত-বিক্ষত মুক্ত রক্ত ঝারি—
অহিংসাবাণী মর্যাদা লাগি তবু নহে নরনারী
হিংসা থামাতে হিংসামুখীন—অহিংসাতেই দলা
হিংসাকে জানি সত্যাগ্রহ করি চলে পদপাত ॥

দেশে স্বাধীনতা আকাঙ্খা রোধ সন্ত্রাসে সন্ত্রাসে—
লাঠির আঘাতে গুলি চালনায় ব্রিটিশের অভিলাষে
একটি লক্ষ্য গান্ধী-অহিংসাকে
অত্যাচারের আঘাতে ভুলিয়া হিংসা-কালিমা মাখে—
ভারত বক্ষে তাই নিষ্ঠুর পীড়ন চলিতে থাকে—
ব্রিটিশ ইচ্ছা হিংসাত্মক কার্যাবলীর পাশে
ভারত জনতা আবদ্ধ হয়ে নাশে অহিংসা-সাধ ॥

দেশের নেতারা কারার আড়ালে বন্দীজীবন যাপে—
ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী লক্ষ্য চিন্তার ধাপে ধাপে
অত্যাচারের আঘাতে ধৈর্যহারা
ভারত-জীবনে জাগে বিস্তারে নবজীবনের সাড়া—
স্বতঃপ্রণোদিত আন্দোলনের ছুটে চলে গতি ধারা
ব্রিটিশ পীড়ন—চাপে পরিশেষে অশান্ত উত্তাপে
রেল-টেলিফোন-টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা উৎখাত ॥

থানা-আদালত-পোষ্টাপিসেও স্থুরু হয় উদ্দাম
রেল স্টেসনে আগুন জ্বালায় দিকে দিকে অবিরাম—
ব্রিটিশ শাসন-ধ্বংসের উঠে ধ্বনি
ব্রিটিশ পীড়ন অত্যাচারের আঘাত তুচ্ছ গণি—
সামরিক পথ অচল করিছে উঠে ঘোর রণরণি—
ব্রিটিশ বিরোধী নব অভিযান—দিকে দিকে সংগ্রাম
আইন অমান্যে শোভাযাত্রায় ঘোষে বীর ভেরী নাদ ॥

ট্রামজ্বলে কত—যুদ্ধ ট্রাকের বক্ষে দগ্ধ জ্বালা
শাসন-কার্য বানচাল করা—ভারত যুদ্ধে আলা
ভারতের মন জাগে স্বাধীনতাকামী
ভারতবাসীর অধিকার কাড়ি ব্রিটিশরা ভূস্বামী—
এই অসহ্য স্পর্ধা আমার দিকে দিকে সংগ্রামী
ছুটে চলে তাই আত্মাহুতির অগ্নিবীর্য ঢালা
ত্যাগ-আদর্শ প্রোজ্জ্বলি—চেয়ে ব্রিটিশের উৎপাত ॥

চলে শিবহীন দক্ষযজ্ঞ—বিনাশ ভয়ঙ্কর—
গান্ধীবিহীন আন্দোলনের একি রূপ সুন্দর
চলিছে জাতীয় সরকারী সুবিচার
ব্রিটিশ-দখল-চ্যুত অঞ্চলে শাসনের অধিকার—
আইন-শৃঙ্খলা—শিক্ষা-শাসন-কৃষি-বিস্তার ভার
জাতীয় মন্ত্রিগণের হাতেই—শাসন-স্বনির্ভর
আছে নিজস্ব সামরিকত্ব—লোকপ্রত্যয় সাধ ॥

ব্রিটিশের যত জলে উঠে চোখে তপ্ত-হিংসা-ক্রোধ—
নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নহে আর সক্রিয় প্রতিরোধ
নির্যাতনের রক্ততিলক পরে
ভারতবর্ষ চলেছে এগিয়ে মৃত্যুকে জয় করে—
গৌরবোজ্জ্বল আগস্ট-যুদ্ধ রক্তের অক্ষরে
ইতিহাসে লেখে ব্রিটিশ-নীতির সক্রিয় প্রতিশোধ
জাতীয়মুক্তি ইতিহাসে ঘোষে ভৈরব-ভেরীনাদ ॥

পশুশক্তির প্রতীক ব্রিটিশ ঘোর বীভৎসতায়
মন্বন্তরে দেশকে সবলে কুটনীতি-চিন্তায়
ঠেলে নিয়ে চলে—দেশে সঙ্কট আনে
দুর্ভিক্ষের সর্বনাশের আঘাত বঙ্গে হানে—
স্বেচ্ছাকৃত ষড়যন্ত্রের বঞ্চনা অভিযানে
সমাজ-বিরোধী রাষ্ট্র জেগেছে অভাবের রচনায়
ষড়যন্ত্রেই দুর্ভিক্ষের আকাল আর্তনাদ ॥

মুসলিব লীগ—'ভারত ছাড়'র বিরোধিতা করি চলে
মনুষ্যত্ববিনাশী দৃশ্য আগুনে আগুনে জ্বলে
বঙ্গে সেদিন চোরাবাজারের হাটে
আকাল নেমেছে—দুর্ভিক্ষের বিভীষিকাময় রাটে
ব্রিটিশের সাথে একটি লক্ষ্যে মুসলিম লীগ হাঁটে—
দুর্নীতি-গত-শক্তি সহায়ে ছলে বলে কৌশলে
নৈতিকতার মেরুদণ্ডকে—ভাঙ্গে করে উৎখাত ॥

নহে প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ভয়াবহ বঞ্চনা
মনুষ্যত্ববিহীন মানুষ হয়ে অনন্যমনা
দুর্ভিক্ষকে করিল আমন্ত্রণ
সমুখে নগ্ন নিষ্ঠুরতায় দীপ্ত ব্রিটিশ মন
নৃশংসতায় ক্ষিপ্ত সজাগ—করি চলে দর্শন
ব্রিটিশ 'ভারত ছাড়' যুদ্ধের সকল উদ্দীপনা
মর্মচ্ছেদী আর্তি-আঘাতে তুলিছে আর্তনাদ ॥

কারাগৃহে গৃহে বন্দীজীবন—শাসনে অনপনেয়
রচে কলঙ্ক ব্রিটিশের নামে—প্রতিহিংসাকে শ্রেয়
চলে প্রমত্ত ভারতে ব্রিটিশ-রাজ
সাম্রাজ্যের স্বার্থ-মাতাল—স্বার্থরক্ষা কাজ
অমানুষিকতা অকাজ সাধিতে সদা রব সাজ সাজ
স্বাধীনতা-বোধ-মেরুদণ্ডকে ভাঙ্গিবারে আগ্নেয়-
আক্রোশে সুধু দেশে অবিরাম উন্মাদ উৎপাত ॥

প্রতিশোধ স্পৃহা পীড়িত ব্রিটিশ—আগস্ট আন্দোলন
দমনে পীড়ন-বিভীষিকা রচে—আতঙ্ক অঘটন
রাজপথে পথে চলে নরকঙ্কাল
শ্মশানপুরীর নতুন মিছিলে রচে চক্রান্ত জাল
মৃত্যু আঘাতে দুর্ভিক্ষের—অনাহারে পাল পাল
কঙ্কাল পড়ে—জীবন্তে মরে নাহি করে ক্রন্দন
সব অনুভূতি শুকায়ে মরেছে—ডুবেছে জীবন সাধ ॥

মিথ্যাশ্রয়ী কুমন্ত্রণায় ঘটায়ে সর্বনাশ
ব্রিটিশ পুরায় যুদ্ধকার্যে রসদ জোটানো আশ—
না খেয়ে মানুষ ফুটপাতে-মাঠে-ঘাটে
মরে পড়ে থাকে—শূন্যতা জাগে হাসপাতালের খাটে
ঔষধ চলে কালোবাজারেই—দেশের দারুণ রাটে
অন্ন পথ্য কে জোটাবে আর—দুরন্ত সন্ত্রাস
বিস্তারে—শুনে ব্রিটিশ বধীর আর্ত আর্তিনাদ ॥

'অমৃতবাজার'—জাতীয়তাবাদী চিন্তা-প্রতিষ্ঠান
শিশির কুমার ঘোষের সাধনা-ঐতিহ্যে বহমান
চেতনায় জাগি জনতার দাবী ঘোষি
লীগ-কম্যুনিষ্ট-ব্রিটিশ-আঁতাত অসীম সাহসে দোষি
বলে অন্যায় চাই প্রতিকার—ব্রিটিশ উঠিল রোষি
পত্রিকা বুকে আনে অভিঘাত চলে শরসন্ধান
জাতির স্বার্থে পত্রিকা ঘোষে অন্যায় প্রতিবাদ ॥

ভারত সেদিন রোধিত কণ্ঠ—রুদ্ধ কণ্ঠবাণী
ব্রিটিশ নীতির প্রতিবাদে আরো ব্রিটিশের শয়তানি
রুদ্ধ করেছে দৈনিক-সাময়িকী
'প্রবাসী'র বুকে জাতীয় বেদনা জ্বলি উঠে ধিকি ধিকি—
'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড'ও সত্যকে চলে লিখি
রুষ্ট ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র আইনের বজ্র হানি
জাতীয় কণ্ঠ স্তব্ধ করিতে জাগি উঠে উন্মাদ ॥

সারা ভারতের বক্ষ সেদিন রাজকীয় স্পদ্ধায়
চলিছে দমন—ব্রিটিশের নীতি ঘোরতর অন্যায়
নিপীড়নমুখী—জাতীয়তা বোধহীন
রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নাচিছে অর্বাচীন
লীগ-কম্যুনিষ্ট—দেখে সম্মুখে আসিছে সুখের দিন
প্রভু ব্রিটিশের মনোরঞ্জনে ভীষণ ব্যস্ততায়
তাঁবেদারী করে—স্বার্থ-সাধন অন্তরে শুধু সাধ ॥

দেশে 'আনন্দবাজার' বন্ধ—বন্ধ 'যুগান্তর'
অত্যাচারের কাহিনী প্রচারি দেখে বাধা দুস্তর
সত্য প্রকাশে—ব্রিটিশ সত্যনাশে
সত্য ঘটনা চাপা দিতে চাহে শাসনের নাগপাশে
আরো সংবাদ পত্রিকা তাই রইল অপ্রকাশে
জনমতে দিতে ধাপ্পা ব্রিটিশ বসাইল 'সেন্সর'
সংবাদ সব নিয়ন্ত্রণেই প্রচারে ব্রিটিশ সাধ ॥

দৃঢ়প্রতিজ্ঞা জনতার তবু—মন্ত্র-অহিংসার
সাধনা তখন—ভারত জেগেছে যুদ্ধে স্বাধীনতার
ভারতে ব্রিটিশ-রাজত্ব অবসানে—
গান্ধীনীতির ভিত্তি ভাঙ্গনে ব্রিটিশ হিংসা আনে
ব্রিটিশ ক্ষিপ্ত অহিংসা নাশে হিংসায় সবখানে—
জনতা তখন নিজেই নিজের পথে চলে আগুসার
হয় স্বাধীনতা অথবা মরণ জানায় জীবনসাধ ॥

স্বদেশী-ভাবের ভাবনাই হলো অপরাধ সেই দিন
তবু উল্লাসে স্বদেশ-মন্ত্র মৃত্যু-ভাবনা হীন
জাতীয় চারণ-কবি-কণ্ঠের গান
জনসাধারণ মন-সমুদ্রে স্বদেশ প্রেমের বান
বহায়ে চলেছে—স্বাধীনতাহীন সেই জাতি হতমান
স্বাধীনতা-রণে প্রাণ-তর্পণে হয় না সম্মুখীন—
জাগিছে জনতা সেই আহ্বানে ঘোষি বীর ভেরীনাদ ॥

স্বাবলম্বন চরকায় তাঁতে ঢেঁকিতে মাটিতে চলে
সর্বাঙ্গীন গ্রামের বিকাশ আত্মশক্তি বলে—
'গোবরগাদা'র কুসংস্কারের পার
প্রতিষ্ঠা করা সার্বজীবন কল্যাণ সত্তার—
দারিদ্র্য-দুখ বিদূরিয়া সুখ-শান্তির সঞ্চার
রাজনীতি আর গঠনাত্মক কর্মকাণ্ডে ফলে
সমন্বয়িত সত্যের রূপ অহিংসা আহ্লাদ ॥

ঐতিহাসিক প্রয়োজন আনে সংস্কৃতি বিস্তার
প্রকাশের পথে সমাজে ঐক্যভিত্তি জাতীয়তার
বৃদ্ধি কামনা—যত বক-ধার্মিক
ধর্মের নামে লীগ-রাজনীতি খুঁজি মর্মান্তিক
বিচ্ছেদভরা স্বার্থপ্রসারে—ভুলি নীতি-মানবিক
কংগ্রেস-নীতি ব্যর্থ করিতে করি চলে চিৎকার
দ্বিজাতি-তত্ত্বে মুসলমানের রাষ্ট্রীয় মনোসাধ ॥

প্রতিধ্বনিতে বাতাসেতে ফিরে আজাদ কণ্ঠধ্বনি
রাষ্ট্রীয় দাবী অখণ্ডত্বে গুরুত্ব বর্ণনি
প্রতিধ্বনিতে—"ভারতের ইতিহাস
হিন্দুমুসলমানের কীর্তি-গৌরবে পরকাশ
ভাষা-সাহিত্য-কাব্য-শিল্প-প্রচেষ্টা-উল্লাস
করিছে যুক্ত-সাধনা মূর্ত্ত—বিভেদ তুচ্ছ গণি
পরস্পরের সংমিশ্রণে এক জাতীয়তা সাধ ॥

"হিন্দুমুসলমানের বিভেদে দুই স্বতন্ত্র জাতি
চিন্তা-প্রসারে সাম্প্রদায়িক হীনতার মাতামাতি
প্রগতির পথ ডুবায়ে বিস্মরণে
এ যে ফিরে যাওয়া অস্বাভাবিক মিথ্যা আমন্ত্রণে
বাস্তব সাথে বিচ্ছিন্নতা—সত্য নির্মূলনে
ধর্মের নামে অন্ধ-মূঢ়তা—কুসংস্কারে সাথী
স্বাতন্ত্র্যবোধে দিবা-স্বপ্নেই ভ্রান্ত দৃষ্টিপাত ॥"

জাতিদ্রোহীরা হিংসা-কামান দাগিছে গোলায় ভরে
অখণ্ডতাকে দীর্ণ করিতে অগ্নিতে ফাটি পরে
গোলার সঙ্গে বিদ্বেষ-হিংসায়
ধ্বংসস্তূপে আর্ত-হৃদয় স্তম্ভিত বেদনায়
ঘোর-নিষ্ঠুর-বিবর্ণতায় দারুণ আশঙ্কায়
তাজা রক্তের ঝর্ণাধারায় আর্তিতে শিহরায়
গৃহযুদ্ধেতে লীগের মাতাল উল্লাস ভেরীনাদ ॥

কংগ্রেস জাতি-বর্ণ-ধর্ম সকলে নির্বিশেষে
সেবা করি চলে—মহাজাতীয়তা চেতনার পরিবেশে
কংগ্রেসে জাগে ঐক্য মনস্কাম—
মহাভারতের প্রতিনিধিত্বে কংগ্রেস সংগ্রাম
করে সমগ্র জাতির জন্য—বিভেদের পরিণাম
বিস্মৃত হয়ে লীগ-রাজনীতি সঙ্কট সৃজি দেশে
বিষাক্ত করে দেশের হাওয়াকে—জঘন্য পরিবাদ ॥

অন্ধত্বের গোঁড়ামী-চর্যা জীবনের প্রাণবান্
ব্যঞ্জনা নয়—সঙ্কীর্ণতা কুসংস্কারেই ম্লান
স্থাণুত্বে তাই হীনতাকে নিয়ে বরি
অন্ধ-বুদ্ধি-রাজনীতি নামে বিভেদকে অনুসরি
মহাজাতীয়তা ধ্বংসকার্যে অক্টোপাসকে ধরি
আত্মনিধনে লীগ পড়ে থাকে অচলতা হতমান
জীবন আঁকড়ি ধর্মের নামে ঘোষি চলে সংঘাত ॥

আজাদ-চিন্তা মহাজাতীয়তা—স্থাণুত্বে হীনমতি
ব্যর্থতা বরে—লীগ ছুটে চলে রোধি কংগ্রেস গতি
মুসলমানের সমাজ-জীবনে আনে
হিন্দুর সাথে বিরুদ্ধতা কর্মে-ধর্মে-ধ্যানে—
জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা মহাজাতীয়তা টানে
ঘুচায় স্বার্থ-অন্ধ প্রয়াস—'লীগে' নাই অনুরতি
দেখে কংগ্রেস সংগ্রামে জাগি ভারতীয় জাতি সাধ ॥

জিন্নার নীতি ক্রমে স্বীকৃতি আসে ব্রিটিশের থেকে
সৈন্য বিভাগে মুসলমানের প্রতিপত্তিকে দেখে
প্রতিশ্রুতিতে জিন্নাকে বরদান
'যুদ্ধের শেষে রচিত যখন হইবে সংবিধান
কখনো অন্য সম্প্রদায়ের তাঁবেতে মুসলমান-
স্বার্থ হবে না নিক্ষেপ করা"—জিন্না চলিল হেঁকে
পাকিস্তানের নীতি-স্বীকৃতি ব্রিটিশের মতবাদ ॥

পাকিস্তানের জন্মের ভ্রূণ ক্রমেই বৃদ্ধি ঘটে
লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর জবর শাসন যুদ্ধের সঙ্কটে
জিন্নার নীতি পোষণ করেই চলে
জাতীয়তাবাদী ভারত পেষণে ছলে বলে কৌশলে
কংগ্রেসবাদী জাতীয়তা নাশে প্রচণ্ড বলে দলে
মহাজাতীয়তা-ভারত চিন্তা—জাতীয় মানসপটে
সেদিন ব্রিটিশ চাহে স্বাধীনতা চেতনার উৎখাত ॥

জাতীয়-স্বার্থ-বিরোধী চিন্তা—নাহি হয় একজোট
কংগ্রেস খুঁজে মহাজাতীয়তা—লীগ ধরি নিজ খোট
অনমনীয়তা আঁকড়ি পাকিস্তান
চলে স্বতন্ত্র পথে অবিরাম—হিন্দু-বিরোধী-প্রাণ
খুঁজে সংঘাত মনান্তরেই—হিন্দু মুসলমান
স্বতন্ত্রজাতি নীতি-ভিত্তিতে স্কন্ধে ব্রিটিশ-মোট
বহি চলে তাই ব্রিটিশ-স্বার্থে—ব্রিটিশ তোষণ সাধ ॥

কংগ্রেস চলে জাতীয় যুদ্ধে কারাগারে বারেবারে—
জিন্না তখন লীগের দাপট বিস্তারে অধিকারে
প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানের মন
হিন্দুবিরোধী মনোভাব চায় ঘটাতে বিস্ফোরণ—
স্বাধীনতা লাগি সংগ্রাম নাই—নাই কোন আয়োজন
শুধু জাতীয়তা-বিনাশী-অস্ত্রে ভারতবক্ষে মারে
রাজনীতিগত-চণ্ড-আঘাত সৃজি শত উৎপাত ॥

দ্বিজাতিবাদের চলে সুর সাধা—একটি সুরেই বাঁধা
জিন্না কণ্ঠ—হিন্দুর সাথে ভাগাভাগি আধা আধা
নীতি-ভিত্তিতে ধর্মান্ধতামূলে
রাজনীতি-গত-আশা-আকাঙ্খা নবউৎসাহে তুলে—
স্যার সৈয়দ আহম্মদের চিন্তা জীয়ায়ে তুলে
মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য লাগি চলে সঙ্গীত সাধা—
কংগ্রেস খুঁজে মহাজাতীয়তা—অখণ্ডতায় সাধ ॥

কংগ্রেস জাতি-বর্ণ-ধর্ম সকলে নির্বিশেষে
সেবা করি চলে—মহাজাতীয়তা চেতনার পরিবেশে
কংগ্রেসে জাগে ঐক্য মনস্কাম—
মহাভারতের প্রতিনিধিত্বে কংগ্রেস সংগ্রাম
করে সমগ্র জাতির জন্য—বিভেদের পরিণাম
বিস্মৃত হয়ে লীগ-রাজনীতি সঙ্কট স্বজি দেশে
বিষাক্ত করে দেশের হাওয়াকে—জঘন্য পরিবাদ ॥

অন্ধত্বের গোঁড়ামী-চর্যা জীবনের প্রাণবান্
ব্যঞ্জনা নয়—সঙ্কীর্ণতা কুসংস্কারেই ম্লান
স্থাণুত্বে তাই হীনতাকে নিয়ে বরি
অন্ধ-বুদ্ধি-রাজনীতি নামে বিভেদকে অনুসরি
মহাজাতীয়তা ধ্বংসকার্যে অক্টোপাসকে ধরি
আত্মনিধনে লীগ পড়ে থাকে অচলতা হতমান
জীবন আঁকড়ি ধর্মের নামে ঘোষি চলে সংঘাত ॥

আজাদ-চিন্তা মহাজাতীয়তা—স্থাণুত্বে হীনমতি
ব্যর্থতা বরে—লীগ ছুটে চলে রোধি কংগ্রেস গতি
মুসলমানের সমাজ-জীবনে আনে
হিন্দুর সাথে বিরুদ্ধতা কর্মে-ধর্মে-ধ্যানে—
জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা মহাজাতীয়তা টানে
ঘুচায় স্বার্থ-অন্ধ প্রয়াস—'লীগে' নাই অনুরতি
দেখে কংগ্রেস সংগ্রামে জাগি ভারতীয় জাতি সাধ ॥

জিন্নার নীতি ক্রমে স্বীকৃতি আসে ব্রিটিশের থেকে
সৈন্য বিভাগে মুসলমানের প্রতিপত্তিকে দেখে
প্রতিশ্রুতিতে জিন্নাকে বরদান
'যুদ্ধের শেষে রচিত যখন হইবে সংবিধান
কখনো অন্য সম্প্রদায়ের তাঁবেতে মুসলমান-
স্বার্থ হবে না নিক্ষেপ করা"—জিন্না চলিল হেঁকে
পাকিস্তানের নীতি-স্বীকৃতি ব্রিটিশের মতবাদ ॥

পাকিস্তানের জন্মের ভ্রূণ ক্রমেই বৃদ্ধি ঘটে
লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর জবর শাসন যুদ্ধের সঙ্কটে
জিন্নার নীতি পোষণ করেই চলে
জাতীয়তাবাদী ভারত পেষণে ছলে বলে কৌশলে
কংগ্রেসবাদী জাতীয়তা নাশে প্রচণ্ড বলে দলে
মহাজাতীয়তা-ভারত চিন্তা—জাতীয় মানসপটে
সেদিন ব্রিটিশ চাহে স্বাধীনতা চেতনার উৎখাত ॥

জাতীয়-স্বার্থ-বিরোধী চিন্তা—নাহি হয় একজোট
কংগ্রেস খুঁজে মহাজাতীয়তা—লীগ ধরি নিজ খোট
অনমনীয়তা আঁকড়ি পাকিস্তান
চলে স্বতন্ত্র পথে অবিরাম—হিন্দু-বিরোধী-প্রাণ
খুঁজে সংঘাত মনান্তরেই—হিন্দু মুসলমান
স্বতন্ত্রজাতি নীতি-ভিত্তিতে স্কন্ধে ব্রিটিশ-মোট
বহি চলে তাই ব্রিটিশ-স্বার্থে—ব্রিটিশ তোষণ সাধ ॥

কংগ্রেস চলে জাতীয় যুদ্ধে কারাগারে বারেবারে—
জিন্না তখন লীগের দাপট বিস্তারে অধিকারে
প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানের মন
হিন্দুবিরোধী মনোভাব চায় ঘটাতে বিস্ফোরণ—
স্বাধীনতা লাগি সংগ্রাম নাই—নাই কোন আয়োজন
শুধু জাতীয়তা-বিনাশী-অস্ত্রে ভারতবক্ষে মারে
রাজনীতিগত-চণ্ড-আঘাত সৃজি শত উৎপাত ॥

দ্বিজাতিবাদের চলে সুর সাধা—একটি সুরেই বাঁধা
জিন্না কণ্ঠ—হিন্দুর সাথে ভাগাভাগি আধা আধা
নীতি-ভিত্তিতে ধর্মান্ধতামূলে
রাজনীতি-গত-আশা-আকাঙ্খা নবউৎসাহে দুলে—
স্যার সৈয়দ আহম্মদের চিন্তা জীয়ায়ে তুলে
মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য লাগি চলে সঙ্গীত সাধা—
কংগ্রেস খুঁজে মহাজাতীয়তা—অখণ্ডতায় সাধ ॥

লীগ ধূর্তামি ব্রিটিশের যোগসাজসেই উস্কানি
অশান্তিকর হিন্দুমুসলমানের ঐক্য হানি
অশান্তি আনি আগস্ট আন্দোলনে
চাহে ভারতের অধিকার নাশ আত্মনিয়ন্ত্রণে
সাথে সামরিক-পুলিসী-জুলুম চণ্ড-উদ্দীপনে
বীভৎস-সুখে জর্জ্জর করে হিংস্র-শস্ত্রপাণি—
তবু জাতীয়তাবাদী মানুষেরা ঘোষি চলে ভীমনাদ ॥

স্বাধীনতা লাভ সঙ্কল্পকে করি আরো দৃঢ়তর—
হিন্দুমুসলমানের ঐক্যে মিলিত পরস্পর
জাতীয়তাবাদে ঘোষিয়া নির্ভীকতা
নিপীড়নে তাই ভয়হীন প্রাণ—জাগে চেয়ে স্বাধীনতা
জিন্না তখন দ্বিজাতি-তত্ত্বে ছড়াইছে আবিলতা
যুদ্ধে সহায়ে মুসলমানের শক্তিতে নির্ভর
চাহে ব্রিটিশের প্রতাপ বৃদ্ধি—পুরাতে জীবন সাধ ॥

ব্রিটিশ মগজে দারুন ধাক্কা—স্তব্ধ জঙ্গীলাট
ভারতবর্ষে সেনা চলে দেখে ভাঙ্গা সেতু পথ-ঘাট
টেলিগ্রাফের তার হয়ে আছে কাটা
নদীর জোয়ারে নৌকা মিলে না—মিলিলে নদীতে ভাঁটা
খবরাখবরে ডাকহরকরা মিথ্যায় দেখে হাঁটা
স্বাভাবিক-ভাব ছিন্নভিন্ন—চলে বিপ্লবী পাঠ
ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে সব দিকে দিকে উৎখাত ॥

চট্টগ্রামের নেজারৎখানা অগ্নিতে গেল জ্বলে—
কাঁচারী পাহাড়ে ব্রিটিশ ভাগ্য ভস্মস্তূপ তলে
দেখে আগস্ট-বিদ্রোহে বানচাল
জঙ্গীলাটের সৈন্যরা আসে কোথা থেকে পাল পাল—
জাপানী রুখিতে কম্যুনিষ্ট দল হয়ে উঠে উত্তাল
ধরায় গোপনে সত্যাগ্রহী—ব্রিটিশ ভজনা ছলে
জাতীয়-স্বার্থ উৎখাত করি মিটায় ব্রিটিশ সাধ ॥

কন্যাকুমারী থেকে হিমাচলে ফিরে শুধু এক ডাক
'ব্রিটিশ ভারত ছাড়'-ধ্বনির ঘোর উদাত্ত হাঁক—
জঙ্গীলাটের গোপন খবরে আসে
সত্যাগ্রহী জেগেছে ভারতে স্বাধীনতা অভিলাষে—
বড়লাট জাগে দমননীতির নির্মম সন্ত্রাসে
জঙ্গীলাটের যুদ্ধায়োজনে দেশের স্বার্থ যাক—
ব্রিটিশ-স্বার্থ নিরঙ্কুশতা বিস্তারে উৎপাত ॥

কংগ্রেস যাতে শত্রুব্যূহের মধ্যেই থাকে পরি
লীগ-ব্রিটিশের চক্রান্তেই সেই পথ অনুসরি
কম্যুনিষ্টের বিশ্বাস-ঘাতকতা
জনতার কাছে—গণবিপ্লবে প্রসারিয়া ব্যর্থতা
গুপ্তচরের মত গুটি গুটি—অঙ্গে কদর্যতা
মাখি চলে পথ—দেশসেবকের সাধনা ব্যর্থ করি
ব্রিটিশকে দেয় ধরায়ে—মিটায় জনযুদ্ধের সাধ ॥

গণবিপ্লব আগুন নিবাতে ব্রিটিশের অনুচর
কম্যুনিষ্টের মহান্ ভূমিকা অপূর্ব সুন্দর
কংগ্রেস নাশে অতি বেশী উৎসাহী
জাতীয়তাবাদ-বিমুখতা নিয়ে লীগের করুণা চাহি
গোপন-আঁতাতে প্রভুর সেবায় চিন্তা-প্রবাহ বাহি
পাড়ি দিয়ে চলে দক্ষতা সাথে—বিভীষণ-অন্তর
খাল কাটি চলে কুমীর আনিতে—গণদাবী বরবাদ ॥

ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়েই আগস্ট-বিপ্লবীরা
তবু চলে পথ—কম্যুনিষ্টের চক্রপ্রাচীর ঘিরা
ভারতে তখন জনযুদ্ধের নামে
লীগের দালালী-স্বত্বে কায়েম ব্রিটিশ মনস্কামে
পুতুলের নাচ নেচে চলে আর জনতার সংগ্রামে
বাধা সৃষ্টিতে ফসল পণ্য সংগ্রহে চলে ফিরা—
করি কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি আকাল সৃজন সাধ ॥

শাসনকার্যে শৃঙ্খলা নাই—চরম অসন্তোষ
গণজীবনের শিরায় শিরায় ব্রিটিশ-বিরোধী-রোষ
ব্রিটিশ অত্যাচারের সনদ জারী
ভগ্নস্তূপেতে গ্রাম-জনপদে কৃষকের ঘরবাড়ী
মাথা গুঁজিবার ঠাঁই নাই তবু সত্য-অস্ত্রধারী
সত্যাগ্রহী জনতা ছুটিছে বুকে নাই আপশোষ
শাবল-কোদাল-ঝুড়ি নিয়ে চলে পথ-ঘাট উৎখাত ॥

পথ উৎখাত—ব্রিটিশ সৈন্য ব্রিটিশের চরদের
আনাগোনা যাতে নিরুদ্ধ হয়—জাগি গ্রাম-স্বরাজের
আদর্শবোধে যুদ্ধবাহিনী গড়ে
শাবল-কোদাল-লাঙ্গল সহায় কৃষি বিস্তার করে—
ঠিকাদারদের দালাল যাহাতে গ্রাম থেকে যায় সরে
ব্রিটিশ-গুপ্তচরগণ তাই একঘরে সকলের—
ভাঙ্গাবাড়ীগুলি জোড়াতালি দিতে শ্রম করে দিনরাত ॥

স্বাধীনতা জানি সবার জন্মগত-সম-অধিকার
পারস্পরিক-স্বার্থ-ঐক্যে তাই পদ সঞ্চার—
সহযোগে চলে ব্রিটিশ-বিরোধী-রণ
লীগ-কম্যুনিষ্ট-ব্রিটিশ যতই করি চলে গর্জন
নীরবে তখন সত্যাগ্রহে স্বাধীনতাকামী-মন
ব্রিটিশ তাড়াতে 'ভারত ছাড়'র ভৈরব-হুঙ্কার
বাতাসে বাতাসে প্রতিধ্বনিতে তুলে রণভেরী নাদ ॥

নিজেকে বাঁচায়ে দেশকে আঘাতে সারা দেশময় জুড়ি
গা-ঢাকা দিয়েই পিছন থেকেই চালাইয়া চলে ছুরি
ব্রিটিশের সাথে খুন-জখমেতে মাতি
ব্রিটিশের আর লীগের গুণ্ডা ব্রিটিশ-স্বার্থ-সাথি—
জাতীয় যুদ্ধে চলে পঞ্চম-বাহিনীরা অভিঘাতি
ঠিকাদারগণ লুঠেরার মত লুণ্ঠনে পুরোপুরি
ব্রিটিশ তোয়াজে প্রমত্ত জাগে—অর্থাগমেই সাধ ॥

জনসাধারণ-রাজ-উদ্দেশ্যে ভারতের স্বাধীনতা—
দুর্ভিক্ষের আতঙ্কে নহে অসার-নির্জীবতা
ব্রিটিশ-নীতিকে উচ্ছেদ করি তাই
ভারত লক্ষ্য জনতার রাজ—স্বরাজ প্রতিষ্ঠাই
গুপ্তচরেরা সর্পের মত গর্ত্তেতে খুঁজে ঠাঁই—
বিদেশী-শাসন-নাশন-যজ্ঞে জাগে মহাজাতীয়তা
সাম্রাজ্যের অন্তিম-দশা দিকে দিকে উৎপাত ॥

স্বদেশী-রাজ্য কায়েম করিতে বিপ্লবী-অধিকার
গ্রাম-জনপদে বিস্তার হয়—ব্রিটিশের হিংসার
গোলাগুলি-বোমা চণ্ড স্ফূর্তি আনে
লক্ষ্যভেদের অক্ষমতায় নিরপরাধীকে হানে—
চাল-ডাল-আটা-নুন-তেল নাই রব উঠে সবখানে
কালো-বাজারের অন্ধগহ্বরে উৎসব লুঠেরার
ব্রিটিশ-আমলাতন্ত্র-সেবায় বুকে খুঁজি আহ্লাদ ॥

শত নৃশংস অত্যাচারেও আন্দোলনের হ্রাস
হয় না কিছুতে—জিন্না তখন জীয়াইয়া সন্ত্রাস
কংগ্রেস সাথে মুসলমানের ভেদে
ঘোষে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয়তা বিচ্ছেদে—
পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা চেয়ে—স্বাতন্ত্র্য-লোভি জেদে
জাতীয় জীবনে ঠাঁই ঠাঁই নীতি করে শুধু অভিলাষ—
এদিকে তখন কংগ্রেস চলে ঘোষি বীর ভেরীনাদ ॥

রোমহর্ষক কাণ্ড দেখেও—সাধনা অহিংসার
ভাঙ্গে না জাতির—সত্যের বলে জাগ্রত আত্মার
অভিঘাত বলে হিংস্রতা অবসান—
ব্রিটিশ-বিরোধী সন্ত্রাস নয়—বিপ্লব সবখানে
নতুন পথেই ব্রিটিশ শাসন নাশনের অভিযানে
ব্রিটিশ দেখিছে সত্যাগ্রহ বিস্তারে অধিকার
হয় স্বাধীনতা মন্ত্রসাধন—অথবা জীবন পাত ॥

আন্দোলনের গতি অহিংস নিরুপদ্রব ছাড়ি—
ব্রিটিশ অত্যাচারের আঘাতে নবপথ সঞ্চারী
ভারতে আবার সিপাহী বিদ্রোহের
দৃশ্যে দৃশ্যে গণবিপ্লব ঘোষিছে আদর্শের
বিজয়-ডঙ্কা—চাই স্বাধীনতা জীবনের মরণের
উর্দ্ধে স্বদেশ-জননী-আত্মা—ব্রিটিশের তরবারী
খান্‌খান্‌ করি সাহসে ঘোষিছে ভৈরব ভেরীনাদ ॥

জনতার নেতা জনমন ঘোষে গান্ধীর জয় জয়—
গান্ধী-জীবনে লভিয়া জীবন ভারত জ্যোতির্ময়
চলে নির্ভয়—ব্রিটিশ উপদ্রব
তুচ্ছ মিথ্যা—সত্য কেবল স্বাধীনতা-গৌরব
নহে পরাভব—বিজয়-তীর্থে আনন্দ-অনুভব
জানি নৈতিক জুলুমকে পাপ—মিথ্যার পরিচয়
সকল বেদনা অমৃত-মধুর করি বুকে আস্বাদ ॥

আকাশের বুকে রক্তিম-শিখা লিখিছে এ কোন্‌ লিখা
আকাশ ফাটিয়া ফুলকি জ্বালে কি আগ্নেয় নিহারিকা—
ব্রিটিশ-দাপট শব্দ-প্রচণ্ডতায়
চলে নিষ্ঠুর—মাটি কাঁপি উঠে নিপীড়ন বেদনায়
ভারত-বক্ষ হাহাকারে ভরে নির্মম হিংসায়
অহিংসা নাশে ব্রিটিশ-কীর্তি ছড়ায় অগ্নিশিখা—
বিশ্ব শুনিছে বিস্ময় মানি কান্নার কলনাদ ॥

লুকানো অগ্নি ভিতরের থেকে যেমন দগ্ধ করে
ব্রিটিশের ক্রোধ আমলাতন্ত্রে রুদ্রমূর্তি ধরে
তেমনি জ্বালায়—আসিন্ধু-হিমাচলে
ব্রিটিশ জাতীয় আন্দোলনের শক্তি সবলে দলে
সর্বধ্বংসী-অগ্নির মত আত্ম জ্বালায় জ্বলে
দমননীতির প্রমত্তসুখে—শাসন-বৈশ্বানরে
উগ্রমূর্তি মিটায় কেবল স্বার্থ-ভোগের সাধ ॥

আঁগুন জ্বলেছে—আগুনে জ্বলেই ব্রিটিশ-শান্তিহীন
শক্ত-শাসনে আমলাতন্ত্র করেছে অন্তরীণ
কারার আড়ালে জাতীয়তা-নির্বাণে
দেশকে ভালবাসার জন্য অধীনতা অবসানে
জেগেছে স্বদেশী দেশসেবীদের স্বার্থকে বড় জানে—
ব্রিটিশ সদাই চণ্ডদণ্ডে স্বৈরাচারেই লীন
ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ ক্ষমতার বলে প্রচণ্ড উন্মাদ ॥

ঐতিহাসিক বিস্ময় ইহা বিমুগ্ধ অন্তর
ঘোষণা এবার ঘটে বিপ্লবে নবযুগ সুন্দর
আসে আসে ঐ—সভ্যতা সংকটে
কবীন্দ্র তাই দেখি উদয়ের রশ্মি মানস-পটে
উদ্বোধি বলে দেখি দানবের পরাজয় ঘটে ঘটে
যুগান্তরের আলোকে প্রাচীর মহাকাশ ভাস্বর
মৃত্যু-সিন্ধু-সন্তরি নবজীবনের আলোপাত ॥

যুক্তি-সিদ্ধ-বুদ্ধিবিকাশ—ক্ষণিক-উত্তেজনা
ত্যাগে চিন্তায় উপলব্ধির আলোক-উদ্দীপনা—
রাজনীতি যেথা ভ্রষ্টাচারেই মতি
জীবনের মূল সত্যকে ভুলি বরি চলে দুর্গতি
রাজনৈতিক-দার্শনিকের দৃষ্টিতে শাশ্বতী-
প্রজ্ঞা জানায় হোক আত্মিক উপলব্ধিতে মনা
বিশ্বজীবন—অশুদ্ধ যাহা আনে তাহা পরমাদ ॥

বাস্তবতার নির্মমতায় হাহাকার করে প্রাণ—
কোথায় সূত্র—প্রজ্ঞাসূত্র বিশ্ব-আর্তি ত্রাণ
কি করে মিথ্যা-হীনতা অস্বীকার
বাস্তবতার আসুরী-চক্রে মত্ততা-হিংসার
স্বাধীন-চিন্তা-ন্যায়নিষ্ঠায় থামায়ে বীরাংশার
জান্তবতার দুর্মদ-ক্রোধ—করিতে মুক্তি স্নান
কোথায় ভাবের গঙ্গা সলিল—দিকে দিকে উৎপাত ॥

ঘোর বিনষ্টি-ছায়া ঘনীভূত—ব্রিটিশ ভাগ্যাকাশে
অস্তবিহীন সূর্যের আলো ডুবিছে কালগ্রাসে
মিথ্যাশ্রয়ী রাষ্ট্রনীতির ভিত
নড়ে ধ্বসে পড়ে—সত্যযুদ্ধে সত্যের হয় জিত
দেওলিয়া-নীতি আত্মরক্ষা কারণেই বিপরীত
পথ অনুসারী—আলেয়ার আলো দেখি জাগে উল্লাসে
চোরাবালিচরে অস্তিত্বের হয়ে আসে উৎখাত ॥

দেশে বিদ্বেষ-বিষাগ্নি-জ্বালা কলহ-আত্মক্ষয়ী
বিষ-জর্জর-আত্ম-দ্বন্দ্বে জড়-সংস্কার জয়ী—
সাম্প্রদায়িক অন্ধ-ধর্মাচার
করে মানুষের সত্যস্বরূপ বিগ্রহ-চূরমার—
কোথা মঙ্গল-উদারধর্ম-মৈত্রী-অহিংসার
প্রতিস্পর্দ্ধী প্রতিকূলতার বৈরীতা-আশ্রয়ী
একি রাজনীতি—সত্যকে করে বারে বারে অভিঘাত ॥

গান্ধীদৃষ্টি ভারত-জনতা-হৃদয়ে হৃদয় দিয়া
বিকশিত করে জাতীয়তাবাদী একটি মহান্ হিয়া
ভারত-জীবনে নতুন সম্ভাবনা
অন্তরময় মানবতাবাদী—অধীনতা যন্ত্রণা—
অবমানিতের কল্যাণে তাই দিকে দিকে প্রসারণা
সর্বসেবার কর্মকাণ্ড—ঐক্যবুদ্ধি নিয়া
স্বাধীন ভারত সৃষ্টিতে খুঁজি ভেদাভেদ উৎখাত ॥

তবু রাজনীতি মোসলেম লীগ স্বাতন্ত্র্য অনুসরে
আদর্শগত সংঘাতে দেখে স্বার্থ রক্ষা করে
কংগ্রেস থেকে তাই দূরে দূরে ফিরে
জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা গান্ধীকে আছে ঘিরে
ধর্মমতের নিরপেক্ষতা অন্তর মন্দিরে
রচে আদর্শ—ঐক্যবুদ্ধি জাতীয় রূপান্তরে
স্বাধীন ভারতে জাতিপাঁতিহীন জীবনে দৃষ্টিপাত ॥

ভাষাহীন এক বেদনা বক্ষে শোকে সান্ত্বনাহীন
ব্রিটিশ অত্যাচারের আগুন জ্বলিছে রাত্রিদিন—
কয়লার খাদে ঘটিলে বিস্ফোরণ
ধূমে নির্গত কয়লা-খনির আগ্নেয় পরশন
আগুনে গ্যাসের বাতাসে যেমন মৃত্যু আন্দোলন—
জাতীয় মুক্তি-চিন্তা প্রগতি যতই সম্মুখীন
ব্রিটিশ শাসন তত ফাটি পড়ে সৃজে শত উৎপাত ॥

চাপাকান্নার আওয়াজ ধ্বনিত—থমথমে পরিবেশে
বোবা চোখে চাওয়া দৃষ্টিতে কালো আকাশের আলো মেশে
সামনে ব্রিটিশ বীভৎস-কদাকার
ক্রোধে ঝলসানো চোখেমুখে জ্বলে নিদারুণ হিংসার
অস্থিরতার প্রচণ্ড জ্বালা—করে অগ্নুদ্গার
আগ্নেয়গিরি ভূমিকম্পেতে—ভারত স্তব্ধ ক্লেশে
ঊর্দ্ধ আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে বক্ষে রাখিছে হাত ॥

গান্ধী নেতার অহিংসাবোধে অন্তরে প্রার্থনা
আসুরিকতা মিথ্যার নাশে সত্যে সঞ্চারণা—
সত্যাগ্রহ মহাশান্তিতে প্রেমে
সত্যাগ্রহ সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মহাক্ষেমে
চাহে সত্যকে—পুণ্যপরশ অন্তরে আসে নেমে
ঘুচুক হিংসা—ভারতবর্ষ সদা অহিংসমনা
গান্ধী নেতার মন্ত্রেই খুঁজে ছুখে অমৃত-হ্লাদ ॥

সমুখে শ্মশান সত্যাগ্রহী পূজে শ্মশানেশ্বর
পরাধীনতার পরিণামে এই দৃশ্য মন্বন্তর
ভয়াবহতার আঘাত সর্বনাশা—
সত্যাগ্রহী চলে দিকে দিকে স্বাধীনতা শুধু আশা
'মেদিনীপুরে'র বক্ষে স্বাধীন-সত্তায় পরকাশা
নতুন ভারত—'আরামবাগে'ও স্বাধীনতা-নির্ভর
আদর্শে জাগে নতুন ভারত করি আলো সম্পাৎ ॥

ভারতের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিতে চঞ্চল অস্থির
ব্রিটিশ দেখিছে নিজের শাসন হয়ে চলে চৌচির—
ছিয়াত্তরের পুনরভিনয় হয়—
স্বাধীনতা-বোধ-নৈতিক বলে জাগিছে জ্যোতির্ময়
নতুন ভারত—গণবিপ্লবে লভিছে অভ্যুদয়
বিপ্লবী দেশ—সর্বনাশেও আত্মিক-দৃষ্টির
আলোকে দেখিছে শান্তির পথ ব্রিটিশের উৎখাত ॥

মর্মান্তিক অসহায়তায়—মনুষ্যত্ব-নাশি
দুর্ভিক্ষের সর্বনাশেও ভারত চলেছে হাসি
দুখ-সঙ্কট-কালরাত্রির পারে
বক্ষে সাহস—মহান্-গান্ধী যদিও বা কারাগারে
অশরীরি রূপে গান্ধী-আত্মা প্রাণরস-সঞ্চারে—
স্বাধীনতা এলে সকল বেদনা-আঘাত যাইবে ভাসি
স্বাধীনতা-রণ ব্যর্থ করিতে এই সব উৎপাত ॥
চলে শিবহীন দক্ষযজ্ঞ—ব্রিটিশ চলিল ভেসে
ব্রিটিশ-হিংসা আনিল আঘাত ব্রিটিশ তাড়াতে শেষে—
ভারত চলিছে সত্যের আশ্রয়ে
অহিংসা-রণে আত্মাধিকারে প্রতিষ্ঠা নির্ভয়ে—
'বালিয়া-সাতারা-মেদিনীপুরে'র সত্যাগ্রহ জয়ে
আত্মশাসন সক্ষমতার বিজয়-চিহ্ন দেশে—
শুনাল বিশ্বে ভারত শাসনে ভারতের জয়নাদ ॥

কংগ্রেসী আর গান্ধী দমন ব্রিটিশ অভিপ্রায়
নেতৃবিহীন জনসাধারণ এদিকে শৃঙ্খলায়—
ব্রিটিশকে বলে এখন 'ভারত ছাড়'
ব্রিটিশ দৃঢ়তা ভারতবর্ষ আঁকড়ি রাখিতে আরো
হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড হয় গাঢ় থেকে গাঢ়
বিদ্বেষ-বোধে জমাট পাহাড়—হিংসা-অহিংসায়
মুখোমুখী হয়ে আনে অঘটন—তাণ্ডব উৎপাত ॥

অন্যায় আর অত্যাচারের ফলেই উত্তেজনা
স্বতঃস্ফূর্ত হিংসাকর্মে ঘটায় উদ্ভাবনা—
লীগ এই দিকে ব্রিটিশের তাঁবেদার
তবুও ভাগ্য ঘটেনি কখনো সাম্প্রদায়িকতার
করুণ দৃশ্য—কংগ্রেস পথ যুদ্ধ অহিংসার—
সেই পথে জাগে দিগ্‌দিগন্তে ব্রিটিশ-বিরোধীমনা
মনোভাব আর সত্যাগ্রহে পুরাতে জীবন সাধ ॥

এদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তরী করে টলমল—
মরণকামড়ে ভারতরক্ষা আইনের দৃঢ়বল
আঁকড়িতে চায় ভারতের অধিকার—
দেশকে নেতৃবিহীন রাখার নীতিতেই সরকার
কংগ্রেস আর কংগ্রেসবাদী-শক্তিকে চুরমার
করি ছুটি চলে স্বৈর-প্রতাপে অস্থির চঞ্চল—
ইংলণ্ডের ধ্বংসে তখন হিটলারী বোমাপাত ॥

নেতা নাই দেশে—কংগ্রেস হলো গোপন সংগঠন
অসহায় জাতি বিদ্রোহী হয়ে করে ঘোরতর রণ—
ব্রিটিশ-শাসন বিরোধীতা দেশময়—
লীগ-পন্থীরা ব্রিটিশ-শাসনে দেয় সুধু প্রশ্রয়—
কম্যুনিষ্টদল জনযুদ্ধের রাজনীতি-গত-জয়
কামনায় চলে—বিদ্রোহী দেশ চালায় আন্দোলন
বিশ্ব দেখিছে বিস্ময়ে দেশে স্বাধীনতা উন্মাদ ॥

ভীষণকাণ্ডে অস্থির হয়ে রূঢ়-নিষ্ঠুরতায়—
সমাজ-জীবনে বিপর্যয়ের বিস্তার ইচ্ছায়
অভাব-সৃষ্টি কালোবাজারের পথে
জনতাকে করে প্রপীড়িত-দুখে অনটনে নানামতে—
'পিটনিটী'-কর চাপায় আদায়ে হিংস্র-কর্মরথে
উৎখাত করে চাষীর বাস্তু—অসহায় বেদনায়
ঘরে ঘরে উঠে কান্নার রোল চলে সাথে প্রাণপাত ॥

পরিবর্ত্তিত যুদ্ধাবস্থা—ঘটনায় ঘটনায়
খবর রটেছে সুভাষচন্দ্র জাপান-সহায়তায়
সসৈন্যে করে ভারতেই আগমন
ব্রিটিশ জাগিল কম্যুনিষ্ট সাথে ঠেকাতে আক্রমণ
নৌকা-মটর-সাইকেল সাথে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ—
ব্রিটিশ-শাসন কাঁপিছে তখন পতন আশঙ্কায়
সহায় কেমন লীগ-কম্যুনিষ্ট সাধিছে ব্রিটিশ সাধ ॥

প্রসারে হিন্দু-বিদ্বেষ-বীজ—কংগ্রেস হিন্দুর
ব্রিটিশ চাহিছে জাতীয়তাবোধ চিরতরে করি দূর
মুসলমানের স্বার্থের রক্ষণ
ব্রিটিশ তখন পাকিস্তানের ভিত্তির বিরচন
করিছে গোপনে—উসকানী চালে মুসলমানের মন
বিষায় নিয়ত—কংগ্রেস সাথে মৈত্রীর ভঙ্গুর
পরিণতি আঁকি শুনায় মধুর স্বাতন্ত্র্য-মনোসাধ ॥

ভারতজনতা জানে ব্রিটিশের এক মুখে দুই কাজে—
কূটনীতিভর ব্রিটিশের যত কর্মকাণ্ডে সাজে
অভিযানে চলা স্বার্থের রচনায়
লীগের কথায় মুসলমানের জঠর-বুভুক্ষায়
পড়ে না অন্ন—জিন্নার জিদ্ জাগে না মীমাংসায়—
'ভারত ছাড়'র কংগ্রেসদাবী—জিন্নার বুকে বাজে
তাই দাবী ঘোষে আগে ভাগ পরে ব্রিটিশের উৎখাত ॥

হিংসাত্মক কার্যের দোষে কংগ্রেসে করি দোষী
ইস্তাহারেতে বিকৃত তথ্যে মিথ্যাকে চলে ঘোষি
ব্রিটিশ তখন—অপরাধী কংগ্রেস
হিংসাত্মক কর্মে যেখানে—জেগেছে নেমেছে দেশ
ব্রিটিশ অত্যাচারকে থামাতে জনতার বিদ্বেষ—
এ সত্য তবু মানিতে চাহে না—ব্রিটিশ উঠিল রোষি
এই বিপ্লব অভ্যুদয়কে দ্রুত নাশনে সাধ ॥

গান্ধীর সাথে বড়লাট করে পত্রের বিনিময়—
সেই এককথা—"কংগ্রেস দেয় হিংসাকে প্রশ্রয়"
গান্ধী তখন অভিযোগ উত্তরে
হিংসাত্মক কার্যাবলীর পশ্চাতে আছে ভরে
অত্যাচারের নির্মমতার প্রতিক্রিয়াকে ধরে—
অমানুষিকতা থামাতে জনতা ছুটে এসে নির্ভয়—
দীপ্ত ঘোষণা করি ব্রিটিশের হিংস্রতা প্রতিবাদ ॥

পরিশেষে লিখে—"অভিযোগগুলি সাক্ষ্য-দলিল বলে
প্রমাণ করিতে সরকার যদি পশ্চাৎ হটে চলে—
সত্যাগ্রহী-সামর্থ্যে অনশন
করি আমি মন—এই অনশন নহে নহে আমরণ
লেবুরস-মিশা জলপান করি সাধ ব্রত সমাপন—
গান্ধীর চোখে উপলব্ধির সত্যপ্রজ্ঞা জ্বলে
ন্যায় বিচারের করি প্রার্থনা—ন্যায়-প্রতিষ্ঠা সাধ ॥

বড়লাট লিখে বিদ্রূপি যেন—"অভিযোগ প্রমাণের
এ নহে সময়—শীঘ্রই হবে অভিযোগ সমূহের
জবাবদিহির—তোমার পক্ষ থেকে—
সেই অস্বস্তি-অবস্থা হতে মুক্তির আশা রেখে
রাজনৈতিক-ভীতিকে দেখানো এই অনশনে জেগে—
গান্ধী স্তব্ধ—গান্ধীবিষয়ে বড়লাট হৃদয়ের
এ নীচ ধারণা—হৃদয় গভীরে গান্ধী দৃষ্টিপাত ॥

ঐতিহাসিক অনশনসুরু—ঘটনা অলৌকিক
চলে অনশন উপেক্ষা করে সাম্যতা দৈহিক—
ব্রত-তপস্যা পরম ভক্ত করে
প্রায়শ্চিত্তে আত্মশুদ্ধি—পরম রূপান্তরে—
মৃত্যুবরণে অভিলাষ নাই—একুশটি দিন ধরে
চলে উপবাস আধ্যাত্মিক—অন্তরে দৈবিক
আলোক-শক্তি-অনন্ত সাথে অন্তরে সাক্ষাৎ ॥

অষ্টম দিনে শোচনীয় হয়ে অবস্থা ধীরে আসে
প্রতিমুহূর্তে মৃত্যু বুঝিবা জীবনেতে পরকাশে—
শঙ্কিত সবে—গান্ধীবিগত প্রায়
সম্মুখে বসি দেখে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—
মনে হয় যেন শরীরের পরে মানসিক-ক্ষমতায়
সমুত্তরণে যেন পরীক্ষা—আত্মিক বিশ্বাসে
গান্ধী জীবন মৃত্যু-বিজয়ে—জীবনে দৃষ্টিপাত ॥

চারণ-কণ্ঠে গান্ধীজীবন উঠে বাঙ্‌ময়-গানে
"গান্ধী-আত্মা চিরজাগ্রত সত্যের সন্ধানে—
পাশব-বুদ্ধি-হিংসা-নির্মমতা
মানবাত্মার অবরোধ করে নৈতিক স্বাধীনতা
আত্মাধিকার বঞ্চিত করি বিস্তারে আবিলতা
নৈতিকবল-বিনাশ-সাধনে হিংসা-দাপট আনে
দুষ্কৃতিময়-ঘটনাপ্রবাহে রণধারা-উন্মাদ ।।

"সর্বব্যাপ্ত সত্যে মূর্ত মানুষের ভগবান
স্বর্গেও নহে মর্তেও নহে—মানুষে বিদ্যমান
সত্যস্বরূপ শাশ্বত ঈশ্বর
মোক্ষলাভের পথ মানুষের সেবাতেই ভাস্বর—
অহিংসাবোধে সত্যের পূজা—সত্যে দীপঙ্কর
অস্তিত্বের অণু-পরমাণু করিয়া জ্যোতিষ্মান
সত্যস্বরূপ ভগবান—তাই সত্যসেবায় সাধ ॥

"অবর্ণনীয় রহস্যময় সর্বব্যাপ্ত একে—
সত্যের রূপে ইন্দ্রিয়াতীতে গান্ধী-আত্মা দেখে—
প্রেরক শক্তি অশরীরী ভগবান
ভাঙ্গায় গড়ায় মৃত্যুখেলায় বিস্তারি কল্যাণ
অব্যয়-মহাশক্তি-চেতনা পরমপ্রজ্ঞা জ্ঞান
সত্যস্বরূপ—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-দৃশ্য লেখে—
বিনাশের বুকে অবিনশ্বর একের দৃষ্টিপাত ॥

"চিরসত্যের সাধনা-সূত্রে রাজনীতি ভালবাসি
সর্বব্যাপ্ত বিশ্বরূপের সর্বপ্রকাশ-হাসি
ধর্মক্ষেত্র সংসারে দর্শন
তাই উপাসনা মানব-কর্মে মানব-ধর্মে মন
মানবের সাথে একাত্ম হয়ে অখণ্ড প্রকাশন
দেখে সত্যের—সে সত্যরূপে রাজনীতি-উদ্ভাসি
করে আহ্বান নৈতিকতার লভিতে নবীন স্বাদ ॥

"অভি-চেতনায় জীবনের পূজা—সত্যে তেজস্বিতা
অবিনশ্বর আত্মার বলে তিমিরে দীপান্বিতা
উৎসব চলে—সমগ্রতার সার
অংশ-আত্মা—বারিবিন্দুর সমষ্টি পারাবার
ঊর্মিরঙ্গে একে বহুরূপে চেতনার সত্তার
বহু প্রকাশেই আত্মা মহিমা—প্রচারে সত্যগীতা
সমষ্টিরূপে চিরজাগ্রত ভাগবত-আস্বাদ ॥

"আশার আলোক দিকে দিকে ঝরে—আলোক অন্ধকারে
বিদ্বেষে প্রেম—হিংসার পারে উদয়ে অহিংসারে
দেখিছে গান্ধী—মহান্ সম্ভাবনা
সত্যের পথে অমৃতসুখের স্বর্গের উপাসনা
হিংস্র-দৈত্য-মরণাস্ত্রের করিছে উদ্দীপনা—
ভয় নাই নাই—আত্মসত্যে উত্থিত আত্মারে
দমন-ইচ্ছা—মারণ-ইচ্ছা বৃথা করে অভিঘাত ॥"

ব্রিটিশ খুঁজিছে জাতীয়জীবনে কলহে শক্তি ক্ষয়
জাতীয় ঐক্য নষ্ট করিতে ক্রীড়নক করি লয়
যত কংগ্রেস-বিরোধী কার্যক্রমে—
লীগ-কম্যুনিষ্ট এ পথে ব্রিটিশ স্বার্থ-শিবিরে জমে
জনযুদ্ধের আওয়াজ তুলেই কম্যুনিষ্টগণ ভ্রমে—
'ভারত ছাড়'র আন্দোলনের বিরুদ্ধে কথা কয়
এদিকেতে লীগ ঘোষিছে নিয়ত ব্রিটিশ জিন্দাবাদ ॥

হিন্দুমুসলমানের বিরোধ-ভিত্তিকে দৃঢ় করি—
রাজনৈতিক কূট-কৌশলে দ্বিজাতি-তত্ত্ব ধরি
সাম্রাজ্যের স্বার্থে অচঞ্চল
লীগ সাহায্যে ব্রিটিশ লুটিছে ধনবল জনবল—
কংগ্রেস করে প্রতিরোধ আর লীগ হয় বিহ্বল
ব্রিটিশ সেবায়—ব্রিটিশ স্বেচ্ছাতন্ত্রকে পরিহরি
কংগ্রেস চলে—লীগ চলে সুধু ব্রিটিশের সেবাসাধ ॥

ভারতের সেই সংকটকালে ভারতের জনমত
অসন্তোষের রুদ্ধ আবেগে খুঁজিছে মুক্তিপথ
গণজাগরণে মহাপ্লাবনে বেগে—
তীব্র পুঞ্জীভূত বেদনায় প্রতিরোধে মন জেগে
দেখে ভারতের জনতার চোখে মুক্তি পরশ লেগে
টুটিতে সুপ্তি জাগিল দীপ্তি আগ্নেয় ধারাবৎ
ভারত-জীবন লভে জাগরণ—দারুণ অকস্মাৎ ॥

আগা খাঁ প্রাসাদে কস্তুর বাঈ জেগে উঠে থাকি থাকি
দেখে এক জ্যোতি শূন্যে মিলায় একি রহস্য আঁকি
বুকের মধ্যে করি উঠে তোলপার
মনে হয় যেন আত্মাকে বাঁধি ব্রিটিশের কারাগার
রাখিতে পারেনা—জ্যোতির মতন অন্তরে সঞ্চার
মুক্ত আত্মা দূর হতে দূরে অনন্তে উঠে জাগি—
বুক দুলে উঠে—অধি-চেতনায় আনন্দ আস্বাদ ॥

ব্রিটিশ সেদিন বন্দী করেছে—হঠাৎ জাগিল মনে
এ দেহ চলেছে শেষযাত্রায় চরম নির্বাসনে
মুক্ত চোখেতে পৃথিবীকে শেষ দেখা
চোখের উপর সমুদ্ভাসিত অনন্ত আলোরেখা
আত্মা-অনাদি পথিকের মত চলে সেথা একা একা—
তারপর একি মহান্ পুরুষ গান্ধী-সম্মিলনে
পরম দৃশ্য—বিস্মিত মনে চমক অকস্মাৎ ॥

সুশীলা নায়ার সাথে বন্দিনী—কস্তুর বাঈ বলে
"এই শেষ যাওয়া জীবনের মত এবার যাত্রা চলে
আর ফিরে হেথা আসিব না কোনদিন"
সুশীলা দেখিছে বা'য়ের দৃষ্টি দূর দিগন্তে লীন—
কস্তুর বাঈ বলিছে আবার "সয়তান মতিহীন
ব্রিটিশ এবার জীবন্তে নাহি ছাড়িয়া দেওয়ার ছলে
জেলে নিয়ে চলে—এই সয়তান সরকার উন্মাদ ॥"

আগা খাঁ প্রাসাদ-অবরোধ-কারা-বহির্জগৎ থেকে
সংস্রবহীন অন্ধকূপেই—এ কোন্ আলোক লেগে
কস্তুর বাঈ আচমকা জাগি উঠে—
দৃষ্টিতে শুধু সয়তান-রূপী-ব্রিটিশ-মূর্তি ফুটে
মনের মানুষ একি কথা বলে—অনাহত ধ্বনি ফুটে
কান পাতি শুনে এই শয়তান সরকার হেথা রেখে
জীবনকে যেন শোষণ করিছে—বুকে বাজে অভিঘাত ॥

তবু দুখ নাই—দেশের জন্যে সত্যধর্মে যদি
প্রাণ চলে যায়—সে প্রাণ-শক্তি জনমনে নিরবধি
জাগাবে প্রেরণা—বক্ষে বাড়াবে বল
দুঃখ সহিতে বুকে বুকে আনি আদর্শ উজ্জ্বল
ঘোষিবে সত্য তুচ্ছ মৃত্যু—জীবনের শতদল
দলগুলি মেলে প্রেমের আলোকে—প্রেমে বহি চলে নদী
সাগরের পানে—স্বদেশপ্রেমেই অমৃতের আস্বাদ ॥

মহাদেশীয়তা সামুদ্রিকতা নীতির সমন্বয়ে
জাপান তখন আগ্রাসী রণে জাগিছে দিগ্বিজয়ে
পর্যুদস্ত ব্রিটিশ-আমেরিকার
সৈন্যশক্তি নৌ-যুদ্ধবল ভূখণ্ডে এসিয়ার—
বিমান বাহিনী আকাশে উড়িছে—দ্রুত পদ সঞ্চার
ভারতের দিকে—স্তব্ধ ব্রিটিশ সীমাহীন বিস্ময়ে
খণ্ড খণ্ড ছিন্ন ভিন্ন ব্রিটিশের মনোসাধ ॥

ব্রিটিশ তখন সংহত করে শক্তি—পেছনে সরি
ভারতের বুকে গণশক্তির আবেগ পিষ্ট করি
পীড়িত ভারতে তবুও তীব্রতর
স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের জ্বলিছে বৈশ্বানর
আমলাতন্ত্র একধিপত্যে কেবল অগ্রসর—
জঙ্গীলাটের রাজপাটে তাই রুদ্রমূর্তি ধরি
আতঙ্ক আনে—তবুও ভারতে বিদ্রোহে ভেরীনাদ ॥

ব্রিটিশ-শাসন অবসান হোক—গান্ধী-কণ্ঠবাণী
ভারতবর্ষ সীমানার পারে করে চলে কানাকানি
ধ্বনি থেকে ফিরি প্রতিধ্বনির বুকে
পৃথিবী শুনিছে অহিংসাবাদী—সত্যাগ্রহে স্থখে
ব্রিটিশ আঘাত বুক পেতে নিয়ে চলিছে মৃত্যুমুখে
তবু নাহি জাগে প্রতিঘাতে কভু অস্ত্র-আঘাত হানি
ভারতে ব্রিটিশ তল্পিতল্পা নাশে সুধু অভিঘাত ॥

সৈন্যের চলাচলের বিঘ্ন রেলপথ তুলে ফেলে
থানা ডাকঘরে আগুন তখন সহস্র শিখা মেলে—
মেদিনীপুরেতে কাঁথি আর তমলুকে
ব্রিটিশ-শাসন দম্ভচূর্ণ—রাজপাট গেছে চুকে
'কমন্সে' বলে চার্চ্চিল তবু দীপ্ত-সাহস বুকে
"কোন ভয় নাই ভারতবর্ষে গোরা সেনাদের ঠেলে
পাঠানো হয়েছে—অভয়কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত নাদ ॥

চার্চ্চিল বলে আরো সংবাদ—"এত গোরা কোনদিন
ছিলনা ভারতে—অতএব সবে হয়ে থাক ভীতিহীন
ভারতবর্ষ নাহি হবে হাত ছাড়া"
তমলুক আর কাঁথিতে তখন রাজ্যস্বত্ব হারা
ব্রিটিশ দেখিছে গণতান্ত্রিক জীবনের নব সাড়া
স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে—ত্রিবর্ণে উড্ডীন
জাতীয় পতাকা ঘোষণা করিছে ব্রিটিশ অধঃপাত ॥

গণশক্তিকে ব্রিটিশের ভয় সন্ত্রাসনায় নয়—
ব্রিটিশ-শাসন টুটি চাপি ধরি এ কোন্ নতুন জয়
আনে বিস্ময় মনোময় বার বার
কাঁথি-তমলুক জাগে নির্ভয়—ব্রিটিশ অহংকার
লুপ্ত করেছে একি পরাজয়—সত্তার চুরমার—
ইতিহাস বুকে একি পরিচয় ভারতের প্রাণময়
একি অক্ষয় কীর্তি কাহিনী—ব্রিটিশ-মুলোৎপাত ॥

কলিকাতা বুকে কঙ্কাল সার নরনারী করে ভীড়
গ্রাম-পল্লীতে আকাল নেমেছে ভেঙ্গেছে সুখেরনীড়—
দুর্ভিক্ষের বঙ্গে করাল ছায়া
উঠে হাহাকার প্রতিধ্বনিতে—ব্রিটিশের নাই মায়া—
গণশক্তিকে শুকায়ে মারিতে—করিতে শীর্ণ কায়া
আমলাতন্ত্র মুনাফাখোরের খুঁজিছে জয়শ্রীর
প্রকাশে দেশের অন্নপূর্ণা ছিন্ন ভিন্ন হাত ॥

ঘোর সঙ্কট—তবু দেশবাসী জাগে ভ্রূক্ষেপ হীন
দেখে সম্মুখে মাতঙ্গিনীকে সাহসে সম্মুখীন—
সেই ছায়াদেহ সৈন্য-অত্যাচারে
ঘোষে অলক্ষে আত্মশক্তি জাগ্রত আত্মারে
বুকে অনুভবে চল ছুটি চল ব্রিটিশের চুরমারে
মন্ত্রসাধনা অথবা মরণ—ত্রিবর্ণ রঙীন
জাতীয় পতাকা হস্তে আঁকড়ি—জাতীয় মুক্তি সাধ ॥

বীরাঙ্গনার অমৃত-মূর্তি দেশাত্মবোধে বলে—
"মৃত্যুতুচ্ছ—চাই স্বাধীনতা—বক্ষে আগুন জ্বলে
পরাধীনতার অমর্যাদার নাশে
সত্যকে সেই ভালবাসে জানি দেশকে যে ভালবাসে
চল সম্মুখে কোন ভয় নাই ব্রিটিশের সন্ত্রাসে—
সত্যের পথ স্বাধীনতা পথ গান্ধী-মন্ত্রে দলে
চল বিপ্লবে—সত্যাগ্রহে অমৃতের আস্বাদ ॥

ব্রিটিশের গুলি বক্ষে বিঁধিল—রক্ত ফিনকি মারি
ছুটিছে তবুও চলে সম্মুখে ভারতের বীরনারী
মাতঙ্গিনীর শিরায় শিরায় তেজে
সত্যাগ্রহ-সত্যমন্ত্র-সঙ্গীত সুরে বেজে
চলিছে তখন—স্বাধীনতা হলো পরম সত্য সে যে
আত্মার আনে পরমমুক্তি হিংসা-অস্ত্রধারী-
ব্রিটিশ দেখিছে জাতীয় পতাকা নাহি ছাড়ে ছুটি হাত ॥

মাতঙ্গিনীর ছায়া দেহ দেখে দেশবাসী দিকে দিকে—
ভারতেতিহাসে বীরাঙ্গনার অমর কাহিনী লিখে
ঘোষিছে সত্য—মৃত্যু অহিংসায়
ঘোষিছে সত্য হিংসার নাশে সত্যের ভাবনায়
দেশাত্মবোধে অমর-জীবন শাশ্বত-মহিমায়
জাতীর পতাকা উর্ধ্বে উড়িছে—গান্ধী মন্ত্রটিকে
বক্ষে আঁকড়ি অনন্ত সুখে শান্ত দৃষ্টিপাত ॥

মাতঙ্গিনীর বক্ষে ব্রিটিশ বুলেটের অক্ষরে
মৃত্যুচিহ্ন-অঙ্কিত করে—আত্মার জ্যোতি ভরে
মাতঙ্গিনীর একি রূপ ভাস্বর
আঁকে আত্মিক স্বদেশপ্রেমের অপরূপ সুন্দর
দিব্য মূর্তি—হত্যাকারীর হিংস্র-ভয়ঙ্কর
ক্রোধের উর্ধ্বে মাতঙ্গিনীর দৃষ্টি-আলোকে ঝরে
অমিত-বীর্য-দীপ্ত-আত্মা স্বাধীনতা করে সাধ ॥

জাতীয় জীবন প্রাণসঞ্চারে বীরাঙ্গনার প্রাণ
তরবারী-অস্ত্রশাসনের যুগ ঘোষি চলে অবসান—
ব্রিটিশ দেখায় চরম বর্বরতা
এদিকে ভারত উদেঘাষি চলে স্বাধীনতা স্বাধীনতা
স্থৈর্য-আলোক প্রকাশিত করে—বিদূরি বিহ্বলতা
দুঃখ প্রসারী ঘটনাপুঞ্জে—নৈতিক-উত্থান
মনোবল নিয়ে চলে সম্মুখে—ব্রিটিশকে অভিঘাত ॥

জাতীয় জীবন পাশবিক-আর যান্ত্রিক নিপীড়নে
যতই পিষ্ট—ভারত-আত্মা গান্ধী-আন্দোলনে
দেখে সত্যকে বস্তু হইতে প্রাণে
বাহির হইতে অন্তরে যেন অসীমের সন্ধানে
চলিছে যাত্রা—বধ্যভূমিতে হিংসার অবসানে
নবতপস্যা সত্যাগ্রহে—উদার উজ্জীবনে
ব্রিটিশ শাসন-হিংস্রমূর্তি—চাহে তাহা উৎখাত ॥

দুর্দান্তের উন্মাদনায় হিংস্রতা-লুণ্ঠনে
মিথ্যাচারেতে ব্রিটিশ ক্ষিপ্ত কশাই-বৃত্তি সনে
ইতিহাসে লেখে অজস্র নরবলী
সাম্রাজ্যের স্বার্থেই চলে—নৈতিক দাবী দলি
হিংসার বিষদন্তেতে তুলে রক্তেতে উচ্ছলি
রক্ত ক্ষুধার দারুণ দৃশ্য—সত্যকে নিপীড়নে
অসত্য পথে অস্ত্রধারায়—স্বাধীকার উন্মাদ ॥

বিশ্ব দেখিছে ভবিষ্যতের দিকে গতি বহমান
ভারত-চেতনা-শৌর্যের সাথে সত্যের সন্ধান
করি খুঁজে সেই রক্ষাকবচ বুকে
হত্যালীলার প্রচণ্ডতায় জাগিছে সাহসে-সুখে
বর্বরতাকে ঘৃণা করে তাই—ভীতি-মৃত্যুর দুখে
দেখে সত্যকে অন্ধকারের বক্ষে সমুত্থান
জ্যোতিতে আশায়—মৃত্যু ভেদিয়া অমৃতজীবনে সাধ ॥

একি বিশ্বাস-অগ্নি-মন্ত্রে ভারত-অভ্যুদয়
আধ্যাত্মিক-বিপ্লবে জাগে সত্য-জ্যোতির্ময়
গান্ধীজীবন—মন্ত্র উচ্চারণ
ভীতিকে হনন সমুদ্দীপন—দৃপ্ত উন্মীলন
ব্রিটিশ-শাসন-হিংসা-নিধন জীবন উজ্জীবন
মোহ-বিমোচন আলোক-দীপন প্রাণমন নির্ভয়
দেখে ব্রিটিশের অন্তিমক্ষণ ব্রিটিশ অধঃপাত ॥

সাগর-কুটীর সত্যাগ্রহ-দুর্গের থেকে সেনা
কাতারে কাতারে চলে উদ্ঘোষি ব্রিটিশকে মানিছেনা—
আরামবাগেও স্বরাষ্ট্র-সরকার
আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠা করি ঘোষিছে জাতীয়তার
সাধনা-সিদ্ধি—আমলাতন্ত্র দেখে হলো চুরমার
ব্রিটিশ শাসন—ট্রেজারীতে করস্রোত আর বহিছেনা
জাতীয় ভাবের বন্যা জোয়াড়ে বাম বাঁধ উৎখাত ॥

দুর্বার গতি জাতীয় ভাবের আপন পথেই চলে—
শাসনের চাপে জাতীয় সত্তা অগ্নি উঠেছে জ্বলে
ঘোর বাস্তবে—দারুণ অপহ্নবে
চলে ব্রিটিশের গৌরব-রবি অস্তেই পরাভবে—
গণস্বার্থের রক্ষায় জাগে এই ঘোর-বিপ্লবে
গণ-অধিকারে জাতীয় রাষ্ট্র ব্রিটিশ-শাসন দলে
ভারতের থেকে ব্রিটিশ বিদায়ে নতুন সূত্রপাত ॥

জনশক্তিকে যতই দমনে—ছত্র ভঙ্গ করে
ব্রিটিশ দেখিছে উৎসাহ ভরা প্রাণ-চেতনায় ভরে
ছুটে যৌবন-জলতরঙ্গ গতি
সংগ্রাম পথে—প্রতিরোধকামী সত্যাগ্রহে মতি
জনতার বুকে ব্রিটিশ তাড়াতে অভিনব সংহতি—
লীগ-কমুনিষ্ট ব্রিটিশ-দালাল এ সত্য বুকে ধরে
জাতীয়তা-বোধে সত্যাগ্রহে অবিরাম অভিঘাত ॥

সংগ্রাম বিনা রক্তপাতেই—অহিংসা-অস্ত্রের
তীব্র তীক্ষ্ণ আঘাতে আঘাতে ভাঙ্গে সাম্রাজ্যের
প্রচণ্ড বাঁধ—ব্রিটিশ জীবদ্দশা
সাজোরে আঁকড়ি আঘাত-বুদ্ধি হিংসায় পরবশা—
জঙ্গীলাটের যুদ্ধইচ্ছা পুরাতেই উঠাবসা
আমলাতন্ত্র চালায় নিয়ত—অর্ডিন্যান্স প্রয়োগের
নির্লজ্জতা যত বাড়ে তত আসে ফিরে প্রতিঘাত ॥

নিয়ন্ত্র সাথে চলে সংগ্রাম—শোষণ-শক্তিগুলি
উপারি ফেলিতে জনসমুদ্রে তরঙ্গ উঠে দুলি—
গান্ধীরপথ—গান্ধীর দর্শন
চেতনাকে করে সাহসে দীপ্ত প্রতিরোধ আয়োজন
সর্বজনের হিতের জন্য—অহিত-নির্মূলন
সঙ্কটময় বর্তমানের করুণ বেদনা ভুলি
নবউদয়ের শিখরাভিমুখে নিয়ত দৃষ্টিপাত ॥

চলে বিদ্রোহ কাঁপি কাঁপি উঠে আসিন্ধু-হিমাচল
যুগযুগ বুকে সঞ্চিত-ক্ষোভ আগ্নেয়-উচ্ছল-
জ্বালায় বহ্নি করিছে উদ্গীরণ—
সক্রিয় প্রতিরোধের মন্ত্রে জাগে ভারতের মন
গর্বোদ্ধত ব্রিটিশ স্তব্ধ—করে যত নিপীড়ন—
হাসিতে হাসিতে জনতা জাগিছে বজ্রশক্তিবল
হানিছে আঘাত আমলতন্ত্রে—শাসনের প্রতিবাদ ॥

ফ্যাসী-ন্যাৎসীর মতন ব্রিটিশ-স্বৈরতা মসগুল—
বকধার্মিক ধর্মভাস্যে প্রতারণা গত হল
ফুটায়ে ঢালিছে মিথ্যাকে অবিরাম—
মুখে বলে সুধু গণতন্ত্রের রক্ষার সংগ্রাম—
এদিকে স্বাধীন-চিন্তা-বিনাশ-শক্তিতে উদ্দাম
ক্ষমতায় করে উৎপাত আর চণ্ড হুলস্থূল
গণতন্ত্রের ভেক নিয়ে চলে সাধিতে মনের সাধ ॥

শুনে পৃথিবীর দেশে দেশে উঠে ব্রিটিশেরে ধীৎকার—
আমেরিকাময় উঠে প্রতিবাদ-ব্রিটিশ-অত্যাচার
গণতন্ত্রের সলিল সমাধি দানে—
ব্রিটিশ-শাসন ভিৎ কাঁপি উঠে চীৎকার কম্পনে
নগ্ন-ব্রিটিশে-শাসন-কাহিনী-পৃথিবীর লোক জানে—
স্বাধীনতা দাবী-কণ্ঠে উঠিলে নির্ঘাত কারাগার
সে-দাবী দাবাতে—ব্রিটিশ দণ্ড প্রচণ্ড উৎপাত ॥

কারাগারে চলে গান্ধীচিন্তা—ব্রিটিশ-শাসন হীন
ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী সরকার সমাধীন
হলে মিটে যায় সাম্প্রদায়িক ভেদ—
জিন্নারদাবী—জীতীয়তাহীন বিজাতীয়তার জেদ—
তবু গান্ধীর মনে হয় যদি দূরি সব বিচ্ছেদ—
জিন্নার সাথে হিন্দুমুসলমানের ঐক্যেলীন
আদর্শবাদে পথ পাওয়া যায়—দূর হয় উৎপাত ॥

এদিকে জিন্না বক্তৃতা করে সুর কিছু নিচু নিচু
"পাকিস্তানের ভিত্তিতে যদি আলোচনা হয় কিছু
সে প্রস্তাবকে অভ্যর্থনাই করি—
গান্ধীর যদি এমন ইচ্ছা আমাকেই সরাসরি
জানালে পত্রে পথ খুঁজে নেব মিলন সূত্র ধরি—
এই বক্তৃতা নিরাশার বুকে—আশার আলোক কিছু
গান্ধীর চিঠি জিন্নার সাথে সাক্ষাতে মনোসাধ ॥

ব্রিটিশ তখন রাজনৈতিক আলাপে বা চিঠি দানে
স্বীকৃত নয়—সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে
নিজের বিপদ সমুখে দেখিতে পায়—
দুর্জ্ঞেয়-রাজনৈতিক-বুদ্ধি—বিকৃত-ভাবনায়
ব্রিটিশ শাসন শক্তি নিহিত অতিরূঢ় স্পর্দ্ধায়—
গান্ধীবন্দী—বন্দীর কেন স্বাধীকার বোধ প্রাণে—
ব্রিটিশ তখন পাষাণ-হৃদয় স্বদম্ভে উন্মাদ ॥

দেশে জনমত আকাশে বাতাসে তুলে সদা গর্জন—
গান্ধীর চাই কারা বিমুক্তি—উঠে সাথে আবেদন
গান্ধীমুক্তি পৃথিবী-স্বার্থে চেয়ে
দেশবিদেশের জ্ঞানী-গুণীগণ ভারত-খবর পেয়ে—
বলে অবিচার—গণতন্ত্রের আদর্শ চলে খেয়ে
এই অবিচারে—ভারতমান্য মেট্রোপলিটন
গান্ধীর সাথে ব্রিটিশ আদেশে পায় নাই সাক্ষাৎ ॥

ক্ষমতার বলে অধিকার যত বজায় রাখার সুখে—
উন্মাদ মনে ব্রিটিশ চলেছে অবিরাম মার মুখে
ভারত-পীড়নে—পৃথিবীর দেশে দেশে
গণতান্ত্রিক অধিকার লোপে প্রতিবাদ উঠে শেষে—
ফিরে চলে গেল এসে প্রতিনিধি রুজভেল্ট থেকে দেশে—
গণতন্ত্রের প্রতারণা চলে মুখে এক আর বুকে
ব্রিটিশ লক্ষ্য গান্ধীর সব অধিকার উৎখাত ॥

অহিংসা এল নবরূপ নিয়ে—সন্ত্রাসনের ধারা
অনুসরণের পরিচয় নাই স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া
জাতীয় জীবনে প্রসারে অহিংসাকে
ধ্বংসাত্মক কর্ম কাণ্ডে শুধু রূপ দিতে থাকে
পরিবর্তিত পরিবেশে দেশে স্বাধীনতা সাধ আঁকে
ব্রিটিশ-শাসন-কাঠামো ভাঙ্গিতে বাধা বন্ধন হারা
জাতীয় সেনারা দুন্দুভি ঘোষে—চলে ঘোষি রণনাদ ॥

জিন্না ফতোয়া প্রচারিত হলো—লীগ ঘোষে গর্জনে
"কংগ্রেস নিজ খণ্ডস্বার্থ ব্যতীত আন্দোলনে
মুসলমানের স্বার্থের সচেতন
বিন্দুমাত্র পরিচয় নাই—কংগ্রেস-আয়োজন
আন্দোলনের লক্ষের মূলে হিন্দুর রক্ষণ
সঙ্গে সঙ্গে লীগপন্থীরা বিপরীত দর্শনে
কংগ্রেস নাশে ব্রিটিশের সাথে হয়ে উঠে উন্মাদ ॥

মিশরে উঠিছে ধিক্কার-ধ্বনি—আরব-তুরস্কের
কণ্ঠে ধ্বনিত মুসলমানের জাতীয় সংগ্রামের
এই বিরোধীতা—সাম্প্রদায়িকতার
হীনতা বরণ জাতীয়তাবাদী জাগরণ সত্তার
স্বাধীনতা বোধে—মেকী ইস্‌লাম কল্পিত ধারণা
আবেশে পীড়িত লীগ-রাজনীতি জাতীয় কংগ্রেসর
স্বাধীনতা-রণে সরিক নাহয়ে ঘটাইছে উৎপাত ॥

কল্পনাতীত মিথ্যানুরতি ধর্ম-উন্মাদনা
সাম্প্রদায়িক-মেকী-ধর্মের ভ্রান্তির উপাসনা—
স্বদেশ স্বজাতি শুদ্ধজাতীয় প্রেমে
আত্মত্যাগের চেতনায় আসে সত্যের জ্যোতি নেমে—
সাম্প্রদায়িক-চিন্তার হীন কদর্যতায় থেমে
প্রগতির থেকে দূরে সরে থাকা—বর্বতায় মনা
মেকি-ধর্মের কুসংস্কারেই জান্তবতার স্বাদ ॥

বিদ্রোহ নাশে বাস্তর রূপ সমভূমি রূপ ধরি
ব্রিটিশ লাঙ্গলে—বিমানের থেকে বোমাবর্ষণ করি
কায়েমী-স্বার্থে ব্রিটিশ আগুন জ্বালে
ঘরে ঘরে চলে আগুন জ্বালানো—সেনা ছুটে পালে পালে
কম্যুনিষ্ট লীগ নৃত্য চলিছে ব্রিটিশের তালে তালে—
বিদ্রোহ নাশে সারা দেশে শুধু আগুন পড়িছে ঝরি
ব্রিটিশ তখন কায়েমী-স্বার্থ বজায়ে মনোম্মাদ ॥

কারার অন্তরালেও গান্ধী—চির বিমুক্তমন
সত্যাশ্রয়ী সত্যে সদাই অনন্তে বিচরণ—
সমুখে মৃত্যু 'মহাদেব' নাই আর
শিষ্যভক্ত দেশগত প্রাণ নাই আর—বেদনার
আঘাতে গান্ধী স্তব্ধ অঝোরে ঝরি পড়ে আঁখি ধার—
উর্ধ্বে আকাশে ফিরিছে দৃষ্টি মনে জাগে জাগরণ
"পরমেশ্বর জীবনে আমার পুড়াও তোমার সাধ ॥"

গান্ধী দৃষ্টি স্থির-নিবদ্ধ মহাদেব মুখপানে—
মহাশান্তিতে সমাহিত প্রাণ—মহাপরিনির্বাণে
অনন্তমুখী—দেহ আছে সম্মুখে
এই দেহ দেখি অতীতের স্মৃতি শিহরণ আনে বুকে
শিষ্য-বন্ধু-পরমাত্মীয় ছিল সাথী সুখে দুখে
আজ গেছে চলি—সত্যপথিক সত্যের সন্ধানে—
গান্ধী বক্ষে রাখে দুটি হাত—স্তব্ধ দৃষ্টিপাত ॥

গীতার শ্লোকের অমৃত-ধ্বনি আত্মার অবিনাশী
স্বরূপে সত্য—পরম বস্তু চোখে উঠে উদ্ভাসি
শরীর ধ্বংস—জীর্ণবস্ত্র ফেলি
মৃত্যুঞ্জয়ী অমর-আত্মা অসীমে দৃষ্টি মেলি
চলে সত্যের সন্ধানে—তাই আত্মারামেই কেলি
চলে আত্মার পরম সত্য অবিরাম ভালবাসি—
গান্ধীবক্ষে জাগে শোকহীন অনুভূতি-আস্বাদ ॥

সত্যের বল শাশ্বত বল—অন্তর ভরি উঠে
ব্রিটিশ চণ্ডনীতির বার্তা আঘাতি হৃদয়ে ফুটে
প্রতিবাদ বৃথা—তবু মনে বিশ্বাস
এনেছে অসীম অন্তরে বল প্রতিবাদে উপবাস—
স্বেচ্ছাচারের বিনাশ ঘটাতে নিয়ত সর্বনাশ
আসে পৃথিবীতে সেই ইতিহাস দৃষ্টি আলোকে ফুটে
ব্রিটিশের পাপে হীন-অভিলাষ ব্রিটিশের উৎখাত ॥

বাতাসে বাতাসে খবর ফিরিছে—আগষ্ট বিপ্লবের
সাফল্য আনে আগামী দিনের স্বরাষ্ট্র-শাসনের—
উদ্দীপনায় কায়েম স্বদেশীরাজ
সেখানেও চলে গান্ধী-নীতিতে গঠনের শত কাজ
জাতির স্বাধীন সত্তা বিকাশে—ভাঙ্গনের নহে সাজ
এই বিপ্লব—এই বিপ্লবে আগুন বিদ্রোহের—
ভারত-জীবনে বিলায় আত্ম-সত্তা-বিকাশ সাধ ॥

সব শিয়ালের এক রা-ইউঠে ব্রিটিশ পত্রিকায়
ভারতের দাবী স্বাধীনতা সাধ অন্যায়—অন্যায়—
লর্ড হালিফাক্স আমেরিকা তোলপাড়ে
ভারত-বিরোধী-প্রচার-স্বার্থে নিন্দার তোপ মাড়ে
কুম্ভিরাশ্রু ফেলে বলে যদি ব্রিটিশ ভারত ছাড়ে
সেকি দুর্দ্দশা ঘটিবে ভারতে সাম্প্রদায়িকতায়—
শাসন-ক্ষমতা চালনা কার্যে বৃথা ভারতের সাধ ॥

মেদিনীপুরের অধিবাসীগণ ধৈর্য্যে-ও-দৃঢ়তার
নৈতিক বলে বলিয়ান জাগে মুর্তি-অহিংসার
* কাঁথি-তমলুক ঘোষিয়াছে স্বাধীনতা
দেশ-শাসনের রাষ্ট্র-বিধানে জাতীয় সাহসিকতা
সদাপ্রমুর্ত—ব্রিটিশ-ভীতির সকল দুর্বলতা
নস্যাৎ করি প্রতিটি মানুষ জাতীয়তা-অধিকার
বক্ষে আকড়ি স্বাধীনতা সুখ করি চষে আস্বাদ ॥

শাসন-ভীতির জঞ্জাল রাশি গিয়েছে এখন সরে
জনসাধারণ সহযোগপথে মিলিত পরস্পরে
স্বাধীন-শক্ত-বুনিয়াদ ভর করি
স্বেচ্ছাশ্রমের অর্থনীতিক-সমাজ-কাঠামো গড়ি
কাঁথি-তমলুক-স্বাধীন-রাষ্ট্র—রাষ্ট্র দণ্ড ধরি
ব্রিটিশ শাসন কাঁথি-তমলুক ছাড়ে পরাজয় করি
পরাধীনতার দুঃসহ-দুখ দিকে দিকে উৎপাত ॥

এদিকে গান্ধী—জীবনে আঘাত অন্তর তোলপাড়
কস্তুর বাঈ—সহধার্মিনী-ব্রিটিশের কারাগার
বাঁধিতে পারোনা—গান্ধীর অন্তর
আকর্ষণকে পশ্চাতে রাখি চলিল লোকোত্তর
মুক্তিকে খুঁজি শান্তিকে খুঁজি—জ্বলিল বৈশ্বানর
চিতার আগুনে আগা খাঁ প্রাসাদে সে দেহ ভষ্মসার—
আঘাতে হৃদয় অতন্ত ধ্যানে করিছে দৃষ্টিপাত ॥

শ্মশানে চিতায় নরদেহ তুলি-অগ্নির লেলিহান
শিখায় শিখায় কস্তুর বাঈ দেহ হয় অবসান
গান্ধী দেখিছে স্মৃতির সাগর তীরে
গান্ধীর সাথে কস্তুর বাঈ ছায়া দেহ নিয়ে ফিরে
কত সুখ দুখ—স্মরণ-চিহ্ন জীবনে রয়েছে ঘিরে
সমুদ্রগামী নদীবুকে উঠে অবিরাম কলগান
বেদনা-নিবিড়-হৃদয়ে গভীরে বিচিত্র আস্বাদ ॥

মৃত্যুকে রোধে—যম-মন্দিরে আত্মার যাত্রার
মিছিলে উঠিছে অবিরাম ধ্বনি লীলাভূমি সংসার—
চোখের সমুখে দেহ ছায় হয়ে যায়
আঘাতে স্তব্ধ হৃদয়ে ভরিছে নির্মম বেদনায়—
জীবন অসার—স্মৃতির আলোকে হৃদয়-চেতনা ছায়
আঁকড়ি ধরিয়া সেই ছায়াদেহ—সুগভীর আত্মার
জাগরণে জাগি অতীতের বুকে আস্বাদ আহ্লাদ ॥

কালের প্রবাহে কামনা-বাসনা ঢেউএ-ঢেউএ কত ভাসে—
গান্ধীর বুকে বেদনা গভীর নিবিড় হইয়া আসে
মনে হয় যেন যতটা দুঃখ হবে
মনে হয়ে ছিল—তার চেয়ে আরো আঘাত যে অনুভবে—
গান্ধী দেখিছে আত্মা বিহনে কস্তুরবা'র শবে
একটি জীবন—যে জীবন-স্মৃতি নির্ভরে বিশ্বাসে
স্বামী-ধর্মেই আত্মানুভূতি করিছে আলোকপাত ॥

হরিশ্চন্দ্র-শিবি-দধীচির পুরাণ উপাখ্যান
'নাই সত্যের সমান ধর্ম' তুলে উদাত্ত গান—
সরল হৃদয় জাগে বিশ্বাসময়
সত্য ব্যতীত আনন্দময় আর কিছু নয় নয়
সত্যের লাগি প্রাণতর্পণ নিয়ে আসে বরাভয়
অক্ষয়-সুখ-শান্তি-মধুর জীবনের উত্থান—
গান্ধী করিছে ঐতিহ্যময় ভারতে দৃষ্টিপাত ॥

কানে ভাসি আসে কস্তুরবা'র সেই ভৈরব-বাণী
"জাতির জন্য সহি দুখ-জ্বালা—ত্যাগকে সত্য জানি
জেনেছি সত্য—সত্যই ভগবান
তপস্যা তুমি করিবে একেলা—ভোগ-আহ্লাদে প্রাণ
করিব ধারণ ভাবিওনা কভু—করিব আত্মদান
সত্যপূজায়—স্বামীর ধর্ম নারীর ধর্ম মানি
স্বধর্মব্রত স্বামীর সঙ্গে উদ্‌যাপনেই সাধ ॥"

কস্তুরবাঈ জীবনে মূর্তি ধরেছে ভারত-নারী
ভৈরবী রূপা ঘোর সঙ্কটে—নহে সুধু সুকুমারী
নারীর ললিত-পবিত্র-মধুরতা
শুনাল ভারতে আদর্শময় নিত্য পুরাণ কথা—
নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী—ধর্ম-পবিত্রতা
জীবনে মরণে সদা একাত্ম—নাই কোথা ছাড়াছাড়ি
নারীর সঙ্গে পুরুষ লভিল অপার্থিবতা-স্বাদ ।।

সতীর সত্য প্রতিফলনেই পত্নীতে জাগে পতি—
পত্নীর প্রেমে পতির জীবনে নারী মহিয়সী সতী
আত্মায় জাগে নিয়ত একাত্মিনী
অর্ধাঙ্গিনী পূর্ণতা খুঁজে—হয়ে সহধর্মিনী
পত্নী পতির পূর্ণাঙ্গিনী—আত্মার সঙ্গিনী—
গান্ধীজীবনে কস্তুরবা'র সকল ধর্মমতী—
স্বদেশ সেবার ধর্ম পালনে—নিয়ে সাধ-আহ্লাদ ।।

মৃত্যু দৃশ্য—গান্ধীর চোখে বেদনা-অশ্রুধারে
একটি সত্য জাগ্রত করে অনুভবে আত্মারে—
অলক্ষ্যে থাকি যন্ত্রী তুলিছে সুর
জীবন-বীণার তারে তারে উঠে কত কথা সুমধুর
সঙ্গীত রাজি—গীত যায় থামি সুর-রেশ ভরপুর
স্মৃতির স্মরণে চলে বিচরণ চেতনায় বারে বারে
মৃত্যুরে জয়ী সাবিত্রী করে অমৃতে দৃষ্টিপাত ।।

সংসার তবু মধুময় লাগে—জীবনের লীলা করি
আলোকে হাসিতে ফুলের মতন জীবন পড়িছে ঝরি—
বীজ থেকে বীজে বহিয়া কর্মফল
অন্ত হইতে অনন্তে ছুটে ফুলে যথা পরিমল—
মৃত্যু-ভেদিয়া মহাজীবনের আলোকে সমুজ্জল
অনাদি-আত্মা বহু বিচিত্র চলে কলেবর ধরি—
কোথায় মৃত্যু—প্রাণ খুঁজি চলে আত্মারামের স্বাদ ।।

মৃত্যুর ছায়া কস্তুরবাঈ দেখেছে আপন চোখে—
দেখেছে জীবন লীলা শেষ তাই সামনে সত্যলোকে
যাত্রা করার আহ্বান অন্তরে
অনুভূতি দিয়ে জেনেছে সত্য ব্রিটিশের কারা ধরে
রাখিতে পারে না আত্মারে—জাগে অনন্ত জ্যোতি ভরে
পরম মুক্তি—গান্ধীহৃদয়ে পত্নী বিয়োগ শোকে
জাগে সান্ত্বনা—জীবনে পূর্ণ হোক সত্যের সাধ ॥

অসীম সাহসে আইন অমান্য রাজকোটে প্রাণবলে
কস্তুরবাঈ সত্যাগ্রহে শাসকের ভীতিদলে
নিয়ত চলেছে ভাঙ্গিবারে বন্ধন—
আগা খাঁ প্রাসাদ অবরোধ কারা করে বুঝি ক্রন্দন
স্তব্ধ নীরবে—আহত ব্যথায় বহি চলে সমীরণ
হৃদপিণ্ডের স্পন্দন গতি নাহি আর বহি চলে
কস্তুরবা'র দুটি চোখে ভাসে অসীমে দৃষ্টিপাত ॥

সুশীলা নায়ার মীরাবেন আর সরোজিনী নাইডুকে
সেদিন করেছে অতি স্নেহে বুকে—বলেছে "এসেছে চুকে
জীবনের দিন—সামনে অস্তাচল
স্বাধীন ভারত দেখি দূরে নয় আলোক সমুজ্জল
উদয় আকাশে দেখিতে পেয়েছি আলোকি ভূমণ্ডল
স্বাধীন ভারত জন্ম লভিছে—শান্তি সকল দুখে
মহাত্মা দেখি সেদিন ভারতে চলে জনতার সাথ ॥

"জীবিত শরীরে থাকিব না আমি—আমি স্বদেশের প্রাণে
অভিন্ন বোধে দেখিব ভারতে আমি আছি সবখানে
জাতির জীবনে হয়ে আমি একাকার
জাগিব সত্যে—স্বাধীনতা রূপ সত্যেই আত্মার
সত্যপ্রকাশে—লুপ্ত করিয়া এপাপ অধীনতার
স্বাধীন ভারত আসে আমি দেখি—কে বলে আমার কানে
কস্তুরবা'র দিন শেষ—তবে পুরিবে জীবন সাধ ॥

আহ্‌মদনগর-দুর্গে বন্দী জীবনে জহরলাল
বল্লভ ভাই আবুল কালাম কাটায় দুখের কাল
বহির্জগৎ থেকে সব সংস্রব
লুপ্ত এখানে—অন্ধকূপের যাতনায় অনুভব
অন্ধকারের একরূপ সদা—এক ঘেয়ে উদ্ভব
স্নায়ুপুঞ্জকে অস্থির করা আঘাত সমুত্তাল
পীড়িছে নিয়ত—বর্ণালীহীন কাটে শুধু দিনরাত ॥

বাতাসে বাতাসে তবু সংবাদ—কারার ছিদ্রপথে
কি করে যে আসে সংবাদ দেশ চলে বিপ্লব-রথে
প্রাণান্তকর ব্রিটিশ শোষণ নাশে
প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার গড়ি—মুক্তি সমুদ্ভাসে
ঘোষিছে "ভারত-ছাড়" ভৈরব-ধ্বনিতে সমুল্লাসে—
স্বতঃস্ফূর্ত গণবিপ্লব সংঘাতে নানামতে
ব্রিটিশ শাসন বিপর্যস্ত—দিকে দিকে উৎখাত ॥

বন্দী জীবনে মহাসান্ত্বনা—সহি দেশ নিপীড়ন
সত্যাগ্রহী কংগ্রেস দাবী ব্রতের উদ্‌ঘোষণ
থাকি পুলিসের সেনাদের অগোচরে
কর্মীরা চলে সত্য পালনে অক্ষরে অক্ষরে—
মহাত্মা মুখে ঘোষিত দাবীর সত্য রূপান্তরে
জাগিয়াছে দেশ—সুরু স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিস্ফোরণ
মন্ত্র সাধন অথবা মরণ—জাতীয় জীবন সাধ ॥
গান্ধী দেখিছে ব্রিটিশ-মানস যুদ্ধের দামাঢোলে
মিথ্যাকে বরে সত্য ভুলাতে উন্মাদ কলরোলে—
অন্তর বলে ফল হয় কালে পাকা
ঝড়িছে আপনি শুকায় আপনি হয়না কিছুতে থাকা
পচি গলি পড়ে এমন করেই—ঘুরিছে নিয়তি চাকা
ব্রিটিশ মিথ্যা ধারণা আপনি ঝরিবে কালের দোলে
সত্যের জয়ে মিথ্যার ক্ষয়—সত্য নির্বিবাদ ॥

ব্রিটিশ প্রচার-চক্র কুৎসা কংগ্রেস বিদ্বেষে
মিত্রশক্তি বিপরীত ভাবে যুদ্ধের পরিবেশে
স্বাধীনতাকামী জাতীয় আন্দোলন
যুদ্ধ প্রয়াসে বাধার সৃষ্টি করিবার আয়োজন—
ব্রিটিশ মিত্রশক্তিরা দেখে অজস্র নিপীড়ন
বক্ষে বহিয়া দুর্ভিক্ষের শ্মশান-ব্যথায় ভেসে
কংগ্রেস দাবী আত্মাধিকার—নহে তাহা অপরাধ ॥

আমেরিকাবাসী পরিশেষে দেখে ব্রিটিশ প্রচার মূলে
সাজানো মিথ্যা ফানুষ কেবল শূন্যে হাওয়ায় দুলে—
পৃথিবী সহসা সত্য সম্মুখীন
দেখি ভারতের করুণ-মূর্তি-ঘনিভূত দুর্দিন—
কংগ্রেস দাবী যৌক্তিকতায় দেখে নহে ন্যায়হীন
এদিকে জাপান এশিয়ার বুকে বিজয় পতাকা তুলে—
মিত্রশক্তি দেখে সম্মুখে বিপদের অভিঘাত ॥

সূর্য উদিলে মেঘে চাপা থাকে আলোক কতক্ষণ
পৃথিবীর বুকে আপনি প্রচার ভারতের বিবরণ—
চলে কঙ্কাল কলিকাতা পথে পথে
ছায়ে চাপা দেওয়া যেমন আগুন নাহি থাকে কোন মতে
বজ্র-আঁটুনি ফসকা গেরোর ব্রিটিশ-কেল্লা ফতে—
ভারতের কথা পাচার কখন বহি চলে সমীরণ—
গান্ধী-দাবায়ে কংগ্রেস-নাশী-অভিযানে উৎপাত ॥

কারা-আবদ্ধ গান্ধী দেখিছে মানস-দৃষ্টি জ্বালি—
চির-ভাস্বর নয়নানন্দ সত্য-অংশুমালী—
বেদনা-আঘাত মৃত্যু-তিমিরপারে
আত্মা-আরামে জীবন ফুটায় অনুভূতি-সঞ্চারে—
দুর্যোধনের রাক্ষসী-মোহ—রাবণ-অহংকারে
একটি সত্য যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় খালি—
মিথ্যায় ঘটে ব্রিটিশ-শাসনে সাম্রাজ্যে সংঘাত ॥

দম্ভাসুরের অধীর কণ্ঠে চার্চ্চিল চিৎকার—
"আমরা যুদ্ধে বজায় রাখিব আমাদের অধিকার
সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া করিবারে
প্রধানমন্ত্রী হই নাই আমি"—এ ঘোষণা চারিধারে
বাঙ্ময় হলো বস্তুসত্যে—অসুরী-অত্যাচারে—
কোথায় আপোষ কংগ্রেস সাথে—কংগ্রেস সত্তার
মেরুদণ্ডকে ভাঙ্গিবারে সুরু ব্রিটিশের উৎপাত ॥

ঘটনা আড়ালে ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির
আলোকে ফুটিছে নবভবিষ্য অন্তরে গান্ধীর—
পাষাণে কোথায় জল-কর্দম থাকে—
ব্রিটিশ শাসন পাঁকে হাবুডুবু সারা-গায়ে পাঁক মাখে
গান্ধী-দমন-কংগ্রেস-নাশা-রাজনীতি বোধে হাঁকে—
গান্ধী দেখিছে শেষরাত্রির তিমিরে ধরিছে চীর—
আসে আলো আসে আঁধার আড়ালে জাগে আলো সম্পাত ॥

আগা খাঁ প্রাসাদ-কারায় স্বাস্থ্য তিলে তিলে ক্ষয় হয়
গান্ধীর দেহ শ্রান্ত ক্লান্ত—আত্মা জ্যোতির্ময়
গান্ধী-স্বাস্থ্য জাগায় দুর্ভাবনা
গান্ধীমুক্তি দাবীতে দেশের তুমুল উদ্দীপনা
ব্রিটিশ তখন গান্ধী-স্বাস্থ্য করি মনে বিবেচনা
বিনাশর্তেই মুক্তি আদেশ—জনমত দেখি ভয়
গান্ধীর চোখে ভাসিছে আলোক আঁধারে অকস্মাৎ ॥

সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্তম্ভে হিন্দুমুসলমান
সাম্প্রদায়িক-দ্বৈতনীতিতে জাতীয়তা খান্‌খান্‌
করিয়া চলুক ব্রিটিশ ইচ্ছা করে—
বিরোধ-দৃষ্টি তফাতে রাখিছে বিবাদে পরস্পরে
গান্ধী-চিন্তা ব্রিটিশের কূটনীতি-প্রত্যুত্তরে
যদি জাগি উঠে জাতীয়তাবাদী ভারতের মহাপ্রাণ
ব্রিটিশ দেখিবে ভিত্তিস্তম্ভ হয়ে গেছে উৎখাত ॥

মৈত্রী-মানস-গান্ধীদৃষ্টি ভবিষ্যতেই ফিরে
সাম্প্রদায়িক-স্বার্থহীনতা সীমানার দূর তীরে—
গান্ধী দেখিছে নতুন ভারতে আসে
এক মহাজাতি ধর্মীয়-নিরপেক্ষতা-বিশ্বাসে
পারস্পরিক-কল্যাণবোধে মানুষকে ভালবাসে
সকল ধর্মে উদার দৃষ্টি—অন্তরে আছে ঘিরে
সমন্বয়িত তত্ত্বের জ্যোতি—উৎখাত ভেদবাদ ॥

দেশে সরকারী দুর্নীতিপালা মারণ-পৈশাচিক
সমাজ-জীবনে দুর্যোগময় মানবিক-নৈতিক-
চেতনা লুপ্ত—কলঙ্ক মহামারী
মানুষকে করে পশু পরিণত—চাষী মরে অনাহারী
ব্রিটিশ কায়েমী-স্বার্থ বোঝায় আমলাতন্ত্রভারী
দানবীয় ক্ষুধা মিটাইতে টানে করনীতি সার্বিক-
শোষণের জাল—জনজীবনের স্বস্তি অধঃপাত ॥

ভগ্ন স্বাস্থ্য গান্ধীর বুকে বেদনায় করুণায়
উদ্বেল হয়—ভাবনায় ভাসে দুর্দিন-কালিমায়
দেশে দুখ-দশা ব্রিটিশ ঘনায়ে আনে—
মহাযুদ্ধের শেষ পরিণতি—হিটলারী অভিযানে
ব্যর্থতা আসে—জাপানীরা ধীরে হটে চলে সবখানে
যুদ্ধে যুদ্ধে বরে পরাজয়—পৃথিবী দুর্দশায়
রক্ত-সাগর উপরে উঠিছে তরঙ্গ উন্মাদ ॥

ক্ষত-বিক্ষত-আহত-হৃদয় অহিংসা-পূজারীর
নয়ন ভরিয়া টলমল করে উচ্ছল আঁখি নীর
দুর্দশা দেশে—দুর্দশা পৃথিবীতে
কোথায় আলোক কোথা পথ রেখা—অতিদূরে দৃষ্টিতে
নামে আলো ভাসে ক্ষীণপথ রেখা—গান্ধী-গভীর চিতে
দেখে সত্যেই মানবাত্মার শান্তির-মন্দির—
উঠে মানুষের উন্নতি-হিতে সত্যের জয়নাদ ॥

সাম্রাজ্যের রক্ষণশীল চার্চিল সরকার—
বাহিরেতে দেখে আপনাকে জয়ী—আন্তর সত্তার
গভীরেতে দেখে দুর্নীতি-নির্ভর
শাসন-যন্ত্র-কলুষিত পাঁকে মূর্তি ভয়ঙ্কর—
কংগ্রেসে লীগে কোন্দল খুঁজে ব্রিটিশ অতঃপর
সাম্রাজ্যের স্বার্থে সমান সুবিচার-অবিচার
ভারত আবার নতুন পর্বে করিছে দৃষ্টিপাত ॥

ধ্বংসের ধ্বংস নামা ফাটলের বিবরে সাপের বাসা—
সৎমানসের দৃষ্টিতে ভাসে ব্রিটিশ সর্বনাশা-
কূটনীতি জালে জড়ানো অক্টোপাস
মানুষের সৎ চিন্তার শেষ—দুর্নীতি সন্ত্রাস
যুদ্ধেতে বল ক্ষয়-উত্তাস হতাশায় রাশ রাশ
রাজত্ব করে—ব্রিটিশ দেখিছে মিটেছে এবার আশ
আন্দোলনের ব্যর্থতা-কোথা—ব্রিটিশ ব্যর্থ সাধ ॥

যুদ্ধে বিজয়ী ব্রিটিশ-কণ্ঠে উঠে ধ্বনি স্পর্ধার
পাকিস্তানের সুখ-স্বপ্নেতে লীগ খুঁজে অধিকার
আদর্শবাদ-নীতিকথা-নামাবলী
জড়ায়ে অঙ্গে ব্রিটিশ তখন গণ-অধিকার দলি
সাম্রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা বুকে—চুরমারে উচ্ছলি
নীতি-আদর্শ—গান্ধী দেখিছে আসে জয় আত্মার
পাপের পতন আর দূরে নয়—পাপী ফিরে উন্মাদ ॥

বুকে ঝড় উঠে—গান্ধী দৃষ্টি ঝড়-জল-দুর্দ্দিন
পার হয়ে দেখে মিথ্যা এবার সত্য সম্মুখীন
নুনের পুতুল নুনের সাগরে ডুবে
সহসা-দৃষ্টি আলোকিত হয় সূর্য উঠিছে পূবে—
ব্রিটিশ বিজয়-উৎসবে বসে ভাবিছে বিজয় কুভ-এ
সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি অস্ত-সাগর লীন—
বিনা মেঘে জাগে বজ্র-আগুন—ব্রিটিশ শক্তিপাত ॥

ইতি গান্ধীজীবন মহাকাব্যে গান্ধী-বিজয় নামীয় ত্রয়োদশ সর্গ ॥

সাম্প্রদায়িক-শুভবুদ্ধির জাগৃতি-মনোসাধ
গান্ধী-চেতনা আলোকিত করে ধর্ম-দ্বন্দ্ববাদ
আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব সত্য ভুলে
সমাজে ভীষণ বিদ্বেষ সৃজে—বিভেদ-প্রাচীর তুলে—
আছে মীমাংসা—বিবেক-বুদ্ধি-সত্য-আলোকে দুলে
দেখায় পন্থা—গান্ধী-আত্মা খুঁজে শুধু উৎখাত
ধর্মের নামে অন্ধ-গোঁড়ামি—সহজাত সংঘাত ॥

একাকীত্বের বেদনা মেঘের ঘনীভূত অশ্রুতে
তুলে-হাহাকার—বজ্র-অগ্নি-আঘাতের শেলপুতে
চেতনার বুকে—জ্বালা-জ্বলে কি ভীষণ
স্বদেশের প্রতি মমতায় মন·গান্ধীর ক্রন্দন—
দ্বিজাতি-তত্ত্বে লীগের কণ্ঠে উন্মাদ গর্জন
তুচ্ছ করেই প্রেমালিঙ্গন—আঘাতিছে প্রেমদূতে—
জিন্নার দাবী—পাকিস্তানেই নিহিত সকল সাধ ॥

'ভারত ছাড়'র প্রস্তাবে দেখি মুসলিম বিরোধীতা—
দ্বিজাতি-তত্ত্বে জিন্না ঘোষিল স্বাধিকার-সংহিতা
কংগ্রেস-নীতি করাতে প্রত্যাহার
মুসলমানের রক্ষাকবচ স্বতন্ত্র্য-সত্তার—
পূর্বপুরুষ ধর্মান্তরে—উত্তর-অধিকার
ভিন্নজাতির পরিচয়ে জ্বালে জাতির মরণ-চিতা
সর্বনাশনে সর্বনাশেই করিতে ভস্মসাৎ ॥

বিরোধ-শ্মশানে দৃশ্য-করুণ কোন পথে রচা ভিত
জাতীয় ঐক্য বিনাশে ব্যথিত জাগে গান্ধীর চিত—
পশ্চাতে রাখি করুণ বর্তমান
কোন্ পথে রচা ভবিষ্যৎকে-চলে পথ সন্ধান—
জিন্নার জেদ পরিবর্তনে জাগে আরবার প্রাণ—
যদি মীমাংসা সূত্রকে মিলে—আদর্শ বিপরীত
যুক্তদাবীর আপোষ মিটায় বৈরীতা উৎপাত ॥

জিন্নার সাথে সাক্ষাৎ হলো—প্রতিক্রিয়ার জ্বালা
দ্বিজাতি-তত্ত্বে—মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য-বোধে আলা
জিন্নাদৃষ্টি—গান্ধীর নিবেদন
ভারতেতিহাসে একটি সত্যে লেখে এক বিবরণ
ধর্মান্তরে হিন্দুরা বরে ইসলামী-দর্শন—
দ্বিজাতি কোথায়—একমহাজাতি মহাজীবনের পালা
করে কীর্তন-এক তন-মন একটি জীবন-সাধ ॥

ভারতে তখন জটিল-অচল অবস্থা দিকে দিকে
বিভেদের বিষে বিষময় করি সামাজিক-দৃষ্টিকে
দুইজাতি-নীতি প্রসারে ভারতময়
লীগের শাসনে সরকার চলে—তিলে তিলে আনে ক্ষয়
জাতীয়-ঐক্য-সংহতিনাশা সমগ্র পরাজয়
ভীষণ আকারে গ্রাস করি চলে শুভবোধবুদ্ধিকে—
মুসলমানের স্বার্থরক্ষা—হিন্দুর উৎখাত ॥

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী হিন্দুমুসলমান
এই দুর্দিনে তবু খুঁজে আলো বিদ্বেষ অবসান—
লীগের প্রসারে দুর্নীতি আসে নামি
সাম্প্রদায়িক-আঘাতে জাতীয়-ঐক্য গিয়াছে থামি—
সাম্প্রদায়িক-স্বার্থ-ই বড়—লীগ তাই ভূস্বামী—
অধিকারহারা জাতীয়তাবাদী অখণ্ড দেশপ্রাণ
দেখে রাজনীতি-স্বার্থনীতির বুভুক্ষা-উন্মাদ ॥

দুরভিসন্ধি-মুলক-কাণ্ডে ব্রিটিশ আগুন জ্বালে—
বিভেদ-সৃষ্টি পটভূমিকার রয়েছে অন্তরালে
ব্রিটিশনীতির বিভেদে শাসনকরা—
গান্ধীদৃষ্টি—করুণাকাতর জাগে মমতায় ভরা
হিন্দুমুসলমানের ঐক্যে—সব বিদ্বেষ হরা
রাজনৈতিক পরিবর্তন সমতার বোধ ঢালে
পরিস্থিতির উন্নয়নেই দেখে ঘুচে এই বাদ ॥

আলোবর্তিকা অন্তরে জ্বালি—বড়লাট সাক্ষাতে
গান্ধীর মন—দেশ জর্জর সমস্যা অভিঘাতে
তাই বড়লাট ওয়াভেলে নিবেদন
সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা—সমস্যা নিরশন
দম্ভী ব্রিটিশ-শাসক অটল জাগে না পাষাণ-মন—
কংগ্রেসে লীগে নীতিগত-ভেদে কূটনীতি জাল পাতে
দৃষ্টি সমুখে—গান্ধীর চোখে তবু আশা আলোপাত ॥

পৃথিবীর বুকে জনমত ধীরে গান্ধীর অনুকূল—
অচল অটল ওয়াভেল দেখে আরব্ধ-নীতি ভুল
ইংলণ্ডেও কলকাঠি নড়ে চড়ে
ভারতে অচল অবস্থা দেখি শঙ্কায় মন ভরে—
গান্ধীকে তাই ওয়াভেল শেষে আমন্ত্রণই করে
সাক্ষাৎ চাহি—দেখে অবস্থা ঘটায় হুলস্থূল
দেখি শঙ্কিত ব্রিটিশ চাহিছে থামাইতে উৎপাত ॥

সিমলায় চলে ওয়াভেল সাথে নেতৃ-সম্মেলন
সমুদ্‌ঘোষিত গান্ধীকণ্ঠে সমস্যা নিরশন—
সহযোগিতায় কংগ্রেস-আপোষের
পথ-অনুসারী—পরিবর্তিত পরিবেশ-ভারতের
সত্যাগ্রহে প্রয়োজন নাই এখন কংগ্রেসের—
স্বাধীনতা দান ব্রিটিশ কণ্ঠে হইলে সংঘোষণ
কেন্দ্রে জাতীয় সরকার যদি গঠনে ব্রিটিশ সাধ ॥

চতুর ব্রিটিশ প্রমাদ গণিল—সেই পুরাতন চাল
চালি সুধু বলে শাসনযন্ত্র কিভাবে ধরিবে হাল—
তিনটি স্বার্থ—হিন্দুমুসলমান
আর তপসিলী—কি রূপের হবে শাসনতন্ত্র খান—
মোসলেম লীগ আঁকড়িয়া থাকে কাম্য পাকিস্তান
পরস্পরের স্বার্থবিরোধ উঠে শুধু তাল তাল—
গান্ধী দেখিছে সাম্প্রদায়িক-স্বার্থের সংঘাত ॥

কুটনৈতিক ধূর্তবুদ্ধি প্রকট পরিষ্কার—
ব্রিটিশের ইহা উসকানি চাল ভেদগত অধিকার
পাকিস্তানের দাবীতে অটল থাকি
জিন্নার দাবী বলবান করে দ্বিজাতি-তত্ত্ব হাঁকি—
গান্ধী ঘোষণা—"চিরপ্রভুত্ব চাহিছে বজায় রাখি
ব্রিটিশ থাকিতে—শাসনক্ষমতা-জোর করি কাড়িবার
শক্তি নাহলে—মিটিবেনা কভু স্বাধীন হওয়ার সাধ ॥
"সেই শক্তির উদ্ভব নাহি হবে দেশে যতদিন
বুঝেছি ভারত থাকিবে পরিয়া এরকমে পরাধীন—
সুধু অহিংসা উপায়েতে অর্জন
করিবে ভারত—জানি শক্তিকে করি তাহা দর্শন"—
এমন করেই ব্যর্থ হইল নেতৃ সম্মিলন—
গান্ধী আবার জিন্নার সাথে আলাপে সম্মুখীন
বৃথাই প্রয়াস জিন্নার সুধু স্বাতন্ত্র্যে আঁখি পাত ॥
গান্ধী তখন হিন্দুমুসলমানের ঐক্য চেয়ে
ঐক্যের পথে সংস্কৃতিগত-মৈত্রীর গান গেয়ে
সফর চলিছে—সর্বনাশের বুকে
উঠে প্রার্থনা অন্তর ভরি ভারতের কাল-দুখে
আসুক সত্য—ধ্রুবমঙ্গল সব মানুষের সুখে
সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথে শুভবুদ্ধিকে ছেয়ে
আসুক আলোক মানবতা-বোধে ভেদ হোক উৎখাত ॥
ইংলণ্ডের নির্বাচনের ফল শুনি বিস্ময়
মানিল জগৎ—রক্ষণশীল দল বরে পরাজয়—
মহাযুদ্ধের কালমেঘ ধীরে সরে
মিত্রপক্ষ অক্ষাধিকার দ্রুত উচ্ছেদ করে—
সে-সন্ধিক্ষণে—রক্ষণশীল মানসিকতায় ভরে
এ মহাসুযোগ চার্চিল জাগে প্রবল ক্ষমতাময়—
জনমত গাহে যুদ্ধবিজয়ী চার্চিল জয়নাদ ॥

শ্রমিকদলের আপত্তি উঠে তবু চলে আয়োজন
যুদ্ধের শেষ অপেক্ষা নয়—এখনই নির্বাচন
প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রমিকদলকে জয়ী
চার্চ্চিলরাজ খুঁজিছে শক্তি—প্রবলা-শক্তিময়ী—
এসময়ে চলে ভারতের বুকে কুটনীতি-আশ্রয়ী
ওয়াভেল সাথে পুনঃ আলোচনা—নেতৃ-সম্মেলন
রাজনৈতিক ভাঁওতায় চলে রক্ষণশীল ফাঁদ ॥

বিভাগ সৃষ্টি—বিরোধ সৃষ্টি দুই দলে সংগ্রামে
ভারতে জাতীয় ঐক্য বুদ্ধি—কোনমতে নাহি নামে
এ উদ্দেশ্যে ব্রিটিশের নীতি ধরি
চলে আলোচনা—গান্ধী তখন কংগ্রেস থেকে সরি
জনজীবনের নৈতিক-বোধ—অহিংসাকেই বরি
স্বাবলম্বন কর্মকাণ্ডে দারিদ্র্য যাতে থামে
সেই ব্রতে চলে সত্যপ্রচারে—খাদি প্রসারেই সাধ ॥

যদিও থেমেছে দুন্দুভি-ধ্বনি আগস্ট-বিপ্লবের
অনুক্রমিত স্বাধীনতা-বোধে অন্তর ভারতের
নতুন আবেগে তবুও আন্দোলনে
শুনে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী স্বাধীনতা-আয়োজনে
নেতাজী সুভাষ বহির্ভারতে প্রবল উদ্দীপনে
আঘাত হানিল আজাদ-হিন্দ ফৌজের বিচারের
সুরুতেই সেই সত্যঘটনা অপূর্ব সংবাদ ॥

গান্ধীসাধনা জনগণমনে ভারতীয় বাহিনীতে
স্বদেশপ্রেমের এনেছে চেতনা—স্বাধিকার-দৃষ্টিতে
সাথে সরকারী কর্মচারীরা জাগে
গান্ধী-সাধনা স্বাধীনতারূপ অমৃতের অনুরাগে
জাগায়ে দিয়েছে দেশে আপামর—স্বাধীনতা পুরোভাগে
চেতনায় তাই বিদেশী-শাসন অসহ্য চারিভিতে
নৌ-বিভাগের অসন্তুষ্টি ঘটালো বিসংবাদ ॥

ব্রিটিশ চালায় পক্ষপাতেই নৌ-নীতি-ব্যবহার
ব্রিটিশের মানে করে ভারতের অধিকার সংহার—
গান্ধী-সাধনা সকলে নির্বিশেষে
সমতার বোধে দিয়েছে আত্ম-সম্মানে পরিবেশে
জীবন-ভাবনা—সেই চেতনায় বিদ্রোহ এল দেশে
পক্ষপাতের অন্যায়-নীতি অপমান আত্মার
নৌ-বিদ্রোহে কামানের গোলা করি উঠে ভীমনাদ ॥

দেশাত্মবোধে গান্ধী-চেতনা এক মহাজাতীয়তা
প্রকাশি ভারত-কণ্ঠে ফুকারে স্বাধীনতা স্বাধীনতা—
সঙ্গে সঙ্গে ভারত-জীবনময়
আনে জাগৃতি—প্রাণতর্পণে ছুটে চলে নির্ভয়
বিদ্রোহী দেশ—হিন্দুমুসলমানের বিভেদ নয়
এক মহাজাতি—অধীনতা নাশে প্রাণের উচ্ছলতা—
নৌ-বিদ্রোহে তখন চলিছে উন্মাদ সংঘাত ॥

গান্ধীর পথ এই পথ নয়—অহিংসা অভিলাষী
কংগ্রেস তাই শান্তিদূতের ভূমিকায় নামি আসি
শান্তিপূর্ণ উপায়ে পক্ষপাতি
করে আবেদন—থামাতে দেশের সন্ত্রাস মাতামাতি
কংগ্রেস পথে শান্তিভঙ্গ থেকে দূরে আসে জাতি—
জাতীয় জীবনে মহাজাতীয়তা উঠে সাথে উদ্ভাসি
ব্রিটিশ দেখিছে ভারত জনতা আছে কংগ্রেস সাথ ॥

আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ বিচার ব্রিটিশ তখন ভুলে—
দেখে ভারতের দীপ্ত জীবনে মহাজাতীয়তা দুলে
ব্রিটিশ গুলিতে আত্মাহুতির ডাকে
তরুণ জীবনে সাড়া পরে যায়—কাড়াকাড়ি হতে থাকে
আগে কেবা প্রাণ করিবে প্রদান ছুটে চলে ঝাঁকে ঝাঁকে
ভারতে আগষ্ট-বিপ্লব-স্মৃতি ছুটে শিহরণ তুলে—
গান্ধীজীবন এনেছে চেতনা জাতির স্বাধীন সাধ ॥

ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যের অভাব ক্রমেই ফুটে
অচিনলোকের অন্তর ভরি এ-ধারণা জাগি উঠে
আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ প্রতিক্রিয়া
এনেছে ভারতে স্বাধীনতা চাই জীবন-সমর্পিয়া
দেশের জন্য—বিদেশী শাসন নাশন-মন্ত্র নিয়া
জাগিয়াছে জাতি একটি সত্য—ভারত বক্ষে লুটে
গান্ধী জাতির জনক—গান্ধী আনে স্বাধীনতা সাধ ॥

সিমলার থেকে গান্ধীর আসে আবার আমন্ত্রণ
রক্ষণশীল কুটনীতি খেলা নবভাবে বিরচণ—
গান্ধী তখন জানায় রাষ্ট্রপতি
আজাদ যোগ্য প্রতিনিধিত্বে—খাদি প্রসারেই মতি
গান্ধী তখন দেশে খুঁজে স্নধু থামাইতে দুর্গতি
সাম্প্রদায়িক ঐক্যক্ষেত্রে জনমন জাগরণ—
পূর্ণ হলো না গান্ধীকে পাওয়া ওয়াভেল দেখে বাদ ॥

অন্তর্বর্তীকালের জন্য মীমাংসা প্রস্তাবে
আপাত শান্তি রক্ষানীতিকে ওয়াভেল সার ভাবে
তারপর শেষ নির্বাচনের পালা
চার্চ্চিল চোখে সাম্রাজ্যের স্বপ্ন-আলোক জ্বালা
ভারতে ব্রিটিশ শাসন রক্ষা ব্রিটিশের চোখে আলা
উৎসবে ভোগে—ব্রিটিশ সূর্য অস্ত কভু না যাবে
সাম্রাজ্যের আকাশের থেকে—স্বপ্নে দৃষ্টিপাত ॥

শ্রমিকদলের বিজয়ে ভারত শাসনের নীতিপথে
প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি দেখিছে রেশারেশি নানামতে
ব্রিটিশ কায়েমী-স্বার্থ স্থষ্টি করে
মহাযুদ্ধের আঘাতে ব্রিটিশ-মনে উদ্বেগ ভরে—
এদিকে আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ-ঐক্যকে অনুসরে
আন্তর্জাতিক-সমস্যা গুলি ব্রিটিশ কর্মরথে
হানিছে আঘাত শ্রমিক নেতারা দেখে শত সংঘাত ॥

টোরী-রাজনীতি কুটনীতি চাহে ঘরে সমস্যা চাপে—
ভারতের বুকে মর্ম্মন্তুদ বেদনা মনস্তাপে
জাতীয় জীবন হয়েছে ম্রিয়মাণ
এ্যাটলীর চলে শান্তিপূর্ণ সমাধান-সন্ধান—
অবশেষে তাই লন্‌ডনে হয় ওয়াভেলে আহ্বান
শান্তি-সলিল সিঞ্চন করা আগ্নেয় উত্তাপে
এসেই ভারতে ওয়াভেল ঘোষে নির্বাচনের সাধ ॥

গান্ধীর চোখ জাতীয় ঐক্য-সংস্কৃতি আলো জ্বলে
আত্মশক্তি নির্ভরে খাদি গ্রাম-উদ্যোগ চলে
পরিবেশ খুঁজি অহিংসা-চেতনার
গঠন মূলক-কর্মে চলিছে প্রসার অহিংসার—
স্বাবলম্বন আদর্শবাদে কাজ চলে চরকার
রচনাত্মক কর্মকাণ্ডে গান্ধী ঘোষিয়া বলে—
"বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতিতে শোষণের উৎখাত ॥"

সাম্প্রদায়িক ঐক্যে বৃদ্ধি—অস্পৃশ্যতা দূরে
মাদকদ্রব্য ব্যবহার হীন গ্রামের জীবন জুড়ে
একটি চেতনা—প্রতীক অহিংসার
দিকে দিকে চলে গঠনাত্মক কল্যাণ রচনার
কর্মযজ্ঞ—জাতীয় চেতনা পূর্ণ স্বাধীনতার
লক্ষ্যে খুঁজিছে—জাতীয় জীবন স্বরাজের-গীতি সুরে
খাদি-উদ্যোগে খুঁজিছে জীবন শোষণের উৎখাত ॥

গান্ধী-সাধনা বঙ্গে চলিছে—মুক্ত বন্দীগণ
লাট কেশী করে গান্ধীজীবনে মানবতা-দর্শন—
গান্ধীপথের পথিক যে জন নয়
তারো প্রতি আছে গান্ধীর টান প্রেম-মমতা ময়
দেশপ্রেম আর ত্যাগ আদর্শ জাগে যেথা নির্ভয়
গান্ধী সেখানে সকলের প্রতি করে প্রেম বর্ষণ
সত্যকে চেয়ে মিথ্যার করে ঘোরতর প্রতিবাদ ॥

সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানের তীর্থভূমিতে এসে
দেশকল্যাণে-মৈত্রী-সাধনা—গান্ধী-কণ্ঠে ভেসে
উঠে সঙ্গীত ধর্ম-সমন্বয়ে
বিবিধ ধর্মগ্রন্থের থেকে বাণী-গীত-সঞ্চয়ে
প্রতি ধর্মের সত্য-প্রজ্ঞা-সম্বোধি-পরিচয়ে
গান্ধীজীবন সাগরের বুকে শতধারা-স্রোত মেশে
ঐকতানের রামধুন গীতে—আত্মার আহ্লাদ ॥

প্রার্থনা সভা—সাম্প্রদায়িক ঐক্যে বৃদ্ধি করে
গান্ধী-কণ্ঠে প্রার্থনা শেষে সমস্যা পথ ধরে
সমাধান বাণী নিয়ত উচ্চারণ—
ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট শক্তি প্রার্থনা-দর্শন
প্রচারিত করে—গান্ধীজীবন অমৃত আস্বাদন
প্রার্থনা আনে মৈত্রী-চেতনা—অন্তরে অন্তরে
স্থিতপ্রজ্ঞের প্রজ্ঞায় ঘুচে মানসিক ভেদবাদ ॥

গান্ধী শান্তি-নিকেতনে আসি করে স্মৃতি-তর্পণ
কবীন্দ্র নাই স্মৃতি পড়ে আছে—এ-শান্তি-নিকেতন
এনড্রুজ-স্মৃতি হাসপাতালের লাগি
জনতার কাছে ধনভাণ্ডারে সহায়তা-দান মাগি
এসেছে অর্থ—দীনবন্ধুর সেবা-প্রাণ-অনুরাগী
ধন্য জীবন করিয়া স্মরণ—ইচ্ছা সংরচন
সেবারতীর্থ—হলো ভিত্তিতে প্রস্তর সেথা পাত ॥

বাংলার নদী—বাংলার প্রাণে তুলে চিরকাল সাড়া
গান্ধী দেখিছে জলপথে চলি বহি চলে নদীধারা
সমুদ্রপানে—বঙ্গের সাধনায়
যুগে যুগে তাই খুঁজে সুন্দরে সীমায় অসীমতায়—
মেদিনীপুরে যাত্রার পথে প্রাকৃতিক সুষমায়
গান্ধীর মন ভূমানন্দের আবেশে আত্মহারা—
উঠে প্রার্থনা জীবনে হে রাম তোমার আরামে সাধ ॥

বঙ্গদেশের শ্যামল কান্তি সুজলা সুফলা হাসি
নদী তীরে তীরে ছায়া সুনিবিড় লাবণ্য রাশি রাশি
মুগ্ধ করিছে গান্ধীর প্রাণ-মন—
বৃদ্ধবটের অশ্বত্থের পাতার আন্দোলন
স্নিগ্ধ শান্তি ছড়াইয়া চলে সুরভিত সমীরণ
বনকুসুমের হাসিতে মধুর প্রকৃতিরে উল্লাসি
বঙ্গ আপন অঙ্গ-মাধুরী বিকশিছে দিন রাত ॥

সুপারী-কাঁঠাল-আম-নারিকেল গাছগুলি দূরে দূরে
আকাশের বুকে শঙ্খচিলেরা পরমানন্দে উড়ে—
গৃহস্থবাড়ী দেখা যায় ফাঁকে ফাঁকে
বিশ্বস্রষ্টা নিপুণ শিল্পী—প্রকৃতি মূর্তি আঁকে
কত বিচিত্র প্রকাশে বিশ্বে—উড়ে চলে ঝাঁকে ঝাঁকে
ডাহুক-বলাকা-চকাচকী-হাঁস নদীর বক্ষ জুড়ে
উঠে কল্লোল-সঙ্গীত—বুকে অপূর্ব আহ্লাদ ॥

মেদিনীপুরের অতীত-কীর্তি—তাম্রলিপ্ত কথা
প্রচারিত করে বঙ্গদেশের অখণ্ড স্বাধীনতা—
এই সেই ভূমি পূণ্যপরশময়
বিজয় সিংহ সমুদ্‌বোধিত প্রাণে জাগি নির্ভয়
ঘোষি বলি উঠে—"সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত জয়
করে ছুটে যাব দেশ থেকে দেশে খুঁজি চরিতার্থতা
আত্মার বলে লঙ্ঘি বিপদ—অন্তরে জয় সাধ ॥"

মেদিনীপুরের দেশপ্রাণ বীর বীরেন্দ্র শাসমল
সত্যাগ্রহে সত্য করেছে শাশ্বত উজ্জ্বল—
মিথ্যার কাছে করেনি আত্মদান
জ্বলেছে সত্যে জেগেছে ধর্মে দেশপ্রেমে দেশপ্রাণ
যুগ থেকে যুগে কালের বীণায় উঠে উদাত্ত গান
মেদিনীপুরের স্বদেশ-সিদ্ধি সত্যের বলে বল
উপলব্ধিতে ভারত যুদ্ধে ঘোষে বীর ভেরীনাদ ॥

ভারত জীবনে এ-মেদিনীপুর—বিপ্লব-সাধনার
তীর্থ রূপেই চিরভাস্বর আদর্শ সঞ্চার—
মাতঙ্গিনীর মহান্ আত্মদান
জাতীয় পতাকা দিকে দিকে উড়ে—তুচ্ছ মিথ্যা প্রাণ
অহিংসা আর স্বদেশপ্রেমের আলোকেই অবসান
অধীনতারূপ মিথ্যা-তিমির—চিরজয়ে আত্মার—
গান্ধী-কণ্ঠে উঠে অহিংসা-সত্যের জয়নাদ ॥

তমলুক-কাঁথি-সয়েছে অনেক ব্রিটিশ-নির্মমতা
অত্যাচারের কাহিনীতে ফিরে ধ্বনি জয় স্বাধীনতা—
স্বাধীন শাসন এখানে প্রবর্তন
সত্যাগ্রহে এখানে সিদ্ধি আনিয়াছে দর্শন
স্বশাসনে দেশ পশ্চাতে নয়—স্বশাসনে জনমন
সিদ্ধ হয়েছে—ব্রিটিশ-শাসন-স্বৈর-উদ্দামতা
তুচ্ছ করেই হেথা কংগ্রেস ঘোষে রণভেরীনাদ ॥

গান্ধীর ধ্যানে পার্থিবতাকে করিবারে সুন্দর
সত্যশিবের দাক্ষিণ্যের আনন্দে ভাস্বর—
বঙ্গদেশের পরিক্রমার পথে
গান্ধীর ধ্যানে সকল বিভেদ সমন্বয়ের মতে
ঐক্যে প্রকাশ—অসত্য থেকে মানব-আত্মা সতে
খুঁজিছে জীবন-হিরণ কিরণ মধুময় মনোহর
প্রার্থনা কালে নামে আত্মায় অপার্থিবতা-স্বাদ ॥

ঝড়ঝঞ্ঝায় কাঁথি-তমলুকে অশেষ-দুর্দশায়
অটল দাঁড়ায়ে ঘোষে ব্রিটিশের উদ্ধত-অন্যায়
সত্য আলোকে আত্মার বলে বলি
সত্যাগ্রহী অত্যাচারের আক্রমণকে দলি
হিংসাকে জয়ে চলে নির্ভয়ে—রাখি প্রাণ-অঞ্জলি
সিদ্ধি এসেছে মাতঙ্গিনীর জীবনের সুষমায়
সকল বেদনা অমৃতমধুর—দেশপ্রেমে প্রাণপাত ॥

অহিংস ছিল যেই পরিমাণে জনতা-আন্দোলনে
সেই পরিমাণে সিদ্ধি অমৃত বিপ্লব বরিষণে—
সৈন্য-পুলিসী অশেষ বীভৎসতায়
বীর "বিদ্যুৎবাহিনী" জেগেছে স্বদেশের সাধনায়
গান্ধীর ব্যথা অন্তরে শুধু—হিংসা-অহিংসায়
কংগ্রেস-নীতি সত্য অর্থে জাগে নাই জনমনে
হত্যা না করা শুধু অহিংসা—নহে অহিংসবাদ ॥

মঠ মন্দির সেবাশ্রমের গণ্ডীতে নহে বাঁধা
গান্ধীজীবন সর্বসেবায় নিয়ত মন্ত্র সাধা—
গান্ধীজীবন তন্ত্রীর তারে তারে
পার্থিবতার ঐশ্বর্যের সুদূর সীমার পারে
বিপুল বিরাট সত্যজ্যোতিতে জাগাইয়া চেতনারে
একি সঙ্গীত সদা ঝঙ্কারে—সব হাসি সব কাঁদা
মানুষের লাগি—মানুষের সেবা ধর্মপালনে সাধ ॥

সকলের সুখ শান্তিকে চেয়ে অন্তরে ধ্যান জ্ঞান
জাগে গান্ধীর চেতনায় ভরি—নিঃশ্বাসে বহমান
অপার শান্তি সকলে যেখানে সুখী
হৃদয় যেখানে বিশ্ব-হৃদয়-চেতনার অভিমুখী
গান্ধী কণ্ঠে উচ্চার ধ্বনি—"পৃথিবীর যত দুখী
শুন ভয় নাই জেনেছি সত্য সত্যই ভগবান
সত্যশরণে অপগত দুখ—প্রাণে ভূমা-আহ্লাদ ॥

স্বাধীনতা সেথা জীবনধর্ম—নাই কোথা অপচয়
সত্যের রূপে আত্মা আরামে রামের অভ্যুদয়—
ঐহিক-দুখ-দুর্দশা নাশ করি
রামরাজত্বে সত্য সদাই রাজদণ্ডকে ধরি
প্রজার জন্য রাষ্ট্রকে রচে—লোককল্যাণে ভরি
সর্বসেবার নীতি পথে সদা খুঁজিছে দুখের ক্ষয়—
আপদে-বিপদে রাষ্ট্র সেখানে মিটায় প্রজার সাধ ॥

পৃথিবীর থেকে হিংসা-যুদ্ধ চিরতরে বর্জনে
রামরাজ্যের জনগণ জাগে—আত্মিক জাগরণে
সর্বসেবাই ধর্মনীতির সার
তাই দেখে সদা বন্ধনহীন মানুষের অধিকার—
পরের নিকট পেয়ে উপকার—করে না যে উপকার
কি করে কামনা কল্যাণে করে—স্বার্থ সজাগ মনে
যে থাকে জাগিয়া—নিজের সে আনে নিজেই অধঃপাত ॥

জাতীয়-ঐক্য-আন্দোলনের স্বার্থরক্ষা আশে
সাম্প্রদায়িক-মৈত্রী-চেতনা গান্ধীর বিশ্বাসে
গভীর হইতে অধিক গভীরতর—
লীগ-শাসনের বিষময় ফলে বাংলার অন্তর
বিষে জর জর—বিদ্বেষ-বোধে জাগিছে পরস্পর
জাতীয়-ঐক্য হানিকর পথে দারুণ সর্বনাশে—
তাই মৈত্রীর শত্রুরা করে মিলনের প্রতিবাদ ॥

ঐক্যপ্রেরণা সৃষ্টিতে উঠে জাতীয় পতাকা তাই
ন্যায়সঙ্গত সম-অধিকারে বিরোধ কারণ নাই—
জিন্নার জিদ—বিভেদের তরবারী
জাতীয়-ঐক্য-সংস্কৃতি-গত-মৈত্রীর মহামারী—
গান্ধীকণ্ঠে নবসঙ্গীত চেতনাকে বিস্তারে
বলিছে হিন্দুমুসলমানেরা চিরকাল ভাই ভাই
জাতীয় স্বার্থে হও এক সবে—মিলনে পুরাও সাধ ॥

ব্রিটিশ শাসন উৎখাত শেষে—স্বাধীন-ভারতবুকে
সার্বজনীন-ঐক্যে জাতির সকলেই সুখে দুখে
দেখিবে সত্য ভারতের জাতীয়তা
ধর্মের নামে ভেদ-ভিন্নতা—রোধ করে স্বাধীনতা
বিস্তার করে আত্মনাশনে হিংসার আবিলতা—
গান্ধীকণ্ঠে উচ্চার হয়—দ্বিজাতি-তত্ত্ব ঠুকে
সাম্প্রদায়িক-নষ্টামিমূলে উন্মাদ ভেদবাদ ॥

বর্ষায় যথা মেঘমালা ছুটে আকাশ আচ্ছাদিয়া
সাম্প্রদায়িক মোহ বিস্তারি—দ্বিজাতি-তত্ত্ব নিয়া
লীগ-অনুচর স্বার্থক্ষুধায় ফিরে
ব্রিটিশ পেছনে ইন্ধন দেয়—ভারত-জীবন ঘিরে
শঙ্কাজনক রাজনীতি নামে কুটনীতি ধীরে ধীরে
জিন্না চালিত গোপন-চক্রে উঠিছে উদ্দীপিয়া—
গান্ধীকণ্ঠে প্রার্থনা উঠে থামাও বিসংবাদ ।।

মনের শুদ্ধি বিলুপ্তি করি পাপকর্মের প্রতি
আসক্ত মনে মিথ্যাচারেই জাগি উঠে পাপ মতি—
রাজনীতিনাশে মনের শুদ্ধাচার
গান্ধী দেখিছে ভারতের বুকে অপমান আত্মার—
প্রার্থনা-সভা ভুক্তিমুক্তি ফল করে সঞ্চার—
মঙ্গলহেতুভূতমহাফলে নিয়ে আসে সদ্‌গতি
মহাপাপ-নাশ অকল্যাণের করি চলে উৎখাত ।।

রাজনীতিকেই শুদ্ধ করিতে গান্ধীর উপাসনা—
প্রার্থনা-সভা মানসে মানসে জাগায় উদ্দীপনা
বিকল্পহীন সত্য পরাৎপর
রামধুনে উঠে সমন্বয়ের আদর্শে ভাস্বর
সত্য প্রকাশে মানব-প্রীতির শাশ্বত সুন্দর
আলোকে হাসিতে—বিবেক-ধর্ম-মৈত্রী সম্ভাবনা
তিমিরের পারে পরমজ্যোতির জগতে দৃষ্টিপাত ।।

মেঘ যথা ঢালে পৃথিবীতে জল সত্যের অনুরাগে
গান্ধী-আত্মা সাম্প্রদায়িক-ঐক্য-মন্ত্রে জাগে
সেই এক ধ্যান—যিনি বিকল্পহীন
আত্মজ্যোতিতে নিয়তপ্রকাশ জ্যোতির জ্যোতিতে লীন
সর্বধর্ম-শাস্ত্র-তন্ত্র সমভাবে সমাসীন
রামনিকেতনে—রামধুন চলে সত্যকে পুরোভাগে
আলোকে আলোক—সত্যে সত্য বিতরিছে আহ্লাদ ।।

কৃষ্ণপক্ষে গভীর তিমির ভয়াবহ মেঘে মেঘে—
ভারতের বুকে লীগ-রাজনীতি রাক্ষুসী-মায়া লেগে
স্বার্থ-সাধনে সাজিছে-ভয়ঙ্কর
হিংসা-পীড়িত দ্বিজাতি-তত্ত্বে আবৃত-কলেবর
ভারতের থেকে স্বাতন্ত্র্যে উঠে পাকিস্তানের স্বর—
কংগ্রেস দেখে ভারতভাগের কালনেমি উঠে জেগে
বৃথা ঐতিহ্য-সংস্কৃতিগত ঐক্যের মনোসাধ ॥

প্রার্থনা-সভা গান্ধীর চলে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন
মহাপাপ থেকে নিষ্কৃতি লাগি সত্যের কীর্তন—
আল্লা ঈশ্বর সে একেরই বহুনাম।
ধর্ম-বিরোধ-মিথ্যা-পঙ্কে আসুরী মনস্কাম—
সে একের বুকে সত্য বিরাজ—মহাপাপ উদ্দাম
ধর্মদ্বন্দ্বে—মহাবিনষ্টি ঘটায় বিসর্জন
গান্ধীকণ্ঠে উঠে নিবেদন থামাইতে মনোবাদ ॥

প্রার্থনাসভা আসামে চলিছে—আনন্দ প্রাণে লাগে
আগামী দিনের নবীন আলোকে—গান্ধীকণ্ঠে ফুটে
"কয়েক মাসের মধ্যেই স্বাধীনতা
ভারত চলিছে করিবারে লাভ"—প্রশান্তি নীরবতা
প্রার্থনা সভা করছে মধুর—হীনতা-উদ্দামতা
অস্পৃশ্যতা পাপপঙ্কেই ভারত যখন লুটে—
উঠে গান্ধীর প্রার্থনা শুধু মিথ্যার উৎখাত ॥

বাতাসে বাতাসে গান্ধীর কথা—গান্ধীর চিন্তার
স্বচ্ছ-আলোক তিমির বিদারী উষা সম সঞ্চার—
পৃথিবী শুনিছে সত্যের পথে চলা
মিথার সাথে আপোষ সন্ধি চিরকাল নিষ্ফলা
রাজনীতিতেই গীতার ভাষ্যে সত্যে সমুজ্জলা
প্রেমের দৃষ্টি বিশ্বমানবে আত্মিক অধিকার
দিতে যেন বলে—শান্তির পথ সত্যে অপ্রমাদ ॥

আগামী দিনের দিকে আঁখিময় একি আলো পরকাশ
গান্ধী কণ্ঠে উদ্গীত হয়—কেহ নহে কারো দাস
“শ্রমিকগণই প্রকৃত মালিক জানি
কারখানা গুলি শ্রমিকগণের ন্যাসের বিত্ত মানি—”
আগামী দিনের রাষ্ট্র দ্বন্দ্বে থামাইতে হানাহানি
সাম্যনীতির নতুন প্রয়োগ নীতিতে সমুদ্ভাসি
পুঁজিবাদীতার অন্যায় নাশে গান্ধী দৃষ্টিপাত ॥
মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি জাপান যুদ্ধে হারে
আট্‌লান্টিক-সনদে ঘোষিত মহান্‌ অঙ্গীকারে
ব্রিটিশ দেখিছে নাহি চলে বিচ্যুতি—
স্বাধীনতা আর নিরাপত্তার রাখিতে প্রতিশ্রুতি
তখন ব্রিটিশ চলেছে পালনে—আনন্দ আলোছ্যুতি
পৃথিবীর বুকে খেলিছে তখন নিরাশা অন্ধকারে
পৃথিবী দেখিছে সাম্রাজ্যের আশে আশে উৎখাত ॥
ভারত আজাদ-হিন্দ্‌ ফৌজ বন্দীজীবন যাপে
বিচারের পালা সুরু হয়ে গেছে—অশান্তি ধাপে ধাপে
নৌবাহিনীর বিদ্রোহ-অভিযানে
উঠেছে মাতিয়া বোম্বাই থেকে ভারতের সবখানে—
জাগে আসিন্ধু-হিমালয় ব্যাপী একমন একপ্রাণে
ব্রিটিশ বিরোধী নব অভিযান—নৈতিক বলচাপে
চাহিছে ব্রিটিশ আপোষের পথে মিটাতে ভারত সাধ ॥
গান্ধীর দাবী বড়লাট শুনে—“ভারতের জনগণ
শ্রদ্ধার চোখে যাহাদের দেখে সঙ্গত প্রয়োজন
সেই লোকদের মুক্তি করাই দান”
বড়লাট নাহি দেয় এতটুকু গান্ধীর বাক্যে কান—
শেষে ক্যাবিনেট মিশন যখন ভারতে অধিষ্ঠান
তখন গান্ধী আবেদনে হলো বিমুক্ত নেতাগণ
আজাদ-হিন্দ্‌ সৈন্যগণের মুক্তির আলোপাত ॥

সুরু ক্যাবিনেট মিশনের সাথে বোঝাপড়া এইবার
লীগ সুরু করে কংগ্রেস সাথে শত্রুতা ব্যবহার—
গান্ধীজীবন-সিদ্ধি-অরুণাচলে
ভবিষ্যতের গরিমায় প্রাণ নবীন-আলোকে জ্বলে—
বন্ধন থেকে মুক্তির সুখ-চেতনা সমুচ্ছলে
গান্ধীজীবনে জেগেছে সেদিন অন্তর আত্মার
সত্যমন্ত্রে শত্রুর মন পরিবর্ত্তন সাধ ॥

মোসলেম লীগ কংগ্রেস সাথে সুরু করে সংগ্রাম
পাকিস্তানের দাবীতে জিন্না আরো—আরো উদ্দাম
অন্যায় জেদ স্ব-স্বার্থ-অধীরতা
ব্যর্থ করিতে বসেছে বুঝি বা ভারতের স্বাধীনতা
দেখে ক্যাবিনেট মিশন কেবল হিংস্র-উদ্দামতা
কংগ্রেস যেন লীগের শত্রু—তাই কংগ্রেস বাম-
মনোভাবে খুঁজে মুসলমানের স্বার্থ নির্বিবাদ ॥

সদিচ্ছাময় আন্তরিকতা ব্রিটিশের আছে জানি
ব্রিটিশের 'পরে আস্থা রেখেই কংগ্রেস নিল মানি
প্রস্তাব যত ক্যাবিনেট মিশনের
পুরাপুরি ভাবে—মোসলেম লীগ নেতাকে বিশ্বাসের
পরিণামে করি ওয়াভেল ভুল—লীগ-সদস্যদের
অন্তর্বর্তীকালীন শাসন পরিষদে দিল আনি
অন্তর্বিরোধ—কার্যক্ষেত্রে পদে পদে অভিঘাত ॥

জহরলালের আস্থা তখন ওয়াভেল উপরেই
পরিণতি শেষে অঙ্কিত করে করুণ দৃশ্যতেই—
আস্থা স্থাপন সদিচ্ছা থেকে সরে
এ যে বিশ্বাসে চোরাবালি চরে বসবাস ঘর করে
নিয়ত পক্ষপাতিত্বে ঝরে মোসলেম লীগ 'পরে—
কংগ্রেস নীতি ব্যর্থ করিতে কোনো মতে হেলা নেই
লীগ খুঁজে শুধু ঘোরানো পথেই মিটানো জিন্নাসাধ ॥

গণ-পরিষদ ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধ আয়োজনে
ওয়াভেল জাগে—কংগ্রেস-দাবী লীগ সদস্যগণে
বহিষ্কারেতে—ওয়াভেল নহে রাজি
কেন্দ্রীশাসন পরিষদ থেকে—ভারতবর্ষে বাজি
উঠিল দারুণ আঘাত সহসা—লীগের কাজের কাজি
ওয়াভেল রূপ সহসা প্রকট এক মুখে তুই মনে—
পদে পদে শুধু লীগ তোষণেই আসে শত উৎপাত ॥

কেন্দ্রী শাসন পরিষদে লীগ সেজেছে রাজার দল
প্রতিকাজে খুঁজে বড়লাট-রূপী-ওয়াভেল-বাহুবল—
জহরলালের স্তম্ভিত দৃষ্টিতে
প্রকাশিত হয় অনাসৃষ্টিতে ব্রিটিশ উসকানীতে
চলে লীলাখেলা লীগ উৎপাত স্ব-স্বার্থ সিদ্ধিতে—
জিন্না তখন দ্বিজাতি বিরোধে উচ্ছল চঞ্চল
সংঘর্ষের মনোভাবে চাহে জীয়াইতে সংঘাত ॥

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এ্যাটলী দেখে চোখে উজ্জ্বল
সময় এসেছে ভারত ছাড়ার—তাই ভাবী মঙ্গল
চেয়েই ব্রিটিশ নীতি পরিবর্তন—
ওয়াভেল-নীতি ব্যর্থ ভারতে—শান্তি সংস্থাপন
ভারতের সাথে আপোষ লক্ষ্যে চলে সেই আয়োজন—
জিন্না তখন লীগের ঘোষিত নীতিতে অচঞ্চল
দ্বিজাতি ভিত্তি মুসলমানের স্বার্থ সাধন সাধ ॥

হিন্দুদ্বেষী জ্বালায় জিন্না জ্বলি কংগ্রেস নামে
চাহে ক্যাবিনেট মিশনের কাছে চরম মনস্কামে
মুসলমানের স্বার্থে পাকিস্তান—
গান্ধী সেদিন স্তব্ধ ভাবিছে—হে সত্য ভগবান
স্বার্থ-অসুর জাতির ভাগ্য করি চলে খান্ খান্
কোথা সেই পথ—দেখাও দেখাও মিথ্যাজেহাদ থামে
উঠে প্রার্থনা গান্ধী-হৃদয়ে—দূর কর পরমাদ ॥

এইত সত্য শাশ্বতকাল বিরাজিত চরাচরে—
যারা অপরাধী তারাই কেবল অন্যে হিংসা করে
হিংসার মূলে গান্ধীর চোখে ভাসে
অপরাধ শুধু—ভারত বিভাগে জিন্না এগিয়ে আসে
কোথা স্বাধীনতা-সংগ্রামে ছিল ফল খুঁজে উল্লাসে—
তবু শান্তিকে গান্ধী কামনা সারা অন্তর ভরে
ক্ষমাকরুণায় জাগে অনুভূতি মধুরস-আস্বাদ ॥

পরহিত যার স্বভাব-ধর্ম আপন বিনাশ কালে
বৈরতা নিয়ে শত্রু নিধনে অগ্নি কভু না জ্বালে—
চন্দনতরু কুঠার ছেদন করে
কুঠারের মুখ-মধু-সুরভিতে চন্দনতরু ভরে
দুরাত্মা যারা দুর্বলজনে পীড়াগ্নিতেই ধরে
মঙ্গল নাশে—অমঙ্গলের খরশান খরবালে
সর্বনাশের দৃশ্য দৃশ্যে জুড়ায় হীনতা-সাধ ॥

কোথা আদর্শ ত্যাগপুণ্যের—ভাগ চায় উড়ে এসে
মূর্খ সেজন পাপাচরণেই কৃতপাপে চলে ভেসে—
কৃতকার্যের পাপার্জনের ফল
একা ভোগ করে—বক্ষে মিথ্যা-পাথর জগদ্দল—
জিন্না ভারত খণ্ডনে চলে অস্থির চঞ্চল—
গান্ধী দেখিছে লুব্ধক যেন ভোগসুখে অক্লেশে
বসাইতে ভাগ সত্যের করে ঘোরতর প্রতিবাদ ॥

লীগ কংগ্রেস দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বরে
গান্ধী ইচ্ছা—স্বাধীনতা রণ বহু বৎসর ধরে
করিয়া এসেছি—গণ পরিষদ গড়ি
যদি পরীক্ষামূলক ভাবেই তাহাকে এখন বরি
প্রকৃত স্বদেশী গণ পরিষদ্—স্বরূপ মূর্ত করি
জাতির জীবনে স্বাধীনতা বোধে কল্যাণ দেবে ভরে—
গণ পরিষদে-সহযোগ-সহ জানাই আশীর্বাদ ॥

কুটনীতি পথে জিন্না যাত্রা পাকিস্তানেই মতি
ঘোষিল হিন্দু কংগ্রেস থাকা জানায়ে অসম্মতি—
"গণ পরিষদ্ একটি চিনির বড়ি
চিনি গলে গলে বের হবে রূপ আসল স্বরূপ ধরি—"
জিন্নার কথা শুনেই গান্ধী—শিহরি—ব্যথায় ভরি
উঠে অন্তরে—পাপ সঙ্কটে সত্যেই হোক গতি
পাপ দূরে মন পরিবর্তনে থেমে যাক উৎপাত ॥

প্রার্থনা-সভা চলে গান্ধীর—রামধুনে রামরাম
উঠে প্রার্থনা পুরাও সত্য ভারত মনস্কাম
ন্যায়পথে থাকি করি ন্যায় আচরণ
জনমঙ্গলে ভারত-বিধান হোক হোক বিচরণ—
শস্য শালিনী করিতে পৃথিবী মেঘে হোক বর্ষণ
দেশ ক্ষোভহীন—হোক সবে সুখী থেমে যাক উদ্দাম-
পাপের প্রতাপ—চাই অহিংসা সত্যের আলোহ্লাদ ॥

নীতি-বাগ্মিতা-বুদ্ধি-করুণা-গান্ধী চরিত্রের
মাহাত্ম্য করে সদা কীর্ত্তন মানব-মঙ্গলের
মহাভারতীয়-মানসের জাগরণে
সর্বমানব-হিতসাধনের দৃষ্টি-উন্মীলনে
প্রার্থনা-সভা হয় সুমধুর জাতীয় উজ্জীবনে—
প্রাণীমাত্রের দুখবিদূরণে মানবতা-ধর্মের
সঙ্কল্পের মন্ত্রের সুরে মিথ্যার প্রতিবাদ ॥

স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা ব্যর্থ করিতে জাগি
জিন্না তখন কংগ্রেস সাথে সংগ্রাম-অনুরাগী—
গণ পরিষদ্ গঠনেও রাজি হয়ে—
কংগ্রেস সাথে সংখ্যা সাম্যে আপত্তি শেষে লয়ে
পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যানে—হিংসার বিষ বয়ে
ভাবী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ডাকে—বিভেদ সৃষ্টি লাগি
লীগ ছুটি চলে—সর্বনাশের আক্রোশ সাথ সাথ ॥

ঐক্যের পথে—কংগ্রেসে চায় নতুন রূপান্তর—
লীগ সুরু করে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস গুরুতর
অবাধ হত্যা ঘরবাড়ী লুণ্ঠন
লীগের হস্তে বঙ্গে শাসন—অকথ্য নিপীড়ন
অরাজক হলো কলিকাতা শেষে কংগ্রেস-গতমন
ভারত-জীবন স্তব্ধ দেখিছে ধ্বংস বৈশ্বানর
ক্ষেপেছে ভীষণ—আত্মনিধন সৃজি চলে উৎপাত ॥

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বেপরোয়া হানা চলে
চলে নরনারী-শিশুকে হত্যা ধর্মজেহাদ বলে—
নারী-ধর্ষণ-হরণ-অত্যাচার
ধর্মান্তরে চলে নিপীড়ন মন্দির চুরমার—
অস্ত্রশস্ত্র আগ্নেয়াস্ত্রে চলে লীগ হত্যার
হিন্দুর গৃহ লুটপাটে নাশে—ধ্বংস অগ্নি জ্বলে
অপহৃতাদের দিকে দিকে উঠে করুণ আর্তনাদ ॥

গান্ধী চাহিছে অন্তরে শুধু কোথায় সত্য আলো
দিকে দিকে নামে অমাবস্থার করুণ তিমির কালো—
নিবিড় পুঞ্জীভূত জঞ্জাল গ্লানি
হিন্দুনিধনে লীগ অভিযান চলে জাতীয়তা হানি
দ্বিজাতি-তত্ত্বে জিন্না কণ্ঠে উঠে সন্ত্রাসী-বাণী—
গান্ধী হৃদয়ে প্রার্থনা উঠে—মানুষের চেয়ে ভালো
যে সত্য চেয়ে জীবনসাধনা—সে সত্যে সেবা সাধ ॥

রাজনৈতিক-সংঘর্ষের অস্ত্র জিন্না হাতে—
সে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে রূপ সংঘাতে অভিঘাতে
ভারত-জীবন করি উঠে হাহাকার—
জিন্না তখন দ্বিজাতি-তত্ত্ব জেনেছে স্বার্থ সার—
সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা রাষ্ট্রীয় চেতনার
জাগরণে জাগি ব্রিটিশ দেখিছে অধিকার উৎপাতে
ব্রিটিশ-স্বার্থ সদা রক্ষিত—দেখি হাসে সংঘাত ॥

সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে ব্রিটিশ খেলে তাই চালবাজি
জিন্না যতই এগিয়ে চলেছে মারমুখো সাজে সাজি
ব্রিটিশ জাগিছে আত্ম-সন্তোষেই
ভারত যতই দহিছে পুড়িছে—হিংসা-অগ্নিতেই
ব্রিটিশ দেখিছে ধ্বংস সেখানে জনগণ-দ্বন্দ্বেই
গণতন্ত্রের ব্যর্থ-সাধনা—রণদুন্দুভি বাজি
কংগ্রেসে করে লণ্ড ভণ্ড—সিদ্ধ ব্রিটিশ সাধ ॥

বিদ্বেষ-বিষ-দুষ্ট-হাওয়ার প্রচণ্ড উত্তাপ
সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি-বিকাশে বিরোধের অভিশাপ
পদ্মা-মেঘনা-কীর্তিনাশার কুলে
সপ্ততটিনী-দশদিগন্তে আগ্নেয় ঝড় তুলে
বঙ্গ অঙ্গ থরহরি কাঁপে—পাঞ্জাব ভূমি দুলে
সহস্রফণা বিস্তার করি মোসলেম লীগ পাপ-
কলুষ প্রবাহে হলাহল ঢালে—উঠিছে আর্তনাদ ॥

সেদিন গান্ধী-বল্লভ ভাই-আজাদ-জহরলাল
জাতীয়তাবাদী-চিন্তা-সাগরে ধরিয়া জাতির হাল
হিংসামত্ত ঝড়ঝঞ্ঝার কোলে
কাল-নাগিনীর বিষাক্ত বিষ-প্লাবনে অট্টরোলে
বিপরীত ভাব-চেতনা-ক্ষিপ্ত প্রমত্ত কল্লোলে
শান্তির বাণী শুনায়ে ঘোষিল—জাগ্রত মহাকাল
সম্মুখে আছে—সত্যের বলে মিথ্যার উৎখাত ॥

মহাভারতের ইতিহাসে লেখা বহি আক্রমণ
ব্যর্থ করেই ভারত দিয়েছে মৈত্রী আলিঙ্গন
বহু সাধনার সংস্কৃতি-চেতনারে
একের মধ্যে বিচিত্রতাকে ফুটায়েছে বারে বারে—
কোথায় বিভেদ ভারত জেনেছে মানুষের সত্তারে
পরম সত্য—সেই সত্তায় ভাগবত জাগরণ
বিচিত্ররূপে—একের মধ্যে তাই অনন্ত হ্লাদ ॥

দেব-দৈত্যের যুদ্ধে যেমন দেবতারও হয় হার
সে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আনে জিন্নাও ছারখার
সূর্য-চন্দ্র রাহুর ছায়ায় যথা
ঢাকা পড়ে থাকে—তেমনি জাতীয় চিন্তার বিশালতা
সর্ববর্ণঐক্যে ঋদ্ধ একমহাজাতীয়তা
আক্রমণেতে বিপর্যস্ত—দারুণ অন্ধকার
জাতীয়জীবনে ঘনীভূত হয়—চলেনা দৃষ্টিপাত ॥

গান্ধী কণ্ঠে উদাত্ত বাণী—"ভয়কে করিয়া জয়
বিচ্ছিন্নতা সংশয় গ্লানি সকল বিপর্যয়
পার হতে চাই সত্যেই নির্ভর
আত্মার বলে মিথ্যার নাশে ঘটাতে যুগান্তর
সত্য-ভাবনা সত্য-কর্ম—হিংসা-অসুন্দর
ক্ষণিকের ইহা বিশৃঙ্খলা—বিরোধে সমন্বয়
বৈচিত্র্যে খুঁজি পরম ঐক্য মিথ্যারে অভিঘাত ॥

জিন্না তখন অনন্যমন ভীতির প্রদর্শন
সাম্প্রদায়িক পরিপ্রেক্ষণ বিদ্বেষ ভরা মন
দ্বন্দ্বে ভীষণ আয়োজন বিষময়
লক্ষ্য সদাই করে কীর্তন মৈত্রীর পথ নয়—
হিন্দুর বুকে আনি নিপীড়ন কার্যসিদ্ধি হয়
এ নীতি ভিত্তি সদা রক্ষণ ভেদবাদে দর্শন
কংগ্রেস বুকে অস্ত্র ক্ষেপণ ঘোষি চলে ভেরীনাদ ॥

নাটকীয়ভাবে জিন্নার মতি করিছে পদক্ষেপ—
ইতিহাস ঘটে দৃশ্যে দৃশ্যে আরক্ত সংলেপ
জিন্নাকীর্তি—জিন্নার বিষক্রিয়া
মথিয়া ভারত সমুদ্দীদিয়া অগ্নি তরঙ্গিয়া
বিষজ্বালা ছুটে জাতীয় জীবনে দহিয়া জাতীয় হিয়া
ভ্রূক্ষেপহীন জিন্না তখন বিষে বিষ নিক্ষেপ
করি আরো খুঁজে বিষময় জ্বালা ভারতে মনোন্মাদ ॥

জটিল-কুটিল-চাতুরীর খেলা কঠিন উদ্দামতা
নৈতিক মনোবলের ভীত্তি নাশিতে কৃতঘ্নতা
সঙ্কীর্ণতা নীচতা ঘৃণতা আনি
সাম্প্রদায়িক স্বার্থের নামে বিস্তারে হানাহানি
গান্ধীকণ্ঠে সমুচ্চারিত তখন শক্তিবাণী—
প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্যে জিন্না রাজনীতি জটিলতা
আরো সৃজি বলে—দ্বিজাতি-তত্ত্বে ভারত বিভেদ সাধ ॥

মোসলেম লীগ একি ইতিহাস চলেছে সৃষ্টি করি
ঘোর বাস্তব ঘটনাবলীতে চলে সুধু স্বাক্ষরী
হাতে করি নিয়ে স্বাতন্ত্র্যে পিস্তল
হিংসাবলেই হয়ে বিহ্বল—ছলে ছুটে চঞ্চল
হিন্দু তাড়াতে হিন্দু রক্তে ভাসায়ে রণস্থল
তাজা-রক্তের স্রোত ভাসি চলে—ক্রন্দন রোল ভরি
বাতাস ফিরিছে হাহাকার করি ছড়ায়ে আর্তনাদ ॥

এ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-রূপ কি হীন বীভৎসতা
ধর্মের নামে স্বাতন্ত্র্য-বাদী রাজনীতি-আবিলতা
আঁকড়ি বক্ষে জঘন্য-স্বৈরাচার
নোয়াখালী বুকে মোসলেম-লীগ সম্প্রদায়িকতার
হীনতা-চিহ্ন অঙ্কিত করে—ধ্বংসের হাতিয়ার
লীগের নীতিতে বিদায় নিয়েছে নিয়মতান্ত্রিকতা
দৃশ্যে দৃশ্যে পাকিস্তানের রচে নাকি বুনিয়াদ ॥

সাম্প্রদায়িক বীভৎসরূপ-ছোরায় বিদ্ধ করে
হিন্দু দেখেই—আত্মরক্ষা আশা আকাঙ্ক্ষা ধরে
হিন্দু যখন করে প্রার্থনা প্রাণ
মোসলেম লীগ সৈন্যের ধ্বনি—"কায়েম পাকিস্তান
চালাও হিন্দু-নাশন কর্ম"—জ্বলে উঠে লেলিহান
হিন্দুর ঘরে আগুন তখন দিক থেকে দিকে ভরে—
চলে নারীমেধ—আছড়ে পুড়ায়ে ধর্ষণে উন্মাদ ॥

তবু হিন্দুরা গান্ধীকে দেখে বুকে করি আশা জাগে
মাতৃভূমিতে বসবাসে সাধ ভিটামাটি অনুরাগে—
কোথা গান্ধীর মাহাত্ম্য করে ক্রিয়া
মুসলমানেরা দূরে দূরে ফিরে বিদ্বেষ-বিষ নিয়া
তবুও গান্ধী মুসলমানের জাগাতে সত্যে হিয়া
বাড়ী বাড়ী চলে—সত্যপ্রচারে মানবতা পুরোভাগে
প্রচণ্ড ঝড় অন্তরে—তবু সত্যে দৃষ্টিপাত ॥
নোয়াখালীর বুকে পরিক্রমায় গান্ধীর উপদেশ—
মিলনের পথে পুনরায় আনে মৈত্রীর পরিবেশ
চলে উপদেশ হিন্দু-বিরোধী মন
মুসলমানের মানসিকতার চাহে পরিবর্তন—
গান্ধীকণ্ঠে সমুচ্চারণ—'কখনো সত্যধন
নহে কারো একচেটিয়া বিত্ত'—দাঙ্গা ধ্বস্ত দেশ
হিন্দুমুসলমানের বিরোধে মৈত্রীর উৎখাত ॥
হিন্দু যাহাতে সাহসী হইয়া সদ্ভাবে করে বাস
হৃদয়-চেতনা সদ্‌বুদ্ধির জাগরণে উদ্ভাস
মৈত্রী-মন্ত্রে নবজাগরণ লভে—
সেই উপদেশ সমুচ্চারিত—নহে কভু পরাভবে
পলায়ন করা—সাহসের সাথে সত্যের গৌরবে
শুভবুদ্ধিতে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব-সন্ত্রাস
বিদূরিতে জাগা—হিংসা বিজয়ে মৈত্রী দৃষ্টিপাত ॥
গৌরবময় বীরবিক্রমে আত্মরক্ষা রণে
হিন্দু পুরুষ-নারীগণ বরে আত্মবিসর্জনে
নবীন বিজয়—সাম্প্রদায়িকতার
গ্রাম থেকে গ্রামে চলেছে পীড়ন ভীষণ অত্যাচার—
আত্মরক্ষা পূণ্য কর্মে বীরত্বে আত্মার
মহান্ ঘোষণা—পশু-মানুষের বিবেক-উজ্জীবনে
হিন্দুশৌর্য ব্যর্থতা বরে—দিকে দিকে অভিঘাত ॥

সাম্প্রদায়িক নিবিড় ঐক্যে গান্ধীর জাগরণ
প্রেম-অহিংসা করে সম্প্রীতি ধীরে ধীরে বর্ধন—
কংগ্রেস-লীগ দুইপথে চলে ফিরে
রাজনৈতিক-আদর্শবাদে দুই মত দুই তীরে
সমুখে জনতা মানস-সাগরে—উর্ধ্বে আকাশ চীরে
বজ্র-আগুন জ্বলে জ্বলে উঠে—ভীষণ প্রদর্শন
দৃশ্য সমুখে—গান্ধী চলিছে জাতীয় ঐক্য সাধ ॥

দেশত্যাগের পড়েছে হিড়িক—ছুটিছে নিরাশ্রয়
হিন্দুরা ছুটে আতঙ্ক মন—দিকে দিকে জাগে ভয়
হিন্দুর ভীতি জাগায় মুসলমান—
লীগের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় অস্থির জাতি-প্রাণ
মহাভারতের ঐক্য-ভিত্তি সংস্কৃতি খান্ খান্
জিন্নার চোখে পাকিস্তানের আলোক জ্যোতির্ময়
মুসলমানের স্বার্থেই চলে হিন্দুর উৎখাত ॥

প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুও জাগে—শান্তিকে কংগ্রেস
প্রার্থনা করি মৈত্রীবদ্ধ চাহিছে শান্ত দেশ—
লীগের দাপটে ঘোর বর্বরতায়
নিষ্ঠুরভাবে ভীষণ আঘাতে শান্তি ভাঙ্গিয়া যায়—
গান্ধী কণ্ঠে আঘাত ব্যথায় মৈত্রীর সাধনায়
পরম মন্ত্র—হিংসায় নাই হিংসার পরিশেষ
সাম্প্রদায়িক ঐক্যেই শুধু থেমে যাবে উৎপাত ॥

নর-নারী চোখে জল মুছাইতে—করুণা হৃদয়ভরা
বঙ্গের পথে গান্ধী যাত্রা হৃদয় আকুল করা
উঠে উদাত্ত সত্যের আহ্বান
যে মহাসত্য অনুশীলনেই সঁপেছি জীবন প্রাণ
সে মহাসত্য ঘুচাবে আর্তি—সকল অকল্যাণ—
দুখ-অবসান করি জগতের সমুখেই তুলে ধরা—
সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর পথে সংঘাত উৎখাত ॥

লীগপন্থীরা বীভৎসতায় রক্ত-পিপাসু নর
রাক্ষসী-মায়া বিস্তারি যেন জিঘাংসা করি ভর
ফিরে পশুত্বে—আবর্তে পঙ্কিল—
কলিকাতা আর নোয়াখালীর বুকে ছুটে সুখে পিল পিল
মানুষের বুকে সত্য বিবেক মানবতা-কুলশীল,
মিথ্যা হয়েছে ধ্বংসে—জিন্না প্রফুল্ল অন্তর
ভ্রাতৃঘাতন যুদ্ধেই লীগ পুরাতে চলেছে সাধ ॥

রাজনৈতিক ইতিহাসে চলে এখন সন্ধিক্ষণ
নোয়াখালী-পথে পরিক্রমায় জাগে গান্ধীর মন
প্রচণ্ড ঝড়ে—বিতাড়িত ঝঞ্ঝায়
শুষ্ক পত্র পথে উড়ে চলে প্রচণ্ড হিংসায়
সাম্প্রদায়িক জঘন্যতায় মিথ্যায় হীনতায়
ধর্মের নামে পাষণ্ডগণ তাণ্ডব নর্তন
করি চল সুখে—ধর্মান্তরে হিন্দু বিনাশ সাধ ॥

সর্বতোভাবে জীবনকে করে ধর্ম উর্ধমুখী
গণ্ডীবদ্ধ চিন্তায় তাই নহে কোনদিন সুখী
গান্ধীজীবন—সমুদার দৃষ্টিতে
সত্যকে দেখি ধর্মসূত্রে বিরাট পরশ নিতে
সমূর্দ্ধমুখী চেতনায় জাগে সত্তাকে আলোকিতে—
একি এ দৃশ্য—ধর্মান্তরে একি হীন ফাঁকি-ঝুঁকি
ধর্মের নামে একি জঘন্য বিস্তার উৎপাত ॥

প্রাণভয়ে করে ধর্মেরে ত্যাগ—সত্য বিস্মরণে
মিথ্যার বুকে ঝাঁপ দিয়ে পড়া সত্তা নির্মূলনে—
বাহুবল দেখি ভয় নয় ভয় নয়
আত্মার বলে স্বধর্মে জাগি মরণ জ্যোতির্ময়
আনে গৌরব আত্মার জয়—সেইখানে পরাজয়
পরধর্মের নিকট যখন ধর্ম বিসর্জনে
মানুষ হারায় আত্মসত্তা—মন হয় উন্মাদ ॥

গান্ধী সকাশে 'সাহ খলিলুর রহমান' নামে 'পীর'
হিন্দুকে আনা ইসলামে শুধু—বহুশ্রুত-কীর্তির
প্রধান নায়ক—রাখিতে হিন্দুপ্রাণ
ধর্মান্তরে আসিলেই করে হিন্দু পরিত্রাণ—
গান্ধীর কথা যে প্রাণ রাখিতে যায় স্বধর্ম-মান
কোথা সে প্রাণের মূল্য—ইহা জঘন্য চালাকীর
পরিচয় শুধু ধর্মের পথে মিথ্যার উৎপাত ॥

পীর বলি উঠে "প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বলা
দোষার্হ নয়" গান্ধীর কথা "ইহা প্রতারণা-ছলা
রাখিবারে প্রাণ আশ্রয় মিথ্যার
গ্রহণ করাকে যে বলে ধর্ম—সত্য অস্বীকার
করি সেই বলে ধর্মান্তরে কল্যাণ আত্মার—"
পীর বলে উঠে—"আত্মরক্ষা আদর্শ রাখি চলা—
ইসলামে আসি হিন্দুরা বাঁচে মরা থেকে অপঘাত ॥"

উত্তেজনায় গান্ধীকণ্ঠে অগ্নি ফাটিয়া পড়ে—
ধর্মের নামে ধর্মগুরুর মিথ্যাকে অনুসরে
একি হীনতার জঘন্যতার ভাণ—
গান্ধীকণ্ঠে উদাত্ত হয়—"জানি আছে ভগবান
যদি কোনদিন সাক্ষাৎ হয়—করি নিব সন্ধান
এমন ধর্মগুরুকে যে কোন ধর্মের নাম করে
মিথ্যাশ্রয়ে শক্তি যোগায় সৃজিবারে উৎপাত ॥"

গান্ধী নিকটে ধর্ষিতা নারী করে কাঁদি নিবেদন—
"মহাত্মা তুমি সব পাপ তাপ কর কর বিমোচন
ভাবিতেও হৃদ্‌কম্প জাগিয়ে তুলে
এমন ঘটনা এ পাথর বুকে আঘাতে আঘাতে দুলে
হিন্দু বাড়ীর বধূ আমি—আজ ব্যথার-সাগর কূলে
হাহাকার করি—গুণ্ডার হাতে স্বামীরে বিসর্জন
দিয়ে বেঁচে আছি—দুষ্ট-ভাগ্য বোঝা বহি দিনরাত ॥

"ভারত হয়েছে স্বাধীন শুনেছি নোয়াখালী—শেষে খালি
পরাধীনতার পাপ-পঙ্কের সর্বনাশকে ঢালি
ব্রিটিশ-ইচ্ছা পূর্ণ করিতে জাগে—
সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব-সুখে মাংসের অনুরাগে
আসুরী-ক্ষুধায় পাকিস্তানের ঝাণ্ডাকে পুরোভাগে
করি জাগি উঠে—সে কি সন্ত্রাস রুদ্র-দাহন জ্বালি
চোখের উপরে দেখেছি দৃশ্য সে কি ঘোর উৎপাত ॥

"মহাত্মা তুমি মহানুভব যে—অনুভব করি বুকে
দেখ একবার তোমার সমুখে দাঁড়ায়েছি কোন্ দুখে—
ঘর জ্বলে গেছে—সে আগুনে দেখিলাম
শিশুপুত্রকে ছুঁড়ে ফেলি দিল উল্লাসে উদ্দাম—
স্বামীকে আমার খড়্গোই কাটে—তবু নাহি বিশ্রাম
সতীত্ব নাশে গুণ্ডার দল নাচে প্রমত্ত-সুখে
আমার শরীর-পাথর সহিল পশুত্ব অভিঘাত ॥

"বেঁধে নিয়ে গেল বাঁধিয়া রাখিল দুয়ারে লাগাল খিল
তারপর জেগে উৎসবে মাতে ক্রীমিকীট পিল পিল
পঁচা-মাংসের আস্বাদে উল্লাসে
প্রমত্ত সুখে ছুটে ছুটে আসে—সতীর সর্বনাশে—
বৃথা সব বাধা দানব-শক্তি জাগে যবে সন্ত্রাসে
দেবশক্তিও পরাজিত হয় দেখি সে ঘটনা মিল
জীবনে আমার—সব বাধাদান ডুবে ব্যর্থতা সাথ ॥

"এত বেদনায় একটি শান্তি—আমারে বাঁচায়ে রাখে
যত-ক্রিমিকীট সাম্প্রদায়িক পঙ্ক-কালিমা মাখে
সর্বনাশের চরম অন্ধকারে—
দেখেছি নারীর প্রাণশক্তিকে—আত্মার মহিমারে
মুসলমানের গৃহস্থ-বধূ ভৈরব-হুঙ্কারে
ছুটিয়া আসিল বাচাঁল আমারে—পদ্ম ফুটিল পাঁকে
পঙ্কজিনীর জীবনে জাগিল নতুন জীবন-সাধ ॥

"রাজপুত নারী জহরব্রতেই আত্ম-বিসর্জনে
আমি জানি জানি—আমি বেঁচে আছি নব-প্রাণ-জাগরণে
করিতে প্রচার আছে নারী পৃথিবীতে
নারীর জন্য নারী ছুটে আসে—করুণার দৃষ্টিতে
অন্যায় আর ধর্ম বাঁচাতে দুখে সান্ত্বনা দিতে
শুনাল নারীর নারীত্ব করে আত্মায় বিকিরণ
শুনাতে সত্য কর্মফলের উপরে যে নাই হাত ॥

"বেচেঁ কিবা লাভ ভাবি আমি তাই সর্বনাশের শেষে
আমি দাঁড়ায়েছি—সকল শান্তি আশা-আশ্বাস ভেসে
গিয়েছে আমার—তবু যেন মনে হয়
জীবনে দেখেছি পশুবিক্রম কেবল সত্য নয়—
নারীর জন্য নারীবক্ষের মমতা-করুণাময়
শক্তি জাগালে অকল্যাণের হিংস্রতা-পরিবেশে
নামিবে শক্তি হবে বিদ্বেষ-আতঙ্ক উৎখাত ॥

"মহাত্মা তুমি—আমি ধর্ষিতা 'কলমা' পড়াল বলে
এ দেহ পাষাণ আড়ালে আমার দুখের আগুন জ্বলে
তবু বিদ্বেষ পশুদের প্রতি নাই
স্বামীর ভিটার মতন আমার জীবন হয়েছে ছাই
তবু আত্মার আলোকে কেবল ইচ্ছা এ গান গাই
নারীর জন্য নারী যদি জাগে সব পাপ যাবে চলে
থামিবে জগতে দানবের সাথে দেবতার সংঘাত ॥"

"দেখ মহাত্মা ! সারা নোয়াখালী—হিংস্র আগুন তাপে
শুনি অবিরাম শত শত শিশু নরনারী অভিশাপে—
আমার মতন ধর্ষিতা কত নারী
কাঁদিছে অঝোরে পীড়ন ব্যথায় করুণ-আঁখির বারি—
সকলের দুখ আমার পাষাণ-বক্ষকে করে ভারি—
আমি জেগে রব—পাষাণ-প্রতিমা সকলের সন্তাপে
বলিব কেবল—নারীকে বাঁচাবে নারীর দৃষ্টিপাত ॥"

গান্ধী শুনিছে ধর্ষিতা-কথা-ধর্ষিতা বলি চলে—
"অবিনশ্বর প্রাণ যদি হয়—সতীত্ব তবে জ্বলে
অবিনশ্বর জ্যোতিসম ভাস্বর
পশুর পীড়নে নারী দেহ মরে—আত্মার সুন্দর
অমরকিরণে নারী·জেগে থাকে ঘটে না রূপান্তর
মিথ্যার সাথে মিথ্যা হইয়া—অন্তর তাই বলে
আমি জেগে আছি—সেই সতী নারী-চির আদর্শ সাথ ॥"

"সর্প আহত ব্যক্তি বাঁচাতে বিষের চিকিৎসার
যথা ব্যবস্থা—সতীত্ব বোধ তেমনি ধর্ষিতার
জীবনের পথে আলো করে উজ্জ্বল
জেনেছি সত্য পশুত্ব থেকে সত্য আত্মবল—
সেই দেব-বলে সহিব জীবনে ব্যথার জগদ্দল
আঘাত বেদনা—সমুখে আমার শ্মশানের শঙ্কার
হাহাকার—সেথা ভৈরবী আমি জাগি দুখ-উন্মাদ ॥"

নোয়াখালী পথে গান্ধীর কাছে আছে শত নর নারী
জাগাতে সাহস গান্ধী-যাত্রা অবিরাম বাড়ী বাড়ী—
হিংসাদ্বেষ-বিমুক্ত-অন্তরে
হিন্দুমুসলমানের ঐক্য চিরপ্রতিষ্ঠা তরে
গান্ধীর কথা অমানুষিকতা ব্যভিচার দূর করে
অত্যাচারিত মানবের বুকে ঢালিয়া শান্তি বারি
প্রেম-অহিংসা প্রচারণা করি গান্ধীর পদপাত ॥

গান্ধী দৃষ্টি বিমুগ্ধ দেখি ফকিরের দরগায়
হিন্দু জ্বালিছে এখনো প্রদীপ শান্তির কামনায়—
তুলসী-মঞ্চে এখনো প্রদীপ জ্বালি
প্রার্থনা করে গৃহস্থবধূ "সুন্দর বনমালী
কর সুন্দর নর অন্তর—সুখী হোক নোয়াখালী—
ভারতজীবন—শুভবুদ্ধিকে মানুষের ইচ্ছায়
জাগ্রত করি পুরাও জীবনে শান্তির মনোসাধ ॥"

মাধবী কুঞ্জে নিত্য কৃষ্ণ সেবায় হিন্দুপ্রাণ
প্রার্থনা করে—"মুসলমানের বিদ্বেষ অবসান
করিয়া থামাও ধর্ম ভ্রষ্টাচার
ধর্মের নামে একি নারকীয় অভিযান হত্যার—
জিন্নাতন্ত্র কায়েম করিতে আঘাত জিঘাংসার
করে ছারখার দেশের শান্তি—উন্মাদ খরসান
অস্ত্রে করিছে আঘাত কেবল—হিন্দুর উৎখাত ॥

মহাজাতীয়তা বোধে কোটি প্রাণ হিন্দুমুসলমান
অখণ্ডতার সত্তায় জাগি করি চলে বাধা দান
জিন্নাবাদের পরমাদ অস্থির
জাতীয় জীবনে আনি মৈত্রীর সুস্থির বুদ্ধির
দীপ্ত-সাহস ঘোষে লীগ-নীতি নাশ করে মৈত্রীর
ভারত-জীবন—এক অখণ্ড ভারতে সমুত্থান
দৃষ্টিতে চাই মহাজাতীয়তা—নহে নহে সংঘাত ॥

কাল-আগ্রাসে জিন্নার মন হিতকথা-উপদেশে
উপেক্ষা ভরে নাশি কংগ্রেসে ছুটিছে সর্বনাশে
বিরোধের পথে হতে মহাবলবান
মুসলমানের স্বার্থে লক্ষ্য গঠন পাকিস্তান
আড়ালে থাকিয়া ওয়াভেল চাহে শক্তি বিবাদমান—
ভ্রাতৃহত্যা সংবাদ শুনি—সন্ত্রাস পরিবেশে
জিন্না দেখিছে পাকিস্তানের প্রগতি অকস্মাৎ ॥

ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত জাতীয়তা চেতনায়
মুসলমানের বৃহৎ অংশ কংগ্রেসে দেখে ন্যায়—
জাতীয়তা যেথা ভারতের কল্যাণে
সকল ভেদের মধ্যে ঐক্য—বিরোধের অবসানে
সকল ধর্মনিরপেক্ষতা-আদর্শবোধে আনে
সার্বজনীন সার্বভৌম সত্যের প্রজ্ঞায়
সমন্বয়ের মহৎ-বৃহৎ জীবনের-সুখ-স্বাদ ॥

একটি লক্ষ্য—স্বাধীনতা শুধু জাতির আয়ুষ্কর
অধীনতা আর সঙ্কীর্ণতা দারুণ ভয়ঙ্কর
মানুষকে করে হিংসার চিরদাস—
উঠে গান্ধীর প্রার্থনা সভা বুকেই পূর্বাভাস
হিন্দুমুসলমানের মিলিত জাতীয়তা-বিশ্বাস
অখিভারতীয় মৈত্রী-জীবনে আনিবে যুগান্তর
ঘুচাবে ঘুচাবে সকল বৈর-হিংসার অভিঘাত ॥

জহরলালের দৃষ্টি ফিরিছে অসহযোগের কালে
সকল চেতনা পুলকাঞ্চিত অমৃত-বিন্দু ঢালে
সেই ইতিহাস—সেই পুরাতন স্মৃতি
জাতীয় জীবনে উদাত্ত হয় সত্যের জয়-গীতি
হিন্দুমুসলমানের ঐক্যে প্রাণময় সম্প্রীতি
সকল হতাশা বেদনার বুকে আশার আলোক জ্বালে
জহরলালের সকল সত্তা করে স্মৃতি আস্বাদ ॥

গান্ধীনীতির প্রয়োগের পথে অতি দূর দৃষ্টিতে
একটি সত্য—অহিংসা আর সত্যেই বিকশিতে
থাকে রাজনীতি বিশ্বশান্তিকামী
কল্যাণময় চেতনায় খুঁজে পায় হয়ে কালোযামী
সমুত্তরণে উদয়-প্রভাতে—যেখানে গিয়েছে থামি
স্বার্থে স্বার্থে হীন-সংঘাত—মানবিক ঋদ্ধিতে
রাষ্ট্রচিন্তা যেখানে বিতরে মহাজীবনের স্বাদ ॥

স্মৃতি-আস্বাদে ভরি উঠে মন—গান্ধীর চিন্তার
আলোকে আলোকে একি আস্বাদ আনন্দ আত্মার
অসহযোগের ঘটনায় ঘটনায়
বিরচিত শোভে গান্ধীজীবন সত্য অহিংসায়
প্রয়োগের পথে বিপ্লব-সাধ—চেতনা নীরবতায়
জহর শুনিছে অতীতের সেই ইতিহাসে ঘটনার
মূলে অহিংসা—তাই করুণায় গান্ধী দৃষ্টিপাত ॥

জহরলালের দৃষ্টিতে ভাসে—গান্ধীজীবনে দেশ
খুঁজিছে সত্য মৈত্রীতে প্রেমে সত্যের পরিবেশ
স্বাধীনতা আনি ঘটাতে যুগান্তর
সত্যসাধক—সত্যের পথে জাগ্রত অন্তর
দেখিছে সত্যে নবরাজনীতি কল্যাণে সুন্দর
ব্রিটিশ শাসন উৎখাত চাহে—ব্রিটিশকে বিদ্বেষ
নাহি করে কভু—নব বিপ্লবে গান্ধী জীবন সাধ ॥

ফুটে বিশ্বাস যেন শতদল মেলে দেয় দলগুলি
সত্যিকারের স্বরাজের পথে অহিংসা-রূপ তুলি
গান্ধীজীবন—সূর্যের আলোপানে
আপনাবিকাশে—সত্য-চেতনা-অহিংসা-প্রজ্ঞানে
পরম সত্যে স্বরাজের পথ মুক্ত করিয়া আনে—
জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্তে দেহের বেদনা ভুলি
উপবাসে জাগে—শান্তি তখন আত্মার আহ্লাদ ॥

লীগ-রাজনীতি সন্ত্রাসনেই হিংসার ধরে পথ
লীগ-রাজনীতি হিন্দুর সাথে বিচ্ছেদে অভিমত
বাজিছে হৃদয়ে—কোন্ পথে কংগ্রেস
মহাজাতীয়তা-চিন্তা প্রসারী আন্দোলনের শেষ
প্রতিরোধী-মনে বিদ্রোহী হয়ে জেগেছে সকল দেশ
দ্বিজাতি-নীতির তাণ্ডব ফল বজ্র আঘাত বৎ—
দ্বিজাতিবাদের চিন্তাসূত্রে মনে আনে অভিঘাত ॥

আইন অমান্য লীগের ঘোষণা করে রণে চিৎকার
গান্ধী অচল-অটল এখনো—জনতার হিংসার
দৃশ্যে দৃশ্যে ব্যথা-স্তম্ভিত-মন
লীগের তড়িৎ হিংস্রতা করে দারুণ আস্ফালন
গান্ধী-হৃদয় জাতীয় স্বার্থে সত্যে উন্মীলন
সংকল্পিত যুদ্ধক্রমকে—সত্য অহিংসার
প্রতীক ভারত আকাশে খুঁজিছে কল্যাণ আলোপাত ॥

শান্তিপূর্ণ বৈধ পথেই লক্ষ্য স্বরাজ-লাভ
কংগ্রেস-নীতি ব্যর্থ করিতে আনি অরাজক-ভাব
জিন্নার নীতি কুটনীতি চালে চাল
তাই অহিংস-জনতা খ্যাপাতে—মাটিকে রক্তে লাল-
রঞ্জি জাগায় করুণ দৃশ্য—ব্রিটিশ-চক্রে কাল-
বুদ্ধির এই আয়োজন থেকে জাগে তেজ-উত্তাপ
জনতা-জীবনে তখন সৃষ্টি অনাচার উৎপাত ॥

জাগে বিদ্যুৎ অগ্নুদ্‌গার হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে
কংগ্রেস-নাশে লীগ-আক্রোষ জাগে জনতার চিতে
সিদ্ধ তখন ব্রিটিশ মনস্কাম
জনতার বুকে সুরু হয়ে যায় নিপীড়ন উদ্দাম—
অহিংসানাশে হিংসায় আসে সন্ত্রাস অবিরাম
বন্যার জলে ঘরের আগুন এইভাবে নিবাইতে
ব্রিটিশ জাগিল—ঘরে ঘরে চলে শান্তির উৎখাত ॥

ব্রিটিশ-শাসন-ইতিহাসে এই চির-কলঙ্ককর
ঘটনায় জাগে শান্তি-পথিক ভারতের অন্তর
হত্যাকাণ্ডে নির্মম-আচরণে
জনতা খ্যাপায়ে জনতা দমনে হিংসাত্মক মনে
ব্রিটিশ সেদিন বর্বর কত সন্ত্রাস আয়োজনে
চলে উন্মাদ—জনতা হারালো আত্মরক্ষাকর
পথ-আশ্রয়—লীগের তখন চলিছে অস্ত্রাঘাত ॥

এ-দৃশ্য দেখি গান্ধীর বুকে আঘাত বজ্রাঘাতে
কোথা অহিংসা জনতা ক্রমেই ক্রোধ-যজ্ঞেই মাতে
কোথায় সত্য—আত্মার ভাস্বর
আলোকে করিতে সত্যাগ্রহ সাধনে অগ্রসর—
সে-কি দুরন্ত উন্মাদনায় পিশাচ-অসুন্দর
ভীতি-আতঙ্ক বিস্তার করে অন্ধ-অমার রাতে
সত্য-পথিক গান্ধীর বুকে করুণ আর্তনাদ ॥

জনচিত্তের বিক্ষোভে জাগে হিংসা মূর্তিমান
ক্ষিপ্ত লীগের দ্বিজাতি-চিন্তা সহিংস্র-অভিযান
সুরু করে চলে দারুণ বীভৎসতা
একটি লক্ষ্য জাতীয়তা নাশ—ঘোর নিস্করুণতা
দিকে দিকে তাই প্রসারিত করে মানসিক আবিলতা
নির্যাতনের অস্ত্র-প্রয়োগে কায়েম পাকিস্তান
মহাভারতের মহাজাতীয়তা বিনাশী লীগের-সাধ ॥

জনতা চলেছে কোন পথ ধরি—'সত্যাগ্রহ-হীন
মৈত্রী-বিরোধী-ক্রোধে-হিংসায় চলিছে সম্মুখীন
মহাভারতের ভিত্তি নাশিতে চলে
শৃঙ্খলাহীন গণতাণ্ডবে ক্ষিপ্ত হিংসা বলে
আত্মনাশনে উদ্দাম জাগে গোপন মহড়া তলে
ভারতভাগেই লীগের পতাকা করি চলে উড্ডীন
জাতীয়তা-বোধ ক্রমে হিংসায় জাগি করে অভিঘাত ॥

শান্তিযাত্রা চলে গান্ধীর—জাতির সর্বনাশে
প্রতিহিংসাকে—হিংসা থামাতে দৃষ্টি সমুদ্ভাসে
সাম্প্রদায়িক-ঐক্যে জাগাতে মন
ভ্রাতৃকলহ থামাতে গান্ধীজীবন সমর্পণ
করেই যাত্রা—নোয়াখালী বুকে দিকে দিকে ক্রন্দন
হিন্দু পীড়ন নৃশংতায় সন্ত্রাসে ঘোরত্রাসে
গান্ধীজীবন করে দর্শন মৈত্রী-কিরণপাত ॥

অত্যাচারীর মনুষ্যত্ব জাগাইতে অভিযান
হিংস্রতাগত-আঘাত বিজয়ে নব আলো সন্ধান
নিরাপত্তায় সাহসে উজ্জীবনী
সাম্প্রদায়িক-ঐক্য-ভিত্তি সত্যে উদ্দীপনী
অহিংসাবোধে হিন্দুর মনে হিংসা নির্মূলনী
গান্ধী যাত্রা—সত্যের পথে আগুয়ান মহাপ্রাণ
অন্যায়ে ঘৃণা—অন্যায়কারী জনে নয় অভিঘাত ॥

করুণা মমতা—দেখে গান্ধীর দুইটি সম্প্রদায়
ধর্মাচরণ পার্থক্যের ফলে নাহি বদলায়
দেখে সত্যের শাশ্বত রূপখানি
আত্মঘাতন কলহে এমন নৃশংস হানাহনি
সত্যকে যেন ব্যর্থ করিছে—বস্তু সত্যে আনি
গান্ধী-কণ্ঠে ঘোষিত সত্য—ঘৃণা করি অন্যায়
সত্যাচরণে মিথ্যার করি চল চল উৎখাত ॥

আকাশে বাতাসে শুনিছে সকলে—"বাঙলার মাটিতেই
রাখিব অস্থিপঞ্জর ফেলে অহিংসা-সত্যেই
জীবন-পূজায়—মানিবনা কভু হার
মিলনের আলো দেখিতে পেয়েছি"—সত্যে অহিংসার
নোয়াখালী-বুকে চলে গান্ধীর সত্য পরীক্ষার
নতুন দৃশ্য—পৃথিবী দেখিছে আত্মার আলোকেই
আসুরিকতার উৎখাত চলে উঠে নব গীতনাদ ॥

আত্মাকে কেহ ধ্বংস করিতে পারে নাই কোনকালে—
পলায়ন নয়—বীরের ধর্ম নৈতিক-আলোজ্বালে
ভীরুতা বিজয়ে আত্মারে আত্মায়
জানি অহিংসা পূজারী কখনো সহিবে না মিথ্যায়
মাথা নত করি অন্যায় বরি মিথ্যার স্পর্ধায়—
বিদ্বেষে নয়—শক্তি-সাহসে দারুণ বিপদ্‌জালে
দাঁড়াবে সাহসে থামাতে আসুরি মিথ্যার উৎপাত ॥

কোথা স্বধর্মী মুসলমানের মন-পরিবর্তন
গান্ধীর পথে জাগে আমতুস সালামের সদা মন—
নোয়াখালী-বুকে আনিতে যুগান্তর
গান্ধীমন্ত্রে মানবপ্রেমের সেবাব্রত তৎপর
সদা দয়াবতী নারী আমতুস সালামের নির্ভর
সত্যের 'পরে—সত্যকে করি পৃষ্ঠ প্রদর্শন
স্বধর্মীগণ হিন্দুবিরোধী দ্বন্দ্বে মনোন্মাদ ॥

গান্ধী নীতিকে অনুসরি তাই অনশন সত্যের
প্রতিষ্ঠা লাগি জাগে অন্তর আমতুস সালামের—
মানুষের প্রেমে সমাজের কল্যাণে
স্বধর্মী যত মুসলমানের প্রাণের সন্নিধানে
একটি কামনা ধর্মের পথে সত্যেরে যেন মানে—
যাহা অসত্য—সেই অধর্ম শান্তিকে সমাজের
যেন নাহি ভাঙ্গে ধর্মের নামে বৃথায় বিসংবাদ ॥

বিশদিন কাটি গেল উপবাসে—আসে ছুটে অবশেষে
গ্রামের মানুষ প্রতিজ্ঞা করে স্বধর্ম ভালবেসে
অন্যধর্মে হবে না উৎপীড়ন—
পরিক্রমার পথে সেইখানে গান্ধীর দর্শন
স্বর্গ সহসা বুঝি নামি এল একি আলো বিকিরণ—
শবরীরে দেখা দিল বুঝি সেথা শ্রীরামচন্দ্র এসে
সিদ্ধ সাধনা গান্ধী-সাধনা সিদ্ধির আহ্লাদ ॥

রাওয়ালপিণ্ডি সন্নিকটেই সেবাব্রতের ডাকে
গান্ধী আদেশে—সুশীলা নায়ার অবিরাম জাগি থাকে
সাম্প্রদায়িক আঘাতজীর্ণ প্রাণ
লক্ষ লক্ষ মানুষের স্রোত ছুটে আসে বহমান
স্রোতের মতন—মারণ-যজ্ঞে অগ্নির লেলিহান
শিখার আলোকে শুধু দেখা যায় মানুষ পশুরা হাঁকে—
পশ্চাতে শিখ-হিন্দু খেদাও সন্ত্রাস ভেরীনাদ ॥

সুশীলা নায়ার জাতীয়-আর্ত-সেবার প্রতিষ্ঠানে
গান্ধীবাক্য মন্ত্রের মত অন্তরে সুধু জানে
পরম সত্য—চারিদিকে শত্রুর
আক্রমণের শঙ্কার ছায়া—আতঙ্কে ভরপুর
'আটক জেলার ওরা' শিবিরেতে—আর্তি করিতে দূর
আর্তজনের সেবাকর্মকে করি চলে মনে প্রাণে
গান্ধী-নীতির অনুসরণেতে সত্যের আস্বাদ

সেবার ধর্মে সুশীলা নায়ার আর্তের বুকে বুকে
আশ্বাস আনে—ছুটে আসে সদা ভারতের অভিমুখে
লক্ষ লক্ষ আশাহীন নরনারী
চলে নরমেধ সাম্প্রদায়িক হিংসার তরবারী
আতঙ্ককর মৃত্যুধ্বংসে আতঙ্ক বিস্তারি
ছুটিছে তখন—গান্ধীনীতিকে ব্যর্থ করার সুখে
ভয়াবহ সেই ভীষণ দৃশ্যে মিটায় লীগের সাধ ॥

কলিকাতা থেকে নোয়াখালী বুকে শান্তি-পরিক্রমা
ভারতের বুকে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে নেমেছে নিশিথ-অমা
লীগের কণ্ঠে উঠে গান নোয়াখালী'
হিংস্র হিন্দু জাগিল সঙ্গে ধ্বংস-আগুন জ্বালি
সাম্প্রদায়িক বিবাদে-যুদ্ধে বুকের রুধির ঢালি
ব্রিটিশের কুটনীতি জয় শেষে—কি বুদ্ধি অনুপমা
ভ্রাতৃ রুধিরে মাটি ভিজাইতে ঘটাইছে সংঘাত ॥

সাম্প্রদায়িক বীভৎসতার কাণ্ড অর্বাচীন
ওয়াভেল-নীতি-অসন্তুষ্ট গান্ধীর মনোলীন
একটি সত্য প্রতিবাদ অন্যায়
ওয়াভেল যেন রক্ত-ক্ষুধায় সাম্প্রদায়িকতায়
গৃহযুদ্ধের পরিবেশ খুঁজে—ব্রিটিশকে রক্ষায়
প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলী তখন জানি গান্ধীর মন
ম্যাউন্টব্যাটনকে বড়লাটে পদে বসাইতে করে সাধ ॥

সাম্প্রদায়িক শান্তিকে চেয়ে চলিছে জীবনপণ
গান্ধীসাধনা—ঐক্যের পথে মৈত্রী-বিবর্দ্ধন
কঠিন জটিল সমস্যা সম্মুখে
রাত্রি তিমির পার হয়ে চলা অসীমে জ্যোতির বুকে
সত্য-জীবনে—অহিংসা-বোধে চিরমধুময় সুখে
মানুষ যেখানে মনুষ্যত্ব পূজা করে সমাপন
গান্ধীর ব্রত—সত্যে আলোকে অমৈত্রী উৎখাত ॥

জিন্নার মুখে উঠে নবসুর সরায়ে মুসলমান
হিন্দুর থেকে স্বাতন্ত্রেই শান্তির সন্ধান—
গান্ধীকণ্ঠে বিরোধীতা তার উঠে
জাতীয়তাহীন সকল বিরোধ-বিচ্ছেদ যাবে ছুটে
ঘটনা প্রবাহ আগাইয়া চলে—দ্বিজাতি-তত্ত্বে লুটে
জিন্নাদৃষ্টি—ব্রিটিশ গেলেই দেখিছে পাকিস্তান
লীগ-রাজনীতি দিকে দিকে তাই সুরু করে উৎপাত ॥

উত্তাল হয়ে সমুদ্র যথা উথাল পাথাল হয়ে
বেলাভূমে পড়ে আছড়ি পিছড়ি প্রলয়-ধ্বংস-ক্ষয়ে—
তেমনি লীগের জিগীষায় হুঙ্কার
নগর জীবন স্বাভাবিকতাকে করি চলে তোলপাড়
হিংসা তাতানো-অগ্নিজ্বালায় করি জাগে ছারখার
একটি লক্ষ্য—কংগ্রেসবাদী আন্দোলনের লয়ে
মেতেছে প্রলয়ে ভূতপ্রেত দল দুর্বার উন্মাদ ॥

দেখে মহাকবি মানস-পদ্মে মহাভাব বিগ্রহে
গান্ধীপ্রকাশ যুগের আত্মা বেদনার কালীদহে
কালীয় দমনে নবরূপে অবতার
নিরঞ্জনার জর্ডন-নদী তীরে তীরে সঞ্চার
নবকণ্ঠের আশ্বাসবাণী—উঠে ধ্বনি ঝঙ্কার
সিন্ধু-গঙ্গা-ভারতসাগর স্রোতের প্রবাহ বহে
সার্বভৌম-গান্ধীজীবন সত্যের আহ্লাদ ॥

মনের অয়নে চলে দর্শন আত্মার সীমাহীন
মাহাত্ম্যে ফুটে সাধনা-সিদ্ধি বিশ্বে নতুন দিন
সত্যধর্ম শান্তরসের ধারা
বিশ্বের যত ধর্মচিন্তা—গান্ধীজীবনে হারা
কল্যাণময় কর্মসূত্রে দিকে দিকে তুলে সাড়া
সর্বসেবার শিবসত্রেই সত্য প্রদক্ষিণ—
বিশ্ব দেখিছে হিংসা বিনাশী নতুন ক্রান্তিপাত ॥

সত্যবিরোধী—দেশাত্মবোধে বিদ্বেষী-বীতরাগে
ছুটিছে বস্তুতান্ত্রিকতায় মরীচিকা দেখি আগে
বিপ্লব সাধে বিশ্ব বিবর্তনে
মানবিকতার স্বধর্ম নাশে রাষ্ট্র উজ্জীবনে
ঐহিকতায় বস্তুজীবনে—গান্ধীর দর্শনে
দেখে সংস্কার সত্যস্বরূপে ভগবানে সেথা জাগে
রাষ্ট্র দৃষ্টি ঐশী-সত্যে দেখে স্বধু পরিবাদ ॥

গান্ধী সত্যে সত্যধর্ম প্রচারিছে সেই কথা
বহু বিচিত্র পথের অন্তে আছে চরিতার্থতা
প্রজ্ঞার বুকে দর্শনে সুন্দর
সিদ্ধান্তের সমন্বয়িত রূপে রূপে ভাস্বর
যাহা দুর্জ্ঞেয় অন্তরে শ্রেয় অনুভূতি নির্ভর
চেতনায় জাগে ঐক্য প্রকাশ—বিরোধ বিভিন্নতা
একাকার করি সত্যস্বরূপ করে আলো সম্পাত ॥

গান্ধীর বুকে সারা পৃথিবীর আর্তির স্পন্দন—
কোটি নরনারী হিংস্রতা দুখে ক্রন্দন-আলোড়ন
যুদ্ধ-ধ্বংস-ধর্মদ্বন্দ্ব-ফাঁদে
দীর্ঘকালের যন্ত্রণা বুকে সকরুণ কলনাদে
জাতিবর্ণের বিদ্বেষময় হিংস্রতা-উন্মাদে
সর্বংসহা পৃথিবী বুঝিবা অশ্রুর বরিষণ
করে বেদনায়—গান্ধী বক্ষে জাগে ব্যথা অভিঘাত ॥

চোখের উপর মারণ-অস্ত্র কতই আবিষ্কার
কাঁদে দুর্বল কোটি নরনারী বলের অত্যাচার
বিজ্ঞান-তেজস্ক্রিয়-শক্তির জ্বালা
পারমাণবিক বিকিরণে করে মহাধ্বংসকে আলা—
অমানুষিকতা-বীভৎসতায় পরমাণু-বোমা ঢালা
মারণ-অগ্নি-স্রোত বহি চলে—আর্তি মানবতার
ব্যর্থ করেই পৃথিবীর বুকে হিংস্রতা উন্মাদ ॥

অন্তর্দ্বন্দ্বে বিব্রত দেশ হিংসা-উন্মাদনা
লুপ্ত করিছে ভারতবাসীর শান্তি সম্ভাবনা—
ব্যর্থ সত্য-নীতি-আদর্শ করি
দ্বিজাতি-তত্ত্বে জিন্না-বাহিনী চলেছে অস্ত্রধরি—
গান্ধীর সাথে কংগ্রেস সদা মৈত্রীকে অনুসরি
চলে সম্মুখে—জাতীয়তা-নাশী হিংস্র-সর্প-ফণা
ঢালে লীগ বিষ—কংগ্রেস করে অমৃতে দৃষ্টিপাত ॥

স্বদেশে বিদেশে ঘোর দুর্দিন—গান্ধীর চোখে ভাসে
লোককল্যাণে বিশ্বমানব শান্তিকে অভিলাষে
বর্তমানের থেকেই প্রক্ষেপণ
মহাভবিষ্যে দেখে শান্তির বিচিত্র বিরচন—
হিংসা থামাতে মৈত্রীর পথে অহিংসা আয়োজন
সত্যের পথে ন্যায়-ভিত্তিতে সমাজ-জীবন আসে
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সহযোগিতায় দ্বন্দ্বের উৎখাত ॥

মুসলমানের বিরাট অংশ মনোভাবে ভারতীয়
ভারতের বুকে বসবাস করে শান্তিতে রমণীয়
কত না ত্যাগের সাধনালব্ধ ফলে
স্বাধীনতা-আলো সবার জীবনে সুখে আনন্দে জ্বলে—
পাকিস্তানের সৃষ্টিক্রিয়ায় দাঙ্গায় পশুবলে—
হিন্দুর বুকে বিদ্বেষ আনে—কি দৃশ্য নারকীয়
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দেশে সুরু ঘোর উৎপাত ॥

'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে পণ'—চলে তাই উপবাস—
পৃথিবী দেখিছে গান্ধী-সিদ্ধি নাশিতেই সন্ত্রাস
ভ্রাতৃ-নিধন-যজ্ঞে অগ্নি জ্বালে
বিস্তার করে পাপ থেকে পাপ—ইতিহাসে কালে কালে
ভাগ্য-দেবতা এমন করেই নিষ্ঠুর-দুখ ঢালে—
শান্তি-প্রসারে গান্ধী-সাধনা নিত্য সমুদ্ভাসে
মুসলমানের নিরাপত্তায় জাগতে ভারত সাধ ॥

আধ্যাত্মের লীলা-সঙ্গীতে সুফী-কবি-বাউলের
কণ্ঠে কণ্ঠে সুরে সুরে উঠে ধর্মীয় ঐক্যের
তাত্ত্বিক রূপ—অনাদি প্রবহমান
চেতনায় জাগে সর্বব্যাপক প্রমূর্ত ভগবান—
রাষ্ট্রনীতির প্রলয়ঙ্কর কাল-ঝড়ে অবসান
সেই ঐক্যের বিশাল সৃষ্টি সংস্কৃতি ধর্মের
সত্যাশ্রয়ী-আত্মিকরূপ—দিকে দিকে ভেদবাদ ॥

বিশ্বদেবতা মন্দিরে একি অজস্র প্রাণবলী—
কোথা অহিংসা-শাশ্বত-নীতি জ্যোতি উঠে উজ্জ্বলি
তিমিরাশ্রয়ী প্রতিক্রিয়ার বুকে
ধর্মের নামে একি বীভৎস মত্ত পাশব-সুখে
সাম্প্রদায়িক-উন্মত্ততা বিস্তারে শত দুখে
গণ-ঐক্যকে বিঘ্নিত করি—একি পুষ্পাঞ্জলি
ভ্রাতৃ-বিরোধে রক্তে রক্তে—একি খেলা উন্মাদ ॥

কোথায় কবীর-মৈনুদ্দিন-দাদু-রজ্জব আজ
হিংসা ছুরিতে ভারতে একোন্ পিশাচ-মূর্তি সাজ—
কোথায় যুক্ত সাধনায় 'ইসলাম'—
রাষ্ট্রনীতির ঝটিকাবর্তে একি কাল পরিণাম
ধর্মের নামে ঐক্য বিনাশী ঘোরতর সংগ্রাম
ভাই ভাই হয় ঠাঁই ঠাঁই আজ ধ্বংস ধর্ম কাজ
কোথায় উদার ধর্ম-দৃষ্টি চলে একি উৎপাত ॥

উঠিয়াছে ঝড় প্রলয়ঙ্কর নাচে বুঝি শঙ্কর
আকাশ ফাটিয়া ঝর ঝর ঝর বৃষ্টির নির্ঝর
ঝরে ঝর্ঝর—চক্রবালের বুকে
বিদ্যুৎজ্বালা তরঙ্গভর গতিবেগে কৌতুকে
মেঘেতে বজ্র কড়কড় যেন চলে তাল ঠুকে
শব্দে শব্দে ধ্বনিময় স্বর ঝঞ্ঝা নিরন্তর—
লীগ উন্মাদ প্রলয় নাঁচনে ভাঙ্গনেই শুধু সাধ ॥

বেদনাদায়ক দুর্গতি আনি হিংসায় তোলপাড়
করি লীগ খুঁজে কংগ্রেস-নাশী আশ্রয় আপনার—
স্থধু প্রসারিত বীভৎস হিংস্রতা
ব্রিটিশ-পোষণ নির্ভর করি আঘাতে উদ্দামতা
লক্ষ্য কেবল ভারত বিভাগ—নাহি আসে স্বাধীনতা
তবু দুখ নাই—কংগ্রেসবাদী ভারতীয় সত্তার
নাশনে আঘাত চলে অবিরাম শান্তিকে উৎখাত ॥

তবু জ্বলে সাঁঝে দরগায় দীপ হিন্দু-মুসলমান
পীরের সিন্নি করিছে গ্রহণ ধর্ম-ঐক্যে প্রাণ—
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-কৃষ্ণ-মহেশ্বর
এক অনন্ত নামরূপে জাগে অনন্ত সুন্দর—
বহু ধর্মের বিচিত্র পথে মিলনে পরস্পর
দেখে সত্যকে—সূর্য আলোকে আঁধারের অবসান—
লীগ-রাজনীতি কংগ্রেস-ঘাতি স্বার্থসাধন সাধ ॥

প্রতিক্রিয়ার নাশনে গান্ধী চিরঅহিংসন—
নীতিবাদী বলি গান্ধীকে করি বিদ্রূপ বর্ষণ
প্রতিক্রিয়ার হিংস্র অগ্রসর—
সেই দক্ষিণ আফ্রিকা বুকে ঘটায় রূপান্তর
যে মহাসত্য—গান্ধীজীবনে সে সত্য ভাস্বর
কর্মপন্থা আলোকিত করে—গান্ধী আন্দোলন
অহিংসা পথে সর্ব-উদয়ে হিংসার উৎখাত ॥

ন্যায়-নিষ্ঠার সততার কায়া—প্রতিক্রিয়ার চোখে
ঘৃণ্য বধ্য—পাশবিকতায় চলে খরতর ঝোঁকে
হিংসার বলে অহিংসা বিতারণ
ভারতের বুকে—সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব নর্তন
পাকিস্তানের কায়েমের নীতি বিধর্মী বিতাড়ন—
প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জেগেছে প্রতিক্রিয়ার চোখে
হিংস্র-আগুন ধর্ম-দ্বন্দ্বে তুলে ঘাত প্রতিঘাত ॥

গান্ধীর কথা নীতিবাদী কথা—রাজনীতিকের বুকে
কূটনৈতিক-স্বার্থ-চিন্তা অজস্র কৌতুকে
মিথ্যার পথ করিছে প্রদক্ষিণ
গান্ধী-দৃষ্টি সকল তিমির অতীতে সম্মুখীন
যেখানেতে নাই ধর্মদ্বন্দ্ব রাজনীতি দুর্দিন
সকল মানুষ পরস্পরের কল্যাণে জাগে সুখে
মানবাত্মার উর্দ্ধমুখীন বিকাশে কেবল সাধ ॥

প্রতিক্রিয়ার বিদ্বেষ-বিষ জ্বলিছে অহর্নিশ
মিথ্যা দেখিছে মিথ্যাকে শুধু ঢালিতে হিংস্র বিষ—
প্রতিক্রিয়ায় ছুটে চলে বিষধর
হিন্দুদ্বেষে প্রতিক্রিয়ায় জর জর অন্তর—
গান্ধী-হৃদয় সত্য-পথিক সত্যেই নির্ভর
সত্যের পথে দৃষ্টি নিয়ত রয়েছে নির্নিমিষ—
চাহে ধর্মের ঐক্যে সত্য—মিথ্যার উৎখাত ॥

যাহা ছিল লাঠি নিয়ে ঠুকাঠুকি—ছোরা নিয়ে মারামারি
ধীরে ব্রিটিশের কুটনীতিগত বুদ্ধির তরবারী
সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের মহড়ায়
আনে ভয়াবহ পরিণামময় মারণ-হাঙ্গামায়—
সংঘর্ষের মোকাবিলা লাগি দারুণ হিংস্রতায়
লীগ চলে পথ পরনির্ভর বুদ্ধি-অস্ত্রধারী
হিন্দুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়িতে প্রাণ সদা উন্মাদ ॥

চলে প্রত্যক্ষ-সংগ্রামমুখী দীপ্ত হুমকি নিয়ে
লীগ অবিরাম—হাতে লাঠি-ছোরা-বোমা-বন্দুক দিয়ে
লড়ায়ে নামার উঠে রব সাজসাজ
দ্বিজাতি-তত্ত্বে—বিদ্বেষ-বিষ-তাতানো বক্ষ মাঝ
বিভেদ-চেতনা সুরু করে দেয় ঝকমকি দেওয়া কাজ—
ব্রিটিশ-কায়েমী স্বার্থ নিয়ত চলে পথ দেখাইয়ে
বিদ্বেষ-বিষে বুদ্ধিতে পুরে স্বার্থ সাধন-সাধ ॥

বেদনাদায়ক দুর্গতি আনি হিংসায় তোলপাড়
করি লীগ খুঁজে কংগ্রেস-নাশী আশ্রয় আপনার—
সুধু প্রসারিত বীভৎস হিংস্রতা
ব্রিটিশ-পোষণ নির্ভর করি আঘাতে উদ্দামতা
লক্ষ্য কেবল ভারত বিভাগ—নাহি আসে স্বাধীনতা
তবু দুখ নাই—কংগ্রেসবাদী ভারতীয় সত্তার
নাশনে আঘাত চলে অবিরাম শান্তিকে উৎখাত ॥

তবু জ্বলে সাঁঝে দরগায় দীপ হিন্দু-মুসলমান
পীরের সিন্নি করিছে গ্রহণ ধর্ম-ঐক্যে প্রাণ—
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-কৃষ্ণ-মহেশ্বর
এক অনন্ত নামরূপে জাগে অনন্ত সুন্দর—
বহু ধর্মের বিচিত্র পথে মিলনে পরস্পর
দেখে সত্যকে—সূর্য আলোকে আঁধারের অবসান—
লীগ-রাজনীতি কংগ্রেস-ঘাতি স্বার্থসাধন সাধ ॥

প্রতিক্রিয়ার নাশনে গান্ধী চিরঅহিংসমন—
নীতিবাদী বলি গান্ধীকে করি বিদ্রূপ বর্ষণ
প্রতিক্রিয়ার হিংস্র অগ্রসর—
সেই দক্ষিণ আফ্রিকা বুকে ঘটায় রূপান্তর
যে মহাসত্য—গান্ধীজীবনে সে সত্য ভাস্বর
কর্মপন্থা আলোকিত করে—গান্ধী আন্দোলন
অহিংসা পথে সর্ব-উদয়ে হিংসার উৎখাত ॥

ন্যায়-নিষ্ঠার সততার কায়া—প্রতিক্রিয়ার চোখে
ঘৃণ্য বধ্য—পাশবিকতায় চলে খরতর ঝোঁকে
হিংসার বলে অহিংসা বিতারণ
ভারতের বুকে—সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব নর্তন
পাকিস্তানের কায়েমের নীতি বিধর্মী বিতাড়ন—
প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জেগেছে প্রতিক্রিয়ার চোখে
হিংস্র-আগুন ধর্ম-দ্বন্দ্বে তুলে ঘাত প্রতিঘাত ॥

গান্ধীর কথা নীতিবাদী কথা—রাজনীতিকের বুকে
কূটনৈতিক-স্বার্থ-চিন্তা অজস্র কৌতুকে
মিথ্যার পথ করিছে প্রদক্ষিণ
গান্ধী-দৃষ্টি সকল তিমির অতীতে সম্মুখীন
যেখানেতে নাই ধর্মদ্বন্দ্ব রাজনীতি দুর্দিন
সকল মানুষ পরস্পরের কল্যাণে জাগে সুখে
মানবাত্মার উর্দ্ধমুখীন বিকাশে কেবল সাধ ॥

প্রতিক্রিয়ার বিদ্বেষ-বিষ জ্বলিছে অহর্নিশ
মিথ্যা দেখিছে মিথ্যাকে শুধু ঢালিতে হিংস্র বিষ—
প্রতিক্রিয়ায় ছুটে চলে বিষধর
হিন্দুদ্বেষে প্রতিক্রিয়ায় জর জর অন্তর—
গান্ধী-হৃদয় সত্য-পথিক সত্যেই নির্ভর
সত্যের পথে দৃষ্টি নিয়ত রয়েছে নির্নিমিষ—
চাহে ধর্মের ঐক্যে সত্য—মিথ্যার উৎখাত ॥

যাহা ছিল লাঠি নিয়ে ঠুকাঠুকি—ছোরা নিয়ে মারামারি
ধীরে ব্রিটিশের কুটনীতিগত বুদ্ধির তরবারী
সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের মহড়ায়
আনে ভয়াবহ পরিণামময় মারণ-হাঙ্গামায়—
সংঘর্ষের মোকাবিলা লাগি দারুণ হিংস্রতায়
লীগ চলে পথ পরনির্ভর বুদ্ধি-অস্ত্রধারী
হিন্দুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়িতে প্রাণ সদা উন্মাদ ॥

চলে প্রত্যক্ষ-সংগ্রামমুখী দীপ্ত হুমকি নিয়ে
লীগ অবিরাম—হাতে লাঠি-ছোরা-বোমা-বন্দুক দিয়ে
লড়ায়ে নামার উঠে রব সাজসাজ
দ্বিজাতি-তত্ত্বে—বিদ্বেষ-বিষ-তাতানো বক্ষ মাঝ
বিভেদ-চেতনা সুরু করে দেয় ঝকমকি দেওয়া কাজ—
ব্রিটিশ-কায়েমী-স্বার্থ নিয়ত চলে পথ দেখাইয়ে
বিদ্বেষ-বিষে বুদ্ধিতে পুরে স্বার্থ সাধন-সাধ ॥

জনসাধারণ—জাগে অসহায় পাপচক্রের বুকে
যেখানে হিন্দুমুসলমানের স্বার্থের সম্মুখে
বৈর-ভাবনা লীগের লড়ায়ে জ্বলে
কংগ্রেস পথ মৈত্রীর পথ মিলনের কথা বলে—
পুঞ্জিত যত গ্লানি মিথ্যার পাপ তাপ যত দলে
পথে পথে যত প্রতিবন্ধক সব যাতে যায় চুকে
সে মহা লক্ষ্যে গান্ধী কণ্ঠে মৈত্রীর কলনাদ ॥

মত বিরোধিতা পথ বিরোধীতা জিন্নাকে সদা টানে—
গান্ধীর মত অহিংসারূপ সত্য বুদ্ধি আনে
পরম শুভকে—সুন্দর কল্যাণ
গান্ধীর পথ অহিংসারূপ সত্যেই ভগবান
চিরমঙ্গল বিশ্বমূর্তি—জিন্নার ধ্যান-জ্ঞান
স্বার্থানুকুল অশুভ-চিন্তা হিংস্রতা-অভিযানে
প্রতিপক্ষকে সমূলে ধ্বংস—সন্ত্রাসে অভিঘাত ॥

দেশ কংগ্রেস বিমুক্ত হয়ে লীগের তবিলদারী
করিয়া চলুক—স্বদেশ-প্রেমের নহে নহে ঝকমারী—
দ্বিজাতি-তত্ত্বে ভারত বিভেদ করা
বস্তুতন্ত্রী জিন্নার তাই বাঁধা আছে গাঁটছড়া
ব্রিটিশের সাথে—ভারতের মানচিত্রে ঐক্যে ভরা
দৃশ্যকে তাই ওলটি-পালটি চালাইয়া তরবারী
জিন্নার সাধ—অখণ্ডত্ব ঐক্যের উৎখাত ॥

মহাভারতের মুক্তিযোদ্ধা কংগ্রেস বিদ্বেষে
জিন্না চালায় গান্ধী-বিরোধী-হীনতায় রেষারেষি—
বলে কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান
মোসলেম লীগ আদর্শ আর কংগ্রেসে ব্যবধান
আকাশ-জমিন—জিন্নার শুধু স্বার্থ-সিদ্ধি টান
জুটে বন্ধুরা মুসলমানের স্বার্থে ছদ্মবেশি
লক্ষ্য কেবল কংগ্রেস-নীতি করে চলা বরবাদ ॥

লীগ যত করে বিভেদনীতিতে উদগ্র মাতামাতি
গান্ধীমন্ত্রে কংগ্রেস বলে নহে কভু দুই জাতি
ভারতের বুকে হিন্দু-মুসলমান
গান্ধী কণ্ঠে উচ্চার দুই অক্ষি-তারকা-জ্ঞান
জেনেছি হিন্দু-মুসলমানেরে—জিন্না পাকিস্তান-
নীতিকে আঁকড়ি কূটনীতি চালে ছুটে চলে উৎপাতি
জাতীয় জীবনে শান্তিভঙ্গে আনে শত উৎপাত ॥

সর্বমানব-সেবার ধর্মে দীক্ষিত কংগ্রেস—
যতই ঘোষিছে ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড এই দেশ
জিন্না ততই ভেদনীতি আঁকড়িয়া
ঈর্ষা-হিংসা-তাতাল-অগ্নিজ্বালায় উদ্দীপিয়া
মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা—মূঢ়তা বুদ্ধি নিয়া
ঐতিহাসিক-সত্য ভুলিয়া খুঁজে নব পরিবেশ
যেখানে রাষ্ট্রে মুসলমানের প্রাধান্যে বুনিয়াদ ॥

মুসলমানের জন্য একটি পৃথক রাজ্য চেয়ে
মোসলেম লীগ দেখে ভারতের বৃহৎ বক্ষ বেয়ে
নতুন ফাটলে বহি চলে জলধারা
অখণ্ডতার সত্তার শেষ—ঐতিহ্য-স্মৃতিহারা
সে জলধারায় দুই কূল ভাঙ্গে কল্লোলে হাহাকার
ধ্বনিত আর্তি—জিন্না চলিছে সুখের তরণী বেয়ে
মহাভারতের লোক-আত্মার দিকে নাই দিকপাত ॥

পুরুষোত্তম সত্য ঘোষিছে কাটিবে অন্ধকার
কর্মফলের চিন্তাবিহীন কর্মেই সত্তার
বিকাশে প্রকাশে চল চল সম্মুখে
উপায় কর্মে একাত্মতায় সত্যের বল বুকে
অনুভবি শুধু চল সম্মুখে বিশ্বমানব দুখে
হিংসার নাশে চাই অহিংস-কর্মের সঞ্চার
নিজেই আচরি পরকে শিখাতে ফল-আশাহীন সাধ ॥

অন্যায় আর বর্বরতার বিজয়ে অকুতোভয়
চাই অহিংস-আত্মার বল—হিংসার পথে নয়
শুভবুদ্ধিতে কর্মে একাগ্রতা
সর্বসেবায় সর্বোদয়েই আত্ম-নির্ভরতা—
অভেদ-ধর্ম—আনুষ্ঠানিক প্রকাশে বিভিন্নতা
কর্মযোগের সাধনে কর্ম সত্যের অক্ষয়
অস্তিত্বের পরম প্রকাশে মিথ্যার উৎখাত ॥

সংসারে ব্যাধি-জরা-মৃত্যুকে ছাপিয়ে জীবন ফুটে
তাইত আত্মা সত্যের পানে ফুল সম ফুটে উঠে
আত্মার বোধে আত্ম-উত্তরণ
অস্তিত্বেই কর্মসূত্রে প্রকাশ সংরচন
সত্যের বলে সত্যস্বরূপে আত্মার দর্শন—
গান্ধী-দৃষ্টি সংসারে দেখে অশেষ দুঃখ লুটে
সত্যের বলে সব দুঃখের উৎখাতে জাগে সাধ ॥

সত্যেই হলো কেন্দ্রবিন্দু—সত্যেরে সদা ভুলি
অশুভ-শক্তি অসুরের সাথে করে তাই কোলাকুলি
যুদ্ধের থেকে যুদ্ধে সর্বনাশ
হিংসার পথে হিংস্র-দানব বন্ধন নাগপাশ
জড়ায়ে খুঁজিছে সংসারময় হিংসার সন্ত্রাস
কোথায় মুক্ত আত্মার শুভবুদ্ধিতে উঠি দুলি
মুক্তিমন্ত্র-ধ্বনি-তরঙ্গ জীবনের আহ্লাদ ॥
একি রাজনীতি—কাল মার্ক্স প্রচারিছে "কেপিটেলে"
সহজ কথাকে ঘোলাটে করেই জটিল করেই ফেলে—
গান্ধীর চোখে আলোক-উদ্দীপনা
শুভকর্মের পথে পথে ভাসে মুক্তি সম্ভাবনা—
সদা নিষ্কাম কর্মসাধন—শুধু অনন্যমনা
উদার মানস-বুদ্ধি-দীপ্ত-দৃষ্টি সদাই মেলে
লোককল্যাণে অকল্যাণের হিংস্রতা উৎখাত ॥

প্রার্থনা সভা—সে দিন পুণ্য ত্রি-বিংশ জানুয়ারী
সাম্প্রদায়িক আদর্শ কথা—মৈত্রী-সংপ্রচারী
গান্ধীকণ্ঠে সুভাষ-কীর্তি-কথা
সমুচ্চারিত—সাম্প্রদায়িক-বোধহীন জাতীয়তা
সৃষ্টির পথে আজাদ-হিন্দ-ফৌজ-তৎপরতা
নব ইতিহাস করেছে রচনা—নহে ভেদ ছাড়াছাড়ি
ঐক্যের পথে মিলনের পথে বিরোধের উৎখাত ॥

"নেতাজী সুভাস" গান্ধী কণ্ঠে উঠে উদাত্তধ্বনি—
"হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ মিথ্যা তুচ্ছ গণি
নানাধর্মের ভারতীয় জনগণে
মহাঐক্যের ভিত্তিতে বীর-সেনানী-সংগঠনে
পরম শক্তিশালী-বিরুদ্ধপক্ষের সাথে রণে—
সাম্প্রদায়িক-ঐক্যে ভিত্তি—মানস উদ্দীপনী
এক জাতীয়তা চেতনায় সাধে জাতীয় মুক্তি সাধ ॥"

নোয়াখালী শুনে—শুনে সেই সাথে ভারতের জনগণ—
মানুষের সাথে মানুষ মিশিলে সাম্প্রদায়িক-মন
মানবতা-বোধে পশ্চাতে থাকে পড়ে
সারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐক্যভিত্তি করে
সেদিন প্রাচীর নব দিগন্তে নতুন আলোক করে
আজাদ-হিন্দ-ফৌজ-কণ্ঠে উঠে ভীম-গর্জন
সাম্প্রদায়িক বিভেদ মিথ্যা—আনে তাহা উৎপাত ॥

ঐক্যবদ্ধ মৈত্রীপূর্ণ মহাভারতের ধ্যান
গান্ধীর চোখে—দ্বেষ-হিংসার সংঘাত অবসান
শান্তিতে ভরা রামরাজত্ব বুকে
সকল মানুষ সকলের তরে বসবাস করে সুখে
ক্ষমা-মমতা-প্রীতি-বুদ্ধিতে উন্নতি অভিমুখে
সমাজ-প্রগতি—প্রেমে মমতায় জাগে সকলের প্রাণ
মহাভারতের মহাজাতীয়তা মিটায় জাতির সাধ ॥

কত উত্থান-পতন দৃশ্য কত ঘাত প্রতিঘাতে
ভারতেতিহাসে যুগ থেকে যুগে কত দিন কত রাতে
কত সংকটে সংসয় পরাজয়
কত না বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রকাশ জ্যোতির্ময়
দুঃখ-বিপদ-বিরোধ-বিঘ্ন প্রাণবলে নির্ভয়
ভারত-আত্মা চলে করি জয়—সম্মুখে সম্পাতে
দিব্য-আলোক সত্যের জয়ে অসত্য উৎখাত ॥

মহাভারতের মহাজাতীয়তা সভ্যতা সুন্দর
সৃষ্টির লাগি তপস্যা করে—গান্ধীর অন্তর
অনুভূতি ভরি অমৃত রূপেই ফুটে
সার্বভৌম মহাভারতের সিদ্ধির জ্যোতি লুটে
দেশ থেকে দেশে—সকল মানুষ আত্মীয়তায় জুটে
মহাভারতের পূণ্যতীর্থে—মানুষ পরস্পর
সহযোগিতায় মিলিছে ঐক্যে প্রেম আলো সম্পাত ॥

প্রতিবেশীত্বে হিন্দুর সাথে মুসলমানের মন
যদি জাগি উঠে তাই জিন্নার বিপরীত দর্শন
দেখে পরিণামে—শুভের সমুদ্ভবে
লীগ-রাজনীতি দেখে অখণ্ড জাতীয়তা-গৌরবে
গান্ধী-নীতির সফলতা আসে ভাই ভাই এক হবে—
দুশ্চিন্তায় কাতর সদাই সুগোপন আয়োজন
গান্ধীর নীতি ব্যর্থ করিতে লীগের দৃষ্টিপাত ॥

অন্ধকারেই ঝাঁপ দিয়ে চলে যত লীগ অনুচর
খুঁজিছে পাকিস্তানের ভিত্তি ধর্মেই নির্ভর—
গান্ধীর যত চলিছে পরিক্রমা
গোপনে লীগের হিন্দু-বিরোধী-বিদ্বেষ হয় জমা—
মোল্লা-শাসিত সমাজের বুকে হিন্দুরে নয় ক্ষমা
এই ভাবে চলে ঠাঁই ঠাঁই থাকা নীতিতে পরস্পর-
বিভেদ-নীতির মতে পথে জাগে সমাজেও সংঘাত ॥

হিন্দুর প্রতি শুষ্ক-মানস নোয়াখালী বুকে ধীরে
নবজীবনের স্পন্দনময় অনুভূতি জাগে ফিরে—
গান্ধী-সাধনা অনুসারী কল্যাণ
ঐক্যে চিন্তা কর্মধারায় নবভাবে বহমান—
লীগ-রাজনীতি গোপনে খুঁজিছে মৈত্রীর অবসান
মোল্লা-চক্রে জিন্না-বুদ্ধি একতাকে ছুটে চিরে—
তবুও ঐক্য-নীতি-বন্ধনে প্রতিবেশীত্ব সাধ ॥

ধর্মপিপাসু বিশ্ব দেখিছে অন্তর্জীবনের
আলোকে গান্ধী নবীন ভাষ্য রাজনীতি-শাস্ত্রের
বিরচিয়া চলে—খুঁজিছে সর্বোদয়
বন্ধনহীন মানব-আত্মা সত্যের পরিচয়
লাভ করি যেথা সত্যসন্ধ মিথ্যার পরাজয়—
প্রার্থনা সভা বিকিরিত করে প্রজ্ঞা আনন্ত্যের
সর্বধর্ম সত্যের রূপে থামাইতে সংঘাত ॥

একই বস্তু দিয়ে সমগ্র বিশ্ব সংরচন
মূল বস্তুর বহু বিচিত্র রূপে পরিবর্তন—
তেমনি বিশ্ব শক্তি-নিচয় মূলে
সমষ্টিফল এক রহস্যে অবিরাম চলে দুলে
ঘটনারাজির কারণ নিহত ঘটনা প্রকৃতি মূলে
সত্যের থেকে সত্যে নিয়ত বিচিত্র রূপ তুলে—
মূঢ়তা-দৃষ্টি করে সত্যের সত্তার প্রতিবাদ ॥

বিস্ময়কর গান্ধী-তত্ত্ব সত্যই ভগবান—
সত্যের খুঁজি চাহে আত্মার সত্যেই উত্থান
গান্ধী-ধর্ম জীবন উজ্জীবনে
মানবাত্মার বিজয়ের লাগি—স্বার্থ বিসর্জনে
পরমার্থের নববিপ্লবে মহত্ব অর্জনে
রাজনীতি আর সমাজ-নীতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা দান—
সত্যের পথে সত্যের ব্রতে মিথ্যার উৎখাত ॥

আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান থেকে বড় লোকহিত
মানবাত্মার অবিনাশীত্ব—রহস্য লোকাতীত
দূরে আছে পরে—সত্যেই ভগবান
সেই ভগবান জাগ্রত হয়ে বিশ্বেই প্রাণবান
গান্ধীর তাই দেবতা-সত্য—সত্য অধিষ্ঠান
মানুষের হিতে পরম প্রজ্ঞা আনন্দ-সৎ-চিৎ
জগৎ প্রবাহে একাত্মবোধে তাই লোক হিতসাধ ॥

এ্যাটলী ঘোষণা প্রচারিত হয়—ভারতের হাতে দান
শাসনাধিকরে দায়-দায়িত্ব অধীনতা অবসান
মুক্ত-স্বাধীন এবার ভারতবাসী—
লীগ ছুটে আসে—দৃষ্টিতে জ্বলে আগুন-সর্বনাশী—
করতল-গত আইন সভাতেই তুলে সাথে সন্ত্রাসি
বঙ্গ বিভাগ—আর পাঞ্জাব হয়ে যায় দুইখান
পাকিস্তানের কায়েমী-স্বার্থে ঐক্যের প্রতিবাদ ॥

কুট-কৌশলে ব্রিটিশ হানিল ভারতে দারুণ ক্ষতি
বিভেদ-অনলে দগ্ধ করিল মহাজাতি-সংহতি—
লীগের শক্তি কংগ্রেস দ্বেষ মূলে
লীগের দৃষ্টি অগ্নিশ্রাবী সর্পের বিষে দুলে—
ভারত বিভাগ—মিথ্যাকে বরা পরম সত্য ভুলে—
শান্তি-স্থাপনে তবু সম্প্রীতি ভাবী-কালে কাল-গতি
ভাঙ্গনের শেষে মিলনের দিনে গান্ধী দৃষ্টিপাত ॥

চলে গণভোট—শ্রীহট্ট চলে পূর্ববঙ্গ সাথে
সাথে সীমান্ত প্রদেশ আপনা পাকিস্তানেই গাঁথে—
অসত্য মন অসৎ পন্থা শেষে
বিভেদের বিষে জর্জর করে—অশ্রুর জলে ভেসে
গান্ধী কণ্ঠে উঠে প্রার্থনা শান্তি আসুক দেশে
স্বস্তি বিহীন অন্তরে জ্বালা—নিদ্রাবিহীন রাতে
একটি চিন্তা ঐক্যজীবনে ভেদ হোক উৎখাত ॥

জিন্না তৃপ্ত—ভারতের বুকে প্রচণ্ড আলোড়ন
কোথা সৃষ্টির নবতর আলো—আত্মার ক্রন্দন
গান্ধী-বক্ষে তোলপাড়ি তুলে ঝড়
উড়ে যুগযুগ-সঞ্চিত-ধন বিশ্বাস-নির্ভর
জীবন-বোধের সকল ঋদ্ধি—এ যে বিস্ময়কর
আকাশ ভাঙ্গিয়া মাটিতেই পড়ে—সত্য মুল্যায়ণ
ব্যর্থ করিতে দানবী-মায়ায় প্রলয়ের অভিঘাত ॥

স্বর্ণ-মৃগের পেছনেই ছুটা—কোথা শেষ পরিশেষ
কোথা হৃদয়ের বিস্তার আশা—অখণ্ড মহাদেশ
খণ্ড স্বার্থে হয়ে যায় খান্ খান্
কোথা স্বাধীনতা-সত্য-বিকাশ নবতর নির্মাণ—
খণ্ডস্বার্থে ভারত বিভাগে সৃষ্টি পাকিস্তান—
অখণ্ডতার বিশ্বাস নাশ দেওলিয়া পরিবেশ
দিকে দিকে আনে মহাশূন্যতা—নীরব আর্তনাদ ॥

প্রার্থনা সদা আনে ঈশ্বর-চেতনায় জাগরণ
সব কোলাহল থেকে বিমুক্তি—বিরাটের সাথে মন
যুক্ত হইয়া উপলব্ধিতে ভরে
অনুভব করে ব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুকে ধরে
আছে যে পরম শক্তি নিত্য—স্পর্শের রসে ঝরে
প্রার্থনা কালে পরশ অমৃত—আলোর উজ্জীবন
আলেকি জীবন সত্যে নিত্য আনে প্রাণ আস্বাদ ॥

ঘোর সঙ্কটে অন্তর হতে জাগি অন্তর তলে
গান্ধী দৃষ্টি খুঁজি পায় তাই তিমিরে আলোক জ্বলে
সকল বিপদ সকল সর্বনাশে
সকল আঘাতে বুদ্ধি-স্থির শান্ত হইয়া আসে—
শান্ত জীবনে জীবন জাগিলে আত্মায় পরকাশে
স্থিতপ্রজ্ঞের প্রজ্ঞা-চেতনা—স্বর্গীয় পরিমলে
সকল শ্রান্তি-ক্লান্তি-বেদনা হয়ে চলে উৎখাত ॥

যুগ-যুগ-বাহি ভৌগোলিকতা অস্বীকারের পথে
মোসলেম লীগ ভারত-বিভাগে হিংস্র কর্মরথে
ছুটে উন্মাদ-প্রমত্ত-মহারথী
জিন্না দেখেও না দেখার ভানে রাষ্ট্রনীতির মতি
রক্ষা করেই শুনে দিকে দিকে হিন্দুর দুর্গতি—
মহাশ্মশানের বীভৎসতায় বিভীষিকা নানামতে
হিন্দু হত্যা নারী-ধর্ষণে প্রমত্ত মনোসাধ ॥

রাজনীতি হলো জিন্না মতিতে হিংসার সন্ত্রাস—
কংগ্রেস তবু প্রতিহিংসায় নাহি করে অভিলাষ
বিষবাষ্পের কুজ্ঝটিকার পারে
সত্যপথিক গান্ধীপথেই আঁকড়ি অহিংসারে
মহাজাতীয়তা আঁধারে আলোক অবিরাম উৎসারে
জাতীয়জীবনে সেই চেতনারে দেখিবারে পরকাশ
হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে দূর করে উৎপাত ॥

দেশ খণ্ডনে স্বাধীন ভারত স্বাধীন পাকিস্তান
ভাগ-বাঁটোয়ারা ঐক্যস্বার্থ করা সাধ দুই খান—
কংগ্রেস খুঁজে জাতীয়তা অনুভবে
হিন্দুমুসলমানের অভেদ-সংস্কৃতি-গৌরবে
নবীনভারত প্রকাশিত হোক—লীগ চলে উৎসবে
হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ জনতার শান্তির অবসান
'জিম্মি' নীতিতে মানবাধিকার সুরু তাই উৎখাত ॥

সুরু পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে—সিন্ধুতে সুরু সাথে
সাথে সীমান্তপ্রদেশে হিন্দু-শিখগণে অভিঘাতে
হিংসার সাথে জাগে প্রতিহিংসার
সংঘর্ষের অগ্ন্যুৎপাত আগ্নেয় যাতনার
তপ্তদাহন—নব জ্বালামুখী অশান্ত পারাবার—
জাগিছে ভারত পাকিস্তানের নরপশু উৎপাতে
দুর্মতি-প্রতিহিংসা-বুদ্ধি করে নাশে উৎপাত ॥

পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র-ভৈরব-দামোদর
যমুনা-কাবেরী-আকাশগঙ্গা স্বর্গীয় নির্ঝর
সিন্দুপ্রবাহ-নর্মদা-গোদাবরী
সরস্বতীর মুক্তধারায় তরঙ্গ উঠে ভরি
উত্তাল-জলপ্রপাত ছুটিছে সৃষ্টির পথ ধরি
শতমুখী হয়ে—কুলে কুলে রচে শ্যামরূপ সুন্দর
বনরাজি হাসি উঠে উদ্ভাসি অপরূপ-আহ্লাদ ॥

ভারত বিভাগ নদী পথে পথে সুরু হয় ভাগাভাগি
পাঞ্জাব ভাগ বঙ্গের-ভাগ—দেশ ভাগ বোধে জাগি
লীগ সুরু করে লাফালাফি দাপাদাপি
দুর্দৈবের প্রচণ্ড ব্যথা চলে ছুটে অভিশাপি
আত্মবিনাশে অন্তঃরাত্মা উঠে তাই কাঁপি কাঁপি—
বিবেকে আঘাত ব্যর্থ সত্য বিধানের অনুরাগী
গান্ধী-আত্মা দেখে মিথ্যার তাণ্ডব উন্মাদ ॥

তুষার-মৌলী হিমালয় কাঁপে শিবালিক গিরিমালা
লুসায়ের থেকে বিন্ধ্যারণ্যে জাগি উঠে ত্রাসজ্বালা
একি আলোড়ন ভারত-আত্মা বুঝি
প্রলয়-পয়োধি-সম্মুখে নিয়ে দাঁড়ায়েছে সোজাসুজি—
ধ্যাননিমগ্ন গান্ধী দৃষ্টি দেখে সুধু চোখ বুজি
কংগ্রেস-নীতি কংগ্রেস-দাবী শান্তিপর্বপালা—
লীগ-রাজনীতি ব্যর্থতা আনে স্বাতন্ত্র্যে সুধু সাধ ॥

কুটরাজনীতি যুপকাষ্ঠেই ভারত খণ্ড ঘটে—
নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গার ছায়া ইতিহাস-পটে
আপনাতে পড়ে অভিঘাতে ঘটনার
আতঙ্ক নামে ভারতের বুকে দিকে দিকে হাহাকার—
গান্ধী স্তব্ধ—ধর্মের নামে অন্ধ-কুসংস্কার
রাজনীতি নামে নবকুটনীতি সম্মুখে সঙ্কটে—
স্তব্ধ গান্ধী—ভবিষ্যতেই করিছে দৃষ্টিপাত ॥

ইতিহাস যেন অর্থপূর্ণ সব্যঙ্গ-উপহাসে
কংগ্রেস নীতি নাশনে লীগের হিংস্রতা-সন্ত্রাসে
চলে অবিরাম হিন্দু শিখের বলী
পাকিস্তানের রাষ্ট্রনীতিতে উঠিছে আগুন জ্বলি
হিংসার বলে—মানবাধিকার ন্যায়সত্যকে দলি
পাকিস্তানের ভিত্তির মূলে স্বাধীনতা কোথা ভাসে
হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-খ্রীষ্টান বুকে চলে উৎপাত ॥

গান্ধী-সাধনা-সিদ্ধি-বিনাশী ধ্বংসের তাণ্ডব—
গান্ধী-বক্ষে অহিংসা আর সত্যের গৌরব
নতুন করেই করিছে মূর্তিমান
গান্ধী-সাধনা দেখিছে সত্যে জাগ্রত ভগবান
লীগ-রাজনীতি হিংসার-নাশে অহিংস অভিযান—
আগামী দিনের বিশ্বভারতে বিস্তারে অনুভব
গান্ধীজীবন-সিদ্ধি-আলোকে নব আলো সম্পাত ॥

ভারত একটি ভূখণ্ড নয়—জীবন্ত সত্তায়
ইতিহাসে তাই অবক্ষয়কে চিহ্নের সীমানায়
অঙ্কিত রাখি প্রাকৃতিক নিয়মের
উদয়-অস্ত পশ্চাতে রাখি অনন্ত সত্যের
সঙ্গীত ঘোষে—বর্তমানের সীমায় ভবিষ্যের
নিত্য নবীন প্রকাশ-বিকাশ মহাকাল-আত্মায়
মহাশক্তির নিত্যলীলায় স্থজনে দৃষ্টিপাত ॥

অবক্ষয়কে সাময়িক জানি বর্তমানের থেকে
গান্ধী-দৃষ্টি বিচরণ করে—অন্তরে উঠে জেগে
চিত্তশুদ্ধি আনিবে যুগান্তর
জপ নিষ্কাম কর্ম-মন্ত্র—মানুষের হিতকর
ধ্যানে প্রশান্ত অন্তর শুধু সত্যের সুন্দর
মঙ্গল রূপ করুক মূর্ত—সমুত্তরণে বেগে
প্রাণশক্তিতে চাই মানবতা সত্যের আস্বাদ ॥

জীবন-দৃষ্টি সমাজ-দৃষ্টি গান্ধীরে সদা টানে
গান্ধীজীবন খুঁজিছে সত্য ভারতের মহাপ্রাণে
সার্বজনীন ধর্মের অধিকার
প্রার্থনা-সভা করিছে প্রচার ন্যায় নির্ভরতার
আলোকে ঘুচিবে জাতির সকল সঙ্কট আঁধিয়ার
কর্মজীবনে—রাষ্ট্রজীবনে সমস্যা অবসানে
সত্যের সেবা—সত্যেই হয় মুক্তির আলোপাত ॥

মিথ্যারে আর হিংসারে করি অভিঘাত অবিরাম
চলিছে গান্ধী সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উদ্দাম-
জঘন্যতার করিবারে অবসান—
জাগি উঠে ধীরে প্রতিক্রিয়ায় সনাতন শয়তান
গান্ধীজীবন ধ্বংসের সাথে অস্ত্রের খরশান
ছুরিকা শাণায়—গান্ধীহত্যা বোমায় মনস্কাম
শয়তান বুকে অগ্নি-জ্বালায় গান্ধী হত্যা সাধ ॥

অমাবস্যার কালরাত্রিতে প্রেত-কঙ্কালগুলি
করাল ছায়ায় আতঙ্ক মেলি—কাল-দৃষ্টিতে তুলি
শঙ্কিত ভীতি শ্মশানে যেমন ত্রাস
বিস্তার করে—আত্মকামনা দাহনের অভিলাষ
পুরাতে আকুল—প্রতিক্রিয়ায় বিদ্বেষ রাশ রাশ
গান্ধী-বিরোধী-মানসিকতায় তেমনি উঠিছে দুলি—
একটি লক্ষ্য গান্ধী হত্যা—অহিংসা উৎখাত ॥

লঙ্কার দ্বারে রাম এসে গেছে—হলো সেতুবন্ধন
আত্মমোহের ললিত-আবেশে তবু জাগে দশানন
গান্ধী জাগিছে সত্য তপস্যায়
লীগ-অধিপতি জিন্না এদিকে দাম্ভিক স্পর্দ্ধায়
ঘোষিছে ভারতে মুসলমানের জাতীয় মর্যাদায়
অধিকার চাই দ্বিজাতি তত্ত্বে—করে বিষ-বর্ষণ
দেশ জ্বলে যায়—লীগ খেয়ে চলে প্রচণ্ড উন্মাদ ॥

'ভারত যুদ্ধ'-কথার চারণ-কণ্ঠে দীপ্ত সুর
মহাভারতের সত্যমন্ত্রে হয়ে যাবে পাপ দূর—
স্বদেশপ্রেমের কাহিনী বীরত্বের
সত্যে ঘোষিছে অখণ্ড এই প্রাণ মহাভারতের
সেদিন আগস্ট-বিপ্লব দিনে তমলুকে স্বদেশের
সত্যেই "রামচন্দ্র বেরা"র জীবনেতে ভরপুর
হইল প্রকাশ সবার উর্দ্ধে স্বাধীনতা আস্বাদ ॥

বলি যে কাহিনী শুন দেশবাসী হিন্দু-মুসলমান
ছুটে "বিদ্যুৎবাহিনী"র সেনা করেই তুচ্ছ প্রাণ
ব্রিটিশের থানা করা চাই অধিকার—
এগিয়ে চলেছে বাহিনী যখন করি ভীতি সঞ্চার
রামচন্দ্রের বক্ষে বিদ্ধ ব্রিটিশের হিংসার
প্রতীক বুলেট—তবু বাহিনীর গতি নহে অবসান
নির্ভয়ে প্রাণ করিতে প্রদান সেদিন জাতীয় সাধ ॥

থানায় কখন গড়ায়ে গড়ায়ে রামচন্দ্র যে যায়
কেউ ত জানে না—সামনে সকলে শুনে বীর ঘোষণায়
এগিয়ে সকলে এখানেতে এস চলে
জাতীয় পতাকা উড়ায়েছি আমি ব্রিটিশের বাধা দলে—
থানার দখলে এস এইখানে—বক্ষ আমার জ্বলে
বুলেট-আগুন-জ্বালায়—আত্মা ভারত স্বাধীনতায়
একাত্ম হয়ে একি আনন্দ করি আজ আস্বাদ ॥"

হাজার হাজার মানুষ সেদিন বিদ্যুৎবাহিনীর
দেখিল সত্য—শুনিল সত্য মহাভারতের বীর-
সন্তান এক মৃত্যু তুচ্ছ করে
তমলুক থানা অধিকারে আসি অমর মৃত্যু বরে—
থানার দখল হইল সেদিন অন্তরে উঠে ভরে
স্বাধীনতা-রণে অহিংসপ্রাণ উর্দ্ধে তুলিয়া শির
ঘোষিছে সত্য স্বাধীন-ভারতে জীবনের শুধু সাধ ॥

কিসের জন্য এত কাটাকাটি হানাহানি হিংসার
ভ্রাতৃবিরোধে মহাভারতেব সত্য অস্বীকার—
সেদিন আগস্ট-বিপ্লব দিনে মেতে
বোলপুরে উঠে সাঁওতালগণ নিদারুণ যুদ্ধেতে
ব্রিটিশের সাথে—অধীনতা-জ্বালা হইতে মুক্তি পেতে
কত সাঁওতাল নরনারী মরে—সহিল অত্যাচার—
লীগ কোথা ছিল—আজ দেশে লীগ আনে একি সংঘাত ॥

হাজারীবাগের জনতা-যুদ্ধে চলিল আক্রমণ
জেলের দুয়ার মুক্ত সাহস সার্থক আয়োজন
অহিংস-প্রাণ-শক্তিতে সেইদিন
নির্ভয়ে দেখে ব্রিটিশ-শাসনে আঘাতে সম্মুখীন
ঘটনার থেকে নব ঘটনায় মৃত্যু ভাবনাহীন
স্বাধীন ভারত সৃষ্টির সুখে জীবন উজ্জীবন—
গান্ধীজীবন অমৃত-কিরণ দিকে দিকে করে পাত ॥

সমাজ-স্বদেশ-সেবা-আদর্শ আজিকে বিস্মরণে
আত্মনিধনে দুরন্তরণে হিংসা উদ্দীপনে
একি আয়োজনে জিন্নার মনে বিষ
চেতনা-প্লাবনে ভারত-জীবনে দহিছে অহর্নিশ
অগ্নি-দীপনে দ্বন্দ্ব সৃজনে জ্বলে পুড়ে দশদিশ—
কোথায় আগস্ট-বিপ্লব-স্মৃতি দৃষ্টি উন্মীলনে
ধ্বংস রচনে বিষ বর্ষণে একি ঘাত-প্রতিঘাত ॥

প্রতিক্রিয়ায় মোসলেম লীগ বুঝি বা যুদ্ধে নেমে
মুক্তির নামে নব বন্ধনে মাতাল-হিংস্র প্রেমে
কংগ্রেস নাশে—একি ঘোর পরিণতি
ব্রিটিশের সাথে সহযোগিতায় ব্রিটিশের মন-মতি
লীগের পেছনে আড়কাঠি নাড়ে তাই দুরন্ত গতি
নির্ভর করি প্রচণ্ডচাপ সৃষ্টির পরিবেশে
কংগ্রেস পানে রক্তচক্ষু তুলেই দৃষ্টিপাত ॥

তাই ঘন ঘন করতালিতেই লীগের সমর্থন
একথা প্রচারে—ভারতে ঐক্য নীতির প্রবর্তন
ব্রিটিশ স্বার্থে সর্বথা প্রতিকূল
তাই লীগ সাথে দোস্তী-সূত্রে তুলি বিদ্বেষ-হুল
ভারত-জীবনে দংশনে ছুটা—লীগের বুদ্ধি স্থূল
তাই নাহি দেখে ভারত-বিভাগে কালনেমী দর্শন—
সত্য করিতে ব্রিটিশ সজাগ—মিটায় স্বার্থ সাধ ॥

ইতিহাস হাসে বিদ্রূপি আজ ভারতের সঙ্কটে
হিংস্রতা আনে রক্ত-প্লাবন দুর্দিন সংঘটে
লীগের দৃষ্টি পশ্চাত অভিমুখে
জাগে কম্পন আওরঙজেবের কবর পাথর বুকে—
উদ্ধত আর বল-গর্বিত বর্বর কৌতুকে
লীগ-সৈন্যের শান্তি-বিনাশী হিংস্র সংদাপট
ইঙ্গ-প্রসাদপুষ্ট-সাহসে জাগি উঠে উন্মাদ ॥

জাতি বৈষম্য-নীতিতে ভিত্তি রাষ্ট্র প্রবর্তন—
হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ খ্রীষ্টান করি চলে ক্রন্দন—
পড়ে বীভৎস হত্যালীলার সাড়া
একধর্মীয় রাষ্ট্রনীতির কোথা পথ ইহা ছাড়া—
ধর্মের নামে উত্তেজনায় মানুষ বুদ্ধিহারা
নাৎসী-ঝটিকা-বাহিনীর মত লীগের সংঘটন
অন্তর্ঘাতী গুপ্তহত্যা চালায়ে মিটায় সাধ ॥

চলে নাশকতা—সন্ত্রাসে ভরা নিদারুণ বিভীষিকা
ভীতি সৃষ্টির পৈশাচিকতা—জ্বলিছে অগ্নিশিখা—
কংগ্রেস তবু নিষ্ঠুর পরিহাসে
সর্বসেবার উদার সত্যে সব মানুষের পাশে
ফিরে অবিরাম— বিরুদ্ধ মন পরিবর্তন আশে
সামনে তুলিয়া দেখায় সত্যে ইতিহাসে কোন্ লিখা—
মহাভারতীয় জাতীয়তা সেথা করিছে আলোকপাত ॥

প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে সামনে ভীষণ অন্তরায়
লীগের দাপটে স্বধর্মীরাও পীড়িত লাঞ্ছনায়
উৎপীড়নের প্রমত্ত হানা চলে
জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা জাগি উঠে দলে দলে
এই ভারতের স্বার্থে জাতীয় স্বার্থে ঘোষিয়া বলে
পাকিস্তানের ভিত্তিতে দেখি মৈত্রী খণ্ডতায়
উন্মাদনায় জেহাদ ঘোষিত—শুধু ঝড় উৎপাত ॥

নাশি অখণ্ড স্বাধীন-ভারত রাষ্ট্রীয় সত্তাকে
জিন্না মুসলমানের স্বার্থে মুসলমানকে ডাকে
কংগ্রেস থেকে সরা চাই পুরাপুরি
কংগ্রেস চলে সার্বজনীন ঐক্য ভারতে জুড়ি
জাতীয়তাবাদে জাতিভেদ আর খণ্ড স্বার্থ দূরি
বর্ণে ধর্মে মৈত্রী-ভাবনা অভেদ কণ্ঠে হাঁকে
মহাজাতীয়তা চাই ভারতের বিদূরিতে উৎপাত ॥

মহাজাতীয়তা ভাবনায় জাগি স্মরণীয় বরণীয়
ঐতিহাসিক-সংস্কৃতি-বোধে জাগে অধি-ভারতীয়
মহাজাতীয়তা—হিন্দু-মুসলমান
দেখে ভারতের ঐতিহ্য বুকে মহাজাতি উত্থান
আজাদ-আব্‌দুল গফুর খাঁনের রাজনৈতিক ধ্যান
গান্ধীজীবন-সিদ্ধি-আলোতে সত্যের স্বর্গীয়
চেতনায় দেখে মহাজাতি করে ঐক্যে দৃষ্টিপাত ॥

ভারতবাসীর আত্মবিকাশে জাতীয় মুক্তিলাভে
মহাজাতীয়তা বিস্তারে শুধু ভিন্নতা লোপ পাবে—
লীগপন্থীরা বাধা দান কত করে
আজাদ-আব্‌দুল গফুর খাঁনের চেতনা-আলোকে ভরে
মহাজাতীয়তা যুগযুগবাহী ধারায় পরস্পরে
মিলিছে হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী আবির্ভাবে
জেগেছে সত্য একটি জীবনে ঐক্যে বিকাশ সাধ ॥

গান্ধীর যেন দ্বিতীয় মূর্তি সত্য সাহসিকতা
নিয়ত আব্দুল গফুর খাঁনের চরম নির্ভরতা
অহিংসাতেই—গান্ধীর সাথে সাথে
গান্ধীর সাথে একাত্ম সদা দুর্দিন সংঘাতে—
আজাদ দৃষ্টি আলো-উজ্জ্বল দুখের তিমির রাতে
ভারতীয় জাতি সবার উর্দ্ধে নহে ভেদ-ভিন্নতা
মহাজাতীয়তা এক মহাজাতি চলা একতার সাথ ॥

নৈরাশ্য আর অসহায়তায় লীগের দারুণ চাপে
জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা অন্তর উত্তাপে
দেখিছে সত্য সাহসেই বাধা দলে
সীমান্তে দেখে "খিদ্‌মদগার" আশার আলোকে জ্বলে
জাগিছে আব্দুল গফুর খাঁনের নৈতিক মনোবলে
নব ভবিষ্য—ঐক্যচিন্তা জাতি-বিদ্রোহ নাশে
সদা কংগ্রেস নীতি-নিষ্ঠায় মিথ্যার উৎখাত ॥

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেই ধর্মীয় স্বাধীনতা
জনতার বাক্-স্বাধীনতা আর সত্যে-নৈতিকতা
গণতান্ত্রিক আদর্শে নির্ভর
ঐক্যবদ্ধ সমাজ-জীবন মিলিত পরস্পর
সহযোগিতায় সর্বসেবায় জাগ্রত অন্তর
ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে নাশি সকল দুর্বলতা
চাই সত্যে অহিংসাবোধে মহাজীবনের সাধ ॥

গান্ধী-সাধনা জনতা শাসক নহে কভু সরকার
সরকার বহে জনতা-সেবার ন্যায়-অধিকার ভার—
সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির নাশে
জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা হিন্দুর পাশে আসে
ঘোষে কংগ্রেস নীতিতেই দেখি কল্যাণ পরকাশে—
সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রের লীগের অত্যাচার
সহ্য করেও চলে ভারতের সম্মুখে পদপাত ॥

প্রতি ধর্মকে মর্যাদা দেওয়া—সম্প্রীতি রক্ষণে
সদা ধর্মীয় নিরপেক্ষতা জাতীয় বিবর্ধনে—
নহে শঙ্কিত জনগণ কোন ভয়ে
সকল মানুষ ঐক্যযুক্ত জাতীয়তা পরিচয়ে—
জাতিপাতিহীন মহাজাতি জাগে ভারত-অভ্যুদয়ে
জাগে সীমান্ত গান্ধী-আজাদ-জহরলালের মন
বল্লভভাই গান্ধীর পথে একটি জাতীয় সাধ ॥

কংগ্রেস চায় এক মহাজাতি কাজে-ভাবে-ভাবনায়
রাষ্ট্রজীবনে একের মন্ত্রে সকল সম্প্রদায়
মিলিত চালিত—শত জাতি উপজাতি
শতেক বর্ণ-উপবর্ণেতে দ্বন্দ্বে রয়েছে মাতি—
কংগ্রেস চাহে কুসংস্কারের তিমিরে আলোক ভাতি
মৈত্রীর প্রেমবন্ধনে চাহে উদয় জাতীয়তায়—
মোসলেম লীগ ঘোষে বিরুদ্ধ নীতিতে দ্বন্দ্ববাদ ॥

মোসলেম লীগ দেখে কংগ্রেস-প্রভাব বৃদ্ধিপথে
জাগিছে ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় অভিমতে—
কোথা এক নবী এক কোরানের বাণী
মহাজাতীয়তা চেতনাকে আর চিন্তাকে দেয় আনি—
ভারত-জীবনে সবমানুষের সর্ব স্বার্থ মানি
মানবতা নীতি প্রচারের সাথে—জাতীয় কর্মরথে
হিন্দুমুসলমানের ঐক্যে করে ভেদ উৎখাত ॥

মুসলমানের স্বার্থেই বড় লীগের আন্দোলন
গান্ধীবাদের নবধর্মীয় বোধকে আক্রমণ
সর্বলোকের যেথা দেখি কল্যাণ
কংগ্রেস চলে রচিতে মিলনে জাতীয় সংবিধান
মোসলেম লীগ বিরুদ্ধ পথে মৈত্রীর খান্ খান্
খণ্ড চেতনা বিস্তারে আনে হিংস্রতা আয়োজন
দুর্দমনীয় উদ্দীপনায় সুরু করে সংঘাত ॥

লীগের প্রচার কংগ্রেস নীতি 'ইসলাম' স্বার্থের
বিরুদ্ধে চলে—মুসলমানের দ্বিজাতিক-তত্ত্বের
ভিত্তিতে তাই প্রচারিত অবিরাম
আগে 'ইসলাম' তারপর হলো জাতীয় মনস্কাম—
দেশ থেকে বড় মুসলমানের স্বার্থেই 'ইসলাম'—
ধর্মীয়তায় ধর্মরাষ্ট্র—নীতিতে কংগ্রেসের
সব মানব মিলন সাধন দেখে লীগ উৎপাত ॥

গান্ধী-সিদ্ধি মহাজাতীয়তা সত্য-অহিংসার
বিস্তার পথে সর্বমানব কল্যাণ সাধনার
মৈত্রী খুঁজিছে শান্তির পরিবেশ
লীগ-রাজনীতি স্বার্থ-সিদ্ধি ধূর্তামি-বিদ্বেষ
ইতিহাসে আঁকি জঘন্যতার সংহারে কংগ্রেস
আপোষ-বিহীন-মনোভাবে চলে স্ব-স্বার্থপরতার
নামে খুঁজে শুধু ভারত জীবনে ধর্মীয় সংঘাত ॥

অহিংস আর নিরুপদ্রব লীগ-রাজনীতি নয়—
পাকিস্তানের যুদ্ধাভিযান পৃথিবীর বিস্ময়
হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ জনতার নাশে
কংগ্রেসবাদী মুসলমানের ঘরে ঘরে সন্ত্রাসে
লীগ সেনা ছুটে—কংগ্রেস নাশি সংগ্রামে উল্লাসে
উন্মাদনার আতঙ্কর উদ্ভট পরিচয়
ইতিহাসে চলে অঙ্কিত করে ধর্মীয় উৎপাত ॥

লীগ-অনুচর জলাভূমি থেকে অরণ্য-পর্বতে
ওৎপেতে আছে ছদ্মবেশেই বহুরূপী নানামতে
জাতীয়তাবাদে মুসলমানের মন
যদি কংগ্রেস অভিমুখী হয় তারি লাগি আয়োজন
ধর্মের নামে জেহাদ ঘোষণা—ঘটায় বিস্ফোরণ
রাজনীতিগত ঝগড়ার নামে সন্ত্রাস পথে পথে
লীগের ছদ্মবেশীদের হানা—ব্যবহারে সংঘাত ॥

সর্বশক্তি দিয়েই জ্বালায়ে পুড়ায়ে নষ্ট করে
লীগ খুঁজে শুধু আঘাতে আঘাতে জাগুক ভারত ভরে
প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেসে হিংস্রতা—
সেই দুর্দিনে গান্ধীজীবন—সত্য-নৈতিকতা
মিথ্যা করিতে দ্বিজাতি-তত্ত্বে লীগের বিহ্বলতা
কংগ্রেস জাগে মহাজাতীয়তা মিলিত জীবন ধরে
হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী ঐক্য জীবনে সাধ ॥

প্রকাশ্যে আর গোপনে ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের চালে
চালায় স্বার্থ-দাবার ঘুঁটিকে—সমস্যা তালে তালে
দেখি কংগ্রেস বুকে তাপ-উত্তাপে
অনুভব করে ভিত্তিবিহীন ক্রূর মিথ্যার চাপে
ভারত খণ্ড—খণ্ড স্বার্থে লীগের কামনা যাপে
স্বাতন্ত্র্যে থাকি রাষ্ট্র জীবন—বিদ্বেষ তাই ঢালে
বিষবৃক্ষেই বিষফল ফলে—করে বিষজ্বালা পাত ॥

যথা মৃণ্ময়ী প্রতিমা ভাঙ্গিলে কাদামাটি-দড়ি-খড়
বাহির হইয়া বিকৃত শোভে শ্রীমূর্তি সুন্দর
ভারতে লীগের হিংসা তৎপরতা
তেমনি প্রকাশে স্বার্থ ক্লিন্ন হীনতা বীভৎসতা
গান্ধী-দৃষ্টি খুঁজে সত্যকে বিদূরি জঘন্যতা
মানুষের প্রতি মানবতাবোধে যেখানে পরস্পর
সাম্প্রদায়িক-দ্বন্দ্ব উর্ধ্বে দেখে রাষ্ট্রীয় সাধ ॥

অধর্ম পথে আপাত-বৃদ্ধি—দেখে বৃথা মঙ্গলে
লীগের কর্মতৎপরতায় ধ্বংস-আগুন জ্বলে
শান্তিপথিক কল্যাণকৃৎগণ
দেখে পরাজয় নহে পরাজয়—সত্য-নিরঞ্জন
সমূলে বিনাশ আনে মিথ্যায় করে যারা বিচরণ
পশুশক্তিকে মনুষ্যত্ব দৃপ্ত সাহসে দলে
ঘোষণা করিছে তিমির মিথ্যা—দূরে আলো সম্পাত ॥

জিন্না-কণ্ঠে আত্মঘোষণা প্রতিবাদ ইতিহাস
সংস্কৃতিগত—ঐতিহ্যবোধে জীবনের বিশ্বাস
অস্বীকারেই পাকিস্তানের ভিত
রাষ্ট্রনীতির কুটনীতি তাই পথ ধরে বিপরীত
মহাভারতের অন্তরাত্মা সকরুণ সঙ্গীত
সুরে সুরে করে দূরে বিস্তার তুলি উঠে মহাকাশ
জাগে বিদ্যুৎ বিস্ফোরণেই মহাভৈরব নাদ ॥

লীগের চণ্ড দাপটে বৃদ্ধি হিন্দু প্রতিক্রিয়া
উশৃঙ্খল হিংসা থামাতে হিংসা উদ্বোধিয়া
উঠে দিকে দিকে—গান্ধী-আজাদ-মন
মিথ্যা-দানবী-বুদ্ধি ক্ষিপ্ত তাণ্ডব দর্শন
করি শুনে সুধু নীতি-ধর্মের নিপীড়ন ক্রন্দন
একটি সত্য স্পষ্ট দৃশ্যে হিংসার বিষ পিয়া
সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবে মাতে পশুমন উন্মাদ ॥

কংগ্রেসে জাগে ন্যায়-নীতিবাদী ভারতের জনতার
একটি সত্তা—সার্বভৌম কল্যাণে আত্মার
সকল চেতনা একটি জাতিরে ঘেরি
হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানের একটি জীবন হেরি
উঠে কংগ্রেসে সার্বজনীন প্রগতির জয়ভেরী
মহান্ গান্ধী নেতার জীবনে মন্ত্র-স্বাদেশীকতার
ব্যর্থ করিয়া লীগ পাতি চলে প্রতিক্রিয়ার ফাঁদ ॥

হিন্দুপ্রতিক্রিয়ার নিকট গান্ধীর সব দোষ—
ব্রিটিশ করিল ভারত ভঙ্গ গান্ধীর পরে রোষ—
পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতায়
লীগ শাসনের—ভারত নাশন বিকৃত-ভাবনায়
গান্ধীই দোষী—মৈত্রীর বাণী কংগ্রেস পতাকায়
লীগ পতাকায় বিভেদে নীতির স্বার্থের পরিতোষ—
প্রতিক্রিয়ার স্বার্থে স্বার্থে দুই দিকে সংঘাত ॥

প্রতিক্রিয়ার পাতকী-শক্তি হিংস্র-অগ্নিজ্বালি
চাহিছে ধ্বংসে করুক নৃত্য ছিন্নমস্তা কালী—
পাকিস্তানের হিন্দুহত্যা পাপে
ভারতে মুসলমানের জীবন পুড়াতেই অভিশাপে
কংগ্রেস-নীতি গান্ধীর নীতি প্রতিক্রিয়ার তাপে
হয়না দগ্ধ—মহামানবিক-আদর্শ-ব্রত পালি
ভারত ধর্ম-নিরপেক্ষতা রক্ষণে সদা সাধ ॥

গান্ধী-নীতির বরবাদ চেয়ে ষড়যন্ত্রের জালে—
প্রতিক্রিয়ায় ভারত-রাষ্ট্র-বিরোধী-নীতির তালে
ক্রূর সর্পের বিষে দল উপদল
সমাজ-জীবন দংশিতে ঢালে আগ্নেয় হলাহল—
কংগ্রেস তবু আদর্শবাদে নিয়ত অচঞ্চল—
এই দুর্দিনে গোপন শত্রু ছুটে চলে পালে পালে
গান্ধী বিরোধী অভিযানে খুঁজে শান্তির উৎখাত ॥

লীগের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে হিন্দু প্রতিক্রিয়া
সংগ্রামে মাতে—সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ-রোধ নিয়া
গান্ধী কণ্ঠ থামাতে উদ্দামতা
ঘোষে ভৌমিক অর্থনীতিক নহে নহে স্বাধীনতা—
সাম্প্রদায়িক স্বার্থ উর্ধ্বে জাতীয়তা মানবতা—
অহিংসা আর সত্যের পথে শান্তি উদ্বোধিয়া
জাতির জীবন জাগিয়া উঠিলে থেমে যায় ভেদবাদ ॥

ফোঁসে তরঙ্গ-বিক্ষোভে শেষে অগ্নিগর্ভ ক্রোধ—
প্রতিক্রিয়ায় গোপন-চক্রে প্রতিশোধ প্রতিশোধ
ফুঁকিছে শব্দ তীব্র ভয়ঙ্কর
মহাশ্মশানের চিতার বক্ষে জ্বলিছে বৈশ্বানর
বাতাসের বুকে আক্রোশ ফুঁকে হিংসায় মন্থর—
পৃথিবী দেখিছে কংগ্রেস চায় দেশে অহিংসা-বোধ
প্রতিক্রিয়ার শক্তি খুঁজিছে কংগ্রেসে অভিঘাত ॥

নিষ্প্রাণ বিষবৃক্ষের বিষ শাখাপত্রেই থাকে—
ব্রিটিশ-শাসন বিদায় হয়েছে—তবু কূটনীতি পাঁকে
প্রতিক্রিয়ার নিয়ত সংক্রমণ
গান্ধী-বিরোধী-প্রচারণ তাই দিকে দিকে আয়োজন—
শান্তি-সাধনা গান্ধী-দৃষ্টি শান্তিকে বিকিরণ
বিকশিত করা—প্রতিক্রিয়ার কণ্ঠে হিংসা হাঁকে—
গান্ধী-আত্মা সবমানুষের কল্যাণে ধরে সাধ ॥

কশ্মীরে চলে পাকিস্তানের সহসা আক্রমণ
শৈলে শৈলে উঠে উদাত্ত ঘোর ভীম-গর্জন—
গান্ধী কণ্ঠে উদাত্ত সত্যের
রক্ষণে এই যুদ্ধ ন্যায়ের—ভারতীয় স্বার্থের
উচ্চার হয়—সাম্প্রদায়িক উৎকট স্বার্থের
নষ্টামি বোধে পাকিস্তানের ন্যায় নীতি লঙ্ঘন
গান্ধী আশীষে ভারতীয় সেনা প্রতিরোধ ভীমনাদ ॥

আত্ম রক্ষা—রাষ্ট্রাধিকার রক্ষণে গান্ধীর
জাতীয় সত্তা স্বীকৃতিদানে বীরাচার দৃষ্টির
প্রজ্ঞা-আলোকে ভারত সম্মুখীন—
জম্মু এবং কাশ্মীর শিরে ধ্বজা হয় উড্ডীন—
ভারত বাহিনী পাকিস্তানীকে করিছে মৃত্যুলীন
জিন্নার ক্রোধ ফাটি পড়ে দেখি ভারত জয়শ্রীর
শৌর্য মহিমা-বলে ভারতের অহিংসা হলো পাত ॥

ভারত ঘোষণা অহিংসা নয় ভীতি কাছে পরাজয়
দেশরক্ষায় অস্ত্র ধারণ হিংসা কখনো নয়—
মৈত্রী যেখানে শত্রু ভাঙ্গিতে আসে
জাতীয় জীবনে ঘনিভূত সেই চরম সর্বনাশে
যে থাকে পেছনে—মৃত্যু আঘাতে দুর্নীতি-নাগ পাশে
মহাবিনষ্টি ঘটায়ে জাতীয় জীবনে অবক্ষয়
সর্বধ্বংস করি সেই জাতি ঘটায় আত্মঘাত ॥

ইতি গান্ধীজীবন মহাকাব্যে রক্তাঞ্জলি নামীয় চতুর্দশ সর্গ ॥

রাষ্ট্রনীতির গান্ধী-ভাষ্য সত্যের জয়নাদ—
সাম্প্রদায়িক-উগ্রতা-বোধে ক্ষেপে উঠে জল্লাদ
রাজনীতি জানে স্বার্থের ভাগাভাগি
ভারতবর্ষে বর্ণ-ধর্ম-মিলনের অনুরাগী
গান্ধী-চিন্তা বিপ্লব আনে—মানব-ঐক্যে জাগি
গান্ধীজীবন করে দর্শন হানাহানি উন্মাদ
থামাইতে পারে সত্যের বোধ সে-সত্য সংবাদ ॥

মনীষী আজাদ ভারত সত্যে সদা জাগ্রত মন
জাগে সীমান্ত গান্ধীর চোখে জাতীয়তা বিকিরণ
আলোকে আলোকে সত্যের মনোবলে
সাম্প্রদায়িক-কালিমা-হীনতা স্বার্থ বিরোধ দলে
সমুখে চলিতে ভারতবাসীর চোখে চোখে উজ্জ্বলে
সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যগত জীবনের দর্শন—
হিন্দু-মুসলমানের জীবন—এক সাধ-আহ্লাদ ॥

ব্রিটিশের কূটনীতি প্রসবিনী চিন্তায় 'লীগ'-মতি
দিকে দিকে শুধু চলে অভিযান ভারতীয় সংহতি
বানচাল করি—অশান্তি বিস্তারে
ভারত বিভাগে দেখে দর্পিত রাষ্ট্রীয় চেতনারে—
কাশ্মীর নিয়ে সংগ্রাম সুরু—করাচী অত্যাচারে
হিন্দুর ঘরে কান্নার রোল—সীমাহীন দুর্গতি—
সাম্প্রদায়িক-প্রমত্ততায় পাকিস্তানীর সাধ ॥

মহাভারতের শান্তিপর্বে কোথায় শান্তি লেশ—
শরশয্যায় ভীষ্ম জাগিছে দিকে দিকে বিদ্বেষ
হিংস্রতা-জ্বালা জ্বলি ওঠে লেলিহান
মহাশ্মশানের দৃশ্য সমুখে জাগিছে ভীষ্ম প্রাণ—
তামসিকতার বিভীষিকাময় শ্বাপদ মূর্তিমান
শঙ্কিত করে ভবিষ্যতের শান্তির পরিবেশ—
তবু খেদ নাই—শান্তিপর্বে সত্যের উৎখাত ॥

গান্ধী-নীতির শাশ্বত নীতি প্রেম করুণায় ভরা
জিন্না-নীতির প্রয়োগ কেবল আপদ সৃষ্টি করা—
পৃথিবী দেখিছে গান্ধী অহিংসায়
আত্মাধিকার রক্ষণে সদা মানবতা চিন্তায়
ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াইয়া আছে ভারতের রক্ষায়
সৈন্য পাঠানো ন্যায়-নীতিগত—মার খেয়ে নাহি মরা
জীবন-বৃদ্ধি-চেতনায় শুধু শত্রুরে অভিঘাত ॥

আদিম যুগের অরণ্যে যেন প্রতিক্রিয়ার হাঁক
রক্তভুখায় শিকারী বাঘের উঠিছে হিংস্র ডাক—
সাম্প্রদায়িক হত্যার তাণ্ডবে
চলে হানাহানি জিঘাংসা-প্রেত প্রমত্ত উৎসবে
ভ্রাতৃ হননে প্ররোচিত করে বিধর্ম-অনুভবে
সত্যনাশনে ঘাতক বাজায় জয়-দুন্দুভি-ঢাক
রাত্রি গভীর—আকাশে কৃষ্ণ মলিন নষ্ট চাঁদ ॥

ভারতের সাথে কাজিয়া-লড়ায়ে-ডাঙায় বাঘের মুখ
জলেতে আবার কুমীরের ভয়—পাকিস্তানের বুক
ভীতি-জর্জর করি তুলে বারবার—
গোপনে গুপ্তচরের চক্রে ভারতের ছারখার
কামনায় তাই উদ্যত রাখে তরবারী হিংসার
শিকারীর বুকে শিকার পালালে যেমনটি বাড়ে দুখ
তেমনি বেদনা পাকিস্তানেরে করে সদা উন্মাদ ॥

মার-মূর্তিতে পাকিস্তানেতে মারামারি হানাহানি
বাস্তুর থেকে হিন্দু তাড়ানো ধর্মীয় নীতি মানি
চলে গৃহদাহ চলে বিত্তের নাশ
সংখ্যালঘুর জীবনে সমাজে হিংস্র অক্টোপাশ
লুট তরাজের স্বৈরতাবাদী অশান্তি সন্ত্রাস
দিনে দিনে বাড়ে শশীকলা যথা—নিয়ত শস্ত্রপাণি
দ্বন্দ্ব জিয়াতে মারমুখী চলে ঘটাইতে সংঘাত ॥

উগ্রপন্থী মুসলমানেরা "আজাদ কাশ্মীরে"র
ছদ্মপ্রকাশে পাকিস্তানের স্বমূর্তি ধারণের
সুযোগ দিতেই জাগালো গণ্ডগোল
ভারত-ভুজ কাশ্মীর আর জম্মুতে উঠে রোল
পাকিস্তানের গোপন হানায় নবপ্রাণ-কল্লোল
মহাভারতের প্রাণসিন্ধুতে স্বদেশ রক্ষণের
চেতনায় জাগে—ভারতের ভূমি রক্ষায় জাগে সাধ ॥

বিভেদ-পন্থী ঘৃণিত হিংস্র-কীটদের দংশনে
বিষ-প্রমত্ত-চণ্ড-আঘাতে বিষে-বিষে শিহরণে
জাতীয় দেহের শিরা উপশিরাগুলি
বিষময়জ্বালা—চেতনা-অগ্নি-সিন্ধুবক্ষে দুলি
ঘটনার সাথে অভিজ্ঞতার চিহ্ন-উর্মি তুলি
দেখায় জগতে গান্ধী-মৈত্রী-সাধনা নির্মূলনে
হিংসা-অস্ত্রে অহিংসা নীতি করি চলে নস্যাৎ ॥

জাতির স্বার্থে দৃষ্টি রেখেই কংগ্রেস পথ চলে—
পাকিস্তানের পররাষ্ট্রীয় নীতিতে সমুচ্ছলে
ভারত-বিরোধী হিন্দু-বিরোধী-মন
তাই সদা পররাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবে আয়োজন
কাশ্মীর পথে সৈন্য চালনা ঘটালো বিস্ফোরণ
ভারত ভূমিকে আক্রমণেই মত্ত হিংস্র বলে—
কংগ্রেস চলে দেশরক্ষায় আত্মরক্ষা সাধ ॥

ভারত বিভাগ স্বীকৃতি দিয়ে শান্তি প্রচেষ্টায়
কংগ্রেস খুঁজে কল্যাণপথ মৈত্রীর সাধনায়
পাকিস্তানের যাত্রা অন্যপথে
কাশ্মীরে হানা—অন্তর্ঘাতি ষড়যন্ত্রের রথে
অস্ত্রধারণে স্বদেশ রক্ষা গান্ধীর অভিমতে
প্রচারে সেদিন অতি বাস্তব রক্ষা স্বাধীনতায়
যুদ্ধের যদি হয় প্রয়োজন নহে তাহা অপরাধ ॥

আগ্রাসী থাবা পাকিস্তানের লিখে চলে ইতিহাসে
গান্ধীজীবন-সিদ্ধির নাশে হিংসায় সন্ত্রাসে
চলে ভারতের অখণ্ডত্ব নাশ
যুদ্ধ ক্ষিপ্ত পাকিস্তানের তাই শুধু অভিলাষ
ভারতে আঘাত ভারত সেদিন ঘোষি চলে আগ্রাস-
অভিযান রোধে প্রচণ্ড বলে শৌর্যের উল্লাসে
শত্রু সৈন্য হত্যায় জাগে স্বাধীনতা-আহ্লাদ ॥

সমর-নীতিতে ভারতের জাগে নতুন অভিজ্ঞতা
পাকিস্তানের বাস্তব-নীতি প্রসারণ হিংস্রতা
গান্ধীর চোখে উঠিছে অশ্রুভরি
পাকিস্তানের রাজনীতি জাগে থাবা উদ্যত করি
স্বাধীন ভারত গণজীবনের মৈত্রী শান্তি হরি
চাহে কৌশলে দ্বিজাতি-তত্ত্বে নাশি মহাজাতীয়তা
নাশি মনোবল জাতীয় ঐক্য ছুটে আসে উন্মাদ ॥

তুষার কুজ্ঝটিকাকে তুচ্ছ—ভারত বাহিনা চলে
পাকিস্তানের যুদ্ধবাজিকে থামাতে আগুন জ্বলে
গোলায় গোলায় কামানের মুখে মুখে
পর্বত পথ হোক বন্ধুর অগ্নি-সাহসে সুখে
ভারত বাহিনী—দুর্গম পথে ছুটে চলে নিয়ে বুকে
জননী জন্মভূমির রক্ষা দেশরক্ষার বলে
শিহরণ তুলে অমৃত-মধুর গান্ধী-আশীর্বাদ ॥

কাবুল নদীর সিন্ধু নদীর সীমান্ত এলাকায়
পাকিস্তানের সৈন্য ঘাঁটিতে অগ্নিতে ঝলসায়
ভারত-যুদ্ধে পাকিস্তানের জ্বালা
দূরে দুর্গম নয়নাভিরাম সুলেমান গিরিমালা—
কাশ্মীর আর জম্মুর বুকে চলিছে অগ্নি ঢালা,
শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশীত্ব বসবাস-ইচ্ছায়
বাদ সাধি চলে—ভারত যুদ্ধে ঘোষি উঠে ভীমনাদ ॥

বহে হিমবাহী-তুষার ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড-শীত বহে
স্রোতের মতন—শৈত্যের জ্বালা শরীর মনকে দহে
তবু ভারতীয় বাহিনী অগ্রসর
দেখে বিস্ময়ে অতীতের স্মৃতি আলোকি সুন্দর
দুর্গ-প্রাসাদ ভগ্নাবশেষ ঘটেছে যুগান্তর—
ভারত-আত্মা অখণ্ড দেহে সুধু ভূমি ভাগ নহে
ভারতবর্ষ শরীরী প্রকাশে আত্মার আলো পাত ॥

হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানের ঐক্য চেতনা ভরি
জাগে কাশ্মীর-জম্মু-লাদাকে যুগযুগান্ত ধরি
মহাভারতীয় সংস্কৃতি-সাধনায়
ভাবসিন্ধুর প্রবাহে প্রবাহে মৈত্রী-মানবতায়
পরম সিদ্ধি—মঙ্গোল আসে মঙ্গোল ফিরে যায়—
কত ভাঙ্গ চুর—পুনঃনির্মাণে সৃষ্টিকে অনুসরি
জাগে কাশ্মীর ভারত শরীরে অখণ্ড প্রাণস্বাদ ॥

নবযৌবন জাগে ভারতের ভেদিয়া দুর্গমতা
দেখে দিকে দিকে অতীত-স্মৃতির রহস্য নিবিড়তা
জেগে আছে ভাঙ্গা মন্দিরে গুম্ফায়
কালের পথের চলতি চিহ্ন ঐতিহ্য রচনায়—
একটি জীবন মহাভারতের মনে-প্রাণে চিন্তায়
ভারতবর্ষ অমৃত-আত্মা—অনন্ত স্তব্ধতা
পাহাড়ে পাহাড়ে গিরিনদী বুকে তুলে অনাহত নাদ ॥

প্রতিরক্ষায় ভারত জেগেছে প্রাণের উদ্দীপনা
ভারতের ভূমি রক্ষায় ভীম-বীরাচারী ব্যঞ্জনা—
দেশাত্মবোধ-জাগরণে সারা দেশ
দেখিছে সত্য পাকিস্তানের বিদ্বেষ-পরিবেশ
ব্যাপক যুদ্ধ আয়োজনে মাতে চাহি ভারতের ক্লেশ—
প্রতিবেশীত্বে বন্ধুত্বের বিনাশে হিংস্র-ফণা
উদগ্র তেজে বিস্তার করে—উন্মাদ অভিঘাত ॥

হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ে চলেও শক্রর গতি রোধে
ভারত-বাহিনী আগাইয়া চলে সদা দেশাত্মবোধে
টাঙ্ক যুদ্ধেও গিরিপথে ছুটি চলে
তুষারাকীর্ণ গিরি-সঙ্কটে পদে পদে পলে পলে
মৃত্যুকে করি মুখোমুখী চলে আত্মশক্তি বলে—
শক্রু দলনে নির্ভয় প্রাণ—শক্রুতা প্রতিশোধে
বীরত্ব নিয়ে ভারত বাহিনী—ঘোষে বীর ভেরীনাদ ॥

যৌবন জাগে বর্ষার মত কুলে কুলে ছল্ ছল্
উচ্ছল-ধ্বনি-তরঙ্গ তুলি দুলায় বক্ষতল—
ভারত-বাহিনী ছুটে চলে তাড়াতাড়ি
মুক্তপ্রবাহে ছুটে চঞ্চল বুলেটে অগ্নি ছাড়ি
আলো জ্বল জ্বল—রূপ উজ্জ্বল কাঁপে তুষারের বারি
জাগায়ে ছায়ার লহরি—অগ্নি করে আলো-উজ্জ্বল
ভারতের মাটি আক্রমণের প্রতিফলে অভিঘাত ॥

পাকিস্তানের ব্যাধের দৃষ্টি দেখে আসে বেগবান
হরিণের মত ভারত-বাহিনী সুখে চঞ্চল প্রাণ—
বুলেটে বুলেটে যথা সন্ধান তীর
ধনুকের থেকে ব্যাধ করি চলে আনন্দে অস্থির
কাশ্মীর সীমা অতিক্রমণে—উদ্দাম-প্রকৃতির
আবেগে চালায় পাকিস্তানীরা বুকে সুখে আটখান
পাকিস্তানের সীমানা বাড়াতে জিন্নার মনোসাধ ॥

কোথায় হরিণ—অগ্নিশিখার মতন দীপ্তি জ্বালি
ভারত-বাহিনী অগ্রবর্তী—এ যে মরীচিকা খালি
দেখেই ধাবিত হয়েছে পাকিস্তানী-
সৈন্যের দল বুদ্ধির ভ্রমে দেখে প্রাণ টানাটানি—
ভারত-সৈন্যবাহিনী জ্বালায় ছুটে পরাজয় মানি
পাহাড়ে পাহাড়ে বরফে বরফে তখন অংশুমালী
আলো অনুরঞ্জিত আরো দিকে দিকে হিমপাত ॥

বিতস্তা আর শাখাসিন্ধুর স্রোত বহে খালে বিলে
গিরি খাদে খাদে জমানো তুষার স্রোত আসি স্রোতে মিলে
সেই জলধারা এলাকায় এলাকায়
বহু নাম ধরে তীরে তীরে নীড় বনছায়া-প্রচ্ছায়
মানুষের বাস—তুষারের বেগ প্রচণ্ডস্রোতে ধায়
দুগ্ধশুভ্র তুষারে তুষারে রৌদ্রের ঝিলমিলে
অপার শান্তি বিকশিত হয় প্রাণে আনে আহ্লাদ ॥

মাথার উপরে উর্দ্ধ আকাশ অনন্ত বুকে ফাঁকা
খণ্ডসীমার দর্পণে নয় জীবনের ছবি আঁকা—
সেই সম্রাট অশোকের দিন থেকে
বৌদ্ধ-শ্রমণ কপিলাবস্তু পুণ্যতীর্থে ডেকে
আনে এশিয়ার বৌদ্ধধর্মী—স্মরণ-চিহ্ন রেখে
গিরি-গুম্ফায় চৈত্যবিহার তুষারের ছাদে ঢাকা
বৌদ্ধমার্গে ধর্ম-বিজয় মুখরে মন্ত্রনাদ ॥

হুন মোগলের আনে হিংস্রতা মূর্তি রক্তমুখী
শান্তিপথিক ভারত-আত্মা-কাশ্মীর নহে দুখী
বহু প্রচণ্ড ঝড় ঝঞ্ঝার পারে
জম্মু-লাদাক রক্ষা করেছে দুর্যোগে আপনারে
মহাভারতের মহাপ্রাণ-রসে আত্মারে সত্তারে
দেখে কালজয়ী অহিংসা আর সত্যের বলে সুখী
অখণ্ডত্বে খণ্ডকালের বুকে চলে অভিঘাত ॥

বনে পর্বতে নগরপ্রান্তে স্নিগ্ধ শান্তি ভরে
দূরে সীমান্তে মহাশূন্যতা জাগে খাঁ খাঁ করে—
নীরদ-স্পর্শী গিরি-শির-সুষমারে
উর্দ্ধে সাজায় পৃথিবীকে যেন সুচারু চন্দ্রহারে
নিম্নে কনকপুষ্পের হাসি অরণ্য কান্তারে
নিবিড় শীতল—শান্তি-বিনাশী-হিংস্রঅস্ত্র ধরে
পাকিস্তানের গুলির আওয়াজে দিকে দিকে ভেরীনাদ ॥

ইতিহাস যেন মুখরিত হয় শক-হুন-আফগান
তাতার-তুর্কী-মোগল-পাঠান করি আসে অভিযান—
মহাভারতের কাশ্মীর বুকে জ্বালা
বিস্তার করে—ঝর্ণাধারায় বুকের রক্ত ঢালা
সাহসে শৌর্যে ভারত-কালিকা বুকে নৃমুণ্ড মালা
পরাজয় লভি শত্রু পালায় রক্ষি আপন প্রাণ
ভারত-শক্তি অসুর নিধনে সাধে বীরত্ব সাথ ॥

পাহাড় শ্রেণীর ভিতরে থেকেই নিত্য প্রহরা চলে
পাকিস্তানের গুলিকে ঠেকাতে সহসা অগ্নি জ্বলে
কৃষ্ণগঙ্গা-বিতস্তা তীরে তীরে
ভারত-বাহিনী নবযৌবন-প্রবাহের বেগে ফিরে
সরস্বতীর তীরে তীরে ফিরে ভারতের কাশ্মীরে
ভারতসেনারা দেশরক্ষার শক্তি-সাহস বলে
পাকিস্তানের আক্রমণের অভিঘাত উৎখাত ॥

অনন্ত যেন দেবমন্দির চলে মহাশিব পূজা
পরমাপ্রকৃতি পার্বতী জাগে শিববোধে চোখ বুজা
ধ্যান-গম্ভীর তদ্‌গত বিস্ময়ে
আত্মানুভূতি জাগে আনন্দে অনন্ত পরিচয়ে
অমরনাথের অমরমূর্তি শোভিত দিগ্বলয়ে—
অসীমের বুকে সীমা-সঙ্গমে মহাশিব-দশভুজা
দাঁড়ায়ে সমুখে সীমার বক্ষে অসীম দৃষ্টিপাত ॥

তুষারের ধারা প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপ দিয়ে যবে পড়ে
গিরি অখণ্ড সত্তায় জাগে গতিবেগে নাহি নড়ে—
তেমনি আত্ম সত্যে সমুত্থান
ভারত জাগিছে স্থির-অকম্প সত্যেই বলবান
নহে অশান্তি এড়াতে কখনো বরণ অসম্মান
অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে
দুর্যোগ থেকে নতুন উদয়ে গান্ধী-আশীর্বাদ ॥

পাকিস্তানের মারমুখী হানা কাশ্মীরে গোলা ফেলে
প্রেতচ্ছায়ায় সীমান্তে জমে ক্রুদ্ধদৃষ্টি মেলে
ভারত-বিরোধী হিংস্রতা সবখানে—
পাকিস্তানের সঙ্গেতে সহ-অবস্থানের টানে
ভারত যতই এগিয়ে চলেছে—বিপরীত অভিযানে
যুদ্ধের মনোবৃত্তিতে জাগে যুদ্ধের খেলা খেলে
পাকিস্তানের স্পর্দ্ধা সদাই ভারতকে উৎপাত ॥

শুধু সামরিক-শক্তির বলে হয়ে উঠা বলবান
বিশ্বশান্তি বিপন্ন তাতে নাই মনে সেই জ্ঞান
পাকিস্তানের রাজনীতি-সুন্দর
আপন যে জন ঘরের বন্ধু—তাকে করে চলে পর
আশার ছলায় চোরাবালি চরে বাঁধিবারে চলে ঘর—
ভারতের মত নীতি-বাগীশের কথায় কে দেবে কান
ঔদাসিন্যে পাকিস্তানের ভারতে দৃষ্টিপাত ॥

ধর্মবিজয়ে নতুন যাত্রা নহে নহে হানাহানি
উদ্‌ঘোষি চলে অহিংসা আর করুণার মহাবাণী
সাম্প্রদায়িক জঘন্য-ইতরতা
রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টিতে নিরতা
পাকিস্তানের তৎপরতার দারুণ উদ্দামতা
তুচ্ছ করেই ভারত যাত্রা—মৈত্রী সত্য জানি
বিশ্ব-রাষ্ট্রপুঞ্জে ঘোষিতে সত্যের জয়নাদ ॥

খড়ের তৈরী মানুষের কোথা প্রাণ-চঞ্চল শিরা—
কর্দমহীন পাষাণে বৃথায় ঝর্ণার জল ফিরা—
ভারতীয় নীতি পাকিস্তানের প্রতি
যতই প্রীতিতে প্রসারিত হয়—দ্বিজাতি-চিন্তামতি
দেখে অবিরাম ভারত ঘটাতে ব্যর্থতা দুর্গতি
পাকিস্তানের সেনা ছুটে আসে—হিংসায় বুক চিরা
ক্রোধে ঈর্ষার অবসানে তাই ভারত ব্যর্থ সাধ ॥

পাকিস্তানের কূটকৌশল লোকবল ধনবল
দেশীয় রাজ্য জুনাগড়ে আনে অশান্ত চঞ্চল
রাজনৈতিক জটিলতা-অস্থির.
ভারত-ভুক্তি ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যের নৃপতির
সিদ্ধান্তের বৈধভিত্তি—অধিকার যুক্তির
নব সমস্যা—জুনাগড় নহে ভাবে পরিণাম ফল
পাকিস্তানের অঙ্গভুক্তি ভারতের উৎপাত ॥

কাথিয়াবাড়ের নীতি-বিপরীত চালে চলে জুনাগড়
পাকিস্তানেই যোগদানে তাই নবাবের অন্তর
ভারত-বিরোধী-ষড়যন্ত্রকে গড়ে—
কাশ্মীর আর হায়দারাবাদে সমস্যারূপ ধরে
ভারতের বুকে জলে-ভূমিভাগে ফাঁদের সৃষ্টি করে
জিন্নার নীতি নবপথে চলে—কুটনীতি-নির্ভর-
চালে তাই চলে ভারতের বুকে অশান্তি আনা সাধ ॥

রাজনৈতিক জটিলতা পথে পাকিস্থানের চলা
পরিণাম আর প্রতিক্রিয়ায় মনোভাব উজ্জ্বলা—
বিভীষিকাবৎ নিদারুণ হিংস্রতা
অন্তরে নিয়ে তাই কাজে এক মুখে বলে আর কথা
চরমপন্থী মুসলমানেরা সৃজিতে কদর্যতা
গা ঢাকা দিয়েই পাকিস্তানের সপক্ষে কথা বলা
সুরু করে দেয়—সুরু পঞ্চম-বাহিনীর উৎপাত ॥

জাতীয়তাবাদী মুসলমানের নতুন দৃষ্টি চোখে
মহাভারতের সংস্কৃতিবোধে দেখে অন্তর্লোকে
একটি সত্য—জাগরণ অধিকার
সর্বসাম্য বিধানে কায়েম—জাগে নিরাপত্তার
প্রতিশ্রুতিতে রাষ্ট্রনীতিতে ন্যায়ের অঙ্গীকার—
বিপরীত নীতি অবলম্বনে পাকিস্তানের ঝোঁকে
হিন্দুবিরোধী পরিচয় ফুটে—হিন্দুর উৎখাত ॥

মাউন্টব্যাটনের মুগ্ধদৃষ্টি সদা গান্ধীর দিকে
সদ্‌বুদ্ধিতে নৈতিক বলে নব-ইতিহাস লিখে
গান্ধী নিয়ত যে পথে শান্তি আনে—
চারি ডিভিশন সৈন্যসহায়ে সশস্ত্র অভিযানে
তেমনি শান্তি পৃথিবীতে কভু হয় নাই কোনখানে—
গান্ধী-সাধনা নব রাজনীতি—কল্যাণ সৃষ্টিকে
প্রসারিত করে গান্ধীজীবন ভারতে শান্তি সাধ ॥

ধর্মভিত্তি ঐক্যের বলে জাতীয় সম্মিলন
ধর্মীয়তায় পাকিস্তানের রাষ্ট্র সংগঠন
বিপরীত পথে মানসিকতার কায়া
বাস্তুহারার দুখের মিছিল চোখে-মুখে কালোছায়া
নিজ বাসভূমি পরদেশ হলো ছাড়িয়া ভিটার মায়া
আশ্রয় লাগি শান্তির লাগি সর্বশূন্যমন
জনতা আসিছে ভারতের পানে অধিকার উৎখাত ॥

আত্মহত্যা পথে অবিরাম ধ্বংস সর্বনাশে—
সাম্প্রদায়িক হানাহানি আর মীমাংসা কোথা আসে
ধর্মভিত্তি রাষ্ট্রীয় ইচ্ছায়
পাকিস্তানের জন্মলগ্নে নিষ্ঠুর লালসায়
হিন্দু খেদানো রাজনীতি সুরু—নিরাশা ব্যর্থতায়
বাস্তুহারারা চলে ভারতেই জীবনের আশ্বাসে
নিঃশেষ হওয়া অন্তরে সুধু বেদনার অভিঘাত ॥

মাউন্টব্যাটনের স্তব্ধ দৃষ্টি ব্যথা অন্তর ভরি
উদার দৃষ্টি সত্য ঘটনা চলে সুধু অনুসরি—
মনে হয় কালে গান্ধীর চিন্তার
আলোকে আলোকে কাটিবে কেবল দারুণ অন্ধকার—
হিংসা ঊর্দ্ধে গান্ধী-সিদ্ধি এনেছে অহিংসার
নতুন শরণ—ক্ষিপ্ত বিহার-কলিকাতা দূর করি
সাম্প্রদায়িক তিক্ততা—মেলে মৈত্রী-দৃষ্টিপাত ॥

গুটি গুটি করে লক্ষীন্দরে দংশিল কালসাপ—
দিকে দিকে ফোঁসে সে কি আক্রোষে সত্য দাহনে পাপ
সাধ্বী বেহুলা মৃতপতি নিয়ে চলে—
সত্যকে খুঁজি অতন্দ্র-দুটি শান্ত নয়ন জ্বলে—
কালের সাগরে হাঙর কুমীর হিংসায় উচ্ছলে—
তবু দুটি আঁখি খুঁজে শান্তিকে পৃথিবীর পাপতাপ
জুড়াতে—পুড়াতে মানবাত্মার সত্য-সাধন সাধ ॥

একি ঘৃণ্যতা বিক্রম ঘোষি করে দেশ জর্জর—
ভারত বিরোধে পাকিস্তানের জলে পুড়ে অন্তর
একি ক্রন্দন করি ফিরে তোলপাড়—
আলোক চেয়েছি—পেয়েছি দারুণ কঠোর অন্ধকার
একি স্বাধীনতা—মানবাত্মার সত্য অহিংসার
প্রতিশ্রুতিকে লুপ্ত করিছে—উন্মাদনায় ভর
বিষাক্ত হাওয়া মৃত্যু ছড়ায় পাতে ধ্বংসের ফাঁদ ॥

ধর্মবিকারে সত্য ভেসেছে—মিথ্যার জয়ধ্বজা—
পাপরাজত্বে পঙ্কিলতায় লুটে আকণ্ঠ মজা
সত্য-বিরোধী হিংসার মহারাজ
মানুষের নামে অমানুষিকতা বিস্তার রাজকাজ
ধর্ম-মূঢ়তা লোকসমাজের ধরে উন্নতি সাজ
কুটনীতি আর স্বার্থ-নীতিতে হাঁকিছে কর্তাভজা
কাফের নিধনে রাষ্ট্র জীবন খুঁজিছে নির্বিবাদ ॥

এই দুর্দিনে গান্ধীর বুকে করে ফিরে লুটোপুটি—
মানবাত্মার মহাপরাজয় অসহায়তায় ফুটি
শিরায় শিরায় করুণায় অবিরাম
ভাসি ভাসি উঠে পাকিস্তানের হাজার নগর গ্রাম
দৃশ্যে দৃশ্যে ছায়াছবি সম—কি দৃশ্য উদ্দাম
নির্মম-দুখে শিহরণ আনে রক্তপঙ্কে লুটি
কাফের নিধনে চলিছে হত্যা নিষ্ঠুর উন্মাদ ॥

অন্তর বলে অহিংসাবোধে কোথায় সত্য জ্ঞান
হিংস্র-আঘাতে ধর্মদ্রোহে কাঁদি ফিরে ভগবান
সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার বেশ
ভারতেও কোথা—রক্তে রক্তে ভাসিছে সকল দেশ
বিদ্বেষ থেকে প্রতিহিংসায় ফুটি উঠে বিদ্বেষ
নাহি ভাবি দেখে কোথায় হিন্দু কোথায় মুসলমান
কোথায় ধর্ম কোথায় সত্য—এসুধু আত্মঘাত ॥

মরণ জীবনে অতি স্বাভাবিক ঘটনায় চলে ঘটে
প্রয়োজন যেন সাধি আঁকি চলে জগৎ সৃষ্টিপটে
বিচ্ছেদ রেখা অতীতে বর্তমানে
গান্ধী দৃষ্টি দেখে সম্মুখে অনন্ত স্রোত টানে
প্রাণের প্রবাহে জীবন-উর্মি চরাচরে সবখানে—
দূরে ছায়াঘন সমুদ্র তীরে একটি বৃদ্ধ বটে
অনেক শাখায় শ্যামলিয়া হাসি—পুলকে দৃষ্টিপাত ॥

বৃদ্ধ বটের মতন জীবন স্মৃতিময় সুখময়
বহু ভালবাসা আশা-নিরাশার ধরে আছে সঞ্চয়—
শেষ বিচ্ছেদ দিনের রহস্যের
গভীরে বৃদ্ধ বট ডুবে যাবে শুধু আদি-অন্তের
মধ্যেই উঠে প্রাণ-চঞ্চল একটি তরঙ্গের
বৈচিত্র্যময় লীলা-নর্তন অসীমের বিস্ময়—
তবু আঁখি জাগে দৃশ্যে দৃশ্যে আত্মার মধুস্বাদ ॥

হৃদ্স্পন্দন প্রবাহিত হয় পেছনের স্মৃতিধারা—
সম্মুখে ছুটে অনন্তকাল সাগরে হইতে হারা
বহু বিস্তৃত অভিজ্ঞতায় লেখা
কত না কাহিনী—ফেলে-আসাপথে আঁকা কত রূপরেখা
গান্ধীর বোধে গান্ধী জাগিছে চির-শাশ্বত একা—
তবু অনুভূতি আকুতি জানায় তুলে অন্তরে সাড়া
মানুষের প্রতি ভালবাসা তুলে সীমাহীন আহ্লাদ ॥

গুটি গুটি করে লক্ষীন্দরে দংশিল কালসাপ—
দিকে দিকে ফোঁসে সে কি আক্রোষে সত্য দাহনে পাপ
সাধ্বী বেহুলা মৃতপতি নিয়ে চলে—
সত্যকে খুঁজি অতন্দ্র-ছুটি শান্ত নয়ন জ্বলে—
কালের সাগরে হাঙর কুমীর হিংসায় উচ্ছলে—
তবু ছুটি আঁখি খুঁজে শান্তিকে পৃথিবীর পাপতাপ
জুড়াতে—পুড়াতে মানবাত্মার সত্য-সাধন সাধ ॥

একি ঘৃণ্যতা বিক্রম ঘোষি করে দেশ জর্জর—
ভারত বিরোধে পাকিস্তানের জলে পুড়ে অন্তর
একি ক্রন্দন করি ফিরে তোলপাড়—
আলোক চেয়েছি—পেয়েছি দারুণ কঠোর অন্ধকার
একি স্বাধীনতা—মানবাত্মার সত্য অহিংসার
প্রতিশ্রুতিকে লুপ্ত করিছে—উন্মাদনায় ভর
বিষাক্ত হাওয়া মৃত্যু ছড়ায় পাতে ধ্বংসের ফাঁদ ॥

ধর্মবিকারে সত্য ভেসেছে—মিথ্যার জয়ধ্বজা—
পাপরাজত্বে পঙ্কিলতায় লুটে আকণ্ঠ মজা
সত্য-বিরোধী হিংসার মহারাজ
মানুষের নামে অমানুষিকতা বিস্তার রাজকাজ
ধর্ম-মূঢ়তা লোকসমাজের ধরে উন্নতি সাজ
কুটনীতি আর স্বার্থ-নীতিতে হাঁকিছে কর্তাভজা
কাফের নিধনে রাষ্ট্র জীবন খুঁজিছে নির্বিবাদ ॥

এই তুর্দিনে গান্ধীর বুকে করে ফিরে লুটোপুটি—
মানবাত্মার মহাপরাজয় অসহায়তায় ফুটি
শিরায় শিরায় করুণায় অবিরাম
ভাসি ভাসি উঠে পাকিস্তানের হাজার নগর গ্রাম
দৃশ্যে দৃশ্যে ছায়াছবি সম—কি দৃশ্য উদ্দাম
নির্মম-তুখে শিহরণ আনে রক্তপঙ্কে লুটি
কাফের নিধনে চলিছে হত্যা নিষ্ঠুর উন্মাদ ॥

অন্তর বলে অহিংসাবোধে কোথায় সত্য জ্ঞান
হিংস্র-আঘাতে ধর্মদ্রোহে কাঁদি ফিরে ভগবান
সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার বেশ
ভারতেও কোথা—রক্তে রক্তে ভাসিছে সকল দেশ
বিদ্বেষ থেকে প্রতিহিংসায় ফুটি উঠে বিদ্বেষ
নাহি ভাবি দেখে কোথায় হিন্দু কোথায় মুসলমান
কোথায় ধর্ম কোথায় সত্য—এসুধু আত্মঘাত ॥
মরণ জীবনে অতি স্বাভাবিক ঘটনায় চলে ঘটে
প্রয়োজন যেন সাধি আঁকি চলে জগৎ সৃষ্টিপটে
বিচ্ছেদ রেখা অতীতে বর্তমানে
গান্ধী দৃষ্টি দেখে সম্মুখে অনন্ত স্রোত টানে
প্রাণের প্রবাহে জীবন-উর্মি চরাচরে সবখানে—
দূরে ছায়াঘন সমুদ্র তীরে একটি বৃদ্ধ বটে
অনেক শাখায় শ্যামলিয়া হাসি—পুলকে দৃষ্টিপাত ॥
বৃদ্ধ বটের মতন জীবন স্মৃতিময় সুখময়
বহু ভালবাসা আশা-নিরাশার ধরে আছে সঞ্চয়—
শেষ বিচ্ছেদ দিনের রহস্যের
গভীরে বৃদ্ধ বট ডুবে যাবে শুধু আদি-অন্তের
মধ্যেই উঠে প্রাণ-চঞ্চল একটি তরঙ্গের
বৈচিত্র্যময় লীলা-নর্তন অসীমের বিস্ময়—
তবু আঁখি জাগে দৃশ্যে দৃশ্যে আত্মার মধুস্বাদ ॥
হৃদ্‌স্পন্দন প্রবাহিত হয় পেছনের স্মৃতিধারা—
সম্মুখে ছুটে অনন্তকাল সাগরে হইতে হারা
বহু বিস্তৃত অভিজ্ঞতায় লেখা
কত না কাহিনী—ফেলে-আসাপথে আঁকা কত রূপরেখা
গান্ধীর বোধে গান্ধী জাগিছে চির-শাশ্বত একা—
তবু অনুভূতি আকুতি জানায় তুলে অন্তরে সাড়া
মানুষের প্রতি ভালবাসা তুলে সীমাহীন আহ্লাদ ॥

মৃত্যু—মৃত্যু মধুর ব্যথায় অন্তর জাগি উঠে
মনে হয় যেন সারাজীবনের সকল চেতনা ফুটে
গভীর হইতে সুগভীর চেতনায়
জীবন জেগেছে মানুষের প্রতি ভালবাসা-সুষমায়
অনেক সাধনা অনেক সিদ্ধি আঘাতে ব্যর্থতায়—
অতীত বুঝি বা বাষ্পয় হয়ে দিগ্‌দিগন্তে লুটে
তবু অনুভূতি জাগি উঠে খুঁজে মানুষেই প্রেমসাধ ॥

বীরের মতন যুদ্ধ করেই—দেহ যাক প্রাণ যাক
এই সংসারে গান্ধীজীবন আলোকে প্রকাশি থাক
এটি সত্যে—সত্যে অহিংসায়
স্বর্গ দেখেছে পৃথিবীতে নামে মানুষের সাধনায়—
মানব-মৈত্রী-চেতনা-আলোক জীবন মানবতায়
ধর্মদ্বন্দ্ব মিথ্যারে বরে—হিংসা-রুধির-পাঁক
পশু জীবনের বিচরণ ভূমি—খুঁজে তাই সংঘাত ॥

শান্ত গগনে আলোক-বিন্দু শুকতারকার হাসি
বলে উঠে মন আধ্যাত্মিক-সত্যকে ভালবাসি—
মানব-জীবন সত্যেরে বরিবেই
সত্য ব্যতীত মানব-জীবনে সিদ্ধি যে কিছু নেই
পরিপূর্ণতা আনিবে না কভু—সত্যের আলোকেই
অহিংসা হবে বিশ্বে ব্যাপ্ত—বিদ্বেষ যাবে ভাসি—
তিমিরের পারে হাসে প্রভাতের নব আলো-সম্পাত ॥

পৃথিবীর যত দুখ-ব্যর্থতা—নির্মম হলাহল
সাগর প্রবাহে ছুটে চঞ্চল—সত্যের হিমাচল
প্রচারে—প্রগতি নাহি ভয় নাহি ভয়
যুগ হতে যুগে উঠে অহিংসা সত্যের জয় জয়
সম্মুখে আছে বিশ্বমানব-জীবন-অভ্যুদয়
আসে শান্তিতে আসে কান্তিতে সীমাহীন মঙ্গল
চাই মানুষের বক্ষে কেবল নবজীবনের সাধ ॥

পাপ-মহামারী নিরোধের পথ—আছে সত্যর যোগে—
হিংস্রতা স্বধু হিংস্রতা নিয়ে আত্ম-ধ্বংস-রোগে
পৃথিবী জ্বালায়—শান্তি প্রতিষ্ঠায়
শান্তিপূর্ণ-সহযোগ পথে মানবতা-সাধনায়
নতুন যুগের আনে আহ্বান—বিশ্ব-মানবতায়
সত্যদৃষ্টি অহিংসাবোধে—হিংস্রতা পাপভোগে—
পৃথিবী এবার দেখুক চাহিয়া—নতুন আলোকপাত ॥

সম্মুখে মরু অন্তঃসলিলা ফল্গুকে সন্ধান
করি সম্মুখে চলুক চলুক সত্যের অভিযান
উর্বরভূমি আনি প্রাণস্পন্দন
চলুক সৃজন কুঞ্জ কানন—সুরু হলে কর্ষণ
বীজ বুনে চলা—গঠনের পথে নির্মাণ বিচরণ
মরুভূমি বুকে—সকল নিরাশা-বেদনা-অকল্যাণ
করি আনন্দে নন্দিত ক্ষেত—সৃষ্টিতে তাই সাধ ॥

সত্যপথিক গান্ধী চলেছে—চারণের গানে গানে
গান্ধী-চিন্তা-উৎস ঝরায় আহ্লাদ প্রাণে প্রাণে
পাকিস্তানের বক্ষে হিন্দুনাশ-
ইচ্ছায় জাগে ধর্মজেহাদে অবিরাম সন্ত্রাস
ভারতেও জাগে প্রতিক্রিয়ার নির্মম অভিলাস—
কোথায় মৈত্রী ব্যর্থ-মানস গান্ধীর চোখে আনে
যজ্ঞস্থলে আসুরিকতার তাণ্ডব উন্মাদ ॥

টপ টপ করে আগুনের মত ঝরিছে তাতল জল
বুকের আগুনে জ্বলে পুড়ে ঝরে আতপ্ত উচ্ছল
রক্তে রক্তে আগুনের জ্বালা ফিরে
শিরায় শিরায় আলোড়ন জাগে মাংস-বাঁধন চিরে
অস্থি-মজ্জা আগুনে দহিছে চেতনায় উঠে ঘিরে
হৃদ্‌কম্পনে আগ্নেয় গিরি স্পন্দিত চঞ্চল
ভূমি কম্পনে ফাটিছে বক্ষ জ্বালা তাই উন্মাদ ॥

রক্তে রক্তে জ্বালা আর জ্বালা বিদ্যুৎ মেঘে মেঘে
বজ্র-অগ্নি সংবৃত—ফাটে বায়ুর আঘাত লেগে
বাতাসে বাতাসে অগ্নি ফুলকি ছুটে
বনস্পতির বক্ষ ভেদিয়া অগ্নির জ্বালা লুটে
দিগ্ দিগন্তে আগ্নেয় তাপে বিহ্বল জ্বালা ফুটে
ঘাসে ঘাসে আর প্রকৃতির বুকে তাপের দহনে জেগে
বিপর্যয়ের অগ্নি-ঝঞ্ঝা হানি চলে অভিঘাত ॥

শেষনাগ যেন ফণা নাড়ি উঠে থর থর ধরা কাঁপে—
ধরার হৃদয় ফাটে অগ্নিতে অসহ্য সন্তাপে
বিকারগ্রস্থ-সমাজের অধোগতি
কল্যাণ-বোধ বিনষ্ট করি প্রমত্ত হীনমতি—
পরস্পরের বিবাদে খুঁজিছে একে অপরের ক্ষতি—
শান্তি বিহীন অস্থিরতায় মিথ্যায় কাল যাপে—
গান্ধী-হৃদয়ে মিথ্যাচারের ঘোষি চলে প্রতিবাদ ॥

গ্রীষ্ম-অগ্নি-উত্তাপে যেন গিরি নদী জলরাশি
শুষ্ক হয়েছে—ক্ষীণ দেহা নদী সন্তাপ পরকাশি
দেহ উষ্ণতা বায়ু বুকে বিস্তারি—
বিপরীত বোধে সমাজ-জীবনে চলে শুধু মারামারী
ধর্মের নামে সত্যের থেকে কলুষিত ছাড়াছাড়ি
দুর্গতি-দুখে-ক্রোধে-অগ্নিতে প্রাণ উঠে নিঃশ্বাসী
আর্তি জ্বালায়—পীড়িত সমাজে উন্মাদ সংঘাত ॥

কোথায় ধর্ম—কোথায় সত্য হিংস্র পাকিস্তানে
গান্ধী দেখিছে মিথ্যা ছুটিছে ঘোর মিথ্যার টানে—
জাতীয়তা হীন সাম্প্রদায়িকতায়
মাথা তুলে স্বধু ক্ষুদ্র স্বার্থে দৌরাত্ম্য অন্যায়—
কোথা কল্যাণ—আসুরিকতায় বিকার উদ্ধতায়
ধর্ম বিরোধী সত্য বিরোধী হীনতায় অজ্ঞানে—
কণ্ঠে কণ্ঠে উঠে চিৎকার ছুটে চলে উন্মাদ ॥

কোথা অভিষ্ট—কোথায় স্বাধীনতা—কোথা-শান্তি-সুখ
সত্য পালনে কোথা উৎসাহ—ধৈর্যে দীপ্ত বুক—
কোথায় রাষ্ট্রনীতির অঙ্গীকার
প্রজার হিতের জন্য কোথায় বহন কর্মভার—
গান্ধী দেখিছে রক্ষক নাই—ভক্ষক ক্ষুরধার-
অস্ত্রে হানিছে প্রজার জীবন—প্রচণ্ড ক্রোধ-মুখ
পাকিস্তানের—স্বার্থ বিরোধে শত্রুর উৎখাত ॥

কেন শত্রুতা—শত্রুই বা কে—কোথা বোধ-জাগরণ
হিংস্র হনন লক্ষ্যে কেবল আসুরিক বিদলন
অভিষ্ট-ব্রত উদ্‌যাপনের মূলে
স্বাজাত্য নামে ধর্ম-গোঁড়ামি মিথ্যা আবেগ তুলে
নিয়ত সত্য সার্বভৌম—ধর্ম-প্রজ্ঞা ভুলে
মুখে মধু আর অন্তরে বিষ নিয়ে করে দংশন—
সত্যনিধন-যজ্ঞে চলিছে সত্যের প্রতিবাদ ॥

গান্ধী-আত্মা করে দর্শন—সত্য রক্ষণীয়
আদর্শ ভুলি সমাজ-জীবন মিথ্যারে করি প্রিয়
আত্মবিকাশে জাগরণ যবে খুঁজে
হিংসার পথে হিংসাকে চলে অবিরাম সুধু পূজে
আত্মবিকাশ-অঙ্কুরে প্রাণ আপনি দৃষ্টি বুজে
বিলয়ের পথে হারাইয়া ফেলে চিরঅখণ্ডনীয়
শান্তির পথ—ধ্বংসের পথে করিয়া আত্মঘাত ॥

বিশ্ব দেখিছে বিস্ময় মানি গান্ধীর চেতনায়
আগামী দিনের আলোর প্রপ্রাত আনন্দে সুষমায়
অহিংসা আর সত্যের চিরজয়ে
সকল মিথ্যা পশ্চাতে রাখি জাগিছে অভ্যুদয়ে
সম-সাময়িক খণ্ড ঘটনা—অন্তরে আনে বয়ে
অখণ্ড বোধে নবসৃষ্টির আলোক অহিংসায়
সত্য প্রেমের মানব-তীর্থে জাগায়ে জীবন সাধ ॥

রাশিচক্রের আকর্ষণেই ঔষধি বনস্পতি
কীটপতঙ্গ জড়ে-চেতনায় সৃষ্টি-স্রোতস্বতী
বহি অবিরাম নানা রূপে ঢেউ তুলে
মানবাত্মায় রাশিচক্রের আকর্ষণেই দুলে
চেতনার ধারা—কাল হতে কালে অনন্তকাল কূলে
মহাকাল বুকে মহাশক্তির অপ্রতিহত গতি
আভূমি-আকাশে গ্রহ-তারকার নিত্য আলোক পাত ॥

নিয়তির লীলা জীবনে জীবনে—জাতীয় জীবনে তাই
চলে উত্থান-পতন ছন্দে—কোন নিষ্কৃতি নাই
ঘটিবে যা তা নিশ্চিত হয়ে আছে
ছায়া চিরদিন ফিরি ফিরি চলে তাই আলোকের পাছে—
ঋতু চক্রেতে ফুল ফুটে উঠে—পাতা জাগে গাছে গাছে
জীবনের গতি মৃত্যুর বুকে—আগুনেই সব ছাই
চিররহস্য বীণা তারে উঠে নিয়তির জয়নাদ ॥

রোষ-বহ্নির দাউ দাউ শিখা—হিংস্র-বৈশ্বানর
ভারতের বুকে প্রতিক্রিয়ায় মাথা তুলে বিষধর
খাণ্ডব-বনে দাবাগ্নি নয় নয়
হিংস্রতা নিয়ে পাশব-স্পর্ধা ছুটিছে মৃত্যুময়—
শ্বাপদেরা সব দংষ্ট্রা বিদারী ছুটে চলে নির্ভয়—
সত্য দলিতে—জীবন মিথ্যা হিংস্রতা করি ভর
সর্বনাশনে রাক্ষসী ক্ষয়ে তুলে বিষাক্ত দাঁত ॥

দুঃস্বপ্নের শ্মশান-তীর্থে গান্ধীর জাগরণ—
জেরুজালেমের বুকে মিথ্যার এমনি আন্দোলন
মানব-পুত্র খ্রীষ্টেরে বধে জাগে
করুণা-কোমল দুটি আঁখি-তারা উদয়ের পুরোভাগে
সত্য-জ্যোতির অমৃত বিলায় কল্যাণ অনুরাগে
তুচ্ছ দেহের ধ্বংস—সত্য আত্মা নিরঞ্জন
অবিনশ্বর আত্মার আলো মৃত্যু তিমিরে পাত ॥

মৃত্যুর দূত ধ্বংসের দূত মত্ত অহংকারে
গান্ধী দেখিছে মৃত্যু অতীত আত্মার বিস্তারে
পরম জীবন হিরণ-কিরণ পাতে
সকল ভীতির তমো-যবনিকা উৎপাটি-অভিঘাতে
সত্য করিছে সত্য স্বরূপ ভাগবত-চেতনাতে
অহিংসাময় কল্যাণময় সুন্দর বিধাতারে
আত্মারামের রাম নামে নামে সচ্চিৎ আহ্লাদ ॥

ভারত-কীর্তি ঐতিহ্যগত সত্তাকে চুরমার
করে হিংস্রতা—গান্ধীজীবনে আঘাতে যন্ত্রনার
দারুণ পীড়ন—খণ্ডিত মহাদেশ
দানবিকতায় রাষ্ট্র-নীতির সর্বনাশন বেশ—
সমন্বয়ের জগৎ লুপ্ত—মাথা তুলে বিদ্বেষ
পাকিস্তানের মারমুখো-নীতি-শাসন অত্যাচার
হিন্দুরে করে দেশ-ঘর ছাড়া—স্বধর্মে উৎখাত ॥

ভারতের বুকে মুসলমানের মহান্ ভবিষ্যৎ
রচনা করিতে গান্ধী দৃষ্টি অহিংসা হলো পথ—
সত্য করাই সত্যেই ভগবান
সমন্বয়ের উদার মন্ত্রে জাগিলে ভারত-প্রাণ
পাকিস্তানের বৈর-নীতির হবে হবে অবসান—
অহিংসা আর সত্যে বিজয় বিষের পাহাড় বৎ
সাম্প্রদায়িক যত অনাচার—সত্যে গান্ধী সাধ ॥

রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বোধি সদাচারে
সব মানুষের সার্বভৌম স্বাধীনতা অধিকারে
জাগ্রত হলে—সত্য অহিংসায়
শান্তি-নীতির বন্ধনহীন সংস্কৃতি রচনায়
মানুষ দেখিবে সমাজ-জীবনে মানুষের মহিমায়
মহৎ সত্যে বৃহৎ সত্যে প্রসারিত আত্মারে—
সত্য হইবে অহিংসা যুগ—থামিবে অস্ত্রপাত ॥

সর্বধ্বংসী হিংসা মানব-মৈত্রী-সূত্র হানে
সন্দেহ আর আসুরিকতার চিন্তাধারাকে আনে
ভয়াবহ সেই রূপের প্রকট করি
নাশে মানুষের মনুষ্যত্ব—নৈতিক বল ধরি
মানব-আত্মা যে শক্তি নিয়ে পার হয়ে বিভাবরী
চলে উদয়ের তীর্থযাত্রী—অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে
সে মহাভাবের উৎসাদনেই নিয়ে আসে পরিবাদ ॥

অণুকে যতই খণ্ড ছিন্ন করি চলে বিজ্ঞান
মানব-ঐক্যে বিস্তার হয় সেই সাথে ব্যবধান
নাশি শান্তিকে ভীতি-প্রলয়ঙ্কর
বিপরীতমুখী চিন্তা-চেতনা প্রকাশে অসুন্দর
সংঘর্ষের লেলিহান শিখা দীপিত বৈশ্বানর—
সংকটঘন-হিংসা-গহ্বরে কোথায় পরিত্রাণ
কোথা আত্মিক সম্পদ প্রেম—দিকে দিকে অভিঘাত ॥

নীতিতত্ত্বের উদার আলোকে—বিদ্বেষ ঝঞ্ঝার
অগ্নিজ্বালায় তবু অনুভূতি করিতে অস্বীকার
জাগে অতন্দ্র—গান্ধীর চোখে ভাসে
হৃদয় ক্ষেত্রে সত্যস্বরূপ সত্যই পরকাশে
আলো শাশ্বত—বস্তুরূপের ব্যঞ্জনা ইতিহাসে—
সেই আত্মিক চেতনা কেবল বিদূরি অন্ধকার
দেখায় আলোক জীবনের পথে—আনি ভূমা-আস্বাদ ॥

ভাব-দ্বন্দ্বের প্রভাবে জগতে আত্ম-নির্যাতন
পাশবিকতার অন্ধশক্তি করিছে আস্ফালন—
মৈত্রী-বিজয়ে চলিছে পরিক্রমা
সমুখে রক্তলোলুপ-হিংসা কলুষ করেছে জমা—
গান্ধী-হৃদয় উচ্চার করে বর্বরদের ক্ষমা
বর্বরতার প্রতি ঘৃণা থাক—পরিণতি নিরূপণ
চেতনায় চাই অপরাধীদের স্বীকৃতি অপরাধ ॥

বীভৎসতার হীনতা-গহ্বরে মানুষ যতই নামে
হিংসা-আবেগে বর্বরতার গতিবেগ সংগ্রামে
গভীরতা থেকে আরও গভীরে টানে
সত্যকে ভুলি দৃষ্টি তখন মিথ্যায় অভিযানে—
আনে পরিণামে সর্বধ্বংস বিনষ্টি সবখানে—
হাহাকার করে মহাশূন্যতা—ব্যর্থ মনস্কামে
প্রতিক্রিয়ার বধ্যভূমিতে বুকে জ্বালা-উন্মাদ ॥

ধ্বংসস্তূপে মোসলেম লীগ লভিয়াছে কোন্ জয়
অন্তরে শুধু জিজ্ঞাসা জাগে ইতিহাস বাঙ্ময়
ঘোষণা করিছে সত্য অস্বীকারে
সংস্কৃতিগত-মিলন-চিন্তা—ঐক্যের চেতনারে
ব্যর্থ করেই জীববিজ্ঞান-ইতিহাস-প্রজ্ঞারে
ধূলি-ধূসরিত কর্দমাক্ত—বিনাশে সমন্বয়
মানস-দৃষ্টি—ধর্মের নামে বিভীষিকা সংঘাত ॥

সঙ্কটময় বিরূপতা তবু—গান্ধীর নির্ভয়
বীরত্বময় রূপে ভাস্বর দুর্গম করি জয়
প্রতিকূল যাহা সহজসাধ্য করা
নিজেকে শূন্যে পরিণত করি পরিপূর্ণতা বরা
দুর্বলতার অভিশাপ হলো ভীতি-হিংসাকে ধরা
আত্মরক্ষা পরবশ হয়ে—সত্যের চিন্ময়
রূপে গান্ধীর দৃষ্টির আলো পথে করে আলোপাত ॥

অন্তরস্থিত সত্যের বলে জীবন শাসিত হলে
সেই জীবনের সকল চেতনা অস্তিত্বে উজ্জ্বলে
সত্যে নিহিত আত্মার অধিকার
তিমিরবিদারী সূর্য যেমন আলো করে বিস্তার
তেমনি সত্য—অণু-পরমাণু বুকে বুকে সঞ্চার
সত্যের জ্যোতি-কণিকা ছড়ায়ে জড়তাকে চলে দলে
যাহা মিথ্যায় পিষ্ট হয় না—সেথা সত্যের স্বাদ ॥

সাম্প্রদায়িক ভেদে রাহু জাগে ফলে সত্যের গ্রাস
চলে তাণ্ডব ঘৃণ্য ভীষণ দিকে দিকে সন্ত্রাস
গান্ধীর বুকে অনুভূতি অবিরাম
ধর্ম দ্বন্দ্ব ইহা নয় নয়—মিথ্যার পরিণাম
ধর্মের নামে বীভৎসতায় সংগ্রামে উদ্দাম—
লীগ ধর্মীয়-স্বাধীন-সত্তা নাহি করে অভিলাষ
চাহিছে ধর্মনিরপেক্ষতা চিরতরে বরবাদ ॥

জনতার বুকে কান্না-সাগর সমুদ্বেলিয়া ছুটে
জিন্না বক্ষে দ্বিজাতি-চিন্তা টগ্‌বক্ করি ফুটে
ভারতে জাগাতে কংগ্রেস বিরোধীতা—
যুগসঞ্চিত পাপ-অন্যায় রাজনীতি-সংহিতা
লেখে স্বার্থের অনর্থতেই জ্বলিছে কালের চিতা—
জনজীবনের আহুতি সেখানে—দিগদিগন্তে লুটে
মানব-আর্তি-কান্না-সাগরে মুখরিত কলনাদ ॥

লীগ-রাজনীতি-পাশব-বুদ্ধি জান্তব-নিপীড়ন
ইতিহাসে লেখা ন্যায়ের বিধান করি চলে লঙ্ঘন—
দিকে দিকে দেখে হিন্দু-বিনাশী-আশা
কংগ্রেস যদি ব্যর্থতা বরে মৈত্রীর পরকাশা-
ঐক্যচিন্তা জীবন যাপনে—ভেদের সর্বনাশা-
দ্বিজাতি-চিন্তা বিমুর্ত করে লীগের উজ্জীবন—
জিন্না দেখিছে ভারতে আঘাত—পুড়াতে জীবন সাধ ॥

গান্ধী দেখিছে বিপদজ্জনক জিন্নার মারমুখী-
উদ্যোগিতায় অকল্যাণের ভাসে সীমাহীন ঝুঁকি—
আকাঙ্ক্ষা জাগে শান্তিতে বসবাস
ভারতে যতই দেখে সম্মুখে—বিস্তারে সন্ত্রাস
গান্ধীনীতির বিপরীত পথে মিটানো লীগের আশ
দ্বিজাতি-চিন্তা দ্বিজাতি-ভাবনা অন্তরে মারে উঁকি
পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা আর ভারতের উৎখাত ॥

গান্ধী কামনা পাকিস্তানকে বিদ্বেষ নয় নয়
সাম্রাজ্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিতে নির্ভয়
পাকিস্তানের দেশাত্মবোধে প্রাণ
দেখুক ভারত সহযোগিতায় অখণ্ড উত্থান
এশিয়ার বুকে আনিতে শান্তি—সব ব্যথা অবসান
হৃদয় জুড়িয়া সত্য হইবে মৈত্রীতে অক্ষয়
অখিভারতীয় পরম প্রকাশে ভেদাভেদ উৎখাত ॥

পাকিস্তানকে মৈত্রীতে জয় আজ হোক কাল হোক
পথভ্রান্তির পরিণাম ফলে দারুণ দুঃখশোক
জাগাবে হৃদয়ে—নহে সংকীর্ণতা
সহযোগ-পথে মৈত্রী-মানস-সদিচ্ছা-উদারতা
সাম্প্রদায়িক দৃষ্টির থেকে স্বাধীন রাষ্ট্রীরতা
আচরি ধর্ম-নিরপেক্ষতা প্রকাশি পুণ্যালোক
আঁধারের নাশ ঘুচানো সকল স্বার্থ-বিসম্বাদ ॥

ব্যথিত গান্ধী তবু আশাবাদে অন্তর উঠে ভরি
মিলনের মহামন্ত্রে দীক্ষা সত্যকে অনুসরি—
সব সংস্কার মুক্ত রাষ্ট্রমন
সর্বসেবার আদর্শবাদে জাতীয় সংগঠন—
রক্তলোলুপ নরহন্তার ধর্মীয় আচরণ
ধর্মের নামে অধর্ম কাজ—অন্তরে সদা স্মরি
ভারত-বৈর-কর্ম থামিবে করিবে মৈত্রী সাধ ॥

পরম শ্রদ্ধা রাখি মানুষের নীতিবোধে চিরদিন
গান্ধী যাত্রা—আজো তাই চলে গান্ধী সম্মুখীন
কর্তব্যের নির্দেশ অন্তরে
ভগবান যেন কথা বলি চলে শান্ত মৌন-স্বরে
সত্যের পথে অহিংসা পথে নবীন যুগান্তরে
গান্ধীযাত্রা চিরশান্তিতে মৈত্রীতে সমাসীন
মহাভারতের বক্ষে দৃষ্টি করে সদা আলোপাত ॥

পাকিস্তানের শক্রতা চলে ভারত আক্রমণে
কাশ্মীরে জ্বলে যুদ্ধ-অগ্নি ভয়াবহ গর্জনে
সাম্রাজ্যের লোভেই পাকিস্তান
সত্যের নাশে ব্যাভিচারে চলে—হিংসা দীপ্যমান
স্বজন-ধ্বংসী-হিংস্র কলহে শান্তিকে খান্ খান্
করি ছুটে চলে—গান্ধী-দৃষ্টি অসীমে উন্মীলনে—
একি সঙ্কট একি সংশয় বুকে করে অভিঘাত ॥

দুর্যোগতম অন্ধকারেই আজ যেন পথ চলা
দিক্‌ভ্রান্তির দৃশ্য এ নয়—আলোক সমুজ্জলা
আগামী দিনের আলোক সামনে হাসে
পাকিস্তানের সদ্‌বুদ্ধিতে সকল ভ্রান্তি নাশে
ভারতের সাথে সহযোগিতায় মৈত্রীর পথে আসে
গান্ধীর তাই স্বধু মনে হয় সন্ত্রাস নিস্ফলা—
মৈত্রীর পথে ধর্মবিজয়—হিংস্রতা উৎখাত ॥

দেখি কাশ্মীরে ভারতবাহিনী—করিছে সংঘোষণ
মহাভারতের অহিংসা নাশ মুখর শত্রুগণ—
গান্ধীকণ্ঠ বাতাসে প্রচারি কয়
পররাষ্ট্রের আক্রমণেতে পশ্চাৎপদ নয়
ভারত ঘোষিছে মিথ্যার কাছে নয় নয় পরাজয়—
পরম ধর্ম দেশের কাজেই আত্মবিসর্জন
দিগ্‌দিগন্তে উদাত্ত হয় প্রতিধ্বনিত নাদ ॥

নির্ভীকতার প্রতীক আত্মা সত্যের বলে বলী
সত্যরক্ষা দেশরক্ষায় রাখে প্রাণ অঞ্জলি—
পৃথিবীর যত শান্তিকামীর সাথে
ভারত চলিছে শান্তির পথে—কাশ্মীর সংঘাতে
শান্তি বিনাশী শক্রতা চলে—শান্তি হানিতে মাতে
শান্তির পথে শত্রু সৈন্য ভীম-বলে তাই দলি
শান্তির কাজে ভারত করিছে শত্রুরে উৎখাত ॥

পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি বন্ধুত্বে বসবাস
প্রতিবেশীত্বে বিরোধীতা-নীতি পরিহারে অভিলাষ
গান্ধীকণ্ঠে রাষ্ট্রীয় দর্শন
মৈত্রীপূর্ণ পরিবেশ আর সমাজ সংগঠন
পারস্পরিক সহযোগিতায় সংগ্রাম বর্জন
আলোচনা পথে সমস্যা হতে দ্বন্দ্বের করা নাশ
অরণ্যে শুধু বৃথায় রোদন—লীগ করে আর সাধ ।।

ভারতরাষ্ট্র আদর্শবাদ মৈত্রীর বিস্তারে
ধর্ম বিজয়ে ঐক্যে মিলানো জনগণ আত্মারে—
নৈরাশ্য আর অবসাদে ভেঙ্গে পড়া
কোনদিন নয়—আত্মবিকাশে আদর্শ তুলে ধরা
নিজেই আচরি পরকে শিখানো—পরিবর্তন করা
দুষ্কৃতি নাশে সুকৃতিভরা কল্যাণ-চিন্তারে
বিকশিত করি অশুভ-হীনতা দীনতার উৎখাত ।।

জীবনের আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত একটি সুরে—
বনস্পতির জীবনমূলকে বিশালতা বুকে জুড়ে
উঠে সেই সুর প্রচারিয়া আখ্যান
সকল বিরোধী-শক্তি দলিতে প্রচণ্ড উত্থান—
মহত্বময় অন্তর-বোধি করিছে সমুদ্গান
বিরাটত্বের পূর্ণ শক্তি আছে বীজ-অঙ্কুরে—
জয় পরাজয়ে সুখে দুখে উঠে আত্মার জয়নাদ ।।

কর্মেই শুধু আছে অধিকার কভু নহে আশা ফলে
কর্তব্যের দাবী মিটাইতে জীবন বিকাশি চলে—
আদর্শ ভাসে কালের অসীমতায়
হিংসার জ্বালা থামাতে যাত্রা উদার অহিংসায়
প্রাপ্তির থেকে নব প্রাপ্তির কত না ব্যর্থতায়
দীর্ঘপথের অসীম ক্লান্তি জাগে পলে অনুপলে
কর্মফলের ত্যাগমন্ত্রেই আত্মার আস্বাদ ।।

নিস্পৃহতায় উদার দৃষ্টি—সর্ব সমর্পণ
ত্যাগের দ্বারাই আসক্তি ত্যাগ সিদ্ধির দর্শন
বন্ধনহীন আত্মার বিস্তারে
অখণ্ডতার কল্যাণময় আনন্দ-পারাবারে
জীবন তখন সত্যস্বরূপে সাক্ষাতে আপনারে
সকলের সাথে একটি জীবনে দৃষ্টির বিকিরণ—
লোকহিতার্থে সকল কর্মে আলো হয় সম্পাত ॥

ঐতিহাসিক সত্যকে কভু উপেক্ষা নাহি করা
আদর্শ আর মিলন সূত্রে অন্তরে সদা ধরা
সকল কর্ম কোলাহল পারে পারে
বাঙ্ময় ধ্বনি অভিজ্ঞতায়—ডাকি চলে বারে বারে
সত্যের পথে বিবেক জাগায়ে চলরে অন্ধকারে—
নাহি নাহি ভয় উদয় আলোক সম্মুখে দেখ ভরা
চিরদাসত্ব সনদ দলিয়া মুক্তিতে আলোপাত ॥

সংগ্রাম থেকে নব সংগ্রামে—পথ থেকে নব পথে
বিফল প্রয়াসে আশাহীন নহে বিশ্বাস মনো মতে
অসি-ফলকের মত পথ ক্ষুরধার
সে পথে চলিতে আত্মার বলে ভয়হীন অনিবার
অবিচল এক বিশ্বাসে বোধ সত্যে নির্বিকার—
অশুভ আঘাতে হতাশ না হয়ে সত্য কর্মরথে
যাত্রা চলেছে অনুভূতি বুকে সত্যের আস্বাদ ॥

দেখে জীবনের বিকাশ প্রেমেই—বিনাশ-সর্বনাশ
মানুষের প্রতি প্রেমহীনতায় জীবনে অবিশ্বাস—
আত্ম-প্রীতির আলোকে অনির্বাণ
পর-সম্প্রীতি আলোক দেখায় সত্যই ভগবান—
স্বদেশধর্মে বিশ্বধর্মে আত্মার উত্থান
সম্ভব হয়—প্রেমে আর প্রেমে চেতনার পরকাশ—
ধারক-শক্তি জগতের প্রেম—আত্মার আহ্লাদ ॥

হিন্দ্-স্বরাজ্য আত্মরাজ্যে আত্মার অধিবাস
চাবী আছে তার সত্যাগ্রহে—অহিংসা পরকাশ
চিরআত্মিক শক্তির চেতনায়—
কেবল ব্যক্তি জীবনের নয়—রচি নব অধ্যায়
সমাজ-নীতির ভিত্তিতে রচি সত্য-অহিংসায়
নবতম দিগদর্শন রূপে সহসা সমুল্লাস
হিন্দ্-স্বরাজ্যে স্মৃতি বিচরণ—ঐতিহ্য-আস্বাদ ।।

অহিংসা পথে পূর্ণ স্বরাজ 'সমতা'র 'সহতা'র—
'সমানো মন্ত্র সমিতি সমানী' সদা বোধে আত্মার
বিত্তাধিকারে-নীতি সদা সাম্যের
অছি অধিকারে স্বত্বাধিকার সকল সম্পদের—
সম্পদ ভোগে উচ্চনীচের নাই ভেদ প্রভেদের
স্বার্থ লক্ষ্য—অহিংসা-নীতি আত্মিক সদাচার
সর্বসেবায় সকল বিভেদ করি চলে উৎখাত ।।

কুটির-শিল্প পুনরুদ্ধার—বুনিয়াদী শিক্ষার
জাতীয়-মানস-শক্তি বৃদ্ধি জাতীয়তা ভাবনায়
গোসেবায় আর স্বাস্থ্যের বর্ধনে
হিন্দ্-স্বরাজ্যে গান্ধী যাত্রা বিপ্লব আয়োজনে—
এই বিপ্লব স্বাবলম্বনে জাতীয় সংগঠনে
গ্রাম-জীবনের শ্রীবৃদ্ধিকর কৃষি-উদ্যোগিতায়
জনগণমনে নব আলোড়নে জড়তার উৎখাত ।।

আগামী দিনের উদয়-তীর্থে গান্ধী সিদ্ধি ঝরে
সেখানে জাতীয়-আত্ম-চেতনা বজ্রশক্তি ধরে
মনের গোপনে অনুভবে ভাস্বর
হিন্দুস্থানে ফাটে জ্বালামুখী ভীষণ ভয়ঙ্কর—
সেদিনের দিকে চেয়ে গান্ধীর ধ্বনিত কণ্ঠস্বর—
সেদিন তোমরা সাক্ষী হইও—সাহসে ঝাঁপায়ে পড়ে
সেই জ্বালামুখী দেখে নাহি ভয়—ছুট ঘোষি ভেরীনাদ ।।

নাই পরজাতি-বিদ্বেষ বুকে অহিংস-জাতীয়তা
দেখে পৃথিবীর সব মানুষের অধিকার স্বাধীনতা—
ভিন্নধর্মে অপ্রীত নহে মন
আত্মধর্ম-ঐতিহ্য বোধে খণ্ডের বন্ধন
নাই নাই তাই—বিশ্বমুখীন মানসিক জাগরণ
মানব-জাতির গণ্ডী বিহীন আন্তর্জাতিকতা
গান্ধী-মানসে মৈত্রী-বিকাশে করে আলো সম্পাত ॥

বিশ্বের সব জাতির পক্ষে যাহা কল্যাণকর
সেই অহিংসা সত্যধর্মে জাগরিত অন্তর
দেখে কল্যাণে সকলের শুভ সৎ
পরধর্মকে শ্রদ্ধা করার ধর্মঐক্যে পথ—
সকল ধর্মে দিব্যসত্যে রয়েছে প্রাজ্ঞমত—
ধর্মাচরণে ব্যক্তি-দৃষ্টি সত্যের সুন্দর-
মূর্তি যখন দেখে শিবরূপে ঘুচে যায় ভেদবাদ ॥

সদা ঈশ্বর সান্নিধ্যেই আকুলতা প্রাণ ভরি
প্রশান্তিময় উপলব্ধিতে সত্যের রূপ ধরি
সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমে সর্বময়
অন্তরে উঠে একি সঙ্গীত ধর্ম সীমিত নয়—
সকল ধর্মে পরম সত্য-প্রজ্ঞা অভ্যুদয়
দিব্যতত্ত্ব নানা রূপ-গত-প্রকাশে সত্য করি
বলিছে একেই অনন্ত রূপে পরিচয় সংবাদ ॥

ধর্ম দ্বন্দ্বে জীর্ণজীবন জোড়ালাগাবার গান
গান্ধীকণ্ঠে উচ্চার হয়—"সত্যই ভগবান—
আল্লা ঈশ্বর এক পরমের নাম
অহিংসা-বোধে সত্যে জাগিলে নিয়ত মনস্কাম
হিংসা-দ্বন্দ্ব-স্বার্থপরতা-গত যত সংগ্রাম
আপনা থেকেই থেমে আসে জাগে সৃষ্টিতে বহমান
চৈতন্যের নিত্যলীলায় আত্মার আহ্লাদ ॥

"রাজনীতি নয় মিথ্যা কেবল—সত্যের নীতিপথে
রাজনীতি খুঁজি সত্যের আলো প্রকাশিতে এ-জগতে
সব বিদ্বেষ-দ্বন্দ্বের হোক দূর
মানুষের হিতে উঠুক বিশ্বে কল্যাণ-গীতিসুর
বিকশিত হোক সত্য আলোকে প্রজ্ঞার অঙ্কুর—
তিমিরের থেকে আলোকে যাত্রা—মিথ্যার থেকে সতে
মৃত্যুর থেকে অমৃত-জীবনে আলোক নিয়ত পাত ॥

"আগামী দিনের উদয়-তীর্থে সত্য-আলোক দ্যুতি
দেখিতে পেয়েছি বহি নিয়ে আসে নবীন ফলশ্রুতি
অন্তর বলে নাহি ভয় নাহি ভয়
সত্যে মানুষ অহিংসা-যুগে লভিবে অভ্যুদয়—
জীবনে আমার যত পরাজয়—তুচ্ছ কখনো নয়
চরম বিজয়—বীজের মধ্যে প্রাণময় অনুভূতি
অক্ষয় এক জীবন-রভসে আত্মায় আনে স্বাদ ॥

"কোথা আত্মার আত্মাধিকার সত্যের কোথা পূজা—
গণ-বিপ্লব অসাম্য নাশে দেখিছে শস্ত্রভূজা
গণশক্তিকে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের পথে
আঘাতে আঘাতে রাষ্ট্র খুঁজিছে ক্ষমতাকে নানামতে
কোথায় সমাজ-স্বার্থ-চেতনা ন্যায়ের কর্মরথে
সত্যের নীতি—ধর্মের নামে চিরকাল চোখ বুজা
শ্রেণী দ্বন্দ্বেই দেখে বিপ্লবে শ্রেণীভেদ উৎখাত ॥

"বলপ্রয়োগের নীতিই ভিত্তি—মন পরিবর্তন
খুঁজিছে সাম্য রাষ্ট্রবিধানে ক্ষমতায় দর্শন—
পুঁজিবাদী-ধারা সংগ্রামে চাহে নাশ
সংঘর্ষের পন্থায় দেখে সমতার পরকাশ—
সাম্য-দৃষ্টি অছিবাদে দেখি শান্তির উদ্ভাস—
আঘাতেতে নয় লড়ায়েতে নয় ন্যাসের সংগঠন
সমাজ-স্বার্থ-সচেতন মনে লোকহিত মনোসাধ ॥

"রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ববাদের ভরাডুবি সবখানে
বলপ্রয়োগেই দ্বন্দ্বে বিজয় পরম সত্য জানে—
স্থধু অহিংসা সত্য করিতে পারে
মানবাধিকারে রাষ্ট্র ভিত্তি সমতায় সংসারে—
শ্রেণীর বিচারে বিরোধীতা নয় মানুষের অধিকারে
সর্বোদয়ের নবদিগন্তে পৃথিবীর উত্থানে
চাই অহিংস-বিপ্লব পথে প্রগতিতে পদপাত ॥

"স্বৈরতন্ত্রী কোন্ পথে চলে—করাচীর কংগ্রেসে
মহাভারতের রাষ্ট্রনীতির বাস্তব পরিবেশে
রেখেছে সত্য চিরকল্যাণে ভরা—
সত্যের পথে অহিংসাপথে স্বরাজ রচনা করা—
রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয় মানবাধিকার হরা—
শ্রেণী-স্বার্থের মিথ্যা-দৃষ্টি সমতায় চলে ভেসে
সর্বজাতির কল্যাণবোধে খুচে যত পরমাদ ॥"

সমাজ-জীবন পরিশুদ্ধিতে সত্যে অমৃত পথ
গান্ধীজীবন করিছে প্রচার রাষ্ট্রীয় অভিমত
অহিংসাবোধে সমাজের জাগৃতি
মানুষ সেখানে দম-ত্যাগ আর অপ্রমাদেই ধৃতি
দেখিয়া সমাজ করে বিরচন স্বাধীন রাষ্ট্র-স্মৃতি
হিংসার পথে আত্মহনন থেকে চেতনায় সৎ-
বুদ্ধিতে আনে সত্যের বলে মিথ্যার উৎখাত ॥

রাষ্ট্রনীতির সূত্র এখানে ধর্মকে রাখা দূরে—
ধর্মের নামে ভেদাভেদ রচে শাস্ত্রীয় ভাষা জুড়ে
যে সব বিধান সাম্প্রদায়িকতাকে
বৃদ্ধি করিতে গোঁড়ামীর সাথে প্রভাব প্রসারি থাকে—
এখানে ধর্ম-নিরপেক্ষতা রাষ্ট্রবিধানে হাঁকে
সাম্প্রদায়িক-কায়েমী-স্বার্থ কুসংস্কারকে দূরে—
নষ্টামি-নীতি নাহি যাতে আনে সমাজেতে উৎপাত ॥

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভিত্তি ভেদবুদ্ধির নাশে
শ্রদ্ধা সহিত সর্বধর্ম-সত্যকে ভালবাসে
গান্ধীজীবন সত্যের সাধনায়—
ভারত রাষ্ট্র বিধানে সত্য সার্বভৌমতায়
সকল ধর্ম-বিশ্বাসীদের আত্মিক প্রজ্ঞায়
গান্ধী-সিদ্ধি—মিথ্যার নাশে সত্যের পরকাশে
মৈত্রীবদ্ধ সাম্প্রদায়িক-ঐক্যে জীবন স্বাদ।।

কুসংস্কারের অঞ্জন চোখে সাম্প্রদায়িক ভেদ-
বিদ্বেষে তুলে দুষ্টবুদ্ধি হিংস্রতা বিচ্ছেদ—
গান্ধীজীবনে কংগ্রেস আপনারে
বিকশিত করে দেখে ভারতের আত্মিক সত্তারে
হীনতা-স্বার্থে সাম্প্রদায়িক সীমানার দূর পারে
আধ্যাত্মিক সত্যপ্রজ্ঞা মানব-হিতের বেদ
প্রকাশিত করে ধর্মবিজয়ে মৈত্রী দৃষ্টিপাত ॥

সম্প্রদায়ের অবক্ষয়কে কখনো কামনা নয়—
গান্ধী-সাধনা সব ধর্মের সত্যে জ্যোতির্ময়
আধ্যাত্মিক-প্রজ্ঞার পরকাশে
সকল মানুষ সকল ধর্ম-সত্যকে ভালবাসে
অভিলাষে আর মৈত্রীজীবন—হিংসা সর্বনাশে
চাহে আত্মিক জাগরণে সদা মিথ্যাকে পরাজয়
সত্যের বলে সত্যের পূজা—ভ্রান্তির উৎখাত ॥

ভারত রাষ্ট্র-বিধান প্রকাশে গান্ধীর সাধনায়
যে মহাভারত নির্মিত সেই সিদ্ধির প্রজ্ঞায়
ধর্মতত্ত্বে সকল ধর্মমত
ঐক্যের পথে নিরপেক্ষতা প্রসারে নতুন পথ
ধর্ম-গোঁড়ামি থেকে বিমুক্ত রাষ্ট্র কর্মরথ
সার্বজনীন গণতান্ত্রিক মন্ত্রের দীক্ষায়
বৈচিত্র্যে খুঁজে ঐক্যকে সদা উৎখাত ভেদবাদ ॥

হিংস্র আঘাতে জর্জর-প্রাণ আত্মদ্বন্দ্বে জাগি
খুঁজে নির্ভর বিশ্বাস সদা মানবতা অনুরাগী
মূঢ়-বিভ্রম-মানস-ভ্রান্তি থেকে
মিথ্যার ঘন-কুয়াশা জমেছে—সত্য ফেলেছে ঢেকে
সাম্প্রদায়িক মত-বিশ্বাসে ইতিহাস চলে লেখে
ধূলি-বিমলিন স্তম্ভের গায়ে—মৈত্রী সত্য মাগি
মানব-ধর্ম সেই ভ্রান্তির খুঁজে আজি উৎখাত ॥

যুগ থেকে যুগে বহু সাধকের মিলিত সিদ্ধি আনে
অধ্যাত্মের পরম মহিমা গান্ধী-অনুধ্যানে—
অনুষ্ঠানের গোঁড়ামির বেড়া ভাঙে
ধর্মে ধর্মে শাশ্বত-জ্যোতি সত্যকে পুরোভাগে
রাখি বিরচিছে সার্বভৌম-মানবতা অনুরাগে
সত্যের রূপ অহিংসা রূপ ধর্মীয় উদ্গানে
একের মধ্যে বিচিত্রতার শাশ্বত আস্বাদ ॥

অনেক ধর্ম অনেক নীতির ঐতিহ্য উপাদান
গান্ধীর প্রাণ করে সন্ধান ভেদাভেদ অবসান
সত্যধর্মে অখণ্ডতার পাশে
সকল মানুষ অহিংসাবাদী সত্যই ভালবাসে
রাষ্ট্রপুঞ্জে সকলে জাতীয় মৈত্রীর বিশ্বাসে
জাগে শান্তিতে জাগে বৃদ্ধিতে ঐক্যে বর্ধমান
সার্বভৌম ধর্মরাজ্যে আত্মার আস্বাদ ॥

ধর্মের নামে বিদ্বেষ-বিষ উদ্গীরণের ধারা
জটিল-কুটিল বিরোধে করিছে নিয়ত সত্যহারা
সমাজ-বিকাশে—মুক্তির সোজা পথ
রুদ্ধ করিয়া সম্মুখে আনে দুস্তর পর্বত—
গান্ধীজীবনে সত্য প্রকাশে সব পথ সব মত
সত্য পূজায় বিকশিত হোক—ভাঙ্গি খণ্ডতা কারা
জীবন-মুক্ত জাগুক করিতে বন্ধন উৎখাত ॥

ধর্মের নামে পাশবিকতার থামুক উৎপীড়ন
সার্বভৌম-সত্যেই হোক জীবনের দর্শন—
ধর্মান্তরে নহে নহে দলভারী
সাম্প্রদায়িক-উদগ্র-বোধে হিংসার তরবারী
নহে শুভ নহে—ধর্মঐক্যে বিদূরিয়া ছাড়াছাড়ি
ঐক্যবুদ্ধি সমাজে আনুক নতুন বিবর্তন
ঐক্যবদ্ধ মানব-জীবনে জাগুক বিশ্বসাধ ॥

গান্ধী-সাধনা মৈত্রী-বিজয় বিকাশে পৃথিবী জুড়ে—
ভারত-ব্রিটিশ-সদ্ভাব বাড়ে বিদ্বেষ যায় দূরে—
অগ্নিশুদ্ধি সত্যে অহিংসায়
সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক ভারতের সাধনায়
কংগ্রেস-নীতি গণ-অধিকারে ব্যক্তি-স্বাধীনতায়
প্রকাশিত করে বিশ্বভারত-বন্দনা-গীতিসুরে
নব-উদয়ের সম্ভাবনায় বিশ্ব-দৃষ্টিপাত ॥

ভারত-ব্রিটিশ-মৈত্রী-জীবন আস্বাদ ভরা প্রাণে
সম্পর্কের নতুন আলোক প্রকাশিত সবখানে
দেখি ভবিষ্যে নবীন অরুণোদয়
ভুলি অতীতের দুঃস্বপ্নের স্মরণ দুঃখময়—
দেখে এশিয়াতে দেখে পৃথিবীতে ভারত পেছনে নয়
জাগে মহাজাতি মৈত্রী-বিজয়ে স্বার্থ-ঐক্য জানে
সর্বসেবার পরম মন্ত্র—দূরে তাই ভেদবাদ ॥

ভারত বিভাগে মহাভারতের নহে নহে পরাভব
ইতিহাসে লেখে জয়ের ঘটনা সত্যের গৌরব
প্রেম-অহিংসা-সত্যই হলো জয়ী
পাকিস্তানের হিংস্রতা কালে আপনাতে হবে ক্ষয়ী
সত্য হইবে গান্ধীজীবন—মৈত্রী-বিজয়ময়ী-
মহাসভ্যতা ভারতের থেকে দেশে দেশে উদ্ভব
করিবে সত্য-অহিংসা-প্রেম—অমৈত্রী উৎখাত ॥

পাহাড়ে-ধ্বসানো প্রপাতের মত গতি-ধারা দুর্বার
স্বাধীন ভারতে মহাজাতীয়তা সত্তার বিস্তার—
প্রবাসী ব্রিটিশ-হিন্দু-মুসলমান
শিখ-খ্রীষ্টান-ইহুদী-বৌদ্ধ জীবনের মহাপ্রাণ
পৃথিবীতে বলে নববিপ্লবে সত্যের সন্ধান
গান্ধীজীবন মহা অবদান—অবসান হিংসার
কর্মক্ষেত্রে ঐক্যভিত্তি চেতনার আস্বাদ ॥

পররাষ্ট্রীয় চিন্তার মূলে মৈত্রী-বিজয়—দলি
সব ভেদবাদ ইতিহাসে রাখি অতীত ঘটনাবলী
ভবিষ্যতের প্রতিকর্মের বুকে
গান্ধীসিদ্ধি—মৈত্রী-বিজয়ে জগতের সুখে দুখে
একপ্রাণ হয়ে প্রগতির পথে ছুটে চলা সম্মুখে—
ব্রিটিশ-বিরোধী যুদ্ধের শেষ—স্বাধীনতা-উজ্জ্বলি
দেখাইছে পথ মৈত্রীর পথ চলিতে বিশ্বসাধ ॥

শুভবুদ্ধিতে সৎসাহসেই ভারতে এগিয়ে নিতে
গান্ধীমন্ত্র মৈত্রী-বিজয়ে ছুটে চলে পৃথিবীতে
ধর্মস্বরূপ মৈত্রীর বরাভয়
সকল মানুষ সকলের তরে কেউ পর দূর নয়
সমন্বয়িত রাষ্ট্রনীতির নতুন অভ্যুদয়
মৈত্রী-বিজয় ধর্মবিজয় একরূপে পরিচিতে
থাকে শান্তিকে প্রসারিত করি—বিশ্বশান্তি সাধ ॥

শরনার্থীর পুনর্বাসনে দায়িত্ব সীমাহীন
পালনে ভারত দুর্দিন দূরি গঠনে সম্মুখীন
দৃশ্যের থেকে দৃশ্যান্তরে ফুটে
দানবী-হিংসা পাকিস্তানের উঠে নাটকীয় ভাবে
ভারত-বিরোধী সংগ্রাম রূপে—হিন্দু শিখেরা ছুটে
আসে ভারতেই—অবিরাম স্রোত বহি চলে রাত দিন
দানবী-ক্ষুধার আগ্রাস থেকে আত্মরক্ষা সাধ ॥

মহাশ্মশানের দৃশ্য সমুখে যোদ্ধা শক্তিমান
গান্ধী কেবল দেখে ভারতের সত্যেই উত্থান—
দূর থেকে দূরে ভবিষ্যতেই ফিরে
চেতনা-দৃষ্টি দূর থেকে দূরে শান্তির সুখনীড়ে
আবার জাগিছে অখণ্ড অধিভারতীয় মন্দিরে
মৈত্রীবদ্ধ ভারত-জীবন—বন্ধন অবসান
ঐক্যে প্রীতিতে সব ভেদাভেদ স্বাতন্ত্র্য উৎখাত ॥

মহাভারতের মৃন্ময়দেহ সত্তায় চিন্ময়
চেতনার স্রোত প্রবাহিত হয়—জাগে প্রাণ-অক্ষয়
লুপ্ত দুঃখ-রাত্রির ভীষণতা
প্রকাশিত করে মৈত্রী-তীর্থে শাশ্বত-জাতীয়তা
ধর্মঐক্যে সকল মানুষ জীবনে সমগ্রতা
দর্শন করে—বলে বিচ্ছেদ কখনো সত্য নয়
আত্মার আলো আলোকিত চোখে দেখে আলো-সম্পাত ॥

পাকিস্তানের বিরোধীতা চলে পাঠানের জির্গায়
পাকিস্তানের কর্তৃত্বের অবসান ঘোষণায়
উঠে বিক্ষোভ জনতা-অসন্তোষে
পাকিস্তানের সশস্ত্র-সেনা সন্ত্রাসে রোষে ফোঁসে
পাঠানের সব গণতান্ত্রিক-অধিকার আক্রোশে
চুরমার করে—দমন-নীতির সদম্ভ-স্পর্ধায়
স্বাধীকারে পাখতুনিস্তানের-কামনাকে উৎখাত ॥

বাড়ে পাখতুন-স্বাধীনতাবাদী-যোদ্ধার মনোবল—
পাকিস্তানের অত্যাচারের পাথর জগদ্দল
চলিছে চাপান—রুদ্ধ কণ্ঠ ভাষা
নির্মমতায় পাখতুনবাদী জনতার নাশ আশা
কুটচক্রের অক্টোপাশের বাঁধন সর্বনাশা
দমনে পীড়নে বিস্তার হয়—আদিবাসী অঞ্চল
পাকিস্তানের তাঁবেতে রাখিতে চলে কুটনীতি ফাঁদ ॥

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা সাথে পাখতুন-জাতীয়তা
পাকিস্তানের তাঁবেদারী থেকে খুঁজে চলে স্বাধীনতা
বাড়ি চলে ধীরে বিরোধীতা রেষারেষি
পাখতুন দেখে জিন্নাবাদের মূলেই ছদ্মবেশী-
ক্ষমতাতন্ত্রী সন্ত্রাস করে স্বদেশেই পরদেশী—
পাখতুনগণ দেখিছে বিনাশ আত্ম নির্ভরতা
লীগতন্ত্রের বশ্যতা কাছে সত্তা অধঃপাত ॥

জাগে সীমান্ত গান্ধী-দৃষ্টি পাখতুন-বিবেকেই
লীগের নীতির বিরোধীতা চলে অহিংসা-সত্যেই—
হয়ে রাজকীয় ক্ষমতায় সমাসীন
পাকিস্তানের রাজনীতি-গতি নিয়ত সম্মুখীন
ক্ষমতাকে চেয়ে—ক্ষমতাকে পেয়ে জাগে অন্তর্লীন
একটি সত্য—লীগ রাজত্ব ক্ষমতার প্রসারেই
স্বৈরতন্ত্রে রাজপাট খুঁজে ক্ষমতায় স্থধু সাধ ॥

নিখিল-বিশ্ব-ইসলামবাদী নহে নহে জাগরণ—
দেখে সীমান্ত গান্ধী কেবল জিন্নার দর্শন
যুগ-জীবনের আকঙ্ক্ষা থেকে দূরে
মধ্যযুগীয় রাজত্ব লোভি চিন্তার-অঙ্কুরে
গণতান্ত্রিক-মানবধিকার আকাঙ্ক্ষা ভেঙ্গে চুড়ে
প্রবল প্রতাপান্বিত-শক্তির স্বৈরতা-গর্জন
পূর্ণ দম্ভে—আন্দোলনেই ক্ষমতায় উন্মাদ ॥

দুর্নিবার্য সে শক্তি নয়—পাঠান অহিংসার
সত্যে ঘোষিছে স্বাতন্ত্র্যে চাই পাখতুন-অধিকার—
কোথায় নিখিল মোসলেম-ভাবধারা
পাকিস্তানের সৃষ্টির সুখে তুলে রাজনীতি সাড়া
ক্ষমতাকে চেয়ে মোসলেম লীগ সত্যধর্মহারা—
দেখে পাখতুন কুটনীতি-গত বুদ্ধির তরবার
চালায় জিন্না—ব্রিটিশ-সহায়ে সিদ্ধ-স্বার্থ সাধ ॥

ইসলাম-প্রীতি-উগ্রতা স্বজে পরিশেষে পরিণাম
সাধিল কেবল লীগ অধিপতি জিন্না-মনস্কাম—
আছে কোটি কোটি ভারতে মুসলমান
তাদের ব্যাপক স্বার্থে কোথায় গঠিত পাকিস্তান—
রাজনীতি-পাটে পাকিস্তানের সুযোগের সন্ধান
দলের স্বার্থে—মূঢ় জনতার দুঃখের উদ্দাম
আঘাত বেদনা সদা চঞ্চল—বুকে করে করাঘাত ॥

ঐতিহাসিক ইসলাম কোথা—পাখতুন-ইতিহাসে
দেখে অতীতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যে উল্লাসে
সারাভারতের সঙ্গে আন্দোলন
অহিংসা পথে সত্যের পথে সেবায় সংগঠন—
নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল-লীগ বিভেদের আয়োজন
পূর্ণ করেই করে দর্শন জাতীয় সর্বনাশে
খণ্ড স্বার্থে অখণ্ডত্ব হয়ে চলে বরবাদ ॥

পাখতুন জাগে নব স্বাতন্ত্র্যে অভিনব ভূমিকাতে
গান্ধীজীবন-সিদ্ধি-আলোক সত্য-অহিংসাতে—
পাকিস্তানের উগ্র দম্ভভর
অত্যাচারেই পাখতুন দেখে হিংস্রতা-নির্ভর
স্বৈরতা খুঁজে ক্ষমতাকে জারি সীমান্ত দেশ'পর—
জাগে বিদ্রোহ—অন্যায় নাশে ঘোরতর প্রতিবাদ ॥

পাখতুনদের বিরাট অংশ গান্ধীর সাধনাকে
দেখে মানুষের কল্যাণকর সেবাতেই জাগি থাকে—
কংগ্রেস তাই সেবার ধর্ম নিয়া
অত্যাচারের শোষণের থেকে জাগায়ে জনতা-হিয়া
ঘোষে ধর্মীয় দৃষ্টিতে নয়—সর্বসেবাকে দিয়া
সর্ববর্ণ-ধর্ম-ঐক্যে রাষ্ট্রধর্ম রাখে—
মহান্ গান্ধীনেতার দিকেই সবার দৃষ্টিপাত ॥

উপজাতিগণ—পাখতুনগণ খাইবার গিরিপথে
পাকিস্তানের ক্ষমতার গতি প্রতিরোধে নানামতে—
পৃথিবী শুনিছে জিন্না ইচ্ছা ভাসে
মোসলেম লীগ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অভিলাষে
উপজাতি গণ—পাখতুনগণ বিপরীত সন্ত্রাসে
জাগে অবিরাম চলে গোলাগুলি সীমান্ত-পর্বতে—
প্রতিধ্বনিতে অহিংসাঘোষে স্বাধীকারে ভীমনাদ ॥

খণ্ড ভারতে তবু অখণ্ড ভারতকে মনে হয়
কালসিন্ধুর প্লাবনে ভাঙ্গনে হলো কিছু ভূমিক্ষয়—
পাকিস্তানের জন্মের ইতিহাসে
ভারতের ভূমি থেকে কিছু কাদা-মাটিকেই অভিলাষে
সন্ত্রাসে আর বৈর-বিলাসে স্বাতন্ত্র্য ভালবাসে
কিছু কিছু লোক—এ ভারত যেন অখণ্ড চিন্ময়
মৃন্ময় দেহে অবক্ষয় যে সাময়িক উৎপাত ॥

অধিভারতীয় মহাজাগরণ গান্ধীকে ভালবাসি
মৈত্রী-বিজয়ে জগৎজনতা বিশ্বভারতে আসি
বলিছে হিংসা হোক হোক অবসান
পররাজ্যের অধিকার নাশ সন্ত্রাস অভিযান
ঘৃণ্য ঘৃণ্য—মানব-ধর্মে হোক নব উত্থান
মৈত্রীবদ্ধ রাষ্ট্রপুঞ্জে মানুষকে ভালবাসি
বলুক সত্যে ধর্মবিজয়—অহিংসা উৎখাত ॥

দেশ-মহাদেশে চিন্ময়ী রূপা মহাভারতের হিয়া
অধিরাষ্ট্রীয় সত্তায় জাগে মৈত্রী-বিজয় নিয়া
ভারতের থেকে বিচ্যুত অংশের
শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয় ভারতীয় শরীরের
অনাদি চেতনা—পাকিস্তানের রাষ্ট্র-স্বাতন্ত্র্যের
চিন্তা-ভাবনা যদিও ভারত-বিরোধীতা বর্ষিয়া
করে তোলপাড়—তবু চেতনায় অখণ্ড আস্বাদ ॥

ইতি গান্ধীজীবন মহাকাব্যে অগ্নি-প্রতিষ্ঠা নামীয় পঞ্চদশ সর্গ ॥

তিমির নিবিড় অসত্য থেকে সত্যে দৃষ্টিপাত
আসিছে নতুন দিনের আলোক পোহায় দুখের রাত
ক্রান্তি লগ্নে সত্য-অমৃত ধরি
মহাকাল বুকে পরমসত্তা মহাযোগে শঙ্করী
জীবন-লীলার মহাকাব্যের কথা-কাহিনীতে ভরি
সত্যের রসে আনন্দ রসে শিবময় আহ্লাদ-
উৎস প্রবাহি আত্মা-আরামে করে ভূমা আস্বাদ ॥

যুগান্তকারী-ঘটনার স্রোতে গান্ধীজীবন গতি—
আনে সামাজিক-রাজনৈতিক বিপ্লব-বোধে মতি
ন্যায়-চিন্তায় উদার দৃষ্টিরেখে
দেশীয় রাজার বৃহৎ ধনিক ভূস্বামী হাত থেকে
ধনসম্পদ লোকহিতে সদা ন্যাসভিত্তিতে দেখে
জনস্বার্থের রক্ষায় আছে সামাজিক উন্নতি
রাজনৈতিক সুদূর প্রসারী নৈতিক বুনিয়াদ ॥

বাতাসে বাতাসে গান্ধী-চিন্তা—স্বাধীকার রক্ষায়
শান্তির পথে বিঘ্নকারীর উচ্ছেদ-কামনায়
বলে দুটি পথ—আত্ম সমর্পণ
শৃঙ্খল পরা নিপীড়কদের—সত্য বিসর্জন
আর একপথ সর্বশক্তি নিয়োগে নির্মূলন
যাহা অসত্যে গণ-অধিকার নাশ করে হিংসায়
জাতীয় শক্তি—সাম্প্রদায়িক হীনতারে অভিঘাত ॥

ভারতে সকল সম্প্রদায়ের মন থেকে বিদ্বেষ
বিদূরিতে জাগে গান্ধী এবার—হয় যদি প্রাণ শেষ
তথাপি ভঙ্গ নাহি হবে অনশন—
দিল্লীর বুকে সাম্প্রদায়িক অশান্তিতেই মন
পীড়িত ভীষণ—স্বতঃস্ফূর্ত মৈত্রীর দর্শন
জাতীয় জীবনে জাগ্রত হলে—শান্তির পরিবেশ
সৃষ্টি হইলে অনশন থেকে বিরত হাওয়াই সাধ ॥

পাকিস্তানের পঞ্চান্ন-কোটি প্রাপ্য অর্থ দানে
মাউন্টব্যাটনের সাথে একমত—জাগে গান্ধীর প্রাণে
রাজনৈতিক-মর্যাদা ভারতের
সবার উর্দ্ধে—গান্ধী ইচ্ছা সে অর্থ প্রদানের—
মৈত্রীর পথে—অহিংসা পথে ন্যায়ের আদর্শের
নিজের বিবেক-সম্মত পথে সত্যকে বড় জানে—
রাজনৈতিক ন্যায়-আচরণে দূর করা মনোবাদ ॥

শান্তির পথে জাগে দেশবাসী—বিদ্যুৎ শক্তিতে
আসি জাগরণ খেলে শিহরণ ভারতের ধমনীতে
জাতীয় কণ্ঠে সত্যের নিবেদন
জাতীয় স্বার্থে গান্ধীজীবন আলোকের বিকিরণ
সে আলোকে দেশ লভে জাগরণ—দৃষ্টি-উন্মীলন—
পরিশেষে দেখি পরিবর্তন অন্তর ইঙ্গিতে
ভাঙ্গি-অনশন ঘোষে মানুষের সেবা আদর্শ সাধ ॥

অনশন শেষ—প্রার্থনা সভা প্রথম সম্মিলনে
হঠাৎ দারুণ শব্দ সেখানে বোমার বিস্ফোরণে—
আতঙ্ক নাই গান্ধীর অন্তরে
উঠে অবিচল প্রার্থনা-ধ্বনি শান্ত কণ্ঠস্বরে—
খবর শুনেই মাউন্টব্যাটন আসি সেথা সত্বরে
গান্ধীকে দেখে—প্রশান্ত বসে নিরুদ্বিগ্ন মনে
দৃষ্টিতে হয় প্রসন্নতার আলোকের সম্পাত ॥

প্রকৃত ঘটনা শুনেই গান্ধী—মন আরো অবিচল
বলে "ভেবেছিনু মহড়াতে জাগে কাছেই সৈন্যদল—
বিস্ফোরণের শব্দ সেখানে হয়—"
গান্ধীর চোখে মুখে উদ্ভাসে প্রশান্তি নির্ভয়—
মাউন্টব্যাটনের শুধু মনে হয় সত্যে পরম জয়
গান্ধীজীবন ভারত-জীবনে আনে নৈতিক-বল—
মৃত্যুর ভয় তাই বুকে নাই সত্যে অমৃত স্বাদ ॥

বাতাসে বাতাসে এখনো ফিরিছে শিহরণ শক্তির
আনে গান্ধীর অনশন দেশে আদর্শ-মৈত্রীর
ধর্ম-বিজয়ে গান্ধীর সাধনায়
ধর্মের চির প্রশান্তিময় জ্যোতিধারা বহি যায়
গান্ধীকণ্ঠে সমুচ্চারিত জীবনের ইচ্ছায়
মানুষের সেবাকর্মে সদাই কল্যাণ সৃষ্টির
সাধনায় খুঁজে গান্ধীজীবন পুরাতে শান্তি সাধ ॥

সাম্প্রদায়িক-চিন্তা বিলয়ে ধর্মীয় উদারতা
পৃথিবীর বুকে ভারত আনুক মৈত্রী তৎপরতা
গান্ধী দৃষ্টি ফিরিছে সমন্বয়ে
মানুষ যেখানে অধ্যাত্মের বিশ্ব-অভ্যুদয়ে
দেখিলে সত্য সব ধর্মের—রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের
অবসান হবে ন্যায়-চিন্তায়—হিংসা উদ্দামতা
থামায়ে জগতে পারস্পরিক সহযোগে জাগে সাধ ॥

গান্ধীদৃষ্টি পৃথিবীতে ফিরে—পাকিস্তানের বুকে
সাম্প্রদায়িক-আঘাতে পীড়ন বিস্তার শত দুখে—
দেখে গান্ধীর মনে হয় দূরে নহে
যেদিন সত্য প্রকাশিত হবে ধর্মীয় নিগ্রহে
শান্তি-স্বস্তি মিলে না কখনো—হিংসা-অগ্নি দহে
রাষ্ট্র-শরীর—পরম শান্তি সব মানুষের সুখে
যদি ধর্মের নিরপেক্ষতা আলো হয় সম্পাত ।।

মৈত্রীর দ্বারা হিংসাকে জয় নবীন আন্দোলন
সাম্প্রদায়িক পীড়ন থামাতে সত্যে উজ্জীবন
মিথ্যার নাশে সত্যের উজ্জ্বলা
আদর্শে সদা পাকিস্তানের মিথ্যাকে নিষ্ফলা—
মৈত্রী-বিজয়ে সত্যের পথে অহিংসাবোধে চলা
ধর্ম দ্বন্দ্ব থামাতে সত্যে নিয়ত সংক্রমণ
বিশ্বজীবনে সার্বভৌম জীবনের আস্বাদ ॥

পাকিস্তানের যুদ্ধোদ্যম করে সুধু নিরুপণ
দেউলিয়া-নীতি ধর্মোন্মাদী রাষ্ট্রীয় আয়োজন
ব্যর্থ হয়েছে—ব্যর্থতার ঢাকতেই
মাতে কাশ্মীরে ভারত-বিরোধী যুদ্ধ-উত্তাপেই
চাহে ভারতের প্রতিক্রিয়াকে দ্বিজাতি-তত্ত্বকেই
জাগরিত করি আনা নৈতিক-বিশ্ব-সমর্থন
পাকিস্তানের মত ভারতেও ধর্মীয় ভেদবাদ ॥

পাকিস্তানের হিংস্র-ঝটিকা করি চলে তোলপাড়
ধর্মীয়তার ছদ্মবেশেই সঞ্চার মিথ্যার
ধর্মদ্রোহিতা অস্ত্র আস্ফালনে
ভবিষ্যতকে চেয়ে গান্ধীর অনুভূতি জাগে মনে
সত্য স্বরূপ মিথ্যা বিলয়ে বসেছে সিংহাসনে
ভাবী-কাল বুকে সেই ছায়া ভাসে—মহাকাল পারাবার
ভাসায়ে চলেছে অশুভকে সদা—শুভ সঙ্গম সাধ ॥

ধর্মীয় নিরপেক্ষতা-নীতি কংগ্রেস-সাধনার
সিদ্ধি রূপেই বিকশিত করে গান্ধীর আত্মার
মানব-মৈত্রী মহাবাণী পৃথিবীতে—
অহিংসা রূপ প্রেমের ধর্ম যত থাকে বিকশিতে
পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়ার উৎপাত সৃষ্টিতে
বিশ্ব দেখিছে পরাভূত করি হিংসার স্পর্দ্ধার
ক্ষিপ্ত আঘাত—ভারত করিছে মৈত্রী-দৃষ্টিপাত ॥

বিদ্বেষ ভুলি ইতিহাস পুনঃ মিলনের প্রয়োজনে
ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিগত চেতনায় জনমনে
নবীন দৃষ্টি নবীন ভাবনা আনে
রাজ্যজয়ের অভিযানে নয়—মনোজয় অভিযানে
মৈত্রী-পথিক-ভারত সদাই মৈত্রীর সন্ধানে
সম্মুখে চলে—জনমনপ্রাণ-বোধির সম্মিলনে
ঘোষিছে সত্য রাজ্যের থেকে মৈত্রীতে সদা সাধ ॥

প্রচারে প্রত্নতাত্ত্বিক শত নতুন আবিষ্কার
ভারতের পথ ধর্মবিজয়ে মানব-সভ্যতার
নব আদর্শ বিশ্বের মঙ্গলে
অতীতের সেই স্মরণ চিহ্ন-লেখা-মৃত্তিকা তলে
মৈত্রী-করুণা-প্রেমের দীপ্ত-আদর্শে উজ্জলে
রাজ্যের জয় থেকে বড় জয় সংস্কৃতি-সাধনার
ঐক্যের পথে সকলের সাথে মিলনের আহ্লাদ ॥

গান্ধী-সাধনা সদিচ্ছা আর হিংস্রতা অনুতাপে
অগ্নি-শুদ্ধি হয়েই আবার মৈত্রী-জীবন যাপে
ভারতবাসীরা ধর্মদ্বন্দ্ব ছাড়ি—
মহাভারতের ঐক্য-জীবনে জাগে যদি নরনারী
জাতীয়তাবাদী চিন্তা-অভেদে—সহযোগে বিস্তারি
সমাজ-জীবনে ঐক্যবুদ্ধি—হিংস্রতা অভিশাপে
আনিবে শান্তি মঙ্গলময় বিদ্বেষ উৎখাত ॥

বহু অনর্থ পরম্পরায় ইতিহাসে বারে বারে
দেখেছে মানুষ অনলবর্ষী নিদারুণ হিংসারে—
গান্ধী-হৃদয় দেখিছে পরিত্রাণ
মৈত্রীবদ্ধ পৃথিবীতে সুধু অহিংসাবোধে প্রাণ
জাগিয়া থাকিলে হয় মানুষের আত্মার উত্থান
পরম সত্যে কল্যাণময় জীবনের বিস্তারে
অধিরাষ্ট্রীয় মৈত্রীতে থামে প্রচণ্ড সংঘাত ॥

নব বিজ্ঞান রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে সত্যে অহিংসায়—
সবার উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠা করি মৈত্রী-মানবতায়
সর্বসেবায় প্রসারিত কল্যাণে
সকল মানুষ চলুক ছুটিয়া উন্নতি অভিযানে
সাম্প্রদায়িক-ধর্মের বুকে ধর্মঐক্যে জানে
পরম সত্য কল্যাণময় সুন্দর-সুষমায়
জ্যোতিস্ফূর্তি আপনা বিকাশে দিকে দিকে আলোপাত ॥

গান্ধী কণ্ঠে উচ্চার হয়—"হয় যদি বাস্তব
সাম্প্রদায়িক-দ্বন্দ্ব বিহীন ভারতের অনুভব
তাহলেই আমি দ্বিগুণ উৎসাহেই
ঈশ্বর কাছে প্রার্থনা করি চাই পুরা আয়ুকেই
জীবনের শেষ ক্ষণটিতে যেন মানুষের সেবাতেই
নিযুক্ত থাকি—" গান্ধীকণ্ঠে জাগে ধ্বনি-ভৈরব
মিথ্যা ধর্মদ্বন্দ্ব—সত্য মৈত্রীতে মনোসাধ ॥

শান্তিপূর্ণ স্থিতাবস্থার বাইরের আবরণ
প্রকৃত শক্তি করে না রক্ষা—মন পরিবর্তন
উদারতা আর মৈত্রীর প্রসারতা
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রজা-জীবনের সার্বভৌমিকতা—
প্রতিষ্ঠা করে শান্তিনীতির চিরচরিতার্থতা—
গান্ধী-হৃদয় খুঁজে তাই সদা বিশ্ব-উজ্জীবন
প্রতি রাষ্ট্রের প্রজা-জীবনেতে অহিংসা-আস্বাদ ॥

ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতেও দৃষ্টি প্রগতিশীল
ন্যাসবাদে তাই সমাজবাদের দেখি আন্তর মিল
অর্থনীতির প্রয়োগ শুভঙ্কর
গান্ধীদৃষ্টি খুঁজে সমাজের নতুন রূপান্তর—
রামরাজ্যের আদর্শে সেই সমাজের সুন্দর
বিকাশ মূর্তি—স্বার্থ ভোগেতে কৃমিসম কিলবিল
করেনা মানুষ সর্বোদয়েই অন্তর আহ্লাদ ॥

দেশে মহাদেশে—শান্তিপূর্ণ সভ্যতা সংস্কৃতি
বিকশিত হয়—সত্য-ধর্ম-অহিংসাতেই ধৃতি
উপবাস কালে মৃত্যু সমুখে করি
গান্ধী-আত্মা দেখেছে সেদিন হিংস্রতা পরিহরি
যদি মানুষের প্রকৃতিতে আসে সত্যকে অনুসরি
চলার প্রেরণা—সমাজবাদের রচনা নতুন স্মৃতি
বিশ্ব-মানব-ঐক্য-বিধানে ঘুচাইবে ভেদবাদ ॥

কাল-সিন্ধুর প্রবাহে প্লাবনে তরঙ্গ-মুরছায়
কূলে কূলে ভাঙ্গে উন্মাদনায়—স্রোত গতি বহি যায়
অনাদি অসীমে অনেক চিহ্ন ফুটে
আবার কালের পরিবর্তনে মৃত্তিকাতলে লুটে—
অনন্ত নভপটে তারকার গ্রহের বক্ষে উঠে
সৌর-অয়নে গতি-কম্পন—সৃষ্টির সীমানায়
ভাঙ্গাগড়া চলে লীলাছন্দেই ঝঙ্কৃত গতি নাদ ॥

গান্ধী-আত্মা সৃষ্টিকে দেখে কল্যাণ সুন্দর
সত্যের রূপে শ্রীরামচন্দ্র মিথ্যা-ভয়ঙ্কর
রাক্ষস নাশে সীতা উদ্ধারে চলে
সত্যস্বরূপা পরমাশক্তি সীতাতে সমুজ্জ্বলে—
পারমাণবিক শক্তিতে প্রাণ-চেতনায় উচ্ছলে
কল্যাণকৃৎ কোথা মানুষেরা—গান্ধীর অন্তর
ডাকি ডাকি বলে চল শান্তিতে নহে নহে সংঘাত ॥

পঞ্চভূতের শরীরী-প্রকাশে মন-বোধি-সত্তার
জাগারণে একি আসুরি-বিদ্যা জানায় অহঙ্কার
অমরত্বের অভিনয়ে মাতে নট
জীবন-পালায় অধিসত্যের কোথা মঙ্গল ঘট
রাষ্ট্রনীতির ম্যাজিকেতে আঁকা আকাশ-কুসুম পট—
গান্ধী-আত্মা করে দর্শন ঘুচিলে কুসংস্কার
মানুষের পুরে মনুষ্যত্বে দ্বিজজন্মের সাধ ॥
চারণ-কণ্ঠে গান্ধীজীবন কথার সমুচ্চার—
মানবাত্মার বন্দনা গানে উঠে সুর-ঝঙ্কার
সত্যসাধক সত্যানুসন্ধানে
খুঁজি অন্তিম লক্ষ্য প্রাপ্তি প্রকাশ-সত্যজ্ঞানে
ব্যথা-বিহ্বল মানুষের দুখ-দৈন্যের অবসানে
জাতীয় জীবনে দুর্দ্দশাগত নিরাশা-অধীনতার
চিরউচ্ছেদে—সত্যধর্মে সত্যের খুঁজে স্বাদ ॥

গান্ধী-আত্মা শান্তিকে খুঁজে—এক ধ্যান একজ্ঞান
সংস্কৃতি-গত-ঐক্য-জীবনে হিন্দুমুসলমান
জাতীয়তাবোধে এক হোক এক হোক
চারিদিকে ঘোর তমসার বুকে আসুক সত্যালোক—
সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-বিরোধ গান্ধীর বুকে শোক—
মানবতাবাদী ভ্রাতৃমিলন সাধনায় মহাপ্রাণ
চলিছে সত্যে—অহিংসা বোধে উৎপাত উৎখাত ॥

প্রতিক্রিয়ায় বিষাক্ত মনে এক শ্রেণী হিন্দুর
জাগিছে গান্ধী-বিদ্বেষ-বোধে বৈরীতা ভরপুর—
জাতীয়তা-নাশা শত্রুরা জাগি উঠে
দাঙ্গা বিস্ফোরণের শব্দ—হিংস্রতা নিয়ে ফুটে
গান্ধীর বুকে অদূরদর্শী-কাণ্ডে বেদনা লুটে—
বৈরীতা নয় মিলনেই পথ কণ্ঠেতে একসুর
উদাত্ত হয় গান্ধী অভয়-অমৃতে দৃষ্টিপাত ॥

হরিশ্চন্দ্র শ্মশানে দাঁড়িয়ে কর্তব্যের ডাকে
সত্য স্বরূপ মৈত্রী-মানস-চেতনা উজলি থাকে—
গান্ধী-আত্মা নির্ভর ঘোষণায়
অটল দাঁড়িয়ে সত্য রক্ষা সত্য-অহিংসায়
শরীর ধ্বংস যদি হয় হোক আগ্নেয় ইচ্ছায়
মৃত্যু তুচ্ছ সত্য বরণে—রক্ত-ফেনিল পাঁকে
সাম্প্রদায়িক মিথ্যা বিদূরি শান্তি-মৈত্রীসাধ ॥

নিষ্ঠুরতায় পাশব-শক্তি হিংসা নয়রে নয়—
জানি সত্যই ভগবান তাই চেয়ে অহিংসা জয়
অটল গান্ধী—দাঁড়িয়ে জীবনপণ
শান্ত দৃষ্টি প্রেম-করুণার আলো করে বরিষণ—
সংশয়হীন নির্ভরতার অমৃত-উজ্জীবন
মৃত্যুঞ্জয়-আদর্শ বুকে প্রদীপ্ত নির্ভয়—
উদয়-শিখরে তরুণ অরুণ—করে আলো সম্পাত ॥

মৈত্রী তীর্থে প্রেমের তীর্থে যাত্রা জ্যোতির্লোকে
সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমতা ভাসে প্রশান্ত দুটি চোখে—
সত্যমন্ত্র সাধনার মহাব্রত
পালনে দাঁড়ায়ে—প্রেম-করুণায় প্রাণ ক্ষত-বিক্ষত
বাতাসে ভাসিছে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে ক্রন্দন অবিরত—
গান্ধী-আত্মা হাহাকার করে সত্য-নিধন শোকে
শান্তিকে চেয়ে মৈত্রীকে চেয়ে সম্মুখে পদপাত ॥

শরণার্থীর ক্রুদ্ধকণ্ঠে উন্মাদ চিৎকার—
ভাবিতে হবে না আমাদের কথা বেশি গান্ধীকে আর
করুন এবার প্রস্থান হিমালয়ে—
গান্ধীনীতির উদার দৃষ্টি আনে সংঘাত বয়ে
গান্ধীর নীতি পাকিস্তানের বৃথা চলা মনোজয়ে—
জনতা এদিকে বিদ্রোহ-মুখী—গান্ধীর আত্মার
সকল চেতনা খুঁজিছে শান্তি—অসত্য উৎখাত ॥

মুসলমানের তোষণ-নীতিকে অবলম্বন করে
হিন্দুর ক্ষতি গান্ধী সাধিছে—উঠিছে ক্রুদ্ধস্বরে
গান্ধী-বিরোধী চিৎকার প্রচারণা—
সত্যপথিক সাম্প্রদায়িক-সহযোগে একমনা
চাহিছে শান্তি—অন্তরে খুঁজে পথের উদ্ভাবনা—
যে পথে ভারতে চিরশান্তিতে বাঁচিবে পরস্পরে
সকল ধর্ম-বর্ণ-ঐক্যে—অহিংসা-মনোসাধ ॥

ভারতরাষ্ট্র গান্ধীজীবন-সত্যেতে বলশালী—
আক্রমণেতে আত্মরক্ষা—সত্যের ব্রত পালি
কার্যসিদ্ধি-কল্যাণ অনুসরে
অন্যায় জয়ে ন্যায়ের আলোকে দৃষ্টিতে সদা ঝরে
চালাকিতে কোথা মহৎ কার্য সাধনা সিদ্ধ করে—
সীমান্তে জাগে পাকিস্তানের বাহিনী-অগ্নি জ্বালি
কল্যাণ নয়—অকল্যাণেই বরণে আত্মঘাত ॥

গান্ধীকণ্ঠে উদাত্ত হয় শান্তির প্রয়োজনে
কর্মসাধন—ব্যর্থ হইলে তখন লিপ্ত রণে
পৃথিবী দেখিবে অপরাধী কোন্ জন
সত্যের পথে পরিক্রমায় গান্ধী-আন্দোলন
নতুন ভাষ্যে পৃথিবীকে বলে শান্তি প্রবর্তন
শান্তিরক্ষা ব্যর্থ যখন—তখন উদ্দীপন
ভয়ে ভীত নয় ভারত কখন—তবু শান্তিতে সাধ ॥

আর্তত্রাণের বুদ্ধিতে নয় জনসেবা রূপে নয়
গণতান্ত্রিক অধিকার লাগি ঘটিলে লোকক্ষয়
গান্ধী-হৃদয় জাগে দয়ামায়াহীন
সমস্যা যেথা রাজনৈতিক—সাহসে সম্মুখীন
হইয়া সেখানে বহিরাবরণ খুঁজি বাস্তবে লীন
বিচার বস্তুতন্ত্রীর মত—ভারত জ্যোতির্ময়
সেই আদর্শে পথ চলে করে উৎপাত উৎখাত ॥

উঠে প্রার্থনা দুঃখতপ্ত মানুষের প্রাণে প্রাণে
ঈশ্বর তুমি দুঃখ ঘুচায়ে শান্তিকে সবখানে
বিকশিত কর—আর্তির হোক নাশ
রণক্ষেত্রের ভয়ঙ্করের উৎপাত-উল্লাস
বিদ্যুৎশিখা আঘাতে যেখানে বজ্রের সন্ত্রাস
বিস্তার করে—করুণ-ধ্বংস-বেদনার অবসানে
ক্ষাত্রশৌর্যে মহৎ শক্তি দাও তুমি সাথ সাথ ॥

দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় নীতি—ভারত শান্তিমনা
পাকিস্তানের বিপরীত চলা উগ্র উদ্দীপনা
মহাভারতের নীতি অধিজাতীয়তা
ব্যর্থ করিতে পাকিস্তানের দারুণ তৎপরতা
নব সংগ্রাম-কৌশলে চলে ভারতের নাশকতা—
বাস্তুহারায় হিন্দু-বৌদ্ধ—বাসের সম্ভাবনা
লুপ্ত হয়েছে তাই ভারতের পথে করে পদপাত ॥

শরণার্থীর দুঃখকষ্টে একটি সত্য ফুটে
পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভিত্তি হিন্দু খেদায়ে উঠে—
জিন্নার সাথে সাক্ষাৎ আলাপের
পরিণাম ফল ব্যর্থতাময় জানা আছে সকলের—
গণতান্ত্রিক মানবাধিকার চলে অভিদলনের
কর্মকাণ্ড—দ্বিজাতি-তত্ত্ব আকাশে বাতাসে লুটে
বাস্তহারার অশেষ-আর্তি করুণ আর্তনাদ ॥

লীগ-রাজত্ব—পৃথক রাষ্ট্র—স্বতন্ত্র নীতিপথ
অস্ত্রধারণ করে আছে সদা চালায়ে যুদ্ধরথ—
শত্রু রাষ্ট্র ভারতকে মনে করে
প্রতিবেশীত্বে মৈত্রী-চিন্তা বিকাশি পরস্পরে
বাঁচুক বাড়ুক করে না কামনা—মারণ-অস্ত্র ধরে
ভারতের নামে পাকিস্তানের বুদ্ধিতে অভিমত
রাষ্ট্রনীতির মৌলিক পথে ঘটে চলে সংঘাত ॥

পাকিস্তানের সমাজ-জীবনে হিন্দুর দুর্গতি
ধর্মাচরণ-সংস্কৃতিবোধে লুপ্ত স্বাধীন মতি—
জটিল বিভেদ আনে নাগরিকতায়
পাকিস্তানের সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় সাধনায়
আগে 'ইসলাম'—ধর্মীয়তায় রাষ্ট্র ব্যবস্থায়
মুসলমানের অধিকারবাদ—অন্য ধর্ম প্রতি
উপেক্ষা ভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার উৎখাত ॥

রক্তগঙ্গা প্লাবন থামাতে—হিন্দু প্রতিক্রিয়া
বিনাশে ভারত রাষ্ট্র জেগেছে সমতা দৃষ্টি নিয়া
সার্বজনীন অধিকার চিন্তার—
প্রতিশোধে নহে প্রতিক্রিয়ায় বিদ্বেষ হিংসার
দৃশ্যে দৃশ্যে ঘাতক-বৃত্তি চালায় অত্যাচার—
কংগ্রেস জাগে প্রতিক্রিয়াকে নিঃশেষে ঠেকাইয়া
পাকিস্তানের পথ নয়—করে ভারত মৈত্রী-সাধ ॥

রাজনৈতিক লক্ষ্যের মূলে নবদিগ্ নির্দেশ
সব মানুষের কল্যাণে মহাপৃথিবীর পরিবেশ
সত্যের পথে অহিংসাপথে চলি
মহাভারতের শান্তিপূর্ণ জীবনকে উজ্জ্বলি
উঠুক সত্যে প্রেমে ভাস্বর—নহে নহে নরবলি
যুদ্ধে যুদ্ধে হিংস্রতাময় ইতিহাস হোক শেষ
মৈত্রীর যুগে রাষ্ট্রপুঞ্জ মিটাক মানব সাধ ॥

বলপ্রয়োগের দিন হোক গত সমান মর্যাদায়
আসুক বিশ্বে সব মানুষের মঙ্গল সাধনায়
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে নীতির যুগান্তর
ধর্মান্তরে জেহাদ চালানো অপরাধ গুরুতর
থামুক জগতে—ধর্ম ঐক্যে মিলুক পরস্পর—
সত্য প্রকাশে অখণ্ড হোক—প্রেমেতে অহিংসায়
ধ্যান-ধারণায় কল্যাণবোধে সত্যে দৃষ্টিপাত ॥

ভারত-জনতা মমতাবদ্ধ প্রতিবেশীত্ব খুঁজে—
বাস্তুহারানো মানুষের দুখে বেদনায় চোখ বুজে
শত অপরাধ আঘাতকে করি ক্ষমা
মহাভারতের কামনা সদাই শান্তিকে অনুপমা—
গান্ধীজীবন মহাভারতের সত্যে সমুত্তমা
প্রচার মন্ত্র মৈত্রী-সাধনা—মহাজাতীয়তা পূজে
পাকিস্তানের অশুভ সাধনে ভারতের নাই সাধ ॥

যুক্তিসিদ্ধ কর্মপন্থা প্রতিবেশীত্ব নিয়ে
শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক অগ্রগতিকে দিয়ে
পারস্পরিক উন্নতি সহায়তা
বিরোধের থেকে যুদ্ধের থেকে করুণ অস্থিরতা
থেকে বিমুক্ত আনে মানসিক আত্মিক স্বাধীনতা—
পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী জেহাদকে জিয়াইয়ে
হিংসাপ্রসূত একি রাজনীতি উন্মাদ উৎপাত ॥

কস্তুর বাঈ মহাদেব আর সুভাষকে মনে পড়ে—
অতীতের শত স্মৃতির সূত্রে সবারে জড়ায়ে ধরে
অন্তর হতে অন্তর তলে দোলা
স্মৃতিতে রচিত ঘটনা-তীর্থে চলিছে দৃষ্টি তোলা—
মনে হয় যেন সামনে জীবন-চরিত রয়েছে খোলা
পাঠ চলে তাহা মন শুনে চলে মুখরিত অক্ষরে
জীবনের গান বিচিত্র সুরে গাওয়া চলে দিন রাত ॥

সুভাষ কি আর নাই সংসারে—বিমান দুর্ঘটনা
সত্য কিম্বা সাজানো কথার রচনা-উদ্ঘোষণা—
মনে হয় যেন সুভাষের নিঃশ্বাস
বাতাসে বাতাসে প্রচারিত করে জীবনের মহাআশ
দেশের জন্য জীবন-ধারণ দেশের জন্য নাশ
প্রাচ্যখণ্ডে আজাদ-হিন্দ্-অস্ত্রের ঝঞ্চনা
বাতাসে বাতাসে এখনো বিকাশে রেশে রেশে ভীমনাদ ॥

হয়ত কোথাও গা ঢাকা দিয়েই সুভাস করিছে ধ্যান
আগামী দিনের সম্ভাবনায় ভারত অধিষ্ঠান—
মতে পথে হোক যতই নীতির ভেদ
মহান আত্মোৎসর্গে সুভাষ—সদাই অবিচ্ছেদ
উদাত্ত করে সুভাষ-জীবন দেশাত্মবোধ-বেদ
সেখানেই যেন গান্ধীর সাথে জাগে সুভাষের প্রাণ
বিচ্ছেদ হীন—জাগে গান্ধীর সুভাষে আশীর্বাদ ॥

গান্ধীর চোখে একি রহস্য—নামি আসে একি আলো
মনে হয় যেন মানবাত্মাকে যুগে যুগে বাসি ভালো
পার হয়ে শত মৃত্যুতিমির রাতি
বিবর্তনের পথে পথে ঝরে দিব্যজীবন ভাতি—
অন্তর হতে অন্তরতলে অনুভূতি কান পাতি
শুনিছে নিত্য বৃহত্তরের আকর্ষণেই কালো-
গভীর তিমির ভেদ করি হয় স্বষ্টি কিরণ পাত ॥

পার্থিব এই যুদ্ধক্ষেত্রে অহিংসা হলে জয়ী
ভগবান সাথে প্রেমবন্ধনে আত্মার নির্ভয়ী-
প্রকাশে মানুষ দেখিছে বিরাজমান
সত্যের রূপে সকল ধর্মে সত্যই ভগবান—
যুদ্ধ চলিছে আসুরী-শক্তি করিবারে অবসান
চাই অহিংস-জীবন-বিকাশে সৃষ্টি দিগ্বিজয়ী
সমানাধিকার—যেখানে মানুষ পুরাবে মৈত্রী সাধ ॥

যুদ্ধ চলিছে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের ধ্যানে
যোগ নিমগ্ন কৃষ্ণ প্রয়াণ হিংস্র ব্যাধের বাণে
যুদ্ধ চলিছে আসুরী-দম্ভ নাশে
যুদ্ধ চলিছে সত্যনাশনে হিংস্রতা-সন্ত্রাসে
যুদ্ধ থামাতে বিশ্ব-জীবনে অহিংসা যদি আসে
আসুরিকতার থেকে নিস্তার বিশ্ব শান্ত প্রাণে
দেখিবে সত্য অহিংসা রূপে ভাগবত-জ্যোতিপাত ॥

জীবনে সত্যপূজায় মৃত্যু পরম শ্রেয়স্কর—
আসুক প্রলয় সত্য পূজায় অহিংসা নির্ভর
খুঁজি জাগরণ—মৃত্যুর কাল-নিশি
সত্য-আলোকে উল্লাসি উঠি আলোকিত দশদিশি
করিবে সত্য সত্যস্বরূপে সত্য-চেতনা মিশি
আত্মা-আরামে করিবে সত্য—রামচিরসুন্দর—
মরণ হইবে অমৃত তখন—আত্মার আহ্লাদ ॥

অশরীরী হয়ে আসে অনুভবে দেশাত্মবোধ-মনা
প্রোজ্জ্বলি রাখি স্বাধীনতা-বোধ করি গেল উপাসনা—
সত্যাগ্রহ যুদ্ধের সৈনিক
জড়তা দলিয়া ভীরুতা নাশিয়া প্রাণবলে নির্ভিক
পরিহার করি অসত্য ঘোষে হিংসারে ধিক ধিক
বীরের মতন শত্রু সমুখে শৌর্য-উদ্দীপনা
জাগ্রত করি—অভিমন্ত্রের ঘোষি গেল ভেরীনাদ ॥

সত্যাগ্রহ যুদ্ধে সেদিন গোপন-ছলনাহীন
সত্যের পথে সত্যাগ্রহ হয়েছে সম্মুখীন
ইতিহাসে নাহি লেখা সকলের নাম
অভিষ্ট লাভ হয়েছে জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম
থেমেছে এখন—সত্য তাদের পরম মনস্কাম
মৃত্যু-বিজয়ী-সঙ্কল্পেই হলো দেশে উড্ডীন
জাতীয় পতাকা—তাহাদের প্রতি গান্ধী-আশীর্বাদ ॥

দেশাত্মবোধে মহামঙ্গল-বেদীমূলে অঞ্জলি
প্রাণদানে যারা অনামী যোদ্ধা—তাদের আত্মবলি
স্বাধীনতা-সুখে সৃজিতে অমরাবতী
স্বদেশ-ভারতে নিস্তব্ধতা মুখরি স্রোতস্বতী
সুরে-কল্লোলে অন্তর থেকে অনন্ত পানে গতি—
চলোর্মি-ধ্বনি কানপাতি শুনি উঠিছে সমুচ্ছলি
অবসন্নতা নহে নহে কভু জড়তারে উৎখাত ॥

গান্ধী মহারাজের শিষ্য প্যাটেল জহরলাল
গান্ধীজীবন সিদ্ধিতে দেখে এসেছে নতুনকাল
বিদ্যুৎগতি জাগে শিরা-ধমনীতে
মানবিকতার নব আদর্শ রাষ্ট্রেতে রূপ দিতে
সমাজ-জীবনে কল্যাণবাদী-চিন্তাকে বিকশিতে
গান্ধীজীবন একটি যুগের অসীম চক্রবাল
প্রসারিত করি বলে বিশ্বের শান্তির সংবাদ ॥

আখ্যান থেকে গান্ধীজীবন মহৎ দার্শনিক-
তত্ত্বে মুক্ত করে প্রজ্ঞায় রাষ্ট্রের দশদিক—
এখানে গান্ধী মহারাজ-অধিরাজ
দীনের বন্ধু দীনের স্বার্থে সাধে কল্যাণ-কাজ
স্বদেশের ভূমি কাড়িতে যখন শত্রুরা ধরে সাজ
গান্ধী তখন সেনাধিনায়ক জাগে বীর নির্ভীক
ধর্মক্ষেত্রে কৃষ্ণকণ্ঠে পাঞ্চজন্য নাদ ॥

৩৩

বীর-ধর্মের বজ্রকঠোর বোধে বিচরণশীল
গান্ধী মূর্তি তমো-যবনিকা ভেদি আলো ঝিলমিল—
দিকে দিকে উঠে অস্ত্র ঝনৎকার
বীর-রসে ভাসি তুলে উদ্ভাসি অধিকার-সত্তার—
অতল-স্পর্শবেদনায় বুকে জাগে শোক-পারাবার
ঝটিকা-ধ্বস্ত অনেক আঘাতে অনুভবে তিলতিল
একটি সত্যে সদা জাগরণ—মিথ্যার উৎখাত ॥

আকাশে বাতাসে ধূলিকণাগুলি যথা ভাসে নীহারিকা
রূপ ধরি ধরি—তেমনি গান্ধী-চেতনা অগ্নিশিখা
বহু বিচিত্র পরিবেশে পরকাশে
মানস-আকাশে নক্ষত্রের আলোকে সমুদ্ভাসে
কথা ও কাহিনী—ধীরে নামি আসে ভাবনার মহাকাশে
অপরূপ রূপে বিকশিত করে নতুন সত্যলিখা
স্বতঃস্ফূর্ত চেতনার রসে জীবনের সুধা স্বাদ ॥

নিজেরে ছাড়ায়ে নিজের মধ্যে স্বতন্ত্র যুগধারা
গান্ধীজীবন করিছে মূর্ত—নীরবতা দূরি সাড়া
উঠে উদাত্ত ইতিহাস-কাহিনীর
পরিধি ছাপায়ে মহাপ্রাণ জাগে নবযুগ সৃষ্টির
আলো-ব্যঞ্জনা বিকশিত করি—অপূর্ব ক্রান্তির
ভাব-সত্যের কায়া ফুটে উঠে সীমাবন্ধনহারা
মহাসিন্ধুর প্রবাহগতিতে কল্লোল সুরনাদ ॥

প্রাণ-অগ্নির প্রতিষ্ঠা হলো কংগ্রেস তুলে স্বর
মহাজাতীয়তা অধিরাষ্ট্রীয় সত্যে যুগান্তর
দৃষ্টি এবার—গান্ধী-মন্ত্র প্রেম
অহিংসা পথে সত্য আনিবে শান্তি যোগক্ষেম
প্যাটেল-জহর দেখে ভারতের কাদামাটি হয় হেম-
দেশাত্মবোধে—পেছনে রয়েছে দারুণ শোকের ঝড়—
গান্ধীমন্ত্রে বীররসে ভাসি সত্যে দৃষ্টিপাত ॥

মৈত্রী-পথিক ভারত জেগেছে দায়-দায়িত্ব হাতে
মুসলমানের স্বার্থরক্ষা—সাম্প্রদায়িকতাতে
বিপথগামিনী চিন্তার শুদ্ধিতে
জাগায় জাতীয় ঐক্য-চিন্তা মৈত্রীর বুদ্ধিতে
সব মানুষের ধন-প্রাণ-মান মর্যাদা থাকে যাতে
কঠোর হস্তে অপরাধ রোধ নাশকতা শান্তিতে—
সম-আদর্শে নীতির প্রয়োগে দূর করে উৎপাত ॥

পাকিস্তানের রক্তচক্ষু—ক্রোধে বর্ষিত হয়
রাষ্ট্রনীতির প্রয়োগ ক্ষেত্রে মৈত্রী কামনা নয়
লীগের প্রতিক্রিয়ায় হিংস্র ক্রিয়া
পাকিস্তানের প্রচণ্ড ঝড় হিংসা উদ্দীপিয়া
হিন্দু-স্বার্থ-বিনাশে ছুটিছে সন্ত্রাস রূপ নিয়া—
ভারত তবুও অটল দাঁড়ায়ে—দুঃখ হৃদয়ময়
মৈত্রী শান্তি-কামনায় চায় হিংসার উৎখাত ॥

অহিংসা থেকে সত্যের থেকে বিচ্যুতিহীন মন
ভারত-জীবনে গান্ধীজীবন করি চলে বর্ষণ
নব আদর্শ শান্তিতে পৃথিবীর
প্রতিবেশীত্ব-সুলভ-ঐক্যে দৃষ্টিতে মৈত্রীর
প্রেমের আলোক—পৃথিবী শুনিছে গান্ধীর সিদ্ধির
অমৃত-ঋদ্ধি ভারতকে করে সত্যে উজ্জীবন—
পাকিস্তানের সহিত ঐক্যে নিয়ত রাষ্ট্র সাধ ॥

পৃথিবীর প্রতি দেশের সহিত বাঁচিতে বাড়িতে হলে
অপর সকল দেশের জন্য প্রতি পলে অনুপলে
এ সত্যবোধে চাই বোধি-জাগরণ
কূপমণ্ডূক হয়ে থাকা নয়—সহযোগ-দর্শন
সকলের তরে সকলে বাঁচিবে বাড়িবে অনুক্ষণ
চলিবে সত্যে অহিংসা বোধে বিরোধীতা যত দলে
ভারত-জীবনে গান্ধীজীবন তুলে উদাত্ত নাদ ॥

সংখ্যা গুরুর সংখ্যা লঘুর প্রশ্নই বড় নয়
মহৎ বৃহৎ সত্য কেবল মানব-অভ্যুদয়
হিংসার থেকে বিমুক্তি রাষ্ট্রের
সমাজের বুকে সর্বমানব সেবার আদর্শের
বিরাট লক্ষ্যে সমুত্তরণে মৈত্রীর ঐক্যের
বিশ্ব-বিধান সত্য যেখানে—অহিংসা-রূপময়
পৃথিবীর যত রাষ্ট্রপুঞ্জে মিলিত জীবন সাধ ॥

এই অহিংসা নহে নহে কভু সন্ধি মিথ্যা সাথে
সত্যের বলে মিথ্যার নাশ বীরাচারী অভিঘাতে—
যদি কোন লোক চাহে কভু স্বাধিকার
অহিংসাবাদী মানুষের কাছে চালাতে স্বেচ্ছাচার—
সেই অধিকার সর্ত স্বীকার বরে নেওয়া হিংসার
আগ্রাসী নীতি—মিথ্যার নাশে সন্ত্রাস উৎপাতে
অহিংসা নয় নিরস্ত্র থাকা—ঘটাতে আত্মঘাত ॥

গান্ধীজীবন চিন্তা-সিন্ধু-তরঙ্গ কল্লোলে
সারা পৃথিবীতে দেশে মহাদেশে মহাসঙ্গীত দোলে
মহাভারতের জনমন-জাগরণে
গান্ধীজীবন আত্ম-বিকাশে সত্যে উজ্জীবনে
অধিরাষ্ট্রীয় গীতার ভাষ্য হিংসা নির্মূলনে—
সেই অহিংসা মৌলিক রূপ প্রশান্তি কলরোলে
বলে মিথ্যার পূজা নয় আর অনন্তে আহ্লাদ ॥

নৈরাশ্য নয়—বীরাচারী পথ পরম অহিংসার
আশা-ভাষাময় মহাপৃথিবীর প্রাণে করে সঞ্চার
ভবিষ্যতের ভারতীয় সংহতি
বিশ্বস্বার্থ একই সূত্রে গ্রথিত করার মতি
ভারত রাষ্ট্রে আনে জাগরণ—মানুষের দুর্গতি
বিদূরণে নব ধর্ম-বিজয় মানবিক-অধিকার
সার্বভৌম-বিধানে নিহিত—ভেদাভেদ উৎখাত ॥

গান্ধীজীবন-কথা থেকে ভাব নবীন ভাষ্য লিখে—
ঘটনা আড়ালে সত্যপ্রজ্ঞা পানে চেয়ে অনিমিখে
বিশ্ব-মানস মহাকাব্যের গানে
একটি জীবনে মহাজীবনের সত্তায় সবখানে
দেখে সত্যকে শাশ্বত-প্রভ—হিংসার অবসানে
অহিংসা দেখে জ্যোতি-ভাস্বর আলোকিছে দিকে দিকে
মানস-মুকুল সে আলোকে ফুটে—করে রূপ-সম্পাত ॥

গান্ধীজীবন ধ্বনিত ধ্বনিতে দেশ-কাল-সীমা চিরে
প্রতিধ্বনিতে অনন্তকালে অসীম বক্ষে ফিরে—
সেই ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিত স্বর
ঘোষে উদাত্ত সকল মানুষ মিলিত পরস্পর
সত্যের বলে অহিংসাবোধে পৃথিবীকে সুন্দর
মধুর করিতে আমার জীবন-কর্মের মন্দিরে
এস সবে এস দেখ সংসারে অমৃতের আস্বাদ ॥

ধ্বনি হতে ফিরে প্রতিধ্বনিতে গান্ধীজীবন-কথা
ভারত যুদ্ধে অমৃত-আত্মা খুঁজে চরিতার্থতা
সত্যের বুকে অহিংসা-বোধিতেই
সকল মানুষ সকলের তরে কোন বিচ্ছেদ নেই
গান্ধীজীবন-ভাষ্য প্রকাশ শান্তিতে রাষ্ট্রেই—
গান্ধীজীবন ভারত-জীবনে লভিয়া একাত্মতা
বিশ্বে শুনায় জেনেছি সত্য—এস এস মোর সাথ ॥

পাকিস্তানের কামানের গোলা কাশ্মীর-জম্মুতে
সীমান্ত দেশে ধ্বংসের মাইন চলেছে নিত্য পুতে
গান্ধীজীবন ভাষ্য প্রতিধ্বনি
বলিছে সত্যে চল অধিকারে ভীতিকে তুচ্ছ গণি—
অহিংসা নয় পাশবতা-কাছে সত্তা বিসর্জনি
পরাজয় মানি আত্মনিধন—আগ্নেয় বিদ্যুতে
বজ্রশক্তি যেমনটি জাগে সেই বলে পদপাত ॥

হিংসার বিষ-নিশ্বাস নাশে আত্ম-আরামে ধরা
বিষ-অগ্নিতে জ্বালায় দগ্ধ ভৌতিক-দেহ-জরা—
গান্ধী-আত্মা বীররসে উচ্চারে
হিংসা বিজয়ে দেখেছি সত্য-স্বরূপ-অহিংসারে—
দানবী-শক্তি আত্মাশক্তি-সৎ-চিৎ-সত্তারে
বিজয়ে ক্ষিপ্ত প্রলয়ে ধ্বংস করিতে বসুন্ধরা—
দৃষ্টি উদয়-অচলেতে তবু সূর্যজ্যোতির পাত ॥

বিশ্বযুদ্ধে কত বলিদান—সত্য-অহিংসার
মহান্ যুদ্ধে চাই নির্ভয়—আধ্যাত্মিকতার
প্রজ্ঞা-দীপ্ত শত সহস্র প্রাণ
দেহের বিনাশে অবিনশ্বর সত্যে দীপ্যমান
অমৃত-জীবন অশোক-জীবন দিয়ে যাবে সন্ধান—
হিংসা থামাতে অহিংসা-যুগে প্রতিষ্ঠা-অধিকার
বিস্তারে চাই প্রাণ-তর্পণ—বিশ্বশান্তি-সাধ ॥

ক্রুষে আবদ্ধ খ্রীষ্টের মত—করুণা-কোমল-আঁখি
মৃত্যুঞ্জয়ী গান্ধীজীবন কালে কালে চলে ডাকি—
মানব-আত্মা ঈশ্বর ঈশ্বর
দেখেনি এখনো সত্যের রূপ অহিংসা-সুন্দর—
সব মানুষের প্রেমমৈত্রীর চেতনায় অন্তর
জাগ্রত করি দেখুক জীবন—অমৃত-আলোক মাখি
মহাজীবনের আরতিতে ঘোষে অহিংসা জয়নাদ ॥

ভারতে জাতীয়-নিরাপত্তায় শান্তিরক্ষা কাজে
সৈন্য বাহিনী জাগে কাশ্মীরে রণদুন্দুভি বাজে
পাকিস্থানের যুদ্ধের সন্ত্রাস
প্রকাশিত করে—ভারতের ভূমি করিবারে চাহে গ্রাস
ভারত বিরোধী প্রতিধ্বনিতে ন্যায়-নীতি-বিশ্বাস
ভুলেছে জিন্না—তাই হিংস্রতা বুদ্ধি নিয়েই সাজে—
ভারত চাহিছে শান্তিকে—তাই জিন্নার আর সাধ ॥

ভারত চাহিছে শান্তিকে দেশে চাহিছে সকল দেশে
শান্তিতে সহ-অবস্থানেই বিরোধ-দ্বন্দ্বভেসে
আসুক শান্তি-সুখ সব মানুষের
অহিংসাপথে সমাপ্তি চেয়ে পৃথিবীতে যুদ্ধের
ভারত জাগুক মৈত্রী-বিজয়ে মানবতা সত্যের
পরম মন্ত্রে—পররাষ্ট্রীয় নীতিতে নির্বিশেষে
সকল দেশের শান্তি-কামনা হোক চির-বুনিয়াদ ॥

পররাজ্যের ভূমি-দখলের ভারতের সাধ নেই
জানুক বিশ্ব—লুণ্ঠন-নীতি শোষণের নীতিতেই
পররাজ্যের বক্ষে আক্রমণ
চলে চিরকাল—ভারতের পথ শান্তি প্রবর্তন
ঘরে-ও-বাহিরে—জাতীয় আত্ম-রক্ষার প্রয়োজন
কাশ্মীরে ছুটে ভারত-সৈন্য স্বদেশের বক্ষেই
শত্রুর থেকে আত্মরক্ষা করি ঘোষে ভেরীনাদ ॥

দেশ নিরস্ত্রীকরণ সেদিন প্রতিহিংসায় আর
প্রতিবেশী-গণ প্রতিক্রিয়ার নাহি তুলে তরবার
প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্রের সাথে
কূটনীতিগত গোপন-চক্রে নাহি মাতে সংঘাতে—
পৃথিবী যেদিন বিপ্লবে জাগি সত্যে অহিংসাতে
দেখিবে শান্তি বিঘ্নিত নহে—বিশ্বমানবতার
নবপ্রতিষ্ঠা সেদিনের থেকে অস্ত্রেতে নহে হাত ॥

জাতীয় রক্ষা প্রয়োজনে চাই বাহিনী শক্তিশালী
শত্রু সৈন্য এগোয় যখন তোপ-গোলাগুলি ঢালি
ভূমি আগ্রাসে—তখন যুদ্ধ ছাড়া
আর কোন্ পথ—সর্বশক্তি নিয়োগে শত্রু তাড়া
করিতে তখন সশস্ত্র দেশ শৌর্যেতে তুলি সাড়া
উদ্দীপনায় শত্রুর নাশে ধ্বংস অগ্নি জ্বালি
শ্মশানে ভস্ম করাই ধর্ম—শত্রুকে উৎখাত ॥

কাশ্মীরে যারা স্বাক্ষর রাখে আত্মোৎসর্গের
অভূতপূর্ব দৃঢ়তায় আর ব্যাপক বীরত্বের
পরিচয় দিয়ে রোধিতে বিপর্যয়—
অহিংসাবাদী গান্ধী দেখিছে সেখানে জ্যোতির্ময়
মহাভারতের নিরাপত্তার শক্তি অভ্যুদয়—
পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ নহে গৃহযুদ্ধের
কলঙ্ক কভু—স্বদেশ রক্ষা প্রয়োজনে ভেরীনাদ ॥

ভারতীয় ভূমি পাকিস্তানের কুক্ষিগতের চালে
শান্তির পথ অবহেলা করি যুদ্ধ আগুন জ্বালে
কাশ্মীরে—জাগে হিংসা অনির্বাণ
বুকে দাউ দাউ—বিস্মৃত হয়ে প্রতিবেশী কল্যাণ—
সংস্কারে পাওয়া সহজাত দ্বেষ অন্তরে বহমান
ভূমি লোভে শ্যেন-দৃষ্টিতে তাই ছুটে খরকরবালে
ভারত দাবায়ে পাকিস্তানের সাম্রাজ্যেই সাধ ।।

শান্তি মৈত্রী আহ্বান যেথা ব্যর্থ ব্যথায় কাঁদে
পররাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তা বিনাশে নির্বিবাদে
ভূমির লোভের দারুণ প্রতিক্রিয়া
পররাষ্ট্রের সার্বভৌম সত্তাকে প্রপীড়িয়া
জাগে উন্মাদ—দাঁড়ানো তখন সকল শক্তি নিয়া
হিংসার নাশে—ধরা নাহি দেওয়া কখনো শত্রু-ফাঁদে
অহিংসা নয় সত্তা হারানো বরণ আত্মঘাত ॥

আক্রমণের মোকাবিলা করা —আত্মসমর্পণ
নতি স্বীকারের পরিণামে আনে সর্ব বিসর্জন
হটাতে শত্রু আক্রমণকে বলে
শৌর্যে জাতীয় নিরাপত্তার অগ্নিতে প্রোজ্জ্বলে
শত্রুর নাশে—ন্যায়ের যুদ্ধে শত্রু শক্তি দলে
সত্যের বলে জাতীয়তা পূজা স্বাধীকার রক্ষণে
আত্মরক্ষা দেশরক্ষার যুদ্ধই হোক সাধ ॥

ধ্বনি বিস্তারে—সার্বভৌম দেশের উপরে হানা
ঝড়ের মতন কামানের গোলা দাগি চলে একটানা
বিরাট ধর্মযুদ্ধের অভিনয়ে
জাগে তৈমুর-নাদির আবার ভারত অবক্ষয়ে—
হানাদারদের প্রতিরোধে চলে ভারতও নির্ভয়ে
মাতৃভূমিকে রক্ষা করেই জাতীয় শান্তি আনা—
দস্যুসুলভ আক্রমণের স্পর্দ্ধাকে উৎখাত ॥

উদাত্ত হয়—আক্রমণের বিরুদ্ধে সুধু রণ
চরম দণ্ড ব্যতীত এমন হিংস্রতা গর্জন
থামিতে পারেনা—রাষ্ট্রীয় নীতিমূলে
পাঞ্জাবে শিখ-হিন্দু বিরোধী হিংসা-ছুরিকা তুলে
আসে অবিরাম হিংস্রা-ক্ষিপ্ত-সন্ত্রাস-বোধ দূলে
পাকিস্তানের ধর্মীয় নীতি চালায় আক্রমণ—
লীগ-নেতাদের পরিকল্পনা সৃজি চলা উৎপাত ॥

কাশ্মীরে জাগে ভারত বাহিনী—মুখে মুখে উত্থান
মহান্ গান্ধী-সিদ্ধি এনেছে সেই বলে বলিয়ান—
পাকিস্তানের আগ্রাসী-নীতি হানি
অন্তরে শুনি সত্যের বলে করে বাণী কানাকানি
হিংসা নাশিতে অহিংসাবাদী রাষ্ট্র সত্য জানি
হিংস্র পাকিস্তানের বক্ষে অগ্নিতে লেলিহান
অস্ত্র-আঘাতে মৃত্যু ছড়াই ভারত রক্ষা সাধ ॥

ভারত শুনিছে হাহাকার নয়—মার খেয়ে নয় বাঁচা
ন্যায়নীতি ভুলি নিষ্ক্রিয় থাকা—পরাধীনতার খাঁচা-
বুকে বিহঙ্গ-জীবন-যাপন করা
অস্ত্র-আঘাত আসিবে যখন অস্ত্র শৌর্যে ধরা
বীর-ভোগ্যাই ইতিহাসে তাই নিখিল বসুন্ধরা—
বীরত্বে-পররাজ্যের লোভে বিজয়েতে নয় নাঁচা
আত্মাধিকার রক্ষণে জাগা অবরোধি উৎপাত ॥

রাজনীতিগত উদ্দেশ্যেই যতই মাথার ঘাম
পাকিস্তানের ঝরুক—পৃথিবী দেখিছে মনস্কাম
ভারতের যত মুসলমানের সুখে
অন্তঃপ্রদাহি-জ্বালা ধরে গেছে পাকিস্তানের বুকে
কুম্ভিরাশ্রু তাই ঝরে কাঁদে মুসলমানের দুখে—
পৃথিবী দেখিছে দ্বিজাতি-তত্ত্বে বৃথা হলো সংগ্রাম
মুসলমানের হিন্দুতে নাই ভারতের ভেদবাদ ॥

মহাভারতের পূর্ণ-বিজয় অখণ্ড সত্যেই—
সে মহাসত্যে মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদ নেই
ভারত-নীতির বিরোধী শক্তিগুলি
খণ্ড স্বার্থে চলিছে ছুটিয়া স্বার্থ-ঝাণ্ডা তুলি—
সংগঠনের কর্মক্ষেত্রে বিরুদ্ধাতাকে ভুলি
চক্রান্তের খণ্ড বিরোধী সমস্যা ধ্বংসেই
অখণ্ডতার আদর্শে করে শত্রুতে অভিঘাত ॥

ধ্বনিত শব্দ প্রতিধ্বনিতে—মহাভারতের মন
দেখুক সমুখে কর্মক্ষেত্র যুদ্ধ রণাঙ্গন—
জড়তা বিদায় শক্তির চেতনায়
অন্যায় নাশ প্রতিষ্ঠা-খুঁজি সত্যের ক্ষমতায়
মৈত্রী-ভাবনা মৈত্রী-সাধনা মৈত্রী-অহিংসায়
বিরোধের বুকে সামঞ্জস্যে মৈত্রীর আয়োজন
বিদ্বেষ জয় সত্যের বলে শত্রুতা উৎখাত ॥

শত বিপ্লবে ভারত সত্তা আপনা বাঁচায়ে জাগে—
ভারতের গ্রাম-প্রজাতন্ত্রের আদর্শ পুরোভাগে
স্বয়ংশাসিত সমাজ-জীবনময়
জাগিছে সত্য শোষণেতে নয়—সেবায় অভ্যুদয়
মহাভারতের গণ-আত্মার জীবনের অক্ষয়
প্রকাশ বিকাশি—সেখানে সত্য মানবতা অনুরাগে
একটি জীবন দ্বন্দ্ববিহীন শান্তজীবন সাধ ॥

বিশ্বজনীন হিতের জন্য বিত্তের অধিকার
সমাজ-স্বার্থে ন্যাসরক্ষার আদর্শে বিস্তার—
প্রাতটি মানুষ প্রতিবেশীদের পানে
প্রীতির সহিত সমতার বোধে আচরণে কল্যাণে
বিত্তের যত মালিক কেবল ন্যাসরক্ষক জ্ঞানে
বিত্তরক্ষা ব্যবহারে জাগি সত্যে মানবতার
বিশ্বজনীন কল্যাণে বরে গান্ধীর ন্যাসবাদ ॥

অহিংসা নয় ভীরুতা দীনতা প্রতিপক্ষের দাবী
মিটাতে সত্তা বিসর্জনেই নিষ্ক্রিয়তায় ভাবী-
শান্তিকে চেয়ে—সার্বভৌমতার
অস্তিত্বের গৌরব-সুখ করি চলা পরিহার—
বাতাসে বাতাসে সীমান্তে ফিরে মন্ত্র-অহিংসার
শৌর্যদীপ্ত সাহসিকতার বন্ধন উৎপ্লাবি
স্বাধীনতা-ভূমা-আনন্দময় জীবনের আস্বাদ ॥

জাগে ভারতের রক্ষাকার্যে ভারত-রক্ষীদল
সীমান্ত বুকে—সার্বভৌম জাতীয় শক্তিবল
গান্ধী-সাধনা-সিদ্ধির অবদানে
বুকে বুকে সবে দেশরক্ষাকে সত্যধর্ম জানে
দেশরক্ষায় অস্ত্রধারণ দেশাত্মবোধে আনে
আত্মরক্ষা দেশরক্ষার আদর্শ উজ্জ্বল
অস্ত্র ধারণ শত্রুনাশনে নহে যে হিংসাবাদ ॥

গান্ধীজীবন-চারণ জাগিছে প্রাণ-জাগরণ লভি
ভারত মঞ্চে দেখে অখণ্ড দৃশ্যেদৃশ্যে ছবি
বর্তমানের থেকে উত্তরকালে
শাশ্বত সেই অখিভারতের দৃষ্টি-আলোক জ্বালে
মহাভারতের চরণতীর্থ অনুভূতি-ফুল ঢালে
প্রাচীর আকাশ অনুরঞ্জিত আলোকি চন্দ্র-রবি
জীবনবিনাশে প্রাণ-উল্লাসে করি আশা-আলো-পাত ॥

মহাভারতের ভাবগঙ্গায় উঠে রাম রাম ধ্বনি
আত্মা-আরামে আনে আত্মায় রভস-উজ্জীবনী
একি ভূমা রস—মৃত্যু রহস্যের
অনাদি-প্রজ্ঞা মানসে প্রকাশে আলোক-অদৃশ্যের—
প্রার্থনা সভা পথেই গান্ধী গভীর আনন্দের
আস্বাদে চলে ভেদ করি যত রহস্য-আবরণী
অমৃতলোকের অসীমতা পানে ছুটে জীবনের সাধ ॥

গান্ধীর অবচেতনায় ভাসে জীবনের মহাধারা
বিবর্তনের রূপ থেকে রূপে অনন্ত বুকে হারা
আত্মার মহাপ্রকাশকে খুঁজি চলে
ভক্ত এবং ভগবান রূপ যুক্তবেণীর জলে
সকল প্রজ্ঞা—দ্বৈতাদ্বৈত প্রজ্ঞায় উচ্ছলে—
সৌর সৃষ্টি—প্রকৃতি মাধুরী আকাশের গ্রহতারা
সব কিছু নিয়ে সত্যস্বরূপ আত্মারামের হ্লাদ ॥

গান্ধী-চিন্তা যুগ থেকে যুগে দেশ থেকে দেশে ফিরে—
প্রার্থনা সভামঞ্চের কাছে জনতার ভীড় চিরে
একটি যুবক সহসা অগ্রসর
দৃষ্টিতে জ্বলে হিংসা—দৃষ্টি হিংস্র-ভয়ঙ্কর—
আত্মমগ্ন গান্ধীচেতনা 'রাম' ভূমা-নির্ঝর
স্রোতে ভাসি চলে—সহসা শব্দ—আত্মার মন্দিরে
গান্ধী দেখিছে রাম অপরূপ—দিকে দিকে আলো পাত ॥

দিগন্ত থেকে দিগন্তে ধ্বনি—হা—রাম হা—রাম ভাসে
অসীমের থেকে সীমায় ফিরিয়া হা—রাম হা—রাম আসে
প্রতিধ্বনিত উচ্ছল-কলরোলে
হিংসা মত্ত প্রতিক্রিয়ার সাগরের কল্লোলে
বীরবিক্রমে গান্ধীজীবন অহিংসা-বোধে দোলে
সত্যের বলে—প্রেমকরুণায় নির্ভর-বিশ্বাসে
মৃত্যুঞ্জয়ী-মহাজীবনের শাশ্বত ভেরীনাদ ॥

হিংসারূপিনী আত্মানিয়তি-দৃষ্টিতে উদ্দাম
অস্ত্র আঘাতে মহাশান্তিকে হননে মনস্কাম—
অহিংসা নাসে হিংসা উদ্দীপন
হঠাৎ শব্দ বজ্র-ধ্বনিতে ফিরে গুলি গর্জন—
হিংসার কাছে অহিংসাবাদী প্রাণের বিসর্জন
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত শব্দ—হা-রাম হা-রাম রাম
গান্ধীর চোখে প্রশান্তিভর নির্ভর-জ্যোতিপাত ॥

ফণা তুলি ধরি প্রতিক্রিয়ার কুৎসিত বিষধর
গান্ধী-নীতির বিদ্রোহ-বিষে উন্মাদ জর জর—
গোপন-চক্রে অস্থির চঞ্চল
কাল-নাগিনীর দৃষ্টির বিষে আগ্নেয় জ্বলজ্বল
মৃত্যু-ভীষণ-হিংসা-শাণিত ধরি হিংস্রতা বল
হানে দংশনে—গান্ধী জাগিছে আত্মার সুন্দর
আত্মারামের রামরাজত্ব বিশ্বে রচনা সাধ ॥

জাতি ধর্মের নিরপেক্ষতা মহাভারতের প্রাণ-
প্রতিষ্ঠা লাগি অন্তর্লোকে জাগে অতন্দ্র-ধ্যান—
সকল ধর্ম-সত্য-সমন্বয়ে
সকল মানুষ মহাজীবনের প্রজ্ঞার পরিচয়ে
সত্য জানিবে মানবাত্মাকে—সকল বিরোধ জয়ে
মিথ্যার থেকে সত্য-জীবনে—সত্যই ভগবান
এ-পরম বোধে ধর্ম-মৈত্রী বিদূরিতে ভেদবাদ ॥

ত্যাগবীর্যের নৈতিকতায় করুণা মহিমময়
বৈরাগ্যপ্রেমে সত্যে দীপ্ত পৃথিবীর বিস্ময়
পরম দীপ্তি প্রবাহেই বহমান
নরচন্দ্রমা ন্যায়ের জন্য সত্যের অভিযান
চালায় মিথ্যা বিনাশে ধর্ম-শক্তিতে উত্থান
খুঁজি কল্যাণ—বিশ্বজীবনে গান্ধী-অভ্যুদয়
প্রলয়-ঝঞ্ঝা পশ্চাতে রাখি সৃজনে দৃষ্টিপাত ॥

আঁকে নিসর্গ-শক্তির বুকে দুর্বার দুস্তর
কালের নিয়তি দৃশ্যে দৃশ্যে রূপ প্রলয়ঙ্কর—
সদা অঘটন ঘটনাতে পটিয়সী
নিয়তিও যেন দেখে বিস্ময়ে সৃষ্টির ধ্যানে বসি
অনাদ্যন্ত কালস্রোতেই সৃষ্টি পড়িছে ধসি—
তবু শক্তির অতীত শক্তি-প্রবাহে নিরন্তর
অমঙ্গলকে ঠেকাতে জাগায় সুমঙ্গলের সাদ ॥

সত্যসূর্য-দীপ্তিতে আলা গান্ধীর দুটি চোখ—
শোক-সমুদ্র তীরে প্রশান্তি—নাই ক্ষোভে দুখ শোক
শক্তির থেকে শক্তি অতীতে জানি
দেখে সৃষ্টিতে থামে হিংস্রতা—উগ্রতা হানাহানি
সত্যের বল অহিংসাবোধ পৃথিবীতে দিবে আনি
শান্তির যুগ—তাই মানুষের আলোকি অন্তর্লোক
সামঞ্জস্যে সমন্বয়েই পূণ্যকিরণ পাত ॥

উঠে যুদ্ধের তূর্য-নিনাদ সত্যেই আত্মার
শক্তিকে করি অভিব্যঞ্জিত—কোদণ্ড টঙ্কার
ন্যায়ধর্মের রক্ষণে বর্দ্ধনে
শৌর্য-বীর্য-বীরত্বে ত্যাগে ভোগমোহ বিলোপনে
অন্যায় যেথা ন্যায়দণ্ডকে হিংসা প্রদর্শনে
সত্যাগ্রহ যুদ্ধ সেখানে জীবনের মহিমায়
দেবদুর্লভ মহত্বে করে পাশবতা উৎখাত ॥

বিশ্বজীবনে ভাবাদর্শের দৃষ্টি অখণ্ডতা
খুঁজে অধিরাষ্ট্রীয় দেহে কল্যাণ মানবতা—
কণ্ঠেতে তাই বিশ্বমৈত্রী বাণী
নরচন্দ্রমা-গান্ধীজীবন খুঁজে মর্তেতে আনি
সত্যস্বর্গ রামরাজত্ব—বিশ্ববিধান মানি
অখণ্ড ভূমানন্দের স্বাদে সামাজিক প্রসারতা
জাতীয় খণ্ড স্বার্থে ঐক্যে মহামৈত্রীতে সাধ ॥

ন্যায় ধর্মের যুদ্ধে গান্ধী পৃথিবীকে ডাকি বলে
অধর্ম থেকে মুক্তির পথ সত্যে নিয়ত জ্বলে—
বিশ্বমানস-চেতনা দৃষ্টি তুলে
দেখে গান্ধীর বীর-অভিযান সত্যে শৌর্যে দূলে
বীরত্বে ধীরোদাত্ত-মহিমা আঘাত-পীড়ন ভুলে
দেখে অহিংস-ভাবে ভাবনায় শান্তিতে সুশীতলে
পরম বিজয়—ধর্ম-বিজয়ে অধর্ম-উৎখাত ॥

সত্যের পাদপদ্মে জীবন শরণ সমর্পণ—
দেহ পড়ে আছে বিড়লা ভবনে জীবনের দর্শন
করে বিচরণ হরিজন সেবা সুখে
আর্তজনের দূরিতে পীড়ন প্রেম-মমতায় বুকে
সর্বসেবার বোধি-জাগরণ মহামানবের দুখে
ধর্মঐক্য-চিন্তা-চেতনা সদা জাগ্রত মন
দেখে অঘটন ঘটন তবুও স্থিরতায় আস্বাদ ॥

চর্মচক্ষু পশ্চাতে যেন দৈব-চক্ষু ফিরে—
স্বয়ংসিদ্ধ প্রজ্ঞায় শোভে ভাগবত-মন্দিরে
শাশ্বত-প্রাণ-সত্তা বিদ্যমান
সেই সত্তায় প্রকাশিত হয় সত্যেই ভগবান
গান্ধীর দেহ রক্তাপ্লুত—গান্ধী অধিষ্ঠান
মরদেহ থেকে মহাপ্রাণ জাগে তমো-যবনিকা চিরে
জ্যোতির জ্যোতিতে—গান্ধীজীবন আলো করে সম্পাত ॥

হত্যাকারীর অস্ত্রে ধ্বনিত হিংস্রতা গর্জন
প্রতিধ্বনিতে এখনো তুলিছে দিকে দিকে আলোড়ন—
দেহ পড়ে আছে প্রেমের দৃষ্টি চোখে
খুঁজিছে শান্তি-করুণা-সিন্ধু-অমৃত বিশ্বলোকে—
লোকবুকে জাগে মহাহাহাকার দারুণ করুণ শোকে—
গান্ধী-কণ্ঠ বলে ক্ষমা-ক্ষমা—প্রেমের প্রস্রবণ
বিমুক্ত রসামৃতসিন্ধুতে অমৃতের আস্বাদ ॥

মানুষী-তনুতে মহাবিষ্ণুর তেজ প্রবিষ্ট হয়ে—
ভারত-লীলায় নব রূপে আসি নবতম পরিচয়ে
সত্যযুদ্ধে উদয়-অরুণচলে
মনুষ্যত্বে অধিমানবীয় সত্তায় জাগি বলে
জেনেছি সত্য—সত্যের রূপে অনন্ত ব্যোম তলে
এই ধরণীতে ভাগবত-লীলা চলে মিথ্যার ক্ষয়ে—
মৃত্যু অতীতে আত্মার তাই অমৃতেই আহ্লাদ ॥

পরমধর্ম ব্রত-অহিংসা ধর্ম-মানসিকতা—
লোকহিংসায় প্রাণিহিংসায় হিংস্র উদ্দামতা
হিংসার রূপে শোনিত-প্রবাহি-ধারা
হিংসাকারীর মনুষ্যত্ব করে পশুত্বে হারা—
দেশরক্ষার যুদ্ধে হিংসা মনুষ্যত্বে সাড়া
তুলি ঘোষি চলে রক্ষিতে সদাআত্মার স্বাধীনতা
পূণ্যবুদ্ধি দেশাত্মবোধে শৌর্যের ভেরীনাদ ॥

সত্যচ্যুত নহে এ-হিংসা—মিথ্যা স্বরূপ হয়
যদি বুকে ভয় আনে জীবনের নৈতিক পরাজয়—
নারকী-ধর্ম যদি দেখি সংগ্রামে
দেশের ভূমিকে অঞ্জলি রাখি শান্তি মনস্কামে
জাগে জাতি মন—মনুষ্যত্ব জাতীয়-বৃদ্ধি কাম
অধর্ম নহে হিংসার পথ—সত্যে জ্যোতির্ময়
যুদ্ধের পথ জাতীয় শান্তি রোধি চলে অভিঘাত ॥

বাতাসে ফিরিছে গান্ধী-সত্য-তত্ত্বের দুর্জ্জেয়
রহস্য বুকে জাতির পক্ষে বরণীয় পথ শ্রেয়—
জাতির জনক করে সদা কীর্তন
আমার জীবন জাতীয় সাধন সত্য প্রস্ফূটন
মনুষ্যত্ব-শৌর্য স্ফুরণ শক্তি সঞ্জীবন
মরদেহে নাই গান্ধী জীবন—অমর সত্য ধ্যেয়-
প্রজ্ঞায় ঘোষে নহে বন্ধন স্বাধীনতা চিরসাধ ॥

পৃথিবী দেখিছে বিস্ময় মানি মৈত্রীর যুগবাণী
গান্ধীজীবন ধর্মবিজয়ে থামাইতে হানাহানি
নতুন যুগের রাষ্ট্র-উদয়াচলে
সর্বমানব-মৈত্রী-সাধনা অহিংসা উজ্জ্বলে
সর্বসেবার নীতি-আদর্শ সত্যের মনোবলে
দেশ-মহাদেশ জাতি-উপজাতি মৈত্রী সত্য জানি
খুঁজিছে বিশ্বে শান্তি-বিধান—দূরি ভেদ উৎপাত ॥

গান্ধীজীবন দেশকালহীন সৌরসৃষ্টি বুকে
মহাকাশে নব সূর্যপ্রকাশ অনন্ত সম্মুখে—
একটি শরীর সম্মুখে আছে পড়ে
যেন প্রার্থনা করিছে এখনো তাই করজোড় করে—
রক্তে শুভ্র খদ্দর রাঙা—ঝলকে ঝলকে ঝরে
রক্ত-শ্বাপদ দংশনে ক্ষত—দুটি আঁখি কোন্ সুখে
প্রশান্তি আলা—হিংসা ঠেকাতে সৌম্য দৃষ্টিপাত ॥

সংজ্ঞাবিহীন দেহ পড়ে আছে—জমাট রক্তে জমা
বুকের উপরে যুক্ত হস্ত আততায়ীকেই ক্ষমা
করি যেন ঘোষে দেখ এই বুকে আসি
অহিংসাবোধে বিশ্বের সব লোককেই ভালবাসি
সত্যের আলো দেখি যুগে যুগে বিদ্বেষে সন্ত্রাসি
এমন করেই হানিছে মৃত্যু—এ ধরণী মনোরমা
সত্যের বলে হয়নি স্বর্গ—বারে বারে অভিঘাত ॥

বীররসে ভাসি অহিংসাবলে নাশিতে হিংসা বল—
গান্ধী নয়নে আলো রাশি রাশি করুণা সমুজ্জ্বল
ইহজগতের কল্যাণে জাগরণ
আত্মা করেছে সত্যের রূপে অহিংসা দর্শন—
গান্ধীজীবন কিরণ-হিরণ দীপন বিবর্ধন
অবিনশ্বর সমুজ্জীবন আত্মা অচঞ্চল—
প্রজ্ঞা-স্থিতধী—করে বর্ষণ ভূমাস্বাদ-আহ্লাদ ॥

মহাত্মা চির মহান্ আত্মা মরদেহ নশ্বর
জীবন-সিদ্ধি অবিনশ্বর—সত্য সম্মুখর—
শেষকৃত্যের শ্মশান অগ্নিশিখা
পার হয়ে চলে উর্দ্ধ সীমার গ্রহলোক নীহারিকা
ছায়াপথ ছাড়ি আরও অসীমে—জীবনের বেদ-লিখা
কর্মক্ষেত্রে উদাত্ত নাদে ঘোষিছে কণ্ঠস্বর
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে নব আলো-সম্পাত ॥

যিশুখ্রীষ্টের মতন শরীরী-চেতনায় উত্থান—
বিশ্বভারত-জীবনে ঘোষিছে মহাপরিনির্বাণ
সেই দিন হবে—সেই দিন পৃথিবীতে
মানব-মৈত্রী সত্য হইবে অহিংসা সিদ্ধিতে—
নশ্বর দেহ অগ্নিভস্ম—নবযুগ সৃষ্টিতে
গান্ধী-আত্মা রামরাজত্বে খুঁজে প্রতিষ্ঠা প্রাণ—
বাতাসে বাতাসে গান্ধী কণ্ঠে ঘোষে সেই ভেরীনাদ ॥

কালের ক্ষীরোদ-সমুদ্র বুকে মহাজ্যোতি বিকিরণ
এ যে অনন্তশয্যাশ্রয়ী নারায়ণ দর্শন—
অনাহত নাদ জলকল্লোলে উঠে
সৃষ্টি-প্রতিমা বিসর্জি পুনঃ সৌরবিশ্বে ফুটে
মহাপ্রকাশেতে লক্ষ্মীর রূপ সৃষ্টি-চেতনা লুটে
সব শোক তাপ ধ্বংস-বেদনা সহসা নির্মূলন
গান্ধীজীবন-সিদ্ধির বুকে সৃষ্টির আলোপাত ॥

মহাশ্মশানের বীভৎসতায় বিশ্বে নামিছে অমা-
রাত্রির ঘোর দুর্যোগ ভরা দিকে দিকে পাপ জমা—
মহাশিব জাগে শাশ্বতী শক্তির
চেতনায় খুঁজি জীবন-বৃদ্ধি—ভাগবত সৃষ্টির
সৌন্দর্যের অমৃত-ধারায় আলোকিত মাধুরীর
পরশে পরশে পৃথিবীকে দেখে শান্তিতে নিরুপমা
গান্ধী-সাধনা অহিংসা খুঁজে হিংসার উৎখাত ॥

রামের অর্থ পরম সত্য—সত্যের নাম রাম
রামময় হোক সকল পৃথিবী—হিংসার উদ্দাম
ধ্বংসবন্যা মিথ্যার ব্যভিচার
থামায়ে ফুটিবে সত্য আলোকে সৎরূপ আত্মার—
সত্যে নিবিড় সম্প্রীতিময় মানবিক অধিকার
ঘুচাবে জগতে স্বার্থদ্বন্দ্বে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম
সম-আদর্শ সমাজে সাধিতে পূর্ণ মানব সাধ ॥

বেথেলহামের মাতা মেরী কোলে মানবপুত্র আসে
ক্রুশ-আবদ্ধ মহামরণেও মানবকে ভালবাসে
মহাভারতের করিতে আর্তিত্রাণ
গান্ধী-আত্মা মহাসত্যের প্রজ্ঞা-জ্যোতিষ্মান
বিশ্বমানবে ধর্মবিজয় মন্ত্র করিতে দান—
ঘোষিল সত্য অহিংসাতেই সব দুখ-জ্বালা ভাসে
মৈত্রী-বিজয়ে ধর্ম-বিজয় পূর্ণতা আহ্লাদ ॥

পৃথিবী শুনিছে গান্ধীর গীতা—বলে চলে সঞ্জয়
জন্ম-অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে স্মৃতিময় শ্রুতিময়
ভারতযুদ্ধে সত্যের জয় কথা—
নৈসর্গিক বস্তুতন্ত্রে গান্ধীর মানবতা
সত্যে মূর্ত—বজ্র-কঠোর কুসুমের কোমলতা—
সবার ঊর্দ্ধে মৈত্রী-সিদ্ধি—মানব অভ্যুদয়
যুগ যুগ কাটে গান্ধীজীবন অমৃতের আস্বাদ ॥

নরদেহ হলো ঘৃত-চন্দনে অগ্নি-ভস্মে লীন
কৃষ্ণ-বুদ্ধ-মহাবীর সম গান্ধী মৃত্যুহীন
সাধনালব্ধ সিদ্ধির রূপায়ণে
পূর্ণাহুতিতে যজ্ঞে-অগ্নি যেমন উদ্দীপনে
পঞ্চভূতের ভৌম-সত্তা তেমনি বিসর্জনে
অমর-জীবন একাত্ম হয়ে সত্য-সম্মুখীন
পরম বিষ্ণু শ্রীরামচন্দ্র চেতনায় আহ্লাদ ॥

প্রেম অবতার শ্রীচৈতন্য প্রেমময় রসময়
গান্ধীজীবনে প্রেমধর্মেব সত্যের বরাভয়
নবরূপে যেন প্রকাশিত করি জাগে
নব রাজনীতি অহিংসা আর সত্যের অনুরাগে
মানবতাময় কল্যাণময় আদর্শ পুরোভাগে
ঘোষিছে হিংসা বিলয়ে নতুন জগৎ জ্যোতির্ময়—
যেখানে স্বাধীন মৈত্রী-জীবন অমৃতের আস্বাদ ॥

হিংসা-পাতকী-চক্রে শিকার অহিংসা প্রেমদূত
বিভীষিকা-ভরা দুর্যোগ-দুখে জাগে ভাগবত-সুত
ক্রুশের বক্ষে অমৃতে নির্বিকার
হিংসার বুকে মৃত্যু বরিয়া অহিংস-সত্তার
মহা-অধিকার করি বিস্তার গান্ধীর সাধনার
পরম প্রকাশ—ধর্মরাজ্য করিতেই মজবুত
ধর্মাদর্শ নিজেই আচরি ঘোষে ভীম ভেরীনাদ ॥

বিসর্জনের শোক-পারাবারে তরঙ্গ উচ্ছলি
ধ্বনিত ছন্দে সুরে তালে লয়ে জীবনের পদাবলী
কথা-আখ্যান-বর্ণনা-সংলাপে
শব্দ-অর্থ-ভাবে-ভঙ্গিতে হৃদয়ের উত্তাপে
অন্তরঙ্গ অনুভূতি ভরি শিহরণ বুঝি কাঁপে
বীণা তারে তারে সুর মূর্চ্ছনা জাগে যথা চঞ্চলি
সর্গে সর্গে গীতিছন্দের তরঙ্গে কলনাদ ॥

মর্ত শরীরে অমর্ত প্রেম আলোড়িত করে মন
মানবের প্রেমে মানবাত্মার আত্ম-বিসর্জন—
শোক-পারাবার মুখরিত মহাগীত
বীররসে ভাসি গান্ধীজীবন আনন্দ-সৎ-চিৎ
ব্যঞ্জিত করি শুনায় মন্ত্র—সময় উপস্থিত
মৃত্যুরে করি অমৃত-মধুর জীবন উজ্জীবন
অনাদি-আত্মা দুখের অতীত আনন্দ করে সাধ ॥

বীর-মহিমায় করে আদর্শ জীবন মূর্তিমান
লোকাতীত প্রাণ কৃষ্ণ নিধনে যেমন ব্যাধের বাণ
ব্যর্থ হয়েছে মরদেহ অভিঘাতি—
পৌরুষে জ্বালে ধর্মরাজ্যে শ্রীকৃষ্ণ আলো ভাতি—
ক্রুশে আবদ্ধ খ্রীষ্টকে মারে য়িহুদিরা যথা মাতি
করে খ্রীষ্টীয় সাধনা-সিদ্ধি সত্যে অধিষ্ঠান—
মৃত্যুবিহীন গান্ধী তেমনি করে আলো সম্পাত ॥

ব্রহ্ম-ধর্ম-সত্য-শৌচ-শ্রী-লজ্জা-দম-ক্ষমা-
ধৈর্য নিয়ত সংসারে আনে শান্তিকে অনুপমা
ধার্মিক তাই ধর্মের রক্ষণে
খুঁজে ভগবানে যুগে যুগে জাগি ধর্ম বিবর্ধনে—
গান্ধীর ছুটি আঁখি দেখে সেই ধর্ম-উজ্জীবনে
রাজনৈতিক পাপেই নিত্য ধর্ম অতিক্রমা
হিংসার রূপে—হিংসাই আনে উৎপাত সংঘাত ॥

রাষ্ট্রধর্ম তত্ত্ব দ্রষ্টা—গান্ধীর সিদ্ধিতে
সমাজ-ধর্ম-নীতির দ্রষ্টা দেখে আছে লোকহিতে
মহাভারতের বিশ্বধর্ম-জ্ঞান
মানুষ এখানে দেখে সত্যেই শান্তির সন্ধান
দেখে সংসারে মহামানবের বিধৃত মহাপ্রাণ
পরম সত্যে—সত্যের বুকে যদি থাকে বিকশিতে
সংসার থেকে থামে হিংসার যুদ্ধের ভেরীনাদ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ গান্ধীজীবনে সার্বভৌমতায়
ঘোষে পৃথিবীর সব মত পথ নহে বাঁধা সীমানায়
ধর্মবিজয় অনন্তে বুকে করি
যত পথ আর যত মত আছে পরম সত্যে বরি
ঐক্যের পথে সমন্বয়ের ধর্মকে অনুসরি
শক্তি-পুরুষ-তত্ত্বকে জানা—বিদূরি অবিদ্যায়
বিদ্যা-আলোকে সর্বসত্যে আত্মার আহ্লাদ ॥

যুগ থেকে যুগে মানুষেরা দেখে অতীত-বর্তমান
ভবিষ্যতের কালসিন্ধুতে বিদূরিয়া ব্যবধান
জ্যোতিষ্ক সম গান্ধীর আত্মাকে
মর্ত শরীরে অমর্ত জ্যোতি অমর-স্ফূর্তি আঁকে
মানুষের বুকে মানুষের অতি হৃদয়ের কাছে থাকে
পরমাত্মীয় মানুষের প্রিয় সুখে দুখে এক প্রাণ
মানুষের এই মর্তে ঝরাতে অমর্ত আহ্লাদ ।।

নিজেরে বলে না 'আমি ভগবান ভাগবত-অবতার'
মানুষের এই হিংসা-পীড়িত পৃথিবীতে সঞ্চার
অতি সাধারণ মানুষের আশা-ভাষা
মানুষের সুখে দুখে সচেতন চেতনায় পরকাশা
প্রাণ-দর্শন—মানবাত্মার ধর্ম সমুদ্ভাসা
সিদ্ধিকে চেয়ে জীবন-সাধনা খুঁজে শুধু অধিকার
বিদ্বেষ থেকে মৈত্রী-জীবনে ধর্ম মুক্তি স্বাদ ।।

গান্ধীজীবন মহাভারতের আত্মার রামায়ণ
আত্মা-আরামে রাম সত্যেই করে ভূমা বিতরণ
পুরাণধর্মী সত্যের সনাতনী
সঙ্গীতে রচে জীবন-ভাষ্য শাশ্বত-প্রাক্তনী
সকল ধর্মে তাই সত্যের জ্যোতিতে উজ্জীবনী—
ঘোষিছে বিশ্বে মৈত্রী-বিজয়ে ধর্মের দর্শন
অহিংসা তাই পরমধর্ম করে আলো সম্পাত ।।

গান্ধীজীবন রাষ্ট্রতত্ত্বে সত্যের কল্যাণী-
বুদ্ধিকে আনি পৃথিবীতে বলে নহে নহে হানাহানি
সত্যেই জানি বিশ্বের মহাসুখ
রাজ্যের লোভে যুদ্ধে কি ফল সংসারে হানি দুখ—
পারস্পরিক কল্যাণে আর সর্বসেবায় বুক
তৃপ্ত করেই সদ্ধর্মের অমৃত উৎসে আনি
পৃথিবীকে করা সুফলদায়িনী—সত্যে বিকাশ-সাধ ।।

সর্বধর্মবেত্তা-গান্ধীজীবনের কীর্তন
সত্যাশ্রিত লোক-কল্যাণ রাষ্ট্র সংঘটন
সমাজে শান্তি প্রকাশে সর্বোদয়
সকল মানুষ মৈত্রী-মানস হিংসার অবক্ষয়—
পরস্পরের মমতা করুণা অবিনশ্বর জয়
রাষ্ট্রে বিরচি বলে সত্যেই ঈশ্বর দর্শন—
গান্ধীজীবন সত্যযুগের জয়ে ঘোষে ভেরীনাদ ॥

অতিমানুষীয় শক্তিতে নয় শক্তির মানুষীয়-
প্রকাশে বিকাশে গান্ধী আত্মা অমর বিশ্বপ্রিয়
মানুষের মাঝে মানুষ শ্রেষ্ঠ হয়ে
আপনারে সদা জাগ্রত রাখে আত্মিক পরিচয়ে
অকল্যাণের নিবারণ-ব্রতে সত্যের আশ্রয়ে
ভারত যুদ্ধে সেনাপতি রূপে গান্ধীর ক্ষত্রিয়-
প্রকাশে ভারত শুনে ভৈরব ক্ষাত্র বীর্যনাদ ॥

মনুষ্যত্ব শৌর্য দীপ্ত—আদর্শ প্রতিমার
জ্যোতি উজ্জ্বল চরম স্ফূর্তি গান্ধী মহাত্মার
দিকে চেয়ে চেয়ে বিস্ময়ে ভরে মন
সর্বধর্মে সামঞ্জস্যে নবনীতি দর্শন
প্রচারি জগতে চাহে অহিংস-বিশ্ব-প্রবর্তন—
মুগ্ধ বিশ্ব—নরচন্দ্রমা ষোলকলা বিস্তার
রাজনীতিজ্ঞ যোদ্ধার রূপে করে আলো সম্পাত ॥

বিশ্ব-দৃষ্টি বিস্ময়ে দেখে গান্ধীজীবন ধ্যান
সমসাময়িক ঘটনার পারে উর্দ্ধে অধিষ্ঠান—
সব কোলাহল নীরব হইয়া আসে
খণ্ড স্বার্থ ঐক্যের পথে অখণ্ডে উদ্ভাসে
হিংসা ক্ষিপ্ত বিগত দিনের আঘাত স্মৃতির নাশে
জাগে মহাজাতি বিশ্বজীবনে—অমৃত গান্ধীপ্রাণ
বিলায় আলোক করি অবসান হিংসার সংঘাত ॥

হিন্দুত্বের গোঁড়ামী-অন্ধ-প্রতিক্রিয়ায় ক্রোধে
গান্ধী-চিন্তা-সার্বভৌম চেতনার অবরোধে
স্বষ্টি চলিছে বিদ্বেষ বিষে বিষে
কংসেরবাদী রাষ্ট্রনীতির বিরোধীতা দিকে দিকে
ষড়যন্ত্রের গুপ্তপথেই সুড়ঙ্গ পথে মিশে
প্রতিক্রিয়ার দুষ্টচক্রে—গান্ধীবিরোধী বোধে
পরিণামে হলো গান্ধীহত্যা—হিংস্রতা উন্মাদ ॥

নশ্বর দেহ অগ্নিভস্ম ব্যাপ্তি বিরামহীন
অবিনশ্বর জ্যোতির প্রবাহ অসীম সম্মুখীন
দেশকালে নহে স্বল্প ক্ষণস্থায়ী
মহাপুরুষের জীবন-সিদ্ধি—ভাবে-ভাবনায় কায়ী
প্রাণ-চেতনায় আশা-ভরসায় চিরকাল প্রচ্ছায়ি
তুলে ভবিষ্যে ভাব-বীজে বীজে জীবন-দৃষ্টি লীন
আত্মার বোধে অধিআত্মার আহ্লাদ-আস্বাদ ॥

অমর্ত্য থেকে গঙ্গাকে এনে মর্তেই ভাগীরথ
চলে সীমা আর অসীমে যুক্ত মহামুক্তির পথ
অভিশাপ থেকে সাগরবংশ জাগে
অন্তরে আলো উদ্ভাসি দেখে সত্যের অনুরাগে
জীবন জাগিলে—সত্যের প্রাণ-বিগ্রহ পুরোভাগে
অমর-দীপ্তি বিকশিত করে—আনন্দ তৎসৎ
মন্ত্রে মন্ত্রে জীবনের পূজা—সত্তার সাক্ষাৎ ॥

মহাবিপ্লবী গান্ধীর সেই মুর্তি বিপ্লবীর
মহাবিপ্লব ঘুর্ণিহাওয়ায় তাণ্ডব অস্থির
শান্ত হয়েছে—আঘাতে কম্পমান
ব্রিটিশ-শাসন ভারতের থেকে হয়ে গেছে অবসান
ডমরু-বিষাণ-ধ্বনি-ভৈরবে মহাপ্রাণ উত্থান
জাতীয় জীবনে—এল স্বাধীনতা—একি লীলা নিয়তির
চির-অহিংসা পূজারীর বুকে বুলেটের অভিঘাত ॥

ধর্ম ও ন্যায় পীড়িত যেখানে—অপরাধ নির্মূলে
সত্যধর্ম রক্ষায় নব-আদর্শ-ধ্বজা তুলে—
অপরাধী-জন দেখে চেয়ে বিস্ময়ে
অহিংসা আর প্রেমের মন্ত্রে চলিছে হিংসা জয়ে
নব অবতার ধর্মের ভেদ বিদূরি সমন্বয়ে
ঘোষিছে ধর্ম ন্যায়ের বৃদ্ধি—সর্বনাশের কুলে
অধর্ম আর অন্যায় আনে চরম অধঃপাত ॥

চিতাবহ্নির শিখার আলোকে সূর্য অস্তমান
রশ্মিতে লেখে জীবনের বেলা হয়ে গেল অবসান
দূরে যমুনার বুকে কালোছায়া ঘিরে
সন্ধ্যা আসিছে—সমুখে তিমির ঘনীভূত ধীরে ধীরে
ঊর্দ্ধ আকাশ ছায়া একাকার কালো যমুনার নীরে
নক্ষত্রের আলো হাসি হাসি মুখে নীরবতা-গান
অনাহত-সুর সীমায় অসীমে আনে প্রশান্তি স্বাদ ॥

প্যাটেল দেখিছে শোণিতের স্রোতে নবীন জন্ম নিয়া—
জাতির জনক মহাত্মা জাগে সত্যকে বিকশিয়া
অনন্তকাল স্থায়িনী-কীর্তি কোলে
ভারতবর্ষ অহিংসাবাদী বিপ্লব-কল্লোলে
নব সভ্যতা—মানবজাতির স্থায়ী মঙ্গলে দোলে
কূলে কুলে শত দেশ মহাদেশে মৈত্রীবদ্ধ হিয়া
বিশ্বমানব জীবনে জীবনে আনে নব আহ্লাদ ॥

ইতিহাস থেকে নব ইতিহাসে যায় রাজা রাজকুল
কত না রাজ্য বিলয় ঘটনা জাগায় হুলস্থূল—
কালের সাগর তীরে তীরে মহাবাণী
পরম সত্যে উদাত্ত সদা সত্যেরে বীজ জানি
ধর্মবুদ্ধি মানব-জীবনে সত্যেরে শুভ মানি
করে চলে চাষ মহামঙ্গল পারিজাত সমতুল
দূরিবে ঘুচাবে দেখিবে সৃষ্টি নিত্য অপ্রমাদ ॥

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে বাতাসে ঘূর্ণি দোল
দুর্যোধনের হিংস্র-দম্ভ-উন্মাদ-কলরোল
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে আয়োজন
মহাভারতের মহাকবি দেখে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন
যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় কৃষ্ণ জনার্দন
ঘোষিয়া বলিছে—দেশকাল পারে সেই ধ্বনি-কল্লোল
যমুনার তীরে প্রচারে ধর্ম-বিজয়ের সংবাদ ॥

আততায়ী তারা—সত্যেরে ভুলি ভ্রান্তি-বিলাসে মনে
দেখে সত্যের বস্তুশরীর মৃত্যু বিসর্জনে
দেশ-কাল-সীমা বন্ধনে আছে বাঁধা
হিংসায় দেখি আপাত-বিজয় হিংসায় চলে সাধা
জীবনের গান—অন্ধদৃষ্টি দেখে না ভ্রান্তি-ধাঁধাঁ
মরীচিকা সম নাশে টানি চলে অমৃত উজ্জীবনে
সত্য দেখে না অবিনশ্বর হ্লাদিনীর আহ্লাদ ॥

গান্ধী হত্যা আততায়ী হাতে—সত্যেই গান্ধীর
জীবন-সিদ্ধি নির্মাণি চলে কোটি স্মৃতি-মন্দির
চিতাগ্নি শিখা আগ্নেয় অক্ষরে
লিখে চলে দেহ ধ্বংসেতে কভু আত্মা যে নাহি মরে
মৃত্যু উর্দ্ধে পরম জীবন সিদ্ধিতে দেহ ধরে
কালক্ষয়ের আঘাত ব্যর্থ—উর্দ্ধে বিস্মৃতির
গান্ধীজীবন বলে শান্তিতে মধুর বিশ্বে সাধ ॥

আজাদের চোখে উদ্ভাসি উঠে—পুণ্য অতীত ছবি
আরবের মরু রাজ্যে সত্য-ধর্ম-প্রচারে নবী
যুদ্ধে যুদ্ধে হিংসার তাণ্ডবে
মহম্মদের সত্য ঘোষণা সত্যের জয় হবে—
জাগে 'ইসলাম' মিথ্যারে দলি আদর্শে গৌরবে
রক্ত-সিন্ধু কূলে কুলে জাগে নতুন কালের রবি—
গান্ধীজীবনে সত্য-দৃষ্টি সেই আলো-সম্পাত ॥

নব সভ্যতা সৃষ্টির সুখে নব নব নির্মাণে
চলে সত্যের অনাদি চেতনা অনন্ত সন্ধানে
গান্ধীর মরদেহের ভস্মসার—
মহাশব্দেতে অনন্তে উঠে সঙ্গীত ঝঙ্কার
হিংসায় নহে—সত্যের পথে বিশ্বের উদ্ধার
অহিংসা-সুখে জেনেছি সত্য বিশ্ব-মৈত্রী-প্রাণ
ঈশ্বর চিরসত্যস্বরূপ করে জ্যোতি সম্পাত ॥
যমুনার তীরে জহর-দৃষ্টি পাঠ করে একি লিখা
চিতার আগুনে দীপ্ত সহসা ইউরোপ-আমেরিকা
মহাপৃথিবীর দেশ মহাদেশ ভরি
গান্ধী-সিদ্ধি বিশ্ব-ঐক্য চলে বিস্তার করি—
আততায়ী করে শরীর হত্যা—আত্মস্বরূপ ধরি
জাগে মহাত্মা গান্ধী অমর—ভারতের মৃত্তিকা
হিমগিরি থেকে মহাসমুদ্রে গান্ধীর জয়নাদ ॥
মাউন্টব্যাটনের দৃষ্টিতে ফিরে শোণিত রাঙীন পথে
আর একদিন নতুন দীক্ষা এসেছিল এ জগতে—
মহাত্মা বীর আদর্শ ধার্মিক
সত্যে নিত্য জাগ্রত প্রাণ তেজস্বী নির্ভীক
মানুষে মূর্ত অমর্ত প্রেম—শক্তি ঐশ্বরিক
সর্বমানব-কল্যাণবোধে প্রাণ-একাত্ম সতে—
নীতিজ্ঞ তাই রাজনীতি ঘোষে কল্যাণ সংবাদ ॥
সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম সত্যে অচিন্ত্য বেগবান
সত্যের জ্যোতিস্তরঙ্গে তেজে নিত্যপ্রবাহমান
ভূমা-সমুদ্র অভিমুখে প্রাণধারা—
কোথায় মৃত্যু অনন্তপ্রাণ-সিন্ধুতে উঠে সাড়া
চলোর্মি বেগে অনন্তে হয় অন্তর-বোধ হারা—
রাজঘাটে তাই নব রাজপাটে গান্ধী অধিষ্ঠান
গান্ধী মহারাজ্যের রাজ্যে জীবনের জয়নাদ ॥

ধর্মীয় বাদবিসম্বাদের যুগের রূপান্তরে
নব যুগোদয় মানব-মৈত্রী-সঙ্গীত স্বরে স্বরে
শুনায় বিশ্বে হিংসায় নয় নয়
অহিংসা আর সত্যেই হোক মানুষের পরিচয়
বিশ্বভারতে মহাপৃথিবীর নতুন অরুণোদয়—
গান্ধীজীবন সর্গে সর্গে ভাব-ভাষা-ধ্বনি ভরে
গান্ধী-আত্মা বিশ্বশরীরে করে প্রাণ-আহ্লাদ ॥

গান্ধীজীবন প্রকাশিত করে শাশ্বত সনাতন
আধ্যাত্মের বিশ্বমূর্তি—জগতের প্রয়োজন
মিটায়ে দেখায় সত্যই ভগবান
বস্তুতন্ত্রী আবরণ ধীরে হয়ে যায় অবসান
বস্তুপিণ্ড ভূমার প্রবাহে চিন্ময়ে বহমান—
মনুষ্যত্ব সমুদ্‌বোধনে অহিংসা-দর্শন
বলে সত্যেই মুক্তির পথ—আত্মারামের স্বাদ ॥

আধ্যাত্মিক সত্য স্বীকার চৈতন্য দেখি জড়ে
জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্মসাধনে মুক্ত ব্যক্ত করে
চেতনাকে করি নিত্য অঙ্গীকার
জড়তা আড়ালে মহারহস্যে চেতনার পারাবার
সত্য স্বরূপে বস্তুস্বরূপে মহারূপ আত্মার—
হিংসায় নহে মানুষ হত্যা—নব আদর্শ ধরে
রামরাজত্বে মানুষের হোক নবযুগে পদপাত ॥

পশ্চাতে স্মৃতি-বর্তমানের সীমাকে সমুখে টানি
গান্ধী কণ্ঠ ঘোষিছে 'আমার জীবন আমার বাণী'—
সেই বাণী ফিরে চাই প্রাণ-কল্যাণে
সম্মুখে মহাবিনষ্টি থেকে জগৎ পরিত্রাণে
মানুষের সুখে রাষ্ট্রযন্ত্র—যন্ত্রীর প্রজ্ঞানে
সর্বসেবায় মৈত্রীবদ্ধ বিশ্ব-মানস আনি
দেশে দেশে চাই জাতীয় জীবনে কল্যাণে মনোসাধ ॥

॥ ইতি গান্ধীজীবন মহাকাব্যে পূর্ণাহুতি নামীয় ষোড়শ সর্গ ॥

। সমাপ্ত ॥